রহমান 'আরশের উপর উঠেছেন

কুরআন, সুন্নাহ, সালাফে সালেহীন ও ইমামগণের ভাষ্যের আলোকে
মহান আল্লাহ্‌র 'আরশের উপর উঠা, সবকিছুর উপরে থাকা,
সাথে থাকা ও নিকটে থাকার সিফাত তথা গুণ বিষয়ে বিশুদ্ধ আকীদাহ

প্রফেসর ড. আবুবকর মুহাম্মাদ যাকারিয়া

রহমান আরশের উপর উঠেছেন

“রহমান ‘আরশের উপর উঠেছেন”

কুরআন, সুন্নাহ, সালাফে সালেহীন ও ইমামগণের ভাষ্যের আলোকে আল্লাহ্‌র ‘আরশের উপর উঠা, সবকিছুর উপরে থাকা, সাথে থাকা ও নিকটে থাকার সিফাত তথা গুণ বিষয়ে বিশুদ্ধ আকীদাহ

গ্রন্থনা

প্রফেসর ড. আবু বকর মুহাম্মাদ যাকারিয়া

আল-ফিকহ অ্যান্ড লিগাল স্টাডিজ বিভাগ
ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া।

CWI

ilm Publications

প্রকাশনা

কমিউনিটি ওয়েলফেয়ার ইনিশিয়েটিভ (সিডব্লিউআই)

৩৯/১ মাদানী গার্ডেন, উত্তর আউচপাড়া, টঙ্গী, গাজীপুর, মোবাইল: +৮৮০১৫৭৫৫৪৭৯৯৯

ILM Publications

92-23 176th Street, 1st Floor, Jamaica, New York 11433, USA,
Phone: 718 2918712, 347 4882777
Email: ilmpublicationsinc@gmail.com, Web: ilmpublication.com

প্রথম প্রকাশ: সেপ্টেম্বর ২০২০
দ্বিতীয় সংস্করণ: মার্চ ২০২১
তৃতীয় সংস্করণ: সেপ্টেম্বর ২০২২

পরিবেশনা
কাশফুল প্রকাশনী
৩৪ নর্থব্রুক হল রোড, মাদ্‌রাসা মার্কেট (২য় তলা), বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০।
মোবাইল: +৮৮ ০১৭৩১০১০৭৪০, +৮৮ ০১৯১৮৮০০৮৪৯

অনলাইন পরিবেশক: www.rokomari.com, www.wafilife.com

© গ্রন্থস্বত্ব লেখক কর্তৃক সংরক্ষিত

গ্রন্থসজ্জা: বর্ণমালা গ্রাফিক্স, ভাটারা, ঢাকা-১২১২, +৮৮ ০১৭১৫-৭৬৪৯৯৩
প্রচ্ছদ: আরিফুর রহমান, কালার ক্রিয়েশন, ঢাকা- +৮৮ ০১৮১৯১৮১৪৯২

মূল্য: ৭২০ (সাত শত বিশ) টাকা / USD 15 $

ISBN: 978-984-34-8360-7

9 789843 483607

RAHMAN ARSHER UPOR UTHECHEN [The Merciful Lord has ascended on His Throne] by Professor Dr. Abu Bakar Mohammad Zakaria. Published by Community Welfare Initiative (CWI), Gazipur, Bangladesh and ILM Publications, New York 11433, USA.

সূচীপত্র

প্রকাশকের কথা

সর্বান্তকরণ প্রশংসা ঘোষণা করছি সেই মহান সত্তার যিনি দীন ইসলামের দৌলত দিয়ে আমাদের সামনে চিরস্থায়ী মুক্তির পথ উন্মোচন করেছেন। যিনি তাঁর 'আরশকে সপ্তম আসমানের উপরে উঠিয়ে তাতে আরোহন করেছেন, আর তাঁর সৎ বান্দাদেরকে সেটি বিশ্বাস করার জন্য তাওফীক দিয়েছেন। সর্বোত দুরূদ ও শান্তি কামনা করছি নির্বাচিত রাসূল সেই মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওপর যাকে মহান রব 'আরশের উপরে থেকে ডেকে নিয়ে ওহীর নি'আমতে ধন্য করেছেন।

আমরা জানি ইসলামী জীবনদর্শনে বিশুদ্ধ আকীদাহ'র গুরুত্ব অত্যন্ত ব্যাপক ও অপরিহার্য। মুসলিমদের প্রাত্যহিক জীবনের ইবাদাত সালাত, সিয়াম, হজ, যাকাত ইত্যাদি যাই করা হয়; সবকিছু কবুলের জন্য বিশুদ্ধ আকীদাহ একান্ত আবশ্যক। আর বিশুদ্ধ আকীদাহ বলতে তাওহীদ ও তৎসংশ্লিষ্ট বিষয়কেই বুঝায়।

বিশ্বনবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম নবুওয়াত প্রাপ্তির পর মাক্কী জীবনে সালাত ফরয হওয়ার পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত একাধারে দশটি বছর শুধুমাত্র তাওহীদ তথা আল্লাহর একাত্ববাদের দাওয়াত দিতেন। পরবর্তীতে মাদানী জীবনেও তাওহীদের প্রচার-প্রসারের প্রতি সর্বাধিক গুরুত্বারোপ করেছেন।

তাওহীদ মানেই হচ্ছে আল্লাহর সত্তা, নাম, গুণ, কর্ম ও অধিকার সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান লাভ। তন্মধ্যে প্রথমেই আসে আল্লাহ তা'আলার সত্তা, নাম ও গুণ সম্পর্কে জানা। 'আল্লাহর 'আরশের উপর উঠা' এ আকীদাহটি এ তিনটি অংশের সাথেই ওৎপ্রোতভাবে জড়িত। আল্লাহর সত্তা, নাম ও গুণ সম্পর্কে জ্ঞান থাকলেই আকীদাহ'র বাকী বিষয়গুলো জানা সহজ হয়, নতুবা অন্ধকারে হাতড়ে বেড়ানোর মতো অবস্থা হয়।

প্রকাশিতব্য এই গ্রন্থ "রহমান 'আরশের উপর উঠেছেন" এতে বাংলাদেশের অন্যতম ইসলামিক স্কলার, দেশবরেণ্য আলেম, সহস্রাধিক গ্রন্থের রচয়িতা ও সম্পাদক প্রফেসর ড. আবু বকর মুহাম্মাদ যাকারিয়া হাফিযাহুল্লাহ 'আল্লাহর 'আরশের উপর উঠা' এ আকীদাহটি হাজারো গ্রন্থ থেকে মুক্তোতুল্য তথ্যাবলি দিয়ে অলংকৃত করে সাধারণ পাঠকদের জন্য বিশদভাবে তুলে ধরেছেন। কাব্যের ভাষায় বলতে গেলে-

"এ যেনো শব্দের পরতে পরতে তথ্যের সমাহার
যা পাঠে কেটে যাবে অজানায় হাতড়ে বেড়ানো আধার"

আমরা গ্রন্থটি প্রকাশ করার সুযোগ পেয়ে অত্যন্ত খুশি। এ জন্য মহান আল্লাহ্ তা'আলার শুকরিয়া আদায় করার পাশাপাশি গ্রন্থকার থেকে শুরু করে এটি মুদ্রণযোগ্য হয়ে আসার কর্মপরম্পরায় যারা সময় ও মেধা ব্যয় করেছেন সকলের জন্য 'আরশে আযীম এর মালিকের কাছে সর্বোত্তম জাযা প্রার্থনা করছি।

পরিশেষে একটিই প্রার্থনা, হে 'আরশের অধিপতি! আপনি এই গ্রন্থটিকে আমাদের সকলের হিদায়াতের মাধ্যম বানিয়ে দেন। আমীন।

প্রকাশক

ভূমিকা

আল্লাহর প্রশংসা করছি, যিনি তাঁর 'আরশকে সপ্তম আসমানের উপরে উঠিয়েছেন, তাঁর সৎ বান্দাদের অন্তরকে সেটা বিশ্বাস করার জন্য উপযোগী করে দিয়েছেন। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, তিনি ব্যতীত আর কোনো সত্য ইলাহ নেই, তিনি তাঁর 'আরশের উপরে উঠেছেন এবং সেখানেই আছেন। আমি আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর রাসূল, 'আরশের উপর থেকে তিনি তাঁর নবীকে ডেকে নিয়েছেন এবং তাঁর কাছে সেখান থেকে ওহী প্রেরণ করেছেন।

আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে যেসব বড় বড় নি'আমত প্রদান করেছেন তন্মধ্যে অন্যতম হচ্ছে, তিনি আমাদের জন্য তাঁর দীনকে পূর্ণ করে দিয়েছেন, আকীদাহকে স্পষ্ট করে দিয়েছেন এবং শরী'আতকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। দীনের মধ্যে যা কিছুর প্রয়োজন আমাদের হবে, সেসবই তিনি নিজে বর্ণনা করেছেন, রাসূলের যবানীতে ব্যাখ্যা করে জানিয়েছেন।

কোনো সন্দেহ নেই যে, সবচেয়ে বড় ও মর্যাদাপূর্ণ জ্ঞান হচ্ছে আকীদাহ বিষয়ক জ্ঞান। আর আকীদাহ বিষয়ক জ্ঞান বলতে সে জ্ঞানকে বুঝায় যা আল্লাহ তা'আলার সাথে সম্পৃক্ত। আল্লাহ তা'আলা সংক্রান্ত জ্ঞানই হচ্ছে তাওহীদের জ্ঞান। তাওহীদ মানেই হচ্ছে আল্লাহর সত্তা, নাম, গুণ, কর্ম ও অধিকার সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান লাভ। তন্মধ্যে প্রথমেই আসে আল্লাহ তা'আলার সত্তা, নাম ও গুণ সম্পর্কে জানা। 'আল্লাহর 'আরশের উপর উঠা' এ আকীদাহটি এ তিনটি অংশের সাথেই ওৎপ্রোতভাবে জড়িত। আল্লাহর সত্তা, নাম ও গুণ সম্পর্কে জ্ঞান থাকলেই আকীদাহ'র বাকী বিষয়গুলো জানা সহজ হয়, নতুবা অন্ধকারে হাতড়ে বেড়ানোর মতো অবস্থা হয়। এখানে কয়েকটি নিরেট সত্য কথা আমাদের জানা থাকতে হবে:

১- সহীহ আকীদাহ'র বিষয়টি কুরআন ও সুন্নায় বিস্তারিত এসেছে। আকীদাহ'র কোনো বিষয়, বিশেষ করে আল্লাহ তা'আলার সত্তা, নাম ও গুণ এমন নয় যা কুরআন ও সুন্নায় বর্ণিত হয়নি।

২- সহীহ আকীদাহ'র বিষয়গুলো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিস্তারিত বর্ণনা করেছেন, তিনি আমাদেরকে সাধারণ ফিকহী জিনিস বিস্তারিত বলেছেন, আর আকীদাহ'র মৌলিক আল্লাহ তা'আলার নাম ও গুণের বিষয়ে বলেননি, এমনটি হতে পারে না। বরং তিনি আকীদাহ'র বিষয়গুলো বর্ণনার জন্য জীবনের বেশিরভাগ সময় ব্যয় করেছেন। একটি উদাহরণ দিতে পারি, কীভাবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঈমান ও তাওহীদের মাপকাঠি হিসেবে আল্লাহ তা'আলার উপরের দিকে থাকাকে নির্ধারণ করেছেন। যেখানে দাসীর ঈমান পরীক্ষা করেছেন আসমানের উপরে 'আরশে থাকার বিষয়টি তার কাছ থাকার মাধ্যমে। ইমাম যাহাবী বলেন, 'দাসীকে মুক্ত করার হাদীস থেকে দু'টি জিনিস জানা যায়: এক. মুসলিমের জন্য এটা প্রশ্ন করা শরী'আতসম্মত যে, আল্লাহ কোথায়? দুই. যাকে প্রশ্ন করা হয়েছে তার জন্য উত্তর দেয়া বৈধ যে, আসমানের উপরে।'[১]

৩- সাহাবায়ে কেরাম রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহুম আকীদাহ'র বিষয়গুলো বিস্তারিত বুঝতেন। তারা

১. যাহাবী, আল-'উলূ, পৃ. ২৮।

আল্লাহর নাম ও গুণকে ভালোভাবেই জানতেন। সেজন্যই আমরা দেখতে পাই যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে জানিয়েছেন, সিফাতকে ভালোবাসা আল্লাহ তা'আলার ভালোবাসা পাওয়ার মাধ্যম ও জান্নাতে যাওয়ার কারণ। হাদীসে এসেছে, 'আয়েশা রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহা বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক সাহাবীকে কোনো এক অভিযানের জন্য আমীর করে পাঠালেন, তিনি সালাতে তার সাথীগণকে নিয়ে কুরআন পড়তেন। কিন্তু তিনি কিরাআতের সমাপ্তি টানতেন সূরা 'কুল হুয়াল্লাহু আহাদ' দিয়ে। অতঃপর তারা যখন অভিযান থেকে ফিরে আসলেন তখন সাহাবীগণ সেটা নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জানালেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তাকে জিজ্ঞেস করো কেন সে উক্ত কাজটি করত? তখন তারা তাকে জিজ্ঞেস করলে সে বলল, কারণ এটি রহমানের গুণ। আর আমি এটা দিয়ে সালাত পড়তে পছন্দ করি। তখন নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, "তাকে জানিয়ে দাও যে, আল্লাহও তাকে ভালোবাসেন।"[২]

অপর হাদীসে এসেছে, আনাস ইবন মালিক রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহু বলেন, "আনসারগণের এক লোক তাদের নিয়ে মসজিদে কুবাতে ইমামতি করতেন। তিনি যখনই কোনো সূরা দিয়ে সালাত শুরু করতেন, যা দিয়ে সালাত পড়া হয়, তখনই তিনি প্রথমেই 'কুল হুওয়াল্লাহু আহাদ' সূরা দিয়ে শুরু করতেন তারপর তা শেষ করতেন, তারপর এর সাথে অন্য আরেকটি সূরা পড়তেন। আর তিনি সেটা প্রতি রাকাতেই করতেন। তার সাথীরা এ ব্যাপারে তার সাথে কথা বললে তারা বলল, তুমি এ সূরা (ইখলাস) দিয়ে শুরু কর, তারপর এটা তোমার জন্য যথেষ্ট হবে মনে কর না যতক্ষণ না তুমি তার সাথে অন্য সূরা মিলাচ্ছ, হয় তুমি এটা দিয়েই সালাত পড় নতুবা এটাকে ছেড়ে দাও এবং অন্য কোনো সূরা দিয়ে সালাত পড়। তখন সে বলল, আমি সেটা ছাড়তে পারবো না, যদি তোমরা পছন্দ করো যে, আমি এভাবে তোমাদের সালাতের ইমামতি করব, তাহলে তা করবো, নতুবা আমি তোমাদের ছেড়ে যাব। আর তারা মনে করত সে তাদের মধ্যে উৎকৃষ্ট, আর সে ব্যতীত অন্য কেউ তাদের ইমামতি করবে সেটা তারা অপছন্দ করত। অতঃপর তারা নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে তাঁকে বিষয়টি সম্পর্কে সংবাদ দিলে তিনি বললেন, "হে অমুক, তোমার সাথীরা তোমাকে যা করতে বলে তা করতে তোমাকে কিসে নিষেধ করল, আর কিসে তোমাকে প্রতি রাকাতে এ সূরা পড়তে বাধ্য করলো?" সে বলল, আমি এ সূরাটিকে পছন্দ করি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, "এ সূরার প্রতি ভালোবাসা তোমাকে জান্নাতে প্রবেশ করিয়েছে।"[৩]

৪- সাহাবায়ে কেরাম রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহুম আকীদাহ'র মিশন নিয়েই দাওয়াতে বের হয়েছিলেন, তারা নিছক ফিকহী মাসআলা নিয়ে বের হননি। তারা যদি আল্লাহ তা'আলা সম্পর্কে না জানতেন তবে দাওয়াত কিসের দিকে দিলেন? তারা যেখানেই গিয়েছেন সেখানেই সবকিছুর আগে আকীদাহ'র দাওয়াত দিয়েছেন; কারণ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে এ নির্দেশই দিয়েছেন। মু'আয ইবন জাবাল রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহুকে ইয়ামানে পাঠানোর সময়ে যা নির্দেশ দিয়েছিলেন তা এর ওপর প্রমাণবহ।

২. সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৭৩৭৫; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৮১৩।

৩. সহীহ বুখারী, পরিচ্ছেদ, দু' সূরা একত্রে পড়া (১/১৫৪); তিরমিযী, হাদীস নং ২৯০১।

৫- সাহাবায়ে কেরাম রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহুম দর্শনতত্ত্ব জানতেন না, কিন্তু তারা তাওহীদ জানতেন, আকীদাহ জানতেন। আল্লাহর জন্য কী সাব্যস্ত করা যাবে আর কী সাব্যস্ত করা যাবে না তা তারা ভালো করেই জানতেন, আর তারা তা বলেও গেছেন। তারা কেউই কঠিন দর্শনতত্ত্ব নিয়ে আলোচনা করতেন না। তারা কুরআন ও সুন্নাহ থেকেই তাদের যাবতীয় আকীদাহ গ্রহণ করেছেন এবং সে অনুযায়ী দাওয়াত দিয়েছেন। কুরআন ও সুন্নাহ'র ভাষ্যসমূহ থেকে হিদায়াত নেয়ার ব্যাপারে তাদের মধ্যে কোনো সমস্যা হতো না, হলেও তারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করতেন, তারপর তাদের মধ্যকার বিজ্ঞজন থেকে জেনে নিতেন। সে বিজ্ঞজনেরা জগতের সকল মুসলিমের মাথার উপর শিক্ষক হিসেবে ছিলেন, আছেন এবং থাকবেন। যতক্ষণ ফিতনা প্রকাশিত না হতো ততক্ষণ সাহাবায়ে কেরাম তা নিয়ে আলোচনা করতেন না। বিস্তারিত আলোচনা না করার অর্থ, কখনো না জানা নয়। তাদের কাছে এগুলো এতই স্পষ্ট ছিল যেমন দিন স্পষ্ট থাকে রাত থেকে। কিন্তু যখনই বিভ্রান্তি দেখা গেছে তখনই তারা এ বিষয়ে সতর্ক করেছেন, বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। সর্বপ্রথম আকীদাগত ফিতনা ছিল তাকদীর সম্পর্কে, সাহাবায়ে কেরাম এ বিষয়ে আলোচনা করতে সামান্যও কমতি করেননি।[৪] এখন কেউ যদি বলে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকদীরের মাসআলা বলে যাননি কিংবা সাহাবায়ে কেরাম তাকদীর বুঝতেন না, তাহলে তারা অবশ্যই উম্মতের সর্বোত্তম ব্যক্তিদেরকে মূর্খ সাব্যস্ত করলেন। বস্তুত তারা আকীদাহ যথাযথভাবে বুঝেছেন, সবাই আকীদাতে একমত ছিলেন, অতঃপর যখনই আকীদায় ভিন্ন কিছু প্রকাশ পেয়েছে তখনই তারা সেটার বিরুদ্ধে নিজের সর্বশক্তি নিয়োগ করেছেন।

তেমনিভাবে তাবে'য়ীগণের যুগ পর্যন্ত আল্লাহ তা'আলার নাম ও গুণের ব্যাপারে আকীদাহ তার সঠিক পথেই চলছিল। ইতোমধ্যে জা'দ ইবন দিরহাম ও তার ছাত্র জাহম ইবন সাফওয়ান আল্লাহ তা'আলার নাম ও গুণের ব্যাপারে তাদের ভ্রান্ত আকীদাহ-বিশ্বাস প্রচার করতে থাকে[৫], তখনই উম্মতের কাণ্ডারী তাবে'য়ী ও তাবে তাবে'য়ীগণ তাদের সর্বশক্তি দিয়ে তা প্রতিহত করতে সচেষ্ট হয়। তাদের বিরুদ্ধে উম্মতের সচেতন সবাই তখন কঠোরভাবে পর্বতসম বাধা হয়ে দাঁড়ায়; তারা যেসব ভুল আকীদাহ প্রচার-প্রসারে লিপ্ত ছিল তারা সেগুলোর রদ করতে থাকেন।

৬- বস্তুত তাবে'য়ীগণ সাহাবীগণের পদাঙ্কে চলে দুনিয়া থেকে চলে গেছেন, আকীদাহ বিষয়ে তারা তাদের বক্তব্য বলে গেছেন। তারা বারবার জাহমী আকীদাহ ও তাদের পরবর্তী মু'তাযিলাদের আকীদাহ'র বিরোধিতায় গ্রন্থ রচনা করেছেন, উম্মতকে সাবধান করে গেছেন। তারপরও দেখা যায় জাহমিয়্যাহ ও মু'তাযিলাদের অনুসারীরা ভিন্ন মত ও পথে উম্মতের বিশুদ্ধ আকীদাহ-বিশ্বাসে সমস্যা তৈরি করে। তারা কুরআন ও হাদীসের জায়গায় কখনও বিবেকের যুক্তিকে আবার কখনও কখনও তথাকথিত দর্শনশাস্ত্রের নতুন মোড়কে মুসলিমদের মাঝে উপস্থাপন করে। তখন উম্মতের আলেমগণ সহীহ আকীদাহ'র ধারক-বাহকগণ গ্রন্থ রচনা করে লোকদেরকে তা থেকে সাবধান করে।

---

৪. ইমাম আওযা'ঈ তা বলেছেন, লালেকাঈ, শারহু উসূলি ই'তিক্বাদি আহলিস সুন্নাতি ওয়াল জামা'আহ, নং ১৩৯৮; ইবন বাত্তাহ, আল-ইবানাহ (২/৪১৪)।

৫. ইবন তাইমিয়্যাহ, মাজমূ' ফাতাওয়া (৫/২০)।

৭- এরপর আসে তাবে' তাবে'য়ীগণ, তাদের সময় বাতিলের জয়-জয়কার শুরু হয়ে যায়। তখন ছিল হিদায়াতের ইমামগণের যুগ। ফিকহের ইমাম প্রত্যেকেই তাদের ভূমিকা সেখানে রাখেন। তবে সবচেয়ে বেশি কার্যকর ভূমিকা রাখেন হাদীসের ইমামগণ। তারা এ বিষয়ে এতোই সাবধান থাকেন যে, আকীদাহ-বিশ্বাসে ত্রুটি আছে এমন কারও কাছ থেকে তারা হাদীস গ্রহণ করতেন না। তারা তখন হাদীসের গ্রন্থে বা তার বাইরে, সুন্নাহ, তাওহীদ, আকীদাহ, ঈমান ইত্যাদি বিভিন্ন নামে সহীহ আকীদাহ তুলে ধরেন। এখন কেউ যদি বলে যে, সাহাবী ও তাবে'য়ীগণ এসব আকীদাহ জানতেন না, তাহলে অবশ্যই তিনি উম্মতের প্রথম সারির জ্ঞানীদের মূর্খ মনে করছেন। এর জন্য তিনি নিজেই দায়ী, সোনালী মানুষগুলোর চেষ্টা-প্রচেষ্টার মূল্যায়ন সামান্যও কম হবে না।

৮- পরবর্তীকালের আলেম, মুহাদ্দিস, মুফাসসির সর্বদা মানুষদেরকে সহীহ আকীদাহ'র দিকে আহ্বান জানিয়েছেন। তারা সালাফে সালেহীনের আকীদাহ তুলে ধরার পাশাপাশি ভ্রান্ত আকীদাহ'র উৎস সম্পর্কেও সাবধান করেছেন। কিন্তু এ সময় সবচেয়ে বড় সমস্যা হয় উম্মতের মধ্যে কালামশাস্ত্র নামে একটি বিভ্রান্ত মানহাযের ব্যাপক বিস্তৃতি। যারা জাহমিয়্যাহ, মু'তাযিলাদের রেখে যাওয়া আকীদাহ-বিশ্বাসের নীতির ওপর তাদের প্রাসাদ নির্মাণ করে। আকীদাহ'র ক্ষেত্রে কুরআন ও সুন্নাহ'র কথা বাদ দিয়ে বিবেকের যুক্তিকে শুদ্ধাশুদ্ধ বিচারের ভার প্রদান করে, ফলে তারা আল্লাহর নাম, গুণ ও কর্মের ক্ষেত্রে যাবতীয় সমস্যা তৈরি করে রেখে যায়। তারাই পরবর্তীতে আশ'আরী ও মাতুরিদী মতবাদের অনুসারীর নামে খ্যাত হয়।

৯- হিদায়াতের ইমামগণ সালাফে সালেহীনের অনুসরণ করে এসব ভ্রান্ত আকীদাহ'র বিরুদ্ধে কুরআন, সুন্নাহ, সালাফদের 'আসার' নিয়ে সেটার বিরুদ্ধে দাঁড়ায়। মানুষদেরকে সাবধান করে। যেমন, ইমাম দিমইয়াত্বী (মৃত্যু ৭০৫ হিজরী) বলেন, বর্তমান সময়ের অনেকেই মানকূল বা কুরআন ও সুন্নাহ'র ইলম অর্জন বাদ দিয়ে মা'কূল বা দর্শনবিদ্যা অধ্যয়নে ব্যস্ত রয়েছে। তাই তারা ইলমুল মানতিক পড়ে চলছে। তারা বিশ্বাস করছে, যে কেউ এ বিদ্যা রপ্ত করবে না সে কথাই বলতে জানে না। হায়, আমার বুঝে আসে না যে, তারা এটা কীভাবে বলতে পারে! ইমাম শাফে'য়ী ও মালিক রাহিমাহুমাল্লাহ কি তা শিখেছিলেন? নাকি এটি ইমাম আবু হানীফা রাহিমাহুল্লাহ'র পথ আলোকিত করেছিল? এটা কি ইমাম আহমাদ ইবন হাম্বল রাহিমাহুল্লাহ শিখেছিলেন? নাকি ইমাম সাওরী রাহিমাহুল্লাহ সেটা শিক্ষা গ্রহণের জন্য ঝুঁকেছিলেন? তারা তো কেউই এ পথে চলেননি। তুমি কি মনে করছ যে, তাদের তীক্ষ্ণতা ও বুদ্ধিমত্তায় সমস্যা ছিল? তারা তো সেটা অর্জন করার জন্য সময় ব্যয় করেননি। কখনও নয়, তাদের বিবেক-বুদ্ধি, তীক্ষ্ণ ধীশক্তি এসবই তথাকথিত মানতিক নামক বিদ্যার জেলখানায় আটকে থাকার থেকে অনেক সম্মানিত, সেগুলো বরং আরও বেশি মর্যাদাপূর্ণ যে, সেগুলোকে তথাকথিত মানতিক বিদ্যার অপছায়ায় ফেলে রাখতে হবে।

আল্লাহর শপথ করে বলছি, এ জাতি এমন জিনিসে নিজেদের ডুবিয়ে রেখেছে যা তাদের কোনো উপকার করবে না, তারা এমন বিষয়ের প্রতি মুখাপেক্ষিতা দেখাচ্ছে যা তাদেরকে কখনো অমুখাপেক্ষী করবে না। বরং তাদেরকে বিষধর বিপদে ফেলবে ও সমস্যায় নিপতিত করবে। আর শয়তান তাদেরকে ওয়াদা করছে ও তাদেরকে দুরাশায় নিক্ষেপ

করছে। এ বিদ্যার জন্য এটাই কি যথেষ্ট নয় যে, একক কোনো আলেম সেটার দিকে তাকিয়ে দেখবে, কোনো পরিশ্রম ব্যয় না করে কেবল পড়ে দেখবে, সেটার প্রতি কোনো রকম সাহায্যকারী না হয়ে; কারণ এ ইলমের যে ক্ষতি রয়েছে তার সবচেয়ে কমটিই হচ্ছে এই যে, তা মানুষকে অর্থহীন কাজে ব্যাপ্ত রাখে এমন জিনিসের মুখাপেক্ষী করে দেয় যা থেকে করুণাময় রাব্বুল আলামীন তাকে অমুখাপেক্ষী করেছেন। অথচ এ লোকগুলো এ বিদ্যাকে করে নিয়েছে স্থায়ী ও প্রশ্নাতীতভাবে মানার বিষয়ের একমাত্র হাতিয়ার। তারা এর মধ্যে প্রচুর ধৌড়-ঝাপ করে, এটা অর্জনের জন্য জীবনের মূল্যবান সময়গুলো ব্যয় করে। মনে হচ্ছে যেন তারা হিদায়াতের প্রতি আহ্বানকারী (মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর কথা শুনেনি, যখন কোনো একজন এ ধরনের বিদ্যার ইচ্ছা পোষণ করেছিল, যখন তিনি দেখলেন যে, 'উমার রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহুকে তাওরাতের কিছু অংশ ফলকে লিখে নিয়ে হাযির হয়েছিল, আর তিনি প্রচণ্ড ক্রোধান্বিত হয়েছিলেন এবং এর সংরক্ষণকারী ও বন্দোবস্তকারীকে বলেছিলেন, "যদি মূসা জীবিত থাকতেন তাহলে আমার অনুসরণ ছাড়া তারও গত্যন্তর ছিল না।" সুতরাং সেখানে কোনো ওযরই কাজে আসেনি, অথচ সেটা ছিল এমন কিতাব যা মূসা 'আলাইহিস সালাম নিয়ে এসেছিলেন আলো হিসেবে। তাহলে সে গ্রন্থ (বিদ্যা) সম্পর্কে কী ধারণা করা যেতে পারে যা প্রণয়ন করেছে শির্কের অন্ধকারে বিচরণকারী হোঁছট খাওয়া ব্যক্তিবর্গ, যাতে তারা মিথ্যা ও অপবাদই শুধু আরোপ করেছে? হায়, আফসোস সেসব বিনষ্ট উদভ্রান্ত বিবেকদের জন্য, যারা দর্শনের পথভ্রষ্ট সমুদ্রে ডুবে আছে।[৬]

১০- বস্তুত হিদায়াত পেতে হলে অনুসরণ করতে হবে কুরআন ও সুন্নাহকে। আর সেটাকে বুঝতে হবে সালাফে সালেহীনের নীতির আলোকে। সাহাবায়ে কেরাম থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত যারা একই নীতিতে ছিলেন তাদের নীতির বাইরে যত প্রসিদ্ধ আর গণ্যমান্য লোকই বিচরণ করুক না কেন, সে পথ হিদায়াতের নয়, বিভ্রান্তির। তাই আমাদের কর্তব্য হচ্ছে হিদায়াতের লোকদেরকে চিনে নেয়া, তাদের কথাকে মূল্যায়ন করা।

উপরোক্ত নীতিগুলোর আলোকে আমরা যদি 'আল্লাহ তা'আলা কর্তৃক তাঁর 'আরশে উঠা' আকীদাকে বিশ্লেষণ করি তাহলে আমাদের নিকট কয়েকটি জিনিস স্পষ্ট হয়ে যাবে:

এক. কুরআন ও সুন্নাহ'র অনুসরণ করে সাহাবায়ে কেরাম 'আল্লাহ তা'আলা কর্তৃক তাঁর 'আরশের উপর উঠা' কোনো প্রকার ধরন নির্ধারণ ব্যতীত বিশ্বাস করতেন। তাদের মধ্যে এ ব্যাপারে কোনো মতপার্থক্যই ছিল না, বরং তা ছিল স্বতঃসিদ্ধ বিষয়।

দুই. সাহাবায়ে কেরাম আল্লাহর সিফাতের অর্থ করতেন। সেসব সিফাত তারা বুঝতেন। তারা সেগুলোকে ধাঁধাঁ মনে করতেন না। তারা সেগুলোকে কখনও মুতাশাবিহ বা অস্পষ্ট বলতেন না। তারা 'আল্লাহ তা'আলা কর্তৃক 'আরশে উঠা'র বিষয়টি সাব্যস্ত করেছেন। বিভিন্নভাবে তারা সেটা ব্যক্ত করেছেন।

তিন. তাবে'য়ীগণও আল্লাহ তা'আলার 'আরশের উপর উঠা ও 'আরশের উপরে থাকার বিষয়টিতে বিশ্বাস করতেন। তাদের মধ্য থেকে জাহমিয়্যাহ সম্প্রদায়ের অনুসারী মুষ্টিমেয় কিছু লোক ব্যতীত কেউ তা নিয়ে ভিন্নমত পোষণ করেছেন প্রমাণিত হয়নি।

৬. আদ-দেহলাওয়ী আব্দুল আযীয, বুস্তানুল মুহাদ্দিসীন।

চার. তাবে' তাবে'য়ীগণের যুগ থেকে আল্লাহর গুণ অস্বীকার করার প্রবণতা ব্যাপকভাবে পরিলক্ষিত হয়। তখন মু'তাযিলারা প্রায় সকল গুণই অস্বীকার করে বসেছিল। সে সময়ে মুহাদ্দিস, মুফাসসির, ফকীহ আলেমগণের প্রায় সবাই তাদের বিরুদ্ধে কলম ধরেছিলেন। কিন্তু সংখ্যাগরিষ্ঠ ও গ্রহণযোগ্য সকল আলেমকেই আমরা দেখতে পাই যে, তারা আল্লাহ তা'আলার জন্য এ গুণটি সাব্যস্ত করেছেন।

পাঁচ. তাবে তাবে'য়ীনের পরবর্তী সময়ে এসে গ্রীক দর্শন ও অন্যান্য দর্শন দ্বারা প্রভাবিত হয়ে আল্লাহর গুণগুলোকে সাব্যস্ত না করার প্রবণতা প্রবলভাবে পরিলক্ষিত হয়। তখনও তাদের মধ্যে আল্লাহর সত্তাগত গুণগুলোকে অস্বীকার করা ব্যাপক আকারে ছিল না। যদিও তখন ইবন কুল্লাবের আকীদাহ ব্যাপকভাবে প্রসারিত হওয়ায় তখনকার বহু আলেমের মাঝে আল্লাহর কর্মগত গুণ অস্বীকার করার প্রবণতা ব্যাপকভাবে শুরু হয়। সেজন্য আমরা দেখতে পাই যে, কুল্লাবিয়্যাহ ফেরকার লোকেরা 'আল্লাহর 'আরশের উপর উঠা' অস্বীকার করতেন, কিন্তু তারা আল্লাহ তা'আলা 'সর্বোচ্চ সত্তা', তিনি সবকিছুর উপরে থাকার বিষয়টি স্বীকার করতেন। এটাকে বলা হয় প্রাচীন আশ'আরী মতবাদ; যদিও ইমাম আবুল হাসান আল-আশ'আরী এ মতবাদ থেকে পরবর্তীতে বিশুদ্ধ সালাফী আকীদায় ফিরে এসেছিলেন, তবুও তাঁর দিকেই তারা সম্পর্কযুক্ত হয়। এ কুল্যাবিয়্যাহ-আশ'আরিয়্যাহ মতবাদের প্রাচীন আলেমগণের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন, হারেস আল-মুহাসেবী, আবুল 'আব্বাস আহমাদ আল-ক্বালানেসী, আবু আলী আস-সাক্বাফী, আবু বকর আস-সাবগী প্রমুখ। তাদের কেউ কেউ আল্লাহ তা'আলার জন্য 'আরশের উপর উঠার গুণটি স্বীকার করতেন।

ছয়. তাবে তাবে'য়ীনের শেষ অংশে এসে আল্লাহ তা'আলার সাতটি গুণ ব্যতীত বাকী সকল সত্তাগত ও কর্মগত গুণ অস্বীকার করার মাধ্যমে এ আশায়েরা ও তাদের প্রায় সম আকীদাহ'র মাতুরিদিয়ারা আবার নিজেদেরকে জাহমিয়্যাহদের দোসর হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছে। তখনই তারা স্পষ্ট করে আল্লাহর 'আরশের উপর উঠা এবং 'সত্তাগতভাবে আল্লাহ তা'আলার সর্বোচ্চ সত্তা' হওয়ার বিষয়টি অস্বীকার করে। কিন্তু তখনও হকপন্থী আলেমগণের জয়-জয়কার ছিল।

সাত. হিজরী পঞ্চম ও ষষ্ঠ শতকের পর থেকে আল্লাহ তা'আলার সত্তাগত ও কর্মগত গুণগুলোকে অস্বীকার করার জন্য বেশ কিছু আলেম দাঁড়িয়ে যায়, তাদের কাছে বিবেকের যুক্তিকে প্রাধান্য দেয়ার নীতি গভীরভাবে শেকড় গেড়ে বসে। তারা যেটাকেই হক মনে করে সেটার পক্ষে জীবনের মূল্যবান সময় ব্যয় করতে থাকে। এ ব্যাপারে তাদের হয়ত ওযর ছিল; কারণ তারা এটাকে বিশুদ্ধ মনে করেছে। ফলে আল্লাহর সিফাত তথা গুণ অস্বীকারকারী একটি গোষ্ঠীর দৌরাত্ম্য সব জায়গায় দেখা দেয়। তাদের দাপটে অনেক সময় আলেমগণ পর্যন্ত হক কথা বলতে পারতেন না অথবা তারা আশ'আরী-মাতুরিদী আকীদাহ'র ভুল তথ্যকেই সত্য মনে করে জীবন অতিবাহিত করে গেছেন। তাদের মধ্যে বিখ্যাত ছিলেন, ইমাম নাওয়াওয়ী, ইবন হাজার, সূয়ূতী প্রমুখ মনীষীগণ। আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে ক্ষমা করুন। তারা এ আকীদায় বিশ্বাসী থাকলেও তারা এ আকীদাহ'র প্রতি আহ্বানকারী ছিলেন এমনটি বলা যাবে না। তাই তাদেরকে সরাসরি আশ'আরী বলার কোনো সুযোগ নেই; কারণ তাদের গবেষণার ক্ষেত্র এটি ছিল না। তারা তাদের বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে অনন্য ছিলেন।

তবে এ সময় অপর কিছু আলেম ছিল যারা এ আকীদাকে প্রমোট করা, সাব্যস্ত করা, এর প্রতি দাওয়াত দেয়া, এর জন্য গোড়ামী করাসহ সব রকমের কাজই করেছিল, তাদের অনেকেই সালাফে সালেহীনের নীতিকে মুশাব্বিহা মুজাসসিমা বলে অপমান করতে দ্বিধা করতো না।

কিন্তু হকপন্থীরা সবসময় ছিল, তারা সঠিকটিকে দিয়ে বাতিলকে প্রতিহত করেছে। উদাহরণ হিসেবে আমরা দু'জন বিখ্যাত ব্যক্তিত্বের নাম উল্লেখ করতে পারি, তাদেরই একজন হচ্ছেন, কাযী আবদুল ওয়াহহাব আল-মালেকী আল-বাগদাদী রাহিমাহুল্লাহ। তিনি বলেন, "আল্লাহ তা'আলাকে 'আরশের উপর উঠার গুণে গুণান্বিত করা কুরআন ও হাদীসের ভাষ্যের অনুসরণ, শরী'আতের প্রতি আত্মসমর্পন আর আল্লাহ তা'আলা তাঁর নিজেকে যে গুণে গুণান্বিত করেছেন সেটার সত্যায়ন।"[৭] আরেকজন হচ্ছেন, ইমাম আবদুল কাদের আল-জীলানী রাহিমাহুল্লাহ, তিনি বলেন, "কর্তব্য হচ্ছে, আল্লাহর 'আরশের উপর উঠার গুণটি কোনো প্রকার অপব্যাখ্যা ছাড়াই তাঁর জন্য ব্যবহার করা, আর তা হচ্ছে 'আরশের উপর তাঁর সত্তার উঠা।"[৮]

তাছাড়া আরও অনেক মুহাদ্দিস, মুফাসসির, ফকীহ এ আকীদাহ'র জন্য সংগ্রাম করেছেন। আলোচ্য গ্রন্থে আমরা সে বিষয়টিকেই বিস্তারিতভাবে তুলে ধরেছি।

এ গ্রন্থটি রচনার ক্ষেত্রে আমাকে সার্বিক সহযোগিতা করেছে আমার প্রিয় পুত্র আব্দুর রহমান, সারাক্ষণ কিতাবপত্র সংগ্রহ ও তথ্য-উপাত্ত দিয়ে আমাকে সমৃদ্ধ করেছে। আল্লাহর কাছে দো'আ করি তিনি যেন তাকে কবুল করেন, তাকে দীন ও আকীদাহ'র খেদমতে নিয়োজিত করেন।

সর্বশেষে যারা এ ব্যাপারে বিভিন্নভাবে সাহায্য করেছেন তাদের স্মরণ করছি, তাদের মধ্যে অন্যতম হচ্ছেন, তরুণ লেখক আব্দুল্লাহ মাহমুদ, যার অনুবাদ করা 'আল-আরশ গ্রন্থ থেকে প্রচুর সহযোগিতা পেয়েছি। তাছাড়া আমার সহকারী মাওলানা মিজানুর রহমান ফকির গ্রন্থটি পড়ে ভাষাগত সমস্যাগুলো দেখে দিয়েছে তার জন্যও দো'আ করছি।

আরও যাকে বিশেষভাবে স্মরণ করতে হয়, তিনি হচ্ছেন, মুফতী সাইফুল ইসলাম সাহেব, যিনি অক্লান্ত পরিশ্রমের মাধ্যমে প্রযুক্তিগত সাপোর্ট দিয়ে আমাকে করেছেন প্রাণবন্ত আর গ্রন্থটি করেছেন সমৃদ্ধ। আল্লাহ তা'আলার কাছে তার জন্য উত্তম জাযা আশা করছি।

আল্লাহ তা'আলার কাছে দো'আ করি তিনি যেন তা কবুল করেন। এটাকে আমাদের সকলের হিদায়াতের মাধ্যম বানিয়ে দেন। আমীন।

প্রফেসর ড. আবু বকর মুহাম্মাদ যাকারিয়া
মাদানী গার্ডেন, উত্তর আউচপাড়া, টঙ্গী, গাজীপুর।
০৯/০৮/২০২০

৭. শারহু মুকাদ্দিমাতু আবু যাইদ আল-ক্বাইরোয়ানী।

৮. আল-গুনইয়া লি ত্বালিবীল হক্ব।

شهدت بأن وعد الله حـــق ... وأن النار مثوى الكافرينا

وأن العرش فوق الماءِ طافٍ ... وفوق العرش رب العالمينا

وتحمله ملائكة شــــــداد ... مـــلائكـــة الإله مسومينا

"আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহর ওয়াদা সত্য— আর জাহান্নাম কাফিরদের শেষ ঠিকানা। আর 'আরশের উপর রয়েছেন রব্বুল আলামীন। আর নিশ্চয় 'আরশ তা তো পানির উপর ভাসছে। আর সে 'আরশকে বহন করছে শক্ত-সামর্থ্য আল্লাহর নিশান লাগানো ফিরিশতগণ।"

-আবদুল্লাহ ইবন রাওয়াহা রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহু

প্রথম অধ্যায়

আল্লাহ্ তা'আলার নাম ও গুণের ব্যাপারে বিশুদ্ধ আকীদাহ

প্রথম পরিচ্ছেদ

"ইস্তেওয়া আলাল 'আরশ" সম্পর্কিত জ্ঞান অর্জনের প্রয়োজনীয়তা

আল্লাহ তা'আলার সত্তা, নাম, গুণ, কর্ম ও অধিকার সম্পর্কে জানা ও মানা হচ্ছে দুনিয়ার সবচেয়ে বড় ইলম ও সর্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞান। এর সাথে অন্য কিছুর তুলনা করার সুযোগ কোথায়। দুনিয়ায় যারা এসেছে তারা যদি এ জ্ঞান অর্জন না করে তাহলে সে জাহেল থেকেই যাবে। এ জ্ঞান অনুযায়ী অজ্ঞতা ও জ্ঞানের মাপকাঠি নির্ধারিত হবে। এ জ্ঞান যার কাছে যত বেশি, যার কাছে যত বিশুদ্ধ তিনি তত বড় আলেম হিসেবে বিবেচিত হবেন। কারণ, এ জ্ঞান অর্জন মানেই তাওহীদের জ্ঞান অর্জন। আল্লাহর সত্তা ও কর্ম সম্পর্কে জানার অপর নাম তাওহীদুর রুবুবিয়্যাহ বা প্রভুত্বে তাওহীদ। তাঁর নাম ও গুণ জানা, মানা ও সেগুলোর যথাযথ উপলব্ধি অন্তরে জাগরুক রাখা, সেগুলো দিয়ে তাকে ডাকাই হচ্ছে তাওহীদুল আসমা ওয়াস সিফাত বা নাম ও গুণে তাওহীদ। আর তাঁর অধিকার সম্পর্কে সচেতন থেকে একমাত্র তাঁর জন্যই মানুষদের সবকিছু নিবেদিত হওয়ার নামই হচ্ছে তাওহীদুল উলুহিয়্যাহ বা ইবাদাতে তাওহীদ। তন্মধ্যে সবচেয়ে শরীফ ও সম্মানিত অংশ হচ্ছে তাওহীদুল আসমা ওয়াস সিফাত। আল্লাহর নেককার বান্দাগণ তাঁর নাম ও গুণের মাধ্যমেই তাঁর ইবাদাত করে, আর এ নির্দেশই তাদেরকে দেয়া হয়েছে। বলা হয়েছে,

﴿وَلِلَّهِ ٱلۡأَسۡمَآءُ ٱلۡحُسۡنَىٰ فَٱدۡعُوهُ بِهَاۖ﴾ [الأعراف: ١٨٠]

"আর আল্লাহর রয়েছে সুন্দর নামসমূহ সেগুলো দিয়েই তোমরা তাকে ডাক।" [সূরা আল-আ'রাফ, আয়াত: ১৮০] তাঁর রয়েছে উত্তম সিফাত বা গুণাবলি, আল্লাহ বলেন,

﴿وَلَهُ ٱلۡمَثَلُ ٱلۡأَعۡلَىٰ فِي ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلۡأَرۡضِۚ﴾ [الروم: ٢٧]

"আর আসমান ও যমীনে উত্তম গুণাবলি তো তাঁরই।" [সূরা আর-রূম, আয়াত: ২৭] সুতরাং যারা তাঁর নাম ও তাঁর গুণ সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান লাভ করেছে তারাই রাব্বুল আলামীনকে চিনতে সক্ষম হয়েছে। কারণ, কোনো কিছুকে জানতে হলে হয় তাকে দেখতে হবে, যা আল্লাহর জন্য দুনিয়ার জীবনে অসম্ভব অথবা কাউকে জানতে হলে তার মতো কাউকে দেখতে হবে, কিন্তু তাঁর মতো তো কেউ নেই,

﴿لَيۡسَ كَمِثۡلِهِۦ شَيۡءٞۖ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلۡبَصِيرُ﴾ [الشورى: ١١]

"তাঁর মতো কোনো কিছু নেই, তিনি সর্বশ্রোতা সর্বদ্রষ্টা।" [সূরা আশ-শূরা, আয়াত: ১১] বাকী থাকলো তাঁর সম্পর্কে প্রাপ্ত সংবাদ। আল্লাহকে জানতে হলে, তাঁর সঠিক পরিচিতি পেতে হলে তাঁর দেয়া গ্রন্থ এবং তাঁর সম্পর্কে যারা সত্য সংবাদ বাহক রয়েছেন তাদের দেয়া সংবাদের ওপরই নির্ভর করতে হবে। তিনি তাঁর নিজের সম্পর্কে যা যা বলেছেন তা অবশ্যই সত্য, আর তাঁর সম্পর্কে তাঁর সবচেয়ে প্রিয় মানুষগুলো নবী-রাসূলগণ যা যা বলেছেন তাই সত্য। সেগুলো

কখনো কখনো কোনো ব্যক্তি বিশেষের বিবেকে ধরতেও পারে আবার নাও ধরতে পারে। কারও ব্যক্তি বিশেষের বিবেকের যুক্তি দিয়ে সেগুলোর সত্য-মিথ্যা হওয়া কখনও নির্ভর করবে না। সুতরাং আল্লাহ সম্পর্কে জানতে হলে আল্লাহর কিতাব ও তাঁর রাসূলের বাণীর ওপরই নির্ভর করতে হবে। বিবেকের যুক্তিকে বলতে হবে, তার সীমাবদ্ধতা আছে, সে অনেক কিছু বুঝতে সময় লাগতে পারে, কিন্তু আল্লাহ প্রদত্ত সংবাদ সত্য, তাঁর নবী-রাসূলদের দেয়া সংবাদ সত্য। আর এজন্যই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাতের বেলা যখন ঘুম থেকে উঠতেন তখনকার দো'আয় বলতেন, "হে আল্লাহ.. আপনি হক্ক, .. আপনার কথা হক্ক, নবীগণ হক্ক, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম হক্ক"।[৯] বস্তুত আল্লাহ সম্পর্কে জানতে হলে কুরআন, হাদীস নির্ভর হওয়ার বিকল্প আগেও কোনো দিন ছিল না, আর না কোনো দিন পাওয়া যাবে।

সে কুরআন ও হাদীসকে জানতে হলে, কুরআন ও হাদীসের ব্যাখ্যা করতে হলে সর্বকালের সর্বজন শ্রদ্ধেয় ব্যক্তিত্বসমূহ সাহাবায়ে কেরাম ও তাদের পদাঙ্ক অনুসরণকারীদের মত ও পথ ছাড়া আর কোনো পথ থাকতে পারে না। যারাই সাহাবায়ে কেরাম ও তাদের সুন্দর অনুসারী তাবে'য়ী ও ইসলামের সম্মানিত ইমামগণের পথে চলবে তারাই সঠিক পথ প্রাপ্ত বলে গণ্য হবে। এ পথে চলার জন্য আমাদেরকে নবীর পক্ষ থেকে নির্দেশও প্রদান করা হয়েছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন বললেন, আমার উম্মত বহু দলে বিভক্ত হবে, তখন সাহাবায়ে কেরাম জানতে চাইলেন, এর থেকে বাঁচার পথ কী? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলে দিয়েছিলেন, "যার ওপর আমি আছি ও আমার সাহাবীগণ আছেন"।[১০] তিনি তাদেরকেই 'আল-জামা'আহ' বলে ঘোষণা করেছিলেন[১১], সাহাবায়ে কেরামের পথকে আঁকড়ে ধরতে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল নির্দেশ দিয়েছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন, "আর যদি তারা ঈমান আনে তোমরা যে রকম ঈমান এনেছ তবে তারা হিদায়াত প্রাপ্ত হবে"।[১২] রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের জন্য তাঁর সাহাবীগণের পদাঙ্ক অনুসরণের নির্দেশ দিয়েছেন, তিনি বলেছেন, "সবচেয়ে উত্তম প্রজন্ম হচ্ছে আমার প্রজন্ম"।[১৩] তিনি আরও বলেছেন,

«النُّجُومُ أَمَنَةٌ لِلسَّمَاءِ، فَإِذَا ذَهَبَتِ النُّجُومُ أَتَى السَّمَاءَ مَا تُوعَدُ، وَأَنَا أَمَنَةٌ لِأَصْحَابِي، فَإِذَا ذَهَبْتُ أَتَى أَصْحَابِي مَا يُوعَدُونَ، وَأَصْحَابِي أَمَنَةٌ لِأُمَّتِي، فَإِذَا ذَهَبَ أَصْحَابِي أَتَى أُمَّتِي مَا يُوعَدُونَ»

"তারকাসমূহ আকাশের জন্য নিরাপত্তা হিসেবে কাজ করছে, যখন তারকাসমূহ খসে যাবে তখন আকাশের বিপদ আসন্ন। আর আমি আমার সাহাবীদের জন্য নিরাপত্তা হিসেবে রয়েছি, আমি যখন চলে যাব তখন আমার সাহাবীদের বিপদ আসবে। আর আমার সাহাবীগণ আমার উম্মতের জন্য নিরাপত্তার কারণ; তারা যখন চলে যাবে তখন আমার উম্মতের জন্য বিপদ এসে যাবে।"[১৪] সুতরাং যাবতীয় ফিতনা ও ভুল বুঝাবুঝি থেকে নিরাপত্তা পেতে হলে সাহাবায়ে কেরামের পথ অনুসরণ করা ছাড়া কোনো গত্যন্তর নেই।

---

৯. সহীহ বুখারী, হাদীস নং ১১২০, ৬৩১৭।

১০. সুনানে তিরমিযী, হাদীস নং ২৬৪১।

১১. আবু দাউদ, হাদীস নং ৪৫৯৭; ইবন মাজাহ, হাদীস নং ৩৯৯৩।

১২. সূরা বাকারাহ: ১৩৭; অনুরূপ সূরা নিসা: ১১৫; তাওবাহ: ১০০; সূরা ইউসুফ: ১০৮; সূরা ফাতহ: ২৯।

১৩. সহীহ বুখারী, হাদীস নং ২৬৫২; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ২৫৩৩।

১৪. সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ২৫৩১।

শুধু কুরআনুল কারীম মানলেই চলবে না; কারণ যুগ যুগ ধরে বাতিল ও বিদ'আতপন্থীরা কুরআনের আয়াতসমূহের অপব্যাখ্যা দাঁড় করিয়ে তাদের মতের পক্ষে প্রমাণ পেশ করার অশুভ প্রচেষ্টা চালিয়েছে। আজও আমরা দেখতে পাই শিয়া, খারেজী, মুরজিয়া, সুন্নাহ্ অস্বীকারকারী এমনকি কাদিয়ানীরা পর্যন্ত কুরআন দিয়ে দলীল দেয়। যদিও তারা কুরআনের আয়াতসমূহের এমন সব ব্যাখ্যা দাঁড় করায় যা তাদের উৎপত্তির পূর্বে কেউ কোনো দিন শুনেনি। রাসূল বলেননি, সাহাবায়ে কেরাম এমন তাফসীর করেননি, উম্মতের গ্রহণযোগ্য মুফাসসিররাও কোনো দিন নিয়ে আসেনি।

কুরআনের সাথে সহীহ্ সুন্নাহকেও নিতে হবে। সহীহ্ সুন্নাহ একদিকে কুরআনের সংক্ষিপ্ত বিধানের ব্যাখ্যা, অপরদিকে তা অনেক নতুন শর'য়ী বিধান প্রদান করেছে। ইসলামের বহু ফরয শুধু সুন্নাহ দ্বারা সাব্যস্ত হয়েছে। আল্লাহ্ তা'আলা কুরআনে কারীমে ত্রিশোর্ধ্ব জায়গায় রাসূলের আনুগত্য করতে নির্দেশ দিয়েছেন। রাসূলের আনুগত্য না করার শাস্তি কী হবে তা জানিয়ে সাবধান করেছেন। তাছাড়া রাসূল নিজেও বলেছেন,

«أَلَا إِنِّي أُوتِيتُ الْكِتَابَ، وَمِثْلَهُ مَعَهُ»

"সাবধান, আমাকে কুরআন দেয়া হয়েছে আর কুরআনের সাথে তার অনুরূপ আরও কিছু দেয়া হয়েছে।"[১৫]

তবে কুরআন ও সুন্নাহকে বুঝতে হবে সাহাবায়ে কেরামের বুঝ অনুযায়ী; কারণ তারা এগুলোর আমল সরাসরি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে নিয়েছেন। তারা হিদায়াতের ওপর ছিলেন, হিদায়াতের পথ দেখিয়েছেন। আকীদাহ ও আমলে তারা আমাদের আদর্শ। তাদেরকে যারা আদর্শ হিসেবে মানবে না তারা সঠিক পথ থেকে হবে বিচ্যুত। যুগে যুগে যখনই কোনো বিদ'আতের উৎপত্তি ঘটেছে তখনই সত্যনিষ্ঠ আলেমগণ উম্মতকে সাহাবায়ে কেরামের আদর্শের দিকে ফিরে যাওয়ার দাওয়াত দিয়েছেন। সাহাবায়ে কিরামই হচ্ছেন আমাদের সালাফ বা পূর্বসূরী। আজও আমরা এ দাওয়াতই দিয়ে থাকি। এ দাওয়াতই হচ্ছে সালাফী দাওয়াত। সঠিক মত ও পথে থাকতে হলে আকীদাহ ও আমলে সাহাবায়ে কেরামের পথ ও মত অনুসরণের কোনো বিকল্প নেই। সাহাবায়ে কেরাম কোথাও একমত হলে তা হবে ইজমা' বা অকাট্য বিষয়, যার বিপরীত করা পথভ্রষ্টতা। আর সাহাবায়ে কেরাম কোথাও মতভেদ করলে, সেখানে যদি মীমাংসাকারী হিসেবে কুরআন বা সহীহ্ হাদীসের বাণী না থাকে, তবে সেখানে সাহাবায়ে কেরামের মতপার্থক্য আমাদের জন্য প্রশস্ততা নিয়ে এসেছে। সেখানে যেকোনো একটিকে অনুসরণ করলেই উম্মতের হিদায়াত নিশ্চিত থাকবে। এজন্য ইমাম আবু হানীফা রাহিমাহুল্লাহ্ বলেছিলেন, 'যা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের কাছ থেকে আসবে, তা আমার মাথা ও চোখের উপর রাখব। আর যাতে সাহাবায়ে কেরাম ঐকমত্য করেছেন আমি তার বাইরে যাবো না। কিন্তু সাহাবায়ে কেরাম পরস্পর ভিন্নমত পোষণ করেছেন সেখানে আমি তাদের কথা থেকে যেটা ইচ্ছা গ্রহণ করে নিব।'[১৬]

আকীদাহ'র বিষয়ে কুরআন, সুন্নাহ, সাহাবায়ে কেরাম ও তাদের সুন্দর অনুসারী তাবে'য়ীন ও হিদায়াতের ইমামগণের মতের বাইরে যাওয়ার কোনো সুযোগ নেই। এগুলোতে কোনো

---

১৫. আবু দাউদ, হাদীস নং ৪৬০৪; মুসনাদে আহমাদ, হাদীস নং ১৭১৭৪।

১৬. আল-মাদখাল ইলাস-সুনান আল-কুবরা লিল বাইহাকী।

ইজতিহাদ কাজ করবে না। কারণ, আকীদাহ'র বিষয়গুলো সকল নবীর সময়েই একই রকম ছিল। নতুন করে কোনো আকীদাহ যোগ হবে না। তবে আকীদাহ'র বিষয়ে কারও কারও কাছে নতুন করে সমস্যা আসলে সেটার সমাধান কুরআন, সুন্নাহ ও সাহাবায়ে কেরামের বক্তব্যের আলোকে বুঝে নিতে হবে।

আকীদাহ'র যে বিষয়ে কুরআন, সুন্নাহ ও সাহাবায়ে কেরাম, তাদের সুন্দর অনুসারী তাবে'য়ীন ও ঈমামগণের কথার বাইরে যাওয়ার কোনো সুযোগ নেই তন্মধ্যে সর্বশীর্ষে রয়েছে আল্লাহর নাম ও গুণের বিষয়টি। আল্লাহর জন্য কোন নামটি সাব্যস্ত হবে, কোনটি সাব্যস্ত করা যাবে না, কোন গুণটি সাব্যস্ত হবে আর কোন গুণটি সাব্যস্ত করা যাবে না তা এ নীতির আলোকেই নির্ধারিত হবে।

আজকে আমরা যে বিষয়টির আলোচনা করতে চাই তা হচ্ছে, আল্লাহর 'আরশের উপর 'ইস্তেওয়া' বা 'আরশের উপর উঠার গুণটি।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

আল্লাহর নাম ও গুণের ক্ষেত্রে আহলুস সুন্নাহ্ ওয়াল জামা'আতের নীতি

আমরা আল্লাহর 'আরশের উপর ইস্তেওয়া নিয়ে আলোচনা করব, কিন্তু মূল আলোচনায় যাওয়ার আগে উত্তম হবে, আল্লাহর নাম ও গুণের ব্যাপারে আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের কিছু মূলনীতি উল্লেখ করা প্রয়োজন বলে মনে করছি:

আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আত এ ব্যাপারে একমত যে, আল্লাহর রয়েছে অনেক নাম ও অনেক গুণ। সেগুলো সাব্যস্ত হবে বেশ কিছু নীতির ওপর ভিত্তি করে।

আল্লাহর নামের ব্যাপারে নীতিমালাসমূহ:

- আল্লাহর সকল নামই অতি সুন্দর, চাই সে নামটি এক শব্দে হোক অথবা সংযুক্ত শব্দে হোক অথবা হোক পাশাপাশি কয়েক শব্দের সংমিশ্রণে।
- আর আল্লাহ তা'আলার নামসমূহের প্রতি ঈমান স্থাপন করার বিষয়টি তিনটি বিষয়কে অন্তর্ভুক্ত করে: নামের প্রতি ঈমান, নামের নির্দেশিত অর্থের প্রতি ঈমান এবং নামের চাহিদা ও দাবিকৃত প্রভাবের প্রতি ঈমান। যেমন, সে বিশ্বাস করবে যে, তিনি عليمٌ (মহাজ্ঞানী), ذو علم محيط (অসীম জ্ঞানের অধিকারী) এবং انه يُدبّرُ الأمر وفقَ علمه (তিনি তাঁর জ্ঞান অনুযায়ী সকল বিষয় নিয়ন্ত্রণ করেন)।
- আমাদের রব আল্লাহ তা'আলার নামসমূহ তাওকীফী বা কুরআন-হাদীস নির্ভর, যা পর্যাপ্ত পরিমাণ দলীল-প্রমাণ দ্বারা সাব্যস্ত।
- আল্লাহ তা'আলার নামসমূহ দ্বারা নাম ও গুণ সাব্যস্ত করে। তবে যখন নাম বুঝায় তখন তা একই সত্তার নাম হিসেবে সমার্থে, কিন্তু যখন তা দ্বারা গুণ বুঝায় তখন তাঁর নামসমূহে নিহিত গুণসমূহ ভিন্ন ভিন্ন অর্থবোধক।
- আল্লাহ তা'আলার নামসমূহ তাঁর গুণাবলির প্রতিও নির্দেশ করে। কারণ, নামগুলো তাঁর কিছু গুণাবলি থেকে নির্গত।
- আর তাঁর নামের সংখ্যা ৯৯ (নিরানব্বই)-এর মধ্যে সীমাবদ্ধ নয় এবং তা গণনাকারীগণের গণনায় সীমাবদ্ধ করা যাবে না।
- আর আল্লাহ তা'আলার প্রত্যেকটি নামই শ্রেষ্ঠ-মর্যাদাপূর্ণ; কিন্তু সত্যিকার অর্থে সেগুলো শ্রেষ্ঠ থেকে শ্রেষ্ঠতর।
- আর যখন তাঁর কোনো নাম গঠন কাঠামোতে ভিন্ন হয় এবং অর্থের দিক থেকে কাছাকাছি হয়, তখন তা আল্লাহর নামসমূহ থেকে বের হয়ে যায় না। যেমন- গাফূর ও গাফফার।
- এ (নামগুলোর) ক্ষেত্রে অবিশ্বাস বা বিকৃতিকরণ বলে গণ্য হবে-

- তা সাব্যস্ত ও প্রমাণিত হওয়ার পর অস্বীকার করা
- অথবা তা যা নির্দেশ করে, তা অস্বীকার করার দ্বারা।
- অনুরূপভাবে তা গঠন ও তৈরি করার ক্ষেত্রে নতুন মত প্রবর্তন করা।

- অথবা সে নামগুলোকে সৃষ্ট ব্যক্তি বা বস্তুর নাম ও গুণাবলির সাথে উপমা দেয়ার দ্বারা। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَذَرُواْ ٱلَّذِينَ يُلۡحِدُونَ فِيٓ أَسۡمَـٰٓئِهِۦۚ سَيُجۡزَوۡنَ مَا كَانُواْ يَعۡمَلُونَ﴾ [الأعراف: ١٨٠]

"আর যারা তাঁর নাম বিকৃত করে, তাদেরকে বর্জন করুন। তাদের কৃতকর্মের ফল অচিরেই তাদেরকে দেয়া হবে।" [সূরা আল-আ'রাফ, আয়াত: ১৮০]

আল্লাহর মহান গুণাবলির প্রতি বিশ্বাস স্থাপনের মূলনীতি

- আল্লাহ তা'আলার সকল গুণাবলি মহান, প্রশংসনীয়, পরিপূর্ণ এবং তাওকীফী বা কুরআন-হাদীস নির্ভর।
- নামসমূহ থেকে গুণাবলির বিষয়টি অনেক বেশি প্রশস্ত, আর তার চেয়ে আরও বেশি প্রশস্ত ও ব্যাপক হলো আল্লাহ তা'আলার নাম ও গুণাবলির ব্যাপারে কোনো সংবাদ প্রদান।
- আল্লাহ তা'আলার কর্মসমূহ তাঁর নাম ও গুণ থেকে উত্থিত। প্রতিটি কর্ম কোনো না কোনো নাম বা গুণের প্রভাব।
- আল্লাহ তা'আলার গুণাবলি সম্পর্কে কেউ পুরোপুরিভাবে অবহিত নয় এবং তার ব্যাপারে পরিপূর্ণ কোনো হিসাব বা ধারণাও করে শেষ করা যায় না, আর এগুলো শ্রেষ্ঠ থেকে শ্রেষ্ঠতর, যা কোনো রকম কমতি বা ঘাটতি দাবি করে না, এগুলোর অংশবিশেষের ব্যাখ্যা হয় অপর অংশ বিশেষের দ্বারা, যা এক রকম হওয়া দাবি করে না।
- আল্লাহর গুণসমূহ তাঁর জন্য সাব্যস্ত হওয়া বা না হওয়ার দিক থেকে দু' প্রকার:

- আল্লাহর গুণাবলির মধ্যে কিছু গুণ হ্যাঁ-বাচক বা সাব্যস্তকরণের,
- আবার কিছু গুণ না-বাচক বা অসাব্যস্তকরণের বা নিষেধসূচক।

- আল্লাহর সাব্যস্তকৃত গুণাবলিসমূহ দু' প্রকার: নিজস্ব সত্তাগত এবং কর্মগত। এগুলো সবই প্রশংসনীয় ও পরিপূর্ণ।
- **সত্তাগত গুণাবলি:** চিরন্তন ও স্থায়ীভাবে তা সাব্যস্ত। আপন সত্তা থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার কল্পনাই করা যায় না এবং তা না থাকাটা এক প্রকার ত্রুটি ও কমতিকে আবশ্যক করে (যা তাঁর জন্য শোভনীয় নয়), আর তা ইচ্ছা অনিচ্ছার সাথেও সম্পর্কিত নয়। কর্মবাচক গুণাবলি এর বিপরীত। সত্তাগত গুণাবলি দুইভাবে সাব্যস্ত হবে:

- **কিছু নীতিগতভাবে সাব্যস্ত (সাধারণভাবে সাব্যস্ত করা যায়, শ্রুত দলীলের প্রয়োজন হয় না। তারপরও তা কুরআন ও সহীহ সুন্নাহ দ্বারা সাব্যস্ত হয়েছে):** যেমন, জীবন, ইচ্ছা, শ্রবণ, দেখা, শক্তি, জ্ঞান, সকল সৃষ্টির উপরে থাকা ইত্যাদি।
- **আর কিছু হলো খবর থেকে প্রাপ্ত বা তথ্যগত: যদি কুরআন ও হাদীসে না আসতো আমরা তা কখনও সাব্যস্ত করতে পারতাম না**। যেমন, মুখমণ্ডল বা চেহারা, দু'হাত, পা, দু' চোখ, আঙ্গুল, পিণ্ডলী ইত্যাদি।

- **কর্মবাচক গুণাবলি:** যেমন, হাসা, সন্তুষ্ট হওয়া, হাশরের মাঠে আগমন করা, প্রথম আসমানে নেমে আসা, 'আরশের উপরে উঠা ইত্যাদি যা আল্লাহর ইচ্ছার সাথে সম্পৃক্ত। যখন ইচ্ছা

তখন তিনি তা করেন। আর তা দু'ভাগে বিভক্ত করা যায়:

- লাযেম বা যা একান্তভাবে তাঁর নিজের সাথে সম্পৃক্ত। যেমন, 'আরশের উপর উঠা, প্রথম আকাশে নেমে আসা, হাশরের মাঠে আগমন।
- মুতা'আদ্দি বা যা অন্যের সাথে সম্পৃক্ত। যেমন সৃষ্টি করা, দান করা, নির্দেশ প্রদান ইত্যাদি

- **নেতিবাচক বা না-সূচক গুণাবলি:** যেমন, মৃত্যু, ঘুম, ভুলে যাওয়া, দুর্বলতা বা অক্ষমতা ইত্যাদি।
- নেতিবাচক গুণাবলির মধ্যে কোনো প্রকার পরিপূর্ণতা ও প্রশংসার বিষয় নেই, তবে এগুলোর বিপরীত গুণাবলি যখন সাব্যস্ত করা হবে তখন তা পরিপূর্ণ ও প্রশংসার বিষয় হবে। যেমন- মৃত্যু নেতিবাচক গুণ যা তার জন্য সাব্যস্ত করা যাবে না। কিন্তু যখন তার বিপরীত 'হায়াত' বা চিরঞ্জীব সাব্যস্ত করা হবে তখনই তা হবে প্রশংসামূলক এবং পরিপূর্ণতার ওপর প্রমাণবহ।
- গুণাবলির ব্যাপারে ওহীর পদ্ধতি হলো: নেতিবাচকের ক্ষেত্রে সংক্ষেপে এবং ইতিবাচকের ক্ষেত্রে বিস্তারিতভাবে।
- গুণাবলির ব্যাপারে কথা বলাটা নামসমূহের ব্যাপারে কথা বলার মতোই, আর গুণাবলির ব্যাপারে কথা বলাটা সত্তার ব্যাপারে কথা বলার মতোই। গুণাবলি সাব্যস্ত করতে কারও সমস্যা হলে বলা হবে, যদি সত্তা সাব্যস্ত করতে সৃষ্টির সাথে সাদৃশ্যতা না হয় তাহলে গুণ সাব্যস্ত করতেও সাদৃশ্যতা আসবে না।
- কিছুসংখ্যক গুণাবলির ব্যাপারে যে মতামত ব্যক্ত করা যায়, বাকি গুণাবলির ব্যাপারেও একই ধরনের মতামত ব্যক্ত করা যায়। অর্থাৎ কিছু গুণ সাব্যস্ত করতে যদি সৃষ্টির সাথে সাদৃশ্যতা সৃষ্টি না হয়, তাহলে অপর গুণাবলির ক্ষেত্রেও সাদৃশ্যতা আসবে না।
- আল্লাহর নামসমষ্টি ও গুণাবলির সাথে সৃষ্টির নাম ও গুণাবলি একই রকম শব্দ হলেই তা নামকরণকৃত ও বিশেষিত বিষয়সমূহের এক রকম হওয়াকে জরুরি করে না। যেমন- আল্লাহ তা'আলা নিজেকে সামী' বলেছেন, বাসীর বলেছেন; অন্যদিকে তিনি তার বান্দাকেও সামী' ও বাসীর বলেছেন। কিন্তু উভয় সামী' ও বাসীরের মধ্যে কোনো তুলনা চলে না। সুতরাং শুধু বান্দার নাম বা গুণের সাথে সাদৃশ্য হয়ে যাওয়ার দোহাই দিয়ে আল্লাহর নাম ও গুণকে অস্বীকার করা যাবে না।
- বিবেকের যুক্তিতে এমন কিছু নেই যা আল্লাহর নাম ও গুণকে প্রমাণ করার বিরোধিতা করে।
- গুণাবলি সংক্রান্ত ভাষ্যগুলোর ব্যাপারে আবশ্যকীয় কাজ হলো, সেগুলোকে তার বাহ্যিক অর্থের ওপর প্রয়োগ করা যা আল্লাহ তা'আলার মহত্ব ও মর্যাদার সাথে মানানসই এবং যা সম্বোধন ও বর্ণনার চাহিদার সাথে সুনির্দিষ্ট, আর যা বুঝা যাবে বর্ণনা প্রসঙ্গ থেকে।
- সুতরাং নাম ও গুণাবলি যখন রবের প্রতি সম্বন্ধযুক্ত করা হবে, তখন তা তাঁর সাথে সুনির্দিষ্ট হয়ে যাবে। যেমনিভাবে তাঁর সত্তা সাব্যস্ত হবে অন্য সত্তার মতো করে নয়, ঠিক তেমনিভাবে তাঁর সকল নাম ও গুণাবলিও সাব্যস্ত করা হবে, যার সাথে সৃষ্টির কোনো নাম অথবা গুণের

মিল বা তুলনা করা হবে না।

- যেমনিভাবে আল্লাহ তা'আলার সত্তা ও কার্যাবলি সাব্যস্ত করাটি বাস্তব অর্থেই, ঠিক অনুরূপভাবে তাঁর গুণাবলি সাব্যস্ত করাও বাস্তব অর্থেই নিতে হবে।
- পরবর্তী লোকদের কাছে পরিচিত 'তাফওয়ীদ্ব' বা 'নাম ও গুণের অর্থ না করে যেভাবে তা এসেছে সেভাবে ছেড়ে যাওয়া' নীতি অবলম্বন করা হলে তার দ্বারা প্রকৃত অর্থকে বাদ দেয়া হয়। তাই সেটি নিকৃষ্ট বিদ'আতের অন্তর্ভুক্ত; তবে যদি তাফওয়ীদ্ব (বা যেভাবে এসেছে সেভাবে ছেড়ে দেয়া) দ্বারা প্রকৃত বাহ্যিক অর্থ করার তার 'ধরণ' সম্পর্কিত প্রকৃত জ্ঞান উদ্দেশ্য নেয়া হয়, তবে তা সঠিক নীতি।
- কিবলার অনুসারী দল ও গোষ্ঠীগুলোর মাঝে আল্লাহর গুণাবলির ব্যাপারে আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের মতটি মধ্যমপন্থার প্রতিনিধিত্বকারী। তা হলো: তা তুলনাহীনভাবে সাব্যস্তকরণ এবং অর্থশূন্যতাহীন পবিত্রকরণ; কারণ প্রত্যেক (আল্লাহর নাম ও গুণের সাথে) তুলনাকারী ব্যক্তিই অর্থশূন্যকারী এবং সে ঐ ব্যক্তির মতো যে মূর্তিপূজা করে। আর প্রত্যেক (আল্লাহর নাম ও গুণকে) অর্থশূন্যকারী ব্যক্তিই তুলনাকারী এবং সে ঐ ব্যক্তির মতো যে অস্তিত্বহীনের পূজা করে।
- আল্লাহর গুণাবলিকে অস্বীকার করা কুফুরী, সৃষ্টিরাজির সাথে সেগুলোর তুলনা ও উপমা সাব্যস্ত করাটাও কুফুরী।
- পরবর্তী লোকদের অপব্যাখ্যা ধ্বংসের আলামত; ব্যাখ্যা তো শুধু তখনই করা যাবে যখন প্রকাশ্য অর্থ করলে তা কুরআন-হাদীসের সকল বর্ণনার পরিপন্থী হয়। তখন সে প্রকাশ্য অর্থের ব্যাখ্যা করা হবে এমন কিছু দিয়ে যা কুরআন-হাদীসের ভাষ্যসমূহের সাথে সামঞ্জস্য বিধান করবে।
- আল্লাহর গুণাবলির অপব্যাখ্যা করার নীতিই হচ্ছে বিদ'আতী মূলনীতি, আর তার থেকে কোনো কোনোটির ব্যাখ্যা করা জ্ঞানগত ত্রুটি, যা তার প্রবক্তার ওপর নিক্ষিপ্ত হবে।[১৭]

১৭. এ অধ্যায়ে শাইখ মুহাম্মাদ ইবন সালেহ আল-উসাইমীনের আল-কাওয়ায়িদুল মুসলা দেখা যেতে পারে। অনুরূপ আরও দেখা যেতে পারে, ড. মুহাম্মাদ ইউসরী মুহাম্মাদ এর দুররাতুল বায়ান।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

আল্লাহর নাম ও গুণের ক্ষেত্রে সঠিক পথ থেকে বিচ্যুত ফেরকাসমূহের নীতি

আল্লাহর নাম ও গুণের ক্ষেত্রে যেসব ফেরকাসমূহ সঠিকপথ থেকে বিচ্যুত হয়েছে তাদেরকে আমরা মৌলিকভাবে দু'ভাগ করতে পারি:

প্রথম দল: মু'আত্তিলা বা নাম ও গুণকে অর্থশূন্যকারী সম্প্রদায়।

মু'আত্তিলা সম্প্রদায় দু'টি শ্রেণিতে বিভক্ত:

এক. ঘোর মু'আত্তিলা। আর তারা হচ্ছে তথাকথিত দার্শনিক সম্প্রদায়:

এরা কয়েক ভাগে বিভক্ত:

১- **নাম ও গুণ অস্বীকারকারী দার্শনিক সম্প্রদায়:** এদের মধ্যে বিখ্যাত হচ্ছেন ইবন সীনা ও তার মতো লোকেরা। তারা মনে করেন যে, আল্লাহর অস্তিত্ব শুধু নাম মাত্র। যার কোনো নাম ও গুণ থাকতে পারে না। তারা যাবতীয় নেতিবাচক নাম ও গুণ তাঁর জন্য ব্যবহার করে থাকে। বস্তুত এরা যে আল্লাহর চিন্তা করে সেটা শুধু চিন্তাজগতেই সীমাবদ্ধ। বাইরে তার অস্তিত্বকে সাব্যস্ত তারা করতে পারে না।

২. **নাম ও গুণ সম্পর্কে অজ্ঞতা অবলম্বন ও হ্যাঁ বাচক কিংবা না বাচক উভয়টি বলতে অস্বীকার করার নীতিতে বিশ্বাসী দার্শনিক সম্প্রদায়:** এরা হচ্ছে কারামিত্বা ও বাতেনী ফেরকার দার্শনিক লোকেরা। তারা বলে, আল্লাহর নাম ও গুণ সম্পর্কে আমরা জানবোও না, আবার জানাবোও না। হ্যাঁও বলবো না, নাও বলবো না। তারা বলে, তিনি জীবিত কিংবা মৃত, সক্ষম কিংবা অক্ষম কোনোটিই তাকে বলা যাবে না। কারণ, তা সাব্যস্ত করলে যাদের গুণ রয়েছে তাদের মতো হয়ে যায়, আর যদি সাব্যস্ত না করি তবে যাদের গুণ নেই বলা হয় তাদের সাথে মিশে যায়। সুতরাং কোনোটিই বলবো না, যাতে করে কারো সাথে সাদৃশ্য বিধান না হয়।

৩. **অজ্ঞেয়বাদী দার্শনিক সম্প্রদায়:** যারা বলে, আমরা তার ব্যাপারে কিছুই জানি না আর জানার প্রয়োজনও মনে করি না। তিনি জীবিত কিংবা মৃত এ জাতীয় কিছুই আমরা জানি না। এরা মূলত আল্লাহর অস্তিত্ব সম্পর্কে আলোচনা করতেই নারাজ। তারা আল্লাহর অস্তিত্ব স্বীকার, তাঁর পরিচয় জানা, তাঁর ভালোবাসা, তাঁর ইবাদাত করা ও তাঁকে আহ্বান করা থেকে সম্পূর্ণ বিমুখ। কোনো কোনো আলেম তা হাল্লাজের মতো বলে বর্ণনা করে থাকেন।

৪. **ওয়াহদাতুল ওজুদ বা সর্বেশ্বরবাদী দার্শনিক সম্প্রদায়:** যারা বলে সৃষ্টির অস্তিত্বই স্রষ্টার অস্তিত্ব। সুতরাং উভয় অস্তিত্বের মধ্যে পার্থক্য করা যাবে না। তাই স্রষ্টার আলাদা গুণ থাকে কী করে? তাদের মতবাদে বিশ্বাসী বলে বর্ণনা করা হয় প্রখ্যাত সূফী ইবন আরাবী আল-হাতেমীকে। তাই সে বলতো, জগতে যত কথা আছে সবই তো তারই কথা, সেটা গদ্য হোক কিংবা পদ্য। এ মতের সমর্থকদের অন্যতম হচ্ছে ইবন সাব'ঈন, ইবন হূদ, তিলমিসানী, আবদুল কারীম আল-জীলী, সোহরাওয়ার্দী। পরবর্তীদের মধ্যে রূমী, আত্তার প্রমুখ।

দুই. কিছু বা সকল নাম ও গুণ অস্বীকারকারী সম্প্রদায়, আর এরা হচ্ছে আহলুল কালাম বা কালামশাস্ত্রবিদ ও তাদের মতবাদে বিশ্বাসী বিভিন্ন সম্প্রদায়:

তারা কয়েক শ্রেণিতে বিভক্ত:

১- **জাহমিয়্যাহ সম্প্রদায়:** যারা জাহম ইবন সাফওয়ান এর অনুসারী। নাম ও গুণের ব্যাপারে তাদের মত হচ্ছে,

- আল্লাহর সকল নাম অস্বীকার করা।
- শুধু স্রষ্টা ও সক্ষম এ দু'টি নাম দেয়া যেতে পারে।
- আল্লাহর কোনো গুণ থাকতে পারে না। যদি দিতেই হয় তো না সূচক গুণ বলা যাবে। বস্তুত এর মাধ্যমে তারা আল্লাহকে শুধু চিন্তাজগতে সীমাবদ্ধ করে, বাইরে যার অস্তিত্ব অস্বীকার করে।

২- **মু'তাযিলা সম্প্রদায়:** তাদের সাথে যুক্ত হবে, নিজারিয়া, দ্বারারিয়্যাহ, রাফেদ্বীয়া ইমামিয়া সম্প্রদায়, যায়দিয়া শিয়া সম্প্রদায়, ইবাদ্বিয়া খারেজী সম্প্রদায়, ইবন হাযম ও অন্যান্যরা। আল্লাহর নাম ও গুণের ব্যাপারে তাদের নীতি হচ্ছে,

- আল্লাহ তা'আলার সকল গুণ অস্বীকার করা।
- তাদের কোনো কোনো সম্প্রদায় বলেন, তিনি স্বয়ং জ্ঞানী সত্তা তবে জ্ঞান ব্যতীত। তার জ্ঞান অর্থই তার সত্তা। এভাবে তারা ভিন্ন ভিন্ন অর্থ সম্পন্ন আল্লাহর গুণ সাব্যস্ত করতে অস্বীকার করে থাকে।
- তারা মনে করে থাকে, আল্লাহর একটি গুণ আছে, যা হচ্ছে প্রাচীনত্ব। আর প্রাচীনত্ব হবে তখনই যখন তার সাথে কোনো পরবর্তী কিছু যুক্ত হবে না। সেটাই হচ্ছে 'জাওহার' [Essence] (সারবস্তু বা নিত্যসত্তা বা পরমসত্তা)। কোনো গুণ সাব্যস্ত করলে আল্লাহর সাথে নতুন কিছু সাব্যস্ত করা হয়ে যায়। কারণ, এ গুণগুলো হচ্ছে 'আরদ্ব' [Accident] (অনিত্যসত্তা, বা পরিবর্তনশীল সত্তা)। জাওহার বা মৌলিক আল্লাহর সাথে যৌগিক কিছু সাব্যস্ত হতে পারে না। কেননা, যাতে কোনো কিছু যুক্ত হয় তা তার মৌলিকত্ব ও প্রাচীনত্ব হারায়। সুতরাং আল্লাহকে প্রাচীন সাব্যস্ত করতে হলে তার সকল ধরনের গুণ অস্বীকার করতেই হবে। আর এটাই তাদের নিকট তাওহীদ।
- তাদের মতে স্রষ্টার সাথে কোনো কিছুর সম্পর্ক হতে পারে কেবল সৃষ্টি হিসেবে, স্রষ্টার গুণ হিসেবে নয়। এ কারণেই তারা কুরআনকে সৃষ্ট বলে। সেজন্য তারা ইসলামের ইতিহাসে এক বিরাট সময় মুসলিমদের ওপর তাদের মতবাদ চাপিয়ে দেয়ার জন্য ব্যাপক অত্যাচার চালিয়েছিল।
- তাদের নিকট আল্লাহর নামগুলোর কোনো অর্থ নেই। সেগুলো দিয়ে কেবল একজন সত্তাকে বুঝানো হয়েছে।
- তাদের নিকট স্রষ্টাকে দেখা যাবে না। কারণ, দেখা গেলে তো দিক লাগবে। আর যা দিকের সাথে সংশ্লিষ্ট হবে তা কখনো নিত্যসত্তা বা পরমসত্তা (কাদীম, জাওহার) হতে পারে না। সুতরাং তাকে দেখা যাবে না।

- আল্লাহর কোনো গুণ যেমন নেই, তেমনি তাঁর কোনো কর্মও নেই। তিনি কিছুই করেন না। এর ওপর ভিত্তি করে তাদের প্রাচীনরা বান্দার তাকদীর আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত হওয়াকে অস্বীকার করে থাকে। আর তাদের পরবর্তীরা বান্দার তাকদীরের ব্যাপারে আল্লাহর ইচ্ছা ও সৃষ্টিকে অস্বীকার করে থাকে। যে কারণে মু'তাযিলাদেরকে ক্বাদরিয়াও বলা হয়।

৩- **কুল্লাবিয়্যা ও প্রাচীন আশ'আরী মতবাদ:** তারা বিশ্বাস করে যে, আল্লাহর কোনো ইচ্ছার সাথে সংশ্লিষ্ট গুণ থাকতে পারে না। সুতরাং তার কর্মগত গুণ বলতে কিছু নেই। এ মতের প্রবক্তা হচ্ছেন, আবু মুহাম্মাদ ইবন কুল্লাব, হারেস আল-মুহাসেবী, আবুল 'আব্বাস আল-ক্বালানেসী, আবুল হাসান। তাছাড়া ইমাম আবুল হাসান আল-আশ'আরী তার জীবনের আকীদাহ-বিশ্বাসের দ্বিতীয় পর্যায়ে এ মত পোষণ করতেন। তাদের মতে,

- আল্লাহর সকল নাম সব্যস্ত করা হবে। সেখানে তারা মু'তাযিলাদের নীতিকে বর্জন করেছে। বলেছে, এগুলোর মাধ্যমে সত্তার নিত্যতা নষ্ট হবে না। কারণ সেগুলো কুরআন ও সহীহ হাদীস দ্বারা সাব্যস্ত হয়েছে।
- আল্লাহর গুণগুলোর মধ্যে যেগুলো সত্তাগত সেগুলোকে 'আরদ্ব' (অনিত্য) বলা হবে না। বরং সেগুলো প্রাচীন হিসেবেই সাব্যস্ত হবে। সে হিসেবে তারা তাদের বিবেকের যুক্তি দ্বারা সাব্যস্ত করা যায় আল্লাহর এমন গুণগুলোকে মেনে নিয়েছে, তারা মৌলিকভাবে আল্লাহর চেহারা, দু' হাত, চোখ ইত্যাদি স্বীকার করে নিয়েছে। যেমন- আবু আবদুল্লাহ ইবন মুজাহিদ, আবুল হাসান আল-বাহেলী, কাযী আবু বকর আল-বাকেল্লানী, আবু ইসহাক্ব আসফারায়িনী, আবু বকর ইবন ফাওরাক, আবু মুহাম্মাদ ইবনুল লাব্বান, আবু আলী ইবন শাযান, আবুল কাসেম আল-ক্বুশাইরী, আবু বকর আল-বাইহাক্বী প্রমুখ এ নীতিতে চলতেন। বিশেষ করে যখন কুরআন থেকে তা সাব্যস্ত হতো।
- যদিও তাদের মধ্যকার কেউ কেউ শুধু সেগুলোর শব্দ মেনে অর্থকে 'তাফওয়ীদ্ব' বা 'অর্থ না জেনে তা আল্লাহর নিকট সোপর্দ করা' নীতি অবলম্বন করেছে, যা মূলত জাহমিয়্যাদের বক্তব্যের মতোই। কারণ জাহমিয়্যারা প্রকাশ্যে শব্দ ও অর্থ অস্বীকার করেছে। আর এরা প্রকাশ্যে শব্দ মেনে নিয়েছে, গোপনে অর্থ অস্বীকার করেছে। আর আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আত প্রকাশ্যে শব্দ ও অর্থ উভয়টিই সাব্যস্ত করে, তারা কেবল ধরন ও প্রকৃত রূপকে আল্লাহর নিকট সোপর্দ করার নীতি অবলম্বন করে থাকে।
- আল্লাহর এ সত্তাগত গুণগুলোকে সাব্যস্ত করার জন্য তারা মু'তাযিলাদের বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়ে বলে যে, এ গুণগুলোকে কখনও 'আরদ্ব' বলা যাবে না; কারণ এগুলো প্রাচীন গুণ।
- তারা মৌলিকভাবে মু'তাযিলাদের 'আরদ্ব' নীতিকে সঠিক বলে মেনে নিয়েছে। যার কারণে তারা সহীহ হাদীস দ্বারা সাব্যস্ত বেশ কিছু সত্তাগত গুণকে অস্বীকার করে সেগুলোকে অপব্যাখ্যা করেছে। যেমন, হাদীস দ্বারা সাব্যস্ত আল্লাহর ডান হাত, মুষ্ঠি, পা, আঙুল এগুলোকে তাদের অধিকাংশই বিভিন্ন ধরনের অপব্যাখ্যা করে থাকে।
- সে হিসেবে তারা বলে, আল্লাহর কর্মগত গুণগুলো সাব্যস্ত করা যাবে না; কারণ এগুলোর প্রাচীনত্ব নেই। আর যাতে প্রাচীনত্ব নেই তা 'আরদ্ব'। এভাবে এখানে এসে তারা আবার মু'তাযিলাদের 'জাওহার' ও 'আরদ্ব' নীতি (তথা ক্বাদীম ও হাদেস নীতি) মেনে নেয়।
- উক্ত নীতির প্রভাবে তারা বলে, আল্লাহর এমন কোনো অবস্থা, কোনো গুণ, কোনো কাজ

থাকতে পারে না, যাতে প্রাচীনত্ব নেই। এ মাসআলার নামই হচ্ছে, "হুলুল হাওয়াদিস বি-যাতিহী" বা স্রষ্টার সত্তায় নতুন কিছু ঘটা"। সে হিসেবে তারা আল্লাহর সন্তুষ্ট হওয়াকে, তাঁর ক্রোধকে, তাঁর খুশীকে, তাঁর আগমনকে, তাঁর 'আরশের ওপর উঠাকে এবং তাঁর অবতরণকে অস্বীকার করে।

- একই নীতি অবলম্বনের কারণে যখন তাদের সামনে 'আল্লাহর কর্মগত পছন্দকৃত গুণগুলো' সাব্যস্তকারী কুরআনের আয়াত ও সহীহ হাদীস আসলো, তখন তারা সেখানে নিম্নোক্ত তিনটি নীতির যেকোনো একটি অবলম্বন করলো:

(ক) তাদের একদলের মতে, এগুলো দ্বারা সত্তাগত গুণই বুঝানো হয়েছে। সুতরাং আল্লাহর নাযিল হওয়া, আগমন করা, খুশী হওয়া, ক্রোধান্বিত হওয়া ইত্যাদি প্রাচীন গুণ। এগুলো পরবর্তীতে সংঘটিত হয়নি। সে হিসেবে তারা মনে করে থাকেন, শয়তান পূর্বকাল থেকেই আল্লাহর অসন্তুষ্টির মধ্যে ছিল এমনকি যখন সে ইবাদাত করত তখনও, আর 'উমার প্রথম থেকেই আল্লাহর খুশির মধ্যে ছিল যখন তিনি কুফুরীতে লিপ্ত ছিলেন তখনও। নাউযুবিল্লাহ, অথচ এসবই কুরআন ও হাদীস বিরোধী ব্যাখ্যা।

(খ) অথবা এসব গুণ অনেকটা আপেক্ষিক বিষয়, যেমন তারা বলে থাকেন, আল্লাহ যেহেতু 'আরশকে তার নিচে সৃষ্টি করেছেন তাই যেন মনে হচ্ছে সেটার উপর তিনি উঠেছেন। আসলে তিনি উঠেননি। অনুরূপভাবে তিনি তাঁর ও তাঁর বান্দাদের মধ্যকার পর্দা সরিয়ে দিবেন আর এটাই হচ্ছে হাশরের মাঠে আগমন ইত্যাদি। আর কথা বলার অর্থ, আল্লাহ কর্তৃক প্রাচীন বাণী শুনিয়ে দেয়া, তিনি কথা বলেছেন এমন নয়। নাউযুবিল্যাহ। এসবই কুরআন ও সুন্নাহ বিরোধী ব্যাখ্যা।

(গ) অথবা এগুলো দ্বারা আল্লাহ তা'আলা কর্তৃক তাঁর সৃষ্টির মাঝে কোনো কাজ করা বুঝানো হয়েছে। সে হিসেবে এগুলো সৃষ্টি হিসেবে গণ্য হবে, গুণ হিসেবে নয়। যেমন তারা বলে থাকেন, ইস্তেওয়া (তথা 'আরশের ওপর উঠা) এর অর্থ, 'আরশের মধ্যে এমন কোনো কাজ করা যাকে তিনি ইস্তেওয়া নাম দিয়েছেন। অনুরূপভাবে, আল্লাহ তাঁর কোনো সৃষ্টির মাঝে এমন কোনো বিশেষ কর্ম ঘটান, যা তিনি নুযুল বা অবতরণ করা হিসেবে অভিহিত করেছেন। সে হিসেবে তারা বলে থাকেন, বস্তুত আল্লাহর সাথে সংশ্লিষ্ট কোনো কাজ সেখানে হয়নি। সৃষ্টিতে তিনি তাঁর কর্ম সাধন করেছেন। নাউযুবিল্যাহ, এভাবে তারা আল্লাহর বাণীসমূহকে বিকৃত করে থাকে।

৪. **পরবর্তী আশ'আরী ও মাতুরিদী সম্প্রদায়:** যাদেরকে সাত সিফাতী কিংবা আট সিফাতী বলা হয়ে থাকে। তারাই বর্তমান যুগের শাফে'য়ী, মালেকী ও হানাফীদের একটি বিরাট অংশ।

- তারা আল্লাহর নামসমূহকে স্বীকার করে থাকে। তাদের অনেকেই সেজন্য আল্লাহর নামের ওপর গ্রন্থও রচনা করেছেন। কেউ কেউ সেগুলোর ব্যাখ্যাও করেছেন।
- আল্লাহর গুণগুলোর ব্যাপারে তাদের নীতি হচ্ছে, যেগুলো "বিবেকের যুক্তি সাব্যস্ত করে" সেগুলো সাব্যস্ত করা হবে। আর তা হচ্ছে, ১. জীবন, ২. ইচ্ছা, ৩. শোনা, ৪. দেখা, ৫. কুদরত বা সক্ষমতা ৬. জ্ঞান, ৭. প্রাচীন কথা। আর মাতুরিদীদের ৮. আত-তাকওয়ীন বা হওয়ার নির্দেশ প্রদান। অথবা কোনো কোনো আশ'আরীর নিকট ৮. 'আল-ইদরাক'।
- উক্ত "বিবেকের যুক্তি গ্রাহ্য হওয়ার নীতি" অনুসারে কুরআন ও হাদীসে আসা যাবতীয় গুণই

তারা অস্বীকার করে থাকে অথবা সেগুলোর ব্যাপারে কথা না বলে চুপ থাকা পছন্দ করে। বর্তমান সময়ের অনেক আলেমকে এ শেষোক্ত কাজটি করতে দেখা যায়।

- কুরআন ও সুন্নায় আসা অগণিত ও অসংখ্য আল্লাহর গুণের ব্যাপারে তারা বলে, এগুলো সাব্যস্ত করলে আল্লাহর সাথে বান্দাকে তাশবীহ দেয়া হয়। আল্লাহকে জিসিম বা দেহ সাব্যস্ত করা হয়ে যায়। সুতরাং তা সাব্যস্ত করা যাবে না।
- যখন তাদেরকে এ ব্যাপারে প্রশ্ন করা হয়, বা এ ব্যাপারে কী করা হবে তার দিক-নির্দেশনা চাওয়া হয় তখন তারা দু'টি নীতি অবলম্বন করে থাকে:

এক. সেগুলোকে ভিন্ন ব্যাখ্যা দাঁড় করাতে হবে। যাতে করে আল্লাহর সিফাত হিসেবে তা আর অবশিষ্ট না থাকে অথবা সেগুলোকে আল্লাহর উপরোক্ত সাত গুণের কোনো গুণের অধীন নেয়া যায় তার চেষ্টা করতে হবে। এটি হচ্ছে আবুল মা'আলী আল-জুওয়াইনীর প্রথম নীতি।

দুই. এগুলোকে অর্থহীন করতে হবে। অর্থাৎ এগুলো আল্লাহর বাণী স্বীকার করতে হবে। এগুলো দ্বারা আল্লাহর কোনো গুণ বুঝানো হয়নি সেটা বলতে হবে। তারপর বলতে হবে যে, এগুলো মুতাশাবিহ আয়াতের মতো মনে করে 'কেবল আল্লাহ এর অর্থ জানে' এটা বলতে হবে। এটা আবুল মা'আলী আল-জুওয়াইনীর দ্বিতীয় মত।

আবার এদের মধ্যে কেউ কেউ এগুলোর পুরোপুরো অস্বীকার করে আর বলে, বিবেকের যুক্তি তা মানতে অস্বীকার করছে। **আবার কেউ কেউ বলে,** আমরা এ ব্যাপারে কিছু না বলি, আমাদের কাছে এগুলো মেনে নেয়া কিংবা অস্বীকার করার ওপর গ্রহণযোগ্য কোনো দলীল নেই, শর'য়ী দলীলও নয়, বিবেকের যুক্তি গ্রাহ্য দলীলও নয়। এটি হচ্ছে রাযী ও আমেদীর পদ্ধতি। [না'উযুবিল্লাহ]

পরবর্তী আশ'আরী ও মাতুরিদীদের মারাত্মক বিভ্রান্তি:

পরবর্তী আশ'আরী ও মাতুরিদীদের এ নীতি মারাত্মক বিভ্রান্তিতে পরিপূর্ণ, এর কারণ:

১- এ নীতির মাধ্যমে আবার তারা প্রাচীন জাহমিয়্যাহদের নীতিতে চলে গেছে। জাহমিয়্যারা এগুলোকে আয়াতুস সিফাত বা গুণবাচক আয়াত সাব্যস্ত করেনি। এরাও তাই করেছে।

২- তারা মু'তাযিলাদের সিফাত অস্বীকার নীতিরই অনুসরণ করে যাচ্ছে। তারা এখনও মু'তাযিলাদের নির্ধারণ করে দেয়া নিত্য 'জাওহার' আর অনিত্য 'আরদ্ব' নীতির চারপাশে ঘুরপাক খাচ্ছে। তারা এ নীতি থেকে বের হতে পারেনি।

৩- তারা মু'তাযিলাদের 'বিবেকের যুক্তি প্রাধান্য' নীতি অলবম্বন করে চলেছে। অথচ বিবেকের যুক্তি হবে কুরআন ও সুন্নাহ'র খাদেম ও সেবক। কুরআন ও সুন্নাহকে বিবেকের যুক্তির খাদেম বানানো যাবে না।

৪- তারা মু'তাযিলাদের 'সুন্নাহ বর্জন নীতি' মেনে নিয়েছে। ফলে তাদের অনেক দার্শনিক যেমন ইবনুল খাত্বীব (ফখরুদ্দীন রাযী) এর মত লোকেরা হাদীস দ্বারা আল্লাহর সিফাত সাব্যস্ত করে না।

৫- তারা সবচেয়ে যে জঘন্য কাজটি করেছে তা হচ্ছে, সালাফে সালেহীনের নামে মিথ্যাচার। তারা তাদের এ 'তাফওয়ীদ্ব' নামক নিকৃষ্ট কর্মকাণ্ডকে সালাফে সালেহীনের নীতি বলতেও দ্বিধা করেনি। অথচ সালাফে সালেহীন তাদের এসব নীতি থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত। সালাফে

সালেহীন এগুলোকে আল্লাহর সিফাতের আয়াত বলতেন। এগুলোর অর্থ সাব্যস্ত করতেন। তারা এগুলোর ধরনকেই শুধু আল্লাহর দিকে সোপর্দ করতেন। তারা সাথে সাথে এটাও বলতেন, এগুলো আল্লাহর জন্য যেভাবে তাঁর সম্মান ও মর্যাদার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হবে সেভাবে আমরা সাব্যস্ত করি। সেগুলোর অর্থ সালাফে সালেহীন বর্ণনা করেছেন। এ ব্যাপারে তাদের শত শত গ্রন্থ রচিত হয়েছে। সুতরাং এগুলোকে যারা আল্লাহর সিফাত বা গুণবাচক আয়াত মানবে না, এগুলোর অর্থ যারা সাব্যস্ত করবে না, তারা যদি এ কাজকে সালাফে সালেহীনের কাজ বলে তবে তা নিঃসন্দেহে সালাফের নামে অপবাদ দেয়া ও মিথ্যাচার করা ছাড়া আর কিছু নয়।

৬. তারা সালাফে সালেহীনের উক্তিসমূহের অপব্যাখ্যা করে। নিয়ম হচ্ছে, যেখানে সংক্ষিপ্ত বর্ণনা এসেছে সেটাকে বিস্তারিত বর্ণনার আলোকে ব্যাখ্যা করা। কিন্তু তারা বিস্তারিত বর্ণনাকে পাশ কাটিয়ে সালাফে সালেহীনের বর্ণনার অপব্যাখ্যা দাঁড় করায়।

৭. কখনও কখনও তারা সালাফে সালেহীনের সূর্যের মতো স্পষ্ট বক্তব্যকে ঘুরাতে পেঁচাতে থাকে। ইমাম রাবী'আতুর রাই ও মালিক রাহিমাহুল্লাহ'র বিখ্যাত বক্তব্যকেও তারা তাদের মত করে মানুষদের বুঝাতে অহেতুক চেষ্টা করে থাকে।

৮. তারা তাদের প্রাচীন ইমামগণের মত থেকেও দূরে সরে এসেছে। তাদের প্রাচীন আলেমগণ কুরআনে আসা আল্লাহর সিফাতগুলো মেনে নিতেন। কিন্তু তারা তাও মানতে রাযী হয়নি।

৯. তারা তাদের পূর্বসূরীদের বিবেকের যুক্তি নীতিকেও মানতে রাযী হয়নি। তাদের পূর্বসূরীদের মধ্যে বিখ্যাত চার ইমামের যেসব বক্তব্য সালাফে সালেহীনের মতের পক্ষে যায় সেগুলোকে তারা হয় অস্বীকার করেছে, না হয় কিছু অংশ বিকৃত করে নিজেদের মনের মতো করে সাজিয়ে নিয়েছে। না হয় ভুল ব্যাখ্যা দাঁড় করিয়েছে যার প্রকৃষ্ট প্রমাণ হচ্ছে ইমাম আবু হানীফা রাহিমাহুল্লাহ কর্তৃক 'আল্লাহ সবকিছুর উপরে থাকা', আল্লাহ তাঁর 'আরশের উপরে থাকা, আল্লাহর হাত সাব্যস্ত করা ইত্যাদি বক্তব্যকে তারা গ্রহণ করতে পারেনি। এমন ব্যাখ্যা দাঁড় করিয়েছে যা ইমামদের অন্য বক্তব্যের সাথে পরস্পর বিরোধী হয়ে গেছে। সেখানে গিয়ে তারা একেবারে চুপ থেকে গেছে। নাউযুবিল্যাহ।

১০. তাদের ইমামগণের মধ্যে যারা কুরআন, হাদীস, সাহাবায়ে কেরাম, তাবে'য়ীগণের বক্তব্যের মতো বক্তব্য দিয়েছে তাদেরকে তারা অতি দ্রুত তাদের মাযহাব থেকে বের করে দিয়েছে। অথচ তিনি তাদের মাযহাবের পরিচিত বড় পদে আসীন ছিলেন। এর উদাহরণ হিসেবে আমরা ইমাম ইবন আবুল ইয্য আল-হানাফীর কথা উল্লেখ করতে পারি, যার গ্রন্থ ও ব্যাখ্যাকে তারা পাথরের উপর ছুড়ে ফেলার মতো কাজ করেছে।

আল্লাহর কাছে দো'আ করি তিনি যেন তাদেরকে সহীহ বুঝ দান করেন, কুরআন ও সুন্নাহ'র আকীদাহ'র দিকে ফেরত দিয়ে দেন।

দ্বিতীয় দল: মুশাব্বিহা বা সাদৃশ্য সাব্যস্তকারী সম্প্রদায়:

আল্লাহর নাম ও গুণের ব্যাপারে দ্বিতীয় যে দলটি পথভ্রষ্ট হয়েছে তারা হচ্ছে মুশাব্বিহা গোষ্ঠী। তারা আল্লাহর নাম ও গুণকে সৃষ্টির নাম ও গুণের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ করে বুঝে থাকে। তারা বলে, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল তো এসব আয়াত ও হাদীস আমাদের বিবেকের যুক্তিগ্রাহ্য করেই পাঠিয়েছেন, আমরা এসব আয়াত ও হাদীসকে আমাদের বিবেকের যুক্তি অনুসারেই বুঝব। তাই

বলে থাকে, আল্লাহর হাত আমাদের হাতের মতো, আল্লাহর পা আমাদের পায়ের মতো, আল্লাহর চোখ আমাদের চোখের মতো। তাদের মধ্যে বিখ্যাত ছিল, দাউদ আল-জাওয়ারেবী আল-বাসরী।

এদের মধ্যে নিম্নোক্ত শ্রেণিসমূহ বিখ্যাত:

প্রথম শ্রেণি: প্রাচীন রাফেযী (শিয়া) সম্প্রদায়

প্রাচীন শিয়াদের কয়েকটি গোষ্ঠী এ মতবাদ পোষণ করতো, তাদের মধ্যে বিখ্যাত ছিল:

১. আল-বায়ানিয়্যাহ: যারা বায়ান ইবন সাম'আন নামক শিয়ার অনুসারী ছিল। সে বলতো যে, আল্লাহ মানুষের সুরতে। তাঁর সবই ধ্বংস হবে তবে কেবল চেহারা বাকী থাকবে। সে এক সময় নবুওয়াতেরও দাবি করেছিল। তাকে খালেদ ইবন আবদুল্লাহ আল-কাসরী হত্যা করেন।

২. আল-মুগিরিয়্যাহ: যারা মুগীরা ইবন সা'ঈদ নামক এক শিয়ার অনুসারী ছিল। সে এক সময় নবুওয়াতের দাবি করেছিল। সে বলতো, তার রব একজন আলোর মানব যার মাথায় টুপি আছে।

৩- হিশামিয়্যাহ: যারা হিশাম ইবন হিকাম আর-রাফেদ্বীর অনুসারী ছিল। তাদেরকে কখনো কখনো হিশাম ইবন সালেম আল-জাওয়ালিকীর দিকে সম্পর্কযুক্ত করা হয়। এরা দু'জনই ইমামিয়া ইসনা আশারিয়া ফেরকার লোক ছিল।

৪- আল-জাওয়ারিবিয়্যাহ: যারা দাউদ আল-জাওয়ারিবীর অনুসারী ছিল। যে আল্লাহকে মানুষের সাথে সবকিছুতে তুলনা করতো.. শুধু দাঁড়ি আর লজ্জাস্থান ব্যতীত।

দ্বিতীয় শ্রেণি: গোঁড়া সূফীবাদীরা

সূফীবাদীদের মধ্যে গোঁড়া অনেকেই আল্লাহকে মানুষের সাথে তুলনা করে। তাদের মধ্যে বিখ্যাত হচ্ছে, ইবনুল ফারেদ্ব, সে তার 'তায়িয়্যাহ' গ্রন্থে আল্লাহকে নারীর পূর্ণরূপে বর্ণনা করেছে। অনুরূপভাবে বর্তমান সময়ে অনেকেই তার পীরকে আল্লাহ বলে থাকে। অনেকেই দাঁড়ি-গোফ বিহীন বালককে আল্লাহর সাথে তুলনা করে, যা অনেকের কাছেই স্পষ্ট।

নিঃসন্দেহে আল্লাহকে সৃষ্টিকুলের কারও সাথে তুলনা করা যাবে না। স্রষ্টা ও সৃষ্টির মধ্যে তুলনা যারা করে তারা পথভ্রষ্ট। আল্লাহ বলেন,

﴿قُلْ هُوَ ٱللَّهُ أَحَدٌ ۝١ ٱللَّهُ ٱلصَّمَدُ ۝٢ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ ۝٣ وَلَمْ يَكُن لَّهُۥ كُفُوًا أَحَدٌۢ ۝٤﴾ [الاخلاص: ١، ٤]

"বলুন, আল্লাহ এক, তিনি অমুখাপেক্ষী, তিনি জন্মগ্রহণ করেননি, আর কাউকে জন্মও দেননি, আর তার মতো কেউ নেই।" [সূরা আল-ইখলাস, আয়াত: ১-৪]

তৃতীয় শ্রেণি: কাররামিয়্যাহ ও তাদের মতবাদ

কাররামিয়্যাহ সম্প্রদায় তাদের নেতা মুহাম্মাদ ইবন কাররাম ইবন ইরাক ইবন হিযবাহ আস-সিজিস্তানী (মৃত ২৫৫ হি.), তার দিকে সম্পৃক্ত।

বস্তুত সে ছিল আল্লাহর সিফাত সাব্যস্তকারী, কিন্তু সে সিফাত সাব্যস্ত করতে গিয়ে বাড়াবাড়ি করে এমন পর্যায়ে নিয়ে গিয়েছে যে, তাতে আল্লাহকে বান্দার সাথে তুলনীয় করে তোলা হয়েছে। যেমন, এতদসংক্রান্ত তার বিখ্যাত মত হচ্ছে,

১- আল্লাহর দেহ রয়েছে তবে অপর কোনো দেহের মতো নয়।

২- প্রাচীন আল্লাহ এমন এক দেহ যা সর্বদা স্থবির থাকেন।
৩- তাঁর দেহ 'আরশের উপরের দিককে স্পর্শ করে আছে।
৪- তাঁর সত্তাগত গুণগুলো দেহের অঙ্গ।
৫- আল্লাহর কর্মগত গুণগুলো যেগুলোকে তারা কালামশাস্ত্রবিদদের মতো 'হাওয়াদেস' বলে থাকে, তা থেকে তিনি পূর্বকালে মুক্ত। তার এগুণগুলো সবই নতুন। যখন তিনি যে কাজ করেন সেসময় তিনি নতুন এসব গুণে গুণান্বিত হন। [না'উযুবিল্যাহ]

বস্তুত কাররামিয়্যাদের এসব বক্তব্য আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের বক্তব্য বিরোধী: কারণ,
১- আল্লাহকে দেহ বলা কুফুরী ও বিভ্রান্তি। আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আত কখনো দেহ নামকরণ করে না। 'দেহ' শব্দটিকে 'মুজমাল' বা ব্যাখ্যেয় শব্দ হিসেবে গ্রহণ করে বিস্তারিত জেনে হকটি হক নামে সাব্যস্ত করে, কিন্তু দেহ বলে না। আর যা না-হক তা অস্বীকার করে।
২- আল্লাহর জন্য স্থবির বা এ জাতীয় শব্দ ব্যবহার করা আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আত জায়েয মনে করে না।
৩- 'আরশের সাথে লেগে যাওয়ার মতো কোনো বাড়তি কথা আহলুস সুন্নাহ কখনো বলে না।
৪- আল্লাহর সত্তাগত গুণগুলোকে আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আত কখনো অঙ্গ বলে না।
৫- আল্লাহর কর্মগত গুণকে আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আত কখনো নতুন বলে না। আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আত বলেন, আল্লাহর সব গুণই প্রাচীন। তবে কর্মগত গুণের বেলায় যখন ইচ্ছা তখন সেটার বহিঃপ্রকাশ ঘটান। যেমন, তিনি পূর্ব থেকেই কথা বলার গুণে গুণান্বিত, তবে তিনি যখন ইচ্ছা তখন কথা বলেন। আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আত কখনো কোনো গুণকে 'হাওয়াদিস' কিংবা 'আরদ্ব' বলে না।[১৮]

১৮. এ অধ্যায়ে শাইখ ড. মুহাম্মাদ খালীফা আত-তামীমী হাফিযাহুল্লাহর আসমা ওয়াস সিফাত বিষয়ক ধারাবাহিক গ্রন্থসমূহ দেখা যেতে পারে।

দ্বিতীয় অধ্যায়
'আরশ ও কুরসী সংক্রান্ত আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের আকীদাহ

প্রথম পরিচ্ছেদ: 'আরশ পরিচিতি

'আরশ আল্লাহর সৃষ্টিসমূহের একটি যা তিনি আসমান ও যমীন সৃষ্টির পূর্বেই সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহ তা'আলা সেটাকে পানির উপর সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহ তা'আলার সৃষ্টির মধ্যে সবচেয়ে প্রকাণ্ড, বড়, প্রশস্ত ও সবচেয়ে ভারী সৃষ্টি এটি। 'আরশ হচ্ছে লাল ইয়াকূতের। সেটি গম্বুজের মতো। তার রয়েছে পায়া, তার রয়েছে ছায়া, তাকে বহন করে আটজন বৃহৎ সৃষ্টির ফিরিশতা, ফিরিশতাগণ 'আরশের চারপাশে তাওয়াফ করে, তারা তাদের রবের যিকির শব্দ ও মৌমাছির গুঞ্জনের মতো করে, 'আরশ কারও কারও মৃত্যুতে তার জন্য কেঁপে উঠেছে, তার রয়েছে ক্যাঁ ক্যাঁ শব্দ। রেহেম বা আত্মীয়তার সম্পর্ক তার সাথে ঝুলে আছে, আল্লাহ তা'আলা তার উপর লিখে রেখেছেন, আমার রহমত আমার ক্রোধের উপর প্রাধান্য পাবে। 'আরশ আসমান ও যমীনসমূহের উপরে, 'আরশের নিচে জান্নাত। আল্লাহ তা'আলা আসমান ও যমীন সৃষ্টির পরে 'আরশের উপর উঠেছেন। 'আরশ আল্লাহ তা'আলার সবচেয়ে নিকটতম সৃষ্টি। আল্লাহ তা'আলা যেদিন আসমান ও যমীনকে ভাঁজ করে রাখবেন সেই কিয়ামতের দিন তিনি 'আরশকে ভাঁজ করবেন না, বরং 'আরশকে জান্নাত ও জাহান্নামের মতো অবশিষ্ট রাখবেন, বিনষ্ট করবেন না। কুরসী 'আরশের চেয়ে ক্ষুদ্র আকৃতির। কুরসী দু' পা রাখার স্থান আর তা 'আরশের জন্য সিঁড়ির মতো। এ হচ্ছে 'আরশের মোটামুটি পরিচয়। আমরা এখন এগুলো দলীল প্রমাণসহ আলোচনা করব।

'আরশ শব্দের অর্থ:

'আরশ শব্দের আভিধানিক অর্থ, সাধারণত যা উঁচু ও উপরে থাকে তাকেই বুঝায়। কুরআনে কারীমে সে অর্থে 'আরশ শব্দটির ব্যবহার এসেছে। [যেমন সূরা আল-আ'রাফ, আয়াত: ১৩৭; সূরা আন-নাহল, আয়াত: ৬৮; সূরা আল-আন'আম, আয়াত: ১৪১] তবে পরিভাষায় তা রাজা-বাদশাদের বসার খাটকে বুঝায়। যেমন- আল্লাহ তা'আলা সাবার রাণী সম্পর্কে বলছেন, ﴿ وَلَهَا عَرۡشٌ عَظِيمٞ ﴾ "আর তার রয়েছে বড় একটি 'আরশ বা বসার স্থান"। [সূরা আন-নামল, আয়াত: ২৩] তাছাড়া 'আরশ শব্দের অন্য অর্থও হতে পারে। তবে যখন কোনো রাজাধিরাজের সাথে সম্পৃক্ত হয় তখন তা কেবল রাজা-বাদশাদের খাটকেই বুঝায়।[১৯]

শরী'আতের পরিভাষায়:

আল্লাহর 'আরশ হচ্ছে পায়া বিশিষ্ট একটি খাট যা ফিরিশতাগণ বহন করে; আর তা জগত-সৃষ্টির উপর গম্বুজের মতো, সকল সৃষ্টিকুলের ছাদ, সবার উপরে ও সবচেয়ে বড়।

ইমাম ত্বাবারী রাহিমাহুল্লাহ ﴿ وَتَرَى ٱلۡمَلَٰٓئِكَةَ حَآفِّينَ مِنۡ حَوۡلِ ٱلۡعَرۡشِ ﴾ [الزمر: ٧٥] এর ব্যাখ্যায় বলেন, এখানে 'আরশ অর্থ খাট। তারপর তিনি সেটা তার সনদ দিয়ে সুদ্দী থেকে বর্ণনা করে

১৯. ইবনুল কাইয়্যেম, মুখতাসারুস সাওয়া'য়িকুল মুরসালাহ (১/১৭, ১৮)।

বলে, "আরশের চার পার্শ্বে তারা ঘিরে আছে, আর 'আরশ হচ্ছে খাট।"[২০]

ইমাম ত্বাবারী রাহিমাহুল্লাহ অন্য আয়াত ﴿ذُو ٱلْعَرْشِ﴾ [غافر: ١٥] এর ব্যাখ্যায় বলেন, খাটওয়ালা, যা তিনি ব্যতীত সকল কিছুকে পরিবেষ্টনকারী।[২১]

বাইহাক্বী বলেন, তাফসীরকারদের মত হচ্ছে, 'আরশ বলতে বুঝানো হয়েছে 'খাট'কে, আর তা একটি দেহ বিশিষ্ট বস্তু, যা আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন। ফিরিশতাদেরকে তা বহন করতে নির্দেশ দিয়েছেন। তাদেরকে সেটার সম্মান ও সেটার চার পাশে তাওয়াফ করে ইবাদাত করার নির্দেশ দিয়েছেন। যেমন তিনি যমীনের বুকে একটি ঘর বানিয়েছেন, বনী আদমকে তার চারপাশে তাওয়াফ করার নির্দেশ দিয়েছেন, সালাতে সেটার দিকে মুখ করতে আদেশ করেছেন। তাফসীরকারগণ যে মতের দিকে গিয়েছেন সেটার সপক্ষে কুরআন, হাদীস, আছার এর প্রমাণসমূহ রয়েছে।[২২]

তিনি আরও বলেন, 'আল-আরশ' তা বিবেকবানদের বিখ্যাত মত অনুযায়ী খাটকে বলা হয়।

ইমাম ইবন কাসীর বলেন, 'আরশ হচ্ছে এমন খাট যার পায়া রয়েছে, ফিরিশতারা তা বহন করে, আর তা জগতের উপর গম্বুজের মতো, সকল সৃষ্টিকুলের ছাদ।'[২৩]

ইমাম যাহাবী বলেন, 'তোমার কী ধারণা সে 'আরশের ব্যাপাবে, যা সর্বোচ্চ মহান সত্তা নিজের জন্য গ্রহণ করেছেন, তার উচ্চতা, প্রশস্ততা, পায়া, গঠনশৈলী, বহনকারী, কুরূবীগণ, যারা সেটাকে চারপাশে ঘিরে আছে, তার সৌন্দর্য ও তার মূল্য সম্পর্কে? যেখানে বলা হচ্ছে যে, লাল রুবী পাথরের তৈরি।'[২৪]

বস্তুত ত্বাবারী, বাইহাকী, ইবন কাসীর, যাহাবী তারা যে মতটি বলেছেন, এটিই সকল সালাফে সালেহীনের মত।

'আরশের দলীল-প্রমাণ:

'আরশের দলীল-প্রমাণ অনেক। তবে আমরা কয়েকটি বর্ণনা করব,

১- আল্লাহ তা'আলার বাণী,

﴿ ذُو ٱلْعَرْشِ ٱلْمَجِيدُ ۝١٥ ﴾ [البروج: ١٥]

"আরশের অধিকারী ও সম্মানিত।" [সূরা আল-বুরূজ, আয়াত: ১৫]

২- আল্লাহ তা'আলার বাণী,

﴿ ٱلرَّحْمَٰنُ عَلَى ٱلْعَرْشِ ٱسْتَوَىٰ ۝٥ ﴾ [طه: ٥]

"দয়াময় (আল্লাহ্) 'আরশের উপর উঠেছেন।" [সূরা ত্বা-হা, আয়াত: ০৫]

৩- আল্লাহর বাণী,

২০. ত্বাবারী, (২৪/৩৭-৩৮)।

২১. ত্বাবারী (২৪/৪৯)।

২২. বাইহাক্বী, আল-আসমা ওয়াস সিফাত: ৪৯৭।

২৩. আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া (১/১২)।

২৪. আল-উলু, ৫৭।

﴿ رَفِيعُ ٱلدَّرَجَٰتِ ذُو ٱلۡعَرۡشِ ﴾ [غافر: ١٥]

"তিনি সুউচ্চ মর্যাদার অধিকারী, 'আরশের অধিপতি।" [সূরা গাফির, আয়াত: ১৫]

হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«إِذَا سَأَلْتُمُ اللهَ، فَاسْأَلُوهُ الفِرْدَوْسَ، فَإِنَّهُ أَوْسَطُ الجَنَّةِ وَأَعْلَى الجَنَّةِ - أُرَاهُ - فَوْقَهُ عَرْشُ الرَّحْمَنِ، وَمِنْهُ تَفَجَّرُ أَنْهَارُ الجَنَّةِ»

"যখন তোমরা আল্লাহর কাছে চাইবে তখন তাঁর কাছে ফিরদাউস চাইবে; কারণ তা জান্নাতের মধ্যমনি, সর্বোচ্চ জান্নাত আর তার উপরে রয়েছে রহমানের 'আরশ।"(২৫)

অপর হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«إِنَّ النَّاسَ يَصْعَقُونَ يَوْمَ القِيَامَةِ، فَأَصْعَقُ مَعَهُمْ، فَأَكُونُ أَوَّلَ مَنْ يُفِيقُ، فَإِذَا مُوسَى بَاطِشٌ جَانِبَ العَرْشِ، فَلاَ أَدْرِي أَكَانَ فِيمَنْ صَعِقَ، فَأَفَاقَ قَبْلِي أَوْ كَانَ مِمَّنِ اسْتَثْنَى اللهُ»

"সেদিন মানুষ বেহুঁশ হয়ে যাবে, তখন আমিই প্রথম হুঁশে আসব, তখন আমি দেখব যে, মূসা 'আরশের পায়াসমূহের কোনো একটি অংশ ধরে আছেন, আমি জানি না তিনি কি বেহুঁশ হয়েছিলেন, নাকি আমার আগে হুঁশে ফিরেছেন, নাকি যাদেরকে আল্লাহ বেহুঁশ হওয়া থেকে ব্যতিক্রম করেছেন তিনি তাদের অন্তর্ভুক্ত।"(২৬)

কুরআন ও হাদীসে এ জাতীয় ভাষ্য অনেক।

'আরশের কিছু বৈশিষ্ট্য:

আল্লাহর 'আরশের যেসব বৈশিষ্ট্য কুরআন ও হাদীস দ্বারা প্রমাণিত তা হচ্ছে,

১- 'আরশ হচ্ছে খাট: ইবন কুতাইবাহ বলেন, বাতিলপন্থীরা 'আরশ বলতে খাট ব্যতীত অন্য কিছু বুঝাতে চায়, অথচ আলেমগণ ভাষাতে 'আরশ বলে খাটকেই বুঝেন।(২৭)

অনুরূপ ইবন কাসীর বলেন, অভিধানে 'আরশ বলতে খাটকেই বুঝানো হয়। এটা গোলক নয়, আরবরা তা বুঝে না। আর কুরআন কেবল আরবদের ভাষাতেই নাযিল হয়েছে। তাদের নিকট 'আরশ হচ্ছে পায়া বিশিষ্ট চৌকি বা খাট।(২৮)

২- 'আরশ পায়া বিশিষ্ট: ইবন আবিল ইয্য বলেন, শরী'আতে 'আরশকে পা বিশিষ্ট বলা হয়েছে যা ফিরিশতাগণ বহন করেন। যেমন, হাদীসে এসেছে,

«النَّاسُ يَصْعَقُونَ يَوْمَ القِيَامَةِ، فَأَكُونُ أَوَّلَ مَنْ يُفِيقُ، فَإِذَا أَنَا بِمُوسَى آخِذٌ بِقَائِمَةٍ مِنْ قَوَائِمِ العَرْشِ، فَلاَ أَدْرِي أَفَاقَ قَبْلِي أَمْ جُوزِيَ بِصَعْقَةِ الطُّورِ»

"মানুষরা বেহুঁশ হয়ে যাবে, তারপর প্রথম আমি হুঁশে আসব, তখন আমি দেখব যে, মূসা 'আরশের পায়াসমূহের একটি আঁকড়ে ধরে আছেন। আমি জানি না তিনি কি আমার আগে

২৫. সহীহ বুখারী, হাদীস নং ২৭৯০।

২৬. সহীহ বুখারী, হাদীস নং ২৪১১।

২৭. ইবন কুতাইবাহ, আল-ইখতিলাফু ফিল লাফযি পৃ. ২৪০।

২৮. আল-বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ (১/১১-১২)

হুঁশে এসেছেন, নাকি তুর পাহাড়ের সে বেহুঁশ হওয়ার প্রতিদানস্বরূপ তাকে আর বেহুঁশ হতে হয়নি?"[২৯] এ হাদীস দ্বারা তাদের মতের খণ্ডন হয়ে যায়, যারা 'আরশ বলতে মুলক বা রাজত্ব বুঝেছেন; রাজত্বের আবার পায়া হয় কী করে? রাজত্বের পায়া ধরা হবে কী করে?[৩০]

৩- 'আরশ সৃষ্ট জিনিস: আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿ ذَٰلِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُمْ لَآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ خَٰلِقُ كُلِّ شَيْءٍ فَٱعْبُدُوهُ﴾ [الانعام: ١٠٢]

"তিনিই তো আল্লাহ্, তোমাদের রব; তিনি ছাড়া কোনো সত্য ইলাহ্ নেই। তিনিই সবকিছুর স্রষ্টা; কাজেই তোমরা তাঁর 'ইবাদাত কর।" [সূরা আল-আন'আম, আয়াত: ১০২]

অনুরূপ আল্লাহর বাণী,

﴿وَهُوَ رَبُّ ٱلْعَرْشِ ٱلْعَظِيمِ ۝﴾ [التوبة: ١٢٩]

"আর তিনি মহান 'আরশের রব"। [সূরা আত-তাওবাহ, আয়াত: ১২৯] হাফেয ইবন হাজার রাহিমাহুল্লাহ বলেন, এ আয়াত ইঙ্গিত করছে যে, 'আরশ লালন-পালনকৃত জিনিস। আর যা পালনকৃত জিনিস হবে তা অবশ্যই সৃষ্ট হবে।[৩১]

তাছাড়া হাদীসে 'আরশ সৃষ্টির কথা স্পষ্টভাবে এসেছে, যেখানে বলা হয়েছে,

«وَخَلَقَ عَرْشَهُ عَلَى المَاءِ»

"আর তিনি পানির উপর তাঁর 'আরশ সৃষ্টি করলেন।"[৩২]

৪- আল্লাহ তা'আলা ফিরিশতাদেরকে 'আরশ বহন করার নির্দেশ দিয়েছেন এবং তাদেরকে এর সম্মান করা ইবাদাত হিসেবে দিয়েছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿ٱلَّذِينَ يَحْمِلُونَ ٱلْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُۥ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيُؤْمِنُونَ بِهِۦ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا۟﴾ [غافر: ٧]

"যারা 'আরশ বহন করে আর যারা 'আরশের চার পাশে রয়েছে তারা তাদের রবের সপ্রশংস তাসবীহ পাঠ করে।" [সূরা গাফির, আয়াত: ০৭]

তিনি আরও বলেন,

﴿وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَٰنِيَةٌ ۝﴾ [الحاقة: ١٧]

"আর সেদিন আপনার রবের 'আরশ বহন করবে আটজন।" [সূরা আল-হাক্কাহ, আয়াত: ১৭]

ইবন 'আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহুমা এ আয়াতের তাফসীরে বলেন, আটজন ফিরিশতা রয়েছেন যারা বন্য ছাগলের সূরতে রয়েছেন। তিনি আরও বলেন, তাদের পায়ের খুর থেকে হাঁটু পর্যন্ত সত্তর বছরের রাস্তার দূরত্ব।[৩৩]

---

২৯. সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৩৩৯৮।

৩০. দেখুন: শারহুত ত্বাহাওয়িয়্যাহ, পৃ. ৩১০-৩১১।

৩১. ইবন হাজার, ফাতহুল বারী (১৩/৪০৫)।

৩২. সুনানে তিরমিযী, হাদীস নং ৩১০৯।

৩৩. সহীহ, দারেমী, আর-রাদ্দু আলাল বিশর আল-মারিসী, ৪৪৯; ইবন খুযাইমাহ, আত-তাওহীদ ১০৯; ইবন আবী শাইবাহ, আল-'আরশ ৩৭৭; হাকিম, আল-মুস্তাদরাক (২/৩৭৮) এবং সহীহ বলেছেন, আর যাহাবী একমত হয়েছেন।

অনুরূপ জাবের ইবন আবদুল্লাহ রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

«أُذِنَ لِي أَنْ أُحَدِّثَ عَنْ مَلَكٍ مِنْ مَلَائِكَةِ اللهِ مِنْ حَمَلَةِ الْعَرْشِ، إِنَّ مَا بَيْنَ شَحْمَةِ أُذُنِهِ إِلَى عَاتِقِهِ مَسِيرَةُ سَبْعِ مِائَةِ عَامٍ»

"আমাকে 'আরশ বহনকারী আল্লাহর ফিরিশতাদের মধ্যে একজন ফিরিশতার বর্ণনা দিতে অনুমতি দেয়া হয়েছে, তার কানের লতি থেকে কাঁধের দূরত্ব সাতশ' বছরের রাস্তা।"(৩৪)

অপর হাদীসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

«من قال حين يصبح اللهم إِنَّا أَصْبَحْنَا نُشْهِدُكَ وَنُشْهِدُ حَمَلَةَ عَرْشِكَ وَمَلَائِكَتَكَ وَجَمِيعَ خَلْقِكَ أَنَّكَ أَنْتَ اللهُ لَا إِلَهَ إلا أنت وحدك لا شريك وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُكَ وَرَسُولُكَ إِلَّا أَعْتَقَ اللهُ رُبُعَهُ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ، وَمَنْ قَالَهَا مَرَّتَيْنِ أَعْتَقَ اللهُ نِصْفَهُ مِنَ النَّارِ، وَمَنْ قَالَهَا أَرْبَعَ مَرَّاتٍ أَعْتَقَهُ اللهُ مِنَ النَّارِ فِي ذلك اليوم»

"যে কেউ সকাল বেলা বলবে, 'হে আল্লাহ আমরা সকালে উপনীত হয়েছি, আপনাকে সাক্ষী রাখছি, আপনার 'আরশ বহনকারীদেরকে সাক্ষী রাখছি, সকল ফিরিশতাদেরকে সাক্ষী রাখছি এবং আপনার সকল সৃষ্টিকে সাক্ষী বানাচ্ছি যে, নিশ্চয় আপনিই হচ্ছেন আল্লাহ, কেবল আপনি ব্যতীত আর কোনো সত্য ইলাহ নেই, আপনার কোনো শরীক নেই, আর মুহাম্মাদ আপনার দাস ও আপনার রাসূল' আল্লাহ তার চারভাগের একভাগ সে দিনের জন্য (জাহান্নাম থেকে) মুক্ত করে দিবেন। আর যে কেউ দু'বার বলবে, আল্লাহ তার অর্ধেক অংশকে জাহান্নাম থেকে মুক্ত করবেন, আর যে কেউ চার বার বলবে, আল্লাহ তাকে সে দিনের জন্য জাহান্নাম থেকে মুক্ত করবেন।"(৩৫)

ইবন 'আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহুমা বলেন, 'আরশ বহনকারীদের কারও কারও পায়ের গোড়ালী থেকে দু' পায়ের নিচ পর্যন্ত পাঁচশ' বছরের দূরত্ব।(৩৬)

ইবন তাইমিয়্যাহ রাহিমাহুল্লাহ ﴿ٱلَّذِينَ يَحۡمِلُونَ ٱلۡعَرۡشَ وَمَنۡ حَوۡلَهُۥ﴾ [غافر: ٧] এবং ﴿وَيَحۡمِلُ عَرۡشَ رَبِّكَ فَوۡقَهُمۡ يَوۡمَئِذٖ ثَمَٰنِيَةٞ ١٧﴾ [الحاقة: ١٧] এ আয়াতদ্বয়ের তাফসীরে বলেন, এ আয়াত প্রমাণ করছে যে, আল্লাহর এমন কিছু ফিরিশতা রয়েছেন যারা তার 'আরশ বহন করে, আরও কিছু রয়েছেন যারা 'আরশের চারপাশে ঘিরে থাকে। আরও প্রমাণ করছে যে, কিয়ামতের দিন 'আরশ বহন করবে আটজন।(৩৭) এ বক্তব্য তাদের বিপরীত, যারা বলে, 'আরশ বলে রাজত্ব বুঝানো হয়েছে; কারণ রাজত্ব আটজনের বহনের বিষয় নয়। আরও একটি বিষয় এখানে জানানো দরকার তা হচ্ছে, ইবন কাসীর ও ইবনুল জাওযী প্রাধান্য

---

৩৪. সুনানে আবু দাউদ, হাদীস নং ৪৭২৭; ত্বাবারানী, আল-আওসাত্ব ১৭৩০; ইবন আসাকির, তারীখে দিমাশক (১২/৪৬২); ইবন কাসীর, আত-তাফসীর (৪/৪১৪); ইবন হাজার, ফাতহুল বারী (৮/৬৬৫)।

৩৫. হাসান, বুখারী, আল-আদাবুল মুফরাদ, হাদীস নং ১৭৬; তিরমিযী, হাদীস নং ৩৫০১; আবু দাউদ, হাদীস নং ৫০৬৭; ইবনুস সুন্নী, আমালুল ইয়াওমি ওয়াল লাইলাহ, হাদীস নং ১৩৮; ইবন আবী শাইবাহ, আল-আরশ, হাদীস নং ৩৬১; নাওয়াওয়ী, আল-আযকার, হাদীস নং ৭৪; ইবন হাজার, নাতাইজুল আফকার।

৩৬. আবুশ শাইখ, আল-আযামাহ, ৮২; বাইহাক্বী, আল-আসমা ওয়াস সিফাত ৫০৫; সুয়ূত্বী, আল-হাবায়িক ৪৯; ইবন আবী শাইবাহ, আল-'আরশ, ৩৭১।

৩৭. নাক্বদু তা'সীসিল জাহমিয়া (১/৫৭৫)।

দিয়েছেন যে বর্তমানে 'আরশ বহনকারী ফিরিশতা চার জন আর কিয়ামতের দিন তা হবে আটজন।

৫- 'আরশ হচ্ছে সর্বোচ্চ সৃষ্টি, সর্ববৃহৎ সৃষ্টি, সকল সৃষ্টির ছাদ, তা জগতের উপর গম্বুজের মতো, তার নিচের অংশ তার তুলনায় বিস্তীর্ণ ভূমিতে একটি কড়ার মতো। ইমাম ইবন আবী যামানীন বলেন, "আহলুস সুন্নাহ'র মত হচ্ছে, আল্লাহ তা'আলা 'আরশ সৃষ্টি করেছেন, সেটাকে সকল সৃষ্টির সর্বোচ্চে ও উপরে রাখার মাধ্যমে বিশেষ মর্যাদা দিয়েছেন।"[৩৮]

শাইখুল ইসলাম ইবন তাইমিয়্যাহ বলেন, আর 'আরশ তা তো গম্বুজের মতো; কারণ সুনান গ্রন্থে আবু দাউদ রাহিমাহুল্লাহ জুবাইর ইবন মুত'ঈম রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, «إِنَّ اللهَ فَوْقَ عَرْشِهِ، وَعَرْشُهُ فَوْقَ سَمَاوَاتِهِ» "নিশ্চয় আল্লাহ তাঁর 'আরশের উপর, আর তাঁর 'আরশ সকল আসমানের উপর"[৩৯] তারপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর আঙ্গুলকে গম্বুজের মতো করে দেখালেন। আর 'আরশ সবকিছুর উপর সেটার প্রমাণ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বাণী,

«فَإِذَا سَأَلْتُمُ اللهَ، فَاسْأَلُوهُ الفِرْدَوْسَ، فَإِنَّهُ أَوْسَطُ الجَنَّةِ وَأَعْلَى الجَنَّةِ - أُرَاهُ - فَوْقَهُ عَرْشُ الرَّحْمَنِ، وَمِنْهُ تَفَجَّرُ أَنْهَارُ الجَنَّةِ»

"যখন তোমরা কোনো কিছু চাইবে তখন তাঁর কাছে ফিরদাউস চাইবে, কারণ তা মধ্য বা সর্বোত্তম জান্নাত, সর্বোচ্চ জান্নাত। তার উপরে রহমানের 'আরশ, আর তা থেকেই জান্নাতের নালাসমূহ প্রবাহিত।"[৪০] সুতরাং এসব দ্বারা বুঝা গেল যে, জান্নাত সর্বোচ্চ সৃষ্টি, সৃষ্টির ছাদ, আর তা কুব্বা বা গম্বুজের মতো।[৪১]

অনুরূপ আবু যর রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহুর বিখ্যাত হাদীসে এসেছে, তিনি বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল, আপনার কাছে যা নাযিল হয়েছে তন্মধ্যে কোন আয়াত সবচেয়ে বড়? তিনি বললেন, "আয়াতুল কুরসী", তারপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন,

«يَا أَبَا ذَرٍّ مَا السَّمَاوَاتُ السَّبْعُ مَعَ الْكُرْسِيِّ إِلَّا كَحَلْقَةٍ مُلْقَاةٍ بِأَرْضِ فَلَاةٍ وَفَضْلُ الْعَرْشِ عَلَى الْكُرْسِيِّ كَفَضْلِ الْفَلَاةِ عَلَى الْحَلْقَةِ»

"হে আবু যর, সাত আসমান কুরসীর তুলনায় বিস্তীর্ণ ভূমিতে ফেলে রাখা একটি রিং এর মতো, আর কুরসী থেকে 'আরশের বাড়তি হচ্ছে সে কোনো বিস্তীর্ণ ভূমিতে পড়ে থাকা রিং এর মতো।"[৪২]

৬- আল্লাহ তা'আলা আসমান ও যমীন সৃষ্টির আগেই 'আরশ সৃষ্টি করেছেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু

৩৮. ইবন আবী যামানীন, উসূলুস সুন্নাহ পৃ. ২৮২।

৩৯. সুনানে আবু দাউদ, হাদীস নং ৪৭২৬।

৪০. সহীহ বুখারী, হাদীস নং ২৭৯০।

৪১. মাজমূ'উল ফাতাওয়া (৫/১৫১)।

৪২. সহীহ ইবন হিব্বান, হাদীস নং ৩৬১।

'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

«كَانَ اللهُ وَلَمْ يَكُنْ شَيْءٌ غَيْرُهُ، وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى المَاءِ، وَكَتَبَ فِي الذِّكْرِ كُلَّ شَيْءٍ، وَخَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ»

"আল্লাহ তা'আলাই ছিলেন, তাঁর সাথে তিনি ব্যতীত আর কিছু ছিল না, আর তাঁর 'আরশ ছিল পানির উপর, তিনি সবকিছু যিকির তথা লাওহে মাহফূযে লিখলেন, আর আসমান ও যমীন সৃষ্টি করলেন।"[৪৩] এর দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, 'আরশ প্রথম সৃষ্টি।[৪৪] আর এটিই অধিকাংশের মত বলে ইবন কাসীর ও ইবন হাজার রাহিমাহুমাল্লাহ আবুল আ'লা আল-হামাদানী থেকে বর্ণনা করেছেন।

এর বিপরীতে কেউ কেউ বলেছেন, প্রথম সৃষ্টি কলম। তাদের দলীল হচ্ছে, إِنَّ أَوَّلَ مَا خَلَقَ اللهُ الْقَلَمَ، فَقَالَ: اكْتُبْ "নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা প্রথম কলমকে সৃষ্টি করেন তখন বলেন, লিখ..।"[৪৫] বস্তুত এখানে অনেকেই হাদীসে আসা 'কালাম' শব্দটিকে 'নাসব' হিসেবে পড়েছেন, তখন অর্থ হবে, কলম লিখার ক্ষেত্রে প্রথম, সৃষ্টির ক্ষেত্রে প্রথম নয়।

৭- আসমান ও যমীন সৃষ্টির বিভিন্ন পর্যায়: আসমান ও যমীন সৃষ্টির পর্যায়সমূহ সম্পর্কে ধারণা 'আরশ সৃষ্টি সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যাবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿قُلْ أَئِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَندَادًا ذَٰلِكَ رَبُّ الْعَالَمِينَ ۝٩ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِن فَوْقِهَا وَبَارَكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ سَوَاءً لِّلسَّائِلِينَ ۝١٠ ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ وَهِيَ دُخَانٌ فَقَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ ائْتِيَا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا قَالَتَا أَتَيْنَا طَائِعِينَ ۝١١ فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ وَأَوْحَىٰ فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا وَزَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَحِفْظًا ذَٰلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ ۝١٢﴾ [فصلت: ٩، ١٢]

"বলুন, 'তোমরা কি তাঁর সাথেই কুফরী করবে যিনি যমীন সৃষ্টি করেছেন দু'দিনে এবং তোমরা কি তাঁর সমকক্ষ তৈরী করছ? তিনি সৃষ্টিকুলের রব! আর তিনি স্থাপন করেছেন অটল পর্বতমালা ভূপৃষ্ঠে এবং তাতে দিয়েছেন বরকত এবং চার দিনের মধ্যে এতে খাদ্যের ব্যবস্থা করেছেন সমভাবে যাচ্ঞাকারীদের জন্য। তারপর তিনি আসমানের প্রতি ইচ্ছে করলেন, যা (পূর্বে) ছিল ধোঁয়া। অতঃপর তিনি ওটাকে (আসমান) ও যমীনকে বললেন, 'তোমরা উভয়ে আস ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায়।' তারা বলল, 'আমরা আসলাম অনুগত হয়ে।' অতঃপর তিনি সেগুলোকে সাত আসমানে পরিণত করলেন দু'দিনে এবং প্রত্যেক আসমানে তার নির্দেশ ওহী করে পাঠালেন এবং আমরা নিকটবর্তী আসমানকে সুশোভিত করলাম প্রদীপমালা দ্বারা এবং করলাম সুরক্ষিত। এটা পরাক্রমশালী, সর্বজ্ঞের ব্যবস্থাপনা।" [সূরা ফুসসিলাত, আয়াত: ৯-১২] আয়াত অনুযায়ী আসমান ও যমীন সৃষ্টির স্তরবিন্যাস

---

৪৩. সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৩১৯১।

৪৪. ইবন তাইমিয়্যাহ, মাজমু'উল ফাতাওয়া (১৮/২১৩); ইবনুল কাইয়্যেম, মুখতাসারুস সাওয়া'য়িক (২/৩২৩), ইজতিমা'উল জুয়ূশ ৯৯; ইবন কাসীর, আল-বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ (১/৯); ইবন আবিল ইয্য আল-হানাফী, শারহুল আকীদাতুত তাহাওয়ীয়্যাহ, পৃ. ২৯৫; ইবন হাজার, ফাতহুল বারী (৬/২৮৯)।

৪৫. সুনানে তিরমিযী, হাদীস নং ২১৫৫।

নিম্নোক্তভাবে হবে:

প্রথম স্তর: যমীন সৃষ্টি, আর তা দু'দিনে: আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿قُلْ أَئِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ﴾ [فصلت: ٩]

"বলুন, 'তোমরা কি তাঁর সাথেই কুফুরী করবে যিনি যমীন সৃষ্টি করেছেন দু'দিনে?" [সূরা ফুসসিলাত, আয়াত: ০৯]

দ্বিতীয় স্তর: যমীনকে বিস্তৃত করেছেন, আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَٰلِكَ دَحَاهَا ۝ أَخْرَجَ مِنْهَا مَاءَهَا وَمَرْعَاهَا ۝ وَالْجِبَالَ أَرْسَاهَا ۝﴾ [النازعات: ٣٠-٣٢]

"আর যমীনকে এর পর বিস্তৃত করেছেন। তিনি তা থেকে বের করেছেন তার পানি ও তৃণভূমি, আর পর্বতকে তিনি দৃঢ়ভাবে প্রোথিত করেছেন।" [সূরা আন-নাযি'আত, আয়াত: ৩০-৩২]

- যমীন বিস্তৃত করার অর্থই হচ্ছে, তা থেকে ঝর্ণা বের করা, নদী-নালা বের করা, ক্ষেত-খামার ও ফসলের উপযোগী করা, আর এটাই খোরাকীর ব্যবস্থা করা, তারপর তার উপর পাহাড় পর্বত পেরেগের মতো গেঁথে দেয়া; যাতে তা টল-টলায়মান না হয়ে যায়। অন্য আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَنْ تَمِيدَ بِهِمْ وَجَعَلْنَا فِيهَا فِجَاجًا سُبُلًا لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ ۝﴾ [الانبياء: ٣١]

"এবং আমরা পৃথিবীতে সৃষ্টি করেছি সুদৃঢ় পর্বত, যাতে যমীন তাদেরকে নিয়ে এদিক-ওদিক ঢলে না যায় এবং আমরা সেখানে করে দিয়েছি প্রশস্ত পথ, যাতে তারা গন্তব্যস্থলে পৌঁছতে পারে।" [সূরা আল-আম্বিয়া, আয়াত: ৩১] ইবন 'আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহুমা বলেন, আর যমীন অস্থির হলো, তখন পাহাড় দিয়ে সেটাকে সুস্থির করলেন।(৪৬)

- সেটা অনুযায়ী আল্লাহ তা'আলা যমীন সৃষ্টি ও তা বসবাস উপযোগী করেছেন চারদিনে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِنْ فَوْقِهَا وَبَارَكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ﴾ [فصلت: ١٠]

"আর তিনি স্থাপন করেছেন অটল পর্বতমালা ভূপৃষ্ঠে এবং তাতে দিয়েছেন বরকত এবং চার দিনের মধ্যে এতে খাদ্যের ব্যবস্থা করেছেন।" [সূরা ফুসসিলাত, আয়াত: ১০]

তৃতীয় স্তর: আর তা হচ্ছে সাত আসমান সৃষ্টি, যা তিনি ধোঁয়া থেকে সৃষ্টি করেছেন। সে ধোঁয়া হচ্ছে পানির বাষ্প। এ হচ্ছে মোট ছয় দিন। তাই আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ وَأَوْحَىٰ فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا﴾ [فصلت: ١٢]

"অতঃপর তিনি সেগুলোকে সাত আসমানে পরিণত করলেন দু'দিনে এবং প্রত্যেক আসমানে তার নির্দেশ ওহী করে পাঠালেন।" [সূরা ফুসসিলাত, আয়াত: ১২]

---

৪৬. সহীহ সনদে, ইবন জারীর, তাফসীর ২৯/১৪; আল-আজুররী, আশ-শরী'আহ ১৭৮; হাকিম, আল-মুস্তাদরাক (২/৪৯৮); বাইহাকী, আল-আসমা ওয়াস সিফাত: ১২৭; ইবন আবী শাইবাহ, আল-আরশ ৩০৫; হাকিম বলেন, বর্ণনাটি সহীহ, যাহাবী তার সাথে একাত্মতা প্রকাশ করেছেন।

ইবন 'আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহুমা বলেন, তারপর তিনি পানির বাষ্পকে উপরে উঠালেন, আর এতে করে আসমানসমূহ আলাদা হলো।

তারপর তিনি সকল আসমানে তাঁর ফয়সালা জারী করলেন, তারকাসমূহকে নিকটতম আসমানে রাখলেন তার সৌন্দর্য্যের জন্য, তাকে হিফাযতের জন্য।

৮- আসমান ও যমীন সৃষ্টির পরে আল্লাহ তা'আলা তাঁর 'আরশের উপর উঠেছেন। মহান আল্লাহ বলেন,

﴿ إِنَّ رَبَّكُمُ ٱللَّهُ ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضَ فِى سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْشِ ۖ يُدَبِّرُ ٱلْأَمْرَ ۖ مَا مِن شَفِيعٍ إِلَّا مِنۢ بَعْدِ إِذْنِهِۦ ۚ ذَٰلِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُمْ فَٱعْبُدُوهُ ۚ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ۝ ﴾ [يونس: ٣]

"তোমাদের রব তো আল্লাহ, যিনি আসমানসমূহ ও যমীন ছয় দিনে সৃষ্টি করেছেন, তারপর তিনি 'আরশের উপর উঠলেন। তিনি সব বিষয় পরিচালনা করেন। তাঁর অনুমতি লাভ না করে সুপারিশ করার কেউ নেই। তিনিই আল্লাহ, তোমাদের রব; কাজেই তোমরা তাঁরই ইবাদাত কর। তবুও কি তোমরা উপদেশ গ্রহণ করবে না?" [সূরা ইউনুস, আয়াত: ০৩]

তিনি আরও বলেন,

﴿ٱللَّهُ ٱلَّذِى رَفَعَ ٱلسَّمَٰوَٰتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا ۖ ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْشِ ۖ وَسَخَّرَ ٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ ۖ كُلٌّ يَجْرِى لِأَجَلٍ مُّسَمًّى ۚ يُدَبِّرُ ٱلْأَمْرَ يُفَصِّلُ ٱلْءَايَٰتِ لَعَلَّكُم بِلِقَآءِ رَبِّكُمْ تُوقِنُونَ ۝﴾ [الرعد: ٢]

"আল্লাহ, যিনি আসমানসমূহ উপরে স্থাপন করেছেন খুঁটি ছাড়া, তোমরা তা দেখছ। তারপর তিনি 'আরশের উপর উঠেছেন এবং সূর্য ও চাঁদকে নিয়মাধীন করেছেন; প্রত্যেকটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত চলবে। তিনি সব বিষয় পরিচালনা করেন, আয়াতসমূহ বিশদভাবে বর্ণনা করেন, যাতে তোমরা তোমাদের রবের সঙ্গে সাক্ষাত সম্পর্কে নিশ্চিত বিশ্বাস করতে পার।" [সূরা আর-রা'দ, আয়াত: ০২]

ইবন 'আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহুমা বলেন, তিনি সবকিছু সৃষ্টির আগেও 'আরশের উপর ছিলেন[৪৭], এর দ্বারা বুঝা গেল, আল্লাহ তা'আলা আসমান ও যমীন সৃষ্টির আগেও তাঁর 'আরশের উপর ছিলেন, যখন তাঁর 'আরশ পানির উপর ছিল। যখন তিনি আসমান ও যমীন সৃষ্টি করেন তখনও তিনি সৃষ্টির উপর ছিলেন, তারপর আসমান ও যমীন সৃষ্টির পরে আল্লাহ তা'আলা তাঁর 'আরশের উপর আরোহন করেন।

৯- আল্লাহ তা'আলার 'আরশ আল্লাহ তা'আলার সবচেয়ে বড় সৃষ্টি: 'আরশ অনেক বড়, অনেক সম্মানিত ও মর্যাদাপূর্ণ সৃষ্টি। আল্লাহ তা'আলা সেটার সম্মান বৃদ্ধি করেছেন সেটার উপর উঠার সাথে নিজেকে বিশেষিত করে। আর এ উপরে উঠার ধরন আমরা জানি না। যেভাবে সেটা তাঁর মর্যাদা ও সম্মানের সাথে উপযোগী সেভাবেই তিনি তার উপর উঠেছেন।

কুরআনে কারীমের একুশটি আয়াতে আল্লাহ তা'আলা তাঁর 'আরশের কথা উল্লেখ করেছেন।

---

৪৭. দারেমী, আর-রাদ্দু 'আলাল জাহমিয়্যাহ ১৫; তাবারী, আত-তাফসীর (২৯/১৭); আল-আজুররী, আশ-শরী'আহ ১৭৯; লালেকাঈ, শারহু উসুলি ই'তিকাদি আহলিস সুন্নাহ (৩/৩৯৬); ইবন আবী শাইবাহ, আল-আরশ ৩০৭।

এর মাধ্যমে তিনি তাঁর 'আরশের মাহাত্ম্য বর্ণনা করেছেন।

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿ ٱللَّهُ لَآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ ٱلْعَرْشِ ٱلْعَظِيمِ ۩ ﴿٢٦﴾ ﴾ [النمل: ٢٦]

"আল্লাহ, তিনি ছাড়া সত্য কোনো ইলাহ নেই, তিনি মহা 'আরশের রব।" [সূরা আন-নামল, আয়াত: ২৬]

তিনি আরও বলেন,

﴿ فَتَعَٰلَى ٱللَّهُ ٱلْمَلِكُ ٱلْحَقُّ ۖ لَآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ ٱلْعَرْشِ ٱلْكَرِيمِ ﴿١١٦﴾ ﴾ [المؤمنون: ١١٦]

"সুতরাং আল্লাহ্ মহিমান্বিত, প্রকৃত মালিক, তিনি ছাড়া কোনো হক্ক ইলাহ্ নেই; তিনি সম্মানিত 'আরশের রব।" [সূরা আল-মুমিনূন, আয়াত: ১১৬]

তিনি আরও বলেন,

﴿ ذُو ٱلْعَرْشِ ٱلْمَجِيدُ ﴿١٥﴾ فَعَّالٌ لِّمَا يُرِيدُ ﴿١٦﴾ ﴾ [البروج: ١٥، ١٦]

"আরশের অধিকারী ও সম্মানিত। তিনি যা ইচ্ছে তা-ই করেন।" [সূরা আল-বুরূজ: ১৫-১৫]

এসব আয়াতে যদি "আল-আযীমে, আল-কারীমে, আল-মাজীদে" পড়া হয়, তবে সেটা 'আরশের গুণবাচক। আর যদি "আল-আযীমু, আল-কারীমু, আল-মাজীদু" পড়া হয়, তবে সেটা আল্লাহর গুণবাচক।

অনুরূপ নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিপদের সময় যে দো'আ পড়তেন, তা হচ্ছে,

«لاَ إِلَهَ إِلَّا اللهُ العَظِيمُ الحَلِيمُ، لاَ إِلَهَ إِلَّا اللهُ رَبُّ العَرْشِ العَظِيمِ، لاَ إِلَهَ إِلَّا اللهُ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَرَبُّ الأَرْضِ، وَرَبُّ العَرْشِ الكَرِيمِ»

"আল্লাহ ব্যতীত কোনো সত্য ইলাহ নেই, তিনি অতীব মহান ও অত্যন্ত সহিষ্ণু; আল্লাহ ব্যতীত কোনো সত্য ইলাহ নেই, তিনি মহান 'আরশের রব, আল্লাহ ব্যতীত কোনো সত্য ইলাহ নেই, তিনি আসমানসমূহের রব, যমীনের রব ও সম্মানিত 'আরশের রব।"[৪৮]

১০- আল্লাহ তা'আলার 'আরশ সবচেয়ে প্রশস্ত সৃষ্টি, তা আসমান ও যমীন থেকে বহু বহু গুণ প্রশস্ত।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম 'আরশ ও কুরসী সম্পর্কে বলেন,

«مَا السَّمَاوَاتُ السَّبْعُ مَعَ الْكُرْسِيِّ إِلَّا كَحَلْقَةٍ مُلْقَاةٍ بِأَرْضٍ فَلَاةٍ وَفَضْلُ الْعَرْشِ عَلَى الْكُرْسِيِّ كَفَضْلِ الْفَلَاةِ عَلَى الْحَلْقَةِ»

"সাত আসমান তো কুরসীর মাঝে কেবল বিস্তীর্ণ ভূমিতে পড়ে থাকা একটি রিং এর মতো, আর কুরসীর তুলনায় 'আরশের বাড়তি হচ্ছে সে রিং এর তুলনায় বিস্তীর্ণ ভূমির ন্যায়।"[৪৯]

---

৪৮. সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৬৩৪৬; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ২৭৩০।

৪৯. হাসান হাদীস, ইবন আবী শাইবাহ, হাদীস নং ৫৮; ইবন বাত্তাহ, আল-ইবানাহ, আবুশ শাইখ, আল-আযামাহ, হাদীস নং ২২; ইবন হিব্বান, আস-সহীহ, হাদীস নং ৩৬১; আবু নু'আইম, আল-হিলইয়া (১/১৬৬); বাইহাকী,

১১- আল্লাহ তা'আলা 'আরশকে তাঁর নাম রহমানের সাথে সম্পৃক্ত করে বর্ণনা করেছেন: আল্লাহ বলেন,

﴿ ٱلرَّحۡمَٰنُ عَلَى ٱلۡعَرۡشِ ٱسۡتَوَىٰ ۝ ﴾ [طه: ٥]

"দয়াময় (আল্লাহ) 'আরশের উপর উঠেছেন।" [সূরা ত্বা-হা, আয়াত: ০৫]

তিনি আরও বলেন,

﴿ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلۡأَرۡضَ وَمَا بَيۡنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٖ ثُمَّ ٱسۡتَوَىٰ عَلَى ٱلۡعَرۡشِۚ ٱلرَّحۡمَٰنُ فَسۡـَٔلۡ بِهِۦ خَبِيرٗا ۝ ﴾ [الفرقان: ٥٩]

"তিনি আসমানসমূহ, যমীন ও এ দু'য়ের মধ্যবর্তী সবকিছু ছয় দিনে সৃষ্টি করেন; তারপর তিনি 'আরশের উপর উঠলেন। তিনিই 'রহমান', সুতরাং তাঁর সম্বন্ধে যে অবহিত তাকে জিজ্ঞেস করে দেখুন।" [সূরা আল-ফুরকান, আয়াত: ৫৯]

ইমাম ইবনুল কাইয়্যেম বলেন, রহমান নামটিকে 'আরশের সাথে সম্পৃক্ত করার হিকমত হচ্ছে, মহান আল্লাহ আমাদেরকে জানাচ্ছেন যে, তিনি সবচেয়ে প্রশস্ত সৃষ্টির উপর উঠেছেন, সবচেয়ে বড় গুণ নিয়ে। কারণ, 'আরশ সকল সৃষ্টিকে পরিবেষ্টন করে আছে, সবকিছুর জন্য তা প্রশস্ত। আর সৃষ্টির জন্য রহমতও তাদের সবার জন্য প্রশস্ত। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেছেন,

﴿وَرَحۡمَتِي وَسِعَتۡ كُلَّ شَيۡءٖۚ﴾ [الأعراف: ١٥٦]

"আর আমার রহমত সবকিছুকে পরিবেষ্টন করে আছে।" [সূরা আল-আ'রাফ, আয়াত: ১৫৬][৫০]

১২- মহান আল্লাহ 'আরশের উপর লিখেছেন, তাঁর রহমত তাঁর ক্রোধের ওপর প্রাধান্য পাবে: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«إِنَّ اللهَ لَمَّا قَضَى الخَلْقَ، كَتَبَ عِنْدَهُ فَوْقَ عَرْشِهِ: إِنَّ رَحْمَتِي سَبَقَتْ غَضَبِي»

"যখন আল্লাহ সৃষ্টিকর্ম সম্পন্ন করলেন, তখন তাঁর কাছে তাঁর 'আরশের উপর লিখে নিয়েছেন, 'আমার রহমত আমার ক্রোধের ওপর প্রাধান্য পাবে।"[৫১]

১৩- 'রেহেম' 'আরশের সাথে নিজেকে সম্পৃক্ত করে নিয়েছে: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«الرَّحِمُ مُعَلَّقَةٌ بِالْعَرْشِ تَقُولُ مَنْ وَصَلَنِي وَصَلَهُ اللهُ، وَمَنْ قَطَعَنِي قَطَعَهُ اللهُ»

"রেহেম 'আরশের সাথে লটকে আছে, সে বলে, যে আমার সাথে সম্পর্ক রক্ষা করবে আল্লাহ তার সাথে সম্পর্ক রক্ষা করবেন, আর যে আমার সাথে সম্পর্কচ্যুতি ঘটাবে আল্লাহ

আল-আসমা ওয়াস সিফাত, হাদীস নং ৮৬২; আর শাইখ আলবানী সেটাকে সহীহ বলেছেন, আস-সিলসিলাহ আস-সহীহাহ, নং ১০৯।

৫০. মাদারিজুস সালেকীন (১/৩৩)।

৫১. সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৬৮৭২।

তার সাথে সম্পর্কচ্যুতি ঘটাবেন।"[৫২]

১৪- 'আরশ সবচেয়ে ভারী জিনিস[৫৩]: হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর স্ত্রী জুওয়াইরিয়া রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহার কাছ থেকে ফজরের সালাতের পর বের হলেন, তখন তিনি তাঁর সালাতের স্থানে বসা ছিলেন, তারপর চাশতের সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম এসে দেখেন এখনও জুয়াইরিয়া রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহা সে বসায় আছেন, তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বললেন, তুমি কি এখনো সে বসায় রয়েছ, যাতে আমি তোমাকে ছেড়ে গিয়েছিলাম? তিনি উত্তরে বললেন, হ্যাঁ। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন,

«لَقَدْ قُلْتُ بَعْدَكِ أَرْبَعَ كَلِمَاتٍ، ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، لَوْ وُزِنَتْ بِمَا قُلْتِ مُنْذُ الْيَوْمِ لَوَزَنَتْهُنَّ: سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ، عَدَدَ خَلْقِهِ وَرِضَا نَفْسِهِ وَزِنَةَ عَرْشِهِ وَمِدَادَ كَلِمَاتِهِ»

"আমি তোমার কাছ থেকে যাওয়ার পরে তিনটি বাক্য বলেছি, যা ওজন করলে তুমি দিনের এতক্ষণ সময় ধরে যা বলেছ তা থেকে বেশি ভারী হবে, সুবহানাল্লাহি ওয়াবিহামদিহী আদাদা খালকিহী, ওয়া রিদা নাফসিহী, ওয়া যিনাতা আরশিহী ওয়া মিদাদা কালিমাতিহী।"[৫৪]

১৫- 'আরশ লাল রুবী পাথর (ইয়াকূত): ইমাম যাহাবী বলেন,

فَمَا الظَّنُّ بالعرش الْعَظِيم الَّذِي اتَّخذهُ الْعلي الْعَظِيم لنَفسِهِ فِي ارتفاعه وسعته وقوائمه وماهيته وَحَمَلته والكروبيين الحَافِّينَ من حوله وَحسنه ورونقه وَقِيمَته فقد ورد أَنه من ياقوته حَمْرَاء

"তোমার কী ধারণা সে 'আরশের ব্যাপারে, যা সর্বোচ্চ মহান সত্তা নিজের জন্য গ্রহণ করেছেন, তার উচ্চতা, প্রশস্ততা, পায়া, গঠনশৈলী, বহনকারী, কুরূবীগণ, যারা সেটাকে চারপাশে ঘিরে আছে, তার সৌন্দর্য ও তার মূল্য সম্পর্কে? যেখানে বলা হচ্ছে যে, লাল রুবী পাথরের তৈরি।"[৫৫]

ইমাম ইবন কাসীর বলেন,

وَجَاءَ عَنْ بَعْضِ السَّلَفِ أَنَّ بُعْدَ مَا بَيْنَ الْعَرْشِ إِلَى الْأَرْضِ مَسِيرَةُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ، وَبُعْدَ مَا بَيْنَ قُطْرَيْهِ مَسِيرَةَ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ، وَهُوَ مِنْ يَاقُوتَةٍ حَمْرَاءَ.

"কোনো কোনো সালাফ বলেন, 'আরশের দু'দিকের দূরত্ব পঞ্চাশ হাজার বছরের দূরত্বের মতো, আর সেটা লাল রুবী পাথরের তৈরি।"[৫৬]

১৬- 'আরশ সকল সৃষ্টির উপর গম্বুজের মতো: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

---

৫২. সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ২৫৫৫।

৫৩. শাইখুল ইসলাম ইবন তাইমিয়্যাহ, আর-রিসালাতুল 'আরশিয়্যাহ, পৃ. ০৮।

৫৪. সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ২৭২৬।

৫৫. আল-'উলূ, ৫৭।

৫৬. ইবন আবী শাইবাহ, আল-আরশ; ইবন কাসীর, আল-বিদায়াহ ওয়ান নিহায়া (১/১৯); আত-তাফসীর (৪/৪২৯)।

إِنَّ عَرْشَهُ عَلَى سَمَاوَاتِهِ هَكَذَا» وَقَالَ بِأَصَابِعِهِ مِثْلَ الْقُبَّةِ عَلَيْهِ

"নিশ্চয় তাঁর 'আরশ তাঁর আসমানসমূহের উপর এরকম, তারপর তা তিনি তার আঙ্গুলগুলো দিয়ে দেখালেন যে, তা এগুলোর উপর গম্বুজের মতো।"(৫৭)

অপর বর্ণনায় এসেছে,

إِنَّ عَرْشَهُ عَلَى سَمَاوَاتِهِ وَأَرَضِيهِ هَكَذَا مِثْلُ الْقُبَّةِ»

"নিশ্চয় আল্লাহর 'আরশ তাঁর আসমান ও যমীনের উপর এরকম, গম্বুজের মতো।"(৫৮)

ইমাম ইবন কাসীর রাহিমাহুল্লাহ 'আরশের বর্ণনায় বলেন, 'তা এমন এক খাট, যাতে পায়া রয়েছে, যা ফিরিশতারা বহন করে, আর তা জগতের উপর গম্বুজের মতো, যা সকল সৃষ্টির উপর ছাদ।(৫৯)

১৭- 'আরশের রয়েছে ছায়া: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

«الْمُتَحَابُّونَ فِي اللهِ عَلَى مَنَابِرَ مِنْ نُورٍ فِي ظِلِّ الْعَرْشِ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ».

"যারা আল্লাহর জন্য পরস্পরকে ভালোবাসবে, তারা নূরের মিম্বরের উপর আল্লাহর 'আরশের ছায়ায় অবস্থান করবে, যে দিন তার ছায়া ব্যতীত আর কোনো ছায়া থাকবে না।"(৬০)

অপর বর্ণনায় এসেছে,

«أَيْنَ الْمُتَحَابُّونَ بِجَلَالِي، الْيَوْمَ أُظِلُّهُمْ فِي ظِلِّي يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلِّي»

"আমার সম্মান ও আনুগত্যের কারণে যারা পরস্পরকে ভালোবেসেছে, (দুনিয়ার কারণে নয়) তারা কোথায়? আজ আমি তাদেরকে আমার 'আরশের ছায়ায় ছায়া দান করব, যেদিন আমার ছায়া ব্যতীত আর কোনো ছায়া থাকবে না।"(৬১)

অপর হাদীসে এসেছে,

«سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمُ اللهُ فِي ظِلِّهِ، يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ»

"সাত শ্রেণির লোককে আল্লাহ তা'আলা তাঁর 'আরশের ছায়ায় রাখবেন, যেদিন তার ছায়া ব্যতীত আর কোনো ছায়া থাকবে না।"(৬২)

অপর হাদীসে এসেছে,

«مَنْ أَنْظَرَ مُعْسِرًا، أَوْ وَضَعَ لَهُ، أَظَلَّهُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تَحْتَ ظِلِّ عَرْشِهِ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ»

"যে কেউ কোনো অভাবীকে ঋণ আদায়ে সময় দিবে অথবা তার থেকে তা বাদ দিয়ে দিবে,

৫৭. সুনানে আবু দাউদ, হাদীস নং ৪৭২৬।

৫৮. ইবন আবী আসেম, আস-সুন্নাহ (১/২৫২) নং ৫৭৫।

৫৯. ইবন কাসীর, আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া (১/১৯)।

৬০. আহমাদ (৩৬/৩৮৪); ইবন হিব্বান ২৫১০; হাকিম, আল-মুস্তাদরাক (৪/১৬৯); ইবনুল মুবারক, আয-যুহদ ৭১৫; আর তিনি সেটাকে সহীহ বলেছেন।

৬১. সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ২৫৬৬।

৬২. সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৬৬০; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১০৩১।

কিয়ামতের দিন আল্লাহ তা‘আলা তাকে তাঁর ‘আরশের নিচে ছায়ায় রাখবেন, যেদিন তার ছায়া ব্যতীত আর কোনো ছায়া থাকবে না।”(৬৩)

১৮-‘আরশ কারও কারও সাক্ষাতের জন্য খুশী হয়ে কেঁপে উঠেছিল: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«اهْتَزَّ عَرْشُ الرَّحْمَنِ لِمَوْتِ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ»

“সা‘দ ইবন মু‘আযের মৃত্যুতে রহমানের ‘আরশ কেঁপে উঠেছিল।”(৬৪)

অপর বর্ণনায়,

لَقَدِ اهْتَزَّ الْعَرْشُ لِحُبِّ لِقَاءِ اللهِ سَعْدًا.

“আরশ কেঁপে উঠেছিল আল্লাহ কর্তৃক সা‘দের ভালোবাসার কারণে।”(৬৫)

অপর বর্ণনায়,

«لَمَّا تُوُفِّيَ سَعْدُ بْنُ مُعَاذٍ صَاحَتْ أُمُّهُ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَلَا يَرْقَأُ دَمْعُكِ، وَيَذْهَبُ حُزْنُكِ، فَإِنَّ ابْنَكِ أَوَّلُ مَنْ ضَحِكَ اللهُ لَهُ، وَاهْتَزَّ لَهُ الْعَرْشُ»

“যখন সা‘দ ইবন মু‘আয রাদ্বিয়াল্লাহু ‘আনহুর মৃত্যু হলো, তখন তার মা চিৎকার করে কাঁদতে লাগলে নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বললেন, “তোমার অশ্রু কি সম্বরণ করবে না, তোমার পেরেশানী কি চলে যাবে না, তোমার সন্তান হচ্ছে প্রথম ব্যক্তি যার জন্য আল্লাহ হাঁসলেন, আর তার ‘আরশ খুশিতে কেঁপে উঠেছে।”(৬৬)

১৯- ‘আরশের রয়েছে ভারজনিত শব্দ:

কুরআনে কারীমে আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿ تَكَادُ ٱلسَّمَٰوَٰتُ يَتَفَطَّرْنَ مِن فَوْقِهِنَّۚ وَٱلْمَلَٰٓئِكَةُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَن فِى ٱلْأَرْضِۗ﴾ [الشورى: ٥]

“আসমানসমূহ উপর থেকে ভেঙ্গে পড়ার উপক্রম হয়, আর ফিরিশতাগণ তাদের রবের সপ্রশংস পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে এবং যমীনে যারা আছে তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে।” [সূরা আশ-শূরা, আয়াত: ০৫]

ইমাম ত্বাবারী, ইবন কাসীর ও কুরতুবী ইবন ‘আব্বাস, দাহহাক, ক্বাতাদাহ, সুদ্দী ও কা‘ব আল-আহবার থেকে বর্ণনা করেন, এ চূর্ণ হওয়ার উপক্রম ও ফেটে যেতে চাওয়া কেবল

৬৩. তিরমিযী, হাদীস নং ১৩০৬।

৬৪. সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৩৮০৩; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ২৪৬৬; হাদীসের শব্দ বিন্যাস মুসলিমের।

৬৫. ইবন আবী শাইবাহ, আল-মুসান্নাফ ১২৩৬৬; আল-আরশ ৪১৭; ইবন সা‘দ, আত-ত্বাবাকাত (৩/৪৩৩); হাকিম, আল-মুস্তাদরাক (৩/২০৬); যাহাবী, আল-উলু: ৭১ আর তিনি এর সনদকে উত্তম বলেছেন।

৬৬. ইবন খুযাইমা, আত-তাওহীদ, হাদীস নং ২৩৭; আহমাদ, আল-মুসনাদ ২৭৫৮১; ফাদ্বায়িলুস সাহাবাহ ১৫০০; ইবন সা‘দ, আত-ত্বাবাকাত (৩/৪৩৪); ইবন আবী শাইবাহ, আল-মুসান্নাফ ১২৩৬৮; আল-আরশ ৪১৭; ইবন আবী আসেম, আস-সুন্নাহ (২/২৪৬); হাইসামী, আয-যাওয়ায়িদ (৯/৩০৯); হাকিম, আল-মুস্তাদরাক (৩/৩০৬); আর যাহাবী তার সাথে একমত পোষণ করেছেন।

আল্লাহর সম্মান ও মর্যাদার কারণেই। ক্বাতাদাহ বলেন, এ ফেটে যাওয়ার উপক্রম হওয়া আল্লাহ তা'আলার মাহাত্ম্য ও দাপটের কারণেই।(৬৭)

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«سَلُوا اللهَ عَزَّ وَجَلَّ الْفِرْدَوْسَ؛ فَإِنَّهَا سُرَّةُ الْجَنَّةِ، وَإِنَّ أَهْلَ الْفِرْدَوْسِ يَسْمَعُونَ أَطِيطَ الْعَرْشِ»

"তোমরা আল্লাহর কাছে ফিরদাউস চাও; কেননা তা জান্নাতের সর্বোত্তম স্থান, আর ফিরদাউসের অধিবাসীরা 'আরশের 'আত্বীত্ব' বা ভারের শব্দ শুনতে পাবে।"(৬৮)

অপর হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

أَطَّتِ السَّمَاءُ، وَحُقَّ لَهَا أَنْ تَئِطَّ مَا فِيهَا مَوْضِعُ أَرْبَعِ أَصَابِعَ إِلَّا وَمَلَكٌ وَاضِعٌ جَبْهَتَهُ سَاجِدًا لِلّٰهِ

"আসমান ভারজনিত শব্দ করছে, আর এ ভারজনিত শব্দ করা তার জন্য যথার্থ; কারণ এর এমন চার আঙ্গুল স্থান নেই যাতে একজন ফিরিশতা তার কপাল রাখা অবস্থায় নেই; আল্লাহর জন্য সাজদায় রত রয়েছে।"(৬৯)

২০-ফিরিশতাগণ 'আরশের চারপাশে তাওয়াফ করেন: ইমাম বাইহাক্বী বলেন, তাফসীরবিদগণের মত হচ্ছে, 'আরশ হচ্ছে খাট, আর তা একটি বস্তু যা আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন, তাঁর ফিরিশতাদেরকে বহন করার নির্দেশ দিয়েছেন। সেটাকে সম্মান করা ও তার চার পাশে তাওয়াফের মাধ্যমে ইবাদাত করার নির্দেশ দিয়েছেন। যেমন তিনি যমীনে একটি ঘর নির্মাণ করেছেন, বনী আদমকে সেটার তাওয়াফের নির্দেশ দিয়েছেন এবং সেটার দিকে ফিরে সালাত আদায় করার আদেশ করেছেন। তাদের মতের পক্ষে কুরআনের বহু আয়াত, হাদীসের বহু ভাষ্য ও বহু আসার সেটার প্রতি প্রকাশ্য প্রমাণ দিচ্ছে।(৭০)

২১-যিকিরকারীদের যিকির 'আরশের চারপাশে গুঞ্জন তৈরি করে: হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

«إِنَّ مِمَّا تَذْكُرُونَ مِنْ جَلَالِ اللهِ التَّسْبِيحَ، وَالتَّهْلِيلَ، وَالتَّحْمِيدَ يَنْعَطِفْنَ حَوْلَ الْعَرْشِ، لَهُنَّ دَوِيٌّ كَدَوِيِّ النَّحْلِ، تُذَكِّرُ بِصَاحِبِهَا، أَمَا يُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَوْ لَا يَزَالَ لَهُ مَنْ يُذَكِّرُ بِهِ؟»

"তোমরা আল্লাহর সম্মান ও মর্যাদা বর্ণনা করে যেসব তাসবীহ, তাহলীল, তাহমীদ করো সেগুলো 'আরশের চারপাশে ঘুরতে থাকে, মৌমাছির গুঞ্জনের মতো তাদের গুঞ্জন শোনা যায়; এগুলোর যিকিরকারীর কথা স্মরণ করতে থাকে, তোমাদের কেউ কি চায় না তার জন্য হবে অথবা সর্বদা তার জন্য থাকবে এমন কেউ যে তার কথা (সেখানে) স্মরণ করবে?"(৭১)

---

৬৭. সহীহ, আব্দুর রাযযাক, আত-তাফসীর (১/১৫৯); ইবন জারীর আত-তাফসীর (৭/২৫); আবুশ শাইখ, আল-আযামাহ ৩২।

৬৮. সহীহ, ইবন বাত্তাহ, আল-ইবানাহ, ১৯৫; আত-ত্বাবারানী, আল-কাবীর, ৭৯৬৬; ইবন আবী শাইবাহ, আল-আরশ ৩৩৩; হাকিম, আল-মুস্তাদরাক (২/৩৭১) আর তিনি হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন।

৬৯. হাসান, তিরমিযী, ২৩১২; ইবন মাজাহ ৪১৯০; আহমাদ (৫/১৭৩); সহীহুত তারগীব ৩৩৮০।

৭০. বাইহাক্বী, আল-আসমা ওয়াস সিফাত: ৪৯৭।

৭১. সহীহ, আহমাদ, আল-মুসনাদ (৪/২৭১); ইবন মাজাহ (২/১২৫৩); হাকিম, আল-মুস্তাদরাক; ইবন কাসীর

কা'ব আল-আহবার বলেন, উত্তম কালেমা 'আরশের চারপাশে মৌমাছির গুঞ্জনের মতো গুঞ্জরিত হতে থাকে, যা তার যিকিরকারীর কথা স্মরণ করতে থাকে।(৭২)

অপর বর্ণনায় কা'ব বলেন, "সুবহানাল্লাহ, আল-হামদুলিল্লাহ, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, আল্লাহু আকবার এগুলোর রয়েছে গুঞ্জন 'আরশের চারপাশে, যা মৌমাছির গুঞ্জনের ন্যায়, যারা এগুলোর আমল করেছে তাদের কথা স্মরণ করে।"(৭৩)

২২- 'আরশ হচ্ছে আসমান ও যমীনের উপরে:

'আবদুল্লাহ ইবন মাসউদ রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহু বলেন,

«مَا بَيْنَ السَّمَاءِ الدُّنْيَا وَالَّتِي تَلِيهَا مَسِيرَةُ خَمْسِمِائَةِ عَامٍ، وَبَيْنَ كُلِّ سَمَاءَيْنِ مَسِيرَةُ خَمْسِمِائَةِ عَامٍ، وَبَيْنَ السَّمَاءِ السَّابِعَةِ وَبَيْنَ الْكُرْسِيِّ خَمْسُمِائَةِ عَامٍ، وَبَيْنَ الْكُرْسِيِّ إِلَى الْمَاءِ خَمْسُمِائَةِ عَامٍ، وَالْعَرْشُ عَلَى الْمَاءِ، وَاللهُ تَعَالَى فَوْقَ الْعَرْشِ، وَهُوَ يَعْلَمُ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ»

"নিকটতম আসমান ও যা তার কাছে তার মধ্যকার দূরত্ব পাঁচশত বছর, প্রতি আসমানের দূরত্ব পাঁচশত বছর, সপ্তম আসমান ও কুরসীর দূরত্ব পাঁচশত বছর, কুরসী থেকে পানির দূরত্ব পাঁচশত বছর, আর 'আরশ পানির উপর, আল্লাহ তা'আলা 'আরশের উপর, তবে তিনি জানেন তোমাদের অবস্থা, যার উপর তোমরা আছ।"(৭৪)

২৩- 'আরশ জান্নাতের উপর: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

«إِنَّ فِي الجَنَّةِ مِائَةَ دَرَجَةٍ، أَعَدَّهَا اللهُ لِلْمُجَاهِدِينَ فِي سَبِيلِهِ، كُلُّ دَرَجَتَيْنِ مَا بَيْنَهُمَا كَمَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ، فَإِذَا سَأَلْتُمُ اللهَ فَسَلُوهُ الفِرْدَوْسَ، فَإِنَّهُ أَوْسَطُ الجَنَّةِ، وَأَعْلَى الجَنَّةِ، وَفَوْقَهُ عَرْشُ الرَّحْمَنِ، وَمِنْهُ تَفَجَّرُ أَنْهَارُ الجَنَّةِ»

"জান্নাতে রয়েছে একশটি স্তর, যা আল্লাহ তা'আলা তাঁর পথের মুজাহিদদের জন্য তৈরি করে রেখেছেন। প্রতি দু'টি দরজার মধ্যে দূরত্ব, আসমান ও যমীনের মধ্যকার দূরত্বের মত, সুতরাং যখন তোমরা আল্লাহর কাছে চাইবে তখন তাঁর কাছে ফিরদাউস চাইবে, কারণ তা মধ্যম বা সর্বোত্তম জান্নাত, সর্বোচ্চ জান্নাত, আর তার উপরে রয়েছে রহমানের 'আরশ, তা থেকেই জান্নাতের নালাসমূহ প্রবাহিত।"(৭৫)

ক্বাতাদাহ বলেন, ফিরদাউস হচ্ছে, জান্নাতের উঁচু ভূমি (মালভূমি), মধ্যম ভূমি, সর্বোচ্চ, সর্বোৎকৃষ্ট ও সবচেয়ে উপরের স্থান।

তার তাফসীরে (৩/৫৪৯); বূসীরি, যাওয়ায়িদে হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন, পৃ. ২৩০।

৭২. সহীহ, ইবন আবী শাইবাহ, আল-আরশ, ৪০৭; যাহাবী, আল-উলু ৯৩।

৭৩. ইবন জারীর আত-ত্বাবারী (২২/১২০); যাহাবী, আল-উলু, ৯৩; ইবন আবী শাইবাহ, আল-আরশ, ৪০৫; ইবন কাসীর (৩/৫৪৯); তিনি বলেন, এর সনদ সহীহ।

৭৪. সহীহ, ইবন খুযাইমাহ, আত-তাওহীদ ১০৫; দারেমী, আর-রাদ্দু আলাল জাহমিয়্যাহ, ৬২; আবুশ শাইখ, আল-আযামাহ; আল-লালেকাঈ, শারহু উসূলি ই'তিক্বাদি আহলিস সুন্নাতি ওয়াল জামা'আহ (৩/৩৯৬); ইবনুল কাইয়্যেম, ইজতিমা'উল জুয়ূশ ১০০।

৭৫. সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৭৪২৩।

সুতরাং জান্নাত, সে তো গম্বুজের মতো; কারণ তার মধ্যমনি হচ্ছে উঁচু অংশ।(৭৬)

২৪- 'আরশকে আল্লাহ তা'আলা পানির উপর সৃষ্টি করেছেন: আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿ وَهُوَ ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضَ فِى سِتَّةِ أَيَّامٍ وَكَانَ عَرْشُهُۥ عَلَى ٱلْمَآءِ ﴾ [هود: ٧]

"আর তিনিই আসমানসমূহ ও যমীনকে ছয় দিনে সৃষ্টি করেন, আর তাঁর 'আরশ ছিল পানির উপর।" [সূরা হূদ, আয়াত: ০৭]

মুজাহিদ বলেন, "আর তার 'আরশ পানির উপর ছিল" অর্থাৎ আসমান ও যমীন সৃষ্টির আগে তাঁর 'আরশ পানির উপরে ছিল।(৭৭)

অনুরূপ হাদীসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«يَدُ اللهِ مَلْأَى لاَ تَغِيضُهَا نَفَقَةٌ سَحَّاءُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، وَقَالَ: أَرَأَيْتُمْ مَا أَنْفَقَ مُنْذُ خَلَقَ السَّمَاءَ وَالأَرْضَ، فَإِنَّهُ لَمْ يَغِضْ مَا فِي يَدِهِ، وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى المَاءِ، وَبِيَدِهِ المِيزَانُ يَخْفِضُ وَيَرْفَعُ»

"আল্লাহ তা'আলার হাত পরিপূর্ণ, রাত-দিন যতই খরচ করুক তাতে কম পড়ে না অথবা খরচ তাতে ঘাটতি ঘটায় না। দিন-রাত তিনি বদান্যতার সাথে প্রদান করেন। আরও বলেন, তোমরা আমাকে জানাও, তিনি আসমান ও যমীন সৃষ্টির পর থেকে যা খরচ করেছেন তা তার হাতে যা আছে তাতে সামান্যতমও ঘাটতি ঘটায়নি। আর তার 'আরশ ছিল পানির উপর, অপর হাতে মীযান, সেটাকে (বান্দার আমল নেক ও বদ অনুযায়ী) তিনি নীচু করেন ও উপরে করেন।"(৭৮)

হাফেয ইবন হাজার আসকালানী রাহিমাহুল্লাহ বলেন, 'এখানে পানি দ্বারা সমুদ্রের পানি বুঝানো হয়নি। কারণ সমুদ্রের পানি তো আসমান ও যমীন সৃষ্টির পরে অস্তিত্বে আসলো। বরং এটা ভিন্ন প্রকার পানি যা 'আরশের নিচে যেভাবে আল্লাহ চেয়েছেন।'(৭৯)

ইবন 'আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহুমাকে ﴿ وَكَانَ عَرْشُهُۥ عَلَى ٱلْمَآءِ ﴾ এ আয়াত সম্পর্কে প্রশ্ন করা হয়েছিল যে, এ পানি কিসের উপর ছিল? তিনি বলেন, তা ছিল বাতাসের পিঠের উপর।(৮০)

সুলাইমান আত-তাইমী বলেন, "যদি আমাকে প্রশ্ন করা হয়, আল্লাহ কোথায়? তবে জবাবে বলবো, উপরে। আর যদি আমাকে প্রশ্ন করা হয়, আসমান সৃষ্টির আগে আল্লাহর 'আরশ কোথায় ছিল? তাহলে অবশ্যই বলবো, পানির উপর। আর যদি বলে, পানি সৃষ্টির আগে

৭৬. ইবন হাজার, ফাতহুল বারী (৬/১৩); ইবনুল কাইয়্যেম, হাদীউল আরওয়াহ, পৃ. ৭৫, ইবনু মানযূর, লিসানুল আরব (২/১০৬৯); আন-নিহায়াহ লি ইবন কাসীর (২/২৩৩)।

৭৭. তাফসীর ত্বাবারী।

৭৮. সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৭৪১১; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৯৯৩।

৭৯. ইবন হাজার ফাতহুল বারী (১৩/৪১১)।

৮০. তাবারী, তাফসীর (১৫/২৪৯); ইবন আবী শাইবাহ, আল-আরশ ৩০১; দারেমী, আর-রাদ্দু আলা বিশর আল-মারীসী ৪৪৫; ইবন আবী আসেম, আস-সুন্নাহ (১/২৫৮); বাইহাক্বী, আল-আসমা ওয়াস সিফাত, পৃ. ৪৮০; হাকিম, আল-মুস্তাদরাক (২/৩৪১) এবং বলেছেন, এটি বুখারী ও মুসলিমের শর্তের ওপর সহীহ, যাহাবী তাতে একমত হয়েছেন।

তাঁর 'আরশ কোথায় ছিল? তবে অবশ্যই বলবো, আমি জানি না।"(৮১)

যদি প্রশ্ন করা হয়, ﴿ٱلَّذِينَ يَحۡمِلُونَ ٱلۡعَرۡشَ﴾ এবং ﴿وَكَانَ عَرۡشُهُۥ عَلَى ٱلۡمَآءِ﴾ এর মাঝে সামঞ্জস্য কীভাবে হবে? তখন উত্তর হবে, আসমান ও যমীন সৃষ্টির আগে 'আরশ পানির উপরে থাকা অবস্থায় বহন করা হয়েছিল। আর আসমান ও যমীন সৃষ্টির পরে আল্লাহ তা'আলা ফিরিশতাদেরকে পানির উপরে থেকে 'আরশ বহন করার নির্দেশ দিলেন।

২৫-আল্লাহ তা'আলা তিনি আসমান ও যমীনসমূহের উপর, জান্নাতের উপর এবং 'আরশের উপর: হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

«هَلْ تَدْرُونَ كَمْ بُعْدُ مَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ؟» قَالُوا: لَا، وَاللهِ مَا نَدْرِي، قَالَ: «فَإِنَّ بُعْدَ مَا بَيْنَهُمَا إِمَّا وَاحِدَةٌ، وَإِمَّا اثْنَتَانِ، أَوْ ثَلَاثٌ وَسَبْعُونَ سَنَةً، وَالسَّمَاءُ الَّتِي فَوْقَهَا كَذَلِكَ، حَتَّى عَدَّدَهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ كَذَلِكَ»، ثُمَّ قَالَ: «فَوْقَ السَّمَاءِ السَّابِعَةِ بَحْرٌ بَيْنَ أَعْلَاهُ وَأَسْفَلِهِ كَمَا بَيْنَ السَّمَاءِ إِلَى السَّمَاءِ، وَفَوْقَ ذَلِكَ ثَمَانِيَةُ أَوْعَالٍ بَيْنَ أَظْلَافِهِنَّ وَرُكَبِهِنَّ مِثْلُ مَا بَيْنَ سَمَاءٍ إِلَى سَمَاءٍ، ثُمَّ فَوْقَ ظُهُورِهِنَّ العَرْشُ، بَيْنَ أَسْفَلِهِ وَأَعْلَاهُ مِثْلُ مَا بَيْنَ سَمَاءٍ إِلَى سَمَاءٍ، وَاللهُ فَوْقَ ذَلِكَ»

"তোমরা কি জান, আসমান ও যমীনের দূরত্ব কত? সাহাবায়ে কেরাম বললেন, না। আল্লাহর শপথ আমরা জানি না। রাসূল বললেন, এ দুয়ের মধ্যে দূরত্ব হয় এক, না হয় দুই অথবা তিন ও সত্তর বছর, আর তার উপরে থাকা আসমানও অনুরূপ দূরত্বে, এভাবে রাসূল সাত আসমান গুনে বর্ণনা করলেন। তারপর বললেন, সাত আসমানের পরে একটি সমুদ্র রয়েছে যার উপর ও নিচের দূরত্ব এক আসমান থেকে আরেক আসমানের দূরত্ব। তার উপর রয়েছে আটটি বন্য ছাগল, যাদের খুর ও হাঁটুর মাঝখানের দূরত্ব এক আসমান ও অপর আসমানের মাঝখানের দূরত্বের মতো। তারপর এদের পিঠে রয়েছে 'আরশ; যার উপর ও নিচের মধ্যকার দূরত্ব এক আসমান ও আরেক আসমানের মাঝখানের দূরত্বের মতো। আর আল্লাহ এর উপর।"(৮২)

আসমান থেকে আসমানের দূরত্ব এ হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, ৭১ বছর অথচ অপর হাদীসে পাঁচশত বছর, এর মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান হচ্ছে, এটি সফর কীভাবে করা হচ্ছে সেটার উপর নির্ধারিত হবে। যদি উটে সফর করে তবে ৫০০ বছর আর যদি দ্রুতগামী ঘোড়ায় সফর হয় তবে তা হয় যাবে ৭১ বছর।(৮৩)

২৬-'আরশ আল্লাহর সবচেয়ে নিকটতম সৃষ্টি: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«وَلَكِنْ رَبُّنَا تَبَارَكَ وَتَعَالَى اسْمُهُ، إِذَا قَضَى أَمْرًا سَبَّحَ حَمَلَةُ الْعَرْشِ، ثُمَّ سَبَّحَ أَهْلُ السَّمَاءِ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، حَتَّى يَبْلُغَ

৮১. বুখারী, খালকু 'আফ'আলিল ইবাদ ১২৭।

৮২. সহীহ। তিরমিযী, হাদীস নং ৩৩২০; ইবন মাজাহ, হাদীস নং ১৯৩; আহমাদ, আল-মুসনাদ (১/২০৭); সুনানে আবু দাউদ, হাদীস নং ৪৭২৩; দারেমী, আর-রাদ্দু আলা বিশর আল-মারীসী, ৪৮৮; আজুররী, আশ-শরী'আহ ২৯৩; লালেকাঈ, আস-সুন্নাহ (৩/৩৯০); ইবন আবী আসেম, আস-সুন্নাহ (১/২৫৩); ইবন খুযাইমাহ, আত-তাওহীদ ১০১; ইবন মানদাহ, আত-তাওহীদ (১/১১৭)। জাওযাকানী হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন (১/৭৯); অনুরূপ ইবন তাইমিয়্যাহ তার ফাতাওয়ায় এটিকে সহীহ বলেছেন (৩/১৯২); ইবনুল কাইয়্যেম, তাহযীবুস সুনানে হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন (৭/৯২); যদিও কোনো কোনো আলেম দুর্বল বলেছেন।

৮৩. ইবনুল কাইয়্যেম, তাহযীবুস সুনান (৭/৯৪)।

التَّسْبِيحُ أَهْلَ هَذِهِ السَّمَاءِ الدُّنْيَا» ثُمَّ قَالَ الَّذِينَ يَلُونَ حَمَلَةَ الْعَرْشِ لِحَمَلَةِ الْعَرْشِ: مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ؟ فَيُخْبِرُونَهُمْ مَاذَا قَالَ: قَالَ فَيَسْتَخْبِرُ بَعْضُ أَهْلِ السَّمَاوَاتِ بَعْضًا، حَتَّى يَبْلُغَ الْخَبَرُ هَذِهِ السَّمَاءَ الدُّنْيَا، فَتَخْطَفُ الْجِنُّ السَّمْعَ فَيَقْذِفُونَ إِلَى أَوْلِيَائِهِمْ، وَيُرْمَوْنَ بِهِ، فَمَا جَاءُوا بِهِ عَلَى وَجْهِهِ فَهُوَ حَقٌّ، وَلَكِنَّهُمْ يَقْرِفُونَ فِيهِ وَيَزِيدُونَ»

"কিন্তু আমাদের রব তাঁর সত্তা বরকতময়, তাঁর নাম অনেক সুউচ্চ, তিনি যখন কোনো নির্দেশ জারী করেন, তখন 'আরশ বহনকারীগণ তাসবীহ পাঠ করেন, তারপর যে আসমান তাদের কাছে আছে সেখানকার অধিবাসীরা তাসবীহ পাঠ করেন, এভাবে তাসবীহের ধারা পৌঁছতে পৌঁছতে তা যমীনের নিকটতম আসমানে পৌঁছে যায়। তারপর যারা 'আরশ বহনকারীদের নিকটতম আসমানে আছে তারা 'আরশ বহনকারীদেরকে বলেন, তোমাদের রব কী বলেছেন? তখন তিনি তাদেরকে সে ব্যাপারে সংবাদ দেন। তখন আসমানবাসীরা একে অপরের নিকট সে সংবাদ আদান-প্রদান করেন, অবশেষে সে সংবাদ যমীনের নিকটতম আসমানে পৌঁছে যায়, অতঃপর জিন্নেরা সেটার শোনা অংশকে ছিনিয়ে নিয়ে গিয়ে তাদের বন্ধুদের কানে ঢেলে দেয়, আর তাদের উপর আগুন নিক্ষেপ করা হয়, অতঃপর তারা যা সঠিকভাবে চুরি করে নিয়ে আসতে পেরেছে তা সত্য হয়, কিন্তু তারা সেটাতে মিথ্যার সংমিশ্রণ ঘটায় ও বৃদ্ধি ঘটায়।"(৮৪)

হাদীস থেকে বুঝা গেল যে, 'আরশ বহনকারীরা প্রথম আল্লাহ তা'আলার নির্দেশ লাভ করেন। তারপর তারা তাদের নিকটস্থ আসমানবাসীদের কাছে তা পৌঁছে দেন। এভাবে তারা আল্লাহ তা'আলার নিকটতম সৃষ্টি হওয়ার অর্থ হচ্ছে 'আরশও তাদের নিকটে, কারণ তারাই তো তা বহন করে থাকে।

এর দ্বারা আরও বুঝা গেল যে, 'আরশ আসমান ও যমীনের উপরে, জান্নাতের উপরে, আর তা সকল সৃষ্টির সর্বোচ্চে। সকল সৃষ্টি যতই উঁচু ও উপরে হোক না কেন তা 'আরশের নিচে।

২৭-কিয়ামতের দিন আসমান ও যমীন ভাঁজ করে আল্লাহ তা'আলা তাঁর হাতের উপর রাখবেন, কিন্তু 'আরশ ও কুরসী ভাঁজ করা হবে না।

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَحُمِلَتِ ٱلْأَرْضُ وَٱلْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً ﴿١٤﴾ فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ ٱلْوَاقِعَةُ ﴿١٥﴾ وَٱنشَقَّتِ ٱلسَّمَآءُ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ ﴿١٦﴾ وَٱلْمَلَكُ عَلَىٰٓ أَرْجَآئِهَاۚ وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَٰنِيَةٌ ﴿١٧﴾﴾ [الحاقة: ١٤، ١٧]

"আর পর্বতমালা সহ পৃথিবী উৎক্ষিপ্ত হবে এবং মাত্র এক ধাক্কায় ওরা চুর্ণ-বিচুর্ণ হয়ে যাবে। ফলে সেদিন সংঘটিত হবে মহাঘটনা, আর আসমান বিদীর্ণ হয়ে যাবে ফলে সেদিন তা দুর্বল-বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়বে। আর ফিরিশতাগণ আসমানের প্রান্তদেশে থাকবে এবং সেদিন আটজন ফিরিশতা আপনার রবের 'আরশকে ধারণ করবে তাদের উপরে।" [সূরা আল-হাক্কাহ, আয়াত: ১৪-১৭]

সুতরাং পাহাড় চুর্ণ হয়ে যাবে, যমীন ফেটে চৌচীর হয়ে যাবে, কিন্তু নিঃসন্দেহে 'আরশকে তার বহনকারীরা বহন করবে, আল্লাহ তা'আলা বলেন,

---

৮৪. সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ২২২৯।

﴿ وَمَا قَدَرُواْ ٱللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِۦ وَٱلْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُۥ يَوْمَ ٱلْقِيَٰمَةِ وَٱلسَّمَٰوَٰتُ مَطْوِيَّٰتُۢ بِيَمِينِهِۦۚ سُبْحَٰنَهُۥ وَتَعَٰلَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴾ [الزمر: ٦٧]

"আর তারা আল্লাহকে যথোচিত সম্মান করেনি অথচ কিয়ামতের দিন সমস্ত যমীন থাকবে তাঁর হাতের মুঠিতে এবং আসমানসমূহ থাকবে ভাঁজ করা অবস্থায় তাঁর ডান হাতে। পবিত্র ও মহান তিনি, তারা যাদেরকে শরীক করে তিনি তাদের উর্ধ্বে।" [সূরা আয-যুমার, আয়াত: ৬৭]

আল্লাহ তা'আলা আরও বলেন,

﴿ يَوْمَ تُبَدَّلُ ٱلْأَرْضُ غَيْرَ ٱلْأَرْضِ وَٱلسَّمَٰوَٰتُۖ وَبَرَزُواْ لِلَّهِ ٱلْوَٰحِدِ ٱلْقَهَّارِ ﴾ [ابراهيم: ٤٨]

"যেদিন এ যমীন পরিবর্তিত হয়ে অন্য যমীন হবে এবং আসমানসমূহও; আর মানুষ উন্মুক্তভাবে উপস্থিত হবে এক, একচ্ছত্র অধিপতি আল্লাহর সামনে।" [সূরা ইবরাহীম, আয়াত: ৪৮]

অনুরূপ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

«يَقْبِضُ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى الْأَرْضَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَيَطْوِي السَّمَاءَ بِيَمِينِهِ ثُمَّ يَقُولُ: أَنَا الْمَلِكُ أَيْنَ مُلُوكُ الْأَرْضِ؟»

"কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাবারক ওয়া তা'আলা যমীনকে মুষ্ঠিবদ্ধ করবেন, আর আসমানকে ডান হাতে ভাঁজ করে রাখবেন, তারপর বলবেন, "আমি রাজাধিরাজ, যমীনের বাদশারা কোথায়?"(৮৫)

সুতরাং আসমান ও যমীন কিয়ামতের দিন মুষ্টিবদ্ধ করা হবে, ভাঁজ করা হবে, পরিবর্তন করা হবে, তবে 'আরশ এর ব্যতিক্রম; কারণ সেটার সাথে 'আরশের উল্লেখ আসেনি। আল্লাহ তা'আলা কেবল সেগুলোকে ভাঁজ করবেন যা তিনি ছয়দিনে সৃষ্টি করেছেন, তিনি এ ছয়দিন ও আসমান-যমীন সৃষ্টির আগেই তো 'আরশকে সৃষ্টি করেছিলেন।

শাইখুল ইসলাম ইবন তাইমিয়্যাহ রাহিমাহুল্লাহ বলেন, আর 'আরশ, সেটা তো ছয়দিনে আল্লাহ তা'আলা যা সৃষ্টি করেছেন তার বাইরের জিনিস, সুতরাং তা ধ্বংস কিংবা চূর্ণ হবে না। বরং বিখ্যাত হাদীস সেটাই প্রমাণ করে যা কুরআন প্রমাণ করছে, তা হচ্ছে আল্লাহর 'আরশ অবশিষ্ট থাকবে।(৮৬)

২৮-'আরশ ধ্বংস হবে না, যেমনিভাবে জান্নাত ও জাহান্নাম ধ্বংস হবে না:

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿ وَقَالُواْ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي صَدَقَنَا وَعْدَهُۥ وَأَوْرَثَنَا ٱلْأَرْضَ نَتَبَوَّأُ مِنَ ٱلْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَآءُۖ فَنِعْمَ أَجْرُ ٱلْعَٰمِلِينَ ۞ وَتَرَى ٱلْمَلَٰٓئِكَةَ حَآفِّينَ مِنْ حَوْلِ ٱلْعَرْشِ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْۖ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِٱلْحَقِّۚ وَقِيلَ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَٰلَمِينَ ﴾ [الزمر: ٧٤، ٧٥]

"আর তারা (প্রবেশ করে) বলবে, 'সকল প্রশংসা আল্লাহর, যিনি আমাদের প্রতি তাঁর প্রতিশ্রুতি সত্য করেছেন এবং আমাদেরকে অধিকারী করেছেন এ যমীনের; আমরা জান্নাতে

৮৫. সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৪৮১২; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ২৭৮৭; শব্দ বিন্যাস মুসলিমের।

৮৬. নাকদু তা'সীসিল জাহমিয়্যাহ (১/১৫৫)।

যেখানে ইচ্ছে বসবাসের জায়গা করে নেব।' অতএব নেক আমলকারীদের পুরস্কার কত উত্তম! আর আপনি ফিরিশতাদেরকে দেখতে পাবেন যে, তারা 'আরশের চারপাশে ঘিরে তাদের রবের সপ্রশংস পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করছে। আর তাদের মধ্যে বিচার করা হবে ন্যায়ের সাথে এবং বলা হবে, সকল প্রশংসা সৃষ্টিকুলের রব আল্লাহর প্রাপ্য।" [সূরা আয-যুমার, আয়াত: ৭৪-৭৫]

এ আয়াত প্রমাণ করছে যে, কিয়ামতের দিন হিসাব-নিকাশ শেষ হওয়া পর্যন্ত 'আরশ অবশিষ্ট থাকবে, এমনকি জান্নাতীরা জান্নাতে প্রবেশের পরও।

অনুরূপ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

إِذَا سَأَلْتُمُ اللهَ، فَاسْأَلُوهُ الفِرْدَوْسَ، فَإِنَّهُ أَوْسَطُ الجَنَّةِ وَأَعْلَى الجَنَّةِ - أُرَاهُ - فَوْقَهُ عَرْشُ الرَّحْمَنِ، وَمِنْهُ تَفَجَّرُ أَنْهَارُ الجَنَّةِ»

"যখন তোমরা আল্লাহর কাছে চাইবে তখন তার কাছে ফিরদাউস চাইবে; কেননা তা মধ্যম বা সর্বোত্তম জান্নাত, সর্বোচ্চ জান্নাত, মনে হচ্ছে, (রাসূল বলেছেন) তার উপর রহমানের 'আরশ, আর তার থেকে জান্নাতের নহরসমূহ প্রবাহিত।"[৮৭]

সালাফে সালেহীন আল্লাহর 'আরশের ব্যাপারে যা যা বলেছেন তা কুরআন ও সহীহ হাদীসের ওপর নির্ভর করেই বলেছেন, সালাফে সালেহীন তাদের কিতাবে এসব তথ্য সবসময় উল্লেখ করতেন।

আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের বাইরে অবস্থানকারীদের 'আরশের ব্যাপারে অভিমত:

ক. ফালাসিফা বা দর্শনতত্ত্ববিদ ও কালামশাস্ত্রবিদদের একটি অংশের নিকট 'আরশ:

তাদের কেউ কেউ 'আরশ বলতে বুঝেছেন জগত সৃষ্টির চারপাশ ঘিরে থাকা এক গোলককে। তাদের নিকট নবম গোলক বা সর্বশেষ গোলক, যাতে কোনো ফাঁক নেই বা ছিদ্র নেই। বস্তুত তাদের এ বক্তব্য কয়েকটি কারণে সম্পূর্ণ বাস্তবতা বিবর্জিত:

১- ভাষাগতভাবে কখনও 'আরশ বলে গোলক বুঝায় না। এটা কোনো দিন কোনো অভিধানবিদ বলেননি।

২- এটি তখনকার সময় তথাকথিত গ্রীকদর্শন দ্বারা প্রভাবিত ধারণাপ্রবণ ও অনুমাননির্ভর দার্শনিকরা বলেছিল। তারা মনে করেছিল সবকিছু পৃথিবী কেন্দ্রিক। সেজন্য তারা পৃথিবীর চতুর্দিকে প্রথমে সাতটি গোলক আঁকে। প্রতি গোলকে যথাক্রমে, বুধ, শুক্র, মঙ্গল, শনি ইত্যাদির বলয় নির্ধারণ করে। তখন তারা মনে করতো সূর্য বোধহয় পৃথিবীকে ঘিরে আবর্তিত হচ্ছে। তারপরে একজন এসে বলল যে, অষ্টম একটা গোলক আছে যাতে তারকারাজি গ্রথিত। তারপর আরেকটি গোলক আছে যা সবকিছুকে ঘিরে আছে, এটাকেই তারা তখন 'আরশ না কুরসী নামে অভিহিত করতো। এভাবে তখনকার দিনে তারা মানুষকে বোকা বানিয়ে নিজেরা পণ্ডিত সাজলেও বর্তমানে এসব জিনিস একেবারেই যে ফালতু তথ্য তা সাধারণ স্কুল পড়ুয়াও ভালো করে জানে। সুতরাং তাদের সেসব বক্তব্য একেবারেই ভুল। তাই কোনোভাবেই 'আরশকে নবম গোলক বলার কোনো সুযোগ নেই।

৮৭. সহীহ বুখারী, হাদীস নং ২৭৯০।

যত গ্রহ-নক্ষত্র, ছায়াপথ সবই 'আরশের নিচে অতি ক্ষুদ্র জিনিস। এরকম লক্ষ লক্ষ নক্ষত্র 'আরশের তুলনায় কণা বিশেষ।

৩- তাদের এসব বক্তব্য সরাসরি কুরআন ও হাদীস বিরোধী। হাদীস থেকে বুঝা যায় যে, 'আরশের পায়া আছে, তা বহন করা হয়। আর এসব গোলকের আবার পায়া আছে নাকি?

তাছাড়া যেখানে কুরসীতে সকল ইউনিভার্সের জায়গা হয়, সেখানে 'আরশ কত বড় তা কি কেউ চিন্তা করে বের করতে পারবে। এসব বিষয়ে কুরআন, হাদীস ও সাহাবায়ে কেরাম, তাবে'য়ীগণের ভাষ্য এতো বেশি যে, এখানে উল্লেখ করার প্রয়োজন নেই। অচিরেই তার কিছু বর্ণনা আমাদের কাছে আসবে -ইনশাআল্লাহ।

খ. কালামশাস্ত্রবিদদের আরেকটি অংশের নিকট 'আরশ:

কালামশাস্ত্রবিদদের আরেকটি অংশ বলে থাকে, 'আরশ বলতে আল্লাহর মুলক বা রাজত্বকে বুঝানো হয়েছে। রাজত্বকে 'আরশ দ্বারা বুঝানো হয়েছে, একটি অপরটিকে আবশ্যক করার কারণে। তাই 'আরশ বলে রাজত্ব বুঝতে কোনো অসুবিধা নেই।

বস্তুত এটি মারাত্মক ভুল; তার কারণ হচ্ছে,

১- কুরআন ও হাদীসে 'আরশের যে বর্ণনা দেয়া হয়েছে তাতে সেটা দ্বারা রাজত্ব বুঝার কোনো সুযোগ নেই; কারণ রাজত্ব বহন করার বিষয় নয়। অথচ 'আরশ বহনকারীরা রয়েছে।

২- রাজত্ব ফিরিশতাগণ দ্বারা তাওয়াফ কীভাবে হবে?

৩- কিয়ামতের দিন রাজত্ব বহন করবে কী করে?

৪- রাজত্ব অশারীরিক বিষয়, আর 'আরশ একটি জিসম শারীরিক জিনিস, যার পা আছে, যেটা তুলে ধরে আছে ফিরিশতাগণ।

গ. কারো কারো মতে, 'আরশ আর কুরসী একই:

বস্তুত এ মতটিও শুদ্ধ নয়। এটি হাসান বসরী থেকে বর্ণনা করা হয়। তবে তা শুদ্ধ নয়। এর বর্ণনা আমরা অচিরেই করছি।

ঘ. আশায়েরা ও মাতুরিদিয়াদের নিকট 'আরশ কী?

আশায়েরা ও মাতুরিদিয়া সম্প্রদায় এ ব্যাপারে একমত হতে পারেননি।

- আহলে সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের মতোই তাদের অধিকাংশ মতপোষণ করে থাকে।
- তাদের কারও কারও মত হচ্ছে, 'আরশ নবম গোলকের নাম, যা ইতোপূর্বে আমরা দেখেছি তা হচ্ছে সেসব লোকদের মত যারা গ্রীক দার্শনিক ও তাদের অন্ধ অনুসরণকারী হয়েছে।
- তাদের কেউ কেউ বলেন, 'আরশ আল্লাহর এমন এক সৃষ্টি, যার প্রকৃত ঘটন আমরা কিছু জানি না, আর সেটার উপর 'ইস্তেওয়া' কী সেটাও আমরা জানি না।
- তাদের কেউ কেউ 'আরশ বলে রাজত্ব বুঝেছেন।
- তাদের কারও কারও মতে, 'আরশ বলে আসলে একটি উদাহরণ পেশ করা হয়েছে। তাদের নিকট বাস্তবে 'আরশ বলতে কোনো কিছু নেই, আর সেটার উপর আল্লাহও নেই, 'আরশের কথাটি বলা হয়েছে মানুষদেরকে বুঝানোর জন্য।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

কুরসী সংক্রান্ত আলোচনা

কুরসী শব্দের অর্থ:

কুরসী শব্দটি আরবী ভাষায় 'কারস' থেকে গ্রহণ করা হয়েছে। অভিধানে কারস অর্থ একত্রিত করা। সেটা অনুযায়ী চেয়ারকে কুরসী বলার কারণ হচ্ছে এর কাঠগুলো এক বিশেষ ধরনে একত্রিত করা হয়। সুতরাং যা কোনো কিছুকে একসাথে করে তাই কুরসী বলে অভিধানে গণ্য। কাগজ একত্রিত করলে সেটাকে আরবীতে বলা হয় 'কুররাসাহ'। আলেমগণকেও 'কারাসী' বলা হয়; কারণ তারা ইলম একত্রিত করেন।

পরিভাষায়: কুরসী হচ্ছে, "বৃহৎ এক দেহ বিশিষ্ট সৃষ্ট বস্তু, যা 'আরশের সামনে পড়ে আছে, 'আরশ তার থেকে অনেক বড়, আর কুরসী হচ্ছে মহান আল্লাহ তা'আলার পা রাখার স্থান।"[৮৮]

ইবন তাইমিয়্যাহ রাহিমাহুল্লাহ বলেন, কুরসী কুরআন, হাদীস ও জমহূর সালাফের ইজমা' দ্বারা সাব্যস্ত।[৮৯]

সুদ্দী বলেন, আসমান ও যমীন সবই কুরসীর অভ্যন্তরে। আর কুরসী রাব্বুল আলামীনের 'আরশের সামনে।

কুরসীর কিছু বৈশিষ্ট্য:

১- কুরআনে কারীমের মাত্র একটি আয়াতে কুরসীর কথা এসেছে, তা হচ্ছে,

﴿ٱللَّهُ لَآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ ٱلۡحَيُّ ٱلۡقَيُّومُۚ لَا تَأۡخُذُهُۥ سِنَةٞ وَلَا نَوۡمٞۚ لَّهُۥ مَا فِي ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَمَا فِي ٱلۡأَرۡضِۗ مَن ذَا ٱلَّذِي يَشۡفَعُ عِندَهُۥٓ إِلَّا بِإِذۡنِهِۦۚ يَعۡلَمُ مَا بَيۡنَ أَيۡدِيهِمۡ وَمَا خَلۡفَهُمۡۖ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيۡءٖ مِّنۡ عِلۡمِهِۦٓ إِلَّا بِمَا شَآءَۚ وَسِعَ كُرۡسِيُّهُ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلۡأَرۡضَۖ وَلَا يَـُٔودُهُۥ حِفۡظُهُمَاۚ وَهُوَ ٱلۡعَلِيُّ ٱلۡعَظِيمُ ٢٥٥﴾ [البقرة: ٢٥٥]

"আল্লাহ্, তিনি ছাড়া কোন সত্য ইলাহ্ নেই। তিনি চিরঞ্জীব, সর্বসত্তার ধারক। তাঁকে তন্দ্রাও স্পর্শ করতে পারে না, নিদ্রাও নয়। আসমানসমূহে যা রয়েছে ও যমীনে যা রয়েছে সবই তাঁর। কে সে, যে তাঁর অনুমতি ব্যতীত তাঁর কাছে সুপারিশ করবে? তাদের সামনে ও পিছনে যা কিছু আছে তা তিনি জানেন। আর যা তিনি ইচ্ছে করেন তা ছাড়া তাঁর জ্ঞানের কোনো কিছুকেই তারা পরিবেষ্টন করতে পারে না। তাঁর 'কুরসী' আসমানসমূহ ও যমীনকে পরিব্যাপ্ত করে আছে; আর এ দু'টোর রক্ষণাবেক্ষণ তাঁর জন্য বোঝা হয় না। আর তিনি সুউচ্চ সুমহান।" [সূরা আল-বাক্বারাহ, আয়াত: ২৫৫]

তবে এ আয়াতকে কুরআনের সবচেয়ে বড় আয়াত বলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘোষণা করেছেন। হাদীসে এসেছে, উবাই ইবন কা'ব রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহু বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বললেন,

---

৮৮. ইবন তাইমিয়্যাহ, মাজমূ'উল ফাতাওয়া (৫/৫৪); ইবন কাসীর আত-তাফসীর (১/৩০৯); বাইহাক্বী, আল-আসমা ওয়াস সিফাত, পৃ. ৫১০; ইবন আবিল ইয্য আল-হানাফী, শারহুত তাহাওয়িয়্যাহ পৃ. ২১৩।

৮৯. মাজমূ'উল ফাতাওয়া (৬/৫৮৪)।

«يَا أَبَا الْمُنْذِرِ، أَتَدْرِي أَيُّ آيَةٍ مِنْ كِتَابِ اللهِ مَعَكَ أَعْظَمُ؟» قَالَ: قُلْتُ: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. قَالَ: «يَا أَبَا الْمُنْذِرِ أَتَدْرِي أَيُّ آيَةٍ مِنْ كِتَابِ اللهِ مَعَكَ أَعْظَمُ؟» قَالَ: قُلْتُ: ﴿ ٱللَّهُ لَآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ ٱلْحَىُّ ٱلْقَيُّومُ ﴾ [البقرة: ٢٥٥]. قَالَ: فَضَرَبَ فِي صَدْرِي، وَقَالَ: «وَاللهِ لِيَهْنِكَ الْعِلْمُ أَبَا الْمُنْذِرِ»

"হে আবুল মুনযির তুমি কি জান, আল্লাহর কিতাবের মধ্যে যা তোমার কাছে আছে তাতে কোন আয়াতটি সবচেয়ে বড়? তিনি বলেন, আমি বললাম, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল ভালো জানেন। তিনি বলেন, হে আবুল মুনযির, তুমি কি জান, আল্লাহর কিতাবের মধ্যে যা তোমার কাছে আছে তাতে কোন আয়াতটি সবচেয়ে বড়? আমি বললাম, "আল্লাহু লা ইলাহা ইল্লা হুয়াল হইয়্যুল ক্বাইয়্যুম... [সূরা আল-বাক্বারাহ, আয়াত: ২৫৫], তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার বুকে থাপ্পড় দিয়ে বললেন, 'আল্লাহর শপথ, হে আবুল মুনযির ইলম যেন তোমার জন্য অত্যন্ত আনন্দ প্রদানকারী বস্তু হয়।"[৯০]

তাছাড়া আয়াতুল কুরসী এতোই গুরুত্বপূর্ণ যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেটাকে ঈমানদারের জন্য দুনিয়াতে শয়তান থেকে[৯১] আর মৃত্যুর পরে জাহান্নাম থেকে মুক্তি ও জান্নাত লাভের কারণ হিসেবে বর্ণনা করেছেন।[৯২]

২- কুরসী 'আরশের ছেয়ে ছোট: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«مَا الْكُرْسِيُّ فِي الْعَرْشِ إِلَّا كَحَلْقَةٍ مِنْ حديد ألقيت بين ظهراني فَلَاةٍ مِنَ الْأَرْضِ».

"আরশের তুলনায় কুরসী তো বিস্তীর্ণ যমীনের উপর লোহার একটি ফেলে রাখা রিং।"[৯৩]

অপর হাদীসে ইবন মাসঊদ রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহু বলেন,

«بَيْنَ السَّمَاءِ السَّابِعَةِ وَبَيْنَ الْكُرْسِيِّ خَمْسِمِائَةِ عَامٍ، وَبَيْنَ الْكُرْسِيِّ إِلَى الْمَاءِ خَمْسِمِائَةِ عَامٍ، وَالْعَرْشُ عَلَى الْمَاءِ، وَاللهُ فَوْقَ الْعَرْشِ وَهُوَ يَعْلَمُ مَا أَنْتُم عَلَيْهِ».

"সপ্তম আসমান ও কুরসীর দূরত্ব হচ্ছে পাঁচশ' বছর, আর কুরসী থেকে পানির দূরত্ব পাঁচশ' বছরের, 'আরশ পানির উপর, আর আল্লাহ 'আরশের উপর, সেখানে থেকেও তিনি তোমাদের অবস্থা ভালো করে জানেন।"[৯৪]

৩- কুরসী পা রাখার স্থান; অথচ 'আরশের পরিমান আল্লাহ ব্যতীত কেউ জানে না।

ইবন 'আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহুমা বলেন, "কুরসী হচ্ছে মহান রাব্বুল ইয্যতের পা রাখার স্থান, আর 'আরশ, তার পরিমাণ তো আল্লাহ ব্যতীত কেউ জানে না।"[৯৫]

৯০. সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৮১০।

৯১. সহীহ বুখারী, হাদীস নং ২৩১১।

৯২. ত্বাবারানী, হাদীস নং ৭৫৩২।

৯৩. সহীহ। ইবন জারীর আত-ত্বাবারী, সহীহ সনদে, ইবন আবী শাইবাহ, আল-'আরশ ৫৮।

৯৪. সহীহ। ইবন খুযাইমাহ, আত-তাওহীদ, ১০৫; দারেমী, আর-রাদ্দু আলাল জাহমিয়্যাহ ২৬; আবুশ শাইখ, আল-আযামাহ; লালেকাঈ, শারহু উসূলি ই'তিকাদি আহলিস সুন্নাতি ওয়াল জামা'আহ (৩/৩৯৬); ইবনুল কাইয়্যেম, ইজতিমা'উল জুয়ুশ ১০০।

৯৫. সহীহ। আদ-দারেমী, আর-রাদ্দু আলাল মারিসী পৃ. ৭১; আবদুল্লাহ ইবন ইমাম আহমাদ, আস-সুন্নাহ, পৃ.

ইবন 'আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহুমার অনুরূপ বক্তব্য বর্ণিত হয়েছে, আবু মূসা আল-আশ'আরী রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে, ইবন মাসঊদ রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে, আর প্রখ্যাত তাবে'য়ী মুজাহিদ রাহিমাহুল্লাহ থেকে।

আবু মূসা আল-আশ'আরী রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহু বলেন, "কুরসী হচ্ছে, দু পায়ের স্থান, আর তার রয়েছে ভারজনিত শব্দ, যেমনিভাবে বাহনের উপর হাওদাজে ভারের কারণে শব্দ হয়ে থাকে।[৯৬]

ইমাম কুরতুবী ও বাইহাক্বী বলেন, হাদীসের ভাষ্য অনুযায়ী, কুরস হচ্ছে 'আরশের সামনে একটি সৃষ্টি; আর 'আরশ তার থেকে অনেক বড়।

ইবন আবিল ইয্য আল-হানাফী শারহুত ত্বাহাওয়িয়্যাহ গ্রন্থে বলেন, আর কুরসী, তা যেমনটি একাধিক সালাফ বলেছেন, তা হচ্ছে, 'আরশের সামনে, 'আরশে উঠার সিঁড়ির মতো।[৯৭]

কুরসীর ব্যাপারে বিভিন্ন ভুল মতামত:

কুরসী বলতে আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আত কী বুঝেন তা আমাদের কাছে স্পষ্ট হয়েছে। কিন্তু দূর্ভাগ্যের বিষয়, এ কুরসী নিয়েও কিছু লোক সঠিক পথবিচ্যুত হয়েছে। তাদের মতগুলো নিম্নে তুলে ধরা হলো:

এক. কোনো কোনো আলেমের মতে, 'আরশ ও কুরসী একই জিনিস। এটি হাসান বসরী রাহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণনা করা হয়ে থাকে। তবে কয়েকটি কারণে শুদ্ধ নয়।

১- ইবন 'আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহুমা থেকে এ বর্ণনা শুদ্ধ নয়, যেমনটি ইমাম ইবন কাসীর বলেছেন।

২- তাছাড়া কুরআন, হাদীস ও আসারে এ দুয়ের মধ্যে পার্থক্য বর্ণিত হয়েছে।

দুই. কুরসী বলে বাস্তবে কিছু নেই। কুরসী একটি ধারণা করা জিনিস মাত্র, যা দিয়ে উপমা দেয়া হয়েছে। এর মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলার বড়ত্বের উদাহরণ পেশ করা হয়েছে মাত্র। যারা আল্লাহর সেসব গুণকে অস্বীকার করে যা আল্লাহর বড়ত্ব প্রকাশক, তারাই সাধারণত এ ধরনের কথা বলে। তারা আল্লাহর বড়ত্ব প্রকাশক আয়াতসমূহ যেমন,

﴿وَٱلْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُۥ يَوْمَ ٱلْقِيَـٰمَةِ وَٱلسَّمَـٰوَٰتُ مَطْوِيَّـٰتٌۢ بِيَمِينِهِۦۚ﴾ [الزمر: ٦٧]

"সকল যমীন তাঁর মুষ্ঠির ভিতর থাকবে, আর আসমানসমূহ তাঁর ডান হাতে ভাঁজ করা

৫৮৬; ইবন খুযাইমাহ, আত-তাওহীদ (১/২৪৮); ইবন আবী শাইবাহ, আল-আরশ, ৬১; আবুশ শাইখ, আল-আযামাহ (২/৫৮২); ত্বাবারী, আত-তাফসীর, (৩/১০); ইবন আবী হাতেম, আত-তাফসীর (১/১৯৪); ত্বাবারানী, আল-কাবীর (১২/৩৯); দারাকুতনী, আস-সিফাত ৩৬; বাইহাক্বী, আল-আসমা ওয়াস সিফাত ২৫৪; খত্বীব আল-বাগদাদী, আত-তারীখ (৯/২৫১); আল-হারওয়ী, আল-আরবা'ঈন, ১৪; হাকিম, আল-মুস্তাদরাক (২/২৮৩), তিনি বলেছেন, বুখারী ও মুসলিমের শর্তে, তবে তারা আনেননি। যাহাবী তার সাথে একমত পোষণ করেছেন। হাইসামী, মাজমা'উয যাওয়ায়েদ (৬/৩২৩), এ বলেন, এর লোকগুলো সহীহ লোক। আলবানী তার মুখতাসারুল উলুতে এর সনদকে সহীহ বলেছেন।

৯৬. আবদুল্লাহ ইবন ইমাম আহমাদ, আস-সুন্নাহ ৭৫; ইবন জারীর আত-ত্বাবারী, আত-তাফসীর (৩/৯); আবুশ শাইখ, আল-আযামাহ, ৪২; ইবনু মানদাহ, আর-রাদ্দু আলাল জাহমিয়্যাহ ৪৬; বাইহাক্বী, আল-আসমা ওয়াস সিফাত ৫০৯; যাহাবী, আল-উলু ৮৪।

৯৭. শারহুত ত্বাহাওয়িয়্যাহ, ৩১৩।

থাকবে।" [সূরা আয-যুমার, আয়াত: ৬৭] এ জাতীয় আয়াত ও হাদীসসমূহ সম্পর্কে মনে করে থাকে যে, এগুলো দ্বারা উদ্দেশ্য বড় বড় ধারণায় নিপতিত করা উদ্দেশ্য। বাস্তবে সে রকম নয়। এরা সাধারণত দীনের সঠিক জ্ঞানে দীন না বুঝে আবেগ দিয়ে চলতে চায়। মু'তাযিলারা এটা সাধারণত বলে থাকে, তাদের সাথে কিছু আশায়েরা মতবাদের লোকও রয়েছে। বর্তমান কালের তাফসীরকারকদের মধ্য হতে সাইয়্যেদ কুতুব তার যিলালুল কুরআনে সূরা আয-যুমারের ৬৭ নং আয়াতে এ মতকে পছন্দ করেছেন এবং একটি মৌলিক নীতি হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

বস্তুত এ জাতীয় কথা বলা বড় ধরনের পথভ্রষ্টতা। কারণ:

১- এ জাতীয় কথা বলার অর্থ হচ্ছে দীনকে খেয়াল খুশির অধীন করে দেয়া। আল্লাহ ও তাঁর রাসূল যা বলেছেন সেগুলোকে যদি এভাবে দেখা হয়, তাহলে গায়েবী কোনো জিনিসেই আর ঈমান থাকবে না। নাউযুবিল্লাহ।

২- মু'তাযিলা মুফাসসিররা এ নীতির ওপর ভিত্তি করেই যা তাদের যুক্তিবিরুদ্ধ হয়ে যায় সেটাকেই এ পর্যায়ে নিয়ে রাখে। যেমনটি করেছেন যামাখশারী তার তাফসীরে।

৩- কুরআন ও হাদীসে সুস্পষ্ট বহু ভাষ্যকে এভাবে খেয়াল বা ধারণাপ্রসূত মনে করা সুস্পষ্ট কুফুরী। কুরআন ও হাদীসে যা এসেছে তার ওপর ঈমান না আসলে সে আল্লাহর বাণী ও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীসে বিশ্বাসী হতে পারেনি।

তিন. কুরসী বলে ইলম বা জ্ঞান বুঝানো হয়েছে। এটি ইবন 'আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহুমা থেকে বর্ণনা করা হয়ে থাকে। এ মতটিও শুদ্ধ নয়। কারণ,

১- ইবন 'আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহুমা থেকে যা বিশুদ্ধভাবে বর্ণিত হয়েছে এটি তার বিপরীত।

২- আরবী ভাষায় তার যে অর্থ হয়, তাতে কুরসী বলে ইলম বা জ্ঞান অর্থ নেয়া যায় না।

৩- তাছাড়া শরী'আতের নসও তা বুঝাচ্ছে না। এগুলো কালামশাস্ত্রবিদদের বাড়তি কথার অন্তর্ভুক্ত।

৪- কুরসী সম্পর্কে আল্লাহ বলেছেন যে, তা আসমান ও যমীনকে পরিবেষ্টন করে আছে [সূরা বাক্বারাহ: ২৫৫]। কিন্তু আল্লাহর ইলম তো আরও ব্যাপক, আল্লাহ বলছেন,

﴿ٱلَّذِينَ يَحْمِلُونَ ٱلْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُۥ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيُؤْمِنُونَ بِهِۦ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَىْءٍ رَّحْمَةً وَعِلْمًا فَٱغْفِرْ لِلَّذِينَ تَابُوا۟ وَٱتَّبَعُوا۟ سَبِيلَكَ وَقِهِمْ عَذَابَ ٱلْجَحِيمِ ۝٧﴾ [غافر: ٧]

"যারা 'আরশ ধারণ করে আছে এবং যারা এর চারপাশে আছে, তারা তাদের রবের পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে প্রশংসার সাথে এবং তাঁর ওপর ঈমান রাখে, আর মুমিনদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে বলে, 'হে আমাদের রব! আপনি দয়া ও জ্ঞান দ্বারা সবকিছুকে পরিব্যাপ্ত করে রেখেছেন। অতএব যারা তাওবা করে এবং আপনার পথ অবলম্বন করে আপনি তাদেরকে ক্ষমা করুন। আর জাহান্নামের শাস্তি থেকে আপনি তাদের রক্ষা করুন।" [সূরা গাফির, আয়াত: ০৭]

তিনি আরও বলেছেন,

﴿هُوَ ٱلَّذِى خَلَقَ لَكُم مَّا فِى ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ ٱسْتَوَىٰٓ إِلَى ٱلسَّمَآءِ فَسَوَّىٰهُنَّ سَبْعَ سَمَٰوَٰتٍۚ وَهُوَ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيمٌ ﴿٢٩﴾﴾ [البقرة: ٢٩]

"তিনিই যমীনে যা আছে সব তোমাদের জন্য সৃষ্টি করেছেন। তারপর তিনি আসমানের প্রতি মনোনিবেশ করে সেটাকে সাত আসমানে বিন্যস্ত করেছেন; আর তিনি সবকিছু সম্পর্কে সবিশেষ অবগত।" [সূরা আল-বাক্বারাহ, আয়াত: ২৯] সেটার পরিধিতে আসমান ও যমীনের বাইরে জান্নাত, জাহান্নামও রয়েছে।

কোনো কোনো মুহাদ্দিস ও মুফাসসির থেকে কুরসী অর্থ ইলম বর্ণিত হলেও মনে রাখতে হবে যে, তারা এটা বাড়তি একটি অর্থ হিসেবে বলে থাকবেন। অর্থাৎ যেহেতু আসমান ও যমীন এ দু'টি কুরসীতে অতীব ক্ষুদ্র, তাই তিনি সেগুলোর মধ্যকার সবকিছুর জ্ঞানই রাখেন। সম্ভবত এটা বলা উদ্দেশ্য। আল্লাহ ভালো জানেন।

চার. কারও কারও মতে, কুরসী বলে রাজত্ব বুঝানো হয়েছে, তারা 'আরশকেও রাজত্ব হিসেবে বুঝেছে। বস্তুত তাদের বক্তব্যও শুদ্ধ নয়। ইতোপূর্বে তাদের বক্তব্য খণ্ডন করা হয়েছে।[৯৮]

৯৮. শারহু সালেহ আলুশ শাইখ, শারহুত তাহাওয়িয়্যাহ।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

আল্লাহ সবকিছুর উপরে থাকা এবং 'আরশের উপর উঠা

মহান আল্লাহ সবকিছুর উপরে তা একেবারে শত শত আয়াত, শত শত হাদীস, আল্লাহর সকল রাসূলগণের ইজমা' বা ঐকমত্য, আল্লাহর নাযিলকৃত সকল কিতাবের ঐকমত্যের ভাষ্য, সাহাবীগণ তথা উম্মতের প্রথম সারীর সকলের ইজমা', আর সকল গ্রহণযোগ্য তাবে'য়ী, ইসলামের সকল হাদীসের ইমাম, তাফসীরের ইমাম, ফিকহের ইমাম, মানব মনের স্বাভাবিক প্রকৃতি এসবই প্রমাণ করছে। মহান আল্লাহ যে সবকিছুর উপরে তাঁর 'আরশের উপর রয়েছেন এ ব্যাপারে আমরা শত শত আয়াত ও হাদীস পেশ করতে পারব, আর সালাফে সালেহীনের সকলেই এ আকীদাহ-বিশ্বাস পোষণ করতেন এ ব্যাপারে সন্দেহ করার অর্থই হচ্ছে আল্লাহ সম্পর্কে ঈমান বিশুদ্ধ না হওয়া। কারণ 'উপরে থাকা' এটি বস্তুত তাঁর সত্তাগত গুণ। মহান রাব্বুল আলামীন সবকিছুর উপরে আছেন এটা সকল মানুষের ফিত্বরাত বা স্বভাবজাত আকীদাহ। এ ফিত্বরাত যার ওপর আল্লাহ তা'আলা মানুষদের সৃষ্টি করেছেন তা যখন পরিবর্তন হয়ে যায় তখনই মানুষ এর ভিন্ন কথা বলে। এ ব্যাপারে আমাদের পূর্ববর্তী আলেমগণের অনেকেই স্বতন্ত্র গ্রন্থও লিখেছেন। যেমন,

১- আবু উবাইদাহ মা'মার ইবনুল মুসান্না (২১০ হিজরী), ফাদ্বায়িলুল 'আরশ। [কাশফুয যুনূন ২/১২৭৬]

২- আবু উবাইদ আহমাদ ইবন মুহাম্মাদ আল-হারাওয়ী, কিতাবুল 'আরশ [মাজাল্লাতু মা'হাদুল মাখতূতাতি ১/২৯, পৃ. ২০]

৩- আবু জা'ফর মুহাম্মাদ ইবন উসমান ইবন আবী শাইবাহ (২৯৭ হিজরী), আল-আরশু ওমা রুওয়িয়া ফীহি।

৪- আবুল ফাদ্বল মুহাম্মাদ ইবন ত্বাহের ইবন আলী ইবন আহমাদ আল-মাক্বদেসী, আশ-শাইবানী, ইবনুল কাইসারানী (৫০৭ হিজরী), মাসআলাতুল উলু ওয়ান নুযূল।

৪- আবু মুহাম্মাদ আবদুল্লাহ ইবন আহমাদ ইবন কুদামাহ, (৬২০ হিজরী) ইসবাতু সিফাতিল 'উলু।

৫- আবু মুহাম্মাদ মাহমূদ ইবন আবুল কাসেম আদ-দিশতী (৬৬৫ হিজরী) ইসবাতুল হাদ্দি লিল্লাহি ও বিআন্নাহু আলা 'আরশিহী।

৬- আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মাদ আহমাদ ইবন আবদুল হাদী ইবন আবদুল হামীদ ইবন আবদুল হাদী ইবন ইউসুফ ইবন মুহাম্মাদ ইবন কুদামাহ আল-মাকদেসী, আদ-দিমাশকী, আস-সালেহী, আল-হাম্বলী। (৭৪৪ হিজরী), আল-কালামু 'আলা মাসআলাতিল ইস্তেওয়া 'আলাল 'আরশি।

৭- আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মাদ ইবন আহমাদ ইবন উসমান আয-যাহাবী (৭৪৮ হিজরী) আল-'উলূ লিল আলিয়্যিল আযীম।

৮- আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মাদ ইবন আহমাদ ইবন উসমান আয-যাহাবী (৭৪৮ হিজরী) আল-

'আরশ ওয়ামা রুওয়িয়া ফীহি।

৯- আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মাদ ইবন আহমাদ ইবন উসমান আয-যাহাবী (৭৪৮ হিজরী) আল-আরবা'ঈন ফী সিফাতি রাব্বিল 'আলামীন।

১০- শামসুদ্দীন মুহাম্মাদ ইবন আবী বকর ইবন আইয়্যুব ইবনুল কাইয়্যেম (৭৫১ হিজরী) ইজতিমা'উল জুয়ূশিল ইসলামিয়্যাহ ফী গাযওয়িল মু'আত্তিলাতিল জাহমিয়্যাহ।

১১- শাইখ মুহাম্মাদ ইবন নাসের আল-হাযেমী, (১২৮৩ হিজরী), কিতাবুস সিফাত।

১২- শাইখ হামূদ ইবন আবদুল্লাহ ইবন হামূদ ইবন আবদুর রহমান আত-তুওয়াইজরী (মৃত ১৪১৩ হিজরী), ইসবাতু উলুওয়িল্লাহি ওয়া মুবায়ানাতিহী লিখালকিহী, ওয়ার রাদ্দি আলা মান যা'আমা আন্না মা'য়িয়্যাতাল্লাহি লিল খালকি যাতিয়্যাহ।

আর বর্তমানকালে যারা এ বিষয়ে আলাদা গ্রন্থ প্রণয়ন করেছেন, তাদের মধ্যে অন্যতম হচ্ছেন,

১- মুহাম্মাদ আবদুল্লাহ দুওয়াইশ, 'উলুওয়ুল্লাহি 'আলা খালকিহি।

২- উসামাহ আল-কাসসাস, উলুওয়ুল্লাহি আলা খালকিহি।

৩- আবুল হাসান খুজলী ইবরাহীম উমার, ইসবাতু উলওয়িল্লাহি 'আলা খালকিহী।

৪- মুহাম্মাদ আশরাফ আল-হিজাযী, আল-ইস্তেওয়া ইন্দা আহলিস সুন্নাতি ওয়াল জামা'আহ।

৫- আবদুল হাদী ইবন হাসান ওয়াহবী, আল-কালেমাতুল হিসান ফী বায়ানি উলুওয়ির রাহমান।

৬- আবু রামলাহ মুহাম্মাদ আল-মানসূর ইবরাহীম, ইস্তেওয়াউল্লাহি আলাল আরশি বাইনা তাসলীমিস সালাফি ওয়া তা'ওয়ীলিল খালাফ।

তাছাড়া সকল আকীদাহ'র কিতাবেই এটাকে আলাদা গুরুত্বের সাথে বর্ণনা করা হয়েছে।

আল্লাহর কর্মগত গুণসমূহের মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ গুণ হচ্ছে **"আল্লাহ তা'আলা কর্তৃক তাঁর 'আরশের উপর উঠা এবং সেখানে থাকা"** এ গুণটি। এ গুণটি যতক্ষণ কেউ স্বীকার না করবে ততক্ষণ সে ঈমানদার বলে বিবেচিত হবে না; কারণ সে তার রবকে চিনতে পারেনি। তার রবের অবস্থান, মর্যাদা সম্পর্কে জানতে পারেনি।

এ গ্রন্থে আমরা আল্লাহ তা'আলা সবকিছুর উপরে থাকার বিষয়টির বিস্তারিত আলোচনা করবো না। আমরা এখানে আল্লাহ তা'আলা তাঁর 'আরশের উপর উঠা যা একটি 'সিফাতে ফি'লিয়্যাহ' বা আল্লাহ তা'আলার একটি কর্মগত মহান গুণ সেটা সাব্যস্ত করাই উদ্দেশ্য। সেজন্য এখানে কেবল সেসব আয়াত, হাদীস, আছার, তাবে'য়ীদের বাণী, ইমামগণের ভাষ্যই বর্ণনা করব যা দ্বারা আল্লাহর এ কর্মগত গুণটি প্রমাণিত হবে। তবে যেসব বক্তব্যের মাধ্যমে উভয়টি সাব্যস্ত হওয়া বুঝাবে আমি সেগুলোকেও এখানে উপস্থাপন করব -ইনশাআল্লাহ।

উল্লেখ্য, পূর্ববর্তী কালামশাস্ত্রবিদদের অনেকেই 'আল্লাহর উলু' বা উপরে হওয়ার বিষয়টি মৌলিকভাবে মেনে নিয়েছিলেন। কারণ, এতো শত শত আয়াত, হাজার হাজার হাদীস, সাহাবীগণের মত, তাবে'য়ীগণের মত, ইমামগণের মত, স্বভাবজাত প্রকৃতির আহ্বানকে তারা অস্বীকার করতে পারেননি। কিন্তু তারা সবচেয়ে বেশি যে জায়গায় ভুল করেছেন এবং বিভিন্ন

প্রকার অপব্যাখ্যা ও বিকৃতির চরম পন্থা অবলম্বন করেছেন তা হচ্ছে, আল্লাহর কর্মগত গুণসমূহে, যেমন আল্লাহ কর্তৃক 'আরশের উপর উঠা, প্রথম আসমানে নেমে আসা, হাশরের মাঠে আসা, আল্লাহর হাসা, আশ্চর্য হওয়া, ভালোবাসা, খুশী হওয়া, বেজার হওয়া ইত্যাদি। এগুলোকে তারা সম্পূর্ণভাবে অস্বীকার করার মতো দুঃসাহস দেখিয়েছে অথবা অপব্যাখ্যা করার মতো চরম ধৃষ্টতা প্রদর্শন করেছে। কুরআনে কারীমে আল্লাহ যা যা করেন বলে ঘোষণা করেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামও আল্লাহ তা'আলা যা যা করেন বলে আমাদেরকে জানিয়েছেন তারা সেটাকে এক বাক্যে মেনে নিতে পারেনি। যেন তারা নির্ধারণ করে দিবে আল্লাহর কিছু করা বা কী করা উচিত। নাউযুবিল্লাহ।

বস্তুত তখনই একজন মানুষ বিশুদ্ধ আকীদাহ'র গণ্ডিতে প্রবেশ করতে পারবে যখন সে আল্লাহর কর্মগত গুণগুলোকে যথাযথভাবে প্রকাশ্য অর্থেই আল্লাহর জন্য সাব্যস্ত করতে পারবে। যারা আল্লাহর কর্মগত গুণ সাব্যস্ত করবে না তারাই এখানে বিভ্রান্তিতে থেকে যাবে।

তৃতীয় অধ্যায়

আল্লাহ্ তা'আলা কর্তৃক "ইস্তেওয়া আলাল 'আরশ" তথা 'আরশের উপর উঠার প্রমাণ

প্রথম পরিচ্ছেদ

"ইস্তেওয়া আলাল 'আরশ" এর উপর কুরআন থেকে দলীল

কুরআনে কারীমে আল্লাহ তা'আলা 'ইস্তেওয়া আলাল 'আরশ' এর ঘোষণা প্রদান করেছেন। সেগুলো হচ্ছে,

১- সূরা আল-আ'রাফে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿إِنَّ رَبَّكُمُ ٱللَّهُ ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضَ فِى سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْشِ﴾ [الأعراف: ٥٤]

"নিশ্চয় তোমাদের রব আল্লাহ্ যিনি আসমানসমূহ ও যমীন ছয় দিনে সৃষ্টি করেছেন; তারপর তিনি 'আরশের উপর উঠেছেন।" [সূরা আল-আ'রাফ, আয়াত: ৫৪]

২- সূরা ইউনুসে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿إِنَّ رَبَّكُمُ ٱللَّهُ ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضَ فِى سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْشِ يُدَبِّرُ ٱلْأَمْرَ﴾ [يونس: ٣]

"তোমাদের রব তো আল্লাহ্, যিনি আসমানসমূহ ও যমীন ছয় দিনে সৃষ্টি করেছেন, তারপর তিনি 'আরশের উপর উঠলেন। তিনি সবকিছু পরিচালনা করেন।" [সূরা ইউনুস, আয়াত: ০৩]

৩- সূরা আর-রা'দ এ আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿ ٱللَّهُ ٱلَّذِى رَفَعَ ٱلسَّمَٰوَٰتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْشِ﴾ [الرعد: ٢]

"আল্লাহ্, যিনি আসমানসমূহ উপরে স্থাপন করেছেন খুঁটি ছাড়া, তোমরা তা দেখছ। তারপর তিনি 'আরশের উপর উঠেছেন"। [সূরা আর-রা'দ, আয়াত: ০২]

৪- সূরা ত্বা-হা তে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿ ٱلرَّحْمَٰنُ عَلَى ٱلْعَرْشِ ٱسْتَوَىٰ ۝ ﴾ [طه: ٥]

"রহমান 'আরশের উপর উঠেছেন"। [সূরা ত্বা-হা, আয়াত: ০৫]

৫- সূরা আল-ফুরকানে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِى سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْشِ ٱلرَّحْمَٰنُ فَسْـَٔلْ بِهِۦ خَبِيرًا ۝﴾ [الفرقان: ٥٩]

"তিনি আসমানসমূহ, যমীন ও এ দু'য়ের মধ্যবর্তী সবকিছু ছয় দিনে সৃষ্টি করেন; তারপর তিনি 'আরশের উপর উঠলেন। তিনিই 'রহমান', সুতরাং তাঁর সম্বন্ধে যে অবহিত তাকে

জিজ্ঞেস করে দেখুন।" [সূরা আল-ফুরকান, আয়াত: ৫৯]

৬- সূরা আস-সাজদাহয় আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿ٱللَّهُ ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِى سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْشِ﴾ [السجدة:٤]

"আল্লাহ্, যিনি আসমানসমূহ, যমীন ও এ দু'য়ের অন্তর্বর্তী সবকিছু সৃষ্টি করেছেন ছয় দিনে। তারপর তিনি 'আরশের উপর উঠেছেন।" [সূরা আস-সাজদাহ, আয়াত: ০৪]

৭- সূরা আল-হাদীদে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿هُوَ ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضَ فِى سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْشِ﴾ [الحديد: ٤]

"তিনি ছয় দিনে আসমানসমূহ ও যমীন সৃষ্টি করেছেন; তারপর তিনি 'আরশের উপর উঠেছেন।" [সূরা আল-হাদীদ, আয়াত: ০৪]

উপরে আসা আয়াতসমূহের ভাষ্যে 'ইস্তেওয়া আলাল 'আরশ' কথাটির অর্থ আমরা করেছি, "আরশের উপর উঠলেন"। এর কারণ কী? কারণ এর মাধ্যমে আমরা আল্লাহর একটি 'সিফাতে ফি'লিয়্যাহ' বা কর্মগত গুণ সাব্যস্ত করার বিষয়টি প্রমাণ করতে চাচ্ছি।

সরাসরি কুরআনুল কারীমের সাতটি আয়াতে আল্লাহ তা'আলা নিজ পরিচয় তুলে ধরতে গিয়ে তাঁর এ গুণটির কথা বলেছেন। এত স্পষ্টভাবে বার বার আসা এ গুণটিকে যারা অস্বীকার করে, কিংবা অপব্যাখ্যা করে, তারা কী আসলে আল্লাহর ওপর ঈমান এনেছে কিনা এ ব্যাপারে একজন ঈমানদারের মনে সন্দেহ হওয়া স্বাভাবিক।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

'ইস্তেওয়া আলাল 'আরশ' এর উপর হাদীস থেকে দলীল

১- আবু হুরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহুর হাদীসে এসেছে, নবী তার হাত ধরলেন, তারপর বললেন, হে আবু হুরায়রা!

«إن الله تعالى خلق السموات والأرضين وما بينهما في ستة أيام، ثم استوى على العرش».

"নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা আসমান, যমীন ও তার মাঝখানের সবকিছু ছয় দিনে সৃষ্টি করলেন, তারপর তিনি তার 'আরশের উপর উঠলেন।"(৯৯)

২- কাতাদাহ ইবনুন নু'মান রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহু বর্ণিত হাদীসে এসেছে, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি,

«لما فرغ الله من خلقه؛ استوى على عرشه».

"যখন আল্লাহ তা'আলা সৃষ্টির কাজ সম্পন্ন করলেন তখন তিনি তার 'আরশের উপর উঠলেন।"(১০০)

৩- আবু রাযীন আল-উকাইলী রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন:

«ثم خلق العرش ثم استوى عليه. وفي لفظ آخر: ثم كان على العرش فارتفع على عرشه»

"...তারপর তিনি পানির উপর তাঁর 'আরশ তৈরি করেন। তারপর তিনি তাঁর 'আরশের উপরে উঠেছেন।" অন্য বর্ণনায় আছে, "অতঃপর 'আরশের উপরে ছিলেন। তারপর 'আরশের উর্ধ্বে হন।"(১০১)

---

৯৯. নাসায়ী, আত-তাফসীর, তাফসীর সূরাতুস সাজদাহ ২/১৫৩; নং ১৫৪, আরও অনেকে। আলবানী রাহিমাহুল্লাহ মুখতাসারুল উলু (১১২) তে এর সনদকে জাইয়েদ বলেছেন। আর তাফসীর আন-নাসায়ী এর মুহাক্কিকদ্বয় এর সনদকে হাসান বলেছেন।

১০০. আল-খাল্লাল আস-সুন্নাহ; ইবনুল কাইয়্যেম, ইজতিমাউল জুয়ূশিল ইসলামিয়্যাহ, ১০৭, ১০৮ আর বলেছেন, বুখারীর শর্ত অনুযায়ী এর সনদ সহীহ; যাহাবী, আল-উলু পৃ. ১১০, আর বলেন, এর বর্ণনাকারীরা সবাই নির্ভরযোগ্য; যাহাবী, আল-আরশ, (২/৯০) আরো অনেকে। তবে মনে রাখা দরকার এ হাদীসের মত আরেক হাদীসে কেউ কেউ বাড়িয়ে বলে, "তারপর তিনি পায়ের উপর পা রেখে পিঠের উপর শুয়ে পড়লেন"। এটি বানোয়াট যা আমাদের বর্ণিত হাদীস নয়।

১০১. ইমাম যাহাবী বলেন, এটি হাসান হাদীস। ইমাম তিরমিযী (হাদীস নং ৩১০৯) তিনি বলেছেন, হাদীসটি হাসান।

হাদীসটির ব্যাপারে বিস্তারিত আলোচনা:

১- হাদীসটি ইমাম আহমাদ বর্ণনা করেছেন, ২৬/১০৮, (১৬১৮৮) ইয়াযীদ ইবন হারূন, হাম্মাদ ইবন সালামাহ, ইয়া'লা ইবন 'আত্বা, ওকী' ইবন 'উদুস বা হুদুস, তার চাচা আবু রাযীন লাকীত্ব ইবন 'আমের ইবনুল মুনতাফিক্ব থেকে।

আবার তিনি বর্ণনা করেছেন, ২৬/১১৭, (১৬২০০) বাহয ইবন আসাদ আল-'আম্মী, হাম্মাদ ইবন সালামাহ, ইয়া'লা ইবন 'আত্বা, ওকী' ইবন হুদুস, তার চাচা আবু রাযীন আল-উকাইলী থেকে।

৪- আনাস রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে বর্ণিত, নিশ্চয় রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম

২- ইবন বাত্তাহ আল-'উকবারী, আল-ইবানাতুল কুবরা (২৫৩৬) ইয়াযীদ ইবন হারূন,.....
৩- ইবন মাজাহ, আস-সুনান (১/৬৪) (হাদীস নং ১৮২), ইয়াযীদ ইবন হারূন.....
৪- তিরমিযী, আল-জামে'উ (৫/২৮৮) (হাদীস নং ৩১০৯), ইয়াযীদ ইবন হারূন....
৫- ইবন আবী শাইবাহ, আল-আরশ, (নং ৭, পৃ. ৩১৩) ইয়াযীদ ইবন হারূন....
৬- ত্বাবারী, তাফসীর (১৫/২৪৭), (১৭৯৮১), ইয়াযীদ ইবন হারূন....
তাবারী, তারীখ (১/৩৭-৩৮), কাত্তান, ইয়াযীদ ইবন হারূন.....
তাবারী, তাফসীর (১৫/২৪৬) নং (১৭৯৮০), হাজ্জাজ ইবন মিনহাল থেকে....
৭- ত্বাবারানী ফিল কাবীর (১৯/২০৭) আসাদ ইবন মূসা ও হাজ্জাজ ইবন মিনহাল থেকে, তারা দু'জন হাম্মাদ ইবন সালামাহ থেকে....
৮- ইবন হিব্বান, (১৪/৮) (৬১৪১), হাজ্জাজ ইবন মিনহাল......
৯- ইবন আবী আসেম, আস-সুন্নাহ (৩৩১), হাজ্জাজ ইবন মিনহাল থেকে...
১০- আবুশ শাইখ, আল-আযামাহ (১/৩৬৩), আবু দাউদ আত-তায়ালিসী, হাম্মাদ ইবন সালামাহ.....
১১- আবু দাউদ আত-ত্বায়ালিসী পৃ. ১৪৭ (১০৯৩) হাম্মাদ ইবন সালামাহ.....
১২- বাইহাক্বী আল-আসমা ওয়াস সিফাত (২/২৩৫), (২/৩০৩) ইবন আবী ইয়াস, হাম্মাদ ইবন সালামাহ....
১৩- ইবন আব্দুল বার, আত-তামহীদ (৭/১৩৭) মুহাম্মাদ ইবন আব্দুল্লাহ আল-খুযা'ঈ, হাম্মাদ ইবন সালামাহ...

হাদীসটিকে যারা সহীহ বলেছেন,

১- ইমাম ইসহাক্ব ইবন রাহওয়াইহ। (আল-ইবানাহ ৩/১৭০) মুহাক্কিক শাইখ ইথিওবী বলেছেন, সহীহ সনদে।
২- আবু উবাইদ ক্বাসেম ইবন সালাম। (গারীবুল হাদীস (২/৯) (মাহমূদ শাকের, তা'লীক আলা তাফসীর আত-ত্বাবারী)।
৩- ইমাম তিরমিযী তার সুনানে হাসান বলেছেন। (তিরমিযী ৫/২৮৮) হাশিয়াতু ইবনুল কাইয়্যেম আলা সুনানি আবী দাউদ)
৪- ইমাম ইবন জারীর আত-তাবারী। (তারীখুল উমামি ওয়াল মুলূক (১/৩১-৩২)
৫- ইবন তাইমিয়্যাহ আল-হাররানী (ইস্তেকামাহ ১/১২৬), (সাফাদিয়্যাহ (২/৭৯), মাজমূ' ফাতাওয়া ২/২৭৫, ৫/৫৫, ৩১৫)
৬- ইমাম যাহাবী। (আল-উলু পৃ. ১৮)
৭- ইবনুল কাইয়্যেম। (ই'লামুল মুওয়াক্কে'ঈন ৪/২৬৭)।
৮- ইবন কাসীর। (ফাতাওয়া ইমামুল মুফতীন পৃ. ১৩)।

হাদীসটিকে যারা দুর্বল বলেছেন,

১- ইবনুল জাওযী, (দাফ'উ শুবাহি মান তামাররাদা (২৫৩-২৫৪)
২- ইবন কুতাইবাহ (তা'ওয়ীল মুখতালাফুল হাদীস (২২২)
৩- বাদরুদ্দীন ইবন জামা'আহ (ঈযাহুদ দলীল পৃ. ১৯৯)
৪- শাইখ আলবানী। (মিশকাত ৩/২৪৪), (যিলালুল জান্নাত ৩৩১) দ্ব'য়ীফাহ (১১/৩২১), (মুখতাসারুল উলু ১৯৩, ২৫০)

মোটকথা: হাদীসটি গ্রহযোগ্য। কারণ ওকী' ইবন হুদুসকে ইবন হিব্বান তাওসীক করেছেন। জাওযাকানী সাদূক বলেছেন। অনেকেই তার ব্যাপারে চুপ ছিলেন। যাহাবী তাওসীক করেছেন; ইবন হাজার মাকবুল বলেছেন। অর্থাৎ অপর বর্ণনা থাকলে। তার থেকে আরো বর্ণনা মুসনাদে আহমাদ এ এসেছে।
বিস্তারিত দেখুন, [http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=200307]

জুমু'আর দিন সম্পর্কে বলেছেন, "এই দিনে তোমাদের রব 'আরশের উপর উঠেছেন।"

এই হাদীস ইমাম শাফে'য়ী তাঁর মুসনাদে বর্ণনা করেছেন।[১০২]

এ হাদীসগুলো সবই সরাসরি আল্লাহ তা'আলা কর্তৃক 'আরশের উপরে উঠার কর্মবাচক গুণ সাব্যস্ত করছে। এসব হাদীসে 'ইস্তেওয়া' শব্দটি তাঁর জন্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম ব্যবহার করেছেন যা কোনো জাহমী বা মু'তাযিলী ব্যতীত কেউ অস্বীকার করতে পারে না।

এখন আমরা 'ইস্তেওয়া' শব্দের কয়টি অর্থ হতে পারে তা আমাদের সালাফে সালেহীন (সাহাবী, তাবে'য়ীন) মুফাসসিরীন, মুহাদ্দেসীন, আয়িম্মায়ে মুজতাহিদীন ও ভাষাবিদদের মত থেকে জেনে নিব।

১০২. মুসনাদ আশ-শাফে'য়ী পৃ. ৭০; আল-উম্ম (১/২০৮-২০৯); আবদুল্লাহ ইবন আহমাদ, আস-সুন্নাহ পৃ. ৫৬।

চতুর্থ অধ্যায়
'ইস্তেওয়া' শব্দের অর্থ

প্রথম পরিচ্ছেদ
আভিধানিক ও ব্যবহারবিধি অনুযায়ী ইস্তেওয়া এর অর্থ

ইস্তেওয়া শব্দটি কুরআন ও সুন্নাহ'র যেখানে যেখানে এসেছে সেখানে দু'টি নিয়ম থেকে মুক্ত নয়:

এক. উন্মুক্তভাবে আসা, অর্থাৎ ইস্তেওয়ার সাথে অর্থে পরিবর্তন আনয়নকারী কোনো অব্যয় যোগ করা হয়নি। তখন তার অর্থ হবে, পূর্ণতা প্রাপ্ত হওয়া। যেমন আল্লাহ তা'আলা কুরআনে কারীমে বলেছেন,

﴿وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُۥ وَٱسۡتَوَىٰٓ﴾ [القصص: ١٤]

"আর যখন তিনি তার শক্তিসামর্থ্যে পৌঁছলেন এবং পূর্ণতা প্রাপ্ত হলেন।" [সূরা আল-কাসাস, আয়াত: ১৪]

দুই. উন্মুক্তভাবে না আসা, অর্থাৎ ইস্তেওয়ার সাথে অর্থে পরিবর্তন আনয়নকারী কোনো অব্যয় যুক্ত হয়ে আসা। তখন তার তিন অবস্থা হতে পারে:

প্রথম অবস্থা: إلى যুক্ত হয়ে আসা। তখন 'ইস্তেওয়া' এর দু'টি অর্থ করা হয়ে থাকে:

এক. ইচ্ছা করা এবং এগিয়ে যাওয়া। এ অর্থটি ইবন কাসীর তার তাফসীরে বর্ণনা করেছেন। [১/২১৩]

দুই. উপরে উঠা, যা রবী ইবন আনাস থেকে বর্ণিত হয়েছে, আর ইমাম ইবন জারীর পছন্দ করেছেন। [১/৪৬৫-৪৫৭] অনুরূপ ইবন আবী হাতেম [১/৭৫] আর এ অর্থটি ইবনুল কাইয়্যেম তার মুখতাসারুস সাওয়ায়িক্বে করেছেন এবং তিনি এটার ওপর ভাষাবিদদের ইজমা' বর্ণনা করেছেন। [২/১২৬-১২৭]

কুরআনে কারীমে এ রকম দু'টি আয়াত এসেছে,

১- আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿ثُمَّ ٱسۡتَوَىٰٓ إِلَى ٱلسَّمَآءِ﴾ [البقرة: ٢٩]

"তারপর তিনি আকাশের উপর উঠলেন।" [সূরা আল-বাকারাহ, আয়াত: ২৯]

২- অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿ ثُمَّ ٱسۡتَوَىٰٓ إِلَى ٱلسَّمَآءِ وَهِيَ دُخَانٌ﴾ [فصلت: ١١]

"তারপর তিনি আকাশের উপর উঠলেন আর এটা ছিল ধোঁয়া।" [সূরা ফুসসিলাত, আয়াত: ১১]

বস্তুত তখন উপরে উঠা এবং ইচ্ছা করা দু'টি অর্থই হয়। যদিও বেশিরভাগ মুফাসসির প্রথম অর্থটি করেছেন এবং সেটাকে প্রাধান্য দিয়েছেন।

দ্বিতীয় অবস্থা: واو দিয়ে সেটা কোনো কিছুর সাথে থাকার কর্মবাচ্য مفعول معه হিসেবে ব্যবহৃত

হওয়া। তখন 'ইস্তেওয়ার অর্থ হয়, কোনো কিছু সমান সমান হওয়া। যেমন আরবী ভাষায় বলা হয়, استوى الماء والخشبة অর্থাৎ "পানি ও কাঠ সমপর্যায়ে আছে"।

তৃতীয় অবস্থা: على দিয়ে ব্যবহৃত হওয়া। তখন তার অর্থ হয়:

১- উপরে উঠা। আরবীতে তা তিনটি শব্দের মাধ্যমে বর্ণনা করা হয়েছে।

এক. ارتفع। উপরে উঠা। আর বিশর ইবন 'উমার ইবনুল হিকাম আয-যাহরানী আল-আযদী বলেন, আমি একাধিক মুফাসসিরদের থেকে তা শুনেছি। তারা সেটাকে আবুল 'আলীয়া থেকে বর্ণনা করেছেন। তা ইমাম বুখারী তার সহীহতে মু'আল্লাক নিয়ে এসেছেন। কিতাবুত তাওহীদে [৯/২২১] অনুরূপভাবে তা ইমাম ইবন জারীর আত-ত্বাবারীও বর্ণনা করেছেন। [৮/১৩৮; সূরা ত্বা-হা এর আয়াতের তাফসীরে] তাছাড়া তা রবী' ইবন আনাস থেকেও বর্ণিত।[১০৩]

দুই. علا উপরে উঠা। আর তা মুজাহিদ ইবন জাবর রাহিমাহুল্লাহ থেকে সহীহ সনদে বর্ণিত হয়েছে। ইমাম বুখারী তার সহীহতে তা মু'আল্লাক হিসেবে নিয়ে এসেছেন। কিতাবুত তাওহীদ [৯/২২১] যা ফিরইয়াবী তার কিতাবে সনদসহ বর্ণনা করেছেন।[১০৪] অনুরূপভাবে তা ভাষাবিদ আবুল 'আব্বাস সা'লাব বলেছেন।[১০৫] অনুরূপভাবে তা ইমাম ইবন জারীর আত-ত্বাবারীও বর্ণনা করেছেন।[১০৬]

তিন. صعد উপরে উঠা। ইমাম বাগাওয়ী তা আবু উবাইদাহ মা'মার ইবনুল মুসান্না থেকে বর্ণনা করেছেন। আর ইমাম বাইহাকী সনদসহ তা ইবন 'আব্বাস থেকে আবু সালেহ ও কালবীর মাধ্যমে বর্ণনা করেছেন, সূরা আল-বাকারাহ এর আয়াতের তাফসীরে।[১০৭]

'ইস্তেওয়া' শব্দের অর্থে এ তিনটি প্রতিশব্দ ব্যবহারের ব্যাপারে সকল সালাফে সালেহীনের ঐকমত্য আমরা লক্ষ্য করি। আর তা বিভিন্ন ভাষাবিদরাও উল্লেখ করে থাকেন।

ইস্তেওয়া এর সাথে على যুক্ত হওয়ার সাথে আরও কিছু অর্থ ও তার সমাধান:

এছাড়াও 'ইস্তেওয়া' শব্দের সাথে যখন على যুক্ত হয়, তখন 'ইস্তেওয়া' এর আরও দু'টি প্রতিশব্দের ব্যবহার দেখতে পাই, যা সরাসরি অর্থের চেয়েও একটু বেশি সাব্যস্ত করে। সে দু'টি শব্দ হচ্ছে,

২- استقر উপরে উঠা ও সেখানে থাকা বা অবস্থান করা। ইমাম বাগাওয়ী কালবী ও মুকাতিল থেকে বর্ণনা করেছেন।[১০৮] বস্তুত এ অর্থটি আগের তিনটি প্রতিশব্দের চেয়ে বেশি ব্যাপক অর্থ প্রদান করে। কারণ আগের তিনটি প্রতিশব্দ শুধু এটাই বুঝাতো যে, আল্লাহ তা'আলা 'আরশের উপর উঠেছেন। কিন্তু استقر বলা হলে তার অর্থ হয়, 'আরশের উপর উঠা এবং সেখানে থাকা।[১০৯]

---

১০৩. ইবন আবী হাতেম (৬/১৯২৫)।

১০৪. ইবন হাজার, তাগলীকুত তা'লীক (৫/৩৪৫)।

১০৫. শারহু উসুলে ই'তিকাদে আহলুস সুন্নাহ (৩/৩৯৯); যাহাবী, আল-আরবা'ঈন ফী সিফাতে রাব্বিল 'আলামীন, পৃ. ৩৭।

১০৬. (৮/১৩৮); সূরা ত্বা-হা এর আয়াতের তাফসীরে।

১০৭. আল-বাইহাকী, আল-আসমা ওয়াস সিফাত: ৮৭২।

১০৮. তাফসীরে বাগাওয়ী (৩/২৩৫)।

১০৯. মুহাম্মাদ ইবন সালেহ আল-উসাইমীন, শারহুর আকীদাতিল ওয়াসেত্বিয়্যাহ: (১/৩৩৩)।

তবে মৌলিকভাবে আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আত এ অর্থটিও সাব্যস্ত করে থাকেন। কারণ এ অর্থের সমর্থনে বহু হাদীস বিদ্যমান।

পরবর্তী কোনো কোনো আলেম এ অর্থটি অস্বীকার করেছেন। [শাইখ আবু আবদুর রহমান মুহাম্মাদ নাসেরুদ্দীন আল-আলবানী তার মুখতাসারুল 'উলু গ্রন্থে, শাইখ বকর আবু যাইদ, মু'জামুল মানাহিল লাফযিয়্যাহ গ্রন্থে] তাদের অস্বীকারের মূল কারণ দু'টি:

এক. এ শব্দে সরাসরি কোনো আয়াত বা হাদীস না আসা।

দুই. আরবী ভাষাবিদদের নিকট এ শব্দের আরেকটি অর্থ আরামের সাথে স্থির হওয়া।[১১০] আর আল্লাহর জন্য এমন একটি জিনিস সাব্যস্ত করতে হলে সরাসরি দলীল লাগবে। সেটা তাদের কাছে প্রমাণিত হয়নি বলেই তারা সেটা স্বীকার করার ক্ষেত্রে দ্বিমত পোষণ করেছেন।

বস্তুত এ ব্যাপারে তাদের ওযর রয়েছে, তারা কখনো সেসব মু'আত্তিলা বা আল্লাহর গুণকে অর্থশূন্যকারীর দলের লোক নয়। তারা আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের লোক; তারা শুধু সে অর্থটি প্রমাণিত হওয়া কিংবা শব্দটির অপর যে অর্থটি প্রচলিত আছে সেটা সাব্যস্ত করা নিয়ে মতভেদ করেছেন। সুতরাং এ ব্যাপারে কোনো কোনো নব্য জাহমিয়্যার কথা বলার কিছু নেই। যুগ যুগ ধরেই আলেমগণ কোনো শব্দ ব্যবহারের ব্যাপারে সাবধানতা অবলম্বন করেছেন। কিন্তু তারা মৌলিকভাবে আল্লাহর জন্য 'আরশের উপর উঠা এবং 'আরশের উপর আমাদের রবের থাকার বিষয়টি বিশ্বাস করে থাকেন।

কিন্তু যারা আরবী ভাষাবিদ তারা এ অর্থটিকে সাব্যস্ত করেছেন, ফলে দেখা যায় এ অর্থটি অনেক মুফাসসির ও অনেক ভাষাবিদ বর্ণনা করেছেন। যেমন,

- আবুল ফাতহ সুলাইম ইবন আইয়্যুব আর-রাযী (৪৪৭ হিজরী)।[১১১]
- অনুরূপভাবে ইমাম ইবন আবদুল বার (৪৬৩ হিজরী) তার তামহীদ গ্রন্থে বলেছেন, الاستواء: الاستقرار في العلو، بهذا خاطبنا الله عزّ وجلّ "ইস্তেওয়া হচ্ছে উপরে অবস্থান করা, আর এটাই আমাদেরকে আল্লাহ জানিয়েছেন।[১১২]
- শাইখুল ইসলাম আল-আনসারী আল-হারওয়ী (৪৮১ হিজরী)।
- ইমাম বাগাওয়ী (৫১০ হিজরী) কালবী ও মুকাতিল থেকে বর্ণনা করেছেন।[১১৩]
- আবু আহমাদ আল-কারজী (৫৩২ হিজরী)।[১১৪] তিনি খলীফা আল-কাদের বিল্লাহ (৪২২ হিজরী) থেকে যে আকীদাহ বর্ণনা করেন, যা "আল-ই'তিক্বাদুল কাদেরী" নামে খ্যাত, তাতে এসেছে,

  « كان ربنا عزّ وجلّ واحد لا شيء معه، ولا مكان يحويه، فخلق كل شيء بقدرته، وخلق العرش لا لحاجة

১১০. ইবনুল কাইয়্যেম, আস-সাওয়া'য়িকুল মুরসালাহ ৪/১২৮৮; যাহাবী, আল-'উলু (২/১৩০৩)।

১১১. আয-যাহাবী, আল-উলু, ১৮০।

১১২. আত-তামহীদ (৭/১৩১)।

১১৩. তাফসীরে বাগাওয়ী (৩/২৩৫)।

১১৪. আল-'উলু ২৩৯।

إليه، فاستوى عليه استواء استقرار كيف شاء وأراد، لا استقرار راحة كما يستريح الخلق.

"আমাদের মহান রব তিনি এক, তাঁর সাথে আর কেউ নেই, কোনো স্থান তাকে পরিবেষ্টন করতে পারে না। তিনি সবকিছু সৃষ্টি করেছেন তার ক্ষমতা বলে, আর 'আরশও তিনি সৃষ্টি করেছেন তবে সেটার প্রতি তাঁর কোনো প্রয়োজনের কারণে নয়, তারপর তিনি তার উপর উঠেছেন, সেখানে অবস্থানের জন্য উপরে উঠা, যেভাবে তিনি ইচ্ছা করেছেন ও চেয়েছেন, তবে আরাম করার জন্য অবস্থান করা নয় যেমনটি সৃষ্টিকুল আরাম করার জন্য অবস্থান করে থাকে।"[১১৫]

- অনুরূপভাবে শাইখুল ইসলাম ইবন তাইমিয়্যাহ (৭২৮ হিজরী) রাহিমাহুল্লাহও তাঁর শারহু হাদীসুন নুযূল গ্রন্থে এ অর্থটি বর্ণনা করেছেন।[১১৬]

তাছাড়া দারউ তা'আরাদ্বুল আকলি ওয়ান নাকলি গ্রন্থে তিনি সুলতান মাহমূদ সবুক্তগীনের আকীদাহ বর্ণনা করতে গিয়েও তা বর্ণনা করেছেন। সেখানে এসেছে,

فاستوى على استواء استقرار كيف شاء وأراد لا استقرار راحة كما يستريح الخلق

"তিনি 'আরশের উপর উঠেছেন, আর তাতে অবস্থান করেছেন যেভাবে তিনি ইচ্ছা করেছেন এবং চেয়েছেন; তবে কোনোভাবেই আরাম করার জন্য বলা যাবে না, যেমনটি মানুষ আরাম করে থাকে।"[১১৭]

- অনুরূপভাবে ইবনুল কাইয়্যেম (৭৫১ হিজরী) রাহিমাহুল্লাহও তাঁর বিভিন্ন গ্রন্থে এটিকে কোনো প্রকার বিরোধিতা ছাড়াই বর্ণনা করেছেন।[১১৮]

فَلهم عِبَارَات عَلَيْهَا أَربع *** قد حصلت للفارس الطعان ...

وَهِي اسْتَقر وَقد علا وَكَذَلِكَ ار تفع الَّذِي مَا فِيهِ من نكران ...

وكذاك قد صعد الَّذِي هُوَ رَابِع وَأَبُو عُبَيْدَة صَاحب الشَّيْبَانِيِّ ...

يخْتَار هَذَا القَوْل فِي تَفْسِيره *** أَدْرِي من الجهمي بِالْقُرْآنِ ...

"তাদের এ ব্যাপারে চারটি প্রতিশব্দ; যা এ ময়দানের সাওয়ারীর অর্জিত হয়েছে,

আর তা হচ্ছে, (ইস্তাক্কাররা) উপরে অবস্থান করা, উপরে উঠা, অনুরূপ ঊর্ধ্বে উঠা, যাতে কোনো সমস্যা নেই।

অনুরূপ "উপরে আরোহণ করা", যা চতুর্থ অর্থ। আর ইমাম আবু আবদুল্লাহ আশ-শাইবানীর ছাত্র তার তাফসীরে এ অর্থগুলো পছন্দ করেছেন। তিনি অবশ্যই জাহমী থেকে কুরআন সম্পর্কে

---

১১৫. আল-ই'তিকাদুল কাদেরী, পৃ. ৩; আল-মুন্তাযাম (১৫/২৮০-২৮২); ইবন কাসীর, আর-বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ (১২/২৬-৪৯); যাহাবী, তারীখুল ইসলাম (২৮/২৬৮-২৮৬)।

১১৬. শারহু হাদীসুন নুযুল, পৃ. ৩৯০।

১১৭. দারউ তা'আরাদ্বুল আকলি ওয়ান নাকলি (৬/২৫৩-২৫৪; ইবনুল কাইয়্যেম, আস-সাওয়া'য়িকুল মুরসালাহ (৪/১২৮৮)।

১১৮. আন-নূনিয়া।

ভালো জানেন।"[১১৯]

এ বিষয়ে আমাদের শাইখ আবদুল্লাহ আল-গুনাইমান হাফিযাহুল্লাহও আলোচনা করে তা সাব্যস্ত করেছেন।[১২০]

৩- جلس وقعد বসা বা আসীন হওয়া। এ অর্থটি কোনো কোনো সালাফদের থেকে বর্ণিত হয়েছে। এর কারণ চারটি:

এক. 'মাকামে মাহমূদ' এর তাফসীরে এসেছে, আল্লাহ তা'আলা তার নবীকে 'আরশে তাঁর সাথে বসানো সংক্রান্ত বর্ণনাগুলো। এ বর্ণনাগুলোর অধিকাংশই দুর্বল। তবে প্রখ্যাত তাবে'য়ী মুজাহিদ ইবন জাবর রাহিমাহুল্লাহ থেকে তা বিশুদ্ধভাবে বর্ণিত হয়েছে।

দুই. হাবশায় এক নারী নির্যাতিত হওয়া সংক্রান্ত হাদীসে সে নারী বলেছিল, "যেদিন আল্লাহ তাঁর কুরসীতে বসবেন" যা ইমাম ইবন খুযাইমাহ বর্ণনা করেছেন। এ বর্ণনাটি শুদ্ধ হওয়া না হওয়া নিয়ে বিস্তর মতভেদ রয়েছে।

তিন. তাছাড়া কুরসী আল্লাহর পা রাখার স্থান সংক্রান্ত ইবন 'আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহুমার 'আছার' থেকেও তা বুঝা যায়। এটি সহীহ সনদ দ্বারা সাব্যস্ত হয়েছে। আর তা থেকে কেউ কেউ বসার বিষয়টি ধরে নিয়েছে। কিন্তু কথার দাবি দিয়ে ধরে নেয়ার এ নীতিতে সাধারণত সিফাত সাব্যস্ত করা হয় না। এ জন্য বর্তমান সালাফী আলেমগণের কেউই এ 'আসার' থেকে বসার বিষয়টি সাব্যস্ত করেন না।

চার. সালাফদের থেকে বেশি কিছু বর্ণনা এসেছে যার মাধ্যমে কেউ কেউ এ অর্থ সাব্যস্ত করেছেন বলে বর্ণিত হয়েছে। তন্মধ্যে শা'বীর বর্ণনায় ইবন 'আব্বাস থেকে (যা সনদের দিক থেকে কর্তিত), আবু ইসহাক আস-সাবি'ঈ, আস-সাওরী, আল-আ'মাশ, ইসরাইল, আবদুর রহমান ইবন মাহদী, আবু আহমাদ আয-যাবীরী, ওকী', আহমাদ ইবন হাম্বল প্রমুখ থেকে বর্ণনা করা হয়। কিন্তু অধিকাংশ সনদই বিতর্কিত।

আর উপরোক্ত বর্ণনাগুলো সাব্যস্ত হয়েছে কি হয়নি এ ব্যাপারে মতভেদ নিয়েই এ অর্থটি সাব্যস্ত করা হবে কি হবে না তা নির্ভর করছে। যারা সেগুলোকে দুর্বল বলেছেন, তারা তা সাব্যস্ত করেননি। আর যারা সেগুলোকে শক্তিশালী বলেছেন তারা তা সাব্যস্ত করেছেন।

সুতরাং তারাও মূলত আল্লাহর সিফাত সাব্যস্তকারী। তাদের সাথে প্রথম অর্থসমূহ সাব্যস্তকারীদের মধ্যে বিশ্বাসগত ও নীতিগত কোনো পার্থক্য নেই। শুধুমাত্র অর্থটি দলীল প্রমাণ দ্বারা সাব্যস্ত হওয়া বা না হওয়া নিয়েই তাদের মতপার্থক্য। এ ব্যাপারে মতভেদ দেখিয়ে যেসব জাহমী ঘোলা পানিতে মাছ শিকার করার চেষ্টা করছে তাদের জানা উচিত, এরা সবাই অর্থাৎ যারা এ অর্থটি সাব্যস্ত করে আর যারা সাব্যস্ত করে না, সবাই একমত যে, যদি এ ব্যাপারে হাদীস শুদ্ধ হয় তবে তারাও সেটা বলবে। তাদের কাছে আল্লাহর 'বসা' তাঁর হাত, পা, আঙ্গুল, চেহারা, চোখ, 'আরশের উপর উঠা, প্রথম আসমানে অবতরণ, হাসা, আশ্চর্য হওয়ার চেয়ে তা কোনোভাবেই বেশি নয়। তারা সবাই দলীলের ভিত্তিতেই চলে, আর দলীলের ভিত্তিতেই থামে।

এ ব্যাপারে সংক্ষিপ্ত কথা হচ্ছে, যা শাইখ আবদুর রহমান ইবন নাসের আস-সা'দী বলেছেন,

১১৯. নূনিয়াতু ইবনিল কাইয়্যেম, কবিতার ছত্র নং ১৩৫৩-১৩৫৬।

১২০. দেখুন, শারহু কিতাবুত তাওহীদ মিন সহীহিল বুখারী (১/৩৫৬)।

«نثبت أنه استوى على عرشه استواء يليق بجلاله، سواء فُسِّر ذلك: بالارتفاع، أو بعلوه على عرشه، أو بالاستقرار، أو الجلوس، فهذه التفاسير واردة عن السلف، فنثبت لله على وجه لا يماثله ولا يشابهه فيها أحد، ولا محذور في ذلك إذا قرنَّا بهذا الإثبات نفي مماثلة المخلوقات»

"আমরা আমাদের রবের 'আরশের উঠাকে সাব্যস্ত করি, তা যেভাবে তাঁর সম্মান ও মর্যাদার সাথে উপযোগী ও সামঞ্জস্যপূর্ণ, সেটাকে যেভাবেই তাফসীর করা হোক না কেন, চাই সেটাকে উপরে উঠা বলা হোক, অথবা তাঁর 'আরশে উপর উঠা বলা হোক, অথবা 'আরশের উপরে অবস্থানের কথাই বলা হোক অথবা বসা বলা হোক। এসব তাফসীর সালাফদের থেকে এসেছে। আমরা সেগুলোকে এমনভাবে সাব্যস্ত করবো যা অন্য কারও মতো বা কারও সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ হওয়া থেকে মুক্ত। আর এতে কোনো নিষিদ্ধ কিছু নেই, যদি এ সাব্যস্তকরণ সৃষ্টির কারও সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ হওয়া থেকে মুক্ত ঘোষণা করা যায়।"[১২১]

১২১. আল-আজওয়িবাতুস সা'দিয়্যাহ 'আলাল মাসায়িলিল কওয়াইতিয়্যাহ পৃ. ১৪৬।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

কুরআনের অন্যত্র 'ইস্তেওয়া' শব্দের অর্থ উপরে উঠা

এ হচ্ছে রাব্বুল আলামীনের 'ইস্তেওয়া'; আরবী ভাষাতে অন্যাদের জন্যেও যখন এ শব্দটি على বা إلى যোগে ব্যবহৃত হয় তখনও তা উপরে উঠা অর্থে এসেছে। এমনকি কুরআনুল কারীমেও সেভাবে মানুষের গুণ হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন,

﴿ فَإِذَا ٱسْتَوَيْتَ أَنتَ وَمَن مَّعَكَ عَلَى ٱلْفُلْكِ فَقُلِ﴾ [المؤمنون : ٢٨]

"অতঃপর যখন আপনি ও আপনার সাথীরা জাহাজের উপর উঠবেন তখন বলুন..."। [সূরা আল-মুমিনূন, আয়াত: ২৮]

﴿ لِتَسْتَوُۥا عَلَىٰ ظُهُورِهِۦ ثُمَّ تَذْكُرُوا۟ نِعْمَةَ رَبِّكُمْ إِذَا ٱسْتَوَيْتُمْ عَلَيْهِ﴾ [الزخرف: ١٣]

"যাতে করে তোমরা তার পিঠের উপর উঠতে পার, তারপর তোমাদের রবের নি'আমতকে স্মরণ করতে পার যখন তোমরা তার উপর উঠবে..।" [সূরা আয-যুখরুফ, আয়াত: ১৩]

﴿ مُّحَمَّدٌ رَّسُولُ ٱللَّهِ ۚ وَٱلَّذِينَ مَعَهُۥٓ أَشِدَّآءُ عَلَى ٱلْكُفَّارِ رُحَمَآءُ بَيْنَهُمْ .... كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْـَٔهُۥ فَـَٔازَرَهُۥ فَٱسْتَغْلَظَ فَٱسْتَوَىٰ عَلَىٰ سُوقِهِۦ يُعْجِبُ ٱلزُّرَّاعَ لِيَغِيظَ بِهِمُ ٱلْكُفَّارَ ۗ﴾ [الفتح: ٢٩]

"মুহাম্মাদ আল্লাহর রাসূল; আর তার সহচরগণ কাফিরদের প্রতি কঠোর, তাদের পরস্পরের প্রতি সহানুভূতিশীল; .... তাদের দৃষ্টান্ত হচ্ছে এমন একটি চারাগাছ, যা থেকে নির্গত হয় কচিপাতা, তারপর তা শক্ত ও পুষ্ট হয় এবং পরে কাণ্ডের উপর দাঁড়ায় দৃঢ়ভাবে যা চাষীর জন্য আনন্দদায়ক।" [সূরা আল-ফাতহ, আয়াত: ১৩]

অনুরূপ আয়াতে আল্লাহ বলেন,

﴿وَٱسْتَوَتْ عَلَى ٱلْجُودِيِّ ﴾ [هود: ٤٤]

"আর তা জুদী পাহাড়ের উপর উঠলো।" [সূরা হূদ, আয়াত: ৪৪]

সুতরাং বুঝা গেল যে, 'ইস্তেওয়া' শব্দটি যখন على বা إلى যোগে ব্যবহৃত হয়, তখন উপরে উঠার অর্থই সর্বজন স্বীকৃত।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

সত্তা অনুসারে গুণ হয়ে থাকে

আর এটাও জানা কথা যে, স্রষ্টা ও সৃষ্টির জন্য শব্দ এক রকম ব্যবহৃত হলেই তার ধরন এক রকম হওয়া জরুরী নয়। বরং আল্লাহর জন্য উপরে উঠার বিষয়টি তাঁর সম্মান ও মর্যাদার সাথে যেভাবে সামঞ্জস্যশীল সেভাবে হবে, আর সৃষ্টির জন্য উপরে উঠার বিষয়টি তার সাথে যেভাবে সামঞ্জস্যপূর্ণ হবে সেভাবে সাব্যস্ত করা হবে।

তবে মানুষের জন্য ব্যবহৃত হলেই তা আল্লাহর জন্য ব্যবহৃত হবে না বলে কেউ যেন না বলে। কারণ, আল্লাহ তা'আলা কুরআনে কারীমে এমন বহু গুণ নিজের জন্য সাব্যস্ত করেছেন, যেগুলোকে আবার তিনি বান্দার গুণ হিসেবেও সাব্যস্ত করেছেন, যেমন,

তিনি আল্লাহ নিজেকে সামী' (শ্রোতা) ও বাসীর (দ্রষ্টা) বলেছেন, [সূরা আশ-শূরা, আয়াত: ১১] অপর দিকে তিনি মানুষদেরকেও সামী' (শ্রোতা) ও বাসীর (দ্রষ্টা) বলেছেন। [সূরা আদ-দাহর, আয়াত: ০২]

তিনি আল্লাহ নিজেকে ক্বাদীর (সক্ষম) বলেছেন, [সূরা আল-বাক্বারাহ, আয়াত: ২০] অপর দিকে তিনি মানুষদেরকেও (সক্ষম) বলেছেন। [সূরা আল-মায়িদাহ, আয়াত: ৩৪; ফাতহ, আয়াত: ২১]

তিনি নিজেকে 'হাই' (জীবিত) গুণে গুণান্বিত বলেছেন, [সূরা আল-বাক্বারাহ, আয়াত: ২২৫] অপরদিকে তিনি মানুষদেরকেও 'হাই' (জীবিত) গুণে গুণান্বিত করেছেন, [সূরা আল-আম্বিয়া, আয়াত: ৩০]

তিনি নিজেকে 'ইরাদা' (ইচ্ছা) করার গুণে গুণান্বিত করেছেন, [সূরা ইয়াসীন, আয়াত: ৪২; বুরূজ, আয়াত: ১৬] অপরদিকে তিনি মানুষদেরকেও 'ইরাদা' (ইচ্ছা) করার গুণে গুণান্বিত করেছেন, [সূরা আল-বাক্বারাহ, আয়াত: ১০৮; আন-নিসা, আয়াত: ৮৮; আন-নিসা, আয়াত: ১৪৪; আল-আনফাল, আয়াত: ৬৭; আল-কাহাফ, আয়াত: ২৮ আরও অনেক]

তিনি নিজেকে 'আলীম' (জ্ঞানী) গুণে গুণান্বিত করেছেন, [সূরা আল-বাক্বারাহ, আয়াত: ২৯] অপরদিকে সৃষ্টিকেও তিনি অনুরূপ গুণ দিয়েছেন। [সূরা আল-হিজর, আয়াত: ৫৩; আয-যারিয়াত, আয়াত: ২৮]

তিনি নিজেকে 'কালাম' (কথা বলা) গুণে গুণান্বিত করেছেন, [সূরা আন-নিসা, আয়াত: ১৬৪] অনুরূপ তার সৃষ্টিকেও কালাম বা কথা বলার গুণে গুনান্বিত করেছেন। [সূরা ইউসুফ, আয়াত: ৫৩]

অনুরূপ আরও বহু দৃষ্টান্ত রয়েছে। আর সবার জানা বিষয় যে, আল্লাহর জন্য যেভাবে এসব গুণ সাব্যস্ত হবে মানুষের জন্য সেভাবে হবে না। আল্লাহর জন্য সাব্যস্ত হবে তাঁর সম্মান ও মর্যাদা অনুযায়ী, আর মানুষের জন্য সাব্যস্ত হবে তাদের অবস্থা অনুযায়ী। প্রত্যেক সত্তা অনুযায়ী তার গুণ নির্ধারিত হয়ে থাকে। আল্লাহর জন্য সাব্যস্ত হবে পূর্ণরূপে; আর মানুষের জন্য তা সাব্যস্ত হবে অপূর্ণরূপে।[১২২]

১২২. আশ-শানক্বীত্বী, মানহাজ ও দিরাসাত ফী আয়াতিল আসমা ওয়াস সিফাত, পৃ. ৫-৭।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

"ইস্তেওয়া 'আলাল 'আরশ" এর ব্যাপারে আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের আকীদাহ'র মৌলিক দিকসমূহ

আল্লাহ তা'আলা বলেছেন যে, তিনি 'আরশের উপর উঠেছেন।

﴿ ٱلرَّحۡمَٰنُ عَلَى ٱلۡعَرۡشِ ٱسۡتَوَىٰ ۝ ﴾ [طه: ٥]

"রহমান 'আরশের উপর উঠেছেন।" [সূরা ত্বা-হা, আয়াত: ০৫]

সুতরাং কোনো মানুষের ঈমান ও তাওহীদ ততক্ষণ শুদ্ধ হবে না, যতক্ষণ আল্লাহ তা'আলার জন্য এ গুণটি সাব্যস্ত না করবে। যতক্ষণ বিশ্বাস না করবে যে, তিনি স্বয়ং সত্তাগতভাবে তাঁর গুণসমেত সম্মানিত 'আরশের উপর উঠেছেন। যে 'আরশ সকল আসমান ও যমীনের উপরে, সকল সৃষ্টির উপরে, বাস্তবিক অর্থেই, কোনোরূপ রূপক অর্থে নয়। তিনি তাঁর সৃষ্টিকুল থেকে আলাদা। এতে কোনো ধরন নির্ধারণ করা যাবে না, শরীর বা দেহ সাব্যস্ত করে নয়, উদাহরণ দিয়ে নয়, অপব্যাখ্যা করে নয়, অর্থহীন করে নয় এবং বিকৃতি সাধন করে নয়।

আরও বিশ্বাস স্থাপন করতে হবে যে, আসমান তাঁকে বহন করে না, তাঁকে ছায়া দেয় না, তাঁকে পরিবেষ্টন করে না। 'আরশও তাঁকে বহন করে না, কুরসীরও তিনি সাহায্য নেন না, বরং তিনি তাঁর 'আরশের উপর, 'আরশকে তিনি পরিবেষ্টন করেন। তিনি 'আরশ ও তার চেয়ে নিম্ন যা কিছু আছে সবকিছু থেকে অমুখাপেক্ষী। নূরের পর্দা তাঁকে তাঁর সৃষ্টি থেকে পর্দাবৃত করে দেয় না, বরং তাঁর চেহারার আলোতে জলসে যাওয়া থেকে পর্দাসমূহ সৃষ্টিকে পর্দাবৃত করে

তিনি সৃষ্টিকে শত পর্দার পিছন থেকেও দেখেন, তাদের গোপন শলা-পরামর্শ শোনেন, ভালো কিংবা মন্দ যাই তারা করুক না কেন, আর তিনি জানেন অন্তরের অন্তঃস্থলে যা কিছু গোপন করেছে, যা কোনো অন্তর আড়াল করে রেখেছে। তিনি 'আরশের উপর থেকেই তাদের জীবন-জীবিকা নিয়ন্ত্রণ করেন, বরং সকল কিছুই তিনিই পরিচালনা করেন।

(ইস্তেওয়া 'আলাল 'আরশ) এর ব্যাপারে আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের আকীদাহ নিম্নোক্ত কয়েকটি পয়েন্টে আমরা তুলে ধরতে পারি:

১- আল্লাহ তা'আলা তিনি 'আরশের উপর উঠেছেন। এ 'উঠা' বাস্তব অর্থেই। এ ব্যাপারে কুরআন ও সুন্নায় যা এসেছে তা সাব্যস্ত করেন। তারা কোনো প্রকার অর্থ বিকৃতি করে তা সাব্যস্ত করার নীতি গ্রহণ করেন না। আর অর্থ না করে কেবল শব্দের ওপর ঈমান আনা যা কারও কারও নিকট 'তাফওয়ীদ্ব' নামে পরিচিত তা তাদের নীতি নয়। বরং তা জাহমিয়্যাহ সম্প্রদায়ের মত।

২- আল্লাহ তা'আলার 'আরশের উপর উঠা এটি একটি 'ফি'লী সিফাত' কর্মগত গুণ যা আল্লাহর ইচ্ছা ও চাওয়ার সাথে সম্পৃক্ত। তখন যা ইচ্ছা তা করেন। তাঁর কর্মে বাধা প্রদানকারী কেউ নেই।

৩- আল্লাহ তা'আলার 'আরশের উপর উঠা, তাঁর সবকিছুর উপরে থাকা অতিরিক্ত আরেকটি গুণ। কারণ সবকিছুর উপরে থাকা তাঁর সত্তাগত গুণ যা মানব মনের স্বাভাবিক নীতি, বিবেকের যুক্তি, সকল জাতির ঐকমত্য দ্বারা সাব্যস্ত। কিন্তু 'আরশের উপর উঠার বিষয়টি

তিনি বা তাঁর রাসূল না জানালে আমাদের জানার কোনো সুযোগ নেই।

৪- 'আরশের উপর উঠা' এ কথাটি আমরা বুঝি; কিন্তু তিনি কীভাবে 'আরশের উপর উঠলেন সেটা আমাদের কারও জানা নেই। এ জন্য সুফইয়ান আস-সাওরী, আল-আওযা'ঈ, লাইস ইবন সা'দ, সুফইয়ান ইবন 'উয়াইনাহ, আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারকসহ বিখ্যাত মুহাদ্দিস ও ফকীহ ইমামগণ বলতেন, أمروها كما جاءت بلا كيف "এ ভাষ্যগুলোকে কোনো প্রকার ধরন নির্ধারণ ব্যতীত সাব্যস্ত করে যাও।"[১২৩] এখানে লক্ষণীয় যে তারা সবাই 'ধরন নির্ধারণ ব্যতীত' কথাটি বলেছেন। সুতরাং অর্থ সাব্যস্ত যদি না করা হয় তাহলে এ 'ধরন নির্ধারণ ব্যতীত' কথাটি মূল্য থাকে না।

৫- 'আরশের উপর উঠা'র ধরন সম্পর্কে প্রশ্ন করা বিদ'আত বা নতুন বিষয়; কারণ সাহাবায়ে কেরাম এ প্রশ্নটি তুলেননি; তারা জানতেন যে, এটি গায়েবী বিষয়; আর গায়েবী বিষয়ে যতটুকু আল্লাহ জানিয়েছেন ততটুকুতেই আমাদের সীমাবদ্ধ থাকতে হবে। কোনো কোনো সাহাবী, তাবে'য়ী এবং তাবে তাবে'য়ীদের স্পষ্টভাবে ধরন সম্পর্কে প্রশ্ন করাকে বিদ'আত বলা হয়েছে।

৬- 'আরশের উপর উঠা'র ধরনের প্রকৃত বিষয়টি আল্লাহর ওপর ছেড়ে দিতে হবে। তবে এর অর্থ এটা নয় যে, 'আরশের উপর উঠার কোনো ধরন নেই, বরং ধরন আছে; কারণ যেকোনো কাজ ও বস্তুরই একটি ধরন আছে; কিন্তু আল্লাহ তা'আলার 'আরশের উপর উঠার ধরণ আল্লাহও বলেননি, তাঁর রাসূলও বলেননি, তাঁর সাহাবীগণও নির্ধারণ করে কিছু বলেননি, আর আমরা আল্লাহকেও দেখিনি, তাঁর মতোও কাউকে দেখিনি, আমাদের বিবেকের যুক্তি দ্বারা নির্ধারণ করা অসম্ভব। সুতরাং ধরন নির্ধারণ করার কোনো সুযোগ নেই। তবে অর্থ অবশ্যই জানা আছে। কারণ, সালাফগণ এর অর্থ করেছেন, স্পষ্ট করে বর্ণনা দিয়েছেন, যারা অর্থ করে না সেসব জাহমিয়্যাহ সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে লড়েছেন, বই লিখেছেন। আর এ 'ইস্তেওয়া' শব্দটি একেবারে স্পষ্ট ও প্রকাশিত আরবী শব্দ, যার অর্থ আরবী ভাষার অভিধানে পাওয়া যায়। সুতরাং অর্থ করতে হবে, অর্থ না করলে জাহমিয়্যাহ ফেরকার লোকদের অন্তর্ভুক্ত হবে।

৭- আল্লাহ তা'আলা কর্তৃক 'আরশের উপর উঠার বিষয়টি কখনও মুতাশাবিহ বা অস্পষ্ট আয়াতসমূহের অন্তর্ভুক্ত নয়। কেননা আল্লাহর সিফাতের আয়াতগুলোর কোনোটিই মুতাশাবিহ বা অস্পষ্ট আয়াতসমূহের অন্তর্ভুক্ত নয়। সালাফে সালেহীন এগুলোর অর্থ করেছেন যা আমরা ইতোপূর্বে দেখিয়েছি।

৮- আল্লাহ তা'আলা কর্তৃক 'আরশের উপর উঠার বিষয়টি কখনও সৃষ্টিকুলের কারও উঠার মতো নয়। কারণ, যেভাবে তার সত্তার অস্তিত্ব আমরা স্বীকার করি ধরণ না জেনেও, তেমনিভাবে তার গুণের ধরন না জেনেও আমরা তা মানতে বাধ্য।

৯- সবচেয়ে বড় সৃষ্টি। 'আরশ আল্লাহর বহনকারী নয়। আল্লাহ তা'আলা স্বয়ং 'আরশ ও তার বাহকসহ সকল সৃষ্টির রক্ষাকারী।

১০- আল্লাহ তা'আলার 'আরশ সবকিছুর উপর। মহান আল্লাহ তাঁর 'আরশের উপরে অর্থাৎ

১২৩. মারাসীলে আবী দাঊদ, পৃ. ১৮২; আস-সিফাত লিদ দারাকুতনী, ৭১; আল-উলু পৃ. ১৫৬, সিয়ার (৮/৪৬৭); আকীদাতুস সালাফ পৃ. ৬৮; বাইহাক্বী, আল-আসমা ওয়াস সিফাত (২/১৫৮, ৩০৭)।

সবকিছুর উপরে। তাঁর কাছে আমলনামা উত্থিত হয়, ফিরিশতারা উঠেন, রূহ উপরে নীত হয়, হাত তার দিকেই তোলা হয়। সুতরাং মহান আল্লাহর জন্য সাব্যস্ত হবে, সত্তাগতভাবে উপরে থাকা, ক্ষমতা ও মর্যাদাগত উপরে থাকা, গুণগতভাবে উপরে থাকা।

১০- 'আরশ' শব্দের ভাষাগত দু'টি অর্থ রয়েছে, এক. কোনো কিছুর উপরস্থিত জিনিস। সকল সৃষ্টির উপরে 'আরশ। দুই. বিছানা, যার উপর অবস্থান করা হয়। এ অর্থেও আল্লাহর তা'আলার 'আরশ প্রযোজ্য।

১১- 'আরশের উপরে থাকার পরও তিনি সৃষ্টির সবকিছু সম্পর্কে জানেন, দেখেন, শুনেন, সাহায্য-সহযোগিতা করেন, তাদের কর্মকাণ্ড তিনিই পরিচালনা করেন, এটাই তাঁর সাথে থাকার অর্থ। এটিই সালাফে সালেহীন ইমামগণ অর্থ করেছেন ও ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দিয়েছেন। এটা কোনো অপব্যাখ্যা নয় বা বিকৃতি নয়। এ ব্যাপারে জাহমিয়্যাহ, সর্বেশ্বরবাদী, অহংবাদী, সোহংবাদী ও হুলুলী সম্প্রদায় ব্যতীত অপর যাবতীয় ফেরকার লোকেরা আহলুস সুন্নাতের আকীদাহ'র বিরোধিতা করেনি।

১২- 'আরশের উপর থেকেও আল্লাহ তা'আলা বান্দার নিকটবর্তী হন, যেভাবে সেটা তার জন্য প্রযোজ্য। কুরআন ও হাদীসে যেখানে যেখানে আল্লাহর নিকটবর্তী হওয়ার কথা বর্ণিত হয়েছে, তা প্রকৃত অর্থেই নিকটবর্তী হওয়া। তবে তার ধরন আমাদের অজানা।

১৩- 'আরশের উপর থেকেও তিনি নিকটবর্তী আসমানে নাযিল হন, সেটার ওপর ঈমান আনতে হবে। তাঁর নাযিল বা অবতীর্ণ হওয়া প্রকৃত অর্থেই, সেটার ধরন আমাদের অজানা। এটা তার উপরে থাকাকে নিষেধ করে না। কারণ এটা আল্লাহর ব্যাপার, তাঁর সত্তার অস্তিত্ব যেভাবে ধরন না দেখে মানতে পারি, তেমনি তাঁর গুণাবলিও সেভাবে ধরন না দেখে মানতে হবে।

১৪- আসমান তাঁকে বহন করে না, তাঁকে ছায়াও দেয় না, আর আসমান তাঁকে ঘিরেও রাখতে পারে না। কোনো স্থান তাঁকে ঘিরে রাখে না বরং তিনি সবকিছুকে তাঁর জ্ঞান, ক্ষমতা ও পরিচালনা দ্বারা পরিবেষ্টন করে আছেন। সত্তাগতভাবে ঘিরে থাকা নয়, অনুরূপ সৃষ্টিও স্রষ্টার অভ্যন্তরে নয়।

১৫- 'আরশ তাঁকে বহন করে না, কুরসীরও সাহায্য তাঁর লাগে না। বরং তিনিই 'আরশ, কুরসী ও সেগুলার বাহকদেরকে তাঁর কুদরতে বহন করে আছেন। তিনিই আসমানকে তাঁর বড়ত্ব দিয়ে উপরে তুলে রেখেছেন, তাকে যমীনের উপর পড়ে যাওয়া থেকে নিয়ন্ত্রণ করে আছেন। ইবন 'আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহুমা বলেন, "যে কুরসীর অভ্যন্তরে আসমান ও যমীনের জায়গা হয় তা তাঁর দু' কদম রাখার স্থান, আর 'আরশের পরিমাণ যিনি সেটা সৃষ্টি করেছেন তিনি ব্যতীত আর কেউ জানে না। আর আসমানসমূহ আল্লাহ তা'আলার সৃষ্টির উপর যেন একটি মরুভূমির উপর একটি গম্বুজ।"[১২৪]

১৬-আল্লাহ তা'আলা 'আরশের মুখাপেক্ষী হওয়া থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত। কারণ, তিনি 'আস-সামাদ'। বরং সবাই তাঁর মুখাপেক্ষী। সবাই ফকীর, তিনিই হচ্ছেন দাতা।

১৭- 'আরশ ও কুরসী ভিন্ন ভিন্ন জিনিস। 'আরশের সামনে কুরসী একটি স্থান, যাতে আসমান-

---

১২৪. সহীহ, আবদুল্লাহ ইবন ইমাম আহমাদ, ৫৮৬; ইবন খুযাইমাহ, আত-তাওহীদ (১/২৪৮); হাকিম, মুস্তাদরাক (২/২৮২), এর সনদকে আলবানী রাহিমাহুল্লাহ মুখতাসারুল উলু গ্রন্থে সহীহ বলেছেন।

যমীন সহ সকল সৃষ্টির জায়গা হয়। তবুও 'আরশের সামনে কুরসীর কোনো তুলনা হয় না। কুরসী 'আরশের সামনে ফেলে রাখা একটি ছোট ভূমি ব্যতীত আর কিছু নয়। আর আল্লাহর 'আরশের পরিমাণ আল্লাহ ব্যতীত আর কেউ জানে না। মহান আল্লাহ সেখানে থেকেও তাঁর সৃষ্টির সকল অবস্থা জানেন, দেখেন। তাদের ডাক শুনেন ও তাদের প্রয়োজন পূরণ করেন।

১৮- কুরসী হচ্ছে 'আরশের সামনে থাকা মহান আল্লাহর পা রাখার স্থান, যা ইবন 'আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহুমা থেকে বর্ণিত হয়েছে। আর এটাই বিশুদ্ধ আকীদাহ যা একজন ঈমানদার পোষণ করবে, কখনও তা শুধু জ্ঞান নয়, বা শুধু রাজত্ব নয় যেমনটি ভ্রষ্ট লোকেরা বলে থাকে।

১৯- আল্লাহ তা'আলা তাঁর 'আরশের উপর কথাটি বুঝানোর জন্য বলতে হবে, তিনি তাঁর সৃষ্টি থেকে আলাদা। অর্থাৎ তিনি কখনও তাঁর সৃষ্টির কারও সাথে মিশে যাননি, কারও ভিতরে ঢুকে পড়েননি, কারও সাথে লেগে থাকেননি। সুতরাং তাঁকে সত্তাগতভাবে সব স্থানে আছে বলা কুফুরী।

২০- যে কেউ আল্লাহ তা'আলার 'আরশের উপর উঠার বিষয়টি অস্বীকার করবে, তাঁকে তাঁর সৃষ্ট আসমান ও যমীনের উপরে অবস্থিত 'আরশের উপর উঠা ও সেখানে থাকার বিষয়টি মানবে না, তাকে সৃষ্টিকুল থেকে আলাদা সত্তায় সৃষ্টিকুলের বাইরে মানবে না, সে কাফির হয়ে যাবে, আল্লাহ তা'আলার লা'নতের হকদার হবে। কারণ, সে কুরআন ও হাদীসের ভাষ্যকে অস্বীকার করছে।

২১- আল্লাহ তা'আলার 'আরশের সামনে সৃষ্টিজগত থেকে নূরের পর্দাসমূহ রয়েছে, যার কারণে সৃষ্টি পুড়ে অঙ্গার হয়ে যাচ্ছে না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«إِنَّ اللهَ لَا يَنَامُ وَلَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَنَامَ، يَرْفَعُ الْقِسْطَ وَيَخْفِضُهُ، وَيُرْفَعُ إِلَيْهِ عَمَلُ النَّهَارِ بِاللَّيْلِ، وَعَمَلُ اللَّيْلِ بِالنَّهَارِ»

"নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা ঘুমান না, তাঁর জন্য ঘুম উপযোগীও নয়, পাল্লা উপরে উঠান এবং নিচে নামান (বান্দার আমল অনুযায়ী), তাঁর কাছে দিনের আমল রাতে উপস্থাপন করা হয়, আর রাতের আমল দিনে তুলে ধরা হয়। তাঁর পর্দা হচ্ছে নূরের। যদি তিনি সে পর্দা উন্মুক্ত করতেন তবে তাঁর চেহারার আলোর ঝলকানি তাঁর সৃষ্টির যতটুকুতে তাঁর চোখ পড়ত সবটুকুই পুড়ে যেত।"[১২৫]

ইবন আবী শাইবাহ বলেন, 'তাঁর সেসব পর্দা, যা দিয়ে তিনি বান্দাদের থেকে নিজেকে আলাদা রেখেছেন, তা কখনও তাঁর বান্দাদের সবচেয়ে নিম্ন যমীনে যা আছে তা দেখতে ও শুনতে তার কোনো বাধা হয় না।[১২৬]

ইবন তাইমিয়্যাহ রাহিমাহুল্লাহ বলেন, তবে তাঁর পর্দাসমূহ সৃষ্টিকুলের নিকট তাঁর আলো আসতে বাধা দেয়। কারণ হাদীসে এসেছে, "তাঁর পর্দা হচ্ছে নূরের। যদি তিনি সে পর্দা উন্মুক্ত করতেন তবে তাঁর চেহারার আলোর ঝলকানি তাঁর সৃষ্টির যতটুকুতে তাঁর চোখ পড়ত সবটুকুই পুড়ে যেত"। এর অর্থ হচ্ছে, তাঁর চোখ সকল সৃষ্টিকে দেখে, কিন্তু তাঁর চেহারার আলো সেটা পর্দা দ্বারা আবৃত।[১২৭]

---

১২৫. সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১৭৯।

১২৬. আল-'আরশ, পৃ. ২৮৯।

১২৭. মাজমূ'উল ফাতাওয়া (৬/১০)।

ইমাম দারেমী বলেন, কে এ পর্দার পরিমাণ নির্ণয় করতে পারবে যা দিয়ে মহা প্রতাপশালী রব পর্দার অন্তরালে রয়েছেন? কে বলতে পারবে সেটা কেমন? তবে তিনি সবকিছুকে তাঁর ইলম বা জ্ঞানে পরিবেষ্টন করে আছেন। "সবকিছুর সংখ্যা তিনি গুনে রেখেছেন" [সূরা আল-জিন্ন, আয়াত: ২৮] এর দ্বারা প্রমাণিত হলো যে, তিনি সৃষ্টিকুল থেকে আলাদা, তাদের থেকে পর্দার আড়ালে। জিবরীল 'আলাইহিস সালাম আল্লাহর নৈকট্যবান ফিরিশতা হওয়া সত্ত্বেও সে পর্দার নিকটে যাওয়ার অধিকার রাখেন না।(১২৮)

ইবন 'আব্বাস রাদিয়াল্লাহু 'আনহুমা বলেন, "সবকিছু সম্পর্কে চিন্তা কর, কিন্তু আল্লাহ তা'আলা সম্পর্কে চিন্তা করো না; কারণ সপ্তম আসমান ও তাঁর কুরসীর মাঝখানে হাজার নূর। আর তিনি তার উপরে।"(১২৯)

চিন্তা না করার কারণ হচ্ছে আল্লাহ সম্পর্কে চিন্তা করে কোনো কূল কিনারা করতে কেউ পারবে না। কারণ চিন্তাজগত কেবল সৃষ্টির মাঝেই কার্যকর হয়, স্রষ্টার মাঝে নয়।

---

১২৮. দারেমী, আর-রাদ্দু আলাল জাহমিয়্যা ৩১; আল-রাদ্দু আলা বিশর আল-মারিসী ৫২৬।

১২৯. এর সনদ উত্তম। আসবাহানী, আত-তারগীব ওয়াত তারহীব (২/১৭৩); আবুশ শাইখ, আল-আযামাহ, বাইহাকী, আল-আসমা ওয়াস সিফাত: ৫৩০; সুয়ূতী, আল-জামে'উস সাগীর (১/১৩২); মানাওয়ী, ফাইদুল কাদীর (৩/২৯৩); সাখাওয়ী, আল-মাকাসিদুল হাসানাহ, ১৫৯; ইবন আবী শাইবাহ, আল-আরশ, ৩৪৩। ইমাম ইবন হাজার, ফাতহুল বারী, (১৩/৩৮২) বলেন, এর সনদ উত্তম।

পঞ্চম অধ্যায়

'আল্লাহ্ তা'আলার 'আরশের উপর উঠা' ও 'আরশের উপরে থাকা' এর সপক্ষে আরও কিছু পরোক্ষ প্রমাণ

প্রথম পরিচ্ছেদ

কুরআন থেকে আল্লাহ্ তা'আলার 'আরশের উপরে থাকার ব্যাপারে প্রমাণসমূহ

কুরআনুল কারীমের বহু আয়াতে আল্লাহ তা'আলাকে সবকিছুর উপরে অর্থাৎ যাতে পরোক্ষভাবে আল্লাহ তা'আলাকে তার 'আরশের উপর থাকার বিষয়টি সাব্যস্ত করা হয়েছে। যেমন,

১- তাঁর দিকে আমল উত্থিত হয়, আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿إِلَيۡهِ يَصۡعَدُ ٱلۡكَلِمُ ٱلطَّيِّبُ وَٱلۡعَمَلُ ٱلصَّٰلِحُ يَرۡفَعُهُۥۚ﴾ [فاطر: ١٠]

"তাঁরই দিকে পবিত্র বাণীসমূহ হয় উঠে যায় এবং সৎ কাজ, তিনি তা করেন উন্নীত।" [সূরা ফাতির, আয়াত: ১০] ইমাম তাবারী বলেন, 'মহান আল্লাহ বলেছেন, আল্লাহর দিকেই উঠে যায় বান্দা কর্তৃক তাঁকে স্মরণ করা এবং বান্দা কর্তৃক তাঁর প্রশংসা করা।[১৩০]

অনুরূপভাবে আল্লাহর বাণী,

﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِـَٔايَٰتِنَا وَٱسۡتَكۡبَرُواْ عَنۡهَا لَا تُفَتَّحُ لَهُمۡ أَبۡوَٰبُ ٱلسَّمَآءِ وَلَا يَدۡخُلُونَ ٱلۡجَنَّةَ حَتَّىٰ يَلِجَ ٱلۡجَمَلُ فِي سَمِّ ٱلۡخِيَاطِۚ﴾ [الأعراف: ٤٠]

"নিশ্চয় যারা আমাদের আয়াতসমূহে মিথ্যারোপ করে এবং তা সম্বন্ধে অহংকার করে, তাদের জন্য আকাশের দরজা খোলা হবে না এবং তারা জান্নাতেও প্রবেশ করতে পারবে না- যতক্ষণ না সূঁচের ছিদ্র দিয়ে উট প্রবেশ করে।" [সূরা আল-আ'রাফ, আয়াত: ৪০] ইমাম আবু সা'ঈদ উসমান ইবন সা'ঈদ আদ-দারেমী বলেন, এ আয়াত থেকে স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে যে, আল্লাহ তা'আলা সকল আসমানের উপরে; কারণ তিনি যদি আসমানের উপরে না হতেন তাহলে রূহ ও আমল উপরের আসমানের উপরের দিকে নিয়ে উঠানো হতো না, কোনো কাওমের জন্য আসমানের দরজা বন্ধ করা হতো না, অন্যদের জন্যও খোলা হতো না।[১৩১]

২- আল্লাহ তা'আলা তাঁর কোনো কোনো বান্দাকে তাঁর দিকে উপরে উঠিয়ে নিয়েছেন বলে ঘোষণা করেছেন, যা দ্বারা তাঁর উপরে থাকা প্রমাণিত হয়। যেমন,

- এক আয়াতে এসেছে,

﴿إِذۡ قَالَ ٱللَّهُ يَٰعِيسَىٰٓ إِنِّي مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ إِلَيَّ﴾ [آل عمران: ٥٥]

"স্মরণ করুন, যখন আল্লাহ বললেন, 'হে ঈসা! নিশ্চয় আমি আপনাকে পরিগ্রহণ করব, আমার নিকট আপনাকে উঠিয়ে নিব।" [সূরা আলে ইমরান, আয়াত: ৫৫]

---

১৩০. তাফসীর তাবারী (১২/২২)।

১৩১. আদ-দারেমী, আর-রাদ্দু আলাল জাহমিয়্যাহ, পৃ. ৩৫।

- অপর আয়াতে এসেছে,

﴿ بَل رَّفَعَهُ ٱللَّهُ إِلَيۡهِۚ وَكَانَ ٱللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمٗا ۝ ﴾ [النساء : ١٥٨]

"বরং আল্লাহ তাকে তাঁর নিকট তুলে নিয়েছেন এবং আল্লাহ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।" [সূরা আন-নিসা আয়াত: ১৫৮]

৩- তার দিকে ফিরিশতাগণ উঠে যান, সেদিকে আমল নামা উঠানো হয়। যেমন,

- এক আয়াতে এসেছে,

﴿ يُدَبِّرُ ٱلۡأَمۡرَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ إِلَى ٱلۡأَرۡضِ ثُمَّ يَعۡرُجُ إِلَيۡهِ فِي يَوۡمٖ كَانَ مِقۡدَارُهُۥٓ أَلۡفَ سَنَةٖ مِّمَّا تَعُدُّونَ ۝ ﴾

[السجدة : ٥]

"তিনি আসমান থেকে যমীন পর্যন্ত সমুদয় বিষয় পরিচালনা করেন, তারপর সব কিছুই তাঁর সমীপে উত্থিত হবে এমন এক দিনে যার পরিমাণ হবে তোমাদের গণনা অনুসারে হাজার বছর।" [সূরা আস-সাজদাহ, আয়াত: ০৫]

- অনুরূপ অপর আয়াতে এসেছে,

﴿يَعۡلَمُ مَا يَلِجُ فِي ٱلۡأَرۡضِ وَمَا يَخۡرُجُ مِنۡهَا وَمَا يَنزِلُ مِنَ ٱلسَّمَآءِ وَمَا يَعۡرُجُ فِيهَاۚ وَهُوَ ٱلرَّحِيمُ ٱلۡغَفُورُ ۝ ﴾

[سبا: ٢]

"তিনি জানেন যা যমীনে প্রবেশ করে এবং যা তা থেকে নির্গত হয়, আর যা আসমান থেকে নাযিল হয় এবং যা কিছু তাতে উত্থিত হয়। আর তিনি পরম দয়ালু, অতিশয় ক্ষমাশীল।" [সূরা সাবা, আয়াত: ০২]

- অনুরূপ অপর আয়াতে এসেছে,

﴿مِّنَ ٱللَّهِ ذِي ٱلۡمَعَارِجِ ۝ تَعۡرُجُ ٱلۡمَلَٰٓئِكَةُ وَٱلرُّوحُ إِلَيۡهِ فِي يَوۡمٖ كَانَ مِقۡدَارُهُۥ خَمۡسِينَ أَلۡفَ سَنَةٖ ۝ ﴾

[المعارج: ٣، ٤]

"এটা আসবে আল্লাহর কাছ থেকে, যিনি ঊর্ধ্বারোহনের সোপানসমূহের অধিকারী। ফিরিশতা এবং রূহ আল্লাহর দিকে ঊর্ধ্বগামী হয় এমন এক দিনে, যার পরিমাণ পঞ্চাশ হাজার বছর।" [সূরা আল-মা'আরিজ, আয়াত: ৩-৪] ইমাম মুজাহিদ বলেন, 'যিল মা'আরিজ' এর অর্থ, ফিরিশতাগণ আল্লাহর দিকে উঠে যান।[১৩২] তাবারী বলেন, মহান আল্লাহ বলেন, 'ফিরিশতাগণ এবং রূহ' অর্থাৎ জিবরীল তাঁর দিকে অর্থাৎ মহান আল্লাহর দিকে উঠে যান, এখানে তাঁর বলে আল্লাহকে বুঝানো হয়েছে।[১৩৩]

৪. আল্লাহ তা'আলা মানুষের রব, তারা তাকে তাদের উপরে থেকে ভয় পায়, যেমন,

- অন্য আয়াতে এসেছে,

﴿ يَخَافُونَ رَبَّهُم مِّن فَوۡقِهِمۡ وَيَفۡعَلُونَ مَا يُؤۡمَرُونَ ۩ ۝ ﴾ [النحل: ٥٠]

"তারা ভয় করে তাদের উপরস্থ তাদের রবকে এবং তাদেরকে যা আদেশ করা হয় তারা তা

১৩২. বুখারী (১৩/৪২৬); তা'লীক।

১৩৩. জামে'উল বায়ান (১৪/২৯)।

করে।" [সূরা আন-নাহল, আয়াত: ৫০] ইমাম ইবন খুযাইমাহ বলেন, মহান আল্লাহ আমাদেরকে এ আয়াতে জানালেন যে, আমাদের রব তার ফিরিশতাদের উপরে, আসমানসমূহের উপরে, যমীনে বিচরণকারী সবকিছুর উপরে। তিনি আরও জানিয়ে দিলেন যে, ফিরিশতাগণ তাদের উপরে থাকা তাদের রবকে ভয় করেন।[১৩৪]

৫. আল্লাহ তা'আলাকে আসমানের উপরে বলে ঘোষণা করা হয়েছে, আল্লাহ বলেন,

﴿ءَأَمِنتُم مَّن فِي ٱلسَّمَآءِ أَن يَخۡسِفَ بِكُمُ ٱلۡأَرۡضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ ۝١٦ أَمۡ أَمِنتُم مَّن فِي ٱلسَّمَآءِ أَن يُرۡسِلَ عَلَيۡكُمۡ حَاصِبٗاۖ فَسَتَعۡلَمُونَ كَيۡفَ نَذِيرِ ۝١٧﴾ [الملك: ١٦، ١٧]

"তোমরা কি এ থেকে নির্ভয় হয়েছ যে, যিনি আসমানে রয়েছেন তিনি তোমাদেরকে সহ যমীনকে ধ্বসিয়ে দেবেন, অতঃপর তা হঠাৎ করেই থর থর করে কাঁপতে থাকবে? অথবা তোমরা কি এ থেকে নির্ভয় হয়েছ যে, আসমানে যিনি রয়েছেন তিনি তোমাদের উপর কংকরবর্ষী ঝঞ্ঝা পাঠাবেন? তখন তোমরা জানতে পারবে কিরূপ ছিল আমার সতর্কবাণী!" [সূরা আল-মুলক, আয়াত: ১৬-১৭]

উল্লেখ্য, কোথাও কোথাও কুরআনের আয়াত ও হাদীসে আল্লাহ তা'আলাকে আসমানে বলা হয়েছে, আর আমরা অপরাপর আয়াত ও হাদীস থেকে স্পষ্টভাবে জেনেছি যে, আল্লাহ তা'আলা 'আরশের উপর উঠেছেন এবং তিনি 'আরশের উপরই আছেন। এ দু'য়ের মধ্যে কোনো বিরোধ নেই। কারণ,

এক. আসমান বলতে উপরিভাগ বুঝায়; সুতরাং যেখানে যেখানে আল্লাহ তা'আলাকে আসমানে বা 'সামা'তে বলা হয়েছে তার অর্থ সর্বোচ্চ স্থান 'আরশের উপর বুঝে নিতে হবে।

দুই. কোথাও কোথাও আরবী 'ফী' শব্দ এসেছে, যার অর্থ 'মধ্যে' হওয়া যেমন বুঝায় তেমনি তার অর্থ 'আলা' বা 'উপরে'ও হয়। যেমন আল্লাহর বাণী, ﴿فَسِيحُواْ فِي ٱلۡأَرۡضِ أَرۡبَعَةَ أَشۡهُرٖ﴾ [التوبة: ٢] "সুতরাং তোমরা যমীনের উপর বিচরণ কর চারমাস।" [সূরা আত-তাওবাহ, আয়াত: ০২] অনুরূপ অন্য আয়াত ﴿وَلَأُصَلِّبَنَّكُمۡ فِي جُذُوعِ ٱلنَّخۡلِ﴾ [طه: ٧١] "সুতরাং আমি অবশ্যই তোমাদেরকে খেজুর গাছের কাণ্ডের উপর শূলিতে চড়াব।" [সূরা ত্বা-হা, আয়াত: ৭১][১৩৫]

৬. আল্লাহ তা'আলা কিতাব, ওহী, ফিরিশতা ইত্যাদি নাযিল করেন বলে ঘোষণা করেছেন, যেমন,

- আল্লাহ বলেন,

﴿وَقُرۡءَانٗا فَرَقۡنَٰهُ لِتَقۡرَأَهُۥ عَلَى ٱلنَّاسِ عَلَىٰ مُكۡثٖ وَنَزَّلۡنَٰهُ تَنزِيلٗا ۝١٠٦﴾ [الإسراء: ١٠٦]

"আর আমরা কুরআন নাযিল করেছি খণ্ড খণ্ডভাবে; যাতে আপনি তা মানুষের কাছে পাঠ করতে পারেন ক্রমে ক্রমে এবং আমরা তা পর্যায়ক্রমে নাযিল করেছি।" [সূরা আল-ইসরা, আয়াত: ১০৬]

---

১৩৪. ইবন খুযাইমাহ, আত-তাওহীদ পৃ. ১১১।

১৩৫. দেখুন, বাইহাকী, আল-আসমা ওয়াস সিফাত: ৫৩১; আত-তাইমী, মাজাযুল কুরআন (২/২৩); শাওকানী, ফাতহুল ক্বাদীর (৩/৩৭৬)।

- অনুরূপ অন্য আয়াতে আল্লাহ বলেন,

﴿ تَنزِيلًا مِّمَّنْ خَلَقَ ٱلْأَرْضَ وَٱلسَّمَٰوَٰتِ ٱلْعُلَى ۝ ﴾ [طه: ٤]

"যিনি যমীন ও সমুচ্চ আসমানসমূহ সৃষ্টি করেছেন তাঁর কাছ থেকে এটা নাযিলকৃত।" [সূরা ত্বা-হা, আয়াত: ০৪]

- অনুরূপ অন্য আয়াতে আল্লাহ বলেন,

﴿ وَإِنَّهُۥ لَتَنزِيلُ رَبِّ ٱلْعَٰلَمِينَ ۝ ﴾ [الشعراء : ١٩٢]

"আর নিশ্চয় এটা (আল-কুরআন) সৃষ্টিকুলের রব হতে নাযিলকৃত।" [সূরা শু'আরা, আয়াত: ১৯২]

- অনুরূপ অন্য আয়াতে আল্লাহ বলেন,

﴿ تَنزِيلُ ٱلْكِتَٰبِ لَا رَيْبَ فِيهِ مِن رَّبِّ ٱلْعَٰلَمِينَ ۝ ﴾ [السجدة : ٢]

"এ কিতাব সৃষ্টিকুলের রবের পক্ষ থেকে নাযিল হওয়া, এতে কোনো সন্দেহ নেই।" [সূরা আস-সাজদাহ, আয়াত: ০২]

- অনুরূপ অপর আয়াতে আল্লাহ বলেন,

﴿ تَنزِيلُ ٱلْكِتَٰبِ مِنَ ٱللَّهِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْحَكِيمِ ۝ ﴾ [الزمر: ١]، [الجاثية: ٢] [الأحقاف: ٢]

"এ কিতাব পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময় আল্লাহর কাছ থেকে নাযিলকৃত।" [সূরা আহকাফ, আয়াত: ০২]

- অনুরূপ অপর আয়াতে আল্লাহ বলেন,

﴿ تَنزِيلُ ٱلْكِتَٰبِ مِنَ ٱللَّهِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْعَلِيمِ ۝ ﴾ [غافر: ٢]

"এ কিতাব নাযিল হয়েছে আল্লাহর কাছ থেকে যিনি পরাক্রমশালী, সর্বজ্ঞ।" [সূরা গাফির, আয়াত: ০২]

- অনুরূপ অপর আয়াতে আল্লাহ বলেন,

﴿تَنزِيلٌ مِّنَ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ ۝ ﴾ [فصلت: ٢]

"এটা রহমান, রহীমের কাছ থেকে নাযিলকৃত।" [সূরা ফুসসিলাত, আয়াত: ০২]

- অনুরূপ অপর আয়াতে আল্লাহ বলেন,

﴿لَّا يَأْتِيهِ ٱلْبَٰطِلُ مِنۢ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِۦ ۖ تَنزِيلٌ مِّنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ ۝ ﴾ [فصلت: ٤٢]

"বাতিল এতে অনুপ্রবেশ করতে পারে না -সামনে থেকেও না, পিছন থেকেও না। এটা প্রজ্ঞাময়, চিরপ্রশংসিতের কাছ থেকে নাযিলকৃত।" [সূরা ফুসসিলাত, আয়াত: ৪২]

- অনুরূপ অপর আয়াতে আল্লাহ বলেন,

﴿تَنزِيلٌ مِّن رَّبِّ ٱلْعَٰلَمِينَ ۝ ﴾ [الواقعة: ٨٠] [الحاقة: ٤٣]

"এটা সৃষ্টিকুলের রবের কাছ থেকে নাযিলকৃত।" [সূরা ওয়াকি'আহ, আয়াত: ৮০; হাক্কাহ, আয়াত: ৪৩]

- অনুরূপ অপর আয়াতে আল্লাহ বলেন,

﴿إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ ٱلْقُرْءَانَ تَنزِيلًا ۝﴾ [الانسان: ٢٣]

"নিশ্চয় আমরা আপনার প্রতি কুরআন নাযিল করেছি ক্রমে ক্রমে।" [সূরা আল-ইনসান/ আদ-দাহর, আয়াত: ২৩] রব্বুল আলামীনের কাছ থেকে নাযিল হওয়ার দ্বারা দু'টি বিশাল বিষয় সাব্যস্ত হচ্ছে, এক. তিনি আল্লাহ স্বয়ং কুরআন নিয়ে কথা বলেছেন, তাঁর কাছ থেকে তা নাযিল হয়েছে, তাঁর কাছ থেকেই তা শুরু হয়ে এসেছে। দুই. মহান আল্লাহ তাঁর সকল সৃষ্টির উপরে হওয়া। কারণ, নাযিল হওয়া যা স্বাভাবিক বিবেক-বুদ্ধি বুঝে তা উপর থেকে নিচের দিকে যাওয়াকে বুঝায়।[১৩৬]

৭. মূসা 'আলাইহিস সালাম আল্লাহকে আসমানের উপরে বলার কারণে ফির'আউন সেটা নিয়ে উপহাস করেছিল, যা আল্লাহ তা'আলা বর্ণনা করছেন,

﴿وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَـٰهَـٰمَـٰنُ ٱبْنِ لِى صَرْحًا لَّعَلِّىٓ أَبْلُغُ ٱلْأَسْبَـٰبَ ۝ أَسْبَـٰبَ ٱلسَّمَـٰوَٰتِ فَأَطَّلِعَ إِلَىٰٓ إِلَـٰهِ مُوسَىٰ وَإِنِّى لَأَظُنُّهُۥ كَـٰذِبًا﴾ [غافر: ٣٦، ٣٧]

"ফির'আউন আরও বলল, 'হে হামান! আমার জন্য তুমি নির্মাণ কর এক সুউচ্চ প্রাসাদ যাতে আমি অবলম্বন পাই -আসমানে আরোহনের অবলম্বন, যেন দেখতে পাই মূসার ইলাহকে; আর নিশ্চয় আমি তাকে মিথ্যাবাদী মনে করি।" [সূরা গাফির, আয়াত: ৩৭] আয়াত স্পষ্ট করে জানাচ্ছে যে, মূসা 'আলাইহিস সালাম তাঁর রবকে 'আরশের উপর বলার পরই ফির'আউন সেটা নিয়ে এক ধরনের উপহাসে নেমেছিল। সে বলেছিল হে হামান, আমার জন্য সিড়ি বানাও আমি তাকে দেখতে যাব।[১৩৭]

সুতরাং যারা আল্লাহকে 'আরশের উপরে বিশ্বাস করতে পারে না তারা মূসার বিশ্বাসের বিরোধিতা করেছে আর ফির'আউনের সাথে তাদের বিশ্বাসকে এক করে নিয়েছে। আর এজন্যই যারা আল্লাহকে 'আরশের উপরে উঠা ও সেখানে থাকাকে অস্বীকার করে এমন জাহমিয়্যাহ সম্প্রদায়কে আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামা'আত সর্বদা ফির'আউনী গোষ্ঠী বলতেন।[১৩৮]

৮- তিনি নিজেকে সর্বোচ্চ সত্তা হিসেবে ঘোষণা করেছেন, যেমন,

﴿وَهُوَ ٱلْعَلِىُّ ٱلْعَظِيمُ﴾ [البقرة: ٢٥٥]

"আর তিনি সুউচ্চ সুমহান।" [সূরা আল-বাক্বারাহ, আয়াত: ২৫৫]

তিনি আরও বলেন,

﴿وَأَنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْعَلِىُّ ٱلْكَبِيرُ﴾ [الحج: ٦٢] [لقمان: ٣٠]

"আর নিশ্চয় আল্লাহ্, তিনিই সমুচ্চ, সুমহান।" [সূরা আল-হাজ্জ, আয়াত: ৬২; লুকমান, আয়াত: ৩০]

---

১৩৬. আল-কাফিয়াতুশ শাফিয়া, ১০৯-১১০।

১৩৭. দেখুন, তাফসীর তাবারী (১২/২৪); দারেমী, আর-রাদ্দু 'আলাল জাহমিয়্যাহ, ইবন আব্দিল বার, আত-তামহীদ (৭/১৩৩); আশ'আরী, আল-ইবানাহ ১০৬; আবুল কাসেম আত-তাইমী, আল-হুজ্জাহ ফী বায়ানিল মাহাজ্জাহ (২/১১৫); ইবন খুযাইমাহ, আত-তাওহীদ পৃ. ১১৪-১১৫; সা'দী, তাওদ্বীহুল কাফিয়া আশ-শাফিয়া পৃ. ১০৭।

১৩৮. ইবনুল কাইয়্যেম, ই'লামুল মুওয়াক্কে'ঈন (২/৩১৭)।

তিনি আরও বলেন,

﴿وَهُوَ ٱلْعَلِيُّ ٱلْكَبِيرُ﴾ [سبا: ٢٣]

"আর তিনি সমুচ্চ, মহান।" [সূরা সাবা, আয়াত: ২৩]

আরও বলেন,

﴿فَٱلْحُكْمُ لِلَّهِ ٱلْعَلِيِّ ٱلْكَبِيرِ﴾ [غافر: ١٢]

"সুতরাং যাবতীয় কর্তৃত্ব সমুচ্চ, মহান আল্লাহরই।" [সূরা গাফির, আয়াত: ১২]

আরও বলেন,

﴿لَهُۥ مَا فِى ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَمَا فِى ٱلْأَرْضِ وَهُوَ ٱلْعَلِيُّ ٱلْعَظِيمُ ۝٤﴾ [الشورى: ٤]

"আসমানসমূহে যা আছে ও যমীনে যা আছে তা তাঁরই। তিনি সুউচ্চ, সুমহান।" [সূরা আশ-শূরা, আয়াত: ০৪] উপরের আয়াতগুলোতে যে 'আল-'আলীয়্যি' নামটি এসেছে, ইমাম তাবারী তার অর্থ করেছেন, আল-'উলু ওয়াল ইরতিফা' অর্থাৎ সুউচ্চ ও উপর।[১৩৯]

আরও বলেন,

﴿سَبِّحِ ٱسْمَ رَبِّكَ ٱلْأَعْلَى ۝١﴾ [الاعلى: ١]

"আপনি আপনার সুমহান রবের নামের পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করুন।" [সূরা আ'লা, আয়াত: ০১]

আরও বলেন,

﴿إِلَّا ٱبْتِغَآءَ وَجْهِ رَبِّهِ ٱلْأَعْلَىٰ ۝٢٠﴾ [الليل: ٢٠]

"শুধু তার মহান রবের সন্তুষ্টির প্রত্যাশায়।" [সূরা আল-লাইল, আয়াত: ২০] ইমাম ইবন খুযাইমাহ বলেন, 'আল-আ'লা' শব্দটির আভিধানিক অর্থই হচ্ছে, তিনি সবকিছুর ঊর্ধ্বে, সবকিছুর উপরে। আল্লাহ তা'আলা তাঁর কুরআনে এটা দিয়ে নিজের গুণ বর্ণনা করেছেন, আমাদের জানিয়েছেন যে, তিনি সর্বোচ্চ পবিত্র মহান সত্তা। হে বিবেকবান, যিনি সর্বোচ্চ সত্তা তিনি কি সবকিছুর উপরে হবেন না?[১৪০]

এ আয়াতসমূহে মহান আল্লাহকে সর্বোচ্চ সত্তা হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে। আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আত আল্লাহ তা'আলার জন্য তিন প্রকার উচ্চতা সাব্যস্ত করেন:

এক. সত্তাগতভাবে অবস্থানের দিক থেকে তিনি সবকিছুর উপরে।

দুই. সম্মান ও মর্যাদাগতভাবে তিনি সবকিছুর উপরে।

তিন. ক্ষমতা ও প্রতিপত্তির দিক থেকে তিনি সবকিছুর উপরে।[১৪১]

৯. তিনি সর্বোচ্চ সত্তা, তাঁর নিকটে তিনি তাঁর কোনো কোনো সৃষ্টিজীবকে রেখেছেন বলে তিনি জানিয়েছেন। যদি তার জন্য স্থান নির্ধারণ না করা হয়, 'আরশের উপরে না বলা হয়,

---

১৩৯. তাফসীর আত-তাবারী, (৩/২/১৯), (১৩/২৫, ৫৯)।

১৪০. ইবন খুযাইমাহ, আত-তাওহীদ পৃ. ১১২।

১৪১. আহমাদ ইবন 'ঈসা, তাওদ্বীহুল মাকাসিদ শারহুল কাফিয়াতুশ শাফিয়া, ১৮০-১৮১।

তাহলে সেটা সম্ভব হয় না। আল্লাহ তা'আলা বহু আয়াতে তাঁর কাছে যারা আছেন তাদের কথা ঘোষণা করেছেন। যেমন,

- ফিরিশতাগণ তাঁর নিকটে রয়েছে, তিনি বলেন,

﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ عِندَ رَبِّكَ لَا يَسۡتَكۡبِرُونَ عَنۡ عِبَادَتِهِۦ وَيُسَبِّحُونَهُۥ وَلَهُۥ يَسۡجُدُونَ۩ ۝ ﴾ [الأعراف: ٢٠٦]

"নিশ্চয় যারা আপনার রবের সান্নিধ্যে রয়েছে তারা তাঁর ইবাদাতের ব্যাপারে অহঙ্কার করে না। আর তারা তাঁরই তাসবীহ পাঠ করে এবং তাঁরই জন্য সাজদাহ করে।" [সূরা আল-আ'রাফ, আয়াত: ২০৬]

﴿فَإِنِ ٱسۡتَكۡبَرُواْ فَٱلَّذِينَ عِندَ رَبِّكَ يُسَبِّحُونَ لَهُۥ بِٱلَّيۡلِ وَٱلنَّهَارِ وَهُمۡ لَا يَسۡـَٔمُونَ۩ ۝ ﴾ [فصلت: ٣٨]

"অতঃপর যদি তারা অহংকার করে, তবে যারা আপনার রবের নিকটে রয়েছে তারা তো দিন ও রাতে তাঁর পবিত্রতা, মহিমা ঘোষণা করে এবং তারা ক্লান্তিবোধ করে না।" [সূরা ফুসসিলাত, আয়াত: ৩৮]

﴿وَلَهُۥ مَن فِي ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلۡأَرۡضِۚ وَمَنۡ عِندَهُۥ لَا يَسۡتَكۡبِرُونَ عَنۡ عِبَادَتِهِۦ وَلَا يَسۡتَحۡسِرُونَ ۝﴾ [الانبياء: ١٩]

"আর আসমানসমূহ ও যমীনে যারা আছে তারা তাঁরই; আর তাঁর সান্নিধ্যে যারা আছে তারা অহংকার-বশে তাঁর ইবাদাত করা হতে বিমুখ হয় না এবং বিরক্তিবোধ করে না।" [সূরা আল-আম্বিয়া, আয়াত: ১৯]

- জান্নাত তাঁর নিকটে, তিনি বলেন, ফির'আউনের স্ত্রী দো'আ করে বলেছিলেন,

﴿رَبِّ ٱبۡنِ لِي عِندَكَ بَيۡتٗا فِي ٱلۡجَنَّةِ﴾ [التحريم: ١١]

"হে আমার রব! আপনার সন্নিধানে জান্নাতে আমার জন্য একটি ঘর নির্মাণ করুন।" [সূরা আত-তাহরীম, আয়াত: ১১]

- জান্নাতে যারা যাবে তারা তাঁর পড়শিত্ব ও নিকটে থাকার সৌভাগ্য অর্জন করবে।

﴿وَبَشِّرِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَنَّ لَهُمۡ قَدَمَ صِدۡقٍ عِندَ رَبِّهِمۡۗ ﴾ [يونس : ٢]

"আর মুমিনদেরকে সুসংবাদ দিন যে, তাদের জন্য তাদের রবের কাছে আছে উচ্চ মর্যাদা!" [সূরা ইউনুস, আয়াত: ০২]

﴿ إِنَّ ٱلۡمُتَّقِينَ فِي جَنَّٰتٖ وَنَهَرٖ ۝ فِي مَقۡعَدِ صِدۡقٍ عِندَ مَلِيكٖ مُّقۡتَدِرِۭ ۝ ﴾ [القمر: ٥٤، ٥٥]

"নিশ্চয় মুত্তাকীরা থাকবে বাগ-বাগিচা ও ঝর্ণাধারার মধ্যে, যথাযোগ্য আসনে, সর্বশক্তিমান মহা অধিপতি (আল্লাহ)র সান্নিধ্যে।" [সূরা আল-ক্বামার, আয়াত: ৫৪-৫৫] যদি নিকটে থাকা বলা দ্বারা সাধারণ কোনো অর্থ হয়, তাহলে আল্লাহর বিশেষ বান্দাদের বিশেষ নৈকট্যের কোনো মূল্য থাকে না। কারণ, সাধারণ অর্থে সকলেই তাঁর নিকটে। কিন্তু এ তো বিশেষ নৈকট্য, আর তা হচ্ছে 'আরশের কাছে অবস্থানকারী ফিরিশতা ও জান্নাতের অধিবাসী ঈমানদারগণের জন্য বিশেষ সম্মান ও মর্যাদার স্থান। তারা সর্বোচ্চ পবিত্র মহান সত্তার নৈকট্য লাভে ধন্য হবে। এর বিপরীতে যারা কুফুরী করবে, অহংকার করবে তারা তার

নৈকট্য লাভ থেকে বঞ্চিত হবে।(১৪২)

১০- বান্দা কর্তৃক আল্লাহর দিকে তাকানোর বিষয়টি দ্বারাও সাব্যস্ত হচ্ছে যে, আল্লাহ তা'আলা কোনো এক দিকে আছেন, আর সেদিকেই তারা তাকাবে, আর হাদীসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেটাকে স্পষ্ট করে দিয়েছেন যে, তা হবে উপরে 'আরশের দিকে। তাই যেসব আয়াতে আল্লাহর দিকে তাকানোর কথা রয়েছে সেসব আয়াত প্রমাণ করছে যে, আল্লাহ তাঁর 'আরশের উপর। আল্লাহ বলেন,

﴿ وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَّاضِرَةٌ ۝ إِلَىٰ رَبِّهَا نَاظِرَةٌ ۝ ﴾ [القيامة: ٢٢، ٢٣]

"সেদিন কোনো কোনো মুখমণ্ডল উজ্জ্বল হবে, তারা তাদের রবের দিকে তাকিয়ে থাকবে।" [সূরা আল-ক্বিয়ামাহ, আয়াত: ২৩]

১১- সেসব ভাষ্যে যাতে আল্লাহ তা'আলা নিজেকে 'আরশের অধিপতি হিসেবে সাব্যস্ত করেছেন এবং অপর কোনো ইলাহ যদি থাকতো তবে সেও যে 'আরশের আধিপত্য লাভের চেষ্টা করতো এটা তুলে ধরেছেন; যা প্রমাণ করে যে, আল্লাহ তা'আরা তাঁর 'আরশের উপর রয়েছেন। যেমন,

﴿فَإِن تَوَلَّوْا۟ فَقُلْ حَسْبِىَ ٱللَّهُ لَآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ ۖ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ ۖ وَهُوَ رَبُّ ٱلْعَرْشِ ٱلْعَظِيمِ ۝﴾ [التوبة:١٢٩]

"অতঃপর তারা যদি মুখ ফিরিয়ে নেয় তবে আপনি বলুন, 'আমার জন্য আল্লাহই যথেষ্ট, তিনি ছাড়া কোনো সত্য ইলাহ্ নেই। আমি তাঁরই ওপর নির্ভর করি এবং তিনি মহা 'আরশের রব'।" [সূরা আত-তাওবাহ, আয়াত: ১২৯]

﴿وَهُوَ ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضَ فِى سِتَّةِ أَيَّامٍ وَكَانَ عَرْشُهُۥ عَلَى ٱلْمَآءِ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا ۗ﴾ [هود: ٧]

"আর তিনিই আসমানসমূহ ও যমীনকে ছয় দিনে সৃষ্টি করেন, আর তাঁর 'আরশ ছিল পানির উপর, তোমাদের মধ্যে কে আমলে শ্রেষ্ঠ তা পরীক্ষা করার জন্য।" [সূরা হূদ, আয়াত: ০৭]

﴿قُل لَّوْ كَانَ مَعَهُۥٓ ءَالِهَةٌ كَمَا يَقُولُونَ إِذًا لَّٱبْتَغَوْا۟ إِلَىٰ ذِى ٱلْعَرْشِ سَبِيلًا ۝﴾ [الاسراء: ٤٢]

"বলুন, 'যদি তাঁর সাথে আরও ইলাহ্ থাকত যেমন তারা বলে, তবে তারা 'আরশ-অধিপতির (নৈকট্য লাভের) উপায় খুঁজে বেড়াত'।" [সূরা আল-ইসরা, আয়াত: ৪৩]

﴿لَوْ كَانَ فِيهِمَآ ءَالِهَةٌ إِلَّا ٱللَّهُ لَفَسَدَتَا ۚ فَسُبْحَٰنَ ٱللَّهِ رَبِّ ٱلْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ ۝﴾ [الانبياء:٢٢]

"যদি এতদুভয়ের (আসমান ও যমীনের) মধ্যে আল্লাহ্ ব্যতীত আরও অনেক ইলাহ্ থাকত, তাহলে উভয়ই বিশৃংখল হত। অতএব, তারা যা বর্ণনা করে তা থেকে 'আরশের অধিপতি আল্লাহ্ কতই না পবিত্র।" [সূরা আল-আম্বিয়া, আয়াত: ২২]

﴿قُلْ مَن رَّبُّ ٱلسَّمَٰوَٰتِ ٱلسَّبْعِ وَرَبُّ ٱلْعَرْشِ ٱلْعَظِيمِ ۝ ﴾ [المؤمنون : ٨٦]

"বলুন, সাত আসমান ও মহা-'আরশের রব কে?" [সূরা আল-মুমিনূন, আয়াত: ৮৬]

১৪২. ইবন তাইমিয়্যাহ, মাজমূ' ফাতাওয়া (৫/১৬৫-১৬৬)।

﴿فَتَعَٰلَى ٱللَّهُ ٱلۡمَلِكُ ٱلۡحَقُّۖ لَآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ ٱلۡعَرۡشِ ٱلۡكَرِيمِ ۝١١٦﴾ [المؤمنون: ١١٦]

"সুতরাং আল্লাহ্ মহিমান্বিত, প্রকৃত মালিক, তিনি ছাড়া কোনো হক্ব ইলাহ নেই; তিনি সম্মানিত 'আরশের রব।" [সূরা আল-মুমিনূন, আয়াত: ১১৬]

﴿ ٱللَّهُ لَآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ ٱلۡعَرۡشِ ٱلۡعَظِيمِ۩ ۝٢٦﴾ [النمل: ٢٦]

"'আল্লাহ্, তিনি ছাড়া সত্য কোনো ইলাহ নেই, তিনি মহা 'আরশের রব।" [সূরা আন-নামল, আয়াত: ২৬]

﴿ وَتَرَى ٱلۡمَلَٰٓئِكَةَ حَآفِّينَ مِنۡ حَوۡلِ ٱلۡعَرۡشِ يُسَبِّحُونَ بِحَمۡدِ رَبِّهِمۡۚ وَقُضِيَ بَيۡنَهُم بِٱلۡحَقِّۚ وَقِيلَ ٱلۡحَمۡدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلۡعَٰلَمِينَ﴾[الزمر:٧٥]

"আর আপনি ফিরিশতাদেরকে দেখতে পাবেন যে, তারা 'আরশের চারপাশে ঘিরে তাদের রবের সপ্রশংস পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করছে। আর তাদের মধ্যে বিচার করা হবে ন্যায়ের সাথে এবং বলা হবে, সকল প্রশংসা সৃষ্টিকুলের রব আল্লাহর প্রাপ্য।" [সূরা আয-যুমার, আয়াত: ৭৫]

﴿ٱلَّذِينَ يَحۡمِلُونَ ٱلۡعَرۡشَ وَمَنۡ حَوۡلَهُۥ يُسَبِّحُونَ بِحَمۡدِ رَبِّهِمۡ وَيُؤۡمِنُونَ بِهِۦ وَيَسۡتَغۡفِرُونَ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ﴾[غافر:٧]

"যারা 'আরশ ধারণ করে আছে এবং যারা এর চারপাশে আছে, তারা তাদের রবের পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে প্রশংসার সাথে এবং তাঁর উপর ঈমান রাখে, আর মুমিনদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে।" [সূরা গাফির, আয়াত: ০৭]

﴿رَفِيعُ ٱلدَّرَجَٰتِ ذُو ٱلۡعَرۡشِ يُلۡقِي ٱلرُّوحَ مِنۡ أَمۡرِهِۦ عَلَىٰ مَن يَشَآءُ مِنۡ عِبَادِهِۦ لِيُنذِرَ يَوۡمَ ٱلتَّلَاقِ ۝١٥﴾ [غافر: ١٥]

"তিনি সুউচ্চ মর্যাদার অধিকারী, 'আরশের অধিপতি, তিনি তাঁর বান্দাদের মধ্যে যার প্রতি ইচ্ছে স্বীয় আদেশ হতে ওহী প্রেরণ করেন, যাতে তিনি সতর্ক করেন সম্মেলন দিবস সম্পর্কে।" [সূরা গাফির, আয়াত: ১৫]

﴿ سُبۡحَٰنَ رَبِّ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلۡأَرۡضِ رَبِّ ٱلۡعَرۡشِ عَمَّا يَصِفُونَ ۝٨٢﴾ [الزخرف: ٨٢]

"তারা যা আরোপ করে তা থেকে আসমানসমূহ ও যমীনের রব এবং 'আরশের রব পবিত্র-মহান।" [সূরা আয-যুখরুফ, আয়াত: ৮২]

﴿ وَٱلۡمَلَكُ عَلَىٰٓ أَرۡجَآئِهَاۚ وَيَحۡمِلُ عَرۡشَ رَبِّكَ فَوۡقَهُمۡ يَوۡمَئِذٖ ثَمَٰنِيَةٞ ۝١٧﴾ [الحاقة:١٧]

"আর ফিরিশতাগণ আসমানের প্রান্তদেশে থাকবে এবং সেদিন আটজন ফিরিশতা আপনার রবের 'আরশকে ধারণ করবে তাদের উপরে।" [সূরা আল-হাক্কাহ, আয়াত: ১৭]

﴿ ذِي قُوَّةٍ عِندَ ذِي ٱلۡعَرۡشِ مَكِينٖ ۝٢٠﴾ [التكوير: ٢٠]

"যে সামর্থ্যশালী, আরশের মালিকের কাছে মর্যাদা সম্পন্ন।" [সূরা আত-তাকওয়ীর,

আয়াত: ২০]

﴿ ذُو ٱلۡعَرۡشِ ٱلۡمَجِيدُ ۝١٥ ﴾ [البروج: ١٥]

"'আরশের অধিকারী ও সম্মানিত।" [সূরা আল-বুরূজ, আয়াত: ১৫]

এগুলো দ্বারা রাব্বুল আলামীন নিজেকে সর্বোপরে থাকা সাব্যস্ত করছেন। আর সর্বোপরে কোথায় পূর্বে বর্ণিত আয়াতসমূহে ব্যক্ত করেছেন, তা হচ্ছে 'আরশের উপর।

এতসব দলীল সত্ত্বেও জাহমিয়্যাহ ও তাদের মতাবলম্বিরা আল্লাহ তা'আলাকে সত্তাগতভাবে অবস্থানের দিক থেকে তাকে সর্বোচ্চ সত্তা মানে না। এর মাধ্যমে তারা আল্লাহর আয়াতের অর্থকে অস্বীকার করে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীস থেকে আল্লাহ তা'আলা কর্তৃক তাঁর 'আরশের উপরে থাকার প্রমাণসমূহ

ইতোপূর্বে 'আল্লাহ তা'আলা তাঁর 'আরশের উপর উঠেছেন' এ বিষয়ে আমরা যেসব হাদীস বর্ণনা করেছি, সেগুলোতে সুস্পষ্টভাবে তা সাব্যস্ত করা হয়েছে। তাছাড়াও এমন বহু হাদীস এ ব্যাপারে প্রমাণবহ যে, আল্লাহ তা'আলা সত্তাগতভাবে সর্বোপরে, আর সে সর্বোচ্চ স্থানটি 'আরশ ব্যতীত কিছুই নয়। উদাহরণস্বরূপ আমরা কিছু হাদীস উল্লেখ করতে পারি, যেমন,

১- জুবাইর ইবন মুত'ইম রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বেদুঈনকে ইস্তেস্কা বা বৃষ্টি প্রার্থনার হাদীসে বলেছিলেন,

«وَيْحَكَ أَتَدْرِي مَا اللهُ؟ إِنَّ شَأْنَهُ أَعْظَمُ مِنْ أَنْ يُسْتَشْفَعَ بِهِ عَلَى أَحَدٍ، إِنَّهُ لَفَوْقَ عَرْشِهِ عَلَى سَمَاوَاتِهِ».

"তোমার সর্বনাশ হোক। তুমি কি জান আল্লাহ কে? তাঁর মাধ্যমে কারো সুপারিশ চাওয়া থেকে তাঁর মর্যাদা অনেক মহান। তিনি তাঁর 'আরশের ঊর্ধ্বে তাঁর আসমানসমূহের উপর।"

হাসান সনদে এই হাদীস আবু দাঊদ 'আর-রাদ্দু 'আলাল জাহমিয়্যাহ' পরিচ্ছেদে বর্ণনা করেছেন। মুহাম্মাদ ইবন ইসহাক ইবন ইয়াসার-এর সূত্রে তিনি এ হাদীস বর্ণনা করেছেন। এছাড়া অন্যান্যগণ বর্ণনা করেছেন।[১৪৩]

অপর বর্ণনায় জুবাইর ইবন মুত'ইম রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন,

« إِنَّ اللهَ عَلَى عَرْشِهِ فَوْقَ سَمَاوَاتِهِ، وَسَمَاوَاتُهُ فَوْقَ أَرَاضِيهِ مِثْلُ الْقُبَّةِ»

"নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা তাঁর 'আরশের উপর, তাঁর আসমানসমূহের উপর, আর তাঁর আসমানসমূহ যমীনের উপর গম্বুজের মতো।"[১৪৪]

২. যায়নাব বিনতে জাহাশ রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহা নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতেন,

«زوجنيك الرحمن من فوق عرشه». وفي لفظ للبخاري كانت تقول: «إن الله أنكحني من فوق سبع سموات»

"আপনার সাথে আমার বিবাহ দিয়েছেন রহমান, তাঁর 'আরশের উপর থেকে।"[১৪৫] তবে এর সমর্থনে সহীহ বুখারীতে বর্ণনা এসেছে, সেখানে এসেছে, যায়নাব রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহা

১৪৩. তাবারানী, মু'জামুল কাবীর, নং ১৫৪৭; ইবন আবী আসিম, আস-সুন্নাহ (১/২৫২)।

১৪৪. বুখারী, খালকু আফ'আলিল 'ইবাদ, পৃ. ৪২; আত-তারীখুল কাবীর (২/২২৪); আবু দাউদ, আস-সুন্নাহ অধ্যায়, ইবন খুযাইমাহ, আত-তাওহীদ (১/২৩৯); ইবন আবী আসেম, আস-সুন্নাহ (১/২৫৩), নং ৫৭৫; আল-আজুররী, আশ-শরী'আহ (৩/১০৯০), নং ৬৬৭; লালেকাঈ, শারহু উসূলি ই'তিক্বাদি আহলিস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আহ (৩/৩৯৪)।

১৪৫. হাকিম, মুস্তাদরাক: ৪/২৫; তবারী, কাছাকাছি শব্দে তাফসীর'-এ (২২/১৪); ইবন কুদামাহ-ইসবাতু সিফাতিল 'উলু- পৃ. ৪০ নং ৩১; ইবন হাজার, ফাতহুল বারী (১৩/৪১২), যাহাবী বলেছেন-এই হাদীস মুরসাল। অর্থাৎ শা'বী ও যাইনাবের মাঝে বিচ্ছিন্নতা আছে।

বলতেন, "নিশ্চয় আল্লাহ আমার বিবাহ দিয়েছেন সাত আসমানের উপর থেকে।"[১৪৬]

৩. আবু হুরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

«إِنَّ اللهَ كَتَبَ كِتَابًا قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَ الخَلْقَ: إِنَّ رَحْمَتِي سَبَقَتْ غَضَبِي، فَهُوَ مَكْتُوبٌ عِنْدَهُ فَوْقَ العَرْشِ»

"নিশ্চয় আল্লাহ সৃষ্টি সম্পন্ন করার আগে একটি গ্রন্থ লিখেছেন, "নিশ্চয় আমার দয়া আমার ক্রোধের উপর প্রাধান্য পাবে, আর তা তাঁর কাছে 'আরশের উপর লেখা রয়েছে।"[১৪৭]

৪. মি'রাজের হাদীস, এ অলৌকিক ঘটনাটিতে আল্লাহ তা'আলা সর্বোপরে থাকা সত্তা কতভাবে যে বুঝা যায় তা যেকোনো চিন্তাশীল মানুষ সহজেই বুঝতে পারে। যেমন,

- কোনো হাদীসে এসেছে,

«تجاوز النبي – صلى الله عليه وسلم – السموات سماءً سماءً، حتى انتهى إلى ربه تعالى فقرَّبه وأدناه، وفرض عليه الصلوات خمسين صلاة، فلم يزل يتردَّد بين موسى عليه السلام وبين ربه تبارك وتعالى: ينزل من عند ربه تعالى إلى عند موسى فيسأله: كم فرض عليه فيخبره، فيقول: ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف، فيصعد إلى ربه فيسأله التخفيف».

"নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম আসমানসমূহ অতিক্রম করলেন, আসমানের পর আসমান, অবশেষে তিনি তাঁর রবের নিকট পৌঁছলেন, অতঃপর আল্লাহ তাকে নিকটে নিলেন এবং নৈকট্য প্রদান করলেন। তারপর তাঁর ওপর পঞ্চাশ ওয়াক্ত সালাত ফরয করে দিলেন, তখন তিনি মূসা 'আলাইহিস সালাম ও তাঁর মহান রবের মাঝে বারবার আসা-যাওয়া করতে থাকলেন, তিনি তাঁর রবের কাছ থেকে মূসা 'আলাইহিস সালামের কাছে অবতরণ করতেন, আর মূসা 'আলাইহিস সালাম তাকে জিজ্ঞেস করতেন, আপনার ওপর কত সালাত ফরয করা হয়েছে, রাসূল তাঁকে জানাতেন, মূসা বলতেন, ফেরত যান আপনার রবের কাছে, তাঁকে আরও কমাতে বলুন, এভাবে তিনি উপরে উঠতেন এবং লাঘব করতে বলতেন।"[১৪৮]

- অপর বর্ণনায় আনাস রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহু বর্ণনা করেন,

«ثم علا به يعني جبرائيل فوق ذلك بما لا يعلمه إلا الله حتى جاوز سدرة المنتهى، ودنا الجبار رب العزة فتدلى، حتى كان منه قاب قوسين أو أدنى، فأوحى إليه فيما أوحى إليه خمسين صلاة، ثم هبط حتى بلغ موسى فاحتبسه، فقال: يا محمد ماذا عهد إليك ربك؟ قال: عهد إليّ خمسين صلاة كل يوم وليلة. قال: إن أُمتك لا تستطيع ذلك، فارجع فليخفِّف عنك ربك وعنهم، فالتفتَ النبي – صلى الله عليه وسلم – إلى جبرائيل كأنه يستشيره في ذلك، فأشار إليه جبريل: أن نعم إن شئت. فعلا به إلى الجبَّار تبارك وتعالى فقال– وهو مكانه –:

১৪৬. সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৭৪২১।

১৪৭. সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৭৫৫৪।

১৪৮. সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৩০৩৫, ৩৬৭৪; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১৬৪।

يا رب خفِّف عنا ...

"তারপর তাকে উঠানো হলো, অর্থাৎ জিবরীল তাকে নিয়ে এর উপরে উঠলেন, এতদূর যে, তা আল্লাহ ব্যতীত কেউ জানে না, অবশেষে তিনি 'সিদরাতুল মুনতাহা' (সীমানার বরই গাছ) অতিক্রম করলেন, আর মহান দাপুটে রব তাঁর নিকট হলেন, তারপর আরও নিকট হলেন, এমনকি তাঁর থেকে দু' ধনুক বা তার চেয়েও নিকটে হলেন। অতঃপর তিনি তাঁর কাছে ওহী পাঠালেন, যা ওহী করার, রাত-দিনে পঞ্চাশ ওয়াক্ত সালাতের। অতঃপর তিনি নামতে থাকলেন, অবশেষে যখন মূসার কাছে আসলেন, তিনি তাকে আটকালেন। তখন মূসা বললেন, হে মুহাম্মাদ, আপনার রব আপনার নিকট থেকে কী অঙ্গীকার নিয়েছেন? রাসূল বললেন, দিনে রাতে পঞ্চাশ ওয়াক্ত সালাতের অঙ্গীকার নিয়েছেন। মূসা বললেন, আপনার উম্মত তা করতে সক্ষম হবে না। সুতরাং ফেরত যান এবং আপনার ও তাদের জন্য লাঘব করতে বলুন। তখন নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিবরীলের দিকে তাকালেন, যেন তার কাছে এ ব্যাপারে পরামর্শ চাচ্ছেন। তখন জিবরীল তাঁর দিকে হ্যাঁ সূচক ইঙ্গিত করলেন যে, হ্যাঁ যদি আপনি চান। অতঃপর জিবরীল তাকে নিয়ে মহান দাপুটে রবের কাছে উপরে গেলেন। তখন রাসূল তাকে বললেন, রাসূল তখন তার সে স্থানে দাঁড়ালেন যেখানে পূর্বে ছিলেন এবং বললেন, হে রব, আমাদের থেকে লাঘব করুন।"(১৪৯) ইমাম ইবন খুযাইমাহ বলেন, 'মি'রাজের হাদীস স্পষ্ট প্রমাণ করে যে, নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুনিয়া থেকে সপ্তম আসমানের উপর গমন করেন আর আল্লাহ তা'আলা তার ওপর সালাত ফরয করেছেন, যা বিভিন্ন হাদীসে এসেছে। এসব হাদীসের সবগুলো এটাই প্রমাণ করছে যে, স্রষ্টা আল্লাহ তা'আলা সাত আসমানের উপর রয়েছেন।'(১৫০)

৫- সা'দ ইবন মু'আয রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহু কর্তৃক বনু কুরাইযার বিচারের ঘটনায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে এসেছে, তিনি বলেছেন,

لقد حكَمْتَ فيهم بحكم الله من فوق سبعة أرْقِعَة.

وفي لفظ: من فوق سبع سموات.

"অবশ্য তুমি তাদের মাঝে আল্লাহর বিধান অনুযায় বিচার করলে, যা আল্লাহ্ সাত স্তরের উপর থেকে মঞ্জুর করছেন।" অপর শব্দে, সাত আসমানের উপর থেকে।(১৫১)

৬- রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক নিজেকে উপরে অবস্থানকারী আল্লাহর পক্ষ থেকে 'আমীন' বা আমানতদার নিযুক্ত হওয়ার ঘোষণা,

ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء، يأتيني خبر السماء مساءً وصباحًا.

"তোমরা কি আমাকে আমানতদার মানবে না, অথচ আমি আসমানের উপর যিনি আছেন তাঁর কাছে আমানতদার, আমার কাছে বিকালে ও সকালে আসমানের খবর আসে।"(১৫২)

---

১৪৯. সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৭৫১৭।

১৫০. আত-তাওহীদ পৃ. ১১৯; আরও দেখুন: আবদুল্লাহ গুনাইমান, শারহু কিতাবিত তাওহীদ (২/২৪৬)।

১৫১. ইবন যানজিওয়াইহ, আল-আমওয়াল, ৪২১; হারবী, গারীবিল হাদীস ৩/১০৩০; তাবারী, আ-তারীখ (২/২৫০)। আর শেষোক্ত অংশ, ইবন সা'দ, আত-তাবাক্বাত (৩/৩৯৪); আব্দ ইবন হুমাইদ, আল-মুসনাদ নং ১৪৯; বাযযার, আল-বাহরুয যাখখার ১০৯১।

১৫২. সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৩০৩৭; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ২৬৩৭।

৭- মানুষের প্রতি ভালোবাসা ও মানুষের জন্য ঘৃণার বিষয়টি আসমানের উপর থেকে নির্ধারিত হওয়ার বিষয়ে বর্ণিত হাদীস,

إذا أحبَّ الله العبد نادى جبريل: إن الله يحب فلانًا فأحِبُّوه، فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض.

"যখন আল্লাহ কোনো বান্দাকে ভালোবাসেন তখন তিনি জিবরীলকে ডেকে বলেন, নিশ্চয় আল্লাহ অমুককে ভালোবাসেন, সুতরাং তোমরাও তাকে ভালোবাসো। তখন তাকে আসমানের অধিবাসীরা ভালোবাসে, তারপর তার জন্য যমীনের বুকে গ্রহণযোগ্যতা ঢেলে দেয়া হয়।"[১৫৩]

৮- দাসী কর্তৃক আল্লাহর ব্যাপারে উপরের দিকে ইঙ্গিত করা এবং আসমানের উপরে থাকার বিষয়টিকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক তার ঈমানের পরিচয় হিসেবে গ্রহণ করা, মু'আওয়িয়াহ ইবনুল হাকাম আস-সুলামী রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

لطمتُ جارية لي فأخبرت رسول الله – صلى الله عليه وسلم – فعظُمَ ذلك عليَّ قلت: يا رسول الله أفلا أعتقها؟

قال: بلى ائتني بها، قال: فجئت بها رسول الله – صلى الله عليه وسلم – فقال لها: «أين الله؟» قالت: في السماء.

قال: «فمن أنا؟» قالت: أنت رسول الله، قال: «أعتقها؛ فإنها مؤمنة».

"আমি এক দাসীকে চড় মেরেছিলাম, অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তা জানালাম, অতঃপর এটা আমার কাছে বড় হয়ে দেখা দিল, আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল, আমি কি তাকে স্বাধীন করে দেব না? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, অবশ্যই হ্যাঁ, তাকে আমার কাছে নিয়ে এসো, তিনি বলেন, আমি তাকে নিয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে আসলাম, তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বললেন, আল্লাহ কোথায়? দাসী বললো, আসমানের উপরে, রাসূল বললেন, আমি কে? দাসী বললো, আপনি আল্লাহর রাসূল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তাকে স্বাধীন করে দাও, সে তো ঈমানদার।"[১৫৪]

উল্লেখ্য যে ইমাম যাহাবী একই অর্থে অন্য আরও হাদীস এনেছেন, যাতে বুঝা যায় এ ধরনের ঘটনা আরও কয়েকজনের সাথে ঘটেছিল।[১৫৫]

সুতরাং জাহমী ব্যতীত এ জাতীয় হাদীস কেউ অস্বীকার করে না। পূর্ববর্তী কালের জাহমীদের বর্তমানে কিছু ওয়ারিস রয়েছে তারা এ কাজটি নতুন করে তাদের বিভিন্ন গ্রন্থে ও বক্তব্যে তুলে ধরে থাকে।

৯- 'আব্বাস ইবন আবদুল মুত্তালিব রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহু কর্তৃক বর্ণিত আসমানের উপরিভাগের বর্ণনায় এসেছে,

ثم على ظهورهم العرش، بين أسفله وأعلاه مثل ما بين سماء إلى سماء، ثم الله عز وجل فوق ذلك.

"তারপর তাদের পিঠের উপর আল্লাহর 'আরশ। তার উপর ও নিচের মাঝখানের দূরত্ব এক

---

১৫৩. সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৩০৩৭, ৭০৪৭।

১৫৪. সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৫৩৭।

১৫৫. যাহাবী, আল-আরশ ২/২৭।

আকাশ থেকে আরেক আকাশের দূরত্ব, তারপর আল্লাহ তা'আলা তার ('আরশের) উপর।"(১৫৬)

উল্লেখ্য, এ হাদীসকে বলা হয়, হাদীসুল আও'আল।(১৫৭) যার সনদের শুদ্ধাশুদ্ধি সম্পর্কে

---

১৫৬. সুনানে আবু দাউদ, ৪৭২৩; মুসনাদ আহমাদ (৩/২৯৪), নং ১৭৭১; আদ-দারেমী, আর-রাদ্দু 'আলাল মারীসী ১১৩; আর-রাদ্দু আলাল জাহমিয়্যাহ ৭২; লালেকাঈ, শারহু উসুলি ই'তিকাদি আহলিস সুন্নাতি ওয়াল জামা'আহ ৬৫১।

১৫৭. হাদীসটি যারা বর্ণনা করেছেন, তারা হচ্ছেন,

১- আবু দাউদ, আস-সুনান, ৪/২৩১, হাদীস নং ৪৭২৩; ৪৭২৪, ৪৭২৫।
২- তিরমিযী, হাদীস নং ৫/৩৯৫, হাদীস নং ৩৩২০।
৩- ইবন মাজাহ, ১/৬৯, হাদীস নং ১৯৩।
৪- আবু 'আসেম আস-সুন্নাহ ১/২৫৩, হাদীস নং ৫৭৭।
৫- ইবন খুযাইমাহ, আত-তাওহীদ ১/২৩৪, হাদীস নং ১৪৪।
৬- আবুশ শাইখ, আল-আযমাহ, হাদীস নং ২০৬।
৭- উসমান ইবন সা'ঈদ আদ-দারেমী, আর-রাদ্দু আলা বিশর আল-মারীসী পৃ. ৯১।
৮- আজুররী, আশ-শরী'আহ ২/৭২, হাদীস নং ৭০৬, ৭০৭।
৯- লালেকাঈ, শারহু উসুলি ই'তিক্বাদি আলহিস সুন্নাতি ওয়াল জামা'আহ ৩/৩৩, হাদীস নং, ৬৫০, ৬৫১।
১০- হাকিম, আল-মুস্তাদরাক (২/৫০১)।
১১- বাইহাক্বী, আল-আসমা ওয়াস সিফাত পৃ. (৫৭৬)
১২- আহমাদ ফিল মুসনাদ ১/২০৬, হাদীস নং ১৭৭০, ১৭৭১।
১৩- আল-উকাইলী, আদ্ব-দু'আফাউল কাবীর, ২/২৮৪, ৮৫২।
১৪- ইবন 'আদী, আল-কামেল, ৭/২০০।
১৫- ইবনুল জাওযী, আল-'ইলালুল মুতানাহিয়াহ ১/২৩, হাদীস নং ৫, ৬।

হাদীসটির সনদে তিনটি দোষ নির্ধারণ করা হয়:

এক. 'সিমাক ইবন হারব' বর্ণনাকারী রয়েছেন, তিনি আব্দুল্লাহ ইবন 'উমাইরাহ থেকে, তিনি আল-আহনাফ ইবন ক্বায়েস থেকে, তিনি আব্বাস ইবন আব্দুল মুত্তালিব থেকে। মুহাদ্দিসগণের সাধারণ নিয়ম হচ্ছে সিমাক ইবন হারব এর একক বর্ণনায় সমস্যা রয়েছে।

দুই. আব্দুল্লাহ ইবন উমাইরাহ মাজহূলুল হাল, বা তার সম্পর্কে ভালো বা মন্দ কিছুই জানা যায় না।

তিন. আব্দুল্লাহ ইবন উমাইরাহ তিনি আল-আহনাফ ইবন ক্বায়েস থেকে শুনতে পাননি।

উপরোক্ত তিন দোষ দেখিয়ে যারা হাদীসটি গ্রহণ করেননি, তারা হচ্ছেন,

১- ইমাম ইবনুল জাওযী, (আল-ইলালুল মুতানাহিয়াহ ১/৯)।
২- শাইখ আলবানী, সিলসিলাতুদ্ব দ্ব'য়ীফাহ ৩/৩৯৮; আল-উলু পৃ. ৬০।

অপর দিকে যারা হাদীসটি গ্রহণ করেছেন, তারা হচ্ছেন,

১- ইবন খুযাইমাহ, আত-তাওহীদ।
২- আল-হাকিম, আল-মুস্তাদরাক।
৩- শাইখুল ইসলাম ইবন তাইমিয়্যাহ, আল-ওয়াসেত্বিয়্যাহ।
৪- ইবনুল কাইয়্যেম, ইজতিমা'উল জুয়ূশ, তাহযীবু সুনানি আবী দাউদ।
৫- ইমাম যাহাবী, তালখীসুল মুস্তাদরাক, আল-'উলু, আল-আরশ, আল-আরবা'ঈন।

তাদের বক্তব্য হচ্ছে, যারা নিজেরা সহীহ হাদীস আনার শর্তে গ্রন্থ রচনা করেছেন, তন্মধ্যে বিখ্যাত হচ্ছেন, ইবন খুযাইমাহ আত-তাওহীদ গ্রন্থে। তিনি সে গ্রন্থের ভূমিকায় শর্ত করেছেন যে, তিনি সহীহ হাদীস ব্যতীত আনবেন না। তাই ইবন খুযাইমাহ হাদীসটি আনয়ন করার কারণে ইমাম হাকিম আন-নাইসাপুরী, ইবন তাইমিয়্যাহ, হাফেয যাহাবী, ইবনুল কাইয়্যেমসহ সহীহ আকীদাহ'র বিখ্যাত আলেমগণ এ হাদীসটিকে বর্ণনা করেন, তারা সেটা সরাসরি দলীল হিসেবে না আনলেও অপরাপর হাদীসের শাহেদ বা সমার্থবোধক দলীল হিসেবে নিয়ে এসেছেন।

আলেমগণের মধ্যে ব্যাপক মতভেদ রয়েছে। আমরা এখানে সেটাকে দলীল হিসেবে নিয়ে আসিনি, কেবল শাহেদ বা সম অর্থের প্রমাণ হিসেবে তুলে ধরেছি মাত্র। কারও যদি এ হাদীসের ব্যাপারে কথা থাকে তাহলে তিনি তা গ্রহণ না করলেও আমাদের সমস্যা নেই। বরং এ হাদীস ব্যতীত বহু হাদীস রয়েছে, যা আমাদের দলীলের জন্য যথেষ্ট।

১০- আসমানের উপরে আল্লাহকে বর্ণনা করে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিভিন্ন হাদীসে স্পষ্টভাবে বলেছেন, যেমন,

- দুনিয়াবাসীর প্রতি দয়াবান হওয়ার কথা বলেছেন, যাতে এসেছে,

الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا مَنْ في الأرض يرحمكم مَنْ في السماء.

"যারা দয়া করে, রহমান তাদেরকে দয়া করেন। তোমরা যমীনবাসীদেরকে দয়া করো, যিনি আসমানের উপর আছেন তিনিও তোমাদের দয়া করবেন।"(১৫৮)

অপর বর্ণনায়,

مَنْ لَمْ يَرْحَمْ مَنْ فِي الأَرْضِ لَمْ يَرْحَمْهُ مَنْ فِي السَّمَاءِ.

"যে কেউ যমীনবাসীর প্রতি দয়া করে না, তার প্রতি আসমানের উপর যিনি আছেন তিনিও দয়া করেন না।"(১৫৯)

অপর বর্ণনায় এসেছে,

«ارْحَمْ مَنْ فِي الْأَرْضِ يَرْحَمْكَ مَنْ فِي السَّمَاءِ».

"যমীনে যারা আছে তাদের প্রতি তুমি দয়া করো তাহলে আসমানের উপরে যিনি আছেন তিনি তোমার প্রতি দয়া করবেন।"(১৬০)

- স্বামীর কথা না শুনলে স্ত্রীর কেমন পাপ হয় তা বর্ণনায় বলেছেন,

والذي نفسي بيده ما من رجل يدعو امرأته إلى فراشه فتأبى عليه إلا كان الذي في السماء ساخطًا عليها حتى يرضى عنها.

"যার হাতে আমার প্রাণ, তার শপথ করে বলছি, কোনো পুরুষ যখন তার স্ত্রীকে বিছানায় ডাকে, আর তার স্ত্রী তা প্রতিপালন করতে অস্বীকৃতি জানায়, তখন যিনি আসমানের উপরে আছেন তিনি সে নারীর উপর ক্রোধান্বিত হন যতক্ষণ না সে পুরুষটি নারীর উপর সন্তুষ্ট হচ্ছে।"(১৬১)

- অপর হাদীসে এসেছে, ইবরাহীম 'আলাইহিস সালামকে যখন আগুনে নিক্ষেপ করা হয় তখন তিনি বলেছিলেন,

«اللهُمَّ إِنَّكَ وَاحِدٌ فِي السَّمَاءِ وَأَنَا وَاحِدٌ فِي الْأَرْضِ أَعْبُدُكَ»

---

১৫৮. তিরমিযী, হাদীস নং ১৯২৪; সুনানে আবু দাউদ, ৪৯৪১; আহমাদ (১১/৩৩), নং ৬৪৯৪।

১৫৯. আদ-দারেমী, আর-রাদ্দু আলাল জাহমিয়্যাহ পৃ. ২৫; যাহাবী, আল-উলু পৃ. ৮৪।

১৬০. ত্বায়ালাসী, হাদীস নং ৩৩৩; ত্বাবারানী, আল-কাবীর, ২৫০২;ওয়াল আওসাত্ব, ১৩৮৪; ওয়াস সগীর, ২৮১।

১৬১. সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৩০৬৫, ৪৮৯৭; সহীহ মুসলিম ১৪৩৬।

"হে আল্লাহ, নিশ্চয় আপনি আসমানের উপর একজন, আর আমি যমীনে একজন যে আপনার ইবাদাত করি।"(১৬২)

- অপর হাদীসে এসেছে,

«إِذَا اشْتَكَى أَحَدُكُمْ شَيْئًا أَوِ اشْتَكَى أَخٌ لَهُ فَلْيَقُلْ: رَبُّنَا اللهُ الَّذِي فِي السَّمَاءِ، تَقَدَّسَ اسْمُكَ أَمْرُكَ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، كَمَا رَحْمَتُكَ فِي السَّمَاءِ. فَاجْعَلْ رَحْمَتَكَ فِي الْأَرْضِ، وَاغْفِرْ لَنَا حُوبَنَا وَخَطَايَانَا أَنْتَ رَبُّ الطَّيِّبِينَ، أَنْزِلْ شِفَاءً مِنْ شِفَائِكَ، وَرَحْمَةً مِنْ رَحْمَتِكَ عَلَى هَذَا الْوَجَعِ، فَيَبْرَأَ»

"যখন তোমাদের কেউ কোনো অসুখ অনুভব করবে অথবা তার ভাই অসুখ অনুভব করবে, তখন সে যেন বলে, আমাদের রব যিনি আসমানের উপরে রয়েছেন, আপনার নাম অতীব পবিত্র, আপনার নির্দেশ আসমান ও যমীনে কার্যকর, যেভাবে আপনার রহমত আসমানে রয়েছে সেভাবে যমীনেও আপনার রহমত প্রদান করুন, আমাদের গুনাহসমূহ ক্ষমা করে দিন, আমাদের ত্রুটি মার্জনা করুন, আপনি উত্তমদের রব, আপনি নাযিল করুন আরোগ্যসমূহ থেকে আরোগ্য, রহমতসমূহ থেকে রহমত এ ব্যথার উপর' এটা বললে সে আরোগ্যপ্রাপ্ত হবে।"(১৬৩)

- অপর হাদীসে এসেছে, ইমরান ইবন হুসাইন রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَبِي: «يَا حُصَيْنُ كَمْ تَعْبُدُ الْيَوْمَ إِلَهًا»؟ قَالَ أَبِي: سَبْعَةً سِتَّةً فِي الْأَرْضِ وَوَاحِدًا فِي السَّمَاءِ. قَالَ: «فَأَيُّهُمْ تَعُدُّ لِرَغْبَتِكَ وَرَهْبَتِكَ»؟ قَالَ: الَّذِي فِي السَّمَاءِ. قَالَ: «يَا حُصَيْنُ أَمَا إِنَّكَ لَوْ أَسْلَمْتَ عَلَّمْتُكَ كَلِمَتَيْنِ تَنْفَعَانِكَ». قَالَ: فَلَمَّا أَسْلَمَ حُصَيْنٌ قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ عَلِّمْنِيَ الْكَلِمَتَيْنِ اللَّتَيْنِ وَعَدْتَنِي، فَقَالَ: «قُلْ: اللَّهُمَّ أَلْهِمْنِي رُشْدِي، وَأَعِذْنِي مِنْ شَرِّ نَفْسِي»

"নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার পিতাকে বলেছেন, হে হুসাইন, আজকে তুমি কয়জন মা'বুদের ইবাদাত কর? আমার পিতা বললেন, সাতজন: ছয়জন যমীনে আর একজন আসমানের উপরে। নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, এদের মধ্যে কাকে তুমি তোমার আবেগ ও ভয়ের জন্য মনোনিত কর? হুসাইন বললেন, যিনি আসমানের উপরে আছেন। তখন নবী বললেন, হে হুসাইন, যদি তুমি ইসলাম গ্রহণ কর তবে আমি তোমাকে দু'টি কালেমা শিক্ষা দিব যা দিয়ে তুমি উপকৃত হতে পারবে। ইমরান বলেন, অতঃপর যখন হুসাইন ইসলাম গ্রহণ করেন, তখন তিনি বললেন, হে আল্লাহর রাসূল, আমাকে দু'টি বাক্য শিখিয়ে দিন, যার ওয়াদা আপনি আমাকে করেছেন, তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি

১৬২. দারেমী, আর-রাদ্দু আলাল বিশর আল-মারীসী পৃ. ৭৫; আবু নু'আইম, আল-হিলইয়া (১/১৯); খাত্বীব, তারীখে বাগদাদ (১০/৩৪৬)। ইমাম যাহাবী বলেন, এর সনদ হাসান, আল-উলু, আল-আরশ, আল-আরাঈন; অনুরূপভাবে মানাওয়ী আত-তাইসীর গ্রন্থে হাদীসটিকে হাসান বলেছেন (২/৩০২)।

১৬৩. আবু দাউদ, আস-সুনান ৩৮৯২; দুর্বল সনদে, তবে এর অনেক শাওয়াহিদ রয়েছে। আরও দেখুন: মুসনাদ আহমাদ (৬/২১); আল-লালেকাঈ, শরহু উসূলি ই'তিক্বাদি আহলিস সুন্নাতি ওয়াল জামা'আত (৩/৩৮৯); আদ-দারেমী, আর-রাদ্দু আলাল জাহমিয়্যাহ পৃ. ১৮; আর-রাদ্দু আলাল মারীসী ৫১৪; হাকিম, আল-মুস্তাদরাক ১/৩৪৩-৩৪৪; আল-বাইহাকী, আল-আসমা ওয়াস সিফাত পৃ. ৫৩৩; ইবন কুদামা, ইসবাতি সিফাতিল উলু পৃ. ৭৪।

ওয়াসাল্লাম বললেন, বল, হে আল্লাহ, আমাকে আমার সঠিক কাজটি অন্তরে জাগরুক করে দিন, আমাকে আমার অন্তরের ক্ষতি থেকে আশ্রয় দিন।"(১৬৪)

১১- আসমানের দিকে হাত তোলে দো'আ করার বিশেষ কারণ হচ্ছে, আল্লাহ আসমানের উপর রয়েছেন। যেমন,

- সহীহ ইবন হিব্বানে আবু উসমান আন-নাহদী থেকে এসেছে, তিনি সালমান আল-ফারেসী রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহু সূত্রে নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন,

«إن ربكم حَيِيٌّ كريم يستحيي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صِفرًا».

"নিশ্চয় তোমাদের রব, লজ্জাশীল, দানশীল। বান্দা যখন তার দিকে দু'হাত উপরে তুলে তখন তিনি সে দু'টিকে খালি ফেরত দিতে লজ্জা পান।"(১৬৫)

- রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজেও এভাবে উপরের দিকে হাত তুলে দো'আ করতেন। হাদীসে এসেছে, 'উমার ইবনুল খাত্তাব রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বদরের যুদ্ধের ঘটনা বর্ণনা করছিলেন, তিনি বলেন,

اسْتَقْبَلَ نَبِيُّ اللهِ صلى الله عليه وسلم الْقِبْلَةَ ثُمَّ مَدَّ يَدَيْهِ فَجَعَلَ يَهْتِفُ بِرَبِّهِ: «اللهُمَّ أَنْجِزْ لِي مَا وَعَدْتَنِي، اللهُمَّ آتِ مَا وَعَدْتَنِي، اللهُمَّ إِنْ تُهْلِكْ هَذِهِ الْعِصَابَةَ مِنْ أَهْلِ الإِسْلَامِ لَا تُعْبَدْ فِي الأَرْضِ».

"নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম কিবলামুখী হলেন, তারপর তার দু' হাত উপরের দিকে তুলে ধরে তার রবকে ডাকতে আরম্ভ করলেন, 'হে আল্লাহ! আমাকে যে ওয়াদা করেছেন তা পূর্ণ করুন, হে আল্লাহ, আমাকে যে ওয়াদা করেছেন, তা প্রদান করুন, হে আল্লাহ, যদি আপনি ইসলামের অনুসারীদের এ গোষ্ঠীকে ধ্বংস করে দেন তো যমীনের বুকে আপনার ইবাদাত করা হবে না।"(১৬৬)

- মিকদাদ ইবনুল আসওয়াদ রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে বর্ণিত লম্বা এক হাদীসে এসেছে, তিনি বলেন,

«فَرَفَعَ [النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم] رَأْسَهُ إِلَى السَّمَاءِ ... فَقَالَ: «اللهُمَّ أَطْعِمْ مَنْ أَطْعَمَنِي واسْقِ مَنْ سقَانِي».

"তখন নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার মাথা আসমানের দিকে উঠালেন, অতঃপর বললেন, হে আল্লাহ, যে আমাকে খাইয়েছে তাকে খাওয়ান, যে আমাকে পান করিয়েছে তাকে পান করান।"(১৬৭)

- তাছাড়া দীর্ঘ সফরে হাত তুলে দো'আ করার হাদীস, আবু হুরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

---

১৬৪. তিরমিযী, হাদীস নং ৩৪৮৩ দুর্বল সনদে; ত্বাবারানী, ফিল কাবীর ১৮/১৭৪; ইবন খুযাইমাহ, আত-তাওহীদ ১২০; বাইহাক্বী, আল-আসমা ওয়াস সিফাত পৃ. ৫৩৪; ইবন কুদামাহ ইসবাতু সিফাতিল উলু ৭৫-৭৭।

১৬৫. ইবন হিব্বান, ৮৭৬, ৮৮০; তিরমিযী, হাদীস নং ৩৫৫৬; আবু দাউদ, হাদীস নং ১৪৮৮।

১৬৬. সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১৭৬৩।

১৬৭. সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ২০৫৫।

«أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّ اللهَ طَيِّبٌ لَا يَقْبَلُ إِلَّا طَيِّبًا، وَإِنَّ اللهَ أَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ بِمَا أَمَرَ بِهِ الْمُرْسَلِينَ، فَقَالَ: ﴿ يَـٰٓأَيُّهَا ٱلرُّسُلُ كُلُواْ مِنَ ٱلطَّيِّبَـٰتِ وَٱعْمَلُواْ صَـٰلِحًا ۖ إِنِّى بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴾ [المؤمنون: ٥١] وَقَالَ: ﴿يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُلُواْ مِن طَيِّبَـٰتِ مَا رَزَقْنَـٰكُمْ﴾ [البقرة: ١٧٢] ثُمَّ ذَكَرَ الرَّجُلَ يُطِيلُ السَّفَرَ أَشْعَثَ أَغْبَرَ، يَمُدُّ يَدَيْهِ إِلَى السَّمَاءِ، يَا رَبِّ، يَا رَبِّ، وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ، وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ، وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ، وَغُذِيَ بِالْحَرَامِ، فَأَنَّى يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ؟».

"হে মানুষরা, নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা পবিত্র, তিনি পবিত্র ছাড়া আর কিছু কবুল করেন না, নিশ্চয় আল্লাহ সেটাই মুমিনদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন যা তিনি রাসূলদেরকে নির্দেশ দিয়েছিলেন, অতঃপর বলেন, "হে রাসূলগণ তোমরা পবিত্র জিনিস থেকে খাও আর সৎকাজ কর, নিশ্চয় তোমরা যা কর আমি সেটা সম্পর্কে বিশেষভাবে অবগত' [সূরা আল-মুমিনূন, আয়াত: ৫১] তিনি আরও বলেন, "হে ঈমানদারগণ, তোমরা সেসব পবিত্র জিনিস থেকে খাও যা আমরা তোমাদেরকে রিযিক হিসেবে দিয়েছি। [সূরা আল-বাক্বারাহ, আয়াত: ১৭২] তারপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম সে লোকের কথা বর্ণনা করলেন, যে লম্বা সফর করে (যেমন হজের সফর), উষ্কখুষ্ক চুল, ধুলিমলিন শরীর, তার দু' হাতকে আকাশের দিকে তুলে ধরে বলে, হে রব, হে রব, অথচ তার খাবার হারাম, পানীয় হারাম, পরিধেয় হারাম আর হারাম ভক্ষণ করেছে, তাহলে তার দো'আ কীভাবে কবুল হতে পারে?"[১৬৮]

- অনুরূপ জুমু'আর খুৎবায় হাত তুলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের দো'আ করার হাদীস, আনাস ইবন মালিক রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

قَالَ: أَصَابَتِ النَّاسَ سَنَةٌ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَبَيْنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ فِي يَوْمِ جُمُعَةٍ قَامَ أَعْرَابِيٌّ، فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ: هَلَكَ المَالُ وَجَاعَ العِيَالُ، فَادْعُ اللهَ لَنَا، فَرَفَعَ يَدَيْهِ وَمَا نَرَى فِي السَّمَاءِ قَزَعَةً، فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، مَا وَضَعَهَا حَتَّى ثَارَ السَّحَابُ أَمْثَالَ الجِبَالِ، ثُمَّ لَمْ يَنْزِلْ عَنْ مِنْبَرِهِ حَتَّى رَأَيْتُ المَطَرَ يَتَحَادَرُ عَلَى لِحْيَتِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَمُطِرْنَا يَوْمَنَا ذَلِكَ، وَمِنَ الغَدِ وَبَعْدَ الغَدِ، وَالَّذِي يَلِيهِ، حَتَّى الجُمُعَةِ الأُخْرَى، وَقَامَ ذَلِكَ الأَعْرَابِيُّ - أَوْ قَالَ: غَيْرُهُ - فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، تَهَدَّمَ البِنَاءُ وَغَرِقَ المَالُ، فَادْعُ اللهَ لَنَا، فَرَفَعَ يَدَيْهِ فَقَالَ: «اللَّهُمَّ حَوَالَيْنَا وَلاَ عَلَيْنَا» فَمَا يُشِيرُ بِيَدِهِ إِلَى نَاحِيَةٍ مِنَ السَّحَابِ إِلَّا انْفَرَجَتْ، وَصَارَتِ المَدِينَةُ مِثْلَ الجَوْبَةِ، وَسَالَ الوَادِي قَنَاةُ شَهْرًا، وَلَمْ يَجِئْ أَحَدٌ مِنْ نَاحِيَةٍ إِلَّا حَدَّثَ بِالجَوْدِ.

"নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে একবার অনাবৃষ্টি দেখা দিয়েছিল, ইতোমধ্যে রাসূল এক জুমু'আর দিন খুৎবা দিচ্ছিলেন, এক বেদুইন দাঁড়িয়ে বলল, হে আল্লাহর রাসূল, সম্পদ তো সব ধ্বংস হয়ে গেল, পরিবার ক্ষুধার্ত থেকে গেল, সুতরাং আপনি আল্লাহর কাছে আমাদের জন্য দো'আ করুন। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম দু'হাত উঠালেন, আমরা তখন আকাশে এক টুকরো বৃষ্টিও দেখতে পাচ্ছিলাম না। তাঁর শপথ করে বলছি, যার হাতে আমার প্রাণ, রাসূল তার দু'হাত রাখার পূর্বেই পাহাড়ের মতো মেঘ এসে জমায়েত হতে লাগলো, তারপর রাসূল তার মিম্বর থেকে নেমে যাওয়ার আগেই দেখলাম,

১৬৮. সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১০১৫।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের দাঁড়ি বেয়ে বৃষ্টি গড়িয়ে পড়ছে, আমাদের উপর তখন বৃষ্টি হতে লাগলো সেদিন, তার পরের দিন, তার পরের দিন, এমনকি পরবর্তী জুমু'আর দিন পর্যন্ত। আর সে জুমু'আতে উক্ত বেদুইন অথবা অন্য একজন দাঁড়িয়ে বলল, হে আল্লাহর রাসূল, বাড়ি-ঘর নষ্ট হয়ে গেল, মালামাল ডুবে গেল, সুতরাং আপনি আমাদের জন্য দো'আ করুন, তখন রাসূল তার দু'হাত উঠালেন এবং দো'আ করলেন, হে আল্লাহ, আমাদের চারপাশে, আমাদের উপর নয়, যেদিকেই তিনি ইঙ্গিত করতেন সেদিকই মেঘমুক্ত হয়ে যেত, মদীনা যেন ঢালের মতো হয়ে গেল (মাঝখানে মেঘমুক্ত হয়ে খালি হয়ে গেল), কানাত উপত্যকা একমাস সয়লাব হয়ে থাকলো, যেদিক থেকে লোক আসতো সেদিক থেকেই দানের সুখবর আসত।"[১৬৯]

এছাড়া আরও বহু হাদীসে আমরা দেখতে পাই, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম উপরের দিকে আকাশের দিকে হাত তুলে দো'আ করতেন।

এ বিষয়টিকে হিদায়াতের ইমামগণ আল্লাহ তা'আলা যে তাঁর 'আরশের উপর সেটা সাব্যস্ত করেছেন এবং তা অস্বীকারকারীকে পথভ্রষ্ট হিসেবে ঘোষণা করেছেন।[১৭০]

১২- বান্দার আমল আল্লাহ তা'আলার দিকে উত্থিত হয়, তার প্রমাণ,

- সদকা আল্লাহর দিকে উত্থিত হওয়া: সহীহ বুখারী ও মুসলিমে আবু হুরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

«مَنْ تَصَدَّقَ بِعَدْلِ تَمْرَةٍ مِنْ كَسْبٍ طَيِّبٍ، وَلاَ يَصْعَدُ إِلَى اللهِ إِلَّا الطَّيِّبُ، فَإِنَّ اللهَ يَتَقَبَّلُهَا بِيَمِينِهِ، ثُمَّ يُرَبِّيهَا لِصَاحِبِهَا كَمَا يُرَبِّي أَحَدُكُمْ فَلُوَّهُ حَتَّى تَكُونَ مِثْلَ الجَبَلِ».

"যে কেউ হালাল অর্জন থেকে একটি খেজুর মূল্য পরিমাণ সদকা করে, আর আল্লাহ তা'আলার দিকে হালাল ছাড়া কিছুই উত্থিত হয় না, আল্লাহ তা'আলা সেটাকে তাঁর ডান হাতে গ্রহণ করেন, তারপর সেটাকে তার দানকারীর জন্য লালন করে তুলেন, যেমন তোমাদের কেউ অশ্বশাবককে লালন করে, এমনকি সেটা পরিণত হয় পাহাড়ের মতো।"[১৭১]

- অপর হাদীসে এসেছে, উসামা ইবন যায়েদ রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، لَمْ أَرَكَ تَصُومُ شَهْرًا مِنَ الشُّهُورِ، مَا تَصُومُ مِنْ شَعْبَانَ؟ قَالَ: «ذَلِكَ شَهْرٌ يَغْفُلُ النَّاسُ عَنْهُ بَيْنَ رَجَبٍ وَرَمَضَانَ، وَهُوَ شَهْرٌ تُرْفَعُ فِيهِ الأَعْمَالُ إِلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ، فَأُحِبُّ أَنْ يُرْفَعَ عَمَلِي وَأَنَا صَائِمٌ».

"আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল, আপনাকে আমি শা'বান মাসে যত সাওম রাখতে দেখি অন্য কোনো মাসে সে রকম সাওম রাখতে দেখি না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 'এটি এমন একটি মাস, যাতে মানুষ সাওম পালন থেকে উদাসীন হয়ে যায়, যা রজব ও রমাদানের মাঝে অবস্থিত। আর এটি এমন একটি মাস যাতে রাব্বুল

---

১৬৯. সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৯৩৩।

১৭০. দেখুন: ইবন আবী শাইবাহ, আল-'আরশ, আবুল হাসান আল-আশ'আরী, আল-ইবানাহ ৯৭-৯৮; ইবন আবদুল বার, আত-তামহীদ (৭/১৩৪); ইবন কুদামাহ আল-মাকদেসী, ইসবাতি সিফতাতিল উলু ৬৩।

১৭১. সহীহ বুখারী, হাদীস নং ১৩৪৪; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১০১৪।

আলামীনের দরবারে আমলসমূহ পেশ করা হয়। সুতরাং আমি চাই আমার আমল পেশ করা হবে তখন আমি সাওমরত অবস্থায় আছি।"[১৭২]

- অপর হাদীসে এসেছে, আবদুল্লাহ ইবনুস সায়েব রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহু বলেন,

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يُصَلِّي أَرْبَعًا بَعْدَ أَنْ تَزُولَ الشَّمْسُ قَبْلَ الظُّهْرِ، فَقَالَ: «إِنَّهَا سَاعَةٌ تُفْتَحُ فِيهَا أَبْوَابُ السَّمَاءِ، وَأُحِبُّ أَنْ يَصْعَدَ لِي فِيهَا عَمَلٌ صَالِحٌ»

"রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূর্য পশ্চিম আকাশে হেলে যাওয়ার পর চার রাকাত সালাত পড়তেন, তা ছিল যোহরের আগে, তারপর বলতেন, এ সময় আসমানের দরজাসমূহ খোলা হয়, আর আমি পছন্দ করি যেন এতে সেগুলো দিয়ে আমার নেক আমল উত্থিত হয়।"[১৭৩]

- অপর হাদীসে এসেছে, রিফা'আহ রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহু সালাতের মধ্যে রুকু থেকে মাথা উঠানোর পরে দো'আ করে বলেছিলেন, (রব্বানা লাকাল হামদু হামদান কাসীরান ত্বাইয়্যেবান মুবারাকান ফীহি, মুবারাকান 'আলাইহি কামা ইউহিব্বু রাব্বুনা ওয়া ইয়ারদ্বা), তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছিলেন,

«وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَقَدِ ابْتَدَرَهَا بِضْعَةٌ وَثَلَاثُونَ مَلَكًا أَيُّهُمْ يَصْعَدُ بِهَا»

"যাঁর হাতে আমার প্রাণ তাঁর শপথ করে বলছি, ত্রিশোর্ধ্ব ফিরিশতা তা নেয়ার জন্য প্রতিযোগিতা করেছে, কে এটি নিয়ে উপরে উঠবে।"[১৭৪]

অপর হাদীসে এসেছে, সালাত ছাড়াও অন্য সময়ে বলার কারণে আমল উত্থিত হয়ে থাকে,

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: كُنْتُ جَالِسًا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْحَلْقَةِ، إِذْ جَاءَ رَجُلٌ فَسَلَّمَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَى الْقَوْمِ، فَقَالَ: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ، فَرَدَّ عَلَيْهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «وَعَلَيْكُمُ السَّلَامُ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ» فَلَمَّا جَلَسَ الرَّجُلُ قَالَ: الْحَمْدُ لِلَّهِ حَمْدًا كَثِيرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيهِ، كَمَا يُحِبُّ رَبُّنَا وَيَرْضَى، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «كَيْفَ قُلْتَ؟» فَرَدَّ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمَا قَالَ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَقَدِ ابْتَدَرَهَا عَشَرَةُ أَمْلَاكٍ، كُلُّهُمْ حَرِيصٌ عَلَى أَنْ يَكْتُبُوهَا، فَبَادَرُوا كَيْفَ يَكْتُبُونَهَا حَتَّى رَفَعُوهُ إِلَى ذِي الْعِزَّةِ، فَقَالَ: اكْتُبُوهَا كَمَا قَالَ عَبْدِي».

আনাস রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে কোনো এক হালকায় বসা ছিলাম। তখন এক লোক এসে নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও উপস্থিত সবাইকে সালাম দিয়ে বললেন, 'আসসালামু 'আলাইকুম'। নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার সালামের উত্তরে বললেন, "ওয়া'আলাইকুমুস

১৭২. মুসনাদ আহমাদ (৩৬/৮৫-৮৬), নং ২১৭৫৩; নাসায়ী, হাদীস নং ২৩৫৭, ২৩৫৮; আবু নু'আইম ফিল হিলইয়া (৯/১৮); দ্বিয়া আল-মাকদেসী, আল-মুখতারাহ ১৩৫৬; ইবন আবী শাইবাহ, আল-মুসান্নাফ, হাদীস নং ৯৮৫৮।

১৭৩. তিরমিযী, হাদীস নং ৪৭৮।

১৭৪. আবু দাউদ, হাদীস নং ৭৭০।

সালাম ওয়ারাহমাতুল্লাহি ওয়াবারাকাতুহু"। লোকটি বসতে বসতে বলল: «الْحَمْدُ لِلَّهِ حَمْدًا كَثِيرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيهِ كَمَا يُحِبُّ رَبُّنَا وَيَرْضَى» 'আল্লাহর জন্য অসংখ্য প্রশংসা, পবিত্রময় প্রশংসা, বরকতময় প্রশংসা, আমাদের রব যেভাবে ভালোবাসেন ও পছন্দ করেন।' নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বললেন, "তুমি কীভাবে বলেছ?" লোকটি আগের বারের মতো পুনরায় তা নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বললেন। নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, "যার হাতে আমার প্রাণ তাঁর শপথ! দশজনের বেশি ফিরিশতা তা লিখতে তাড়াহুড়া করছে, কে তা আগে লিখতে পারে। অতঃপর তারা যেভাবে লিখেছেন তা নিয়ে তাড়াহুড়া করছে, কে তা নিয়ে মহামান্য আল্লাহর কাছে উপরে উঠবে। মহান আল্লাহ বলেন, আমার বান্দা যেভাবে বলেছে, তোমরাও সেভাবেই লিখ।"(১৭৫)

- প্রতি দিনের আমলনামা আল্লাহর কাছে উত্থিত হওয়ার হাদীস, আবু মূসা আল-আশ'আরী রাদিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

قَامَ فِينَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِخَمْسِ كَلِمَاتٍ فَقَالَ: «إِنَّ اللهَ عزَّ وجلَّ لاَ يَنَامُ، وَلاَ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَنَامَ، يَخْفِضُ الْقِسْطَ وَيَرْفَعُهُ، يُرْفَعُ إِلَيْهِ عَمَلُ اللَّيْلِ قَبْلَ عَمَلِ النَّهَارِ، وَعَمَلُ النَّهَارِ قَبْلَ عَمَلِ اللَّيْلِ، حِجَابُهُ النُّورُ، لَوْ كَشَفَهُ لأَحْرَقَتْ سُبُحَاتُ وَجْهِهِ مَا انْتَهَى إِلَيْهِ بَصَرُهُ مِنْ خَلْقِهِ».

"রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের মাঝে পাঁচটি বাক্য নিয়ে দাঁড়ালেন। তারপর তিনি বললেন, 'নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা ঘুমান না, আর ঘুমানো তার জন্য শোভনীয়ও নয়, আমলনামার ওজন নিচে নামান আর উপরে উঠান, তাঁর কাছে দিনের আমলের আগেই রাতের আমল উঠানো হয়, আর রাতের আমলের আগেই দিনের আমল উঠানো হয়, তাঁর পর্দা হচ্ছে নূরের। যদি তিনি সে নূর উন্মুক্ত করতেন, তবে তার চোখ যতটুকু যাবে ততটুকু তার চেহারার উজ্জ্বল আলোতে পুড়ে যেতো।"(১৭৬)

১৩-মাযলুমের বদ-দো'আ আসমানের উপরে 'আরশের দিকে উঠে যাওয়ার হাদীস,

«اتَّقُوا دَعَوَاتِ الْمَظْلُومِ فَإِنَّهَا تَصْعَدُ إِلَى السَّمَاءِ كَأَنَّهَا شَرَارٌ»

"তোমরা মাযলুমের বদ-দো'আ থেকে বেঁচে থাক; কারণ তা আসমানের দিকে এমনভাবে উঠতে থাকে যেন তা অগ্নিস্ফুলিঙ্গ।"(১৭৭)

অপর বর্ণনায় এসেছে,

اتَّقُوا دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ فَإِنَّهَا تَصْعَدُ إِلَى اللهِ كَأَنَّهَا شَرَارَةٌ

"তোমরা মাযলুমের বদ-দো'আ থেকে বেঁচে থাক; কারণ তা আল্লাহর দিকে এমনভাবে উত্থিত হয় যেন তা অগ্নিস্ফুলিঙ্গ।"(১৭৮)

---

১৭৫. হাসান: নাসায়ী ফী আমালিল ইয়াওম ওয়াল-লাইলাহ, হাদীস নং ৩৪১; আহমাদ, হাদীস নং ১২৬১২; ইবন হিব্বান একে সহীহ বলেছেন, হাদীস নং ৮৪৫।

১৭৬. সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১৭৯।

১৭৭. হাকিম, মুস্তাদরাক, হাদীস নং ৮১।

১৭৮. যাহাবী, আল-উলু, হাদীস নং ৫৩।

১৪- ফিরিশতাগণ কর্তৃক আল্লাহর কাছে উপরে উঠে যাওয়ার হাদীসসমূহ: বিভিন্ন হাদীসে ফিরিশতাগণ আকাশের উপরে আল্লাহর দিকে উঠে যাওয়ার কথা এসেছে, যেমন,

- হাদীসে এসেছে, মূসা 'আলাইহিস সালামের মৃত্যুর ঘটনায় মূসা 'আলাইহিস সালামের দ্বারা আক্রান্ত হয়ে মালাকুল মাউত আল্লাহ তা'আলার কাছে উপরে আরোহন করে যাওয়ার ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«إِنَّ مَلَكَ الْمَوْتِ كَانَ يَأْتِي النَّاسَ عِيَانًا، فَأَتَى مُوسَى بْنَ عِمْرَانَ فَلَطَمَهُ مُوسَى فَفَقَأَ عَيْنَهُ فَعَرَجَ مَلَكُ الْمَوْتِ فَقَالَ: يَا رَبِّ إِنَّ عَبْدَكَ مُوسَى فَعَلَ بِي كَذَا وَكَذَا وَلَوْلَا كَرَامَتُهُ عَلَيْكَ لَشَقَقْتُ عَلَيْهِ».

"নিশ্চয় মালাকুল মাওত মানুষের কাছে (জান কবজের জন্য) সরাসরি আসতো, সে হিসেবে তিনি মূসা ইবন 'ইমরান ('আলাইহিস সালাম) এর কাছে আসলে তিনি তাকে চড় মারেন, এতে তার চোখ বিগড়ে যায়, তখন মালাকুল মাউত উপরে আরোহন করে বললেন, হে রব, আপনার দাস মূসা আমার সাথে এমন এমন ব্যবহার করেছে, যদি তিনি আপনার কাছে সম্মানিত না হতেন তবে আমি তার ওপর কঠোরতা আরোপ করতাম..।"[১৭৯]

- হাদীসে আরও এসেছে,

«يَتَعَاقَبُونَ فِيكُمْ مَلَائِكَةٌ بِاللَّيْلِ وَمَلَائِكَةٌ بِالنَّهَارِ، وَيَجْتَمِعُونَ فِي صَلَاةِ الْعَصْرِ وَصَلَاةِ الْفَجْرِ، ثُمَّ يَعْرُجُ الَّذِينَ بَاتُوا فِيكُمْ فَيَسْأَلُهُمْ - وَهُوَ أَعْلَمُ بِهِم - فَيَقُولُ: كَيْفَ تَرَكْتُمْ عِبَادِي؟ فَيَقُولُونَ: تَرَكْنَاهُمْ وَهُمْ يُصَلُّونَ، وَأَتَيْنَاهُمْ وَهُمْ يُصَلُّونَ».

"তোমাদের মধ্যে পালাক্রমে ফিরিশতাগণ আসতে থাকেন, কিছু ফিরিশতা রাতে, কিছু ফিরিশতা দিনে। আর তারা আসরের সালাতে এবং ফজরের সালাতে একত্রিত হন। তারপর যারা রাতে তোমাদের মধ্যে অবস্থান করেছিলেন, তারা উপরে আরোহন করে যান, তখন আল্লাহ তাদেরকে জিজ্ঞেস করেন, যদিও তিনি তাঁর বান্দাদের ব্যাপারে ভালোই জানেন, তারপরও তিনি ফিরিশতাদের জিজ্ঞেস করেন, আমার বান্দাদেরকে কী অবস্থায় রেখে এসেছ? তখন তারা বলেন, আমরা তাদেরকে ছেড়ে এসেছি তখন তারা সালাত আদায় করছে, আর আমরা তাদের কাছে গিয়েছিলাম তখনও তারা সালাত আদায় করছেন।"[১৮০] ইবন খুযাইমাহ রাহিমাহুল্লাহ বলেন, এ হাদীস থেকে বুঝা গেল যে, আল্লাহ তা'আলা উপরে রয়েছেন আর ফিরিশতাগণ তার দিকে উপরে উঠে যান। তেমনটি নয় যা জাহমিয়্যাহ ও মু'আত্তিলারা মনে করে থাকে।[১৮১]

- অপর হাদীসে এসেছে,

«إِنَّ للهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى مَلَائِكَةً سَيَّارَةً، فُضُلًا يَتَتَبَّعُونَ مَجَالِسَ الذِّكْرِ، فَإِذَا وَجَدُوا مَجْلِسًا فِيهِ ذِكْرٌ قَعَدُوا مَعَهُمْ، وَحَفَّ بَعْضُهُمْ بَعْضًا بِأَجْنِحَتِهِمْ، حَتَّى يَمْلَئُوا مَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ السَّمَاءِ الدُّنْيَا، فَإِذَا تَفَرَّقُوا عَرَجُوا وَصَعِدُوا إِلَى

১৭৯. হাকিম, আল-মুস্তাদরাক, (২/৬৩২), নং ৪১০৭।

১৮০. সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৫৩০, ৬৯৯২; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৬৩২।

১৮১. ইবন খুযাইমাহ, আত-তাওহীদ, পৃ. ৩৮১।

السَّمَاءِ، قَالَ: فَيَسْأَلُهُمُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ، وَهُوَ أَعْلَمُ بِهِمْ: مِنْ أَيْنَ جِئْتُمْ؟ فَيَقُولُونَ: جِئْنَا مِنْ عِنْدِ عِبَادٍ لَكَ فِي الْأَرْضِ، يُسَبِّحُونَكَ وَيُكَبِّرُونَكَ وَيُهَلِّلُونَكَ وَيَحْمَدُونَكَ وَيَسْأَلُونَكَ».

"নিশ্চয় আল্লাহর কিছু পরিভ্রমণকারী ফিরিশতা রয়েছেন, যারা মানুষের আমলনামা লেখকগণের অতিরিক্ত, যারা যিকিরের মাজলিসগুলো খুঁজে বেড়ায়, অতঃপর যখন তারা কোনো যিকির এর মজলিস পেয়ে যায়, তারা তাদের সাথে বসে পড়েন, তারা একে অপরকে ডানা দিয়ে ঢেকে দেন। এমনকি তারা তাদের মাঝে ও নিকটতম আসমানের মাঝের অংশ পূর্ণ করে করে রাখেন। অতঃপর যখন তারা যিকিরের মজলিস ভঙ্গ করে আলাদা হয়ে যান, তখন ফিরিশতারা আরোহন করতে থাকেন এবং আসমানের উপরে উঠতে থাকেন। রাসূল বলেন, তখন তাদেরকে আল্লাহ তা'আলা প্রশ্ন করেন, যদিও তিনি তাদের সম্পর্কে ভালোই জানেন, (আল্লাহ বলেন) কোত্থেকে এসেছ? তখন তারা বলে, আমরা আপনার কাছে এসেছি যমীনে আপনার কিছু বান্দাদের কাছ থেকে, তারা আপনার তাসবীহ পাঠ করছে, তাকবির দিচ্ছে, তাহলীল পড়ছে, তাহমীদ এর ঘোষণা দিচ্ছে, আপনার কাছে চাচ্ছে।"[১৮২] শাইখ হামূদ আত-তুওয়াইজরী রাহিমাহুল্লাহ বলেন, এর দ্বারা বুঝা গেল যে, আল্লাহ তা'আলার জন্য উপরের দিক সাব্যস্ত হবে।"[১৮৩]

১৫- আল্লাহর নিকটে যাওয়া, তাঁর নিকট কিছু চাওয়া, তাঁর নিকট জবাবদিহী করা, তাঁর নিকট গচ্ছিত করে রাখার জন্য দো'আ করা। যেমন,

- কিয়ামতের দিন শাফা'আতের বড় হাদীসে এসেছে, আনাস ইবন মালিক রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহু বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«فأدخل على ربي تبارك وتعالى وهو على عرشه» وفي بعض ألفاظ البخاري في صحيحه: «فأستأذن على ربي في داره فيؤذن لي عليه» وفي رواية: «فَيَأْتُونِي فَأَسْجُدُ تَحْتَ العَرْشِ، فَيُقَالُ يَا مُحَمَّدُ ارْفَعْ رَأْسَكَ، وَاشْفَعْ تُشَفَّعْ، وَسَلْ تُعْطَهْ».

"অতঃপর আমি আমার রবের কাছে প্রবেশ করব, তখন তিনি তাঁর 'আরশের উপর থাকবেন।" সহীহ বুখারীর অপর বর্ণনায়, "অতঃপর আমি আমার রবের কাছে প্রবেশের অনুমতি চাইব, তখন তিনি তাঁর বাড়িতে থাকবেন, অতঃপর আমাকে তাঁর কাছে প্রবেশের অনুমতি দেয়া হবে।" অপর বর্ণনায়, "অতঃপর লোকেরা আমার কাছে আসবে, আর আমি 'আরশের নিচে গিয়ে সাজদায় পড়ে যাব, তখন বলা হবে, হে মুহাম্মাদ, আপনার মাথা উঠান, আপনি সুপারিশ করুন, আপনার সুপারিশ গ্রহণ করা হবে, আপনি চান আপনাকে প্রদান করা হবে।"[১৮৪] এ হাদীস দ্বারা কি আল্লাহর জন্য নির্দিষ্ট স্থান সর্বোচ্চ 'আরশ সাব্যস্ত হচ্ছে না?

---

১৮২. সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ২৬৮৯।

১৮৩. আস-সিরাজুল ওয়াহহাজ: (১০/৫৬৭)।

১৮৪. প্রথম বর্ণনাটি ইবন কুদামা, ইসবাতি সিফাতুল উলু ৪১; যাহাবী, আল-উলু ৫৭; আর দ্বিতীয় বর্ণনাটি বুখারীর, হাদীস নং ৭০০২ তা'লীকভাবে; আর তৃতীয় বর্ণনাটি, বুখারীর, হাদীস নং ৩৩৪০; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১৯৩।

অপর বর্ণনায় এসেছে,

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «أَنَا سَيِّدُ النَّاسِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ...». فَذَكَرَ حَدِيثَ الشَّفَاعَةِ الطَّوِيلِ، — وَفِيهِ: «فَأَنْطَلِقُ فَآتِي تَحْتَ الْعَرْشِ، فَأَقَعُ سَاجِدًا لِرَبِّي، ثُمَّ يَفْتَحُ اللهُ عَلَيَّ وَيُلْهِمُنِي مِنْ مَحَامِدِهِ، وَحُسْنِ الثَّنَاءِ عَلَيْهِ شَيْئًا لَمْ يَفْتَحْهُ لِأَحَدٍ قَبْلِي...».

আবু হুরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহু সূত্রে নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, "আমি হব কিয়ামতের দিন মানবকুলের নেতা......।" অতঃপর তিনি শাফা'আতের দীর্ঘ হাদীসটি উল্লেখ করেন। —সে হাদীসে রয়েছে: "তখন আমি 'আরশের নিচে এসে আমার রবের সামনে সাজদাহ দিয়ে পড়ে থাকব। তারপর আল্লাহ তা'আলা তাঁর প্রশংসা ও গুণাগুণের এমন সুন্দর নিয়ম আমার সামনে খুলে দিবেন, যা এর পূর্বে অন্য কারো জন্য খোলেননি।"(১৮৫)

- অনুরূপ কিয়ামতের দিন প্রতিটি বনী আদমকে পাঁচটি জিনিস সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলার নিকট জবাবদিহী করতে হবে, হাদীসে এসেছে,

«لا تزولُ قَدَمُ ابنِ آدمَ يومَ القيامةِ مِنْ عِندِ ربِّهِ حتَّى يُسألَ عنْ خمسٍ: عنْ عُمُرِهِ فِيمَ أفناهُ، وعنْ شبابِهِ فِيمَ أبلاهُ، ومالِهِ من أينَ اكتسبَهُ وفِيمَ أنْفَقَهُ، وماذا عَمِلَ فِيما عَلِمَ».

"বনী আদমের পা কিয়ামতের দিন তার রবের নিকট স্থানচ্যুত হবে না, যতক্ষণ পাঁচটি জিনিস সম্পর্কে প্রশ্ন না করা হবে, তার জীবন কোথায় সে তা ব্যয় করেছে? তার যৌবন সে কিসে ক্ষয় করেছে, তার সম্পদ কোথেকে অর্জন করেছে আর কীসে খরচ করেছে, তার যে ইলম বা জ্ঞান সে অর্জন করেছে তাতে কী আমল করেছে?"(১৮৬) আল্লাহর সামনে দাঁড়াতে হলে, আল্লাহর জন্য নির্দিষ্ট স্থান নির্ধারণ করা লাগবেই।

- অপর হাদীসে সাজদাহ'র দো'আতে এসেছে,

«اللَّهمَّ اكتُبْ لِي بها عندكَ أجْرًا، وضَعْ عنِّي بها وِزْرًا، واجْعَلْها لِي عندكَ ذُخْرًا، وتَقبَّلْها منِّي كما تَقبَّلْتَها من عبدِكَ داودَ».

"হে আল্লাহ আমার জন্য এটার বিনিময়ে আপনার কাছে সাওয়াব লিখুন, আমার জন্য এটার বিনিময়ে গোনাহ ক্ষয়ের ব্যবস্থা করুন, আমার জন্য এটাকে আপনার কাছে গচ্ছিত সম্পদ হিসেবে লিখে রাখুন আর আমার থেকে তা কবুল করুন, যেমন আপনি কবুল করেছেন আপনার দাস দাউদের কাছ থেকে।"(১৮৭)

- আল্লাহ তা'আলা হাশরের দিন তাঁর কোনো কোনো বান্দাকে নিজের দিকে ডেকে নিয়ে তার উপর বিশেষ পর্দা ফেলে তাকে প্রশ্ন করবেন, আর এটা জানা কথা যে, এ জিজ্ঞাসার জন্য তাঁকে অবশ্যই 'আরশ থেকে হাশরের মাঠে আসতে হবে, সেটার পুরো ধরন আমাদের জানা

১৮৫. মুত্তাফাকুন 'আলাইহি: বর্ণনায় বুখারী, হাদীস নং ৪৭১২; মুসলিম, হাদীস নং ১৯৪।

১৮৬. তিরমিযী, হাদীস নং ২৪১৬।

১৮৭. তিরমিযী, হাদীস নং ৫৮৪।

নেই; কিন্তু 'কানাফ' বা নিজের দিকে ডেকে নিয়ে বিশেষভাবে জিজ্ঞেস করবেন এটা আমরা বিশ্বাস করি, হাদীসে এসেছে,

«إِنَّ اللهَ يُدْنِي الْمُؤْمِنَ، فَيَضَعُ عَلَيْهِ كَنَفَهُ وَيَسْتُرُهُ، فَيَقُولُ: أَتَعْرِفُ ذَنْبَ كَذَا، أَتَعْرِفُ ذَنْبَ كَذَا؟ فَيَقُولُ: نَعَمْ أَيْ رَبِّ، حَتَّى إِذَا قَرَّرَهُ بِذُنُوبِهِ، وَرَأَى فِي نَفْسِهِ أَنَّهُ هَلَكَ، قَالَ: سَتَرْتُهَا عَلَيْكَ فِي الدُّنْيَا، وَأَنَا أَغْفِرُهَا لَكَ الْيَوْمَ، فَيُعْطَى كِتَابَ حَسَنَاتِهِ، وَأَمَّا الكَافِرُ وَالْمُنَافِقُونَ، فَيَقُولُ الأَشْهَادُ: ﴿هَٰٓؤُلَآءِ ٱلَّذِينَ كَذَبُواْ عَلَىٰ رَبِّهِمْۚ أَلَا لَعْنَةُ ٱللَّهِ عَلَى ٱلظَّٰلِمِينَ﴾ [هود: ١٨]»

"নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা মুমিন বান্দাকে কাছে ডেকে আনবেন, তারপর তাকে তার দিকে এনে তাকে বিশেষভাবে ঢেকে নিবেন, তারপর বলবেন, 'তুমি কি এ গুনাহের স্বীকৃতি দিচ্ছ? তুমি কি এ গুনাহের স্বীকৃতি দাও? তখন সে বলবে, হ্যাঁ, হে আমার রব, অতঃপর যখন তার কাছ থেকে তার গুনাহের স্বীকৃতি আদায় করে নিবেন, আর সে মনে করবে যে তার বুঝি ধ্বংস অনিবার্য, তখন আল্লাহ বলবেন, আমি সেটা তোমার ওপর দুনিয়ার বুকে ঢেকে রেখেছিলাম, আর আজকে আমি সেটা তোমার জন্য ক্ষমা করে দিলাম, তারপর তার নেক আমলনামাটি তাকে দেয়া হবে। কিন্তু কাফির ও মুনাফিক, তাদের ব্যাপারে সাক্ষীগণ বলবেন, "এরাই তো সে সম্প্রদায়, যারা তাদের রবের ওপর মিথ্যারোপ করেছে, সাবধান, আল্লাহর লা'নত তো যালিমদের উপরই পড়বে।" [সূরা হূদ, আয়াত: ১৮][১৮৮]

- না জেনে আল্লাহর ওপর কথা বলার পরিণামে রব্বুল আলামীন তাঁর নিকট হাজির করে প্রশ্নোত্তর করার পর তাকে জাহান্নামে পাঠাবেন। হাদীসে এসেছে,

«كانَ رَجُلَانِ في بني إسرائيلَ مُتَوَاخِيَيْنِ، فكانَ أحدُهُمَا يُذْنِبُ، والآخرُ مجتهد في العبادةِ، فكانَ لا يزالُ المجتهدُ يرى الآخَرَ على الذَّنْبِ فيقولُ: أَقْصِر. فوجَدَهُ يومًا على ذنبٍ فقالَ لهُ: أَقْصِرْ. فقالَ خَلِّني وربِّي أَبُعِثْتَ عليَّ رقيبًا؟ فقالَ: واللهِ! لا يغفرُ اللهُ لكَ - أو لا يُدْخِلُكَ اللهُ الجنَّةَ! - فقبضَ أرواحَهُما، فاجتَمَعا عندَ رَبِّ العالمينَ، فقالَ لهذا المجتهدِ: أَكنتَ بي عالِمًا، أو كنتَ عَلَى ما في يَدَيَّ قادرًا؟ وقالَ للمُذنبِ: اذْهَبْ فادخُلِ الجنَّةَ بِرحمتي، وقالَ للآخَرِ: اذْهَبُوا بهِ إلى النَّارِ». قال أبو هريرة: والذي نفسي بيده، لتكلَّم بكلمة أَوْبَقَتْ دنياه وآخرتَه.

"বনী ইসরাঈলের মধ্যে দু' ব্যক্তি ভ্রাতৃত্ব বন্ধনে আবদ্ধ ছিল, একজন গোনাহ করত, আরেকজন ইবাদতে পরিশ্রম করত। ইবাদাতে পরিশ্রমকারী সর্বদা অপরজনকে গুনাহের উপর দেখে বলত, ক্ষ্যান্ত হও। একদিন ইবাদতকারী ব্যক্তি অপরজনকে পেল গুনাহের উপর। তখন সে তাকে বলল, ক্ষ্যান্ত হও। তখন সে বলল, আমাকে ও আমার রবকে ছাড়, আল্লাহ কি তোমাকে আমার ওপর পর্যবেক্ষক নিয়োজিত করে পাঠিয়েছেন? তখন ইবাদাতকারী বলে ফেলল, আল্লাহর শপথ, আল্লাহ তোমাকে ক্ষমা করবেন না! অথবা বলেছে, তোমাকে আল্লাহ জান্নাতে প্রবেশ করাবেন না! তখন তাদের দু'জনের মৃত্যু হয়, উভয়ে রব্বুল আলামীনের দরবারে নীত হয়, তখন আল্লাহ তা'আলা ইবাদাতে পরিশ্রমকারীকে বললেন, তুমি কি আমার ব্যাপারে জানতে? অথবা তুমি কি আমার দু' হাতে যা আছে তাতে সক্ষম

১৮৮. সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৭৫১৪; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ২৭৬৮।

ছিলে? তারপর গুনাহকারীকে বললেন, যাও, তুমি আমার রহমতে জান্নাতে প্রবেশ কর, অপরজনকে উদ্দেশ্য করে বললেন, যাও তাকে জাহান্নামের দিকে নিয়ে যাও।" আবু হুরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহু বলেন, যার হাতে আমার প্রাণ তাঁর শপথ করে বলছি, সে এমন একটি বাক্য বলেছে, যাতে সে তার দুনিয়া ও আখেরাত উভয়টি বরবাদ করেছে।[১৮৯] তাহলে হাদীস থেকে বুঝা গেল যে, আল্লাহ তা'আলার কাছে নীত হয়েছে, আল্লাহ তা'আলা তাদের প্রশ্ন করেছেন। এসবই কি প্রমাণ করে না যে, আল্লাহ তা'আলার নির্দিষ্ট স্থান রয়েছে? আর তা তো 'আরশ ছাড়া আর কিছু নয়।

- আল্লাহ তাঁর নিকট যারা আছেন তাদের কাছে ভালো লোকদের কথা আলোচনা করেন, হাদীসে এসেছে,

«إِنَّ مِنْ جَلَالِ اللهِ مِمَّا تَذْكُرُونَ التَّسْبِيحَ وَالتَّحْمِيدَ وَالتَّهْلِيلَ لَيَنْعَطِفْنَ حَوْلَ الْعَرْشِ، لَهُنَّ دَوِيٌّ كَدَوِيِّ النَّحْلِ، يُذَكِّرْنَ بِصَاحِبِهِنَّ. أَفَلَا يُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَكُونَ لَهُ عِنْدَ اللهِ مَنْ يُذَكِّرُ بِهِ؟!»

"নিশ্চয় তোমরা যেসব তাসবীহ, তাহমীদ ও তাহলীল করো সেগুলোর দ্বারা আল্লাহর মাহাত্ম্য ও সম্মান প্রকাশ করা হয়। সেগুলো 'আরশের চারপাশে ঘুরতে থাকে, তাদের গুঞ্জন থাকে মৌমাছির গুঞ্জনের মতো, যারা এগুলো বলেছে তাদের কথা সে স্মরণ করাতেই থাকে। তোমাদের কেউ কি পছন্দ কর না যে, তার জন্য আল্লাহর নিকট তা থাকবে যা তাকে তাঁর কাছে স্মরণ করাবে?!"[১৯০]

- আল্লাহর যিকির করলে আল্লাহ তা'আলাও তাঁর নিকট যারা আছেন তাদের কাছে যিকিরকারীর কথা স্মরণ করেন, হাদীসে এসেছে,

«وَمَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِنْ بُيُوتِ اللهِ، يَتْلُونَ كِتَابَ اللهِ، وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ، إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمِ السَّكِينَةُ، وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ وَحَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ، وَذَكَرَهُمُ اللهُ فِيمَنْ عِنْدَهُ، وَمَنْ بَطَّأَ بِهِ عَمَلُهُ، لَمْ يُسْرِعْ بِهِ نَسَبُهُ»

"আর যখনই কোনো গোষ্ঠী আল্লাহর ঘরসমূহ থেকে কোনো ঘরে একত্রিত হয়, আল্লাহর কিতাব তিলাওয়াত করে, তা নিয়ে তাদের মাঝে পাঠাভ্যাস করে, তখনই তাদের ওপর প্রশান্তি নাযিল হয়, রহমত তাদেরকে ঢেকে দেয়, ফিরিশতারা তাদেরকে ঘিরে রাখেন আর আল্লাহ তাঁর কাছে যারা আছে তাদের কাছে এদের কথা আলোচনা করেন। আর যার আমল তাকে দেরী করাবে বংশ তাকে এগিয়ে দিবে না।"[১৯১]

- ফিরিশতাগণ আল্লাহর নিকট কাতারবন্দী হয়ে দাঁড়ায়। যদি আল্লাহ তা'আলা 'আরশের উপর না থাকেন তাহলে ফিরিশতারা কোথায় কাতারবন্দী হয়ে দাঁড়ায়? হাদীসে এসেছে,

«أَلَا تَصُفُّونَ كَمَا تَصُفُّ الْمَلَائِكَةُ عِنْدَ رَبِّهَا؟» فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللهِ، وَكَيْفَ تَصُفُّ الْمَلَائِكَةُ عِنْدَ رَبِّهَا؟ قَالَ: «يُتِمُّونَ الصُّفُوفَ الْأُوَلَ وَيَتَرَاصُّونَ فِي الصَّفِّ».

---

১৮৯. সুনানে আবু দাউদ, হাদীস নং ৪৯০১।

১৯০. সুনানে ইবন মাজাহ, হাদীস নং ৩৮০৯।

১৯১. সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ২৬৯৯।

"তোমরা কি তেমন কাতার করবে না যেমন কাতার ফিরিশতাগণ তাদের রবের নিকট করে থাকে? তখন আমরা বললাম, হে আল্লাহর রাসূল, কীভাবে ফিরিশতাগণ তাদের রবের নিকট কাতার করে? রাসূল বললেন, তারা প্রথম কাতারগুলো আগে পূরণ করে এবং কাতারে সীসাঢালা প্রাচীরের ন্যায় ফাঁক না রেখে দাঁড়ান।"(১৯২)

১৬- হাদীসে শহীদদের আত্মাকে জান্নাতে প্রবেশ করানোর মাধ্যমে সম্মানিত করার পাশাপাশি আল্লাহ তাদের প্রতি উপর থেকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করার বিষয়টি এসেছে, সেখানে 'ইত্তেলা' বলা হয়েছে, যা দ্বারা বুঝা যায় মহান আল্লাহ তাঁর 'আরশের উপর থেকে তাদের দিকে তাকাবেন। যেমন,

- এক হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«أَرْوَاحُهُمْ فِي جَوْفِ طَيْرٍ خُضْرٍ لَهَا قَنَادِيلُ مُعَلَّقَةٌ بِالْعَرْشِ، تَسْرَحُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ شَاءَتْ، ثُمَّ تَأْوِي إِلَى تِلْكَ الْقَنَادِيلِ فَاطَّلَعَ إِلَيْهِمْ رَبُّهُم اطِّلَاعَةً فَقَالَ: هَلْ تَشْتَهُونَ شَيْئًا؟».

"তাদের রূহকে প্রদান করা হবে সবুজ পাখির পেটে, যেগুলোর জন্য রয়েছে এমন ঝাড়বাতিসমূহ, যা 'আরশের সাথে লটকে আছে, জান্নাতের সর্বত্র যেখানে ইচ্ছা সে ঘুরে বেড়ায়, তারপর সেসব ঝাড়বাতিসমূহে আশ্রয় নেয়, তাদের রব তাদের দিকে ('আরশের উপর থেকে) দৃষ্টি দিয়ে বলেন, তোমাদের কি কোনো কিছু চাওয়ার আছে।"(১৯৩) ইবন খুযাইমাহ বলেন, যারা আরবী ভাষা জানে তারাই বুঝে, আরবীতে 'ইত্তেলা' শব্দ দিয়ে উপর থেকে নিচের দিকে তাকানোকে বুঝানো হয়।(১৯৪)

- অন্য হাদীসে এসেছে,

عَنْ مَسْرُوقٍ، قَالَ: سَأَلْنَا عَبْدَ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ عَنْ هَذِهِ الْآيَةِ: ﴿ وَلَا تَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ قُتِلُوا۟ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ أَمْوَٰتًۢا ۚ بَلْ أَحْيَآءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ ﴿١٦٩﴾ ﴾ [سورة آل عمران: ١٦٩]، فَقَالَ: أَمَا إِنَّا قَدْ سَأَلْنَا عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ: «أَرْوَاحُهُمْ فِي جَوْفِ طَيْرٍ خُضْرٍ، لَهَا قَنَادِيلُ مُعَلَّقَةٌ بِالْعَرْشِ، تَسْرَحُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ شَاءَتْ، ثُمَّ تَأْوِي إِلَى تِلْكَ الْقَنَادِيلِ». فَذَكَرَ الْحَدِيثَ بِطُولِهِ.

মাসরূক রাহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আবদুল্লাহ ইবন মাস'ঊদ রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহুকে এ আয়াতটি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম যাতে আল্লাহ তা'আলা বলেন, "যাঁরা আল্লাহর রাস্তায় নিহত হয়েছে তাদেরকে মৃত মনে করো না বরং তারা জীবিত; তারা তাদের রবের নিকট থেকে জীবিকাপ্রাপ্ত।" [সূরা আলে ইমরান, আয়াত: ১৬৯] আবদুল্লাহ ইবন মাস'ঊদ রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহু বলেন, আমি এ আয়াত সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন, "তাদের রূহসমূহ সবুজ পাখীর উদরে রক্ষিত থাকে, যা 'আরশের সাথে ঝুলন্ত দীপাধারে বাস করে। জান্নাতের সর্বত্র তারা যেখানে চায়

---

১৯২. সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৪৩০; সুনানে আবু দাউদ, হাদীস নং ৬৬১; আহমাদ, মুসনাদ (৫/১০১)।

১৯৩. সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১৮৮৭।

১৯৪. ইবন খুযাইমাহ, আত-তাওহীদ পৃ. ৩৮১।

সেখানে বিচরণ করে। অবশেষে সে দীপাধারগুলোতে ফিরে আসে.....।"(১৯৫) অতঃপর তিনি দীর্ঘ হাদীসটি উল্লেখ করেন।

১৭- 'আরশের ছায়ায় হাশরের দিন মানুষের অবস্থান, 'আরশকে ও 'আরশের ছায়াকে আল্লাহ তা'আলা তাঁর নিজের দিকে সম্পৃক্ত করা প্রমাণ করে তিনি 'আরশের উপরে। এ ব্যাপারে বেশ কিছু হাদীস রয়েছে, যেমন,

- আবু হুরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহু বর্ণিত হাদীসে এসেছে, তিনি বলেন,

قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمُ اللهُ فِي ظِلِّهِ، يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ...». وَسَاقَ الْحَدِيثَ.

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "যেদিন আল্লাহর (রহমতের) ছায়া ছাড়া আর কোনো ছায়া থাকবে না, সেদিন সাত ব্যক্তিকে আল্লাহ তাঁর নিজের ('আরশের) ছায়ায় আশ্রয় দিবেন....।" অতঃপর তিনি হাদীসের অবশিষ্টাংশ উল্লেখ করেন।(১৯৬)

- অপর হাদীসে এসেছে,

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ اللهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَقُولُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: أَيْنَ الْمُتَحَابُّونَ لِجَلَالِي؟ الْيَوْمَ أُظِلُّهُمْ فِي ظِلِّي. يَوْمَ لاَ ظِلَّ إِلاَّ ظِلِّي».

আবু হুরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "কিয়ামতের দিন আল্লাহ বলবেন, আমার মহত্ত্বের কারণে একে অপরের প্রতি ভালোবাসা স্থাপনকারীরা কোথায়? আজ আমি তাদেরকে আমার বিশেষ ছায়ায় ছায়া প্রদান করব। আজ এমন দিন, যেদিন আমার ছায়া ব্যতীত অন্য কোনো ছায়া নেই।"(১৯৭)

- অপর হাদীসে এসেছে,

عَنِ الْعِرْبَاضِ بْنِ سَارِيَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: الْمُتَحَابُّونَ بِجَلَالِي فِي ظِلِّ عَرْشِي يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلِّي».

ইরবাদ্ব ইবন সারিয়া রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "মহান আল্লাহ বলেছেন, আমার মহত্ত্বের কারণে একে অপরের প্রতি ভালোবাসা স্থাপনকারীদেরকে সেদিন আমি আমার 'আরশের ছায়ায় ছায়া

---

১৯৫. সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১৮৮৭। হাদীসের উক্তি : «سَأَلْنَا عَنْ ذَلِكَ» দ্বারা বাহ্যত যাকে প্রশ্ন করা হয়েছে, আর তিনি হলেন নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম। তাঁর সম্পর্কে জ্ঞাত থাকার কারণে তাঁর নাম এখানে উল্লেখ করা হয়নি, যেমনটি ইবনুল কাইয়্যেম রাহিমাহুল্লাহ তাহযীবুস সুন্নাহ (৩/৩৭৪)-তে বলেছেন।

১৯৬. মুত্তাফাকুন 'আলাইহি: বর্ণনায় মালিক, হাদীস নং ১৪; মুসলিম, হাদীস নং ১০৩১; বুখারী, হাদীস নং ৬৬০। হাদীসের উক্তি: «فِي ظِلِّهِ» অর্থাৎ 'আরশের ছায়াতলে।

১৯৭. সহীহ: বর্ণনায় মালিক, হাদীস নং ১৩; মুসলিম, হাদীস নং ২৫৬৬।

প্রদান করব, যেদিন আমার ছায়া ব্যতীত অন্য কোনো ছায়া থাকবে না।"(১৯৮)

- অন্য হাদীসে এসেছে,

عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «قَالَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: وَجَبَتْ مَحَبَّتِي لِلْمُتَحَابِّينَ فِيَّ، وَالْمُتَجَالِسِينَ فِيَّ، وَالْمُتَزَاوِرِينَ فِيَّ، وَالْمُتَبَاذِلِينَ فِيَّ».

মু'আয ইবন জাবাল রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, "আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা বলেছেন, আমার ভালোবাসা সেই সমস্ত লোকের জন্য ওয়াজিব হয়ে গেছে যারা আমার (সন্তুষ্টির) জন্য পরস্পর পরস্পরকে ভালোবাসে, আমারই জন্য একত্রে বসে, আমারই জন্য একে অন্যের সাথে সাক্ষাৎ করে এবং আমারই জন্য একে অন্যের জন্য ব্যয় করে।"(১৯৯)

- অন্য হাদীসে এসেছে,

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِنَّ للهِ عِبَادًا لَيْسُوا بِأَنْبِيَاءَ وَلَا شُهَدَاءَ يَغْبِطُهُمُ الشُّهَدَاءُ وَالنَّبِيُّونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لِقُرْبِهِمْ مِنَ اللهِ تَعَالَى وَمَجْلِسِهِمْ مِنْهُ» فَجَثَا أَعْرَابِيٌّ عَلَى رُكْبَتَيْهِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، صِفْهُمْ لَنَا. قَالَ: «قَوْمٌ مِنْ أَفْنَاءِ النَّاسِ مِنْ نِزَاعِ الْقَبَائِلِ تَصَادَقُوا فِي اللهِ وَتَحَابُّوا فِيهِ، يَضَعُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَنَابِرَ مِنْ نُورٍ يَخَافُ النَّاسُ وَلَا يَخَافُونَ، هُمْ أَوْلِيَاءُ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ الَّذِينَ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ».

ইবন 'উমার রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহুমা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "আল্লাহর এমন কতিপয় বান্দা রয়েছেন যারা নবী-রাসূল নন, আবার শহীদও নন; কিন্তু কিয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলার নৈকট্য লাভ ও তাঁর কাছাকাছি বসা দেখে শহীদগণ ও নবী-রাসূলগণ ঈর্ষা করবেন।" তখন একজন বেদুঈন হাঁটু গেড়ে বসে পড়ল আর বলল, হে আল্লাহর রাসূল! তাদের গুণাবলি বর্ণনা করুন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, "তারা বিভিন্ন গোত্র থেকে উত্থিত অসহায় সাধারণ অপরিচিত মানুষ, যারা আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য পরস্পরে বন্ধুত্ব স্থাপন করেছে, তাঁরই (সন্তুষ্টির) জন্য পরস্পর পরস্পরকে ভালোবেসেছে। মহান আল্লাহ কিয়ামতের দিন তাদের জন্য নূরের মিম্বার স্থাপন করবেন। সেদিন সমস্ত লোকজন ভীত-সন্ত্রস্ত ও পেরেশান থাকবে; কিন্তু তারা ভয় পাবে না। তারা হলো মহান আল্লাহর বন্ধু যাদের কোনো ভয় নেই, আর তারা পেরেশানও হবে না।"(২০০)

- অপর হাদীসে এসেছে,

عَنْ أَبِي مَالِكٍ الْأَشْعَرِيِّ، قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ: ﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ

---

১৯৮. হাসান: বর্ণনায় ইমাম আহমাদ, হাদীস নং ১৭১৫৮; ত্বরানী, আল-মু'জামুল কাবীর (৮/২৫৮)।

১৯৯. সহীহ: বর্ণনায় মালিক, হাদীস নং ১৬ (চুল বিষয়ক অধ্যায়)।

২০০. সহীহ: বর্ণনায় হাকিম (৪/১৭০-১৭১)।

ءَامَنُوا لَا تَسْـَٔلُوا عَنْ أَشْيَآءَ إِن تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ ﴾ [سورة المائدة: ١٠١]. قَالُوا: فَنَحْنُ نَسْأَلُهُ إِذًا، قَالَ: «إِنَّ لله عِبَادًا لَيْسُوا بِأَنْبِيَاءَ، وَلَا شُهَدَاءَ يَغْبِطُهُمُ النَّبِيُّونَ وَالشُّهَدَاءُ بِقُرْبِهِمْ وَمَقْعَدِهِمْ مِنَ الله يَوْمَ الْقِيَامَةِ» ، قَالَ: وَفِي نَاحِيَةِ الْقَوْمِ أَعْرَابِيٌّ، فَقَامَ فَحَثَى عَلَى وَجْهِهِ وَرَمَى بِيَدَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: حَدِّثْنَا يَا رَسُولَ الله عَنْهُمْ مَنْ هُمْ؟ قَالَ: فَرَأَيْتُ وَجْهَ رَسُولِ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبْشَرَ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «هُمْ عِبَادٌ مِنْ عِبَادِ الله، مِنْ بُلْدَانٍ شَتَّى، وَقَبَائِلَ شَتَّى مِنْ شُعُوبِ الْقَبَائِلِ، لَمْ يَكُنْ بَيْنَهُمْ أَرْحَامٌ يَتَوَاصَلُونَ بِهَا، وَلَا دُنْيَا يَتَبَاذَلُونَ بِهَا، يَتَحَابُّونَ بِرُوحِ الله، يَجْعَلُ اللهُ وُجُوهَهُمْ نُورًا، وَيَجْعَلُ لَهُمْ مَنَابِرَ مِنْ لُؤْلُؤٍ قُدَّامَ الرَّحْمَنِ، يَفْزَعُ النَّاسُ وَلَا يَفْزَعُونَ، وَيَخَافُ النَّاسُ وَلَا يَخَافُونَ».

আবু মালিক আল-আশ'আরী রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি এ আয়াত নাযিল হওয়ার সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে ছিলাম,

﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَسْـَٔلُوا عَنْ أَشْيَآءَ إِن تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ ﴾ [سورة المائدة: ١٠١]

"হে মুমিনগণ, তোমরা এমন বিষয়াবলি সম্পর্কে প্রশ্ন করো না যা তোমাদের কাছে প্রকাশ করা হলে তা তোমাদেরকে পীড়া দিবে।" [সূরা আল-মায়িদাহ, আয়াত: ১০১] তারা বললেন, আমরা তখনও তাঁকে প্রশ্ন করে যাচ্ছিলাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, "আল্লাহর এমন কতিপয় বান্দা রয়েছেন যারা নবী-রাসূল নন, আবার শহীদও নন; কিন্তু কিয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলার নৈকট্য লাভ ও তাঁর সন্নিকটে আসন দেখে নবী-রাসূলগণ ও শহীদগণ তাদেরকে ঈর্ষা করবেন।" বর্ণনাকারী বলেন, উপস্থিত লোকদের এক প্রান্তে একজন বেদুঈন লোক ছিল। সে উঠে দাঁড়াল, তার চেহারায় (মাটি) ছুঁড়ে মারল এবং দু' হাতে মাটি নিক্ষেপ করল। অতঃপর সে বলল, হে আল্লাহর রাসূল! তারা কারা? তাদের সম্পর্কে আমাদেরকে বলুন। বর্ণনাকারী বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের চেহারা হাস্যজ্জোল দেখতে পেলাম। অতঃপর নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, "তারা বিভিন্ন দেশ, গোত্র ও জাতির মধ্য থেকে আল্লাহর সেসব বান্দা, যাদের মধ্যে রক্ত সম্পর্কীয় আত্মীয়তা না থাকা সত্ত্বেও পরস্পর পরস্পরের সাথে সম্পর্ক রাখে, যাদের মধ্যে দূর সম্পর্কিত আত্মীয়তার সম্পর্ক না থাকা সত্ত্বেও তারা পরস্পরের জন্য ব্যয় করে, তারা আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য পরস্পর পরস্পরকে ভালোবাসে। আল্লাহ তাদের চেহারা আলোকিত করবেন এবং রহমানের ('আরশের) সামনে মনি-মুক্তার মিম্বার স্থাপন করবেন। সেদিন সমস্ত লোকজন আতঙ্কে থাকবে; কিন্তু তারা আতঙ্কিত হবে না। লোকেরা ভীত-সন্ত্রস্ত হবে; কিন্তু তারা ভয় পাবে না।"[২০১]

- অন্য হাদীসে এসেছে,

عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ عَائِذِ الله، قَالَ: مَرَّ رَجُلٌ فَقُمْتُ إِلَيْهِ فَقُلْتُ: إِنَّ هَذَا حَدَّثَنِي بِحَدِيثِ رَسُولِ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَهَلْ سَمِعْتَهُ؟ يَعْنِي مُعَاذًا، قَالَ: مَا كَانَ يُحَدِّثُكَ إِلَّا حَقًّا، فَأَخْبَرْتُهُ قَالَ: قَدْ سَمِعْتُ هَذَا مِنْ رَسُولِ الله

২০১. হাসান: আবদুর রাযযাক, হাদীস নং ২০৩২৪; আবদুল্লাহ ইবন মুবারক, আয-যুহদ, হাদীস নং ৭১৪; আহমাদ, আল-মুসনাদ, হাদীস নং ২২৯০৬।

صَلَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْنِي فِي الْمُتَحَابِّينَ فِي اللهِ يُظِلُّهُمُ اللهُ فِي ظِلِّ عَرْشِهِ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ، وَمَا هُوَ أَفْضَلُ مِنْهُ. قُلْتُ: إِيْ رَحِمَكَ اللهُ وَمَا هُوَ أَفْضَلُ مِنْهُ: قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْثُرُ عَنِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ قَالَ: «حَقَّتْ مَحَبَّتِي لِلْمُتَحَابِّينَ فِيَّ، وَحَقَّتْ مَحَبَّتِي لِلْمُتَوَاصِلِينَ فِيَّ، وَحَقَّتْ مَحَبَّتِي لِلْمُتَزَاوِرِينَ فِيَّ، وَحَقَّتْ مَحَبَّتِي لِلْمُتَبَاذِلِينَ فِيَّ» وَلَا أَدْرِي بِأَيَّتِهِمَا بَدَأَ. قُلْتُ: مَنْ أَنْتَ رَحِمَكَ اللهُ؟ قَالَ: أَنَا عُبَادَةُ بْنُ الصَّامِتِ».

আবু ইদরীস 'আয়িযুল্লাহ রাহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একবার এক ব্যক্তি আমার পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন, আমি তার কাছে গিয়ে বললাম, এ লোক অর্থাৎ মু'আয রাদিয়াল্লাহু 'আনহু আমাকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের একটি হাদীস শুনিয়েছেন। আপনি কি তা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে শুনেছেন? তিনি (অতিক্রমকারী) বলেন, তিনি আপনাকে সঠিক হাদীস ব্যতীত অন্য কিছু শুনাবেন না। অতঃপর আমি তা তাকে শুনালাম। তিনি (অতিক্রমকারী) বলেন, আমি এ হাদীস রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে আরও উত্তমভাবে শুনেছি, অর্থাৎ "আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য পরস্পরে ভালোবাসা স্থাপনকারীগণকে আল্লাহর 'আরশের নিচে ছায়া দিবেন, যেদিন তাঁর ছায়া ব্যতীত আর কোনো ছায়া থাকবে না। আমি (মু'আয রাদিয়াল্লাহু 'আনহু) বললাম, আল্লাহ আপনাকে রহম করুন, এর চেয়ে উত্তম কী? তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মহান আল্লাহ থেকে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন, "আমার ভালোবাসা সেই সকল লোকের জন্য ওয়াজিব হয়ে গেছে যারা আমার (সন্তুষ্টির) জন্য পরস্পর পরস্পরকে ভালোবাসে, আমারই জন্য একত্রে বসে, আমারই জন্য একে অন্যের সাথে সাক্ষাৎ করে এবং আমারই জন্য একে অন্যের জন্য ব্যয় করে।" তিনি (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কোন দু'টি আগে বলেছেন তা আমার জানা নেই। আমি বললাম, আল্লাহ আপনার ওপর রহমত বর্ষণ করুন, আপনি কে? তিনি বললেন, আমি উবাদাহ ইবন সামিত।(২০২)

১৮-মহান রাব্বুল আলামীন প্রথম আসমানে অবতরণ করেন; যা প্রমাণ করে যে, আল্লাহ তা'আলা তাঁর 'আরশের উপরে আছেন। সেখান থেকেই যেভাবে অবতরণ করা তাঁর জন্য উপযোগী সেভাবে তিনি অবতরণ করেন। যেমন,

- আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু 'আনহু বর্ণিত হাদীসে এসেছে,

«يَنْزِلُ رَبُّنَا تَبَارَكَ وَتَعَالَى كُلَّ لَيْلَةٍ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا حِينَ يَبْقَى ثُلُثُ اللَّيْلِ الآخِرُ يَقُولُ: مَنْ يَدْعُونِي، فَأَسْتَجِيبَ لَهُ مَنْ يَسْأَلُنِي فَأُعْطِيَهُ، مَنْ يَسْتَغْفِرُنِي فَأَغْفِرَ لَهُ».

"আমাদের বরকতপূর্ণ ও মহান রব প্রতি রাতে দুনিয়ার আকাশে নেমে আসেন যখন রাতের এক-তৃতীয়াংশ বাকী থাকে, বলতে থাকেন, এমন কেউ কি আছে যে আমাকে ডাকবে, আর আমি তার ডাকে সাড়া দিব? এমন কেউ কি আছে আমার কাছে চাইবে, আর আমি তাকে তা দিব? এমন কেউ কি আছে যে আমার কাছে ক্ষমা চাইবে আর আমি তাকে ক্ষমা করে দিব?"(২০৩)

---

২০২. সহীহ: বর্ণনায় হাকিম (৪/১৬৯); আহমাদ, হাদীস নং ২২০০২।

২০৩. সহীহ বুখারী, হাদীস নং ১১৪৫; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৭৫৮।

- ইমাম ইবন খুযাইমাহ রাহিমাহুল্লাহ অপর একটি হাদীস ইবন মাসঊদ রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

«إِذَا كَانَ ثُلُثُ اللَّيْلِ الْبَاقِي يَهْبِطُ اللهُ عزَّ وجلَّ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا ثُمَّ تُفْتَحُ أَبْوَابُ السَّمَاءِ، ثُمَّ يَبْسُطُ يَدَهُ فَيَقُولُ: هَلْ مِنْ سَائِلٍ يُعْطَى سُؤْلَهُ؟ فَلاَ يَزَالُ كَذَلِكَ حَتَّى يَطْلُعَ الْفَجْرُ».

"যখন রাতের এক-তৃতীয়াংশ বাকী থাকে, তখন মহান আল্লাহ নিকটতম আসমানে নেমে আসেন, আর আসমানের দরজাসমূহ খোলা হয়, তারপর মহান আল্লাহ তাঁর হাত প্রসারিত করে দেন এবং বলেন, এমন কোনো যাচঞাকারী কি আছে যাকে তার প্রার্থিত জিনিস দেয়া হবে? এ রকমই তিনি থাকেন যতক্ষণ না সুবহে সাদিক উদিত হচ্ছে।"(২০৪)

- অপর হাদীসে এসেছে, রিফা'আহ আল-জুহানী রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ: «إِذَا مَضَى نِصْفُ اللَّيْلِ أَوْ قَالَ: ثُلُثُهُ يَنْزِلُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا فَيَقُولُ: لاَ أَسْأَلُ عَنْ عِبَادِي غَيْرِي مَنْ ذَا الَّذِي يَسْتَغْفِرُنِي فَأَغْفِرَ لَهُ؟ مَنْ ذَا الَّذِي يَدْعُونِي فَأَسْتَجِيبَ لَهُ؟ مَنْ ذَا الَّذِي يَسْأَلُنِي فَأُعْطِيَهُ؟ حَتَّى يَنْفَجِرَ الصُّبْحُ».

"আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে অগ্রসর হলাম, তখন তিনি বললেন, যখন অর্ধ রাত্রি কিংবা বলেছেন, রাত্রির এক-তৃতীয়াংশ গত হয়, তখন মহান আল্লাহ নিকটতম আসমানে নেমে আসে বলতে থাকেন, 'আমার বান্দাদের ব্যাপারে আমি নিজে ব্যতীত কেউ জিজ্ঞেস করবে না, এমন কে আছে যে আমার কাছে ক্ষমা চাইবে ফলে আমি তাকে ক্ষমা করে দিব? এমন কে আছে যে, আমাকে ডাকবে আর আমি তার ডাকে সাড়া দিব? এমন কে আছে যে আমার কাছে চাইবে ফলে আমি তাকে দিব? যতক্ষণ না সকালের আলো বের হচ্ছে ততক্ষণ তিনি এটা বলতে থাকেন।"(২০৫)

- আর ইমাম মুসলিম আবু সা'ঈদ আল-খুদরী ও আবু হুরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহুমার বর্ণনা নিয়ে এসেছেন,

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، قَالاَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ اللهَ يُمْهِلُ حَتَّى إِذَا ذَهَبَ ثُلُثُ اللَّيْلِ الْأَوَّلُ، نَزَلَ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا، فَيَقُولُ: هَلْ مِنْ مُسْتَغْفِرٍ؟ هَلْ مِنْ تَائِبٍ؟ هَلْ مِنْ سَائِلٍ؟ هَلْ مِنْ دَاعٍ؟ حَتَّى يَنْفَجِرَ الْفَجْرُ».

আবু সা'ঈদ আল-খুদরী ও আবু হুরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহুমা থেকে বর্ণিত, তারা বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "আল্লাহ তা'আলা অবকাশ দেন বা দেরী করেন না। এভাবে যখন রাতের প্রথম এক-তৃতীয়াংশ অতিক্রম হয়ে যায় তখন তিনি দুনিয়ার নিকটবর্তী আসমানে নেমে এসে বলতে থাকেন: কোনো ক্ষমা প্রার্থনাকারী আছে কি (যে ক্ষমা প্রার্থনা করবে, আর আমি তাকে ক্ষমা করব)? কোনো তাওবাকারী আছে কি

২০৪. ইবন খুযাইমাহ, ৮৯; মুসনাদ আহমাদ (১/৩৮৮), ৪৪৬; আল-আজুররী, আশ-শরী'আহ, নং ৩১২।

২০৫. আল-আজুররী, আশ-শরী'আহ ৩/১১৩৮, নং ৭১১।

(যে তাওবা করবে আর আমি তার তাওবা কবুল করব)? কোনো প্রার্থনাকারী আছে কি (যে প্রার্থনা করবে আর আমি তার প্রার্থনা কবুল করব)? কোনো আহ্বানকারী আছে কি (আমি যার আহ্বানে সাড়া দিব)? এভাবে ফজরের ওয়াক্ত পর্যন্ত তিনি বলতে থাকেন।"(২০৬)

- ইমাম মুসলিমের অপর বর্ণনায় এসেছে,

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يَنْزِلُ اللهُ فِي السَّمَاءِ الدُّنْيَا لِشَطْرِ اللَّيْلِ، أَوْ لِثُلُثِ اللَّيْلِ الْآخِرِ، فَيَقُولُ: مَنْ يَدْعُونِي فَأَسْتَجِيبَ لَهُ، أَوْ يَسْأَلُنِي فَأُعْطِيَهُ، ثُمَّ يَقُولُ: مَنْ يُقْرِضُ غَيْرَ عَدِيمٍ، وَلَا ظَلُومٍ».

আবু হুরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "রাতের অর্ধেকের সময় অথবা শেষ-তৃতীয়াংশ অবশিষ্ট থাকতে মহান আল্লাহ দুনিয়ার আসমানে অবতরণ করে বলতে থাকেন: কে আছে আহ্বানকারী? (আহ্বান কর) আমি তার আহ্বানে সাড়া দিব অথবা কে আছে প্রার্থনাকারী? (প্রার্থনা কর) আমি তাকে দান করব। এরপর আল্লাহ তা'আলা বলতে থাকেন: এমন সত্তাকে কে কর্জ দিবে যিনি কখনো ফকির বা দরিদ্র হবেন না বা যুলুম করতে পারেন না?"(২০৭)

- অপর হাদীসে আলী রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে এসেছে,

عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لَأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ، وَلَأَخَّرْتُ الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ إِلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ، فَإِنَّهُ إِذَا مَضَى ثُلُثُ اللَّيْلِ الْأَوَّلُ هَبَطَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى إِلَى سَمَاءِ الدُّنْيَا، فَلَمْ يَزَلْ هُنَالِكَ حَتَّى يَطْلُعَ الْفَجْرُ، يَقُولُ: أَلَا سَائِلٌ فَيُعْطَى، أَلَا دَاعٍ يُجَابُ، أَلَا مُسْتَشْفِعٍ فَيُشَفَّعُ، أَلَا تَائِبٌ مُسْتَغْفِرٌ فَيُغْفَرَ لَهُ».

আলী ইবন আবু তালিব রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "যদি আমার উম্মতের জন্য কষ্টকর না হতো তবে আমি প্রত্যেক সালাতের পূর্বে মিসওয়াক করার আদেশ দিতাম, আর ইশার সালাত রাতের এক-তৃতীয়াংশে বিলম্ব করে পড়তে নির্দেশ দিতাম। কেননা যখন রাতের প্রথম-তৃতীয়াংশ শেষ হয় তখন আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা দুনিয়ার আসমানে নেমে আসেন। ফজর হওয়া পর্যন্ত তিনি বলতে থাকেন: হে, কে আছ প্রার্থনা করার, (আমার কাছে প্রার্থনা কর) আমি তাকে দান করব। কে আছ আহ্বান করার, (আমাকে ডাক) আমি তার ডাকে সাড়া দিব। কে আছ শাফা'আত প্রার্থনাকারী? (শাফা'আত চাও) আমি শাফা'আত করব। হে, কে আছ গুনাহ থেকে তাওবাকারী? (গুনাহ থেকে তাওবা কর), আমি ক্ষমা করব।"(২০৮)

- অপর বর্ণনায় জুবাইর ইবন মুত'ইম রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে এসেছে,

---

২০৬. সহীহ: বর্ণনায় মুসলিম, হাদীস নং (৭৫৮ : ১৭২)।

২০৭. সহীহ: বর্ণনায় মুসলিম, হাদীস নং (৭৫৮ : ১৭১)

২০৮. হাসান: বর্ণনায় আল-বাযযার, হাদীস নং ৪৭৭, ৪৭৮; আহমাদ, হাদীস নং ৯৬৮; দারেমী, হাদীস নং ১৪৯২; দারাকুত্বনী, আন-নুযুল, হাদীস নং ০১।

عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «يَنْزِلُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا، فَيَقُولُ: هَلْ مِنْ سَائِلٍ فَأُعْطِيَهُ؟ هَلْ مِنْ مُسْتَغْفِرٍ فَأَغْفِرَ لَهُ؟ حَتَّى يَطْلُعَ الْفَجْرُ».

নাফি' ইবন জুবাইর রাহিমাহুল্লাহ তার পিতা সূত্রে নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, "মহান আল্লাহ প্রতি রাতে দুনিয়ার আসমানে অবতরণ করে বলতে থাকেন: কেউ কি প্রার্থনাকারী আছ? তাকে আমি দান করব। কোনো ক্ষমা প্রার্থনাকারী আছ? আমি তাকে ক্ষমা করব। এভাবে তিনি ফজর উদিত হওয়া পর্যন্ত বলতে থাকেন।"(২০৯)

এ অবতরণের হাদীসসমূহের ব্যাখ্যায় ইমামগণ আল্লাহ তা'আলার 'আরশের উপর উঠা এবং সেখানে থাকা সাব্যস্ত করেছেন। যেমন,

ইমাম শাফে'য়ী বলেন,

«القولُ فِي السنَّةِ التي أنَا عليهَا ورأيتُ أصحابَنا عليها، أهلَ الحديثِ الذينَ رأيتهم فأخذتُ عنهم، مثلُ سفيانَ [بن عيينة] ومالكٍ وغيرِهما: الإقرارُ بشهادةِ أنْ لا إلهَ إلّا الله وأنَّ محمَّدًا رسولُ الله .. وأنَّ اللهَ على عرشه في سمائهِ يقربُ منْ خلقهِ كيفَ شاء. وأنَّ الله تعالى ينزلُ إلى السَّماءِ الدُّنيا كيفَ شاءَ».

"সে সুন্নাত তথা নীতির ওপর কথা বলছি, যার ওপর আমি রয়েছি এবং আমাদের সাথীদের পেয়েছি, হাদীসের অনুসারীগণকে, যাদেরকে আমি দেখেছি, যাদের থেকে হাদীস গ্রহণ করেছি, যেমন, সুফইয়ান, মালিক ও অন্যান্যরা ছিলেন, তা হচ্ছে, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ (আল্লাহ ব্যতীত হক্ক কোনো মা'বুদ নেই) এবং মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (মুহাম্মাদ আল্লাহর রাসূল) এ কথার সাক্ষ্য প্রদানের স্বীকৃতি দেয়া... আর নিশ্চয় আল্লাহ তাঁর 'আরশের উপর, তাঁর আসমানের উপর, যেভাবে ইচ্ছা তাঁর সৃষ্টির নিকটে যান, আর আল্লাহ তা'আলা নিকটতম আসমানে যেভাবে ইচ্ছা নামেন।"(২১০)

ইমাম 'উসমান ইবন সা'ঈদ আদ-দারেমী বলেন,

«والآثارُ التي جاءتْ عنْ رسول الله صلى الله عليه وسلم فِي نزولِ الرَّبِّ تبارك وتعالى تدلُّ عَلَى أنَّ اللهَ عزَّ وجلَّ فوقَ السَّماواتِ عَلَى عرشِهِ، بائنٌ منْ خلقِهِ».

"রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে রাব্বুল আলামীনের অবতরণ সংক্রান্ত যেসব 'আছার' এসেছে, তা প্রমাণ করছে যে, আল্লাহ তা'আলা আসমানের উপর তাঁর 'আরশের উপরে, তাঁর সৃষ্টি থেকে আলাদা।"(২১১)

ইমাম তাবারী বলেন,

«وأنَّهُ سبحانه وتعالى يهبطُ كلَّ ليلةٍ وينزلُ إلى السَّماءِ الدُّنيا، لخبرِ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم»

"আর আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা প্রতি রাতে নেমে আসেন এবং নিকটতম আসমানে

২০৯. সহীহ: আহমাদ, হাদীস নং ১৬৭৪৫; আল-বাযযার, কাশফুল আসতার, হাদীস নং ৩১৫২; আবু ইয়া'লা, হাদীস নং ৭৪০।

২১০. আল-ওসিয়্যাত, ৫৪।

২১১. আর-রাদ্দু 'আলাল জাহমিয়্যাহ, ৭৩।

নেমে আসেন; কারণ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীস দ্বারা তা সাব্যস্ত হয়েছে।"(২১২)

ইমাম আবুল হাসান আল-আশ'আরী বলেন,

«ومما يؤكِّدُ أنَّ الله عزَّ وجلَّ مستوٍ على عرشِهِ دونَ الأشياءِ كلِّها ما نقلهُ أهلُ الروايةِ عنْ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم. وذكرَ حديثَ النزولِ بالسندِ عنْ ثلاثةٍ منَ الصحابةِ وهم: جبيرُ بنُ مطعمٍ وأبو هريرة ورفاعةُ الجهنيُّ رضي الله عنهم».

"আর যে জিনিস তাকীদ দিচ্ছে যে, আল্লাহ তা'আলা তাঁর উপরে সমুন্নত, অন্য কিছুর উপর নয়, তার প্রমাণ যা হাদীস বর্ণনাকারীগণ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন। আর ইমাম আশ'আরী আল্লাহর অবতরণ করার হাদীস সনদ সহকারে তিনজন সাহাবী, জুবাইর ইবন মুত'ইম, আবু হুরায়রা ও রিফা'আহ আল-জুহানী রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহুম থেকে বর্ণনা করেছেন।"(২১৩)

ইমাম ইবন আবী যামানীন আল্লাহ তা'আলা কর্তৃক প্রথম আসমানে অবতরণ করার হাদীসের ব্যাখ্যায় বলেন,

«هذا الحديثُ بيِّنٌ أنَّ الله عزَّ وجلَّ على عرشِهِ فِي السَّماءِ دونَ الأرضِ، وهو أيضًا بيِّنٌ في كتابِ الله، وفي غيرِ ما حديثٍ عنْ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم. ثمَّ ذكرَ آياتٍ دالَّةً على علوِّ الله تعالى».

"এ হাদীস প্রকাশ করে দিচ্ছে যে, মহান আল্লাহ তা'আলা তাঁর 'আরশের উপরে, আসমানের উপরে, যমীনে নয়। আর এটা আল্লাহর কিতাব থেকেও প্রকাশিত; তাছাড়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের একাধিক হাদীস থেকেও তা প্রমাণিত।" তারপর তিনি সেসব আয়াতসমূহ উল্লেখ করেন যা আল্লাহ তা'আলার সর্বোচ্চ সত্তা হওয়াকে প্রমাণ করছে।"(২১৪)

ইবন আবদুল বার রাহিমাহুল্লাহ আল্লাহ তা'আলা কর্তৃক শেষ রাতে প্রথম আসমানে নেমে আসার হাদীসের ব্যাখ্যায় বলেন,

«هَذَا حديثٌ ثابتٌ منْ جهةِ النَّقلِ، صحيحُ الإسنادِ، لا يختلفُ أهلُ الحديثِ في صحَّتِهِ، وفيهِ دليلٌ على أنَّ الله عزَّ وجلَّ فِي السَّماءِ على العرشِ منْ فوقِ سبعِ سماواتٍ، وعلمهُ في كلِّ مكانٍ كما قالتِ الجماعةُ أهلُ السنَّةِ أهلُ الفقهِ والأثر

"এ হাদীস সনদের দিক থেকে প্রমাণিত, বিশুদ্ধ সনদে বর্ণিত, হাদীস বিশারদগণ এটি বিশুদ্ধ হওয়ার ব্যাপারে দ্বিমত করেননি। এতে এটা প্রমাণিত হয় যে, মহান আল্লাহ উপরে, 'আরশের উপরে, সাত আসমানের উপরে, আর তাঁর জ্ঞান সব জায়গায়, যেমনটি আল-

---

২১২. আত-তাবসীর ফী মা'আলিমিদ দীন, ১৩৬।

২১৩. আল-ইবানাহ ১১০-১১২।

২১৪. উসূলুস সুন্নাহ ১১৩-১১৪।

জামা'আত বলেছে, আহলুস সুন্নাত ও আহলুল ফিকহ ওয়াল আছার।"(২১৫)

শাইখুল ইসলাম ইবন তাইমিয়্যাহ বলেন,

«وقد تأوَّل قومٌ من المنتسبين إلى السنة والحديث حديث النُّزُول وما كان نحوه من النصوص التي فيها فعل الرب اللازم كالإتيان والمجيء والهبوط ونحو ذلك» وردَّ على ذلك مثبتاً هذه الصفات

"সুন্নাহ ও হাদীসের সাথে সম্পর্ক রাখে এমন কেউ কেউ আল্লাহ তা'আলার অবতরণের হাদীস ও অনুরূপ হাদীসগুলোর ভাষ্যের অপব্যাখ্যা করেছে, যাতে রাব্বুল আলামীনের আবশ্যক কর্মের কথা এসেছে, যেমন আগমন করা, আসা, অবতরণ করা ইত্যাদি।" তারপর তিনি এসব অপব্যাখ্যার যথাযোগ্য উত্তর দিয়ে আল্লাহ তা'আলার জন্য এ গুনাবলি সাব্যস্ত করেছেন।(২১৬)

শাইখুল ইসলাম ইবন তাইমিয়্যাহ রাহিমাহুল্লাহ ইবন মানদাহ রাহিমাহুল্লাহ কর্তৃক আল্লাহ তা'আলার অবতরণ সংক্রান্ত হাদীসগুলোর বিভিন্ন বর্ণনা উল্লেখ করার পর বলেন,

«فهذا تلخيصُ ما ذكره عبد الرحمن بن منده مع أنه استوعب طرق هذا الحديث وذكر ألفاظه مثل قوله: «يَنْزِل ربنا كل ليلة إلى السماء الدنيا إذا مضى ثلث الليل الأوَّل فيقول: أنا الملك من ذا الذي يسألني فأعطيه، من ذا الذي يدعوني فأستجيب له، من ذا الذي يستغفرني فأغفر له، فلا يزال كذلك إلى الفجر» وفي لفظ: «إذا بقي من الليل ثلثاه يَهْبِطُ الرب إلى السماء الدنيا» وفي لفظ: «حتى ينشق الفجر ثم يرتفع» وفي رواية: «يقول لا أسأل عن عبادي غيري، من ذا الذي يسألني فأعطيه» وفي رواية عمرو بن عبسة: أنَّ الرب يَتَدَلَّى في جوف الليل إلى السماء الدنيا».

"এ হচ্ছে আবদুর রহমান ইবন মানদাহ যা বলেছেন তার সংক্ষিপ্ত রূপ। অবশ্য তিনি এ হাদীসের অপরাপর বর্ণনাগুলো একত্রিত করেছেন এবং তার শব্দগুলো বর্ণনা করেছেন। যেমন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণী, "আমাদের রব প্রতি রাতে নিকটতম আসমানে অবতরণ করেন যখন রাতের প্রথম তিন ভাগের একভাগ গত হয়, অতঃপর তিনি বলেন, আমি রাজাধিরাজ, এমন কে আছে যে আমার কাছে চাইবে আর আমি তাকে দিব। এমন কে আছে যে আমাকে ডাকবে আর আমি তার ডাকে সাড়া দিব, এমন কে আছে যে আমার কাছে ক্ষমা চাইবে আর আমি তাকে ক্ষমা করে দিব, এরকমই সুবহে সাদিক পর্যন্ত তিনি বলতে থাকেন"। অপর শব্দে এসেছে, "যখন রাতের দুই-তৃতীয়াংশ অবশিষ্ট থাকে রব নিকটতম আসমানে নাযিল হন।" অপর শব্দে এসেছে, "অবশেষে যখন সুবহে সাদিকের আলো এসে পড়ে তখন তিনি উপরে উঠে যান।" অপর বর্ণনায় এসেছে, "আল্লাহ বলেন, আমার বান্দার ব্যাপারে আমি ব্যতীত আর কেউ জিজ্ঞাসা করবে না, কে এমন আছে যে আমার কাছে চাইবে আর আমি তাকে দিব।" আমর ইবন আবাসার বর্ণনায়

২১৫. আল-ইস্তেযকার (৮/১৪৮)।

২১৬. মাজমূ'উল ফাতাওয়া (৫/৩৯৭)।

এসেছে, "নিশ্চয় রব রাতের মধ্যভাগে নেমে আসেন প্রথম আসমানে।"[২১৭]

তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, আল্লাহ তা'আলা অবতরণ করার হাদীসটি তিনটি ভিন্ন ভিন্ন শব্দে অর্থসহ সাব্যস্ত হলো। সেগুলো হচ্ছে, 'নুযূল, হুবূত্ব ও তাদাল্লী। তিনটি শব্দের অর্থই হচ্ছে অবতরণ করা, নাযিল হওয়া, নিচে নেমে আসা।

ইমাম মুহাম্মাদ ইবনুল হাসান আশ-শাইবানী বলেন,

إن هذه الأحاديث قد روتها الثقات، فنحن نرويها ونؤمن بها ولا نفسرها.

"এ হাদীসগুলো নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারীগণ বর্ণনা করেছেন, আমরা সেগুলোকে বর্ণনা করব, ঈমান আনব কিন্তু ব্যাখ্যা করবো না।"[২১৮] এখানে 'ব্যাখ্যা করবো না' দ্বারা ধরন বুঝানো হয়েছে, কারণ ঈমান আনার অর্থ হচ্ছে অর্থের ওপর ঈমান আনা যা এ ইমামের অন্য সিফাতের ওপর করা বক্তব্য থেকে স্পষ্ট হয়ে গেছে।

১৯- হাশরের দিন আল্লাহ তা'আলা তাঁর 'আরশ থেকে নেমে আসার হাদীস, অনুরূপ হাশরের মাঠে আগমনের হাদীস দ্বারাও আল্লাহ তা'আলা তাঁর 'আরশের উপর উঠেছেন এবং 'আরশের উপর রয়েছেন সেটা প্রমাণিত হয়। যেমন,

- ইবন মাসঊদ রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে এসেছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«يَجْمَعُ اللهُ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ لِمِيقَاتِ يَوْمٍ مَعْلُومٍ أَرْبَعِينَ سَنَةً شَاخِصَةً أَبْصَارُهُمْ إِلَى السَّمَاءِ يَنْتَظِرُونَ فَصْلَ الْقَضَاءِ وَيَنْزِلُ اللهُ فِي ظُلَلٍ مِنَ الْغَمَامِ مِنَ الْعَرْشِ إِلَى الْكُرْسِيِّ». اَلْحَدِيثُ بِطُوْلِهِ.

"আল্লাহ তা'আলা আগের ও পরের সকলকে এক নির্দিষ্ট দিনে একত্রিভূত করবেন। সেটা চল্লিশ বছর। তাদের চক্ষুগুলো আসমানের দিকে স্থির হয়ে থাকবে, তারা অপেক্ষা করবে বিচার-ফয়সালার। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা মেঘের ছায়ায় 'আরশ থেকে কুরসীতে অবতরণ করবেন।"[২১৯]

---

২১৭. মাজমূ'উল ফাতাওয়া (৫/৩৯৪)।

২১৮. স্বায়েদ আন-নাইসাপূরী আল-হানাফী, কিতাবুল ই'তিকাদ (আকীদাতুল ইমাম আবু হানীফা) পৃ. ১৭০; যাহাবী, আল-আরবা'ঈন ফী সিফাতি রাব্বিল আলামীন পৃ. ৭০।

২১৯. আবদুল্লাহ ইবন ইমাম আহমাদ, আস-সুন্নাহ পৃ. ২০৬; ইবন খুযাইমাহ, আত-তাওহীদ (১/২১৫-২১৭); আজুররী, আশ-শারী'আহ (২/১০১৯-১০২২); হাকিম, আল-মুস্তাদরাক (৪/৫৮৯-৫৯০); লালেকাঈ, শারহু উসূলি ই'তিকাদি আহলিস সুন্নাহ (৩/৪৮৫); যাহাবী, আল-উলু পৃ. ৫৪; আল-'আরশ (২/১১৬-১১৭); আল-আরবা'ঈন ১৩৫-১৩৭, হাদীস নং ১৩১; ইবন মানদাহ, আত-তাওহীদ, হাদীস নং ৫৩১।
আলেমগণ এর একটি সনদকে বিশুদ্ধ বলেছেন। এ সনদের লোকজন হচ্ছেন, ইসমাঈল ইবন 'উবাইদ ইবন আবী করীমাহ আল-হাররানী, তিনি মুহাম্মাদ ইবন সালামাহ আল-হাররানী থেকে, তিনি আবু আব্দুর রহমান খালেদ ইবন আবী ইয়াযীদ থেকে, তিনি যায়েদ ইবন আবী উনাইসাহ, থেকে তিনি মিনহাল ইবন 'উমার থেকে, তিনি আবু উবাইদাহ ইবন আব্দুল্লাহ ইবন মাস'উদ থেকে, তিনি মাসরূক ইবনুল আজদা' থেকে। এর সনদে হাদীসটি সহীহ।
এর বাইরে আরও যেসব সনদে তা এসেছে তা হচ্ছে, ত্বাবারানী ফিল কাবীর (৯৭৬৩), ইবন মানদাহ হাদীস নং ৮৪৪ এর পরে, আবু খালেদ আদ-দালানী, মিনহাল ইবন 'উমার, আবু উবাইদাহ, মাসরূক, ইবন

- অপর হাদীসে এসেছে,

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: حَدَّثَنِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ اللهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ نَزَلَ إِلَى الْعِبَادِ لِيَقْضِيَ بَيْنَهُمْ».

আবু হুরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে হাদীস বর্ণনা করেছেন, "মহান আল্লাহ বান্দাদের মাঝে ফয়সালা করার জন্য কিয়ামত দিবসে তাদের সামনে হাযির হবেন।" (২২০)

- অপর হাদীসে এসেছে,

عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: لَمَّا رَجَعَتْ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُهَاجِرَةُ الْبَحْرِ، قَالَ: «أَلَا تُحَدِّثُونِي بِأَعَاجِيبِ مَا رَأَيْتُمْ بِأَرْضِ الْحَبَشَةِ؟» قَالَ فِتْيَةٌ مِنْهُمْ: بَلَى: يَا رَسُولَ اللهِ بَيْنَا نَحْنُ جُلُوسٌ مَرَّتْ بِنَا عَجُوزٌ مِنْ عَجَائِزِ رَهَابِينِهِمْ، تَحْمِلُ عَلَى رَأْسِهَا قُلَّةً مِنْ مَاءٍ، فَمَرَّتْ بِفَتًى مِنْهُمْ، فَجَعَلَ إِحْدَى يَدَيْهِ بَيْنَ كَتِفَيْهَا، ثُمَّ دَفَعَهَا فَخَرَّتْ عَلَى رُكْبَتَيْهَا، فَانْكَسَرَتْ قُلَّتُهَا، فَلَمَّا ارْتَفَعَتِ الْتَفَتَتْ إِلَيْهِ، فَقَالَتْ: سَوْفَ تَعْلَمُ يَا غُدَرُ إِذَا وَضَعَ اللهُ الْكُرْسِيَّ، وَجَمَعَ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ، وَتَكَلَّمَتِ الْأَيْدِي وَالْأَرْجُلُ، بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، فَسَوْفَ تَعْلَمُ كَيْفَ أَمْرِي وَأَمْرُكَ عِنْدَهُ غَدًا، قَالَ: يَقُولُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «صَدَقَتْ، صَدَقَتْ كَيْفَ يُقَدِّسُ اللهُ أُمَّةً لَا يُؤْخَذُ لِضَعِيفِهِمْ مِنْ شَدِيدِهِمْ؟».

জাবির রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, সমুদ্রের মুহাজিরগণ (হাবশায় হিজরতকারী প্রথম দল) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট প্রত্যাবর্তন করলে তিনি বললেন, "তোমরা হাবশায় যেসব অনিষ্টজনক বিষয় প্রত্যক্ষ করেছ তা কি আমার নিকট ব্যক্ত করবে না?" তাদের মধ্য থেকে এক যুবক বলল, হ্যাঁ, হে আল্লাহর রাসূল! একবার আমরা বসা ছিলাম, আমাদের সম্মুখ দিয়ে সেখানকার এক বৃদ্ধা নারী মাথায় পানি ভর্তি কলসসহ যাচ্ছিল। সে তাদের এক যুবককে অতিক্রমকালে তার কাঁধে তার এক হাত রেখে তাকে ধাক্কা দিলে সে উপুড় হয়ে মাটিতে পড়ে যায়। ফলে তার কলসটি ভেঙ্গে গেল। সে উঠে দাঁড়িয়ে যুবকের দিকে তাকিলে বলল, হে দাগাবাজ! তুমি অচিরেই জানতে পারবে যখন আল্লাহ তা'আলা কুরসী স্থাপন করবেন, পূর্বাপর সকল মানুষকে সমবেত করবেন এবং হাত-পাগুলো তাদের কৃতকর্মের বিবরণ দিবে -তখন তুমিও জানতে পারবে সেদিন তোমার ও আমার অবস্থা কী হবে। জাবির রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহু বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, "এই বৃদ্ধা সত্য কথাই বলেছে, সত্য কথাই

মাসউদ। এ সনদে হাদীসটি হাসান।
এর বাইরে যত সনদে তা এসেছে তাতে কর্তিত সনদ রয়েছে। [বিস্তারিত দেখুন, মাজমা'উদ যাওয়ায়িদ ২২/৫৫]

২২০. সহীহ: তিরমিযী, হাদীস নং ২৩৮২; ইবন খুযাইমাহ একে সহীহ বলেছেন, হাদীস নং ২৪৮২; হাকিম (১/৪১৮-৪১৯)। এ হাদীসের মূল সহীহ মুসলিমে অন্য সূত্রে রয়েছে; তবে তাতে মহান আল্লাহর অবতরণের কথা উল্লেখ নেই। [মুসলিম, হাদীস নং ১৯০৫]

বলেছে। আল্লাহ তা'আলা সেই উম্মতকে কীভাবে গুনাহ থেকে পবিত্র করবেন, যাদের সবলদের থেকে দুর্বলদের প্রাপ্য আদায় করে দেয়া হয় না।" (২২১)

- অন্য বর্ণনায় এসেছে,

عَن بُرَيْدَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَأَلَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيه وَسَلَّم جَعْفَرًا حِينَ قَدِمَ مِنَ الْحَبَشَةِ: «مَا أَعْجَبُ شَيْءٍ رَأَيْتَهُ؟» قال: رَأَيْتُ امْرَأَةً تَحْمِلُ عَلَى رَأْسِهَا مِكْتَلٌ مِنْ طَعَامٍ، فَمَرَّ فَارِسٌ فَرَكَضَهُ فَأَبْذَرَهُ، فَجَلَسَتْ تَجْمَعُ طَعَامَهَا، ثُمَّ الْتَفَتَتْ فَقَالَتْ: وَيْلٌ لَكَ، إِذَا وَضَعَ الْمَلِكُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى كُرْسِيَّهُ فَأَخَذَ لِلْمَظْلُومِ مِنَ الظَّالِمِ، فَقَالَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيه وَسَلَّم تَصْدِيقًا لِقَوْلِهَا: «لَا قُدِّسَتْ أُمَّةٌ، - أَوْ كَيْفَ تُقَدَّسُ أُمَّةٌ - لَا يَأْخُذُ ضَعِيفُهَا حَقَّهُ مِنْ شَدِيدِهَا غَيْرَ مُتَعْتَعٍ».

বুরাইদাহ রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, জা'ফর রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহু হাবশা থেকে প্রত্যাবর্তন করলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে জিজ্ঞেস করলেন, "তুমি সেখানে আশ্চর্যের কী বিষয় দেখলে?" তিনি বললেন, আমি দেখলাম একজন (বৃদ্ধা) মহিলা তার মাথায় খাদ্য ভর্তি পাত্র নিয়ে যাচ্ছিলেন। হঠাৎ এক অশ্বরোহী সেখান দিয়ে যাচ্ছিল, ফলে ধাক্কা লেগে তার (মহিলার) খাদ্য মাথা থেকে পড়ে ছড়িয়ে ছিটিয়ে গেল। মহিলা বসে বসে তার খাদ্য কুড়াচ্ছিল, আর সে (অশ্বরোহীর দিকে) তাকিয়ে বলল, তোমার ধ্বংস হোক! যেদিন মালিক (আল্লাহ) তাবারাকা ওয়া তা'আলা তাঁর কুরসী স্থাপন করবেন এবং যালিমের যুলুমের প্রতিশোধ নিবেন, সেদিন তোমার কী অবস্থা হবে? মহিলার কথা সত্যায়ন করে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, "সে জাতি কখনো পবিত্র হতে পারে না অথবা তিনি বলেছেন, কীভাবে সে জাতিকে গুনাহ থেকে পবিত্র করা হবে —যে জাতির দুর্বল লোকেরা জোর-জবরদস্তি ছাড়া সবলদের থেকে তাদের পাওনা আদায় করতে পারে না।" (২২২)

২০-উপর থেকে বৃষ্টি বর্ষিত হওয়ার কারণে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বৃষ্টি হলে সেটা তার শরীরে লাগাতেন। সেখানে তিনি যে শব্দটি বলেছেন সেটা প্রণিধানযোগ্য, হাদীসটি হচ্ছে,

عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: قَالَ أَنَسٌ: أَصَابَنَا وَنَحْنُ مَعَ رَسُولِ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَطَرٌ، قَالَ: فَحَسَرَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَوْبَهُ، حَتَّى أَصَابَهُ مِنَ الْمَطَرِ، فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ الله لِمَ صَنَعْتَ هَذَا؟ قَالَ: «لِأَنَّهُ حَدِيثُ عَهْدٍ بِرَبِّهِ تَعَالَى»

"সাবেত আল-বুনানী আনাস রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আনাস বলেন, আমাদেরকে বৃষ্টি পেয়ে বসেছিল, আমরা ছিলাম রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি

২২১. হাসান: বর্ণনায় ইবন মাজাহ, হাদীস নং ৪০১০; ইবন হিব্বান, হাদীস নং ৫০৫৮; ইবন আবিদ দুনইয়া, আল-আহওয়াল, হাদীস নং ২৪২।

২২২. শাওয়াহিদসহ হাসান: বর্ণনায় আল-বাযযার, কাশফুল আসতার, হাদীস নং ১৫৯৬; বায়হাকী, আল-আসমা ওয়াস-সিফাত, হাদীস নং ৮৬০।

ওয়াসাল্লামের সাথে। তিনি বলেন, তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর কাপড় নিচে নামালেন, অবশেষে তাকে বৃষ্টির পানি পেল। তখন আমরা বললাম, হে আল্লাহর রাসূল, আপনি এটা কেন করলেন? রাসূল বললেন, "কারণ এটা তার মহান রবের স্বল্প সময়ের ব্যবধানে।"(২২৩) মহান আল্লাহর নির্দেশে তা এসেছে, তাঁরই নির্দেশে তা সৃষ্টি হয়েছে। উপরের দিকটিকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর দিক হিসেবে উল্লেখ করে তা বলেছেন।(২২৪)

২১- ঈমানদারের রূহ বের হয়ে উপরের দিকে উত্থিত হওয়া এবং আল্লাহ কর্তৃক সেটাকে ইল্লিয়্যীনে প্রেরণ করা। হাদীসে এসেছে, ঈমানদারের রূহ হরণের পর ফিরিশতাগণ..

«فَيَصْعَدُونَ بِهَا، فَلَا يَمُرُّونَ، يَعْنِي بِهَا، عَلَى مَلَإٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ، إِلَّا قَالُوا: مَا هَذَا الرُّوحُ الطَّيِّبُ؟ فَيَقُولُونَ: فُلَانُ بْنُ فُلَانٍ، بِأَحْسَنِ أَسْمَائِهِ الَّتِي كَانُوا يُسَمُّونَهُ بِهَا فِي الدُّنْيَا، حَتَّى يَنْتَهُوا بِهَا إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا، فَيَسْتَفْتِحُونَ لَهُ، فَيُفْتَحُ لَهُمْ فَيُشَيِّعُهُ مِنْ كُلِّ سَمَاءٍ مُقَرَّبُوهَا إِلَى السَّمَاءِ الَّتِي تَلِيهَا، حَتَّى يُنْتَهَى بِهِ إِلَى السَّمَاءِ السَّابِعَةِ، فَيَقُولُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: اكْتُبُوا كِتَابَ عَبْدِي فِي عِلِّيِّينَ...

"অতঃপর তারা সে রূহ নিয়ে উপরের দিকে আরোহন করতে থাকে, যখন তারা কোনো ফিরিশতাদের নেতাদের অতিক্রম করে অর্থাৎ রূহসহ, তখনই বলে, এ পবিত্র রূহ কী? তখন তারা বলে অমুকের পুত্র অমুক, দুনিয়ার বুকে তার যে সুন্দর নাম দিয়ে তাকে ডাকা হতো সে নামটিই তারা বলে, তারপর তার জন্য দরজা খোলার অনুমতি চাওয়া হয়, তখন তাদের জন্য তা খোলা হয়। তখন প্রতি আসমানের নৈকট্যপ্রাপ্ত ফিরিশতাগণ পরবর্তী আসমান পর্যন্ত তাদের পিছু পিছু চলতে থাকে, অবশেষে তাকে নিয়ে সপ্তম আসমানে নিয়ে যাওয়া হয়, তখন মহান আল্লাহ বলেন, আমার বান্দার কিতাব তোমরা ইল্লিয়্যিনে লিখে নাও.....।"(২২৫)

অপর হাদীসে এসেছে,

فَلَا يَزَالُ يُقَالُ ذَلِكَ حَتَّى تَخْرُجَ، ثُمَّ يُعْرَجَ بِهَا إِلَى السَّمَاءِ، فَيُسْتَفْتَحُ لَهَا، فَيُقَالُ: مَنْ هَذَا؟ فَيُقَالُ: فُلَانٌ، فَيَقُولُونَ: مَرْحَبًا بِالنَّفْسِ الطَّيِّبَةِ، كَانَتْ فِي الْجَسَدِ الطَّيِّبِ، ادْخُلِي حَمِيدَةً، وَأَبْشِرِي بِرَوْحٍ، وَرَيْحَانٍ، وَرَبٍّ غَيْرِ غَضْبَانَ قَالَ: فَلَا يَزَالُ يُقَالُ لَهَا حَتَّى يُنْتَهَى بِهَا إِلَى السَّمَاءِ الَّتِي فِيهَا اللهُ عَزَّ وَجَلَّ.

"অতঃপর এভাবে বলা হতেই থাকবে, যতক্ষণ পর্যন্ত তার রূহ বের না হচ্ছে, তারপর তারা সে রূহ নিয়ে আসমানের দিকে উঠে যায়, অতঃপর তাদের জন্য দরজা খুলতে অনুমতি চাওয়া হয়, তখন বলা হয়, কে এটা? জবাবে বলা হয়, অমুক; তখন তারা বলে, উত্তম এ

২২৩. সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৮৯৮।

২২৪. দেখুন: ইমাম দারেমী, আর-রাদ্দু আলাল জাহমিয়্যাহ, ইবন আবদুল হাদী, আল-কালামু আলা মাসআলাতিল ইস্তেওয়া আলাল 'আরশ; যাহাবী, আল-উলু, আল-আরশ; আলবানী। শাইখ ইবন বায রাহিমাহুল্লাহ বলেন, হতে পারে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ কথা এজন্য বলেছেন যে, যা উপরে তা আল্লাহর নিকটে। আর বৃষ্টি উপর দিক থেকে আসে। বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন, http://altameme1.blogspot.com/2013/09/blog-post_44.html

২২৫. মুসনাদে আহমাদ, (৩০/৪৯৯), নং ১৮৫৩৪।

আত্মার জন্য স্বাগতম, যা উত্তম শরীরে ছিল, প্রশংসিত হয়ে তুমি প্রবেশ কর, আর তুমি সুসংবাদ গ্রহণ করো প্রশান্তির, সুগন্ধির, আর এমন রবের যিনি ক্রোধান্বিত নন। তিনি বলেন, এভাবে তাকে বলা হতেই থাকে, অবশেষে সেটা নিয়ে সে আসমানে গিয়ে শেষ হয় যার উপর মহান আল্লাহ রয়েছেন।"(২২৬)

২২-আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম উপরের দিকে ইঙ্গিত করে সাহাবায়ে কেরামকে সাক্ষ্য বানিয়েছেন, হাদীসে এসেছে,

وَأَنْتُمْ تُسْأَلُونَ عَنِّي، فَمَا أَنْتُمْ قَائِلُونَ؟» قَالُوا: نَشْهَدُ أَنَّكَ قَدْ بَلَّغْتَ وَأَدَّيْتَ وَنَصَحْتَ، فَقَالَ: بِإِصْبَعِهِ السَّبَّابَةِ، يَرْفَعُهَا إِلَى السَّمَاءِ وَيَنْكُتُهَا إِلَى النَّاسِ «اللهُمَّ، اشْهَدْ، اللهُمَّ، اشْهَدْ» ثَلَاثَ مَرَّاتٍ.

"আর তোমাদেরকে আমার ব্যাপারে জিজ্ঞেস করা হবে, তোমরা তখন কী বলবে? সাহাবায়ে কেরাম বললেন, আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, নিশ্চয় আপনি পৌঁছিয়েছেন, আদায় করেছেন, নসীহত করেছেন। অতঃপর তিনি তাঁর তর্জনী আঙ্গুল আকাশের দিকে উঠালেন এবং মানুষের দিকে বাঁকা করলেন এবং বললেন, হে আল্লাহ আপনি সাক্ষ্য থাকুন, হে আল্লাহ, আপনি সাক্ষ্য থাকুন"। তিনবার তিনি তা বললেন।(২২৭)

২৩-আসমানের উপরে আল্লাহর অবস্থানের বিষয়টি ফির'আউনের কন্যার মাথার চিরুনী প্রদানকারিনী মহিলা ফির'আউন কন্যাকে বলার বিষয়টি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন,

لَمَّا أُسْرِيَ بِهِ مَرَّتْ رَائِحَةٌ طَيِّبَةٌ، فَقَالَ: «يَا جِبْرِيلُ مَا هَذِهِ الرَّائِحَةُ؟» ، فَقَالَ: هَذِهِ رَائِحَةُ مَاشِطَةِ ابْنَةِ فِرْعَوْنَ وَأَوْلَادِهَا، كَانَتْ تُمَشِّطُهَا، فَوَقَعَ الْمُشْطُ مِنْ يَدِهَا، فَقَالَتْ: بِسْمِ اللهِ فَقَالَتِ ابْنَتُهُ: أَبِي؟ قَالَتْ: لَا، وَلَكِنْ رَبِّي وَرَبُّ أَبِيكِ اللهُ، فَقَالَتْ أُخْبِرُ بِذَلِكَ أَبِي؟ فَقَالَتْ: نَعَمْ، فَأَخْبَرَتْهُ، فَدَعَا بِهَا، فَقَالَ: مَنْ رَبُّكِ؟، هَلْ لَكِ رَبٌّ غَيْرِي؟ قَالَتْ: رَبِّي وَرَبُّكَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ، فَأَمَرَ بِبَقَرَةٍ مِنْ نُحَاسٍ فَأُحْمِيَتْ، ثُمَّ دَعَا بِهَا وَبِوَلَدِهَا فَأَلْقَاهُمْ فِيهَا.

"যখন আমাকে নিয়ে রাতের ভ্রমণ (ইসরা) করা হলো, খুবই সুগন্ধ বের হলো, তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, হে জিবরীল, এ কেমন সুগন্ধ? তখন জিবরীল বললেন, এ হচ্ছে ফির'আউন কন্যার মাথার চুল বিন্যস্তকারী মহিলা ও তার সন্তানদের সুগন্ধ। এ মহিলা ফির'আউনের কন্যার কেশ বিন্যস্ত করছিল। হঠাৎ তার হাত থেকে চিরুনী পড়ে যায়, তখন সে বলেছিল, বিসমিল্লাহ। তখন ফির'আউনের মেয়ে বলেছিল, আমার বাবার নামে বল, সে মহিলা বললো, না। বরং আমার ও তোমার বাবার রব হচ্ছেন আল্লাহ। সে কন্যা বলল, আমি কি তা আমার পিতাকে বলে দিব? মহিলা বলল, হ্যাঁ। ফলে সে কন্যা পিতাকে তা জানিয়ে দিলে ফির'আউন সে মহিলাকে ডেকে বলল, তোমার রব কে? তোমার কি আমি ছাড়া আরও রব আছে? তখন মহিলা বলেছিল, আমার রব ও তোমার রব তো তিনিই, যিনি আসমানের উপর রয়েছেন। তখন পিতলের প্রশস্ত ডেকচি

২২৬. আহমাদ, আল-মুসনাদ (২/২৬৪), (৬/১৪০); ইবন মাজাহ, নং ২১; হাকিম, আল-মুস্তাদরাক; ইবন খুযাইমাহ, আত-তাওহীদ পৃ. ১২০।

২২৭. সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১২১৮।

আনার নির্দেশ দেয়া হলো, তারপর তা গরম করা হলো, অত:পর তাকে ও তার সন্তানদের ডেকে আনা হলো এবং তাদেরকে তাতে নিক্ষেপ করা হলো।"(২২৮)

২৪- রাব্বুল আলামীন তার 'আরশের উপরেই আছেন। আর জান্নাতীরা আল্লাহকে উপরের দিকে দেখবেন। আল্লাহ তা'আলা উপর থেকেই তাদেরকে দেখা দিবেন। সে উপরের দিক হচ্ছে 'আরশের দিক। সুতরাং হাদীসে এসেছে,

«إِنَّ فِي الجَنَّةِ مِائَةَ دَرَجَةٍ، أَعَدَّهَا اللهُ لِلْمُجَاهِدِينَ فِي سَبِيلِ اللهِ، مَا بَيْنَ الدَّرَجَتَيْنِ كَمَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ، فَإِذَا سَأَلْتُمُ اللهَ، فَاسْأَلُوهُ الفِرْدَوْسَ، فَإِنَّهُ أَوْسَطُ الجَنَّةِ وَأَعْلَى الجَنَّةِ - فَوْقَهُ عَرْشُ الرَّحْمَنِ، وَمِنْهُ تَفَجَّرُ أَنْهَارُ الجَنَّةِ».

"জান্নাতে একশতটি দরজা বা স্তর রয়েছে, যা আল্লাহ তা'আলা আল্লাহর রাস্তায় মুজাহিদদের জন্য প্রস্তুত রেখেছেন, দু'টি দরজা বা স্তরের মাঝখানের দূরত্ব আসমান ও যমীনের মাঝখানের দূরত্বের সমান। সুতরাং যখন তোমরা আল্লাহর কাছে চাইবে তখন তার কাছে তোমরা ফিরদাউস চাও; কেননা তা মধ্যম জান্নাত, সর্বোচ্চ জান্নাত, আর তার উপরেই রহমানের 'আরশ, সেখান থেকেই জান্নাতের নহরসমূহ প্রবাহিত।"(২২৯)

আর দেখার বিষয়টি অপর বহু হাদীসে এসেছে, সুহাইব রাদিয়াল্লাহু 'আনহু সূত্রে নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

«إِذَا دَخَلَ أَهْلُ الجَنَّةِ الجَنَّةَ، يَقُولُ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: تُرِيدُونَ شَيْئًا أَزِيدُكُمْ؟ فَيَقُولُونَ: أَلَمْ تُبَيِّضْ وُجُوهَنَا؟ أَلَمْ تُدْخِلْنَا الجَنَّةَ وَتُنَجِّنَا مِنَ النَّارِ؟ فَيَكْشِفُ الحِجَابَ فَمَا أُعْطُوا شَيْئًا أَحَبَّ إِلَيْهِمْ مِنَ النَّظَرِ إِلَى رَبِّهِمْ عزَّ وجلَّ». ثُمَّ تلاَ هَذِهِ الآيَةَ: ﴿لِّلَّذِينَ أَحْسَنُوا۟ ٱلْحُسْنَىٰ وَزِيَادَةٌ﴾ [يونس: ٢٦]

"যখন জান্নাতীরা জান্নাতে প্রবেশ করবে, মহান ও বরকতময় আল্লাহ তাদেরকে বলবেন, তোমরা কি এমন কিছু চাও যা তোমাদের বাড়িয়ে দিব? তখন তারা বলবে, আপনি কি আমাদের চেহারা শুভ্র করে দেননি? আপনি কি আমাদেরকে জান্নাতে প্রবেশ করাননি? আপনি কি আমাদেরকে জাহান্নাম থেকে মুক্তি দেননি? তখন আল্লাহ তা'আলা তাঁর পর্দা উন্মোচন করবেন, ফলে তারা বুঝবে যে, তাদেরকে মহান আল্লাহর দিকে তাকানোর চেয়ে বড় কোনো নি'আমত দেয়া হয়নি। তারপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ আয়াত তিলাওয়াত করলেন, 'যারা ভালো কাজ করেছে তাদের জন্য ভালো পরিণতি (জান্নাত) রয়েছে, আর তাদের জন্য বাড়তি পাওনাও রয়েছে'।" [সূরা ইউনুস, আয়াত: ২৬](২৩০)

আরও এসেছে,

«جَنَّتَانِ مِنْ فِضَّةٍ، آنِيَتُهُمَا وَمَا فِيهِمَا، وَجَنَّتَانِ مِنْ ذَهَبٍ، آنِيَتُهُمَا وَمَا فِيهِمَا، وَمَا بَيْنَ الْقَوْمِ وَبَيْنَ أَنْ يَنْظُرُوا إِلَى رَبِّهِمْ

---

২২৮. মুসনাদে আহমাদ, হাদীস নং ২৮২৩; আদ-দারেমী, আর-রাদ্দু আলাল জাহমিয়্যাহ নং ৭১; সহীহ ইবন হিব্বান (৭/১৬৪), নং ২৯০৪; আদ্ব-দ্বিয়া আল-মাকদেসী, আল-মুখতারাহ (১০/২৮৮)।

২২৯. সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৭৪২৩; আহমাদ, মুসনাদ (৫/৩১৬-৩২১)।

২৩০. সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১৮১।

إِلَّا رِدَاءُ الْكِبْرِيَاءِ عَلَى وَجْهِهِ فِي جَنَّةِ عَدْنٍ».

"দু'টি জান্নাত, যা রৌপ্যের, তার পেয়ালা ও তাতে যা আছে সবই রৌপ্যের। আর দু'টি জান্নাত, যা স্বর্ণের, তার পেয়ালা ও তাতে যা আছে সবই স্বর্ণের। জান্নাতী ও তাদের রবের দিকে তাকানোর মধ্যে একমাত্র অন্তরাল থাকবে মহান আল্লাহর চেহারার উপর অহংকারের চাদর, চিরস্থায়ী জান্নাতে।"(২৩১)

আরও এসেছে, আবু হুরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে বর্ণিত,

أَنَّ النَّاسَ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ! هَلْ نَرَى رَبَّنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «هَلْ تُضَارُّونَ فِي الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ؟» قَالُوا: لَا يَا رَسُولَ اللهِ! قَالَ: «فَهَلْ تُضَارُّونَ فِي الشَّمْسِ لَيْسَ دُونَهَا سَحَابٌ؟» قَالُوا: لَا يَا رَسُولَ اللهِ! قَالَ: «فَإِنَّكُمْ تَرَوْنَهُ كَذَلِكَ».

"মানুষেরা বলতো, হে আল্লাহর রাসূল, আমরা কি আমাদের রবকে কিয়ামতের দিন দেখব? তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, তোমাদের কি পূর্ণিমার রাতে চাঁদ দেখতে কোনো অসুবিধা হয়? সাহাবায়ে কেরাম বললেন, না, হে আল্লাহর রাসূল! তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তোমাদের কি মেঘবিহীন সূর্য দেখতে অসুবিধা হয়? তারা বললেন, না, হে আল্লাহর রাসূল! রাসূল বললেন, তাহলে তোমরা তাকে সেরকম দেখতে পাবে।"(২৩২)

আরও এসেছে,

«إِنَّكُمْ سَتَرَوْنَ رَبَّكُمْ كَمَا تَرَوْنَ هذَا لَا تُضَامُونَ فِي رُؤْيَتِهِ، فَإِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ لَا تُغْلَبُوا عَلَى صَلَاةٍ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا فَافْعَلُوا» ثُمَّ قَرَأَ: ﴿وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ ٱلشَّمْسِ وَقَبْلَ ٱلْغُرُوبِ﴾ [ق: ٣٩].

"তোমরা তোমাদের রবকে অচিরেই দেখতে পাবে, যেমন তোমরা এ চাঁদ দেখতে পাও, যা দেখতে তোমাদের কোনো অসুবিধা হয় না। সুতরাং যদি সম্ভব হয় অপারগ না হতে উদিত হওয়ার আগের সালাত ও সূর্য ডুবার আগের সালাত পড়তে, তাহলে তা-ই করো। তারপর তিনি পড়লেন, "আর আপনি আপনার রবের সপ্রশংস তাসবীহ পাঠ করুন, সূর্য উদিত হওয়ার আগে ও ডুবার আগে।" [সূরা ক্বাফ, আয়াত: ৩৯]"(২৩৩)

আরও এসেছে, আবু রাযীন রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! أَنَرَى اللهَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ؟ وَمَا آيَةُ ذَلِكَ فِي خَلْقِهِ؟ قَالَ: «يَا أَبَا رَزِينٍ! أَلَيْسَ كُلُّكُمْ يَرَى الْقَمَرَ مُخْلِيًا بِهِ؟» قلْتُ: بَلَى! قَالَ: «فَاللهُ أَعْظَمُ وَذَلِكَ آيَةٌ فِي خَلْقِهِ».

"আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমরা কি আল্লাহকে কিয়ামতের দিন দেখব? আর সৃষ্টির মাঝে এর নিদর্শন কী? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, হে আবু

২৩১. সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৪৮৭৮, ৪৮৮০, ৭৪৪৪; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১৮০।

২৩২. সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৭৪৩৭; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১৮২।

২৩৩. সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৭৪৩৯; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১৮৩।

রাযীন, তোমাদের সবাই কি চাঁদকে একান্ত করে দেখতে পাও না? আমি বললাম, হ্যাঁ। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আল্লাহ তো আরও বড়, আর এটা তো তাঁর সৃষ্টিতে একটি নিদর্শন মাত্র।"(২৩৪)

ইমাম ইবন আবিল ইয্য আল-হানাফী বলেন,

«وليسَ تشبيهُ رؤيةِ الله تعالى برؤيةِ الشمسِ والقمرِ تشبيهًا لله، بلْ هوَ تشبيهُ الرؤيةِ بالرؤيةِ، لا تشبيهُ المرئي [وهو الله] بالمرئي [وهو الشمسُ والقمرُ]، ولكنْ فيه دليلٌ على علوِّ الله على خلقهِ، وإلَّا فهلْ تعقلُ رؤيةٌ بلا مقابلةٍ! ومنْ قالَ: يُرى لا في جهةٍ فليراجع عقلهُ!! فإمَّا أنْ يكونَ مكابرًا لعقلهِ، أو في عقلهِ شيءٌ، وإلَّا فإذا قالَ: يُرى لا أمامَ الرائي، ولا خلفهُ، ولا عنْ يمينهِ ولا عنْ يسارهِ ولا فوقهُ ولا تحتهُ ردَّ عليهِ كلُّ منْ سمعهُ بفطرتهِ السليمةِ. ولهذا ألزمَ المعتزلةُ مَنْ نفى العلوَّ بالذَّاتِ بنفي الرؤيةِ، وقالوا: كيفَ تُعْقَلُ رؤيةٌ بغيرِ جهةٍ».

"আল্লাহর দেখাকে সূর্য ও চাঁদের দেখার সাথে তুলনা করার দ্বারা আল্লাহর জন্য সাদৃশ্য স্থাপিত হলো না। বরং এটা দেখার সাথে দেখার তুলনা উদ্দেশ্য, দৃশ্য (আল্লাহ)কে অপর দৃশ্য (সূর্য কিংবা চাঁদ) এর সাথে তাশবীহ তথা সাদৃশ্য দেয়া হয়নি। তবে এর মাধ্যমে আল্লাহ তার সকল সৃষ্টির উপরে থাকা সাব্যস্ত হলো, নতুবা এমন কোনো দেখা কি আছে যা বিপরীতে নয়? আর যারা বলে, দেখা যাবে তবে কোনো দিকে নয়, তারা তাদের বিবেক-বুদ্ধিকে সঠিক কিনা আবার পরীক্ষা করে দেখুক!! হয় সে তার বিবেক-বুদ্ধির দাবির বিরুদ্ধে জোর করে দাঁড়িয়েছে, নতুবা তার বিবেকে কোনো সমস্যা দেখা দিয়েছে। নতুবা যখন সে বলে, দেখা যাবে তবে দ্রষ্টার সামনে থেকেও নয়, পিছন থেকেও নয়, ডান দিক থেকেও নয়, বাম দিক থেকেও নয়, উপর থেকেও নয়, নিচ থেকেও নয়, তখন যেকোনো সুস্থ বিবেক-বুদ্ধি সম্পন্ন ব্যক্তি সেটার প্রতিবাদ করতে বাধ্য হয়। আর এজন্যই যারা সত্তাগতভাবে আল্লাহর উপরে থাকা অস্বীকার করে (আশায়েরা ও মাতুরিদী সম্প্রদায়) তাদেরকে একেবারেই না দেখার বিষয়টি মানতে মু'তাযিলা সম্প্রদায়ের লোকেরা বাধ্য করে।"(২৩৫)

ইমাম ইবনুল কাইয়্যেম রাহিমাহুল্লাহ বলেন,

«والذي تفهمهُ الأممُ على اختلافِ لغاتِها وأوهامِها منْ هذهِ الرؤيةِ رؤيةُ المقَابَلَةِ والمُوَاجَهَةِ التي تكونُ بينَ الرائي والمرئي فيهَا مسافةٌ محدودةٌ غيرُ مُفرطةٍ في البعدِ، فتمتنعُ الرؤيةُ، ولا في القربِ، فلا تمكنُ الرؤيةُ، لا تعقلُ الأممُ غيرَ هذا، فإمَّا أنْ يَرَوْهُ سبحانهُ منْ تحتهم - تعالى الله - أو منْ خلفهم، أو منْ أمامهمْ، أو عنْ أيمانهم، أو عنْ شمائلهم، أو منْ فوقهم، ولا بدَّ منْ قسمٍ منْ هذهِ الأقسامِ إنْ كانتِ الرؤيةُ حقًّا، وكلُّها باطلٌ سوى رؤيتهم لهُ منْ فوقهم. ولا يتمُّ إنكارُ الفوقيَّةِ إلَّا بإنكارِ الرؤيةِ، ولهذا طَرَدَ الجهميَّةُ أَصْلَهُم، وصرَّحوا بذلكَ، وركَّبوا النَّفْيَيْنِ معًا، وصدَّقَ أهلُ السنَّةِ بالأمرينِ معًا، وأقرُّوا بهما، وصارَ مَنْ أثبتَ الرؤيةَ، ونفى علوَّ الرَّبِّ على خلقهِ واستِوَاءَهُ على عرشهِ مُذَبْذَبًا بينَ ذلكَ لا إلى هؤلاءِ، ولا إلى هؤلاءِ».

২৩৪. সুনান ইবন মাজাহ, হাদীস নং ১৮০।

২৩৫. ইবন আবিল ইয্য আল-হানাফী, শারহুত ত্বাহাওয়িয়্যাহ (১/২১৯-২২০)।

"যা সকল জাতি তাদের ভাষার ভিন্নতা ও ধ্যান-ধারনার পার্থক্য সহ এ দেখাকে বুঝে তা হলো, বিপরীতমুখী ও সম্মুখ অবস্থানে দেখা। যাতে দ্রষ্টা ও দৃশ্য বস্তুর মাঝে নির্দিষ্ট দূরত্ব থাকে, দূর খুব বেশি হয় না; কারণ বেশি দূর হলে দেখা অসম্ভব হয়ে দাঁড়াবে। কোনো জাতি এর ব্যতিক্রম কিছু বুঝে না। হয় তারা আল্লাহ তা'আলাকে তাদের নিচ থেকে দেখবে, যা হওয়া থেকে আল্লাহ তা'আলা পবিত্র অথবা পিছন দিকে দেখবে অথবা সামনের দিকে দেখবে অথবা তাদের ডান দিকে দেখবে অথবা তাদের বাম দিকে দেখবে অথবা তাদের উপর দিকে দেখবে। যদি সত্যি সত্যিই সেখানে দেখার বিষয়টি সত্য হয় তবে এ ভাগসমূহের কোনো একটি ভাগ অবশ্যই হবে। তবে আল্লাহ তা'আলাকে তাদের উপর দিক থেকে দেখা ব্যতীত বাকী সবই বাতিল। আর উপরে থাকাকে অস্বীকার তখনই সম্ভব হবে যখন তারা আল্লাহ তা'আলাকে দেখতে পাওয়ার বিষয়টি অস্বীকার করবে। আর এজন্যই জাহমিয়্যারা তাদের নীতিতে অটল থেকেছে, তারা সেটা স্পষ্ট করে বলেও দিয়েছে, ফলে তারা (উপরের দিক ও দেখা) দু'টোকেই অস্বীকার করেছে। আর আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আত (উপরের দিক ও দেখা) দু'টোকেই সত্য বলে বিশ্বাস করেছে; স্বীকার করে নিয়েছে। তার বিপরীতে যারা আল্লাহ তা'আলার দেখা সাব্যস্ত করার পর রাব্বুল আলামীনের জন্য তাঁর সৃষ্টির উপরের দিক ও তাঁর 'আরশের উপর উঠার বিষয়টি অস্বীকারকারীরা দোটানায় দোদুল্যমান থেকেছে, না এদের দিকে, না ওদের দিকে!"(২৩৬)

২৫-ইসরাফীল 'আলাইহিস সালাম কর্তৃক 'আরশের দিকে তাকিয়ে থাকা, সেখান থেকে কখন আল্লাহ তা'আলা তাকে শিঙ্গায় ফুৎকারের নির্দেশ দিবেন সেটা প্রতিপালনের জন্য, যেমন হাদীসে এসেছে,

আবু হুরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

«مَا طَرَفَ صَاحِبُ الصُّورِ مُذْ وُكِّلَ بِهِ مُسْتَعِدًّا يَنْظُرُ نَحْوَ الْعَرْشِ مَخَافَةَ أَنْ يُؤْمَرَ قَبْلَ أَنْ يَرْتَدَّ إِلَيْهِ طَرْفُهُ كَأَنَّ عَيْنَيْهِ كَوْكَبَانِ دُرِّيَّانِ»

"যখন থেকে শিঙ্গাওয়ালাকে ফুৎকার দেয়ার দায়িত্ব দেয়া হয়েছে তখন থেকে তিনি সর্বদা প্রস্তুত অবস্থায় 'আরশের দিকে তাকিয়ে আছেন, চোখের পাতা বন্ধ করছেন না এ আশঙ্কায় যে, তার চোখের পাতা খোলার আগেই ফুৎকারের নির্দেশ দেয়া হয়ে যাবে, তাঁর দু চোখ যেন দু'টি প্রজ্জ্বলিত তারকা।"(২৩৭)

২৬-'আরশকে আল্লাহ তা'আলার দিকে সম্পৃক্ত করা, তাঁর জন্য বিশেষ মর্যাদার সাথে তা খাস করা আর 'আরশ সবচেয়ে ভারী বস্তু হওয়া এসবই প্রমাণ করে যে, 'আরশকে তিনি তাঁর নিজের জন্য নির্ধারণ করেছেন। সুতরাং তিনি 'আরশের উপর উঠেছেন এবং 'আরশের উপরই আছেন। জুওয়াইরিয়া রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহা বর্ণিত হাদীসে এসেছে,

أَنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم خرجَ من عندهَا بكرةً حينَ صلَّى الصبحَ، وهي في مسجدها. ثمَّ رجعَ بعدَ أنْ أضحى، وهيَ جالسةٌ. فقالَ: «ما زِلْتِ على الحالِ التي فَارَقْتُكِ عليهَا؟» قالتْ: نعمْ. قالَ النبيُّ صلى الله

২৩৬. ই'লামুল মুওয়াক্কে'ঈন (২/৩১৭-৩১৮)।

২৩৭. হাকিম, আল-মুস্তাদরাক (৪/৬০৩), হাদীস নং ৮৬৭৬; আবুশ শাইখ, আল-'আযামাহ, হাদীস নং ৩৯১।

عليه وسلم: «لَقَدْ قُلْتُ بَعْدَكِ أَرْبَعَ كَلِمَاتٍ، ثَلَاثَ مَرَّاتٍ. لَوْ وُزِنَتْ بِمَا قُلْتِ مُنْذُ الْيَوْمِ لَوَزَنَتْهُنَّ: سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ، عَدَدَ خَلْقِهِ وَرِضَا نَفْسِهِ وَزِنَةَ عَرْشِهِ وَمِدَادَ كَلِمَاتِهِ».

"নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম একবার তাঁর কাছ থেকে ফজরের সালাতের সময়ে সকাল সকাল বেরিয়ে গেলেন, তখন তিনি তার ঘরের সালাতের জায়গায় বসা ছিলেন। তারপর তিনি ফিরে আসলেন, তখনও তিনি বসা অবস্থায় ছিলেন। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বললেন, "তুমি কি সে অবস্থাতেই আছ, যে অবস্থায় আমি তোমাকে ছেড়ে গিয়েছিলাম? তিনি বললেন, হ্যাঁ, তখন নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 'অবশ্যই আমি তোমার পরে চারটি বাক্য তিনবার বলেছি, যা দিয়ে যদি তুমি দিনের এতক্ষণ ধরে যা বলেছ তা ওযন করা হয় তবে সেগুলো ওযনে ভারী হবে: সুবহানাল্লাহি ওয়াবিহামদিহী, আদাদা খালক্বিহী, ওয়া রিদ্বা নাফসিহী ওয়া যিনাতা আরশিহী ও মিদাদা কালিমাতিহী।"(২৩৮)

ইবন তাইমিয়্যাহ রাহিমাহুল্লাহ বলেন,

«المقصودُ بالحديثِ نهايةُ ما يمكنُ مِنَ المعدودِ، وغايةُ ما يمكنُ مِنَ القولِ. والمحبوبُ هوَ كلامُ الرَّبِّ ورِضَاهُ، وذِكْرُ عددِ خلقِهِ، وزِنَةِ عَرْشِهِ».

"হাদীস দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে গণনা করার মতো জিনিসের গণনা করার শীর্ষ স্থানে যাওয়া। এ ব্যাপারে সর্বশেষ যা বলা সম্ভব তা হচ্ছে, যা গণনা করা যায় তার সর্বশেষ অবস্থা, যা বলা যায় তার সর্বোচ্চ অবস্থা, আর যা সবচেয়ে প্রিয় বাক্য তা হচ্ছে আল্লাহর বাণী ও তার সন্তুষ্টি, আরও উদ্দেশ্য আল্লাহর সৃষ্টির সংখ্যা ও তাঁর 'আরশের ওযন বর্ণনা করা।"(২৩৯)

তিনি আরও বলেন,

«فهذا يُبَيِّنُ أَنَّ زنةَ العرشِ أثقلُ الأوزانِ».

"যা দ্বারা এটা পরিষ্কার করে বুঝা যায় যে, 'আরশের ওযন হচ্ছ সবচেয়ে ভারী ওযন।"(২৪০)

অপর হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিলাল রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহুকে বলেন,

أَنْفِقْ بِلَالُ، وَلَا تَخْشَ مِنْ ذِي الْعَرْشِ إِقْلَالًا.

"হে বিলাল, খরচ কর, তুমি 'আরশ ওয়ালার থেকে কম পাওয়ার আশঙ্কা করবে না।"(২৪১)

২৭-রাহেম বা আত্মীয়তার সম্পর্ক 'আরশের সাথে আটকে থাকার কথা বলা, আল্লাহ তার ফরিয়াদের জবাব প্রদান, এসবই প্রমাণ করে যে, তিনি 'আরশের উপরে। হাদীসে এসেছে,

---

২৩৮. সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ২৭২৬।

২৩৯. বায়ানু তালবীসিল জাহমিয়্যাহ (১/৫৭৫)।

২৪০. মাজমূ ফাতাওয়া (৬/৫৫৩)।

২৪১. মুসানাদুল বাযযার (১/৩৯৬), (৪/২০৪), (৫/৩৪৮), (১৭/২৪৯); মুসনাদুল হারেস (২/৮৭৫), নং ৯৪১; সহীহ সনদে।

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الرَّحِمُ مُعَلَّقَةٌ بِالْعَرْشِ تَقُولُ مَنْ وَصَلَنِي وَصَلَهُ اللهُ، وَمَنْ قَطَعَنِي قَطَعَهُ اللهُ».

'আয়েশা রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "রাহেম (আত্মীয়তার সম্পর্ক) আল্লাহর 'আরশের সাথে ঝুলন্ত রয়েছে। সে বলে, যে ব্যক্তি আমার সাথে সম্পর্ক বজায় রাখবে আল্লাহ তার সাথে সম্পর্ক ঠিক রাখবেন। আর যে আমার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করবে আল্লাহ তার সাথে সম্পর্কচ্ছেদ করবেন।"(২৪২)

অপর হাদীসে এসেছে,

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ الرَّحِمَ مُعَلَّقَةٌ بِالْعَرْشِ، وَلَيْسَ الْمُوَاصِلُ بِالْمُكَافِئِ، وَلَكِنَّ الْوَاصِلَ الَّذِي إِذَا انْقَطَعَتْ رَحِمُهُ وَصَلَهَا».

আবদুল্লাহ ইবন 'আমর রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহুমা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "রাহেম (আত্মীয়তার সম্পর্ক) 'আরশের সাথে ঝুলন্ত। প্রতিদানকারী আত্মীয়তার হক সংরক্ষণকারী নয়; বরং আত্মীয়তার হক সংরক্ষণকারী সে ব্যক্তি, যে আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন হওয়ার পরও তা বজায় রাখে।"(২৪৩)

২৮-রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ তা'আলার কাছে প্রার্থনা করার সময় তাঁর যেসব গুণ বর্ণনা করেছেন তন্মধ্যে অন্যতম গুণ বলেছেন যে, তিনি সবকিছুর উপরে,

«اللهُمَّ رَبَّ السَّمَاوَاتِ وَرَبَّ الْأَرْضِ وَرَبَّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، رَبَّنَا وَرَبَّ كُلِّ شَيْءٍ، فَالِقَ الْحَبِّ وَالنَّوَى، وَمُنْزِلَ التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالْفُرْقَانِ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ كُلِّ شَيْءٍ أَنْتَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهِ، اللهُمَّ أَنْتَ الْأَوَّلُ فَلَيْسَ قَبْلَكَ شَيْءٌ، وَأَنْتَ الْآخِرُ فَلَيْسَ بَعْدَكَ شَيْءٌ، وَأَنْتَ الظَّاهِرُ فَلَيْسَ فَوْقَكَ شَيْءٌ، وَأَنْتَ الْبَاطِنُ فَلَيْسَ دُونَكَ شَيْءٌ، اقْضِ عَنَّا الدَّيْنَ، وَأَغْنِنَا مِنَ الْفَقْرِ».

"হে আল্লাহ, আসমানসমূহের রব, যমীনসমূহের রব, মহা 'আরশের রব, আমাদের রব, সকল বস্তুনিচয়ের রব, দানা ও আঁটি থেকে চারা বেরকারী, তাওরাত, ইঞ্জীল ও ফুরকান নাযিলকারী, আমি আপনার কাছে এমন সকল কিছুর অনিষ্ট থেকে আশ্রয় চাই, যার কপাল আপনি পাকড়াওকারী। হে আল্লাহ, আপনিই প্রথম, আপনার আগে কেউ নেই, আপনিই শেষ, আপনার পরে কেউ নেই, আপনিই সর্বোপরে, আপনার উপরে কিছু নেই, আপনিই সর্বনিকটে আপনার চেয়ে নিকটে কেউ নেই, আপনি আমার ঋণগুলো পরিশোধ করে দিন এবং আমাকে দারিদ্রতা থেকে অমুখাপেক্ষী করে দিন।"(২৪৪) সুতরাং আল্লাহ তা'আলা সবকিছুর উপরে, তার উপরে আর কিছু নেই। আর সে উপরে থাকার অর্থই হচ্ছে তিনি

২৪২. মুত্তাফাকুন 'আলাইহি: বর্ণনায় মুসলিম, হাদীস নং ২৫৫৫; বুখারী, হাদীস নং ৫৯৮৯।

২৪৩. সহীহ: বর্ণনায় ইমাম আহমাদ, হাদীস নং ৬৫২৪, ৬৮১৭; ইবন হিব্বান একে সহীহ বলেছেন, হাদীস নং ৪৪৫।

২৪৪. সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ২৭১৩।

'আরশের উপর যা অপরাপর কুরআনের আয়াত ও সহীহ্ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত।

২৯-আসমানের উপর থেকে নির্দেশনা আসা, ওহী আসা, আসমানের সাথে অন্তরের সম্পর্ক থাকা, যা আল্লাহ তা'আলার 'আরশের উপরে থাকাকে সপ্রমাণ করে। হাদীসে এসেছে,

«إِذَا قَضَى اللهُ الأَمْرَ فِي السَّمَاءِ، ضَرَبَتِ المَلاَئِكَةُ بِأَجْنِحَتِهَا خُضْعَانًا لِقَوْلِهِ، كَالسِّلْسِلَةِ عَلَى صَفْوَانٍ».

"যখন আল্লাহ্ তা'আলা আসমানে কোনো বিষয়ের ফয়সালা করেন, তখন ফিরিশতাগণ তাদের ডানা দিয়ে মাটিতে আঘাত করতে থাকেন, আল্লাহর কথার প্রতি বিনয়ানুগত্যতা প্রকাশের জন্য, যেন তা পাথরের উপর জিঞ্জীরের শব্দ।"[২৪৫]

অপর এক বর্ণনায় এসেছে, সাবেত আল-বুনানী আনাস ইবন মালিক রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের মৃত্যুর পর আবু বকর রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহু 'উমার রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহুকে বললেন,

«انْطَلِقْ بِنَا إِلَى أُمِّ أَيْمَنَ نَزُورُهَا، كَمَا كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَزُورُهَا، فَلَمَّا انْتَهَيْنَا إِلَيْهَا بَكَتْ، فَقَالَا لَهَا: مَا يُبْكِيكِ؟ مَا عِنْدَ اللهِ خَيْرٌ لِرَسُولِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ فَقَالَتْ: مَا أَبْكِي أَنْ لَا أَكُونَ أَعْلَمُ أَنَّ مَا عِنْدَ اللهِ خَيْرٌ لِرَسُولِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَلَكِنْ أَبْكِي أَنَّ الْوَحْيَ قَدِ انْقَطَعَ مِنَ السَّمَاءِ، فَهَيَّجَتْهُمَا عَلَى الْبُكَاءِ. فَجَعَلَا يَبْكِيَانِ مَعَهَا».

"চল, আমরা উম্মে আইমানের কাছে যাই, তার সাথে সাক্ষাত করি, যেমনটি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার সাথে সাক্ষাত করতেন। অতঃপর যখন তারা দু'জন উম্মে আইমানের কাছে গেলেন, তখন উম্মে আইমান কেঁদে দিলেন। আবু বকর ও 'উমার দু'জন বললেন, তোমাকে কিসে কাঁদাচ্ছে? আল্লাহর কাছে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য যা রয়েছে তা অনেক বেশি উত্তম। তখন উম্মে আইমান বললেন, এজন্য কাঁদছি না যে, আমি জানি না যা আল্লাহর কাছে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য রয়েছে তা বেশি উত্তম, তবে আমি কাঁদছি এজন্য যে, আসমান থেকে ওহী আসা বন্ধ হয়ে গেছে। তখন তার একথায় আবু বকর ও 'উমারেরও কান্না এসে গেল, তখন তারা দু'জন উম্মে আইমানের সাথে কাঁদতে লাগলেন।"[২৪৬]

৩০-সূর্য 'আরশের নিচে চলা ও সাজদাহ করা প্রমাণ করে যে, আরশ সবকিছুর উপরে, আর রাব্বুল আলামীন তারও উপরে:

عَنْ أَبِي ذَرٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لِأَبِي ذَرٍّ حِينَ غَرَبَتِ الشَّمْسُ: «أَتَدْرِي أَيْنَ تَذْهَبُ؟»، قُلْتُ: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ: «فَإِنَّهَا تَذْهَبُ حَتَّى تَسْجُدَ تَحْتَ العَرْشِ...».

আবু যর রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদিন নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূর্যাস্তের সময় আবু যর রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহুকে বললেন, "তুমি কি জান, সূর্য কোথায় যায়?" আমি বললাম, আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলই ভালো জানেন। তিনি বললেন: "তা

---

২৪৫. সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৪৭০১।

২৪৬. সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ২৪৫৪।

যেতে যেতে 'আরশের নিচে গিয়ে সাজদায় পড়ে যায়...............।"

অন্য বর্ণনায় এসেছে,

«قَالَ أَبُو ذَرٍّ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: ﴿ وَٱلشَّمْسُ تَجْرِى لِمُسْتَقَرٍّ لَّهَا ﴾ [سورة يس: ٣٨] قَالَ: «مُسْتَقَرُّهَا تَحْتَ الْعَرْشِ».

আবু যর রাদ্বিয়াল্লাহু বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মহান আল্লাহর এ বাণী সম্পর্কে জিজ্ঞেস করি, "আর সূর্য ভ্রমণ করে তার নির্দিষ্ট অবস্থান পথে, এটা মহাপরাক্রমশালী সর্বজ্ঞ (আল্লাহ)-র নির্ধারণ।" [সূরা ইয়াসীন, আয়াত: ৩৮] তিনি বলেছেন, "তার নির্দিষ্ট অবস্থানপথ হলো 'আরশের নিচে।"(২৪৭)

অপর হাদীসে এসেছে,

عَنْ وَهْبِ بْنِ جَابِرٍ الْخَيْوَانِيِّ، قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، فَقَدِمَ عَلَيْهِ قَهْرَمَانٌ مِنَ الشَّامِ، وَقَدْ بَقِيَتْ لَيْلَةٌ مِنْ رَمَضَانَ، فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللهِ: هَلْ تَرَكْتَ عِنْدَ أَهْلِي مَا يَكْفِيهِمْ؟ قَالَ: قَدْ تَرَكْتُ عِنْدَهُمْ نَفَقَةً، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ عَزَمْتُ عَلَيْكَ لَمَا رَجَعْتَ وَتَرَكْتَ لَهُمْ مَا يَكْفِيهِمْ، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «كَفَى إِثْمًا أَنْ يُضَيِّعَ الرَّجُلُ مَنْ يَقُوتُ». قَالَ: ثُمَّ أَنْشَأَ يُحَدِّثُنَا، قَالَ: «إِنَّ الشَّمْسَ إِذَا غَرَبَتْ سَلَّمَتْ وَسَجَدَتْ وَاسْتَأْذَنَتْ، قَالَ: فَيُؤْذَنُ لَهَا، حَتَّى إِذَا كَانَ يَوْمًا غَرَبَتْ، فَسَلَّمَتْ وَسَجَدَتْ وَاسْتَأْذَنَتْ، فَلَا يُؤْذَنُ لَهَا، فَتَقُولُ: أَيْ رَبِّ، إِنَّ الْمَسِيرَ بَعِيدٌ، وَإِنِّي لَا يُؤْذَنُ لِي، لَا أَبْلُغُ، قَالَ: فَتُحْبَسُ مَا شَاءَ اللهُ، ثُمَّ يُقَالُ لَهَا: اطْلُعِي مِنْ حَيْثُ غَرَبْتِ، قَالَ: فَمِنْ يَوْمَئِذٍ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ﴿ لَا يَنفَعُ نَفْسًا إِيمَٰنُهَا لَمْ تَكُنْ ءَامَنَتْ مِن قَبْلُ ﴾ [سورة الأنعام: ١٥٨]».

ওয়াহহাব ইবন জাবির আল-খায়ওয়ানী রাহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একবার আমি আবদুল্লাহ ইবন 'আমর ইবনুল 'আস রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহুর কাছে ছিলাম। তার কাছে শাম থেকে তার কোষাধ্যক্ষ আসলেন। তখন রমযানের এক রাত বাকী ছিল। আবদুল্লাহ রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহু তাকে জিজ্ঞাসা করলেন: আমার(২৪৮) পরিবার-পরিজনের কাছে যথেষ্ট ভরণ-পোষণের ব্যবস্থা করে এসেছ? তিনি বললেন, তাদেরকে খরচপাতি দিয়ে এসেছি। তখন আবদুল্লাহ রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহু বললেন, আমি তোমাকে নির্দেশ দিচ্ছি, তুমি ফিরে গেলে তাদের ভরণ-পোষণের যথেষ্ট খরচাদি দিয়ে আসবে; কেননা আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি যে, "যাদের ভরণ-পোষণ করা, ব্যয়ভার বহন করা কর্তব্য তা না করে তাদের হক বিনষ্ট করাই কোনো ব্যক্তির গুনাহগার হওয়ার জন্য যথেষ্ট।"(২৪৯)

---

২৪৭. মুত্তাফাকুন 'আলাইহি: বর্ণনায় বুখারী, হাদীস নং ৩১৯৯; মুসলিম, হাদীস নং ১৫৯।

২৪৮. মুসনাদে আহমাদের অপর বর্ণনায় এসেছে 'তোমার'। (হাদীস নং ৬৮৪৩) এ বর্ণনাটি আমার কাছে বেশি উপযোগী মনে হয়; কারণ তা শু'বা ইবনুল হাজ্জাজের বর্ণনায় এসেছে। তবে দু'টোই হতে পারে। অর্থাৎ তোমার ও আমার। কারণ 'কাহরমান' বা নায়েব সাহেব এ বর্ণনায় এসেছে, তিনি দাস ছিলেন। একজন মনিব নিজের পরিবারের সাথে সাথে তার অধিনস্থ দাস-দাসীর পরিবারের খোঁজ-খবর নেয়াও জরুরী।

২৪৯. মূলত মারফূ' হাদীস এ পর্যন্তই। তারপর বাকী অংশ মাওকুফ হাদীস। [বাশশার আওয়াদ মা'রূফ, আল-

বর্ণনাকারী বলেন, অতঃপর আব্দুল্লাহ ইবন 'আমর রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহু তিনি নতুন করে হাদীস বর্ণনা করতে লাগলেন, "সূর্য চলতে চলতে যখন অস্ত যায় তখন সে (আল্লাহ তা'আলার 'আরশের নিচে) অস্তমিত হয়, সে মহান আল্লাহকে সালাম করে, সেখানে সে সাজদাবনত হয়ে পড়ে থাকে এবং পরবর্তী দিন উদিত হওয়ার জন্য আল্লাহর নিকট অনুমতি প্রার্থনা করে। তিনি বলেন, তাকে উদিত হওয়ার অনুমতি দেয়া হয়। এভাবে চলতে চলতে একদিন সে অস্তমিত হয়ে ('আরশের নিচে মহান আল্লাহকে) সালাম করে, সাজদাবনত থাকে এবং পরের দিন উদিত হওয়ার অনুমতি প্রার্থনা করে। কিন্তু এদিন তাকে অনুমতি দেয়া হবে না। তখন সে বলবে, হে আমার রব, আমার গন্তব্য অনেক দূরের, আমাকে অনুমতি দেয়া হয়নি। আমি গন্তব্যে পৌঁছতে সক্ষম হব না। তিনি বলেন, অতঃপর আল্লাহ যতক্ষণ ইচ্ছা তাকে আটকে রাখবেন। অতঃপর সূর্যকে বলা হবে: ওঠ এবং অস্তাচল থেকে উদিত হও। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, সেদিন থেকে কিয়ামত পর্যন্ত "কোনো ব্যক্তিরই তার ঈমান উপকারে আসবে না, যে পূর্বে ঈমান আনেনি।" [সূরা আল-আন'আম, আয়াত: ১৫৮]"(২৫০)

৩১-যমীনে যারা চলাফেরা করে, তারা রব হতে পারে না বলে হাদীসে ঘোষণা করা হয়েছে:

عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ: «ذَكَرْتُ الْمَسِيحَ الدَّجَّالَ لَيْلَةً، فَلَمْ يَأْتِنِي النَّوْمُ، فَلَمَّا أَصْبَحْتُ دَخَلْتُ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرْتُهُ، فَقَالَ: «لَا تَفْعَلِي، فَإِنَّهُ إِنْ يَخْرُجْ -وَأَنَا حَيٌّ- يَكْفِيكُمُوهُ اللهُ بِي، وَإِنْ يَخْرُجْ بَعْدَ أَنْ أَمُوتَ يَكْفِيكُمُوهُ اللهُ بِالصَّالِحِينَ».

ثُمَّ قَالَ: «مَا مِنْ نَبِيٍّ إِلَّا وَقَدْ حَذَّرَ أُمَّتَهُ الدَّجَّالَ، وَإِنِّي أُحَذِّرُكُمُوهُ، إِنَّهُ أَعْوَرُ، وَإِنَّ اللهَ لَيْسَ بِأَعْوَرَ، إِنَّهُ يَمْشِي فِي الْأَرْضِ، وَإِنَّ الْأَرْضَ وَالسَّمَاءَ لِلَّهِ، إِلَّا أَنَّ الْمَسِيحَ عَيْنُهُ الْيُمْنَى كَأَنَّهَا عِنَبَةٌ طَافِيَةٌ».

নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্ত্রী উম্মে সালামাহ রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, "এক রাতে আমি মাসীহ দাজ্জালের কথা স্মরণ করলাম। আমার আর ঘুম আসছিল না। সকাল হলে আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে গিয়ে

মুসনাদ আল-মু'আল্লাল]

২৫০. হাসান: বর্ণনায় আবদুর রাযযাক, আল-মুসান্নাফ, হাদীস নং ২০৮১০; হাকিম, (৪/৫০০-৫০১)।
এ হাদীসটি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে আব্দুল্লাহ ইবন 'আমর রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহু বর্ণনা করেন, তাঁর থেকে ওয়াহাব ইবন জাবের আল-খাইওয়ানী বর্ণনা করেন। তাঁর থেকে তা আবু ইসহাক আস-সাবী'ঈ (আমর ইবন আব্দুল্লাহ আল-হামাদানী)। তাঁর থেকে মা'মার ইবন রাশেদ, ইসরাঈল ইবন ইউনুস, সুফইয়ান আস-সাওরী, সুলাইমান আল-আ'মাশ, শু'বাহ ইবনুল হাজ্জাজ, আবু বকর ইবন 'আইয়্যাশ, আবু হারীয আব্দুল্লাহ ইবনুল হুসাইন, (এ সাতজন) বর্ণনা করেন। এ অংশ আরও যারা বর্ণনা করেন, তারা হচ্ছেন, আবু দাউদ (১৬৯২), আবু দাউদ আত্ব-তায়ালাসী (২৩৯৫) বাযযার (২৪১৪, ২৪১৫), ত্বাবারানী (১৪৪৫৪-১৪৪৫৬), ইবন হিব্বান, (৪২৪০), বাইহাকী আল-কুবরা ৯/২৫; ৭/৪৬৭; বাগাওয়ী ২৪০৪; আবু নু'আইম, আল-হিলইয়া ৪/১২২, ৫/২৩, ৮৭, ৭/৮, ১৩৫। তাছাড়া সহীহ মুসলিমে (২২৭৫) (৯৯৬) ও ইবন হিব্বান (৪২৪১) এ অংশের শাহেদ আছে।
হাদীসের সূর্য কতৃক আরশের নিচে সাজদা দেওয়ার অংশের জন্য মারফূ' শাহেদ রয়েছে। যা বুখারী (৩১৯৯), (৪৮০২), (৪৮০৩) (৭৪৩৩); মুসলিম (১৫৯), মুসনাদ আহমাদ (১১/৪৬৯)।

ঘটনা বললাম। তিনি বললেন, "তুমি এরূপ ভয় পেয়ো না; কেননা আমি জীবিত থাকা অবস্থায় দাজ্জালের আবির্ভাব হলে দাজ্জালের মোকাবেলায় আল্লাহ আমার দ্বারাই তোমাদের জন্য যথেষ্ট করাবেন। আর যদি সে আমার মৃত্যুর পরে আবির্ভাব হয় তবে আল্লাহ তার মোকাবেলায় সৎকর্মশীলদের দ্বারা তোমাদেরকে যথেষ্ট করাবেন।"

অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "এমন কোনো নবী নেই যিনি তাঁর উম্মতকে দাজ্জাল সম্পর্কে সতর্ক করেননি। আমি তোমাদেরকে দাজ্জাল সম্পর্কে সতর্ক করে যাচ্ছি। সে অবশ্যই কানা হবে। আর মহান আল্লাহ নিশ্চয় কানা নন। সে যমীনে ভ্রমন করবে। আর আসমান ও যমীন মহান আল্লাহর। সাবধান! মাসীহ দাজ্জালেন ডান চক্ষু যেন ফুলে যাওয়া আঙ্গুরের মতো হবে।"(২৫১)

৩২-যারা এক সালাতের পর অন্য সালাতের জন্য অপেক্ষা করে, আল্লাহ তা'আলা তাদের জন্য আকাশের দরজা খুলে দেন, তারপর তাদের নিয়ে তার ফিরিশতাদের সাথে অহংকার করে কথা বলে, যা প্রমাণ করে যে, আল্লাহ তা'আলা উপরে রয়েছেন,

- عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: صَلَّيْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَغْرِبَ، فَرَجَعَ مَنْ رَجَعَ، وَعَقَّبَ مَنْ عَقَّبَ، فَجَاءَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُسْرِعًا، قَدْ حَفَزَهُ النَّفَسُ، وَقَدْ حَسَرَ عَنْ رُكْبَتَيْهِ، فَقَالَ: «أَبْشِرُوا، هَذَا رَبُّكُمْ قَدْ فَتَحَ بَابًا مِنْ أَبْوَابِ السَّمَاءِ، يُبَاهِي بِكُمُ الْمَلَائِكَةَ، يَقُولُ: انْظُرُوا إِلَى عِبَادِي قَدْ قَضَوْا فَرِيضَةً، وَهُمْ يَنْتَظِرُونَ أُخْرَى».

আবদুল্লাহ ইবন 'আমর রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহুমা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে মাগরিবের সালাত পড়লাম। তারপর যার চলে যাওয়ার চলে গেলেন এবং যার থেকে যাওয়ার থেকে গেলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম এত দ্রুতবেগে এলেন যে, তাঁর দীর্ঘ নিঃশ্বাস বের হতে লাগলো। তাঁর দু' হাঁটুর কাপড় উঠে গিয়েছিল(২৫২), তিনি বললেন, "তোমরা সুসংবাদ গ্রহণ করো। তোমাদের রব আসমানের একটি দরজা খুলে দিয়েছেন এবং ফিরিশতাদের নিকট তোমাদের সম্পর্কে গর্ব করে বলছেন, 'তোমরা আমার বান্দাদের দিকে তাকিয়ে দেখো, তারা এক ফরয আদায়ের পর পরবর্তী ফরয আদায়ের জন্য অপেক্ষা করছে'।"(২৫৩)

৩৩-সালাতে উপরের দিকে তাকাতে নিষেধ করা হয়েছে। এর কারণ হচ্ছে, উপরের দিকটি আল্লাহ তা'আলার, সেদিকে তাকিয়ে না থেকে মাথা অবনত করে বিনয় ও আকুতির মাধ্যমে তাঁর কাছে চাওয়া দরকার। হাদীসে এসেছে, জাবের ইবন সামুরাহ রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহু বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

«لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ يَرْفَعُونَ أَبْصَارَهُمْ إِلَى السَّمَاءِ فِي الصَّلَاةِ، أَوْ لَا تَرْجِعُ إِلَيْهِمْ».

"কিছু মানুষকে অবশ্যই সালাতের মধ্যে তাদের চোখ আসমানের দিকে উঠানো বন্ধ করতে

২৫১. হাসান: বর্ণনায় ইবন খুযাইমাহ, আত-তাওহীদ, হাদীস নং ৫৬।

২৫২. কাপড় হাঁটুর উপর উঠে যাওয়া সম্ভবত দ্রুত আগমনের কারণে ঘটেছে, ইচ্ছাকৃত নয়। [সুয়ূত্বী, ইনজাহুল হাজাহ পৃ. ৫৮]

২৫৩. সহীহ: বর্ণনায় ইবন মাজাহ, হাদীস নং ৮০১।

হবে, নতুবা সেগুলো আর তাদের দিকে ফিরে আসবে না।"[২৫৪]

ইবনুল কাইয়্যেম রাহিমাহুল্লাহ বলেন, ইসলামী শরী'আত এসেছে ফিত্বরাত বা স্বাভাবিক প্রকৃতির দাবি পূর্ণতা দেয়ার জন্যই। যেহেতু দো'আকারী, যাচ্ঞাকারীকে দো'আ ও চাওয়ার সময় বিনয় ও প্রশান্তচিত্ততা অবলম্বন করতে আদেশ করা হয়েছে। সুতরাং তার অবস্থার জন্য উপযোগী নয় যে, সে যার কাছে চাচ্ছে বা আকুতি জানাচ্ছে তার দিকে তাকিয়ে থাকবে, বরং উপযোগী হবে যেন সে মাথা নিচু করে রাখে, তাঁর সামনে চোখ নামিয়ে রাখবে। সুতরাং তার উচিত হবে দো'আর সময় হাত উঠলেও সে যেন চোখ উপরের দিকে না উঠায়; কারণ উপরের দিকটি তো আল্লাহর দিক।[২৫৫]

তাছাড়া এ হাদীস থেকে তাদের কথারও উত্তর হয়ে যায়, যারা বলে, আসমানের দিকে হাত তোলা এজন্য নয় যে, আল্লাহ উপরে, বরং এজন্য যে, আসমান দো'আর জন্য কিবলাস্বরূপ। এ হাদীসে সেটার খণ্ডন রয়েছে, কারণ যদি দো'আর কিবলার কারণেই আকাশের দিকে হাত তোলার কথা হয়ে থাকে তবে সবচেয়ে বড় দো'আর মাধ্যম হচ্ছে সালাত, সেখানে উপরের দিকে তাকাতে নিষেধ করা হতো না। কারণ কিবলার দিকে তাকানো যাবে না এমন কথা তো কেউ কোনো দিন বলেনি। তাহলে প্রমাণিত হলো যে, উপরের দিকটি আল্লাহর হওয়ার কারণেই মানুষ উপরের দিকে হাত তোলো, দো'আর কিবলা হিসেবে নয়। বরং সকল দিক ও সকল বস্তুনিচয়ের যিনি মালিক তিনি স্বয়ং উপরের দিকে আছেন বলেই সে দিকে সালাতের মধ্যে তাকিয়ে থেকে অভদ্রতা করা থেকে নিষেধ করা হয়েছে। তাদেরকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে সবচেয়ে বড় বিনয়ের জায়গার দিকে মাথা নিচু করে দাঁড়াতে, তাকিয়ে থাকতে।

৩৪-আল্লাহ তা'আলা তাঁর কিতাবে এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর হাদীসে আল্লাহর জন্য যা উপযোগী নয়, যা থেকে আল্লাহকে পবিত্র ঘোষণা করতে হবে তা বর্ণনা করেছেন, যেমন তিনি নিজেকে স্ত্রী, সন্তান-সন্ততি থেকে পবিত্র ঘোষণা করেছেন।[২৫৬] নিজেকে ক্লান্তি ও অবসাদ থেকে মুক্ত ঘোষণা করেছেন[২৫৭], নিজেকে খাবার-দাবারের প্রতি মুখাপেক্ষিতা থেকে বিমুক্ত ঘোষণা করেছেন[২৫৮], নিজেকে মৃত্যু থেকে পবিত্র ঘোষণা করেছেন[২৫৯], নিজেকে তন্দ্রা ও ঘুম থেকে মুক্ত ঘোষণা করেছেন,[২৬০] নিজেকে ভুলে যাওয়া থেকে মুক্ত ঘোষণা করেছেন,[২৬১] নিজেকে যুলুম থেকে পবিত্র ঘোষণা করেছেন[২৬২], নিজেকে বেহুদা কাজ করা

---

২৫৪. সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৪২৮।

২৫৫. মুখতাসারুস সাওয়ায়িক, পৃ. ৪৮৬।

২৫৬. সূরা ইখলাস, আয়াত: ৩-৪; সূরা আল-জিন্ন, আয়াত: ০৩

২৫৭. সূরা কাফ, আয়াত: ৩৮।

২৫৮. সূরা আল-আন'আম, আয়াত: ১৪।

২৫৯. সূরা আল-ফুরকান, আয়াত: ৫৮।

২৬০. সূরা আল-বাকারাহ, আয়াত: ২৫৫।

২৬১. সূরা মারইয়াম, আয়াত: ৬৪।

২৬২. সূরা আল-কাহফ, আয়াত: ৪৯।

থেকে বিমুক্ত ঘোষণা করেছেন[২৬৩], ইয়াহূদীদের দাবি উযাইর আল্লাহর পুত্র, নাসারাদের দাবি 'ঈসা আল্লাহর পুত্র সেটাকে তিনি অস্বীকার করেছেন[২৬৪], তাছাড়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামও আল্লাহর জন্য যা উপযোগী নয় তা বর্ণনা করতে সামান্যতম কসূর করেননি। এমতাবস্থায় যদি 'আরশের উপর উঠা আল্লাহর জন্য উপযোগী না হতো তবে তা অবশ্যই আল্লাহ তা'আলা বর্ণনা করে দিতেন বা তাঁর রাসূল সেটা বলতেন। যদি স্থান নির্ধারণ করা আল্লাহর জন্য অগ্রহণযোগ্য বিষয় হতো, তবে অবশ্যই আল্লাহ ও তাঁর রাসূল তা বলতেন, কিন্তু তারা এ ব্যাপারে কোনো নেতিবাচক কিছু বলেননি বরং ইতিবাচক করেই কুরআন ও সুন্নাহ'র যাবতীয় ভাষ্য এসেছে। তাহলে এটা কি প্রমাণ করছে না যে, 'আরশের উপর উঠা এবং তার উপর থাকা আল্লাহর তা'আলার জন্য দোষের কিছু নয়।

তদুপরি আমরা দেখতে পাই যে, কাফির, মুশরিক ও আহলে কিতাবরা আল্লাহর জন্য যেসব খারাপ গুণ সাব্যস্ত করেছে সেগুলো থেকে মুক্ত করার সময়েও আল্লাহ তা'আলা নিজেকে 'আরশের অধিপতি হিসেবেই পরিচয় দিয়ে বলেছেন,

﴿لَوْ كَانَ فِيهِمَآ ءَالِهَةٌ إِلَّا ٱللَّهُ لَفَسَدَتَاۚ فَسُبْحَٰنَ ٱللَّهِ رَبِّ ٱلْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ ۝﴾ [الانبياء:٢٢]

"যদি এতদুভয়ের (আসমান ও যমীনের) মধ্যে আল্লাহ ব্যতীত আরও অনেক ইলাহ থাকত, তাহলে উভয়ই বিশৃঙ্খল হতো। অতএব, তারা যা বর্ণনা করে তা থেকে 'আরশের অধিপতি আল্লাহ কতই না পবিত্র।" [সূরা আল-আম্বিয়া, আয়াত: ২২]

﴿ سُبْحَٰنَ رَبِّ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ رَبِّ ٱلْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ ۝﴾ [الزخرف: ٨٢]

"তারা যা আরোপ করে তা থেকে আসমানসমূহ ও যমীনের রব এবং 'আরশের রব পবিত্র-মহান।" [সূরা আয-যুখরুফ, আয়াত: ৮২]

৩৫-সকল দলীল-প্রমাণের সম্মিলিত দাবি হচ্ছে যে, আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তাঁর 'আরশের উপর রয়েছেন। কারণ, বহুমাত্রিক দলীলের যদি কোনো কোনোটি কারও বোধগম্য নাও হয়, সকল দলীল তো আর না বুঝার ভান করা যাবে না। এসব দলীল সামষ্টিকভাবে প্রমাণ করছে যে, আল্লাহ তা'আলা তাঁর 'আরশের উপর রয়েছেন।

৩৬-আল্লাহ তা'আলাকে তাঁর 'আরশের আরোহন, সেখানে অবস্থান এর বিপরীত মতের পক্ষে কোনো একটি আয়াত কিংবা একটি হাদীস কেউ দেখাতে পারবে না যা প্রমাণ করে যে, তাদের দাবি অসার ও মিথ্যা। সত্য কথা হচ্ছে, তিনি দয়াময় তাঁর 'আরশের উপর উঠেছেন এবং তিনি 'আরশের উপর আছেন।

এখন আমরা "ইস্তেওয়া 'আলাল 'আরশ" বা আল্লাহ কর্তৃক তাঁর 'আরশের উপর উঠার বিষয়ে সাহাবী, তাবে'য়ী, তাবে তাবে'য়ী, হিদায়াতের ইমামগণ ও তাদের সুন্দর অনুসারীদের বক্তব্য উপস্থাপন করব।

---

২৬৩. সূরা আদ-দোখান, আয়াত: ৩৮-৩৯; আল-মুমিনূন, আয়াত: ১১৫।

২৬৪. সূরা আত-তাওবাহ, আয়াত: ৩০।

ষষ্ঠ অধ্যায়

সাহাবী, তাবে'য়ী, তাবে তাবে'য়ীন ও পরবর্তী সালাফে সালেহীনের বক্তব্য থেকে "ইস্তেওয়া আলাল 'আরশে" এর অর্থ ও তা সাব্যস্তকরণ

প্রথম পরিচ্ছেদ

সাহাবায়ে কেরামের বক্তব্য

আবু বকর আস-সিদ্দীক রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহু (১৩ হিজরী)

عن ابن عمر قال: لما قُبِض رسول الله – صلى الله عليه وسلم – قال أبو بكر رضي الله عنه: أيها الناس إن كان محمد إلهكم الذي تعبدون، فإن إلهكم قد مات، وإن كان إلهكم الله الذي في السماء، فإن إلهكم لم يمت، ثم تلا: وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ [آل عمران: ١٤٤] حتى ختم الآية.

"ইবন 'উমার রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহুমা বলেন, যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের মৃত্যু হলো, তখন আবু বকর রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহু বললেন, হে মানুষেরা, যদি মুহাম্মাদ তোমাদের ইলাহ বা মা'বুদ হয়ে থাকেন, যার তোমরা ইবাদাত করেছ, তবে তোমাদের সে ইলাহ মারা গেছেন। আর যদি তোমাদের ইলাহ হয়ে থাকেন আল্লাহ তা'আলা, যিনি আসমানের উপরে আছেন, তাহলে তোমাদের ইলাহ মারা যাননি। তারপর তিনি তিলাওয়াত করলেন, 'মুহাম্মাদ তো কেবল একজন রাসূল, তার পূর্বেও অনেক রাসূল চলে গেছেন।' [সূরা আলে ইমরান: আয়াত ১৪৪]..."[২৬৫]

'উমার ইবনুল খাত্তাব রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহু (২৩ হিজরী)

لما قدم عمر رضي الله عنه الشام استقبله الناس وهو على بعيره فقالوا: يا أمير المؤمنين لو ركبت برذونًا تلقاك عظماء الناس ووجوههم، فقال عمر رضي الله عنه: لا أراكم ههنا إنما الأمر من ههنا، وأشار بيده إلى السماء.

"উমার রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহু যখন শাম দেশে আসলেন, তখন মানুষ তাকে স্বাদর সম্ভাষণ জানাতে এসেছিল, তখন তিনি তাঁর উটের উপর ছিলেন। তারা বললো, হে আমিরুল মুমিনীন, যদি আপনি কোনো দামী অনারব ঘোড়া বা খচ্চরের উপর উঠতেন... কারণ আপনার সাথে গণ্যমান্য ও বড় বড় মানুষেরা সাক্ষাত করবে, তখন 'উমার রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহু বললেন, আমি তোমাদের এখানে দেখতে চাই না। যা কিছু ঘটবে তা তো ওখান থেকেই হবে, আর তিনি আসমানের দিকে ইঙ্গিত করলেন।"[২৬৬]

২৬৫. ইবন আবী শাইবাহ, আল-মুসান্নাফ (২০/৫৬০-৫৬২), নং ৩৮১৭৬; আদ-দারেমী, আন-নাকদ্ব আলাল মারীসী, পৃ. ৩০০-৩০১; নং ১৩৬; আর-রাদ্দু আলাল জাহমিয়্যাহ নং ৭৮; আল-বাযযার, আল-বাহরুয যাখখার (১/১৮২-১৮৩), নং ১০৩; যাহাবী, আল-উলু। অনুরূপ বর্ণনা যাহাবী, আল-আরশ।

২৬৬. ইবন আবী শাইবাহ, আল-মুসান্নাফ (১৮/৩১৯), নং ৩৪৫৩৬; (১৯/১৩৮), নং ৩৫৫৮৪; আবু নু'আইম ফিল

অপর বর্ণনায় 'উমার রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহু খাওলা বিনতে সা'লাবাহ এর কথা শুনার জন্য দেরী করলে একজন কারণ জিজ্ঞাসা করলে 'উমার রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহু বলেন,

«هَذِهِ امْرَأَةٌ سَمِعَ اللهُ شَكْوَاهَا مِنْ فَوْقِ سَبْعِ سَمَوَاتٍ، هَذِهِ خَوْلَةُ بِنْتُ ثَعْلَبَةَ، وَاللهِ لَوْ لَمْ تَنْصَرِفْ عَنِّي إِلَى اللَّيْلِ مَا انْصَرَفْتُ عَنْهَا حَتَّى تَقْضِيَ حَاجَتَهَا، إِلَّا أَنْ تَحْضُرَ صَلَاةٌ فَأُصَلِّيَهَا، ثُمَّ أَرْجِعَ إِلَيْهَا حَتَّى تَقْضِيَ حَاجَتَهَا».

"এ এমন এক মহিলা, যার অভিযোগ আল্লাহ সাত আসমানের উপর থেকে শুনেছেন, এ হচ্ছে খাওলা বিনতে সা'লাবাহ, আল্লাহর শপথ, যদি সে আমার সাথে কথা বলা ত্যাগ না করে রাত পর্যন্তও চালিয়ে যায় তবে আমিও তার কথা থেকে মুখ ফিরিয়ে নিব না, যতক্ষণ না সে তার প্রয়োজন শেষ করছে। তবে যদি সালাতের সময় হয় তবে আমি সেটা পড়বো, তারপর আবার তার কাছে ফিরে আসব, যতক্ষণ না সে তার প্রয়োজন পূরণ করছে।"(২৬৭)

অপর বর্ণনায় তিনি বলেছিলেন,

وَيْلٌ لِدَيَّانِ الْأَرْضِ مِنْ دَيَّانِ السَّمَاءِ يَوْمَ يَلْقَوْنَهُ .

"দুনিয়ার রাজা-বাদশাহ ও শাসকের জন্য ধ্বংস, আসমানের শাসকের সামনে, যেদিন তাঁর সাথে তার সাক্ষাত হবে।"(২৬৮)

ইমাম লালেকাঈ রাহিমাহুল্লাহ বলেন,

سِيَاقُ مَا رُوِيَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى ﴿ ٱلرَّحْمَٰنُ عَلَى ٱلْعَرْشِ ٱسْتَوَىٰ ۝ ﴾ [طه: ٥] وَأَنَّ اللهَ عَلَى عَرْشِهِ فِي السَّمَاءِ ... فَدَلَّتْ أَنَّهُ تَعَالَى فِي السَّمَاءِ وَعِلْمُهُ بِكُلِّ مَكَانٍ مِنْ أَرْضِهِ وَسَمَائِهِ. وَرَوَى ذَلِكَ مِنَ الصَّحَابَةِ: عَنْ عُمَرَ، وَابْنِ مَسْعُودٍ...

"মহান আল্লাহর বাণী, 'আল্লাহ 'আরশের উপর উঠেছেন' [সূরা ত্বা-হা, আয়াত: ০৫] এর ব্যাপারে যা এসেছে তার বর্ণনা, আর এটার বর্ণনায় যে, নিশ্চয় আল্লাহ তাঁর 'আরশের উপরে আসমানের উপরে।" এ আয়াত প্রমাণ করছে যে, আল্লাহ তা'আলা উপরে, আর তাঁর ইলম তাঁর যমীন ও আসমানের সর্বত্র, আর এটি বর্ণিত হয়েছে, 'উমার ও ইবন মাসউদ রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহুমা থেকে.... আর এটিই ইমাম আহমাদ এর মত।"(২৬৯) তারপর তিনি বহু আলেমের নাম বর্ণনা করেছেন, যারা এ আকীদাহ-বিশ্বাসের কথা বলেছেন।

আবদুল্লাহ ইবন রাওয়াহা রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহু (৮ম হিজরী)

ইবন আবদুল বার বলেন, আমাদের কাছে সহীহ সনদে এসেছে যে, আবদুল্লাহ ইবন রাওয়াহা রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহু স্ত্রীর জেরা থেকে বাঁচার জন্য যে কবিতা আবৃতি করেছিলেন তা হচ্ছে,

شهدت بأن وعد الله حـــق ... وأن النار مثوى الكافرينا

وأن العرش فوق الماءِ طافٍ ... وفوق العرش رب العالمينا

হিলইয়াহ (১/৪৭); ইবন কুদামাহ, ইসবাতু সিফাতিল উলু পৃ. ১৪৯; নং ৫৬।

২৬৭. দারেমী, আর-রাদ্দু আলাল জাহমিয়্যাহ, নং ৭৯; ইবনুল কাইয়্যেম, ইজতিমা'উল জুয়ূশ পৃ. ১২০।

২৬৮. দারেমী, আন-নাকদ্ব (১/৫১৫); যাহাবী, আল-উলু নং ১৭১; আল-আরশ।

২৬৯. শারহু উসূলি ই'তিক্বাদি আহলিস সুন্নাতি ওয়াল জামা'আহ (২/৩৮৮)।

وتحمله ملائكة شـــــداد ... مـــلائكـــة الإله مسومينا

"আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহর ওয়াদা সত্য— আর জাহান্নাম কাফিরদের শেষ ঠিকানা। আর 'আরশের উপর রয়েছেন রাব্বুল আলামীন। আর নিশ্চয় 'আরশ তা তো পানির উপর ভাসছে। আর সে 'আরশকে বহন করছে শক্ত-সামর্থ্য আল্লাহর নিশান লাগানো ফিরিশতাগণ।"

তখন তাঁর স্ত্রী বলেছিলেন, আমি আল্লাহর ওপর ঈমান আনলাম আর আমার চক্ষুকে মিথ্যা সাব্যস্ত করলাম।"(২৭০)

উম্মুল মুমিনীন যায়নাব বিনতে জাহাশ রাদিয়াল্লাহু 'আনহা (২১ হিজরী)

كانت زينب تفخر على أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - وتقول: زوجكنَّ أهاليكنَّ، وزوجني الله من فوق سبع سموات.

"যায়নাব রাদিয়াল্লাহু 'আনহা নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্ত্রীদের ওপর গর্ব করতেন এবং বলতেন, তোমাদেরকে তোমাদের পরিবার বিয়ে দিয়েছে আর আমাকে আল্লাহ স্বয়ং বিয়ে দিয়েছেন সাত আসমানের উপর থেকে।"(২৭১)

অপর বর্ণনায় এসেছে, তিনি বলতেন,

زوجنيك الرحمن من فوق عرشه، كان جبريل السفير بذلك، وأنا ابنة عمتك.

"হে নবী, রহমান তাঁর 'আরশের উপর থেকে আমাকে আপনার সাথে বিয়ে দিয়েছেন, জিবরীল ছিলেন এ বিয়ের দুতিয়াল, আর আমি আপনার ফুফাতো বোন।"(২৭২)

আবদুল্লাহ ইবন মাসউদ রাদিয়াল্লাহু 'আনহু (৩২ হিজরী)

আবদুল্লাহ ইবন মাসউদ রাদিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে বিভিন্নভাবে আল্লাহ তা'আলা তাঁর 'আরশের উপর থাকার বিষয়টি বর্ণিত হয়েছে। যেমন,

- এক বর্ণনায় এসেছে, আবদুল্লাহ ইবন মাসউদ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

  «ما بين السماء القصوى والكرسي خمسمائة عام، وبين الكرسي والماء كذلك، والعَرْشُ فَوْقَ المَاءِ، واللهُ فَوْقَ العَرْشِ لا يَخْفَى عليهِ شيءٌ منْ أَعْمَالِكُم».

  "শেষ আসমান ও কুরসীর মাঝে দূরত্ব হচ্ছে পাঁচশ' বছর এবং কুরসী ও পানির মাঝে অনুরূপ (দূরত্ব)। 'আরশ পানির উপরে আর আল্লাহ 'আরশের উপরে। তাঁর কাছে তোমাদের আমলের কিছুই গোপন থাকে না।

২৭০. ইবন আসাকির, তারিখ (২৮/১১২, ১১৪); যাহাবী, আস-সিয়ার (১/২৩৮)।

২৭১. সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৬৯৮৪।

২৭২. ইমাম 'আসসাল সহ আরও বর্ণনা করেছেন হাকিম, আল-মুস্তাদরাক (৪/২৭), নং ৬৭৭৭; ইবন কুদামাহ, ইসবাতু সিফাতিল 'উলু পৃ. ৯৭, নং ১৭।

এই হাদীস লালেকাঈ ও বাইহাকী সহীহ সনদে বর্ণনা করেছেন।(২৭৩)

এই হাদীস আরও বর্ণনা করেছেন আবু বকর ইবন মুনযির, আবদুল্লাহ ইবন আহমাদ ইবন হাম্বল, আবুল কাসিম ত্বাবারানী, আবু 'উমার ইবন 'আব্দিল বার, আবু 'উমার তলামানকী প্রমুখ ও আবু আহমাদ 'আসসাল।(২৭৪)

- অপর বর্ণনায় এসেছে, তিনি আল্লাহর বাণী, "তারপর তিনি 'আরশের উপর উঠলেন"(২৭৫) এর তাফসীরে বলেন,

«الْعَرْشُ عَلَى الْمَاءِ، وَاللهُ فَوْقَ الْعَرْشِ، وَهُوَ يَعْلَمُ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ».

"আরশ পানির উপর আর আল্লাহ 'আরশের উপর, তবে তিনি জানেন যার উপর তোমরা রয়েছ।"(২৭৬)

- অপর বর্ণনায় এসেছে, আবদুল্লাহ ইবন মাসঊদ রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহু বলেন,

إِنَّ الْعَبْدَ لَيَهُمُّ بِالأَمْرِ مِنَ التِّجَارَةِ وَالإِمَارَةِ حَتَّى يُيَسَّرَ لَهُ نَظَرَ اللهُ إِلَيْهِ مِنْ فَوْقِ سَبْعِ سَمَوَاتٍ فَيَقُولُ لِلْمَلَائِكَةِ اصْرِفُوهُ عَنْهُ فَإِنْ يَسَّرْتَهُ لَهُ أَدْخَلْتُهُ النَّارَ.

"নিশ্চয় বান্দা কোনো ব্যবসা কিংবা শাসক হওয়ার ইচ্ছা পোষণ করে, সে চায় যেন তার জন্য তা সহজ করে দেয়া হোক, তখন আল্লাহ তার দিকে সাত আসমানের উপর থেকে তাকান আর ফিরিশতাদের বলেন, তাকে এ কাজ থেকে ফিরিয়ে দাও, যদি তার জন্য তা সহজ করে দিই তবে তো আমি তাকে জাহান্নামে প্রবেশ করালাম।"(২৭৭)

- অপর বর্ণনায় আব্দুল্লাহ ইবন মাসঊদ রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

إِذَا حَدَّثْنَاكُمْ بِحَدِيثٍ أَتَيْنَاكُمْ بِتَصْدِيقِ ذَلِكَ فِي كِتَابِ اللهِ إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا قَالَ: سُبْحَانَ اللهِ وَالْحَمْدُ للهِ، وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَاللهُ أَكْبَرُ، وَتَبَارَكَ اللهُ، قَبَضَ عَلَيْهِنَّ مَلَكٌ فَضَمَّهُنَّ تَحْتَ جَنَاحِهِ وَصَعِدَ بِهِنَّ لَا يَمُرُّ بِهِنَّ عَلَى جَمْعٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ إِلَّا اسْتَغْفَرُوا لِقَائِلِهِنَّ حَتَّى يَجِيءَ بِهِنَّ وَجْهَ الرَّحْمَنِ، ثُمَّ تَلَا عَبْدُ اللهِ إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ [فاطر: ١٠]

২৭৩. দারেমী, আর-রাদ্দু 'আলাল জাহমিয়্যাহ, পৃ. ২৭৫; ইবন খুযাইমাহ, আত-তাওহীদ (১/২৪২-২৪৩) হা/১৪৯; তাবরানী, আর-কাবীর (৯/২২৮); ইবন আব্দিল বার, আত-তামহীদ (৭/১৩৯); হাইসামী, মাজমাউয যাওয়াইদ (১/৮৬)। তিনি বলেছেন, এর বর্ণনাকারীগণ সহীহ-এর বর্ণনাকারী।

২৭৪. যাহাবী, কিতাবুল 'আরশ, (অনুবাদ, আব্দুল্লাহ মাহমূদ)।

২৭৫. সূরা আস-সাজদাহ, আয়াত: ০৪।

২৭৬. সহীহ বুখারী, খালকু আফ'আলিল ইবাদ, পৃ. ৪৩; দারেমী, আর-রাদ্দু 'আলাল জাহমিয়্যাহ, পৃ. ৪৬, নং ৮১; ইবন খুযাইমাহ, আত-তাওহীদ (২/৮৮৫), নং ৫৯৪; লালেকাঈ, শারহু উসূলি ই'তিক্বাদি আহলিস সুন্নাতি ওয়াল জামা'আহ (৩/৩৯৬); বাইহাকী, আল-আসমা ওয়াস-সিফাত (২/২৯০); আবুশ শাইখ, আল-আযামাহ (২/৫৬৫, ৬৮৮); যাহাবী তার উলু গ্রন্থে সনদকে সহীহ বলেছেন।

২৭৭. দারেমী, আর-রাদ্দু আলাল জাহমিয়্যাহ, পৃ. ২৬; লালেকা'ঈ আস-সুন্নাহ; যাহাবী, আল-উলু, ১০৪; ইবনুল কাইয়্যেম, ইজতিমা'উল জুয়ূশ, পৃ. ১৬০।

"আমি তোমাদের নিকট যখন কোনো হাদীস বর্ণনা করি, তখন তোমাদের নিকট সেটার সত্যতার সপক্ষে আল্লাহর কিতাব থেকে প্রমাণ নিয়ে আসি। যখন কোনো বান্দা বলে, সুবহানাল্লাহ, আল-হামদুলিল্লাহ, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, আল্লাহু আকবার, তাবারাকাল্লাহ' তখন একজন ফিরিশতা সেগুলোকে কব্জা করে নেয়, তারপর সেগুলোকে তার ডানার নিচে মিলিয়ে নেয়, সেগুলোকে নিয়ে উপরে উঠতে থাকে, যখনই কোনো ফিরিশতাদের মজলিস দিয়ে অতিক্রম করে যায় তখনই তারা তার প্রবক্তার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করতে থাকে, অবশেষে সেটা নিয়ে সে রহমানের চেহারার সামনে উপস্থিত হয়। তারপর আব্দুল্লাহ তিলাওয়াত করলেন, "তাঁর দিকেই উত্থিত হয় উত্তম বাক্যসমূহ, আর উত্তম আমল তিনিই উপরে উঠান"। [সূরা ফাতির: আয়াত ১০][২৭৮]

- অপর বর্ণনায় এসেছে,

وَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ وَكَانَ يَخْطُبُ بِهِ: «يَبْرُزُ الرَّبُّ تَعَالَى لِأَهْلِ جَنَّتِهِ فِي كُلِّ جُمُعَةٍ فِي كُثُبٍ مِنْ كَافُورٍ أَبْيَضَ، فَيُحْدِثُ لَهُمْ مِنَ الْكَرَامَةِ مَا لَمْ يَرَوْا مِثْلَهُ قَبْلَهُ، وَيَكُونُونَ فِي الدُّنُوِّ مِنْهُ كَمُسَارَعَتِهِمْ إِلَى الْجُمَعِ»

"ইবন মাসঊদ রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহু বলেন, তিনি একথা খুতবায় বলতেন, মহান রব্বুল আলামীন জান্নাতীদের জন্য প্রতি জুমু'আয় নিজেকে প্রকাশ করবেন, সাদা কর্পুরের স্তূপে, অতঃপর তিনি জান্নাতীদের জন্য এমন সম্মান ও মর্যাদার ব্যবস্থা করবেন, যার মতো কোনো কিছু তারা পূর্বে দেখেনি। আর তারা মহান রাব্বুল আলামীনের তেমন নিকটে থাকবে যেমন তারা (দুনিয়ার বুকে) জুমায় জমায়েত হওয়ার প্রতিযোগিতা করে থাকে"।[২৭৯]

- তাছাড়া ইতোপূর্বে 'রহমান 'আরশের উপর উঠেছেন'[২৮০] এর ব্যাখ্যায় ইমাম লালেকাঈ এর আনীত বক্তব্যে এসেছে যে, আল্লাহ তাঁর 'আরশের উপর, আর তাঁর জ্ঞান আসমান ও যমীনের সর্বত্র, এটি 'উমার ইবনুল খাত্তাব ও ইবন মাসঊদ রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহুমারও বক্তব্য।[২৮১]

- অনুরূপভাবে ইতোপূর্বে আবদুল্লাহ ইবন মাসঊদ রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে শহীদদের রূহকে সবুজ পাখির ভেতর প্রদান করে জান্নাতে বিচরণ করা ও আল্লাহ তা'আলা তাঁর 'আরশ থেকে তাদেরকে জিজ্ঞেস করার বিষয়টি বর্ণিত হয়েছে।[২৮২]

---

২৭৮. ত্বাবারানী, আল-মু'জামুল কাবীর, ৯/২৩৩; হাদীস নং ৯১৪৪; হাকিম, আল-মুস্তাদরাক, ২/৪৬১; হাদীস নং ৩৫৮৯; যাহাবী সহীহ বলেছেন। আরও দেখুন, যাহাবী, কিতাবুল 'আরশ, পৃ. ১০০। (অনুবাদ, আব্দুল্লাহ মাহমুদ)।

২৭৯. ইবন বাত্তাহ, আল-ইবানাহ আল-কুবরা, ৩/৪২, হাদীস, ৩১ ও ৩৪; উসুলুস সুন্নাহ, ইবন আবী যামানীন, ৫৫; যাহাবী, আল-আরশ, ২/১৬৭; আল-উলু ১/৭৩, ৭৪, ৮০; আব্দুল্লাহ ইবন আহমাদ, আস-সুন্নাহ ১/২৫৯; ইবনুল মুবারক, আয-যুহদ ওয়ার রাকায়িক ২/১৩১; ইবন খুযাইমাহ, আত-তাওহীদ ২/৮৯৩; দারাকুতনী, রুইয়াতুল্লাহ ২৬৮; আবু নু'আইম আল-আসফাহানী, সিফাতুল জান্নাহ ২/২২৭; যাহাবী, আল-উলু ১০৪। সনদ জাইয়েদ।

২৮০. সূরা ত্বা-হা, আয়াত: ০৫।

২৮১. দেখুন: শারহু উসূলি ই'তিক্বাদি আহলিস সুন্নাতি ওয়াল জামা'আহ (২/৩৮৮)।

২৮২. সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১৮৮৭।

আবু যর জুনদুব ইবন জুনাদাহ রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহু (৩২ হিজরী)

ইবন 'আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহুমা বলেন, আবু যর রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহুর কাছে যখন নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের নবুওয়াত প্রাপ্তির ঘটনা পৌঁছলো, তখন তিনি তার ভাইকে বললেন,

«ارْكَبْ إلى هذا الوادِي فاعْلَمْ لي عِلْمَ هذا الرَّجُلِ الذي يَزْعُمُ أنَّهُ نَبِيٌّ يَأْتِيهِ الخَبَرُ مِنَ السَّمَاءِ»

"এ উপত্যকায় যাও, সেখান থেকে আমার জন্য এ লোকের খোঁজ-খবর নিয়ে আস, যিনি মনে করছেন যে, তিনি নবী, তার কাছে আসমান থেকে খবর আসে।"(২৮৩) এখানে আসমান থেকে খবর আসার অর্থ এটাই যে, তিনি আসমানের উপরে 'আরশের উপরে আছেন, সেখান থেকে তার কাছে খবর আসে। এর দ্বারা আল্লাহর উপরে থাকার যেসব আয়াত ও হাদীস এসেছে তারই সাথে প্রমাণ যোগ হচ্ছে।(২৮৪)

উবাদাহ ইবনুস সামেত রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহু (৩৪ হিজরী)

উবাদাহ ইবনুস সামেত রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহু বলেন,

أن في الجنة مائة درجة بين كل درجتين كما بين السماء والأرض، والفردوس أعلاها درجة، ومن فوقها العرش، ومنها تفجر أنهار الجنة الأربعة، فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس.

"নিশ্চয় জান্নাতে রয়েছে একশত দরজা বা স্তর, দু' দরজা বা স্তরের মাঝখানে আসমান ও যমীনের মাঝখানের দূরত্বের মতো, আর ফিরদাউস তন্মধ্যে সবচেয়ে উপরের স্তর বা দরজা। তার উপরেই আল্লাহর 'আরশ। আর তা থেকেই জান্নাতের চারটি নালা প্রবাহিত হচ্ছে, সুতরাং যখন তোমরা চাইবে তখন তাঁর কাছে ফিরদাউস চাইবে।"(২৮৫)

হাসসান ইবন সাবেত রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহু (৩৫-৪০ হিজরীর মাঝে)

হাসসান ইবন সাবেত ইবনুল মুনযির আল-খাজরাযী আল-আনসারী, আবুল ওয়ালীদ, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের সভাকবি। তিনি তাঁর কবিতায় বলছেন,

شَهِدْتُ بِإِذْنِ الله أَنَّ مُـحَمَّدًا ... رَسُولُ الَّذِي فَــوق السَّمَــوَات من عل
وَأَنَّ أَبَــا يَحْيى وَيَحْيى كِلَيْهِمَا ... لَهُ عَمَـــــلٌ فِي دِينِهِ مُتَقَبَّـــــلِ
وَأَنَّ الَّتِي بِالسُّدِّ مِنْ بَطْنِ نخلةٍ ... وَمَنْ دَانَــــهَا فِلٌّ مِــنَ الْخَيْرِ مَعْزِلِ
وَأَنَّ الَّذِي عادى الْيَهُود ابْن مَرْيَم ... رَسُول أَتى من عِنْد ذِي الْعَرْش مُرْسل

২৮৩. সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৩৫২২, ৩৮৬১; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ২৪৭৪।

২৮৪. আব্দুল হাদী ইবন হাসান ওয়াহবী, আল-কালিমাতুল হিসান ফী বায়ানি উলুওয়ির রাহমান, পৃ. ৬৮।

২৮৫. যাহাবী, আল-'আরশ (২/৬৮)।

"আমি আল্লাহর হুকুমে সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, নিশ্চয় মুহাম্মাদ তাঁর উপর থেকে নির্বাচিত রাসূল, যিনি আসমানসমূহের উপর থেকে তাকে নির্বাচন করেছেন।

আমি আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, ইয়াহইয়া ও আবু ইয়াহইয়া (যাকারিয়া) তারা উভয়েরই রয়েছে দীনের মধ্যে কবুলযোগ্য আমল।

আমি আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, বাতনে নাখলায় যে গাছটির পূজা করা হতো সেই উয্যা ও তার অনুসারীরা যাবতীয় কল্যাণ থেকে মুক্ত।

আমি আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, ইয়াহূদীরা যে ইবন মারইয়াম ('ঈসা) এর বিরোধিতা করেছে, তিনি 'আরশ ওয়ালার পক্ষ থেকে রাসূল হিসেবে প্রেরিত ছিলেন।"(২৮৬)

তাছাড়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাসসান ইবন সাবেত রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহু যে শোক-গাঁথা রচনা করেছেন তাতে এসেছে,

مَا بَالُ عَيْنِكَ لا تَنَامُ! كَأَنَّمَا ... كُحِــــلَتْ مَآقِيهَا بِكُحْلِ الأَرْمَدِ؟

جَزَعًا عَلَى الْمَهْدِيِّ أَصْبَحَ ثَاوِيًا. ... يَا خَيْرَ مَنْ وَطِيءَ الْحَصَى لا تَبْعَدِ

يَا رَبِّ! فَاجْـــمَعْنَا مَعًا وَنَبِيَّــــنَا ... فِي جَنَّةٍ تُفْقِي عُيُونَ الْحُسَّـــــدِ

فِي جَنَّةِ الْفِرْدَوْسِ. وَاكْتُبْهَا لَنَا ... يَا ذَا الْجَلالِ وَذَا الْعُلا والســــودد!

صَلَّى الإِلَهُ وَمَنْ يَحُفُّ بِعَرْشِهِ ... وَالطَّيِّبُونَ عَلَى الْمُبَـارَكِ أَحْــــمَدِ!

"তোমার দু''টি চোখের কী হলো? তুমি কেন ঘুমাতে পার না, মনে হয় যেন, তোমার চোখের অশ্রু বয়ে যাওয়ার স্থানে নির্ঘুমের সুরমা লাগিয়েছ।

হিদায়াতকারীর শোকে? যিনি মাটির নিচের অধিবাসী হয়ে গেছেন, হে পাথরের উপর বিচরণকারী উত্তম ব্যক্তি, আপনি কখনও দূরে যাবেন না।

হে রব, আমাদেরকে আমাদের সাথে একসাথে রাখুন এমন জান্নাতে, হিংসুকদের হিংসা সেখানে কাজ করবে না।

জান্নাতুল ফিরদাউসে, আর তা আমাদের জন্য লিখে দিন, হে মহান, হে সর্বোচ্চ সত্তা ও মর্যাদার অধিকারী।

আল্লাহ সালাত পেশ করুন, আর তার 'আরশের চারপাশে যারা ঘিরে আছেন তারাও এবং উত্তম ব্যক্তিবর্গও বরকত প্রদানকৃত আহমাদের উপর।"(২৮৭)

---

২৮৬. দিওয়ানু হাসসান পৃ. ৩১৯; ইবনুল কালবী, আল-আসনাম পৃ. ৪৪; ইবন সা'দ, আত-ত্বাবাক্বাত; আবু বকর ইবন আবী শাইবাহ, আল-আদাব পৃ. ৩৪৫; আযরাকী, আখবারু মাক্কাহ (১/১২৯); আবু ইয়া'লা, আল-মুসনাদ (৫/৬১), নং ২৬৫৩; আবু নু'আইম, আল-হিলইয়া (১/১১৯); ইবনুল কাইয়্যেম, ইজতিমা'উল জুয়ূশ ৬০, ১৯৭; ইবন আবিল ইয্য, শারহুত-ত্বাহাওয়িয়্যাহ পৃ. ২৮২।

২৮৭. ইবন সা'দ, আত-ত্বাবাক্বাত (২/২৪৬); দিওয়ানে হাসসান ৬৫, ৬৬।

'ইমরান ইবন হুসাইন রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহু (৫২ হিজরী)

ইমরান ইবন হুসাইন রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহু আল্লাহ তা'আলার পরিচয় তুলে ধরে বলেন,

«كَانَ اللهُ عَلَى الْعَرْشِ، وَكَانَ قَبْلَ كُلِّ شَيْءٍ وَكَتَبَ فِي اللَّوْحِ كُلَّ شَيْءٍ يَكُونُ».

"আল্লাহ তা'আলা তার 'আরশের উপর ছিলেন, তিনি সবকিছুর আগে ছিলেন আর তিনি লাওহে মাহফূযে যা কিছু হবে সবই লিখে রেখেছেন।"(২৮৮)

সা'দ ইবন আবী ওয়াক্কাস রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহু (৫৫ হিজরী)

সা'দ ইবন আবী ওয়াক্কাস রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহু তিনি সা'দ ইবন মু'আয রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহু কর্তৃক বনু কুরায়যার বিরুদ্ধে প্রদত্ত রায়ের হাদীসটি বর্ণনা করেন। যাতে এসেছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বলেছিলেন, "অবশ্যই তুমি এমন বিচার করেছ যা সাত আসমানের উপরে যিনি আছেন সেই আল্লাহর বিচার।"(২৮৯)

উম্মুল মুমিনীন 'আয়েশা রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহা (৫৮ হিজরী)

'আয়েশা রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহা সিদ্দীকা বিনতিস সিদ্দীক, ফকীহা বিনতিল ফকীহ, তাকে উসমান হত্যা সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেছিলেন,

«وَايْمُ اللهِ إِنِّي لَأَخْشَى لو كُنْتُ أُحِبُّ قَتْلَهُ لَقَتَلْتُ - تعني عثمان - وَلَكِنْ عَلِمَ اللهُ مِنْ فَوْقِ عَرْشِهِ أَنِّي لَمْ أُحِبَّ قَتْلَهُ».

"আর আল্লাহর শপথ, আমি অবশ্যই আশঙ্কা করছি, যদি আমি তাকে হত্যা করতে চাইতাম তবে তাকে (উসমান রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহুকে) হত্যা করতে পারতাম। তবে আল্লাহ তাঁর 'আরশের উপর থেকে জানেন, আমি তার হত্যা পছন্দ করিনি।"(২৯০)

আবু হুরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহু (৫৮ হিজরী)

আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

«يحشر الناس حفاة، عراة، مشاة، قياما، أربعين سنة، شاخصة أبصارهم إلى السماء ينظرون فصل القضاء، وقد ألجمهم العرق من شدة الكرب، وينزل الله في ظلل من الغمام من العرش إلى الكرسي».

"মানুষদের একত্রিত করা হবে নগ্ন পায়ে, নগ্ন গায়ে, হাটিয়ে, দাঁড়িয়ে চল্লিশ বছর। তাদের চোখ আসমানের দিকে অপলকভাবে চেয়ে থাকবে। তারা বিচার ফায়সালার অপেক্ষা করবে। চরম বিপদের কারণে তাদের ঘাম ঝরতে থাকবে। আল্লাহ তা'আলা মেঘের ছায়ায় 'আরশ থেকে কুরসীতে অবতরণ করবেন।"

---

২৮৮. যাহাবী, আল-উলু, নং ২৮।

২৮৯. নাসায়ী, আল-কুবরা (৩/২৯৩); বাইহাকী, আল-আসমা ওয়াস সিফাত (২/৩২১), হাদীস ৮৮৫।

২৯০. আদ-দারেমী, আর-রাদ্দু 'আলাল জাহমিয়্যাহ পৃ. ৪৭, নং ৮৩।

এই হাদীস আবু আহমাদ আল-'আসসাল রাহিমাহুল্লাহ মিনহাল ইবন 'আমরের সূত্রে বর্ণনা করেছেন। তিনি আবদুল্লাহ ইবন হারিস থেকে, তিনি আবু হুরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে।(২৯১)

হুমাইদ ইবন সাওর রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহু (মৃত ৬১ হিজরীর পরে)

তিনি হচ্ছেন, হুমাইদ ইবন সাওর আবুল মুসান্না আল-হিলালী রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহু। তিনি ছিলেন ইসলামী কবি। তিনি নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামকে পেয়েছিলেন। যুবাইর ইবন বাক্কার তার পিতা থেকে বর্ণনা করেন, হুমাইদ ইবন সাওর একবার বনী উমাইয়া খলীফাদের কারও কাছে আসার পরে তাকে জিজ্ঞেস করা হলো, আপনাকে কীসে এখানে নিয়ে আসল?! তখন তিনি উত্তর দিলেন,

أتاكَ بِي اللهُ الذي فوقَ عرشه ..... وخيرٌ ومعروفٌ عليك دليلُ

"আমাকে আপনার কাছে নিয়ে এসেছেন আল্লাহ, যিনি তাঁর 'আরশের উপর রয়েছেন। আর কল্যাণ ও অনুগ্রহ আপনার উপর প্রমাণবহ।"(২৯২)

এ বর্ণনাটি ইমাম ইবন আবদুল হাদী প্রখ্যাত আরবী কবি জারীর ইবনুল খাত্বফী (মৃত্যু ১১০ হিজরী) থেকে বর্ণনা করেন যখন তিনি আবদুল মালিক ইবন মারওয়ানের কাছে গিয়েছিলেন তার প্রশংসা করার জন্য। তখন তিনি তাকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, জারীর! তোমাকে কিসে এখানে নিয়ে এসেছে? জবাবে জারীর বলেছিলেন,

أتاكَ بِي اللهُ الذي فوقَ عرشه .... ونور وإسلام عليك دليلُ

"আমাকে আপনার কাছে নিয়ে এসেছেন আল্লাহ, যিনি তাঁর 'আরশের উপর রয়েছেন। আর নূর

---

২৯১. যাহাবী, আল-'উলূ, পৃ. ৬৫; আল-আরশ ২/১৭০; (অনুবাদ আব্দুল্লাহ মাহমূদ) ইবন কাসীর, আল-বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ (২০/১৯০); মুহাম্মাদ আত-তুরকী। সুয়ূতী, আল-বদুরুস সাফিরাহ ফী উমূরিল আখিরাহ, পৃ. ৯০, অধ্যায় ২৯, হা/৬।
এ হাদীসটি মাজমা'উয যাওয়ায়েদে ইবন মাস'ঊদ রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে এসেছে, হাদীস নং ১৮২৯৩; ২২/৪৯; বস্তুত তা ত্বাবারানী আল-কাবীর গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন, ৯/৪২১; হাদীস নং ৯৭৬৪, ইবন মানদাহ ৮৪৪; শাশী, আল-মুসনাদ, হাদীস নং ৪১০ যা ইতোপূর্বে বর্ণিত হয়েছে। সেখানে আমরা দেখেছি এর একটি সনদ সহীহ, আরেকটি সনদ হাসান। যা ইমাম দারাকুতনী তার 'ইলালে ব্যক্ত করেছেন। (ইলাল নং ৮৫৪)। বর্তমানে আমরা দেখছি যে, হাদীসটি আবু হুরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে। যার সনদ হচ্ছে, [ইবন কাসীর বলেন,] ইসমা'ইল ইবন আবী কারীমাহ, মুহাম্মাদ ইবন সালামাহ, আবু আব্দুর রহীম, [তাঁর নাম খালেদ ইবন ইয়াযীদ] যায়েদ ইবন আবী উনাইসাহ, মিনহাল ইবন 'আমর, আব্দুল্লাহ ইবনুল হারেস, আবু হুরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে। এ সনদটি সম্পূর্ণ ব্যতিক্রম। কারণ যত বর্ণনা এসেছে, সবখানেই তা মুসনাদে আব্দুল্লাহ ইবন মাস'ঊদ থেকে। তন্মধ্যে যারা তা আব্দুল্লাহ ইবন 'আব্বাসের মুসনাদে নিয়ে গেছেন তাদেরও ওয়াহম হয়েছে। (যেমনটি মাজমা'উয যাওয়ায়িদ এর মুহাক্কিক বলেছেন)। কিন্তু এ বর্ণনাটি আবু হুরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহুর মুসনাদ আকারে আমরা দেখি ইমাম যাহাবীর ('উলূ, আরশ ও আরবা'ঈন) তিনটি গ্রন্থে, ইমাম ইবন কাসীর এর আল-বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ গ্রন্থে। মিনহাল ইবন 'আমর হাদীসটি আব্দুল্লাহ ইবনুল হারেস থেকেও শুনেছেন, তিনি আবু হুরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে শুনেছেন। যদি শুনে থাকেন, তবে আসারটি হাসান পর্যায়ের। অবশ্য শাইখ মুকবিল ইবন হাদী আল-ওয়াদে'ঈ এটিকে তাঁর আস-সহীহুল মুসনাদ ফিস শাফা'আহ গ্রন্থে এনেছেন।

২৯২. যাহাবী, তারিখুল ইসলাম, ৬১-৮০ হিজরীর মাঝখানের ঘটনা, পৃ. ১১১।

ও ইসলাম আপনার ওপর প্রমাণবহ।"(২৯৩) হতে পরে দু'টি কিচ্ছা ভিন্ন ভিন্ন। আবার হতে পারে এটি একই ঘটনা, আল্লাহই ভালো জানেন। কিন্তু এটা সুস্পষ্ট হলো যে, হুমাইদ ইবন সাওর এবং জারীর উভয়েই বিশ্বাস করতেন আল্লাহ তাঁর 'আরশের উপর।

ইবন 'আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহুমা (৬৮ হিজরী)

ইবন 'আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহুমা থেকে বিভিন্ন বর্ণনায় আমরা আল্লাহর 'আরশের উপর উঠা ও 'আরশের উপরে অবস্থানের বিষয়টি দেখতে পাই। নিম্নে কয়েকটি বর্ণনা পেশ করা হলো:

- ফাররা বলেন, "সুম্মাসতাওয়া" এর অর্থ, তারপর উপরে উঠেন। এটি ইবন 'আব্বাস বলেছেন। আর তা তোমার কোনো ব্যক্তি সম্পর্কে বলা যে ব্যক্তি বসা ছিল, তারপর সোজা হয়ে দাঁড়ালো।(২৯৪)
- ইমাম বাগাওয়ী রাহিমাহুল্লাহ বলেন, ইবন 'আব্বাস ও অধিকাংশ মুফাসসিরের মতে, "সুম্মাসতাওয়া ইলাস সামায়ি" এর অর্থ, "ইরতাফা'আ ইলাস সামায়ি" আকাশের উপরে উঠলেন।(২৯৫)
- তাছাড়া আল্লাহর বাণী, ﴿ ثُمَّ لَآتِيَنَّهُم مِّنۢ بَيۡنِ أَيۡدِيهِمۡ وَمِنۡ خَلۡفِهِمۡ وَعَنۡ أَيۡمَٰنِهِمۡ وَعَن شَمَآئِلِهِمۡ ﴾ [الأعراف:١٧] "শয়তান বলেছিল, তারপর আমি তাদের সামনে থেকে, পিছনের দিক থেকে, ডান দিক থেকে, বাঁ দিক থেকে বনী আদমের কাছে আসব।" [সূরা আল-আ'রাফ, আয়াত: ১৭] এ আয়াতের তাফসীরে ইবন 'আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহুমা বলেন, "সে বলেনি, আমি তাদের উপর থেকে আসবো; কারণ সে জানে যে, আল্লাহ তা'আলাই তাদের উপরে।"(২৯৬)
- অনুরূপভাবে 'আয়েশা রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহার মৃত্যুর সময় ইবন 'আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহুমা তাকে বলেছিলেন,

  «كنتِ أحبَّ نساءِ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم ولمْ يكُنْ يُحِبُّ إلَّا طيِّبًا، وأنزلَ اللهُ براءتَكِ منْ فَوْقِ سَبْعِ سماواتٍ».

  "আপনি তো ছিলেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের সবচেয়ে প্রেয়সী স্ত্রী আর তিনি পবিত্র ব্যতীত কোনো কিছুকে পছন্দ করতেন না আর আল্লাহ আপনার পবিত্রতা ঘোষণা করেছেন সাত আসমানের উপর থেকে।"(২৯৭)

  অপর বর্ণনায় ইবন 'আব্বাস থেকে এসেছে, তিনি 'আয়েশা রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহার গুণ বর্ণনা করছিলেন, সেখানে তিনি বলেন,

  وَأَنْزَلَ اللهُ بَرَاءَتَكِ مِنْ فَوْقِ سَبْعِ سَمَاوَاتٍ، جَاءَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ، فَأَصْبَحَ لَيْسَ لِلهِ مَسْجِدٌ مِنْ مَسَاجِدِ اللهِ يُذْكَرُ

২৯৩. ইবন আবদুল হাদী, আল-কালামু আলা মাসআলাতিল ইস্তেওয়া আলাল 'আরশ পৃ. ৪৮।

২৯৪. বাইহাকী, আল-আসমা ওয়াস সিফাত (২/৩১০)।

২৯৫. তাফসীর বাগাওয়ী (১/৫৯)।

২৯৬. আল লালেকাঈ, শারহু উসূলি ই'তিক্বাদি আহলিস সুন্নাহ পৃ. ৬৬১।

২৯৭. দারেমী, আর-রাদ্দু আলাল জাহমিয়্যাহ, ৮৪, হাসান সনদে।

فِيهِ اللهُ، إِلا يُتْلَى فِيهِ آنَاءَ اللَّيْلِ وَآنَاءَ النَّهَارِ، فَقَالَتْ: دَعْنِي مِنْكَ يَا ابْنَ عَبَّاسٍ: وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَوَدِدْتُ أَنِّي كُنْتُ نَسْيًا مَنْسِيًّا

"আর আল্লাহ আপনার পবিত্রতা সাত আসমানের উপর থেকে নাযিল করেছেন, যা জিবরীল আমীন নিয়ে এসেছেন, ফলে এমন হয়েছে যে, আল্লাহর এমন কোনো মসজিদ নেই যেখানে আল্লাহর কথা স্মরণ করা হয় সেখানেই দিনের প্রান্তে ও রাতের বিবিধ প্রহরে সেটা তিলাওয়াত করা হয়। তখন 'আয়েশা রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহা বললেন, হে ইবন 'আব্বাস, সেটা তুমি ছাড়, যাঁর হাতে আমার প্রাণ তাঁর শপথ করে বলছি, আমি আশা করতাম যদি আমি বিস্মৃত ভুলে যাওয়া জিনিস (তুচ্ছ বস্তু) হতে পারতাম।"(২৯৮)

- অপর বর্ণনায় এসেছে, ইবন 'আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহুমা বলেন,

«فكروا في كل شيء ولا تفكروا في ذات الله، فإن بين السموات إلى كرسيه سبعة آلاف نور، وهو فوق ذلك سبحانه وتعالى».

"আবদুল্লাহ ইবন 'আব্বাস বলেন, তোমরা সবকিছু নিয়ে গবেষণা করো, আল্লাহর সত্তা নিয়ে গবেষণা করো না। কেননা আসমানসমূহ ও তাঁর কুরসীর মাঝে সাত হাজার নূর আছে। আর আল্লাহ তা'আলা এসবের উপরে।"

এই হাদীস ইবন 'আব্বাস থেকে হাসান সনদে বাইহাকী বর্ণনা করেছেন আল-আসমা ওয়াস-সিফাত গ্রন্থে, অনুরূপভাবে আবুশ শাইখ আসবাহানী, আল-'আযামাহ গ্রন্থে, এবং অন্যান্যগণও বর্ণনা করেছেন।(২৯৯)

- অপর বর্ণনায় ইবন 'আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহুমা 'আরশ ও কুরসীর পরিচয় দিয়ে বলেছেন,

«الْكُرْسِيُّ مَوْضِعُ الْقَدَمَيْنِ وَالْعَرْشُ لَا يُقَدِّرُهُ إِلَّا اللهُ».

"কুরসী আল্লাহর দু' পা রাখার স্থান, আর 'আরশ, সেটার পরিমাণ তো কেবল আল্লাহই জানেন।"(৩০০)

- অনুরূপভাবে ইবন 'আব্বাস থেকে অপর বর্ণনায় এসেছে,

قيل له إن ناساً يقولون بالقدر فقال: «يكذبون بالكتاب، لئن أخذت شعر أحدهم لأنصونّه، إن الله كان على

---

২৯৮. মুসনাদ আহমাদ (৪/২৯৮), নং ২৪৯৬।

২৯৯. ইবন আবী শাইবাহ, কিতাবুল 'আরশ, নং ১৬; আসবাহানী, আত-তারগীব ওয়াত তারহীব, (২/১৭৩); আবুশ শাইখ, আল-'আযামাহ, (১/২১২); বাইহাকী, আল-আসমা ওয়াস সিফাত (২/৩২৩), নং ৮৮৭; যাহাবী, আল-আরশ ২/১৭১; (অনুবাদ আব্দুল্লাহ মাহমূদ) এবং হাসান বলেছেন; ইবন হাজার, ফাতহুল বারী (১৩/৩৮৩)। তিনি বলেছেন, সনদ ভালো। সাখাওয়ী; মাকাসিদুল হাসানাহ, পৃ. ১৫৯, তিনি বলেন, এর সনদসমূহ দুর্বল। কিন্তু সবগুলো মিলে শক্তিশালী, তবে অর্থগতভাবে সঠিক। সুয়ূতী, আল-জামি'উস সগীর (১/১৩২)। তিনি কোনো মন্তব্য করেননি। অনুরূপ মুনাওয়ী 'ফাইযুল কাদীর' (৩/২৯২)-এ কোনো মন্তব্য করেননি।

৩০০. দারেমী, নাকদ্ব (১/৪০০, ৪১২); আল-'আরশ (১/৩৫২); ইবন খুযাইমাহ, আত-তাওহীদ (১/২৪৮); আবুশ শাইখ, আল-আযামাহ (২/৫৮২); বাইহাকী, আল-আসমা ওয়াস সিফাত (২/১৯৬)।

عرشه، وكتب ما هو كائن، وإنما يجري الناس على أمر قد قضي وفرغ منه».

"ইবন 'আব্বাসকে বলা হলো, মানুষেরা তাকদীর নিয়ে কথাবার্তা বলছে। তিনি বললেন: তারা আল্লাহর কিতাবকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করছে। আমি যদি কাউকে পাই, তবে তার মাথার অগ্রভাগ ধরে ফেলব। আল্লাহ 'আরশের উপর ছিলেন এবং যা কিছু ঘটার সব লিখে দিয়েছেন। মানুষেরা তাঁর ফায়সালা ও নির্ধারণ অনুযায়ী চলে।"

এই হাদীস সুফইয়ান সাওরী ও অন্যান্যগণ আবু হাশিম থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি মুজাহিদ থেকে, তিনি ইবন 'আব্বাস থেকে।[৩০১]

- অপর বর্ণনায় আবু মালিক, আবু সালেহ বর্ণনা করেন ইবন 'আব্বাস থেকে এবং মুররা বর্ণনা করেন ইবন মাসঊদ এবং বেশ কয়েকজন সাহাবী থেকে, আল্লাহর বাণী ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ এর অর্থে এসেছে,

«إن الله كان على عرشه على الماء، ولم يخلق شيئاً قبل الماء، فلما أراد أن يخلق الخلق، أخرج من الماء دخاناً فارتفع فوق الماء فسما عليه، فسماه سماء، ثم أيبس الماء فجعله أرضاً، ثم فتقها فجعلها سبع أراضين» إلى أن قال «فلما فرغ الله من خلق ما أحب استوى على العرش».

"নিশ্চয় আল্লাহ ছিলেন পানির উপরে, তাঁর 'আরশের উপরে। পানির পূর্বে তিনি কিছুই সৃষ্টি করেননি। তিনি যখন সৃষ্টিকুলকে সৃষ্টি করতে চাইলেন, তখন পানি থেকে ধোয়া বের করলেন। ধোঁয়া পানির উপরে উঠলো এবং উপরে থেকে গেল, অতঃপর তিনি তার নাম রাখলেন সামা বা আসমান। এরপর পানি শুকালেন ও তাকে যমীন করে দিলেন। তারপর তা আলাদা করে সাত যমীন বানিয়ে দিলেন। আরও বলেছেন: তিনি যা সৃষ্টি করতে পছন্দ করেছিলেন তা থেকে ফারেগ হয়ে 'আরশের উপর উঠলেন।"

ইমাম যাহাবী বলেন, এ হাদীসটি মুহাম্মাদ ইবন জারীর আত-তাবারী তার তাফসীরে মূসা ইবন হারূন থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, আমাদের বর্ণনা করেছেন 'আমর ইবন হাম্মাদ, তিনি বলেন, আমাদের বর্ণনা করেছেন আসবাত্ব, সুদ্দী থেকে।[৩০২]

হাদীসে বলা হলো, সমস্ত সৃষ্টির পূর্বে 'আরশ সৃষ্টি করা হয়। তারপর 'আরশ সৃষ্টির পর আল্লাহ তার উপর উঠেন। এর মতো আল্লাহর বাণী হচ্ছে: "আর তিনিই এমন সত্তা যিনি আসমান ও যমীন সৃষ্টি করেছেন ছয় দিনে, আর তাঁর 'আরশ ছিল পানির উপর।"

- অপর বর্ণনায় ইবন 'আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহুমা থেকে এসেছে,

«لَمَّا كَلَّمَ اللهُ مُوسَى كَانَ النِّدَاءُ فِي السَّمَاءِ، وَكَانَ اللهُ فِي السَّمَاءِ».

---

৩০১. ইবন আবী শাইবাহ, কিতাবুল 'আরশ, হা/৫; দারেমী, আর-রাদ্দু 'আলাল জাহমিয়্যাহ, পৃ. ২৬৬; ইবন জারীর, আত-তাফসীর (২৯/১৭); যাহাবী, আল-আরশ ২/১৭৫। অনুবাদ আব্দুল্লাহ মাহমূদ।

৩০২. তাবারী, আত-তাফসীর (১/৪৩৫-৪৩৬)। আহমাদ শাকির এই সনদ নিয়ে দীর্ঘ আলোচনা করেছেন। দেখুন: (১/১৫৬-১৬০); ইবন খুযাইমাহ, আত-তাওহীদ (২/৮৮৬-৮৮৮); বাইহাকী, আল-আসমা ওয়াস সিফাত (২/২৪৩-২৪৪), নং ৮০৭; ইবনুল কাইয়্যেম, ইজতিমা'উল জুয়ূশ, পৃ. ২৫২-২৫৩; ইবন কাসীর, আত-তাফসীর (১/৬৭-৬৮); সুয়ূতী, আদ-দুররুল মানসূর (১/৪২-৪৩)।

"যখন মূসা 'আলাইহিস সালাম আল্লাহর সাথে কথা বলেন তখন তাঁকে ডাকা হয়েছিল আকাশের উপর থেকে আর আল্লাহ ছিলেন আসমানের উপরে।"(৩০৩)

- অপর বর্ণনায় এসেছে, ইবন 'আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহুমা বলেন,

«أَنَّ اللهَ كَانَ عَلَى عَرْشِهِ قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَ شَيْئًا مِنْ خَلْقِهِ مِنْ سَمَاءٍ وَأَرْضٍ».

"নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা আসমান ও যমীনসহ কোনো কিছুকে সৃষ্টি করার আগে তিনি তাঁর 'আরশের উপর ছিলেন।"(৩০৪)

- অপর বর্ণনায় মুজাহিদ ইবন 'আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহুমা থেকে বর্ণনা করেন,

عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي هَاشِمٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، قَالَ: قِيلَ لِابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: إِنَّ هَاهُنَا قَوْمًا يَقُولُونَ فِي الْقَدَرِ، فَقَالَ: إِنَّهُمْ يُكَذِّبُونَ بِكِتَابِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ، لَآخُذَنَّ بِشَعْرِ أَحَدِهِمْ فَلَأَنْصُوَنَّهُ، إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ كَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَ شَيْئًا، ثُمَّ خَلَقَ، فَكَانَ أَوَّلَ مَا خَلَقَ الْقَلَمُ، ثُمَّ أَمَرَهُ فَقَالَ: اكْتُبْ، فَكَتَبَ مَا هُوَ كَائِنٌ إِلَى قِيَامِ السَّاعَةِ، فَإِنَّمَا يَجْرِي النَّاسُ عَلَى أَمْرٍ قَدْ فُرِغَ مِنْهُ.

"সুফইয়ান আস-সাওরী থেকে বর্ণিত, তিনি আবু হাশেম আল-ওয়াসেত্বী থেকে বর্ণনা করেন, তিনি মুজাহিদ থেকে, তিনি বলেন, ইবন "আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহুমাকে কিছু লোকের কথা বলা হলো, যারা তাকদীর নির্ধারণ নিয়ে বাজে কথাবার্তা বলে, তখন তিনি বললেন, তারা আল্লাহর কিতাবের ওপর মিথ্যারোপ করে, আমি তাদের কারও চুল ধরে তা ছিড়ে ফেলবো, নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলার 'আরশ ছিল পানির উপরে, কোনো কিছু সৃষ্টি করার পূর্বে। তারপর তিনি সৃষ্টি করেছেন, তখন সর্বপ্রথম তিনি কলম সৃষ্টি করেছেন, তারপর তাকে লিখতে নির্দেশ দিলেন, তখন সে কিয়ামত পর্যন্ত যা হবে তা লিখে নিল। মানুষ তো এখন তার ওপরই চলছে যা লিখে সম্পন্ন হয়ে গেছে।"(৩০৫)

- অপর বর্ণনায় এসেছে,

عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي هَاشِمٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: ذُكِرَ لَهُ قَوْمٌ يَتَكَلَّمُونَ فِي الْقَدَرِ، فَقَالَ: إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ اسْتَوَى عَلَى عَرْشِهِ قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَ شَيْئًا، وَكَانَ أَوَّلُ مَا خَلَقَ الْقَلَمَ، وَأَمَرَهُ أَنْ يَكْتُبَ مَا هُوَ كَائِنٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ.

"সুফইয়ান আস-সাওরী থেকে বর্ণিত, তিনি আবু হাশেম আল-ওয়াসেত্বী থেকে, তিনি মুজাহিদ থেকে, তিনি ইবন আব্বাস থেকে, মুজাহিদ বলেন, ইবন 'আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহুমার কাছে এমন কিছু লোকের ব্যাপারে বলা হলো, যারা তাকদীর নির্ধারণ নিয়ে কথা বলে, তখন তিনি বললেন, আল্লাহ তা'আলা কোনো কিছু সৃষ্টির আগে 'আরশের উপর

৩০৩. ইমাম বুখারী, খালকু আফ'আলিল 'ইবাদ গ্রন্থে তা'লীক হিসেবে পৃ. ১৯; অনুরূপ ইবন আবী হাতেম, আত-তাফসীর (৯/২৯৭৪, ২৯৭২)।

৩০৪. দারেমী, আন-নাকদ্ব (১/৪৬৫); যাহাবী, আল-উলূ ৯৪।

৩০৫. আল-ফিরইয়াবী, আল-কাদর, হাদীস নং ৭৯। এর সনদ বিশুদ্ধ।

উঠেছেন। আর প্রথম তিনি কলম সৃষ্টি করেছেন, আর তাকে কিয়ামত পর্যন্ত যা হবে তা লিখার নির্দেশ প্রদান করেন।"(৩০৬) সম্ভবত কোনো কিছু সৃষ্টির আগে বলে যমীনের সাথে সংশ্লিষ্ট কিছু বুঝিয়েছেন।

- অপর বর্ণনায় এসেছে, জনৈক ব্যক্তি ইবন 'আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহুমাকে প্রশ্ন করল, আমি কুরআনে এমন বিষয় পাচ্ছি, যা আমার কাছে পরস্পর বিরোধী মনে হচ্ছে। আল্লাহ বলেছেন, "নাকি যিনি নির্মাণ করেছেন আসমানকে,... এরপর পৃথিবীকে করেছেন সুবিস্তৃত" পর্যন্ত। এখানে আকাশকে যমীনের পূর্বে সৃষ্টি করার কথা বলেছেন; কিন্তু অন্য এক স্থানে বর্ণিত আছে যে, "তোমরা কি তাঁকে অস্বীকার করবেই যিনি পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন দুই দিনে।" এখানে যমীনকে আকাশের পূর্বে সৃষ্টির কথা উল্লেখ রয়েছে।

  ইবন 'আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহুমা বলেন, সমাধান হচ্ছে এই যে, "নাকি যিনি নির্মাণ করেছেন আসমানকে"। আল্লাহ আকাশের পূর্বে যমীনকে সৃষ্টি করেছেন। তারপর তিনি আকাশের উপর উঠলেন এবং তাকে বিন্যস্ত করেন সাত আকাশে। তারপর তিনি যমীনকে বিছিয়ে দেন।(৩০৭)

- অপর বর্ণনায়, আবু মালিক ও আবু সালিহ উভয়ে বর্ণনা করেন ইবন 'আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহুমা থেকে আর মুররাহ বর্ণনা করেন ইবন মাসউদ রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহু ও কিছু সংখ্যক সাহাবী থেকে আল্লাহর বাণী: "অতঃপর তিনি 'আরশের উপর উঠলেন"-এর ব্যাখ্যায় বর্ণনা করেন, নিশ্চয় আল্লাহ ছিলেন পানির উপরে, তার 'আরশের উপরে। পানির পূর্বে তিনি কিছুই সৃষ্টি করেননি। তিনি যখন সৃষ্টিকুলকে সৃষ্টি করতে চাইলেন, তখন পানি থেকে ধোঁয়া বের করলেন। ধোঁয়া পানির উপরে উঠলো এবং উপরে থেকে গেল, অতঃপর তিনি তার নাম রাখলেন সামা বা আসমান। এরপর পানি শুকালেন ও তাকে যমীন করে দিলেন। তারপর তা আলাদা করে সাত যমীন বানিয়ে দিলেন। আরও বলেছেন: তিনি যা সৃষ্টি করতে পছন্দ করেছিলেন তা থেকে ফারেগ হয়ে 'আরশের উপর উঠলেন।

  এটি মুহাম্মাদ ইবন জারীর আত-তাবারী তার তাফসীরে মূসা ইবন হারুন থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, আমাদের বর্ণনা করেছেন 'আমর ইবন হাম্মাদ, তিনি বলেন, আমাদের বর্ণনা করেছেন আসবাত্ব, সুদ্দী থেকে, তিনি ইবন 'আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহুমা থেকে।(৩০৮)

জাবের ইবন আবদুল্লাহ রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহু (৭৪ হিজরী)

জাবের ইবন আবদুল্লাহ রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহু সা'দ ইবন মু'আয রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহুর মৃত্যুর ঘটনার

---

৩০৬. আল-ফিরইয়াবী, আল-কাদর, হাদীস নং ৭৮। এর সনদ বিশুদ্ধ।

৩০৭. সহীহ বুখারী, তা'লীক হিসেবে ইবন 'আব্বাস থেকে। (অনুবাদ আব্দুল্লাহ মাহমূদ)

৩০৮. তাবারী, আত-তাফসীর (১/৪৩৫-৪৩৬)। আহমাদ শাকির এই সনদ নিয়ে লম্বা আলোচনা করেছেন। দেখুন: (১/১৫৬-১৬০); ইবন খুযাইমাহ, আত-তাওহীদ (২/৮৮৬-৮৮৮); বাইহাকী, আল-আসমা ওয়াস সিফাত (২/২৪৩-২৪৪), নং ৮০৭; ইবন কাসীর, আত-তাফসীর (১/৬৭-৬৮); সুয়ূতী, আদ-দুররুল মানসূর (১/৪২-৪৩)।

রাব্বুল আলামীনের 'আরশের কম্পনের হাদীস বর্ণনা করেছেন। যাতে আল্লাহর 'আরশ ও তা সা'দ ইবন মু'আয রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহুর প্রতি ভালোবাসার কথা বর্ণিত হয়েছে।(৩০৯)

আবদুল্লাহ ইবন 'উমার রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহুমা (৭৪ হিজরী)

যায়েদ ইবন আসলাম বলেন, আবদুল্লাহ ইবন 'উমার রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহু একবার এক রাখালের কাছ দিয়ে যাচ্ছিলেন, তিনি রাখালকে বললেন,

«هلْ منْ جَزَرَةٍ؟ فقالَ: ليسَ هاهنا ربُّها، قالَ ابنُ عمر: تقولُ لهُ: أكلَهَا الذئبُ. قالَ: فرفَعَ رأسَهُ إلى السَّماءِ وقالَ: فَأَيْنَ اللهُ؟ فقالَ ابنُ عمر: أنا واللهُ أحقُّ أنْ أقولَ: أَيْنَ اللهُ؟ واشترى الراعي والغنمَ، فأعتقهُ، وأعطاهُ الغنمَ».

"যবেহ করার মতো ছাগল হবে? তখন রাখাল বলল, ছাগলের মালিক তো এখানে নেই। ইবন 'উমার বললেন, তুমি তাকে বলবে, নেকড়ে তা খেয়ে ফেলেছে। তখন রাখাল তার মাথা আসমানের দিকে উঠিয়ে বলল, তাহলে আল্লাহ কোথায়? তখন ইবন 'উমার বললেন, আমি, আল্লাহর শপথ করে বলছি, বেশি যোগ্য একথা বলার যে, আল্লাহ কোথায়? ইবন 'উমার তখন এ রাখাল ও তার ছাগল সবই কিনে নিলেন, অতঃপর রাখাল দাসকে মুক্ত করে তাকে ছাগলগুলো দিয়ে দিলেন।"(৩১০)

আবু জুরাই জাবের ইবন সুলাইম আল-হুজাইমী রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহু

আবু জুরাই জাবের ইবন সুলাইম আল-হুজাইমী রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহু বর্ণনা করেন,

إن رجلاً ممن كان قبلكم لبس برده فتبختر فيها فنظر الله إليه من فوق عرشه فمقته فأمر الأرض فأخذته فهو يتجلجل فأحذرك مقت الله عز وجل.

"তোমাদের পূর্বে চলে যাওয়া জাতিসমূহের কোনো এক লোক তার চাদর পরিধান করে তাতে অহংকার করে চলছিল, আল্লাহ তা'আলা তাঁর 'আরশের উপর থেকে তার দিকে তাকালেন, লোকটির এ আচরণ আল্লাহকে ক্রোধান্বিত করলো, তাই আল্লাহ যমীনকে নির্দেশ দিলেন তাকে গ্রাস করতে। ফলে যমীন তাকে গ্রহণ করে নিল, সে এখনও তাতে প্রবেশ করেই যাচ্ছে। সুতরাং আমি তোমাকে আল্লাহর ক্রোধ থেকে সাবধান করছি।"(৩১১)

---

৩০৯. যাহাবী, আল-উলু, ৬৮।

৩১০. যাহাবী, আল-'উলু ৮৬০; উত্তম সনদে।

৩১১. আত-ত্বাবরানী, আল-মু'জামুল কাবীর (৭/৬৩), নং ৬৩৮৪; আদ-দারেমী, আন-নাকদু 'আলা বিশর আল-মারীসী ৩৩৭; আত-তাইমী, আল-হুজ্জাহ ফী বায়ানিল মাহাজ্জাহ (২/১২৩); ইবন কুদামাহ, ইসবাতু সিফাতিল উলু, ৬৬, ৬৭, নং ৩৬; যাহাবী, আল-'আরশ (২/১২৬); আল-উলু ৩৬; ইবনুল কাইয়্যেম, ইজতিমা'উল জুয়ূশ পৃ. ৩৪। অবশ্য হাদীসের মূল কথা সহীহ বুখারীতে এসেছে, হাদীস নং ৫৭৯০।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ
তাবে'য়ীদের বক্তব্য

কা'ব আল-আহবার (৩২ হিজরী)

'আত্বা ইবন ইয়াসার রাহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, কা'ব আল-আহবার থেকে বর্ণিত,

أَتَى رَجُلٌ كَعْبًا وَهُوَ فِي نَفَرٍ، فَقَالَ: يَا أَبَا إِسْحَاقَ حَدِّثْنِي عَنِ الْجَبَّارِ. فَأَعْظَمَ الْقَوْمُ قَوْلَهُ، فَقَالَ كَعْبٌ: دَعُوا الرَّجُلَ، فَإِنْ كَانَ جَاهِلًا تَعَلَّمَ، وَإِنْ كَانَ عَالِمًا ازْدَادَ عِلْمًا، ثُمَّ قَالَ كَعْبٌ: «أُخْبِرُكَ أَنَّ اللهَ خَلَقَ سَبْعَ سَمَوَاتٍ، وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ، ثُمَّ جَعَلَ مَا بَيْنَ كُلِّ سَمَاءَيْنِ كَمَا بَيْنَ السَّمَاءِ الدُّنْيَا وَالْأَرْضِ، وَكُثُفُهُنَّ مِثْلُ ذَلِكَ، ثُمَّ رَفَعَ الْعَرْشَ فَاسْتَوَى عَلَيْهِ

"এক লোক কা'ব এর কাছে আসল। সে সময় তিনি একটি দলে ছিলেন। সে লোকটি বললো, হে আবু ইসহাক্ব, আমাকে মহান আল্লাহ সম্পর্কে জানান, লোকেরা ব্যাপারটি কঠিনভাবে নিল। কিন্তু কা'ব বললেন, ব্যক্তিটিকে ছাড়ো। সে অজ্ঞ হলে জেনে নিবে, আর জ্ঞানী হলে ইলম বৃদ্ধি পাবে। তারপর কা'ব বললেন, আমি তোমাকে অবহিত করছি যে, আল্লাহ সাত আসমান সৃষ্টি করেছেন, অনুরূপ যমীন সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর দুই আসমানের মাঝে আসমান ও যমীনের মাঝের ফাঁকা বরাবর ফাঁকা করেছেন। তার পুরুত্বও অনুরূপ। তারপর 'আরশকে উঁচু করলেন, অতঃপর তার উপরে উঠলেন।[৩১২]

ইমাম যাহাবী বলেন, এই বর্ণনাটি আবুশ শাইখ আল 'আযামাহতে সহীহ সনদে বর্ণনা করেছেন।[৩১৩]

অপর বর্ণনায় তাঁর থেকে এসেছে,

عَنْ كَعْبٍ، قَالَ: قَالَ اللهُ تَعَالَى: «أَنَا اللهُ فَوْقَ عِبَادِي، وَعَرْشِي فَوْقَ جَمِيعِ خَلْقِي، وَأَنَا عَلَى عَرْشِي أُدَبِّرُ أَمْرَ عِبَادِي فِي سَمَائِي وَأَرْضِي وَإِنْ حُجِبُوا عَنِّي فَلَا يَغِيبُ عَنْهُمْ عِلْمِي، وَإِلَيَّ يَرْجِعُ كُلُّ خَلْقِي فَأُنَبِّئُهُمْ بِمَا خَفِيَ عَلَيْهِمْ مِنْ عِلْمِي أَغْفِرُ لِمَنْ شِئْتُ مِنْهُمْ بِمَغْفِرَتِي، وَأُعَذِّبُ مَنْ شِئْتُ مِنْهُمْ بِعِقَابِي»

"কা'ব থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহ তা'আলা বলেন, আমি আল্লাহ, আমার বান্দাদের উপরে আমার অবস্থান, আমার 'আরশ আমার সকল সৃষ্টির উপর, আমি আমার 'আরশের উপর, সেখান থেকেই আমি আমার আসমান ও যমীনের আমার বান্দাদের বিষয়সমূহ পরিচালনা করি। যদি তারা আমার থেকে অন্তরালে তবুও আমার জ্ঞান থেকে তাদের কিছু অনুপস্থিত থাকে না। আমার সকল সৃষ্টি আমার দিকেই প্রত্যাবর্তন করবে, অতঃপর আমি তাদেরকে আমার যে জ্ঞান তাদের কাছে গোপন আছে সেটা অনুযায়ী তাদেরকে প্রতিদান দিব, তাদের মধ্যকার যাকে ইচ্ছা আমার ক্ষমা দিয়ে মাফ করবো, আর তাদের মধ্যকার যাকে চাইবো তাকে আমার 'আযাব দিয়ে

---

৩১২. দারেমী, আর-রদ্দু 'আলাল জাহমিয়্যাহ, নং ৮৮।

৩১৩. দেখুন, আবুশ শাইখ, আল-'আযামাহ (২/৬১০-৬১১), হা/২৩৪; ইবনু জারীর, আত-তাফসীর (২৫/৭); যাহাবী, আল-'উলু, পৃ. ৯২; আর-আরশ ২/১৯০ অনুবাদ আব্দুল্লাহ মাহমুদ।

শাস্তি প্রদান করবো।"(৩১৪)

মাসরূক ইবনুল আজদা' (৬৩ হিজরী)

মাসরূক ইবনুল আজদা', আবু 'আয়েশা প্রখ্যাত তাবে'য়ী। তিনি যখনই 'আয়েশা রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহা থেকে হাদীস বর্ণনা করতেন তখন বলতেন,

حدَّثتني الصِّدِّيقةُ بنتُ الصِّدِّيقِ، حبيبةُ حبيبِ الله، المُبَرَّأَةُ منْ فَوْقِ سَبْعِ سَمَاوَاتٍ.

"আমাকে সিদ্দীকাহ সত্যবাদিনী, যিনি সিদ্দীক সত্যবাদীর কন্যা, আল্লাহর হাবীবের প্রেয়সী, সাত আসমানের উপর থেকে যার পবিত্রতা ঘোষণা করা হয়েছে, তিনি আমাকে হাদীস শুনিয়েছেন।"(৩১৫)

মুজাহিদ ইবন জাবর রাহিমাহুল্লাহ (১০৪ হিজরী)

- প্রখ্যাত তাবে'য়ী মুজাহিদ বলেছেন, (ইস্তেওয়া 'আলাল 'আরশ) এর অর্থ, 'আরশের উপর উঠা।(৩১৬)
- অপর বর্ণনায় তিনি কিয়ামতের আগে মানুষের অপরাধের বেপরোয়া ভাব সম্পর্কে বলেন,

  «هم في هذه الأمة يتراكبون كما تراكب الحمر والأنعام في الطرق، ولا يستحيون الناس في الأرض، ولا يخافون الله في السماء».

  "তারা এ উম্মতের মধ্যে গাধা ও চতুষ্পদ জন্তুর মতো পরস্পরের উপর উপগত হতে থাকবে, যমীনের উপরস্থিত মানুষ থেকে লজ্জা করবে না, আর আসমানের উপরের আল্লাহর ভয়ও করবে না।"(৩১৭)
- অনুরূপ অপর বর্ণনায় এসেছে,

  عَن مُجَاهِد وَقَرَّبْنَاهُ نجيا قَالَ بَين السَّمَاء السَّابِعَة وَبَين الْعَرْش سَبْعُونَ ألف حجاب فَمَا زَالَ يقرب مُوسَى حَتَّى كَانَ بَينه وَبَينه حجاب فَلَمَّا رأى مَكَانَهُ وَسمع صريف الْقَلَم قَالَ رب أَرِنِي أنظر إِلَيْك. هَذَا ثَابت عَن مُجَاهِد إِمَام التَّفْسِير أَخرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي كِتَابِ الأَسْمَاءِ وَالصِّفَات.

---

৩১৪. আবু নু'আইম, হিলইয়াতুল আউলিয়া, ৬/৭; আবুশ শাইখ, আল-আযামাহ, ২/৬২৫-৬২৬, হাদীস নং ২৪৪; ইবন বাত্তাহ, আল-ইবানাহ ৩/১৮৫-১৮৬, নং ১৩৭; আব্দুল কাদের জীলানী, আল-গুনইয়াতু লি ত্বালিবীল হক্ক, ১/৫৭; যাহাবী, আল-উলু, ৯২; আল-আরশ, ২/১৮৭; নং ১২১; ইবনুল কাইয়্যিম, ইজতিমা'উল জুয়ূশিল ইসলামিয়্যাহ, ১২৯, ২৬০; শাইখ আলবানী বলেছেন, এর সনদ বিশুদ্ধ; মুখতাসারুল উলু প্র. ১২৮।

৩১৫. যাহাবী, আল-উলু পৃ. ৮৬৮, বিশুদ্ধ সনদে।

৩১৬. বুখারী, আস-সহীহ, কিতাবুত তাওহীদ (৯/২২১); অনুরূপ ইবন হাজার, ফাতহুল বারী (১৩/৪০৩)।

৩১৭. যাহাবী, আল-আরশ (২/১৯৬) তবে এটি তাফসীরে তাবারীতে আবু তামীম ইবন মুহাজির থেকে বর্ণিত হয়েছে। (১৫/৭৫)।

"মুজাহিদ রাহিমাহুল্লাহ থেকে সূরা মারইয়ামের আয়াত ﴿وقربناه نجيا﴾ "আর আমরা তাকে অন্তরঙ্গ আলাপ করে নৈকট্য প্রদান করেছিলাম, এ আয়াতের ব্যাখ্যায় এসেছে যে, সাত আসমান ও 'আরশের মাঝে সত্তর হাজার পর্দা রয়েছে, মূসা 'আলাইহিস সালাম নৈকট্য অর্জন করছিলেন, এমনকি তাঁর মাঝে ও মূসার মাঝে একটি পর্দার অন্তরাল ছিল, যখন তিনি আল্লাহর অবস্থান দেখলেন, কলমের খসখস শব্দ শুনলেন, তখন বললেন, 'হে রব, আমাকে দেখা দিন'।" (৩১৮)

ইমাম যাহাবী বলেন, এ বর্ণনাটি তাফসীরের ইমাম মুজাহিদ রাহিমাহুল্লাহ থেকে সাব্যস্ত, এটি ইমাম বাইহাকী তাঁর আল-আসমা ওয়াস সিফাত গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন।

- তাছাড়া মুজাহিদ রাহিমাহুল্লাহ থেকে বিশুদ্ধ বর্ণনায় "অচিরেই আপনাকে আল্লাহ মাকামে মাহমূদে পৌঁছে দিবেন"(৩১৯) এর তাফসীরে এসেছে,

  «يجلسه معه على العرش»

  "আল্লাহ তা'আলা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তাঁর সাথে 'আরশে বসাবেন।"(৩২০)

আবুল 'আলীয়া (৯৩ বা ১০৬ হিজরী)

প্রখ্যাত তাবে'য়ী আবুল 'আলিয়া বলেছেন, (ইস্তেওয়া 'আলাল 'আরশ) এর অর্থ, 'আরশের উপর উঠা।(৩২১)

আদ-দ্বাহহাক ইবন মুযাহিম (১০০ মতান্তরে ১০৩ বা ১০৬ হিজরী)

হারব ইবন ইসমা'ঈল আল-কিরমানী রাহিমাহুল্লাহ প্রখ্যাত ইমাম মুকাতিল ইবন হাইয়্যান থেকে বর্ণনা করেন, তিনি আদ-দ্বাহহাক ইবন মুযাহিমকে নিম্নোক্ত আয়াত সম্পর্কে বলতে শুনেছেন,

«﴿مَا يَكُونُ مِن نَّجْوَىٰ ثَلَٰثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ وَلَآ أَدْنَىٰ مِن ذَٰلِكَ وَلَآ أَكْثَرَ إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ﴾ قال: هو تبارك وتعالى على العرش، وعلمهُ معهم».

আল্লাহর বাণী, "যখনই তিন জনের গোপন পরামর্শ হবে সেখানে তিনি আল্লাহ চতুর্থ জন, আর

৩১৮. ত্বাবারী, জামে'উল বায়ান ১৬/৭১; আবুশ শাইখ, আল-'আযামাহ, ২/৬৯০, হাদীস নং ১৮০; যাহাবী আল-উলু, ৯৭-৯৮; আল-আরশ ২/২১২। শাইখ আলবানী তাঁর মুখতাসারুল উলু গ্রন্থে এর সনদকে সহীহ বলেছেন।

৩১৯. সূরা বনী ইসরাঈল, আয়াত: ৭৯।

৩২০. ইবন আবি শাইবাহ, আল-মুসান্নাফ (১১/৪৩৬), নং ১১৬৯৮; ইবন জারীর আত-ত্বাবারী, আত-তাফসীর (১৫/১৪৫); আবু বকর আল-খাল্লাল, আস-সুন্নাহ পৃ. ২৩১, নং ২৪১, ২৪২, ২৪৩, ২৪৪; আল-আজুররী, আশ-শরী'আহ (৪/১৬১৪-১৬১৫), নং ১১০১, ১১০২, ১১০৩, ১১০৪, ১১০৫; যাহাবী, আল-উলূ পৃ. ৯৪, ১২৫; আল-'আরশ (২/১৯৪); ইবনুল কাইয়্যেম, ইজতিমা'উল জুয়ুশ পৃ. ১৯৪। ইবন তাইমিয়্যাহ রাহিমাহুল্লাহ বলেছেন, এটি ইমাম মুজাহিদ রাহিমাহুল্লাহ থেকে তাফসীর হিসেবে বিশুদ্ধভাবে সাব্যস্ত হয়েছে।

৩২১. বুখারী, আস-সহীহ, কিতাবুত তাওহীদ (৯/২২১)।

যখনই পাঁচ জনের হবে তখন আল্লাহ হবে ষষ্ঠ জন।" আদ-দ্বাহহাক বলেন, "মহান ও বরকতময় আল্লাহ 'আরশের উপরে আর তাঁর ইলম বা জ্ঞান তাদের সাথে রয়েছে।"(৩২২)

আবু কিলাবাহ আবদুল্লাহ ইবন যায়েদ আল-জারমী (১০৪ হিজরী)

আবু কিলাবাহ আবদুল্লাহ ইবন যায়েদ আল-জারমী আল-বসরী রাহিমাহুল্লাহ বলেন,

«لَمَّا لعن الله إبليس وأخرجه من سمواته وأخزاه قال: رب أخزيتني ولعنتني وطردتني من سماواتك وجوارك، وعزتك لأغوين خلقك ما دامت الأرواح في أجسادها، فأجابه الرب تبارك وتعالى فقال: «وعزتي وجلالي وارتفاعي على عرشي لو أن عبدي أذنب حتى ملأ السماء والأرض خطايا، ثم لم يبق من عمره إلا نفس واحد، فندم على ذنوبه لغفرتها، وبدَّلت سيئاته كلها حسنات».

"যখন আল্লাহ তা'আলা ইবলিসকে লা'নত করলেন এবং তাকে তাঁর আসমান থেকে বহিষ্কার করলেন ও অপমানিত করলেন, তখন সে বলল, হে আমার রব, আমাকে অপমান করলেন, আমাকে রহমত থেকে দূর করে দিলেন, আমাকে আপনার আসমানসমূহ ও পড়শিত্ব থেকে তাড়িয়ে দিলেন, আমি আপনার ইয্যতের শপথ করে বলছি, আপনার সৃষ্টিকে আমি পথভ্রষ্ট করে ছাড়ব, যতক্ষণ তাদের শরীরে রূহ থাকে। তখন রব তাবারকা ওয়া তা'আলা জবাব দিলেন, "আমার ইয্যতের শপথ, মর্যাদার শপথ, 'আরশের উপর উঠার শপথ, আমার বান্দা যদি গোনাহ করে, আর তা আসমান ও যমীন পূর্ণও করে ফেলে, তারপর তার জীবনের কেবল একটি নিঃশ্বাসও বাকী থাকে, তারপর সে তাওবাহ করে, গোনাহের কারণে লজ্জিত হয়, আমি অবশ্যই তাকে ক্ষমা করে দিব, আর তার যাবতীয় খারাপ গোনাহ নেক দিয়ে পরিবর্তন করে দিব।"(৩২৩)

শুরাইহ ইবন 'উবাইদ রাহিমাহুল্লাহ (১০৮ হিজরী)

প্রখ্যাত তাবে'য়ী শুরাইহ ইবন 'উবাইদ আল-হাদ্বরামী, আল-হিমসী যখন দো'আ করতেন তখন বলতেন,

«ارْتَفع إِلَيْك ثُغَاء التَّسْبِيح وَصعد إِلَيْك وقار التَّقْدِيس سُبْحَانَكَ ذِي الجبروت بِيَدِكَ الْملك والملكوت والمفاتيح والمقادير».

---

৩২২. ইমাম হারব ইবন ইসমা'ঈল আল-কিরমানী, কিতাবুস সুন্নাহ ১৮৮, নং ৩৩৭; আবদুল্লাহ ইবন আহমাদ, আস-সুন্নাহ নং ৫৭৭; ইবন বাত্তাহ, আল-ইবানাহ আল-কুবরা, ১০৯; বাইহাকী, আল-আসমা ওয়াস-সিফাত পৃ. ৫৪১; আল-আজুররী ফিশ শরী'আহ পৃ. ২৮৯; ইবনুল কাইয়্যেম, ইজতিমা'উল জুয়ূশ পৃ. ৪৩; সুয়ূত্বী, আদ-দুররুল মানসূর (৬/১৮৩)।

৩২৩. মা'মার ইবন রাশেদ, আল-জামে' (১১/২৭৫), নং ২০৫৩৩; ইবন তাইমিয়্যাহ, বায়ানু তালবীসুল জাহমিয়্যাহ (১/৪৫৩)। অনুরূপ বর্ণনা, আহমাদ (১৭/৩৩৭), নং ১১২৩৭, আব্দ ইবন হুমাইদ, আল-মুসনাদ, ৯৩০ (আল-মুন্তাখাব); আবু ইয়া'লা, আল-মুসনাদ, (২/৫৩০), নং ১৩৯৯; বাইহাক্বী আল-আসমা ওয়াস সিফাত, নং ২৬৫; বাগাওয়ী, শারহুস সুন্নাহ (২/৪১৮), নং ১২৯৩; তবে এটি হাদীস হিসেবেও কোনো কোনো বর্ণনা থাকলেও "আমার 'আরশের উপরে উঠার" এ অংশটুকু মারফূ' হাদীস হিসেবে বিশুদ্ধ নয়। বস্তুত এটি আবু কিলাবাহ'র বক্তব্য।

"আপনার দিকে উত্থিত হচ্ছে তাসবীহের আওয়াজ, আপনার দিকেই আরোহন করে যাচ্ছে পবিত্রতা প্রদর্শনের মর্যাদাপূর্ণ অবস্থান, আপনার কতই না পবিত্রতা, অভাব পূরণকারী, আপনার হাতেই যাবতীয় রাজত্ব, মালিকানা, চাবিকাঠি ও নির্ধারণ।"(৩২৪)

আবু ঈসা ইয়াহইয়া ইবন রাফে' আস-সাকাফী (১১০ হিজরীর পূর্বে)

আবুশ শাইখ আল-'আযামাহ গ্রন্থে বলেন, আমাদের ওয়ালীদ ইবন আবান বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, আমাদের বর্ণনা করেছেন আবু হাতিম, তিনি বলেন, আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন নু'আইম ইবন হাম্মাদ, তিনি বলেন, আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন ইবনুল মুবারক, তিনি বলেন, আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন সুফইয়ান, তিনি ইসমা'ঈল ইবন খালিদ থেকে, তিনি আবু 'ঈসা রাহিমাহুল্লাহ থেকে, তিনি বলেন,

إن ملكاً لما استوى الرب على كرسيه سجد، فلم يرفع رأسه ولا يرفعه حتى تقوم الساعة، فيقول يوم القيامة: لم أعبدك حق عبادتك.

"রব যখন তাঁর কুরসীর উপরে উঠেছিলেন, তখন এক ফিরিশতা তাঁকে সাজদাহ করেছিলেন। তিনি এখনো মাথা উঠাননি, কিয়ামত পর্যন্ত উঠাবেনও না। অতঃপর কিয়ামতের দিন বলবেন: আমি আপনার যথাযথভাবে ইবাদাত করতে পারিনি।"

ইমাম যাহাবী বলেন, এই সনদের সকল বর্ণনাকারী ইমাম।(৩২৫)

হাসান বসরী (১১০ হিজরী)

প্রখ্যাত তাবে'য়ী হাসান বসরী রাহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণিত হয়েছে, তিনি সূরা আল-বাকারার ২৯ নং আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন,

﴿ثُمَّ ٱسْتَوَىٰٓ إِلَى ٱلسَّمَآءِ﴾ يقول: ارتفع.

"তারপর তিনি আসমানের উপর ইস্তেওয়া করলে, তিনি বলেন, এর অর্থ হচ্ছে, উপরে উঠলেন।"(৩২৬)

অনুরূপভাবে তিনি ইসরাফীল 'আলাইহিস সালামকে আল্লাহর সবচেয়ে নিকটতম সৃষ্টি বলেছেন, যিনি 'আরশের নিচে মাথা রেখে আছেন। হাসান বসরী রাহিমাহুল্লাহ বলেন,

«ليس شيء عند ربك من الخلق أقرب إليه من إسرافيل، وبينه وبين ربه سبعة حُجُبٍ، كل حجاب مسيرة خمسمائة عام، وإسرافيل دون هؤلاء، ورأسه تحت العرش ورجلاه في تخوم السابعة».

---

৩২৪. আবুশ শাইখ, আল-'আযামাহ (১/১৯); ইবনুল কাইয়্যেম, ইজতিমা'উল জুয়ূশ পৃ. ১৭০; যাহাবী, আল-উলূ ১২৯।

৩২৫. আবুশ শাইখ, আল-'আযামাহ (২/৬৩৯), হা/২৫৪, ৫১৬; ইবনুল মুবারক, আয-যুহদ, পৃ. ৭৫, নং ২২৪; যাহাবী, আল-'উলূ, পৃ. ৯৫; আল-আরশ ২/২১০, অনুবাদ: আব্দুল্লাহ মাহমূদ; ইবনুল কাইয়্যেম, ইজতিমা'উল জুয়ূশ ২৬১; সুয়ূতী, আদ-দুররুল মানসূর (৩/৯৬)।

৩২৬. ইবন আবী হাতেম, আত-তাফসীর (১/৭৫), (৬/১৯২৫)।

"তোমার রবের সবচেয়ে নিকটে আর কোনো সৃষ্টি নেই। তার ও তার রবের মাঝে সাতটি পর্দা। প্রত্যেক পর্দার দূরত্ব পাঁচশত বছরের, আর ইসরাফীল তাদের মধ্যে সবচেয়ে নিকটে, তার মাথা 'আরশের নিচে, তার দু' পা সপ্তম যমীনের সীমানায়।"[৩২৭]

তাছাড়া ইমাম ইবন কুদামাহ আল-মাকদেসীও হাসান বসরী রাহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণনা করেন, যাতে তিনি ইউনুস 'আলাইহিস সালামের দো'আ বর্ণনা করেছেন, যেখানে আল্লাহ তা'আলার উপরে অবস্থান করার কথাটি বর্ণিত হয়েছে।[৩২৮]

ক্বাতাদাহ ইবনু দি'আমাহ আস-সাদূসী (১১৭ হিজরী)

- ক্বাতাদাহ ইবনুন নু'মান আস-সাদূসী রাহিমাহুল্লাহ নিম্নোক্ত আয়াতের তাফসীরে বলেন,

  ﴿خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ﴾ اليوم السابع.

  "আসমান ও যমীন তিনি ছয়দিনে সৃষ্টি করেছেন তারপর তিনি 'আরশের উপর উঠেছেন' আর তা হচ্ছে সপ্তম দিনে।"[৩২৯]

- অপর বর্ণনায় সূরা আয-যুখরুফের ৮৪ নং আয়াত ﴿وَهُوَ ٱلَّذِى فِى ٱلسَّمَآءِ إِلَٰهٌ وَفِى ٱلْأَرْضِ إِلَٰهٌ﴾ এর তাফসীরে বলেন,

  «يُعْبَدُ فِي السَّمَاءِ، وَيُعْبَدُ فِي الْأَرْضِ»

  "আসমানেও তাঁর ইবাদাত করা হয়, আর যমীনেও তাঁর ইবাদাত করা হয়।"[৩৩০] বস্তুত এর মাধ্যমে তিনি সেসব লোকদের ভুল বুঝার অবসান ঘটালেন যারা এ আয়াত দিয়ে আল্লাহ তা'আলার আসমানের উপর থাকাকে অস্বীকার করে।

- অপর বর্ণনায় তিনি বলেন,

  قالت بنو إسرائيل: يا رب! أنت في السماء ونحن في الأرض، فكيف لنا أن نعرف رضاك وغضبك؟ قال: إذا رضيت عنكم استعملت عليكم خياركم، وإذا غضبت عليكم استعملت عليكم شراركم.

  "বনী ইসরাঈল তথা ইয়াকূব 'আলাইহিস সালামের বংশধররা বলেছিল: হে রব, আপনি আসমানের উপর আর আমরা যমীনের উপর, কীভাবে আমরা জানতে পারব আপনার সন্তুষ্টি ও অসন্তুষ্টি? আল্লাহ বলেন, আমি যখন তোমাদের ওপর সন্তুষ্ট হবো তখন তোমাদের ওপর তোমাদের উত্তম ব্যক্তিদের দায়িত্বশীল করি। আর যখন তোমাদের ওপর ক্রোধান্বিত হই,

---

৩২৭. ইবন কুদামা, ইসবাতু সিফাতিল 'উলূ, পৃ. ১৬১, ১৬২, নং ৭০।

৩২৮. ইবন কুদামা, ইসবাতু সিফাতিল উলূ, ৫৯; ইবন আবদুল হাদী, আল-কালামু আলা মাসআলাতিল ইস্তেওয়া আলাল 'আরশি, পৃ. ৪৫

৩২৯. যাহাবী, আল-'আরশ (২/৪৫০)।

৩৩০. খালকু আফ'আলিল ইবাদ, পৃ. ৪৩; ত্বাবারী, আত-তাফসীর (২৫/১০৪); বাইহাক্বী, আল-আসমা ওয়াস সিফাত: (২/৩৪৩)।

তখন তোমাদের ওপর তোমাদের নিকৃষ্টতম লোকদেরকে দায়িত্বশীল করি।"(৩৩১)

সাবেত আল-বুনানী (১২৭ হিজরী)

প্রখ্যাত তাবে'য়ী সাবেত আল-বুনানী রাহিমাহুল্লাহ বলেন,

كان داود عليه السلام يطيل الصلاة، ثم يركع، ثم يرفع رأسه إلى السماء ثم يقول: إليك رفعت رأسي، نظر العبيد إلى أربابها، يا ساكن السماء.

"দাঊদ 'আলাইহিস সালাম লম্বা সময় সালাত আদায় করতেন, তারপর রুকূ করতেন, তারপর আসমানের দিকে মাথা উঠিয়ে বলতেন, আপনার দিকেই মাথা উঠাচ্ছি, দাস কর্তৃক তাদের মনিবের দিকে তাকানোর মতো, হে আসমানের উপরে অবস্থানকারী।"(৩৩২)

তাছাড়া আমরা যদি ভালো করে পর্যবেক্ষণ করি তো দেখতে পাব যে, এ মনীষী ছিলেন আল্লাহর 'আরশের উপর উঠা ও 'আরশের উপর থাকা সংক্রান্ত বহু হাদীসের বর্ণনাকারী, যা তার আকীদাহ ও মানহাজকে আমাদের নিকট স্পষ্ট করে দেয়।

মালেক ইবন দীনার রাহিমাহুল্লাহ (১২৭ হিজরী)

মালেক ইবন দীনার রাহিমাহুল্লাহ বলতেন,

«إِنَّ الصِّدِّيقِينَ إِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ طَرِبَتْ قُلُوبُهُمْ إِلَى الْآخِرَةِ» ... ثُمَّ قَالَ: «خُذُوا»، [وفي رواية: جُدُّوا] فَيَقْرَأُ وَيَقُولُ: «اسْمَعُوا إِلَى قَوْلِ الصَّادِقِ مِنْ فَوْقِ عَرْشِهِ»

"যারা সিদ্দীক (সদা আল্লাহর বাণীতে সত্যায়নকারী) তাদের কাছে যখন কুরআন পাঠ করা হয় তখন তাদের অন্তর আখেরাতের প্রতি খুশিতে অগ্রসরমান হয়... তারপর তিনি বলেন, 'গ্রহণ কর, অপর বর্ণনায়, দান গ্রহণ কর, তারপর তিনি কুরআন পড়তেন এবং বলতেন, 'সত্যবাদীর কথা শোন, যিনি তাঁর 'আরশের উপর থেকে (বলছেন)।"(৩৩৩)

মাইসারাহ ইবন হাবীব আন-নাহদী, আবু হাযেম (১৩০ হিজরী)

ইসহাক ইবন রাহওয়াইহ বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আমাদেরকে জারীর ইবন আবদুল হামীদ জানিয়েছেন, তিনি আত্বা ইবনুস সায়েব থেকে বর্ণনা করেন, তিনি মাইসারাহ ইবন হাবীব আন-নাহদী থেকে বর্ণনা করেন, তিনি আল্লাহর বাণী, "আর আপনার রবের 'আরশ সেদিন

৩৩১. আহমাদ, আয-যুহদ পৃ ৩৩৭; দারেমী, আর-রাদ্দু আলা... পৃ. ১০৬; যাহাবী, আল-উলু পৃ. ৯৬; আল-আরবা'ঈন ফী সিফাতি... পৃ. ৫৮; ইবনুল কাইয়্যেম, ইজতিমা'উল জুয়ূশ... পৃ. ৪২।

৩৩২. আহমাদ, আয-যুহদ, পৃ. ১১১; আল-লালেকা'ঈ, শারহু উসুলি ই'তিকাদি... ৩/৪০০; ইবন কুদামাহ, ইসবাতু সিফাতিল উলু পৃ. ৫৫; আল-আরবা'ঈন ফী সিফাতি... পৃ. ৫৮।

৩৩৩. আবু নু'আইম, আল-হিলইয়াহ (২/৩৫৮); যাহাবী, আল-'আরশ (২/১৯৯); আল-উলু, ১৩১।

বহন করবে আটজন" এর ব্যাখ্যায় বলেন, "তাঁরা ('আরশ বহনকারীরা) আল্লাহর নূরের আভার কারণে তাদের চোখ উপরে তুলতে পারে না।"(৩৩৪) এখানে আমরা একই সাথে তিনজন বর্ণনাকারীকে একই আকীদাহ বর্ণনা করতে দেখছি। তারা হচ্ছেন, ইমাম জারীব ইবন আবদুল হামীদ, ইমাম আত্বা ইবনুস সায়েব, ইমাম মাইসারাহ ইবন হাবীব। এ ইমামরা সবাই আল্লাহকে 'আরশের উপর বিশ্বাস করেন। কোনো কোনো কিতাবে একই 'আছার' মাইসারাহ তার উস্তাদ ইমাম যাযান আবু আবদুল্লাহ আল-কিন্দী (৮২ হিজরী) থেকে বর্ণনা করেছেন বলে দেখা যায়। তখন সেটি আরও একজনকে এ আকীদাহ'র অনুসারী বলে প্রমাণ করছে।(৩৩৫)

আইয়্যুব আস-সাখতিয়ানী (১৩১ হিজরী)

আইয়্যুব আস-সাখতিয়ানী রাহিমাহুল্লাহ মু'তাযিলাদের কথা আলোচনা করতে গিয়ে বলেন,

«إِنَّما مدارُ القومِ على أنْ يَقُولوا ليسَ في السَّماءِ شيءٌ»

"এদের কথা যেদিকে ঘুরপাক খাচ্ছে তা হচ্ছে এটা বলা যে, আসমানের উপর কিছু নেই (নাউযুবিল্লাহ)।"(৩৩৬) অর্থাৎ আল্লাহ তার 'আরশের উপর এটা সাব্যস্ত না করার জন্যই মু'তাযিলাদের যত চেষ্টা নিবেদিত হয়।

রবী'আহ ইবন আবদুর রাহমান আর রায় (১৩৬ হিজরী)

সুফইয়ান ইবন 'উয়াইনাহ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রবী'আহ ইবন আবি আব্দির রহমানকে আল্লাহর বাণী (ইস্তেওয়া 'আলাল 'আরশ) সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলো যে, তিনি কীভাবে 'আরশের উপর ইস্তেওয়া করলেন? তখন তিনি বললেন, ইস্তেওয়া ('আরশের উপর উঠা) কোনো অজানা জিনিস নয়, তার ধরন তো বিবেক-বুদ্ধি দিয়ে পাওয়ার মতো জিনিস নয়, আল্লাহর পক্ষ থেকে রিসালাত বা বাণী পাঠানো হয়েছে, রাসূলের পক্ষ থেকে তা পৌঁছানোর দায়িত্ব ছিল আর আমাদের দায়িত্ব হচ্ছে বিশ্বাস করা।(৩৩৭)

অনুরূপ তা 'আবদুল্লাহ ইবন সালেহ ইবন মুসলিম এর বর্ণনায় এসেছে, তিনি বলেন, রবী'আহ ইবন আবী আব্দির রহমানকে প্রশ্ন করা হয়েছিল.... তারপর তিনি পূর্বের বর্ণনার মতোই বর্ণনা করেন।(৩৩৮)

একই বর্ণনা উম্মুল মুমিনীন উম্মে সালামাহ রাদিয়াল্লাহু 'আনহা থেকেও বর্ণিত হয়েছে।(৩৩৯) তবে তার সনদ শক্তিশালী নয়।

---

৩৩৪. হারব ইবন ইসমা'ঈল আল-কিরমানী, কিতাবুস সুন্নাহ, ১৯১; নং ৩৪৪।

৩৩৫. আবুশ শাইখ, আল-আযামাহ নং ৪৮০।

৩৩৬. যাহাবী, আল-উলু, পৃ. ৯১; বিশুদ্ধ সনদে।

৩৩৭. লালেকাঈ, শারহু উসূলি ই'তিকাদি আহলিস সুন্নাতি ওয়াল জামা'আহ, ৬৬৫।

৩৩৮. বাইহাকী, আল-আসমা ওয়াস সিফাত, ৮৬৮।

৩৩৯. লালেকাঈ, শারহু উসূলি ই'তিকাদি আহলিস সুন্নাতি ওয়াল জামা'আহ, ৬৬৩।

রবী' ইবন আনাস (১৩৯ হিজরী)

প্রখ্যাত তাবে'য়ী রবী' ইবন আনাস থেকেও বর্ণিত যে, 'ইস্তেওয়া আলাল 'আরশ' এর অর্থ, 'আরশের উপর উঠা।[৩৪০]

সুলাইমান ইবন ত্বারখান আত-তাইমী (১৪৩ হিজরী)

সুলাইমান ইবন ত্বারখান আত-তাইমী রাহিমাহুল্লাহ বলেন,

«لَوْ سُئِلْتُ أَينَ اللهُ؟ لقلتُ: فِي السَّمَاءِ».

"যদি আমাকে প্রশ্ন করা হয় যে, আল্লাহ কোথায়? তাহলে আমি বলতাম, তিনি আসমানের উপরে।"[৩৪১]

অপর বর্ণনায় এসেছে, তিনি বলেন,

« لَوْ سُئِلْتُ أَيْنَ اللهُ؟ لَقُلْتُ فِي السَّمَاءِ، فَإِنْ قَالَ فَأَيْنَ كَانَ عَرْشُهُ قَبْلَ السَّمَاءِ؟ لَقُلْتُ عَلَى الْمَاءِ، فَإِنْ قَالَ: فَأَيْنَ كَانَ عَرْشُهُ قَبْلَ الْمَاءِ؟ لَقُلْتُ لَا أَعْلَمُ » قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ: وَذَلِكَ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِۦٓ إِلَّا بِمَا شَآءَ﴾ [البقرة: ٢٥٥] يَعْنِي إِلَّا بِمَا بَيَّنَ.

"যদি আমাকে প্রশ্ন করা হয়, আল্লাহ কোথায়? তাহলে অবশ্যই আমি বলবো, আসমানের উপর, অতঃপর যদি বলে, আসমান সৃষ্টির আগে তাঁর 'আরশ কোথায় ছিল? বলবো, পানির উপরে, তারপর যদি বলে, পানির আগে তাঁর 'আরশ কোথায় ছিল? তবে অবশ্যই বলব, জানি না। ইমাম আবু আবদুল্লাহ আল-বুখারী বলেন, এটা এজন্য যে, আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, 'আর তারা তাঁর ইলমের কোনো কিছুকেই পরিবেষ্টন করতে পারে না, তবে তিনি যা চান তা ব্যতীত [সূরা আল-বাক্বারাহ, আয়াত: ২৫৫] অর্থাৎ যা তিনি বর্ণনা করেছেন তা ব্যতীত।"[৩৪২] ইমাম বুখারী উক্ত কথার ব্যাখ্যা করে বলেন, কারণ আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, 'আর তারা তাঁর ইলমের কোনো কিছুকে পরিবেষ্টন করতে পারে না, তবে যা তিনি চান তা ব্যতীত' [সূরা আল-বাক্বারাহ, আয়াত: ২৫৫] অর্থাৎ যা তিনি বর্ণনা করেছেন কেবল তাই জানতে পারে।[৩৪৩]

---

৩৪০. ইবন আবী হাতেম, আত-তাফসীর (৬/১৯২৫)।

৩৪১. যাহাবী, আল-উলূ, পৃ. ৯১৯, সহীহ সনদে।

৩৪২. বুখারী, খালকু আফ'আলিল 'ইবাদ, পৃ. ৩৩।

৩৪৩. বুখারী, খালকু আফ'আলিল 'ইবাদ, পৃ. ৩৩।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

তাবে তাবে'য়ীগণের বক্তব্য

মুকাতিল ইবন হাইয়ান (১৪৯/১৫০ হিজরী)

- মুকাতিল ইবন হাইয়ান থেকে বর্ণিত আছে, আল্লাহর বাণী: "তিনজনের কোনো গোপন পরামর্শ হয় না, যাতে চতুর্থজন হিসেবে আল্লাহ থাকেন না।" -এর ব্যাখ্যায় তিনি বলেন- هو على عرشه وعلمه معهم.

'আল্লাহ তাঁর 'আরশের উপর, আর তাঁর ইলম তাদের সাথে'।(৩৪৪)

- অপর বর্ণনায় বুকাইর ইবন মা'রূফ, মুক্বাতিল ইবন হাইয়ান থেকে বর্ণনা করেন, মুকাতিল বলেন, আল্লাহর বাণী:

﴿هُوَ الأَوَّلُ وَالآخِرُ وَالظَّاهِرُ والباطنُ﴾

"তিনিই সর্বপ্রথম, সর্বশেষ, সর্বোপরে ও সর্বনিকটে।" -এর ব্যাপারে আমরা জানতে পেরেছি,

هو الأول قبل كل شيء، والآخر بعد كل شيء، والظاهر فوق كل شيء، والباطن أقرب من كل شيء، وإنما يعني بالقرب بعلمه وقدرته وهو فوق عرشه، وهو بكل شيء عليم.

'তিনি সকল কিছুর পূর্বে অনাদি, সকল কিছুর পরে অনন্ত, সকল কিছুর উপরে প্রকাশিত ও সকল কিছুর অতি নিকটে। তিনি তাঁর ইলম ও কুদরাতের মাধ্যমে নিকটে অথচ তিনি তাঁর 'আরশের উপরেই রয়েছেন। তিনি সর্বব্যাপারে সর্বজ্ঞানী।'

এটি বাইহাকী নিজস্ব সনদে মুকাতিল থেকে বর্ণনা করেন।(৩৪৫)

- অপর বর্ণনায় তিনি 'ইস্তেওয়া' এর অর্থ করেছেন, 'আরশের উপর অবস্থান করা।(৩৪৬)

ইমাম আবু হানীফা নু'মান ইবন সাবিত রাহিমাহুল্লাহ (১৫০ হিজরী)

আবু হানীফা রাহিমাহুল্লাহ উর্ধ্ব আকাশের সুরাইয়া তারকার মতো ব্যক্তিত্ব। এ মহান ব্যক্তিত্বের রয়েছে আকীদাহ'র ক্ষেত্রে স্বচ্ছ ভাষ্য। কিন্তু তার পরবর্তী অনুসারীদের মধ্যে জাহমী, মু'তাযিলী ও মাতুরিদী আকীদাহ'র প্রভাব বেশি হওয়ার কারণে তারা তাঁর অনেক ভাষ্যকে নিজেদের মত করে ব্যাখ্যা করেছে, অস্বীকার করেছে, অংশ বিশেষ বাদ দিয়ে দিয়েছে। আবার কেউ কেউ তাঁকে বিশুদ্ধ আকীদাহ থেকে ভিন্ন কিছু সাব্যস্ত করার জন্য যাবতীয় প্রচেষ্টা নিবদ্ধ করেছে।

৩৪৪. মুকাতিল রাহিমাহুল্লাহ দ্বাহহাক থেকে এরূপ আছার বর্ণনা করেছেন। যাহাবী, আল-'উলু, পৃ. ১০২; আরবা'ঈন, পৃ. ৬৪. নং ৪৭; আল-আরশ ২/২৩৬। অনুবাদ আব্দুল্লাহ মাহমুদ।

৩৪৫. বাইহাকী, আল-আসমা ওয়াস সিফাত, (২/৩৪২) নং ৯১০; যাহাবী, আল-'উলু, পৃ. ১০২-১০৩; আরবাঈন, পৃ. ৬৪, নং ৪৭; ইবনুল কাইয়েম, ইজতিমা'উল জুয়ূশ, পৃ. ১২৯।

৩৪৬. ইবন আবী হাতেম (৬/১৯২৫)।

তারা তাঁর সেসব বক্তব্যের অপব্যাখ্যা করার জন্য চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে যে বক্তব্যগুলোর মাধ্যমে তিনি কুরআন ও হাদীসের প্রকাশ্য শত শত ভাষ্য এবং তাঁর পূর্ববর্তী বিশুদ্ধ আকীদাহ-বিশ্বাসের ধারক-বাহক সাহাবায়ে কেরাম, বড় বড় তাবে'য়ীগণের মতের সাথে একাত্মতা ঘোষণা করে প্রদান করে সোনালী চেইনের সাথে যুক্ত হয়েছিলেন। এ মহান ব্যক্তিত্ব প্রকৃতই একজন সংস্কারক ছিলেন, মাযলূম, অপবাদ আরোপকৃত। আমরা এ ইমামের সেসব বক্তব্য এখানে বর্ণনা করব যা তার থেকে বিশ্বস্ত লোকেরা বর্ণনা করেছে, যা কেউ পরিবর্তন করেনি বলে আমাদের বিশ্বাস হয়েছে, যা একজন ইমামের শানের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

- আল্লামা আবুল মা'আলী মাহমূদ শুকরী আল-আলূসী বলেন, আবু হানীফা রাহিমাহুল্লাহ ﴿ اَلرَّحۡمٰنُ عَلَى الۡعَرۡشِ اسۡتَوٰى ﴾ এর তাফসীরে বলেছেন অর্থাৎ উপরে উঠেছেন।[৩৪৭]
- আবু মুতী' হাকাম ইবন আবদুল্লাহ বালখী আল-ফিকহুল আকবার-এ বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন,

  سألت أبا حنيفة عمن يقول: لا أعرف ربي في السماء أو في الأرض فقال: من لم يقر أن الله على العرش قد كفر لأن الله تعالى يقول ﴿الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى﴾ وعرشه فوق سبع سموات، فقلت: إنه يقول عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى ، ولكن لايدري العرش في السماء أم في الأرض. فقال: إذا أنكر أنه في السماء فقد كفر.

  "আমি আবু হানীফাকে জিজ্ঞাসা করলাম এমন ব্যক্তি সম্পর্কে যে বলে, আমি জানি না আমার রব আসমানের উপরে না যমীনে? তিনি বললেন, যে ব্যক্তি স্বীকার করলো না আল্লাহ 'আরশের উপরে, সে কুফুরী করলো। কেননা আল্লাহ তা'আলা বলেছেন: "পরম করুণাময় 'আরশের উপর উঠেছেন।" তাঁর 'আরশ সাত আসমানের উপরে। আমি বললাম: যদি সে বলে- তিনি 'আরশের উপরে উঠেছেন, কিন্তু জানি না 'আরশ আসমানের উপরে না যমীনে। তিনি বললেন- 'আরশ আসমানের উপরে থাকাকে যে অস্বীকার করলো, সে কুফুরী করলো।"[৩৪৮]

  উল্লেখ্য যে, এ বর্ণনাটি ইবন তাইমিয়্যাহ'র, ইমাম ইবনুল কাইয়্যেমের বিভিন্ন গ্রন্থে এবং ইমাম যাহাবীর আল-উলূ ও আল-'আরশ গ্রন্থে এভাবে এসেছে। তাছাড়া তা ইমাম ইবন আবিল ইযয আল-হানাফীও শারহুত তাহাওয়িয়্যাহ গ্রন্থেও তা বর্ণনা করেছেন। কিন্তু বর্তমান ফিকহুল আবসাত্ব এর যে ব্যাখ্যাগ্রন্থ দেখতে পাওয়া যায় তাতে মতন, শরাহ ও হাশিয়া একসাথে লেখায় বিভ্রান্তির উৎপত্তি হয়েছে। ফলে কোনো কোনো কট্টর জাহমী হানাফী এ বর্ণনাকে অস্বীকার করতে দুঃসাহস করেছে।[৩৪৯]
- অনুরূপ বর্ণনায় এসেছে, ইমাম যাহাবী বলেন, আমি আমার উস্তাদ কাযী আবু মুহাম্মাদ আল-মা'আররীকে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন, আমি ইমাম আবু মুহাম্মাদ ইবন কুদামাহ আল-মাকদেসীকে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন, আমার কাছে আবু হানীফা রাহিমাহুল্লাহ

---

৩৪৭. গায়াতুল আমানী ফির রাদ্দি আলান নাবহানী (১/৪৬০)।

৩৪৮. আল-কিকহুল আবসাত্ব পৃ. ৪৯; শারহুল ফিকহুল আবসাত্ব লিস সামারকান্দী পৃ. ১৭।

৩৪৯. আবু হানীফা রাহিমাহুল্লাহ'র আকীদাকে বিকৃত করার ব্যাপারে আরও বিস্তারিত জানতে ইবন আবিল ইয এর শারহুত তাহাওয়িয়্যাহ পড়ুন, পৃ. ২৮৮; শাইখ মুহাম্মাদ নাসেরুদ্দীন আল-আলবানী, মুখতাসারুল উলূ, ১৩৬-১৩৭, নং ১০৩।

থেকে এ সংবাদ পৌঁছেছে যে, তিনি বলেছেন,

«من أنكر أن الله في السماء فقد كفر»

"যে কেউ আল্লাহ তা'আলার উপরে থাকাকে অস্বীকার করবে সে কাফের হয়ে যাবে"।(৩৫০)

- তদ্রূপ মোল্লা আলী আল-কারী বর্ণনা করেন, ইমাম আবু হানীফা রাহিমাহুল্লাহ তাঁর ওয়াসিয়্যাহ কিতাবে বর্ণনা করেন,

«نقر بأن الله على العرش استوى من غير أن يكون له حاجة إليه واستقرار عليه، وهو الحافظ للعرش وغير العرش، فلو كان محتاجاً لما قدر على إيجاد العالم وتدبيره كالمخلوق، ولو كان محتاجاً إلى الجلوس والقرار فقبل خلق العرش أين كان الله تعالى، فهو منزه عن ذلك علواً كبيراً»

"আমরা স্বীকৃতি দিই যে, আল্লাহ তা'আলা 'আরশের উপর উঠেছেন, তবে সেটার প্রতি প্রয়োজনীয়তা কিংবা সুস্থিরতার জন্য নয়, তিনিই তো 'আরশ ও 'আরশ ব্যতীত সবকিছুর সংরক্ষক। যদি তিনি মুখাপেক্ষী হতেন তাহলে জগত সৃষ্টি ও তা পরিচালনা করতে সক্ষম হতেন না, সৃষ্টির মতো। আর যদি তাঁর বসা কিংবা সুস্থির হওয়ার প্রয়োজন হতো তবে 'আরশের সৃষ্টির পূর্বে তিনি কোথায় ছিলেন? সুতরাং তিনি তা থেকে পবিত্র, অতি উঁচু।"(৩৫১)

- মোল্লা আলী আল-কারী রাহিমাহুল্লাহ আরও বলেন,

«اعلم أن الإمام الأعظم صنف الفقه الأكبر في حال الحياة، والوصية عند الممات» انتهى

"জেনে রাখ যে, ইমামে আ'যম আল-ফিকহুল আকবার গ্রন্থটি তাঁর জীবদ্দশায় গ্রন্থিত করেছেন। অপরদিকে 'আল-ওসিয়্যাহ কিতাবটি মৃত্যুর সময় গ্রন্থিত করেছেন।"(৩৫২)

ইমাম আবদুর রহমান আল-আওযা'ঈ (১৫৭ হিজরী)

ইমাম আবদুর রহমান আল-আওযা'ঈ হচ্ছেন, তাবে তাবে'য়ীগণের বিখ্যাত চারজন আলেমের একজন। যাদেরকে বলা হতো, মালিক; হিজাযবাসীদের ইমাম, আওযা'ঈ; শামবাসীদের ইমাম, লাইস; মিসরবাসীদের ইমাম, সাওরী; ইরাকবাসীদের ইমাম। তাঁর সময়ে যখন আল্লাহর 'আরশের উপর উঠার গুণটি অস্বীকার করার প্রবণতা দেখা দিয়েছিল তখন তিনি আল্লাহর গুণের ব্যাপারে সুস্পষ্ট বক্তব্য দিয়েছিলেন। যেমন,

- মুহাম্মাদ ইবন শু'আইব ইবন সাবূর থেকে বর্ণিত, তিনি তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন, "এক লোক ইমাম আওযা'ঈকে (আর-রহমান 'আলাল 'আরশিস্তাওয়া) সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেন,

هو على العرش كما وصف نفسه، وإني لأراك رجلا ضالا.

---

৩৫০. ইবন কুদামা, ইসবাতু সিফাতিল উলু ১১৬-১১৭; ইমাম যাহাবী, আল-উলু ১০১-১০২; আল-আরশ ২/২২৭ অনুবাদ, আব্দুল্লাহ মাহমূদ।

৩৫১. শারহুল ফিকহিল আকবার পৃ. ৬১; কিতাউল ওয়াসিয়্যাহ, ২৬।

৩৫২. শারহুল ফিকহিল আকবার পৃ. ১৬৯।

'তিনি তাঁর 'আরশের উপর' যেভাবে তিনি বলেছেন, আর আমি তো তোমাকে পথভ্রষ্ট ব্যক্তিই দেখতে পাচ্ছি।"(৩৫৩)

- তার থেকে আরও বর্ণিত আছে তিনি বলেছেন,

كنا والتابعون متوافرون، نقول: إن الله فوق عرشه، ونؤمن بما وردت به السنة من صفاته.

"আমরা ও তাবে'য়ীগণ পর্যাপ্ত পরিমাণ ছিলাম। আমরা বলতাম- "আল্লাহ তাঁর 'আরশের উপর এবং সুন্নাহ'য় আল্লাহর যেসব গুণ বর্ণিত হয়েছে, তার প্রতি আমরা ঈমান রাখি।"

এ বক্তব্য বাইহাকী 'আল-আসমা ওয়াস-সিফাত' গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন। এর রাবীগণ- ইমাম ও নির্ভরযোগ্য।(৩৫৪)

ইমাম সুফইয়ান ইবন সা'ঈদ আস-সাওরী (১৬১ হিজরী)

সুফইয়ান ইবন সা'ঈদ আস-সাওরী, যিনি তৎকালীন সময়কার জগদ্বিখ্যাত চার ইমামের একজন। তিনি জাহমিয়্যাহ আকীদাহ'র বিরোধিতা করেন। যারা আল্লাহ তা'আলাকে সর্বত্র বলতো, তিনি তাদের বক্তব্যের প্রতিবাদ করে আল্লাহ তা'আলাকে 'আরশের উপর সাব্যস্ত করেছেন আর জাহমিয়্যাদের সন্দেহের উত্তর দিয়েছেন।

قَالَ معدانُ: سألتُ سفيانَ الثوريَّ عنْ قولهِ عزَّ وجلَّ: ﴿وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنتُمْ﴾ [الحديد: ٤] قَالَ: عِلْمُهُ.

"মা'দান বলেন, আমি সুফইয়ান আস-সাওরীকে 'আর তিনি তোমাদের সাথেই আছেন যেখানেই তোমরা থাক না কেন' মহান আল্লাহর এ বাণী সম্পর্কে প্রশ্ন করলে তিনি বলেন, "তাঁর জ্ঞান"।(৩৫৫)

সাল্লাম ইবন আবু মুতী' আল-খুযা'ঈ (১৬৪ হিজরী)

সাল্লাম ইবন আবু মুতী' বলেন,

ويلهم ما ينكرون من هذا الأمر؟ والله ما في الحديث شيء إلا وفي القرآن أثبت منه يقول الله تعالى ﴿إِنَّ اللهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ﴾ ﴿وَيُحَذِّرُكُمُ اللهُ نَفْسَهُ﴾ ﴿وَالأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ﴾ ﴿مَا مَنَعَكَ أَن تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَيَّ﴾ ﴿وَكَلَّمَ اللهُ مُوسَى تَكْلِيمًا﴾ ﴿ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ﴾ فما زال في ذا من العصر إلى المغرب.

"তারা ধ্বংস হোক! তারা এটি কীভাবে অস্বীকার করে। আল্লাহর কসম! হাদীসে যা কিছু আছে

---

৩৫৩. তাফসীর আস-সা'লাবী (৪/২৩৯)।

৩৫৪. বাইহাকী, আল-আসমা ওয়াস সিফাত (২/৩০৪), নং ৮৬৫; ইবন বাত্তাহ, আল-ইবানাহ, পৃ. ২২৯; ইবন তাইমিয়্যাহ, মাজমু'উল ফাতওয়া (৫/৩৯), তিনি এর সনদ সহীহ বলেছেন; যাহাবী, সিয়ার (৭/১২০-১২১), (৮/৪০২); আল-'উলূ, পৃ. ১০২; ইবনুল কাইয়্যেম, ইজতিমা'উল জুয়ুশ, ১৩১, ১৩৫; তিনি বলেন, এর সনদ সহীহ; ইবন হাজার, ফাতহুল বারী (১৩/৪০৬)।

৩৫৫. আজুররী, আশ-শরী'আহ পৃ. ২৮৯; লালেকাঈ, শারহু উসূলি ই'তিক্বাদি আহলিস সুন্নাতি ওয়াল জামা'আহ (৩/৪০১); বাইহাকী, আল-আসমা ওয়াস সিফাত পৃ. ৫৪১; যাহাবী, আস-সিয়ার (৭/২৭৪), সহীহ সনদে, অনুরূপ আল-আরশ ২/২৩৪। অনুবাদ, আব্দুল্লাহ মাহমূদ।

কুরআনে তার চেয়ে বেশি প্রমাণিত আছে। আল্লাহ বলেন, 'নিশ্চয় আল্লাহ সর্বশ্রোতা ও সর্বদ্রষ্টা' 'আর আল্লাহ তোমাদেরকে তাঁর নিজের ব্যাপারে সতর্ক করছেন' 'অথচ কিয়ামতের দিন গোটা পৃথিবীই থাকবে তাঁর মুষ্টিতে এবং আকাশসমূহ তাঁর ডান হাতে ভাঁজ করা থাকবে।' 'আমার দু'হাতে আমি যাকে সৃষ্টি করেছি তার প্রতি সাজদাবনত হতে কিসে তোমাকে বাধা দিল?' 'আর আল্লাহ মূসার সাথে সুস্পষ্টভাবে কথা বলেছেন।' 'পরম করুণাময় 'আরশের উপর উঠেছেন।' তিনি এ ধরনের কথা আসর থেকে মাগরিব পর্যন্ত অনবরত বলেই যাচ্ছিলেন।[৩৫৬]

আবদুল আযীয ইবন আবদুল্লাহ ইবন আবী সালামাহ ইবনুল মাজেশূন (১৬৪ হিজরী)

আবু আবদুল্লাহ আবদুল আযীয ইবন আবদুল্লাহ ইবন আবী সালামাহ আল-মাজেশূন সিফাত সাব্যস্ত করতে গিয়ে বলেন,

أَمَّا بَعْدُ: فَقَدْ فَهِمْتُ مَا سَأَلْتَ فِيمَا تَتَابَعَتِ الْجَهْمِيَّةُ وَمَنْ خَالَفَهَا فِي صِفَةِ الرَّبِّ الْعَظِيمِ الَّذِي فَاتَتْ عَظَمَتُهُ الْوَصْفَ، وَالتَّقْدِيرَ، وَكَلَّتِ الْأَلْسُنُ عَنْ تَفْسِيرِ صِفَتِهِ، وَانْحَسَرَتِ الْعُقُولُ دُونَ مَعْرِفَةِ قَدْرِهِ، وَرَدَعَتْ عَظَمَتُهُ الْعُقُولَ، فَلَمْ تَجِدْ مَسَاغًا فَرَجَعَتْ خَاسِئَةً وَهِيَ حَسِيرٌ، وَإِنَّمَا أُمِرْنَا بِالنَّظَرِ وَالتَّفَكُّرِ فِيمَا خَلَقَ بِالتَّقْدِيرِ، وَإِنَّمَا يُقَالُ: كَيْفَ كَانَ؟، لِمَنْ لَمْ يَكُنْ مَرَّةً ثُمَّ كَانَ، فَأَمَّا الَّذِي لَا يَزُولُ، وَلَمْ يَزَلْ، وَلَيْسَ لَهُ مِثْلٌ، فَإِنَّهُ لَا يَعْلَمُ كَيْفَ هُوَ إِلَّا هُوَ، وَكَيْفَ يَكُونُ لِصِفَةِ شَيْءٍ مِنْهُ حَدٌّ، أَوْ مُنْتَهَى، يَعْرِفُهُ عَارِفٌ، أَوْ يَحُدُّ قَدْرَهُ وَاصِفٌ؟، ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ﴾ [الشورى: ١١]، فَأَمَّا الَّذِي جَحَدَ مَا وَصَفَ الرَّبُّ مِنْ نَفْسِهِ تَعَمُّقًا وَتَكَلُّفًا قَدِ ﴿اسْتَهْوَتْهُ الشَّيَاطِينُ فِي الْأَرْضِ حَيْرَانَ﴾ [الأنعام: ٧١]، فَصَارَ أَحَدَهَا، وَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا تَمْتَلِئُ النَّارُ حَتَّى يَضَعَ الرَّحْمَنُ قَدَمَهُ فِيهَا فَتَقُولُ: قَطِ قَطِ، فَيَنْزَوِي بَعْضُهَا إِلَى بَعْضٍ»، وَقَالَ لِثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ: «لَقَدْ ضَحِكَ اللهُ مِمَّا فَعَلْتَ بِضَيْفِكَ الْبَارِحَةَ» وَقَالَ فِيمَا بَلَغَنَا: «إِنَّ اللهَ لَيَضْحَكُ مِنْ أَزْلِكُمْ، وَقُنُوطِكُمْ، وَسُرْعَةِ إِجَابَتِكُمْ»، وَقَالَ لَهُ رَجُلٌ مِنَ الْعَرَبِ: إِنَّ رَبَّنَا لَيَضْحَكُ؟ قَالَ «نَعَمْ» قَالَ: لَا يَعْدِمُنَا مِنْ رَبٍّ يَضْحَكُ خَيْرًا «فِي أَشْبَاهٍ لِهَذَا مِمَّا لَمْ نُحْصِهِ... وَمَا ذُكِرَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ سَمَّاهُ مِنْ صِفَةِ رَبِّهِ، فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ مَا سَمَّى وَوَصَفَ الرَّبُّ تَعَالَى مِنْ نَفْسِهِ، ...وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ الْوَاقِفُونَ حَيْثُ انْتَهَى عِلْمُهُمْ، الْوَاصِفُونَ لِرَبِّهِمْ بِمَا وَصَفَ مِنْ نَفْسِهِ، التَّارِكُونَ لِمَا تَرَكَ مِنْ ذِكْرِهَا، لَا يُنْكِرُونَ صِفَةَ مَا سَمَّى مِنْهُ جَحْدًا، وَلَا يَتَكَلَّفُونَ وَصْفَهُ بِمَا لَمْ يُسَمِّ تَعَمُّقًا؛ لِأَنَّ الْحَقَّ تَرْكُ مَا تَرَكَ، وَتَسْمِيَةُ مَا سَمَّى ﴿وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا﴾ [النساء: ١١٥]، وَهَبَ اللهُ لَنَا وَلَكُمْ حُكْمًا وَأَلْحَقَنَا بِالصَّالِحِينَ.

"তারপর, তুমি যা প্রশ্ন করেছ তা বুঝতে পেরেছি, যাতে জাহমিয়্যারা ও তাদের সহযোগীরা অনুসরণ করে চলেছে, মহান রবের সিফাত বা গুণের ব্যাপারে, যাঁর মহত্ব বর্ণনা গুণ ও

৩৫৬. ইবন মানদাহ, আত-তাওহীদ, ৩/৩০৮, নং ৮৯৮; যাহাবী, আল-'উলূ, পৃ. ১০৫; আলবানী এর সনদকে সহীহ বলেছেন, মুখতাসারুল 'উলূ, পৃ. ১৪৪; যাহাবী, আল-আরশ ২/২৬০; অনুবাদ আব্দুল্লাহ মাহমূদ।

নির্ধারণের বাইরে, যাঁর গুণের ব্যাখ্যা করতে যাবতীয় যবান অচল হয়ে পড়েছে, তাঁর মর্যাদার পরিচিতি পেতে বিবেকের যুক্তিসমূহ খাটো হয়ে গেছে, তাঁর মহত্ব বুঝার জন্য বিবেকসমূহ ডাক দিয়ে যাচ্ছে, কিন্তু বুঝার কোনো পথ আবিষ্কার করতে পারেনি, ফলে তা অপমানিত হয়ে ফিরে এসেছে, তা শুধু আফসোসই করছে। আমাদেরকে তো শুধু যা আল্লাহ তাকদীর দিয়ে সৃষ্টি করেছেন তাতে চিন্তা-গবেষণা চালাতে বলেছেন। সে জিনেসেই তো বলা যায়, সেটা কীভাবে হলো, যে জিনিস আগে ছিল না পরে হয়েছে, কিন্তু যিনি সর্বদা আছেন এবং সর্বদা থাকবেন, যাঁর কোনো সদৃশ নেই, তার ব্যাপারে তিনি কেমন এটা কেবল তিনিই জানবেন। কীভাবে তাঁর কোনো গুণের সীমা পরিসীমা নির্ধারণ করা হবে, যা কোনো জ্ঞানী ব্যক্তি জানবে, বা কোনো গুণ বর্ণনাকারী সেটার পরিমাণ বর্ণনা করবে? যেখানে তিনি বলেছেন, 'তাঁর মতো কোনো কিছু নেই, তিনি সর্বশ্রোতা সর্বদ্রষ্টা। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলা যা দিয়ে নিজেকে গুণান্বিত করেছেন তাতে গভীরতায় যাওয়ার দাবি করে কিংবা ভনিতা করে সে গুণাবলিকে অস্বীকার করবে, তার অবস্থা তো হবে, 'সে ব্যক্তির মতো, যাকে শয়তানরা যমীনে এমন শক্তভাবে পেয়ে বসেছে যে সে দিশেহারা, [সূরা আল-আন'আম, আয়াত: ৭১] ফলে তিনি তাদের একজনে পরিণত হয়েছেন। আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "জাহান্নাম ততক্ষণ পূর্ণ হবে না, যতক্ষণ রহমান তাতে তাঁর পা না রাখবেন, তখন জাহান্নাম বলবে, ক্বাত, ক্বাত, পূর্ণ হয়েছি। তারপর তার একাংশ অপর অংশের সাথে মিশে যাবে।" অনুরূপ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাবেত ইবন কায়েস রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহুকে বলেছেন, "অবশ্যই আল্লাহ হেঁসেছেন, মেহমানের সাথে তোমার গতকালের কর্মকাণ্ড দেখে।" অনুরূপ আরও বর্ণিত হয়েছে, যা আমাদের কাছে পৌঁছেছে, "নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা হাসেন তোমাদের অস্থিরতা ও নৈরাশ্য দেখে আর তোমাদের দ্রুত সাড়ায়"। অনুরূপ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এক আরব বেদুইন বলেছিলো, আমাদের রব কি হাসেন? রাসূল জবাব দিলেন, অবশ্যই হ্যাঁ, তখন বেদুইন বললো, যে রব হাসেন তার থেকে কল্যাণ কখনও নাই হয়ে যাবে না। অনুরূপ আরও উদাহরণ রয়েছে যা আমরা সব নিয়ে আসিনি। অনুরূপভাবে যেগুলো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার রবের গুণ হিসেবে নামকরণ করেছেন সেগুলো আল্লাহ যা নিজের নাম ও গুণ হিসেবে বর্ণনা করেছেন তার মতোই। আর যারা ইলমে মজবূত তারা তাদের জ্ঞান যতটুকু অতটুকুতেই থেমে যায়, তাদের রবের জন্য তা সাব্যস্ত করে যা তিনি তাঁর নিজের জন্য সাব্যস্ত করেছেন, তা সাব্যস্ত করা ছেড়ে দেন যা রাসূল বর্ণনা করা ছেড়ে দিয়েছেন। তারা অস্বীকার করে কোনো গুণকে বাদ দেয় না, বাড়াবাড়ি করে যেসব গুণ তিনি সাব্যস্ত করেননি তা সাব্যস্ত করার জন্য কৃত্রিমতার আশ্রয় গ্রহণ করেন না। কারণ, হক হচ্ছে যা তিনি বর্ণনা করেননি তা বর্ণনা না করা, আর যা তিনি সাব্যস্ত করেছেন তা সাব্যস্ত করা। "যে কেউ ঈমানদারদের পথ ও মতের বাইরে চলবে, আমরা তাকে যে দিকে ফিরাতে চাই সেদিকে ফিরাবো, তাকে জাহান্নামে দগ্ধ করাব, আর তা নিকৃষ্ট প্রত্যাবর্তনস্থল।" [সূরা আন-নিসা, আয়াত: ১১৫] আল্লাহ আমাদেরকে ও তোমাদেরকে প্রজ্ঞা শিক্ষা দিন আর আমাদেরকে নেককারদের সাথে সংযুক্ত করুন।[৩৫৭] এ মৌলিক নীতি থেকে আমরা বুঝতে পারলাম যে, ইমাম ইবনুল মাজেশূন সালাফদের নীতি অনুযায়ী সকল সিফাত সাব্যস্ত করতেন, তিনি আল্লাহ তা'আলার জন্য পা, হাঁসা, চোখ সবই সাব্যস্ত করার কথা বলেছেন, সাথে সাথে ধরন সম্পর্কে কোনো প্রকার প্রশ্ন করতে নিষেধ করে সেটার কারণও বলে দিয়েছেন।

৩৫৭. ইবন বাত্তাহ, আল-ইবানাতুল কুবরা (৭/৬৩)।

হাম্মাদ ইবন সালামাহ ইবন দীনার (১৬৭ হিজরী)

ইমাম হাম্মাদ ইবন সালামাহ ইবন দীনার ও একাধিক ইমামের ব্যাপারে ইমাম আবু নাসর আস-সাজযী তার ইবানাতে বর্ণনা করেন,

«وأئمتنا كسفيان ومالك والحمادين (حماد بن سلمة وحماد بن زيد) وابن عيينة والفُضيل وابن المبارك، وأحمد بن حنبل وإسحاق، متفقون على أن الله سبحانه فوق العرش بذاته، وعلمه بكل مكان، وأنه ينزل إلى السماء الدنيا، وأنه يغضب ويرضى، ويتكلم بما يشاء».

"আর আমাদের ইমামগণ, যেমন, সুফইয়ান, মালিক, দুই হাম্মাদ, (হাম্মাদ ইবন সালামাহ ও হাম্মাদ ইবন যায়েদ) ইবন 'উয়াইনাহ, ফুদ্বাইল, ইবনুল মুবারক, আহমাদ ইবন হাম্বল, ইসহাক্ব, তারা সবাই একমত যে, আল্লাহ তা'আলা সত্তাগতভাবে তাঁর 'আরশের উপর, তাঁর জ্ঞান সকল জায়গায়। আর তিনি নিকটতম আসমানে নেমে আসেন, তিনি ক্রোধান্বিত হন, খুশী হন, যা ইচ্ছা তা কথা বলেন।"[৩৫৮]

তাছাড়া আবদুল আযীয ইবনুল মুগীরাহ বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আমাদেরকে হাম্মাদ ইবন সালামাহ "আল্লাহ তা'আলা নিকটবর্তী আসমানে নেমে আসেন" এ হাদীসটি বর্ণনা করার পর বলেন,

من رأيتموه ينكر هذا فاتهموه.

'যখন তোমরা দেখতে পাবে যে কেউ এটাকে অস্বীকার করছে তখনই তোমরা তার ব্যাপারে সন্দেহ করবে।' আবু মুহাম্মাদ আল-আসসাল তা বর্ণনা করেন।[৩৫৯]

খলীল ইবন আহমাদ আল-ফারাহীদী (১৭০ হিজরী)

* খলীল ইবন আহমাদ আল-ফারাহীদী বলেন, ﴿ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ﴾ এর ব্যাখ্যায় বলেন, ارتفع إلى السماء "আসমানের উপর উঠলেন।" আর এটি আবু 'উমার ইবন আবদুল বার শারহুল মুআত্তাতে বর্ণনা করেন।[৩৬০]

* নদ্বর ইবন শুমাইল, যিনি নির্ভরযোগ্য, আরবী ভাষা ও দীনদারীতে প্রসিদ্ধ ব্যক্তি, তিনি বলেন, "আমাকে খলীল বর্ণনা করেছেন, আর খলীল সবার কাছেই প্রসিদ্ধ, তিনি বলেন, আমি আবু রাবী'আহ ইবনুল আ'রাবীর কাছে আসলাম, তাকে আমি যাদের দেখেছি তাদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি জ্ঞানী মনে করি, আমি তার কাছে যখন পৌঁছলাম তখন তিনি ঘরের ছাদে ছিলেন। আমরা তাকে সালাম দিলাম, তিনি সালামের জাওয়াব দিলেন এবং আমাদের বললেন, "استووا" এটা শুনে আমরা তো হতভম্ব হয়ে গেলাম, আমরা বুঝতে পারলাম না তিনি কী বললেন, তখন আমাদেরকে তার পার্শ্বে থাকা এক বেদুঈন বললেন, তিনি তোমাদেরকে উপরে উঠতে নির্দেশ

৩৫৮. যাহাবী, সিয়ারু আ'লামিন নুবালা (১৭/৬৫৬); ইবন তাইমিয়্যাহ, মাজমূ'উল ফাতাওয়া (৫/১৯০)।

৩৫৯. ইবন আবদুল হাদী, আল-কালামু আলা মাসআলাতিল ইস্তিওয়া 'আলাল 'আরশি পৃ. ৫৩; যাহাবী, আল-আরশ, ২/২৪৬; অনুবাদ, আব্দুল্লাহ মাহমূদ।

৩৬০. আত-তামহীদ (৭/১৩২)।

দিচ্ছেন। খলীল বলেন, সেটাই আল্লাহর বাণীর অর্থ যেখানে আল্লাহ বলেন,

﴿ ثُمَّ ٱسْتَوَىٰٓ إِلَى ٱلسَّمَآءِ وَهِىَ دُخَانٌ ﴾ [فصلت: ١١]

"তারপর তিনি আকাশের উপর উঠলেন তখন তা ছিল ধোঁয়া।" [সূরা ফুসসিলাত, আয়াত: ১১] তারপর আমরা তার কাছে উপরে উঠি।[৩৬১]

ইমাম লাইস ইবন সা'দ আল-মিসরী (১৫৭ হিজরী)

ইমাম লাইস ইবন সা'দ আল-মিসরী তৎকালীন সময়ের এক উজ্জ্বল নক্ষত্র। তাঁর সম্পর্কে এটা প্রসিদ্ধ যে, তিনি ইমাম মালিক রাহিমাহুল্লাহ থেকেও বড় ফকীহ ছিলেন, কিন্তু তার ছাত্ররা তাকে যথাযথভাবে কাজে লাগাতে পারেনি। তিনি ও তাঁর মতো ইমামগণ আল্লাহর এসব সিফাত সম্পর্কে যা বলেছেন তা থেকে আল্লাহ তা'আলা কর্তৃক 'আরশের উপর উঠা ও সেখানে অবস্থানের বিষয়টি প্রমাণিত হয়। প্রখ্যাত নির্ভরযোগ্য মুহাদ্দিস বুখারী, মুসলিম, আবু দাউদ, নাসায়ী এর হাদীসসমূহের বর্ণনাকারী ইমাম ওয়ালীদ ইবন মুসলিম ইবন শিহাব আল-আম্বরী বলেন,

سَأَلت الْأَوْزَاعِيّ وَمَالك بن أنس وسُفْيَان الثَّوْرِيّ وَاللَّيْث بن سعد عَن الْأَحَادِيث الَّتِي فِيهَا الصِّفَات فكلهم قَالُوا لِي أمروها كَمَا جَاءَت بِلَا تَفْسِير.

"আমি আওযা'ঈ, মালিক ইবন আনাস, সুফইয়ান আস-সাওরী ও লাইস ইবন সা'দকে যেসব হাদীসে সিফাত বা আল্লাহর গুণ এসেছে সেগুলো সম্পর্কে জিজ্ঞেস করি, তখন তারা সবাই আমাকে বলে, এগুলোকে যেভাবে এসেছে সেভাবে যেতে দাও, কোনো প্রকার ব্যাখ্যা ছাড়া।"[৩৬২] উল্লেখ্য এখানে ব্যাখ্যা ছাড়া অর্থই হচ্ছে ধরন সম্পর্কে প্রশ্ন করা ছাড়া। যার প্রমাণ আমরা দেখতে পাই পরবর্তী বর্ণনায়। কারণ অপর বর্ণনায় এসেছে, তিনি বলেছেন,

وقال الوليد بن مسلم: سألت الأوزاعي، ومالك بن أنس، وسفيان الثوري، والليث بن سعد، عن هذه الأحاديث التي فيها الصفة؟ فقالوا: أمروها كما جاءت بلا كيف.

"ওয়ালিদ ইবনুল মুসলিম বলেন, আমি আওযা'ঈ, মালিক ইবন আনাস, সুফইয়ান আস-সাওরী ও লাইস ইবন সা'দকে যেসব হাদীসে সিফাত বা আল্লাহর গুণ এসেছে সেগুলো সম্পর্কে জিজ্ঞেস করি, তখন তারা সবাই আমাকে বলে, এগুলোকে যেভাবে এসেছে সেভাবে যেতে দাও, কোনো প্রকার ধরন নির্ধারণ ছাড়াই।"[৩৬৩]

তাছাড়া অপর বর্ণনায় ইমাম দারাকুতনী বলেছেন, ইমাম ওয়ালীদ বলেছেন, আমাকে আওযা'ঈ, মালিক ইবন আনাস, সুফইয়ান ইবন সা'ঈদ আস-সাওরী, লাইস ইবন সা'দ বলেছেন,

«أَمْضِهَا بِلَا كَيْفٍ».

---

৩৬১. আল-মারযেবানী, নূরুল কাবস পৃ. ১০২-১০৩; ইবন আবদুল বার, আত-তামহীদ (৭/১৩১-১৩২)।

৩৬২. যাহাবী, আল-'উলূ, নং ৩৮০।

৩৬৩. যাহাবী, আল-'আরশ (২/২৫১); নং ১৭২, অনুবাদ আব্দুল্লাহ মাহমুদ।

"এগুলোকে ধরন নির্ধারণ ছাড়া মেনে নাও বা যেতে দাও।"(৩৬৪)

এ দু'টি বর্ণনা পূর্বের বর্ণনার ব্যাখ্যার বিষয়টি কী তা পরিষ্কার করে দিয়েছে যে, এর অর্থ হচ্ছে 'ধরন' সম্পর্কে প্রশ্ন না করা। সুতরাং আর কোনো জাহমিয়্যাহ আকীদাহ পোষণকারীর জন্য 'তাফসীর' শব্দটিকে অর্থ করার উপর নিয়ে যাওয়ার সুযোগ নেই। বরং যেখানে যেখানে সালাফে সালেহীন 'তাফসীর করবো না' বলেছেন, সেটার অর্থই হবে, ধরন নির্ধারণ করবো না। অর্থ করবো না, এটা তারা বলেননি। কারণ অর্থ না করা আর জাহমিয়্যাদের কথা একই কথা।

ইমাম মালিক ইবন আনাস (১৭৯ হিজরী)

জা'ফার ইবন আবদুল্লাহ বলেন, এক লোক ইমাম মালিক ইবন আনাস এর কাছে এসে বললেন,

«يَا أَبَا عَبْدِ اللهِ ﴿الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى﴾ [طه: ٥] كَيْفَ اسْتَوَى قَالَ: فَمَا رَأَيْتُ مَالِكًا وَجَدَ مِنْ شَيْءٍ كَمَوْجِدَتِهِ مِنْ مَقَالَتِهِ وَعَلَاهُ الرُّحَضَاءُ يَعْنِي الْعَرَقَ قَالَ: وَأَطْرَقَ الْقَوْمُ وَجَعَلُوا يَنْتَظِرُونَ مَا يَأْتِي مِنْهُ فِيهِ قَالَ: فَسُرِّيَ عَنْ مَالِكٍ فَقَالَ: الْكَيْفُ غَيْرُ مَعْقُولٍ وَالِاسْتِوَاءُ مِنْهُ غَيْرُ مَجْهُولٍ وَالْإِيمَانُ بِهِ وَاجِبٌ وَالسُّؤَالُ عَنْهُ بِدْعَةٌ فَإِنِّي أَخَافُ أَنْ تَكُونَ ضَالًّا وَأَمَرَ بِهِ فَأُخْرِجَ»

'হে আবু আব্দিল্লাহ, (সুম্মা ইস্তাওয়া 'আলাল 'আরশ) তিনি কীভাবে ইস্তাওয়া করলেন? জা'ফার ইবন আবদুল্লাহ বলেন, আমি ইমাম মালিককে কোনো কথায় এত কষ্ট পেতে দেখিনি যে কষ্ট তিনি এ কথার দ্বারা পেয়েছিলেন। এমনকি তিনি ঘর্মাক্ত হয়ে গিয়েছিলেন। উপস্থিত সবাই মাথা নিচু করে রাখলো। জা'ফর ইবন আবদুল্লাহ বলেন, এরপর ইমাম মালিক এর অবস্থা স্বাভাবিক হয়, তখন তিনি বলেন, "ধরন তো বিবেকের যুক্তি ধারণ করতে পারে না, তাঁর ইস্তেওয়া ('আরশের উপর উঠা)র বিষয়টি অজানা নয়। তার ওপর ঈমান আনা ফরয আর সেটা (ধরন) সম্পর্কে প্রশ্ন করা বিদ'আত।" আমার তো আশঙ্কা হচ্ছে তুমি পথভ্রষ্ট কেউ হবে। তারপর তাকে বের করে দেয়ার নির্দেশ দেয়া হলো, ফলে তাকে বের করে দেয়া হলো।"(৩৬৫)

অপর বর্ণনায় এসেছে, আহমাদ ইবন হাম্বল বলেন, আমাদেরকে বর্ণনা করেছেন সুরাইজ ইবনুন নু'মান, তিনি বলেন, আমাদেরকে বর্ণনা করেছেন আবদুল্লাহ ইবন নাফে', তিনি বলেন, আমাদেরকে মালিক বলেছেন,

«اللهُ فِي السَّمَاءِ، وَعِلْمُهُ فِي كُلِّ مَكَانٍ لَا يَخْلُو مِنْهُ شَيْءٌ».

"আল্লাহ তা'আলা সর্বোপরে, আর তাঁর জ্ঞান সব জায়গায়, কোনো স্থান তাঁর জ্ঞানের আওতার বাইরে নয়।"(৩৬৬)

---

৩৬৪. দারাকুতনী, আস-সিফাত: নং ৬৭।

৩৬৫. আল-আজুররী, আশ-শরী'আহ নং ৭২০; লালেকাঈ, শারহু উসূলি ই'তিকাদি আহলিস সুন্নাতি ওয়াল জামা'আহ, নং ৬৬৪।

৩৬৬. হারব ইবন ইসমা'ঈল আল-কিরমানী, আস-সুন্নাহ, পৃ. ১৮৯, নং ৩৩৯; অনুরূপ বর্ণনা আবদুল্লাহ ইবন আহমাদ, আস-সুন্নাহ নং ১১, ১৯৯; আজুররী, আশ-শরী'আহ: নং ৭২০; যাহাবী, সিয়ারু আ'লামিন নুবালা (৮/১০১)।

ইমাম হাম্মাদ ইবন যায়েদ আল-বসরী (১৭৯ হিজরী)

হাম্মাদ ইবন যায়েদ, যিনি ইলমুল হাদীসের সর্বজন স্বীকৃত এক মহান ব্যক্তিত্ব; তিনি বলেন,

«إِنَّمَا يَدُورُونَ على أَنْ يقولوا ليسَ فِي السَّمَاءِ إِلهٌ. يعني الجهميَّة».

"তাদের কথা সর্বদা এটা বলার দিকেই ঘুরপাক খাচ্ছে যে, আসমানের উপরে কোনো ইলাহ নেই অর্থাৎ জাহমীদের আকীদাহ-বিশ্বাস।"(৩৬৭) ইমাম যাহাবী রাহিমাহুল্লাহ এর ব্যাখ্যা করে বলেন, সালাফ ও আহলুস সুন্নাহ'র ইমামগণের বক্তব্য হচ্ছে, বরং সাহাবীগণ, আল্লাহ, তাঁর রাসূল ও ঈমানদারগণের বক্তব্য হচ্ছে, মহান আল্লাহ সবকিছুর উপরে, আল্লাহ তাঁর 'আরশের উপরে, আল্লাহ তাঁর আসমানসমূহের উপরে, তিনি প্রথম আসমানে নেমে আসেন, এ ব্যাপারে তাদের দলীল হচ্ছে, কুরআন হাদীসের ভাষ্য ও আছারসমূহ।

আর জাহমিয়্যাহদের মত হচ্ছে, আল্লাহ তা'আলা সকল স্থানে, আল্লাহ তা'আলা তাদের কথা থেকে কতই না উর্ধ্বে, বরং আমরা যেখানেই থাকি না কেন তিনি তাঁর জ্ঞানে আমাদের সাথে রয়েছেন।

আর পরবর্তী কালামশাস্ত্রবিদদের (মু'তাযিলা, মাতুরিদী ও আশ'আরী) কথা হচ্ছে, আল্লাহ উপরেও নেই, 'আরশের উপরও নেই, আসমানসমূহের উপরও নেই, যমীনেও নেই, পৃথিবীর অভ্যন্তরেও নেই, পৃথিবীর বাইরেও নেই, সৃষ্টি থেকে পৃথকও নন, সৃষ্টির সাথে মিলিতও নেই। কারণ, তারা বলে এসব হচ্ছে দেহের গুণ আর আল্লাহ দেহ থেকে মুক্ত!

আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের ইমামগণ বলেন, আমরা এসব নিয়ে বাড়তি আলোচনা করি না, আমরা কেবল তাই বলি যা কুরআন ও সুন্নাহ'য় এসেছে, ... এসব নেগেটিভ শব্দ কেবল অস্তিত্বহীন জিনিসের জন্য প্রয়োগ হতে পারে, মহান আল্লাহ অস্তিত্বহীন হওয়া থেকে পবিত্র; বরং তিনি অবশ্যই অস্তিত্ববান সত্তা, সৃষ্টি থেকে পৃথক, যেসব গুণে তিনি নিজেকে গুণান্বিত করেছেন সেগুলো দ্বারা তিনি গুণান্বিত, তিনি 'আরশের উপর রয়েছেন কোনোরূপ ধরন নির্ধারণ ব্যতীতই।(৩৬৮)

শাইখুল ইসলাম আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারক (১৮১ হিজরী)

ইমাম বুখারীর শিক্ষক আলী ইবন হাসান ইবন শাকীক থেকে প্রমাণিত, তিনি বলেন,

قلتُ لعبدِ الله بنِ المبارك: كيفَ نعرفُ ربَّنا عزَّ وجلَّ؟ قَالَ: «بِأَنَّهُ فَوْقَ السَّمَاءِ السَّابِعَةِ عَلَى الْعَرْشِ، بَائِنٌ مِنْ خَلْقِهِ».

"আমি 'আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারককে বললাম: আমাদের মহান রবকে আমরা কীভাবে চিনবো? তিনি বললেন: সপ্তম আসমানের উর্ধ্বে তাঁর 'আরশের উপরে, তাঁর সৃষ্টিকুল থেকে পৃথক।"(৩৬৯)

অন্য বর্ণনায় এসেছে তিনি বলেছেন,

---

৩৬৭. বুখারী, খালকু আফ'আলিল ইবাদ, পৃ. ৩০; যাহাবী, আল-'উলু, পৃ. ৯৭০।

৩৬৮. যাহাবী, আল-'উলু, পৃ. ৯৭০।

৩৬৯. আদ-দারেমী, আর-রাদ্দু আলাল জাহমিয়্যাহ পৃ. ৬৭; সহীহ সনদে; যাহাবী, আল-আরশ, ২/২৩৯; অনুবাদ, আব্দুল্লাহ মাহমুদ।

على السماء السابعة على عرشه، ولا نقول كما تقول الجهمية إنه ها هنا في الأرض.

"সপ্তম আসমানের ঊর্ধ্বে তাঁর 'আরশের উপরে। আমরা জাহমিয়্যাদের মতো বলবো না, তিনি এ যমীনে।"(৩৭০)

এ ব্যাপারে আহমাদ ইবন হাম্বলকে বলা হলে তিনি বললেন, এটাই আমাদের মত।(৩৭১)

অপর বর্ণনায় আলী ইবনুল হুসাইন ইবন শাকীক বলেন,

سألت ابن المبارك: كيف ينبغي لنا أن نعرف ربنا؟. قال: على السماء السابعة، على عرشه، ولا نقول كما تقول الجهمية إنه ها هنا في الأرض.

"আমি ইবনুল মুবারককে জিজ্ঞাসা করলাম, আমাদের রবের পরিচয় আমাদের কীভাবে তুলে ধরা উচিৎ? তিনি বললেন: সপ্তম আসমানের ঊর্ধ্বে তাঁর 'আরশের উপরে। আমরা জাহমিয়্যাদের মতো বলবো না, তিনি এ যমীনে।"(৩৭২)

অপর বর্ণনায় এসেছে, এক লোক ইবনুল মুবারক রাহিমাহুল্লাহকে জিজ্ঞেস করেন,

«يا أبا عبد الرحمن قد خفت الله من كثرة ما أدعو على الجهمية قال: لا تخف، فإنهم يزعمون أن إلهك الذي في السماء ليس بشيء».

"হে আবু আবদুর রহমান, আমি এত পরিমাণ আল্লাহর কাছে জাহমিয়্যাদের বিরুদ্ধে বদ-দো'আ করে যাচ্ছি যে, আমি আল্লাহর (তাদের উপর 'আযাবের) ভয় করছি, তখন ইবনুল মুবারক বললেন, ভয় পেয়ো না; কারণ তারা মনে করছে তুমি যে আল্লাহকে আসমানের উপর আছে বলছ সেটা কিছুই না।"(৩৭৩)

অনুরূপভাবে অপর বর্ণনায় এসেছে, ইমাম ইবনুল মুবারক বলেন,

«كُلُّ قَوْمٍ يَعْرِفُونَ مَا يَعْبُدُونَ إِلَّا الْجَهْمِيَّةَ».

---

৩৭০. সহীহ বুখারী, খলকু আফ'আলিল 'ইবাদ, পৃ. ৩০; 'আবদুল্লাহ ইবন আহমাদ, আস-সুন্নাহ, (১/১১১) হা/২২, (১/১৭৪-১৭৫), হা/২১৬;, ইবন বাত্তাহ, আল-ইবানাহ (৩/১৫৫-১৫৬), হা/১১২; ইবন মানদাহ, আত-তাওহীদ (৩/৩০৮), নং ৮৯৯; ইবন 'আব্দিল বার, আত-তামহীদ (৭/১৪২); ইত্যাদি। ইবনুল কাইয়্যেম বলেন, এ বক্তব্য সহীহ ও মুতাওয়াতিরের কাছাকাছি। ইজতিমা'উল জুয়ূশ, ১৩৪-১৩৫, ২১৩-২১৪; ইবন তাইমিয়্যাহ সহীহ বলেছেন, আল-ফাতওয়া আল-হামাওয়িয়্যাহ, পৃ. ৯১।

৩৭১. ইবন আবী ইয়া'লা, আত-তাবাকাত (১/২৬৭); ইবন কুদামাহ, আল-'উলূ, পৃ. ১১৭; ইবন তাইমিয়্যাহ, মাজমূ'উল ফাতাওয়া (৫/২৫); যাহাবী,আল-আরশ,২/২৩৯, অনুবাদ, আব্দুল্লাহ মাহমূদ।

৩৭২. আবদুল্লাহ ইবন আহমাদ, আস-সুন্নাহ (১/১১১), হা/২২; যাহাবী, আল-'উলূ, পৃ. ১১০; আস-সিয়ার (৮/৪০২-৪০৩)।

৩৭৩. আবদুল্লাহ ইবন আহমাদ, কিতাবুস সুন্নাহ (১/১১০), নং ১৮; ইবন বাত্তাহ, আল-ইবানাহ (২/৯৫), নং ৩২৮; ইবন তাইমিয়্যাহ, মাজমূ'উল ফাতাওয়া (৫/১৮৪); যাহাবী, আল-'উলূ, পৃ. ১১; আল-'আরশ (২/২৪২); অনুবাদ, আব্দুল্লাহ মাহমূদ; আল-আরবা'ঈন পৃ. ৬০; সিয়ারু আ'লামিন নুবালা (৮/৪০৩); ইবনুল কাইয়্যেম, ইজতিমা'উল জুয়ূশ, পৃ. ১৩৫।

"প্রত্যেক জাতি গোষ্ঠীই যার ইবাদাত করে তাকে চিনে, কিন্তু জাহমিয়্যারা তার ব্যতিক্রম (তারা তাদের রবকে চিনে না; কারণ রব কোথায় আছেন সেটাই জানে না)।"(৩৭৪)

ইমাম আবু ইউসুফ ইয়া'কূব ইবন ইবরাহীম, আবু হানীফার ছাত্র (১৮২ হিজরী)

আবু হানীফা'র ছাত্র আবু ইউসুফ কর্তৃক বিশর আল-মারীসীকে তাওবা করানোর ঘটনা প্রসিদ্ধ, যখন সে আল্লাহর 'আরশের উপরে থাকাকে অস্বীকার করে। ঘটনাটি হচ্ছে,

বিশর ইবন ওয়ালীদ ইমাম আবু ইউসুফের কাছে এসে বলেন,

تنهاني عن الكلام وبشر المريسي، وعلي الأحول، وفلان يتكلمون، فقال: وما يقولون؟ قال: يقولون إن الله في كل مكان. فبعث أبو يوسف فقال: علي بهم، فانتهوا إليهم، وقد قام بشر، فجيء بعلي الأحول والشيخ -يعني الآخر-، فنظر أبو يوسف إلى الشيخ وقال: لو أن فيك موضع أدب لأوجعتك، فأمر به إلى الحبس، وضرب عليا الأحول وطوف به.

"আপনি আমাকে কালামশাস্ত্র থেকে নিষেধ করেছেন, অথচ বিশর আল-মারীসী, আলী আল-আহওয়াল ও অমুক কালামশাস্ত্র নিয়ে ব্যস্ত। তিনি বললেন: তারা কী বলে? তিনি বললেন, তারা বলে, আল্লাহ সর্বত্র। আবু ইউসুফ লোক পাঠিয়ে বললেন: তাদেরকে আমার কাছে নিয়ে এসো। তারা তাদের কাছে পৌঁছলো; কিন্তু বিশর আগেই সেখান থেকে চলে যায়। ফলে আলী আল-আহওয়াল ও অন্য এক বৃদ্ধকে ধরে আনা হয়। আবু ইউসুফ বৃদ্ধের দিকে তাকিয়ে বললেন: তোমার মাঝে আদব দেয়ার জায়গা থাকলে মারতাম। ফলে তাকে বন্দি করার আদেশ দেন। আর আলী আল-আহওয়ালকে প্রহার ও প্রদর্শন করা হয়।

এ ঘটনা আবদুর রহমান ইবন আবী হাতিম ও অন্যান্যরা তাদের গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন।(৩৭৫)

'আব্বাদ ইবনুল 'আওয়াম ইবন 'উমার আল-কিলাবী (১৮৫ হিজরী)

'আব্বাদ ইবনুল 'আওয়াম ইবন 'উমার আল-কিলাবী রাহিমাহুল্লাহ, যার থেকে বুখারী, মুসলিম, আবু দাঊদ, তিরমিযী, নাসায়ী ও ইবন মাজাহ সহ প্রায় সকল মুহাদ্দিস হাদীস বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন,

«كَلَّمْتُ بِشْرَ الْمَرِيسِيَّ وَأَصْحَابَ بِشْرٍ فَرَأَيْتُ آخِرَ كَلَامِهِمْ يَنْتَهِي أَنْ يَقُولُوا لَيْسَ فِي السَّمَاءِ شَيْءٌ، أرى والله أن لا يناكحوا ولا يوارثوا».

"আমি বিশর আল-মারিসী ও বিশরের সাথীদের সাথে কথা বলে দেখেছি, তাতে আমি দেখেছি,

৩৭৪. ইমাম বুখারী, খালকু আফ'আলিল ইবাদ, পৃ. ৩৮। তবে আল-খাল্লাল, আস-সুন্নাহ গ্রন্থে একই বর্ণনা ওকী' ও ইয়াযীদ ইবন হারূন থেকে বর্ণনা করেন (৫/১১০)।

৩৭৫. যাহাবী, আল-'উলু, পৃ. ১১২; আল-আরশ, ২/২৬৪, অনুবাদ: আব্দুল্লাহ মাহমুদ; ইবনুল কাইয়্যেম, ইজতিমা'উল জুয়ূশ, পৃ. ২২২।

তাদের সর্বশেষ কথা এটায় গিয়ে শেষ হয় যে, আসমানের উপর কিছু নেই, আমার মত হচ্ছে, আল্লাহর শপথ, তাদের সাথে বিবাহ বন্ধন করা যাবে না, তাদেরকে ওয়ারিস বানানো যাবে না।"(৩৭৬)

ইমাম ফুদ্বাইল ইবন ইয়াদ্ব (১৮৭ হিজরী)

ইমাম ফুদ্বাইল ইবন ইয়াদ্ব ইবন মাসঊদ ইবন বিশর, যাকে ('আবেদুল হারামাইন) বলা হতো, তিনি জাহমিয়্যাদের আকীদাহ'র বিরুদ্ধে কথা বলেছেন, তিনি বলেন,

إِذَا قَالَ لَكَ جَهْمِيٌّ: أَنَا أَكْفُرُ بِرَبٍّ يَزُولُ عَنْ مَكَانِهِ، فَقُلْ: «أَنَا أُؤْمِنُ بِرَبٍّ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ».

"যদি তোমাকে জাহমী বলে, আমি এমন রবের সাথে কুফুরী করছি যিনি তার স্থান পরিবর্তন করেন, ('আরশের উপর উঠেন বা প্রথম আসমানে নেমে আসেন) তাহলে বল, আমি এমন রবের ওপর ঈমান আনলাম, যিনি যা ইচ্ছা তা করেন।"(৩৭৭) এর দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে তাদের কথাকে বাতিল করা যারা আল্লাহর ইচ্ছাকৃত গুণগুলো অস্বীকার করে থাকে। যেমন, 'আরশের উপর উঠা, নিকটতম আসমানে নেমে আসা, হাঁসা, আশ্চর্য হওয়া, সন্তুষ্ট হওয়া ইত্যাদি। কারণ, যারা এ গুণাবলি অস্বীকার করে তাদের সন্দেহ হচ্ছে, আল্লাহর জন্য স্থান ও স্থান পরিবর্তন বুঝায় এমন কিছু সাব্যস্ত করা যাবে না। ইমাম ফুদ্বাইল ইবন 'ঈয়াদ্ব রাহিমাহুল্লাহ তাদের সুন্দর উত্তর দিয়েছেন।

জরীর ইবন আবদুল হামীদ আদ-দ্বিব্বী (১৮৮ হিজরী)

প্রখ্যাত মুহাদ্দিস জরীর ইবন আবদুল হামীদ আদ-দ্বিব্বী রাহিমাহুল্লাহ বলেন,

«كلامُ الجهميّةِ أَوّلُهُ عَسَلٌ وآخِرُهُ سُمٌّ، وإنَّما يحاولونَ أنْ يقولوا: ليسَ في السَّماءِ إلهٌ».

"জাহমিয়্যাদের কথার প্রথম অংশে মধু, আর শেষাংশে বিষ; তারা এটা বলার চেষ্টায় থাকে যে, ইলাহ উপরে নয়।"(৩৭৮)

ইমাম মুহাম্মাদ ইবনুল হাসান আশ-শাইবানী (১৮৯ হিজরী)

ইমাম আবুল হাসান হিবাতুল্লাহ আল-লালেকাঈ বর্ণনা করেন, ইমাম মুহাম্মাদ ইবনুল হাসান আশ-শাইবানী রাহিমাহুল্লাহ যে হাদীসে আল্লাহ কর্তৃক প্রথম আসমানে নেমে আসা সংক্রান্ত হাদীসগুলো ও এ জাতীয় সিফাতের হাদীস সম্পর্কে বলেন,

هَذِهِ الأَحَادِيثُ قَدْ رَوَتْهَا الثِّقَاتُ، فَنَحْنُ نَرْوِيهَا وَنُؤْمِنُ بِهَا وَلَا نُفَسِّرُهَا.

"এ হাদীসগুলো নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারীগণ বর্ণনা করেছেন, সুতরাং আমরা এগুলো বর্ণনা করব,

৩৭৬. আবদুল্লাহ ইবন ইমাম আহমাদ, আস-সুন্নাহ পৃ. ৩২; খত্বীব, তারীখে বাগদাদ (৭/৫৮); খাল্লাল, আস-সুন্নাহ, নং ১৭৫৩।

৩৭৭. খালকু আফ'আলিল 'ইবাদ, পৃ. ৩৩।

৩৭৮. যাহাবী, আল-'উলূ, পৃ. ৯৮৫; উত্তম সনদে; আল-আরশ, ২/২৪৩, অনুবাদ আব্দুল্লাহ মাহমূদ ।

সেগুলোর অর্থের ওপর ঈমান আনব, কিন্তু সেগুলোর ব্যাখ্যা দাঁড় করাবো না।"(৩৭৯)

শুজা' ইবন আবু নসর আল-বালখী (১৯০ হিজরী)

আবু নু'আইম (শুজা' ইবন আবু নসর) বালখী বলেন- তিনি জাহম ইবন সফওয়ানের সমকালীন ছিলেন। জাহমের এক সাথী ছিল। জাহম তাকে সম্মান করতো ও অন্যদের ওপর প্রাধান্য দিতো। একদিন সে তাকে পাকড়াও করার জন্য চিৎকার করে উঠলো এবং তার দিকে দ্রুতগতিতে গেলো ও তার উপর ঝাপিয়ে পড়লো। আবু নু'আইম বলেন, আমি তাকে বললাম, সে তো আপনার সম্মান করতো। সে বলল, তার কাছ থেকে এমন কিছু কথা বের হয়েছে, যা সহ্য করার নয়। সে সূরা ত্বা-হা পড়ছিলো, সে সময় মুসহাফ তার কোলে ছিলো। সে এই আয়াতে "রহমান 'আরশের উপর উঠেছেন" এসে পৌঁছালে বললো: আমি কোনো উপায় পেলে এই আয়াতকে মুসহাফ থেকে মিটিয়ে দিতাম। আমি অনেক কষ্টে সেটা সহ্য করলাম। তারপর সে আবার আয়াত পড়তে লাগলো, ইতোমধ্যে এক আয়াত পড়ে বলতে লাগলো, "মুহাম্মাদ কতই না চালাক লোক যখন সে এটা বলেছে" (না'উযুবিল্লাহ)। তারপর আবার সে পড়া চালিয়ে গেল, "যখন সে পড়ছিল 'ত্বা-সীন-মীম' সূরা ক্বাসাস, আর মুসহাফ তার কোলেই ছিল, ইতোমধ্যে যখন মূসা 'আলাইহিস সালামের কাহিনী এসে পড়লো, তখন সে মুসহাফকে হাত ও পা দিয়ে ঠেলে দিলো এবং বললো এটা কী? তার আলোচনা করা হয়েছে অথচ আলোচনা পূর্ণ করা হয়নি।(৩৮০)

ইমাম যাহাবী বলেন, এ ঘটনা এভাবে ইবন আবী হাতিম বর্ণনা করেছেন। আরও বর্ণনা করেছেন আবদুল্লাহ ইবন ইমাম আহমাদ আর-রাদ্দু 'আলাল জাহমিয়্যাহ গ্রন্থে সাগানী থেকে, তিনি ইয়াহইয়া ইবন আইয়্যুব থেকে। আবু নু'আইমের নাম শুজা' ইবন আবু নসর।(৩৮১)

আবু বকর ইবনু 'আইয়াশ (১৯৩ হিজরী)

প্রখ্যাত তাবে তাবে'ঈ, হাদীস বিশারদ, ক্বারী আবু বকর ইবন 'আইয়াশ রাহিমাহুল্লাহ জাহমিয়্যাহ ফের্কার লোকদের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করে বলেন,

«إِنَّمَا يُحَاوِلُونَ الْجَهْمِيَّةُ أَنْ لَيْسَ فِي السَّمَاءِ شَيْءٌ»

---

৩৭৯. ইমাম লালেকাঈ, শারহু উসূলি ই'তিক্বাদি আহলিস সুন্নাহ (৩/৪৮০); ইবন তাইমিয়্যাহ, মাজমূ' ফাতাওয়া (৪/১৮৬); যাহাবী, আল-আরবাঈন নং ৫৬; আল-'উলূ, ১৫৯; আল-'আরশ (২/২৫০) অনুবাদ, আব্দুল্লাহ মাহমূদ।

৩৮০. অর্থাৎ তার অভিযোগ হচ্ছে আল্লাহ কেন মূসা 'আলাইহিস সালামের বর্ণনা এক জায়গায় পরিপূর্ণ করে দেয়নি। বিভিন্ন জায়গায় নিয়ে আসা হলো কেন? নাউযুবিল্লাহ, সে বুঝতে পারেনি যে, কুরআন ইতিহাস বা গল্প গ্রন্থ নয়। প্রয়োজন অনুসারে আল্লাহ তার বাণীকে সাজিয়েছেন, তার মতো ব্যক্তির সেটার ব্যাপারে কথা বলার কিছু নেই। দেখুন, তাহযীবুল কামাল লিল মিযযী, ২৭০২। দেখুন, যাহাবী, আল-আরশ এর টীকা, পৃ. ১৪৪। অনুবাদ, আব্দুল্লাহ মাহমূদ।

৩৮১. সহীহ বুখারী, খলকু আফ'আলিল ইবাদ, পৃ. ২০, নং ৫৫; 'আবদুল্লাহ ইবন আহমাদ, আস-সুন্নাহ (১/১৬৮), নং ১৯০; ইবন বাত্তাহ, আল ইবানাহ (২/৯২-৯৩), নং ৩২২-৩২৩; যাহাবী, আল-'উলূ, ১১৪; আলবানী এর সনদ সহীহ বলেছেন, মুখতাসারুল 'উলূ, পৃ. ১৬৩; যাহাবী আল-আরশ ২/২৫৬ অনুবাদ, আব্দুল্লাহ মাহমূদ।

"জাহমিয়্যারা তো কেবল চায় এটা সাব্যস্ত করতে যে, উপরে কিছু নেই"।[৩৮২] অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলাকে উপরে নয় বলা এটা জাহমিয়্যাদের কাজ। আজও যারা আল্লাহ তা'আলাকে 'আরশের উপর মানবে না তারা জাহমিয়্যাদের আকীদাহ পোষণকারী, যার বিরুদ্ধে আমাদের সালাফে সালেহীন সোচ্চার ছিলেন।

ইমামদের মধ্যে অনেককেই একই বক্তব্য দিতে আমরা দেখেছি, তাদের মধ্যে অন্যতম হচ্ছেন,

১- আইয়্যুব আস-সাখতিয়ানী।

২- হাম্মাদ ইবন যায়েদ।

৩- ওয়াহাব ইবন জারীর।

৪- 'আব্বাদ ইবনুল 'আওয়াম।

৫- 'আব্দুর রহমান ইবন মাহদী।

৬- ইয়াহইয়া ইবনু সা'ঈদ আল-কাত্তান।

অনুরূপ শব্দে বলেছেন,

৭- জরীর ইবন আব্দুল হামীদ আদ-দ্বাব্বী।

৮- আবু মা'মার ইসমা'ঈল ইবন ইবরাহীম আল-ক্বাত্বী'য়ী আল-হুযালী।

ইমাম ওকী' ইবনুল জাররাহ (১৯৬ হিজরী)

প্রখ্যাত মুহাদ্দিস, ইমাম ওকী' ইবনুল জাররাহ, যিনি ইমাম শাফে'য়ীর ও ইমাম আহমাদের উস্তাদ, তিনি বলেন,

لَا تَسْتَخِفُّوا بِقَوْلِهِمْ: الْقُرْآنُ مَخْلُوقٌ، فَإِنَّهُ مِنْ شَرِّ قَوْلِهِمْ، وَإِنَّمَا يَذْهَبُونَ إِلَى التَّعْطِيلِ.

"তোমরা জাহমিয়্যাদের কথা 'কুরআন সৃষ্ট বস্তু' এটাকে হাল্কাভাবে নিও না, কারণ এটি তাদের নিকৃষ্ট বক্তব্যের অন্তর্ভুক্ত; তারা মৌলিকভাবে যে মতের দিকে আহ্বান করে, তা হচ্ছে আল্লাহর সিফাতকে অস্বীকার করা।"[৩৮৩] এর অর্থ, ইমাম ওকী' ইবনুল জাররাহ রাহিমাহুল্লাহ বুঝাতে চাচ্ছেন, জাহমিয়্যাদের মূল উদ্দেশ্য আল্লাহর সিফাতকে অস্বীকার করা। আল্লাহ তা'আলার বাণীকে সৃষ্ট বলার উদ্দেশ্য আল্লাহ তা'আলাকে তাঁর সত্তা ও কর্মগত যাবতীয় গুণাবলি থেকে বিমুক্ত করা। তারা শুধু কুরআন নয় বরং আল্লাহর সকল গুণ, বিশেষ করে কর্মগত গুণ যা ইচ্ছার সাথে সম্পৃক্ত যেমন, 'আরশের উপর উঠা, নিকটতম আসমানে নেমে আসা, ক্রোধান্বিত হওয়া ইত্যাদি অস্বীকার করা।

অপর বর্ণনায় তিনি তাদেরকে সর্বনিকৃষ্ট গোষ্ঠী হিসেবে অভিহিত করেছেন এবং বহু কারণে কাফির বলেছিলেন।[৩৮৪]

---

৩৮২. আল-খাল্লাল, আস-সুন্নাহ, ৫/১২৩, নং ১৭৭৬।

৩৮৩. বুখারী, খালকু আফ'আলিল 'ইবাদ, পৃ. ৩৪।

৩৮৪. খালকু আফ'আলিল ইবাদ, পৃ. ৪০; আল-খাল্লাল, আস-সুন্নাহ (৭/৩২-৩৩); বাইহাকী, আল-আসমা ওয়াস সিফাত (১/৬০৯-৬১০)।

অপর বর্ণনায় ইমাম আহমাদ ইবন হাম্বল বলেন, আমাদেরকে হাদীস বর্ণনা করেছেন ওকী' রাহিমাহুল্লাহ ইসরাঈল রাহিমাহুল্লাহ থেকে, সে হাদীসের ভাষ্য ছিল,

أدركنا الأعمش وسفيان، يحدثوننا بهذه الأحاديث ولا ينكرونها

"যখন রাব্বুল আলামীন তাঁর কুরসীতে বসবেন" তখন উপস্থিত এক লোক কেঁপে উঠল, এতে ওকী' রাহিমাহুল্লাহ রাগ করলেন, তিনি বললেন, আমরা আ'মাশ, সুফইয়ানকে পেয়েছি, তারা এসব হাদীস আমাদের কাছে বর্ণনা করতেন, তারা এগুলোকে খারাপ মনে করতেন না।" (৩৮৫)

ইমাম আবদুর রাহমান ইবন মাহদী (১৯৮ হিজরী)

ইমাম আবদুর রহমান ইবন মাহদী এমন এক ব্যক্তিত্ব ছিলেন যার সম্পর্কে ইমাম আলী ইবনুল মাদীনী বলেন, তিনি হচ্ছেন বর্তমান সময়ের হাফেয, যদি কা'বার রুকন ও মাকামে ইবরাহীমের মাঝখানে দাঁড়িয়ে শপথ করতে চাই তবে সে শপথ করে বলতে পারব যে, আমি আবদুর রহমান ইবন মাহদীর চেয়ে বড় জ্ঞানী কাউকে দেখিনি।(৩৮৬) এ মহান ব্যক্তিত্ব বলেন,

إن الجهمية أرادوا أن ينفوا أن يكون الله كلم موسى، وأن يكون على العرش، نرى أن يستتابوا، فإن تابوا وإلا ضربت أعناقهم.

"জাহমিয়্যাহ ফেরকার লোকেরা অস্বীকার করছে যে, আল্লাহ তা'আলা মূসার সাথে কথা বলেছেন, আল্লাহ তা'আলা 'আরশের উপর উঠেছেন। আমি মনে করি তাদেরকে তাওবাহ করাতে হবে, যদি তাওবা করে তো ভালো, নতুবা তাদের গর্দান উড়িয়ে দিতে হবে।"(৩৮৭)

অপর বর্ণনায় এসেছে, তিনি বলেন,

«لَيْسَ فِي أَصْحَابِ الْأَهْوَاءِ شَرٌّ مِنْ أَصْحَابِ جَهْمٍ يَدُورُونَ عَلَى أَنْ يَقُولُوا لَيْسَ فِي السَّمَاءِ شَيْءٌ، أَرَى وَاللهِ أَلَّا يُنَاكَحُوا وَلَا يُوَارَثُوا»

"প্রবৃত্তিপূজারী গোষ্ঠীর মধ্যে জাহমের অনুসারীদের চেয়ে নিকৃষ্ট কেউ নেই, তারা এ কথা বলার দিকে ঘুরে যে, আসমানের উপরে কিছু নেই, আল্লাহর শপথ, আমি মনে করি, তাদের সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া যাবে না, তাদেরকে ওয়ারিস করা যাবে না।"(৩৮৮)

---

৩৮৫. যাহাবী, আল-আরশ ২/২৫৩, অনুবাদ আব্দুল্লাহ মাহমুদ।

৩৮৬. বাগদাদী, তারীখু বাগদাদ (১০/২৪৪-২৪৫)।

৩৮৭. বুখারী, খালকু আফ'আলিল ইবাদ, পৃ. ১৭; আবদুল্লাহ ইবন আহমাদ, আস-সুন্নাহ, ১৬, বাইহাকী, আল-আসমা ওয়াস সিফাত, ৩১৯; যাহাবী, আল-আরশ ২/২৫৩-২৫৪। অনুবাদ, আব্দুল্লাহ মাহমুদ।

৩৮৮. ইবন আবী হাতেম, আর-রাদ্দু 'আলাল জাহমিয়্যাহ; ইবন তাইমিয়্যাহ, আল-হামাওয়িয়্যাহ পৃ. ৩১; আবদুল্লাহ ইবন ইমাম আহমাদ, আস-সুন্নাহ নং ১৪৪; যাহাবী, আল-'উলু, পৃ. ১৬৯; ইবনুল কাইয়্যেম, ইজতিমা'উল জুয়ূশ, পৃ. ১৩৪; অনুরূপ বর্ণনা তাঁর থেকে আরও এসেছে, বাইহাকী, আল-আসমা ওয়াস সিফাত, পৃ. ২৪৯; লালেকাঈ, শারহু ৫০৫।

আবু মু'আয খালিদ ইবন সুলাইমান আল-বালখী আল-হানাফী (১৯৯ হিজরী)

খালিদ ইবন সুলাইমান ফারগানাহ নামক স্থানে বলেন,

كان جهم على معبر ترمذ، وكان فصيح اللسان، و لم يكن له علم ولا مجالسة أهل العلم، فكلم السُّمَنية، فقالوا له: صف لنا ربك الذي تعبده. فدخل البيت لا يخرج، ثم خرج إليهم بعد أيام فقال: هو هذا الهواء مع كل شيء، وفي كل شيء، ولا يخلو منه شيء. قال أبو معاذ: كذب عدو الله، إن الله في السماء على العرش كما وصف نفسه.

"জাহম ইবন সাফওয়ান তিরমিয শহরের উপকূলীয় অঞ্চলের লোক ছিল। সে ছিল বাগ্মী, তবে তার জ্ঞান ছিল না এবং জ্ঞানীদের সাহচর্যও গ্রহণ করেনি। সে বৌদ্ধধর্মের লোকদের সাথে মুনাযারা বা ধর্মীয় বিতর্ক জুড়ে দিলে তারা তাকে বলে, তুমি যে রবের ইবাদাত করো তার বর্ণনা দাও। এ প্রশ্ন শুনে সে ঘরে প্রবেশ করলো, বের হলো না। কিছুদিন পর তাদের কাছে বের হয়ে বলল: তিনি হচ্ছেন এই বাতাস, যা প্রত্যেক বস্তুর সাথে রয়েছে, প্রত্যেক বস্তুর মাঝে রয়েছে। তার থেকে কোনো বস্তু মুক্ত নয়। তখন আবু মু'আয বলেন, আল্লাহর শত্রু মিথ্যা বলেছে। আল্লাহ আসমানের ঊর্ধ্বে 'আরশের উপরে, যেমনটি তিনি নিজের ব্যাপারে বর্ণনা দিয়েছেন।[৩৮৯]

মানসূর ইবন আম্মার ইবন কাসীর, আবুস সারী আস-সুলামী আল-খুরাসানী (২০০ হিজরী)

বিশর আল-মাররিসী ইমাম মানসূর ইবন আম্মারকে লিখে পাঠিয়ে তাঁর কাছে আল্লাহর বাণী 'রহমান 'আরশের উপর উঠেছেন' এখানে আল্লাহ তা'আলা 'ইস্তেওয়া' কীভাবে করলেন, তা জানতে চান। তখন মানসূর ইবন 'আম্মার রাহিমাহুল্লাহ বলেন,

«اسْتِوَاؤُهُ غيرُ محدودٍ، والجوابُ فيه تَكَلُّفٌ، مُسَاءَلَتُكَ عنهُ بِدْعَةٌ، والإيمانُ بِجُمْلَةِ ذَلِكَ وَاجِبٌ».

"আল্লাহর 'ইস্তেওয়া' তথা 'আরশের উপর উঠার বিষয়টির ধরন শরী'আতে আসেনি, এর উত্তর দেয়ার মধ্যে রয়েছে কৃত্রিমতা অবলম্বন, এ ব্যাপারে তোমার প্রশ্ন করাটিই হচ্ছে বিদ'আত। আর এসব কিছুর ওপর ঈমান আনা ওয়াজিব।"[৩৯০]

আবদুল্লাহ ইবন আবী জা'ফর আর-রাযী (২০০ হিজরীর পরে)

সালেহ ইবনুদ দ্বুরাইস বলেন,

جعل عبد الله بن أبي جعفر الرازي يضرب قرابة له بالنعل على رأسه، يرمى برأي جهم ويقول: لا، حتى تقول الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى بائن من خلقه.

---

৩৮৯. আহমাদ, আর-রাদ্দু 'আলাল জাহমিয়্যাহ, ৬৫-৬৬-তে এই ঘটনা বর্ণনা করেছেন; বাইহাকী, আল-আসমা ওয়াস সিফাত (২/৩৩৭), নং ৯০৪; ইবনুল কাইয়েম, ইজতিমা'উল জুয়ুশ, পৃ. ২২৪; ইবন বাত্তাহ, আল-ইবানাহ (২/৭৬-৭৯), নং ৩১৭, তিনি ভিন্ন সনদে বর্ণনা করেছেন। যাহাবী, আল-আরশ ২/৩১০, অনুবাদ: আব্দুল্লাহ মাহমূদ।

৩৯০. খত্বীব, তারীখু বাগদাদ (১৩/৭৬); যাহাবী, সিয়ারু আ'লামিন নুবালা (৯/৯৮); তারীখুল ইসলাম, ঘটনাপঞ্জী ১৯১-২০০ হিজরী, পৃ. ৪১৩।

"আবদুল্লাহ ইবন আবু জা'ফর আর-রাযী, জাহমিয়্যাহ হওয়ার অভিযোগে অভিযুক্ত- তার এক আত্মীয়ের মাথায় জুতা দিয়ে মারছিলেন আর বলছিলেন, ততক্ষণ ছাড়ব না যতক্ষণ না বলো: রহমান 'আরশের উপরে উঠেছেন, তিনি তাঁর সৃষ্টি থেকে আলাদা।"[৩৯১]

ইমাম যাহাবী বলেন, এ বক্তব্য ইবন আবী হাতিম আর-রাদ্দু 'আলাল জাহমিয়্যাহ গ্রন্থে মুহাম্মাদ ইবন ইয়াহইয়া থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বর্ণনা করেছেন সালেহ থেকে।

হিশাম ইবন আব্দুল্লাহ আর-রাযী আল-হানাফী (২০০ হিজরীর পর)

হিশাম ইবন 'আব্দুল্লাহ আর-রাযী থেকে বর্ণিত, জাহমিয়্যাহ হওয়ার কারণে এক ব্যক্তিকে বন্দি করা হয়। সে তাওবা করলে তাকে পরীক্ষা করার জন্য হিশামের দরবারে আনা হয়। হিশাম তাকে বললেন, তুমি কি সাক্ষ্য দিচ্ছ যে, নিশ্চয় আল্লাহ তাঁর 'আরশের উপরে, তার সৃষ্টির বিপরীতে?

সে বলল, তার সৃষ্টির বিপরীতে কী তা আমি জানি না? তিনি বললেন, আবার তাকে বন্দি করো। সে এখনও তাওবা করেনি।[৩৯২]

ইমাম নাদ্বর ইবন শুমাইল (২০৩ হিজরী)

ইমাম আন-নাদ্বর ইবন শুমাইল ছিলেন আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের একজন ভাষাবিদ, নাহুশাস্ত্রবিদ। মার্ভ ও খোরাসানে তিনি সহীহ সুন্নাহ'র প্রচার-প্রসারে যথেষ্ট অবদান রেখেছিলেন। ইমাম লালেকাঈ রাহিমাহুল্লাহ তাদের আলোচনা করছিলেন যারা সহীহ আকীদাহ প্রসারে অবদান রেখেছেন, সেখানে তিনি আন-নাদ্বর ইবন শুমাইলকে অন্তর্ভুক্ত করেছেন। তিনি বলেন,

[بَابُ سِيَاقِ ذِكْرِ مَنْ رُسِمَ بِالْإِمَامَةِ فِي السُّنَّةِ]

بَابُ سِيَاقِ ذِكْرِ مَنْ رُسِمَ بِالْإِمَامَةِ فِي السُّنَّةِ وَالدَّعْوَةِ وَالْهِدَايَةِ إِلَى طَرِيقِ الِاسْتِقَامَةِ بَعْدَ رَسُولِ اللهِ – صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – إِمَامِ الْأَئِمَّةِ، فَمِنَ الصَّحَابَةِ.... وَمِنْ أَهْلِ خُرَاسَانَ: أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُبَارَكِ الْمَرْوَزِيُّ، وَالْفَضْلُ بْنُ مُوسَى السِّينَانِيُّ، وَالنَّضْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَرْوَزِيُّ، وَالنَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ الْمَازِنِيُّ،...

[অধ্যায়, সুন্নাহ তথা আকীদায় যারা ইমাম হিসেবে চিহ্নিত তাদের বর্ণনায়]

ইমামগণের ইমাম রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের পরে যারা সঠিক পথে, হিদায়াত,

---

৩৯১. ইবন তাইমিয়্যাহ, দারউ তাআরুযিল আকল ওয়ান নাকল, ৬/২৬৫; যাহাবী, আল-'উলূ, পৃ. ১১৯; আল-আরশ, ২/৩০৬; অনুবাদ, আব্দুল্লাহ মাহমূদ; ইবনুল কাইয়্যেম, ইজতিমা'উল জুয়ূশ, পৃ. ২২১; ইবন আবদুল হাদী, আল-কালাম আলা মাসআলাতিল ইস্তেওয়া 'আলাল 'আরশ, পৃ. ৬২-৬৩।

৩৯২. ইবন তাইমিয়্যাহ, হামাওয়িয়্যাহ, পৃ. ৮৮; দার'উ তা'আরুদ্বিল আকলি ওয়ান নাকল (৬/২৬৫); নাকদু তা'সীসিল জাহমিয়্যাহ (২/৫২৬); যাহাবী, আল-'উলূ, পৃ. ১২৩; আল-আরশ ২/৩০৭; অনুবাদ, আব্দুল্লাহ মাহমূদ; ইবনুল কাইয়্যেম, ইজতিমা'উল জুয়ূশ, পৃ. ১৪০-১৪১; ইবন আবদুল হাদী, আল-কালাম আলা মাসআলাতিল ইস্তেওয়া 'আলাল 'আরশ, পৃ. ৬৩।

দাওয়াত ও সুন্নাতের ইমাম হিসেবে কাজ করেছেন তাদের বর্ণনার অধ্যায়: তাদের মধ্যে সাহাবায়ে কেরাম থেকে.... আর খুরাসান অধিবাসীদের মধ্য থেকে, আবু আবদুর রহমান আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারক আল-মারওয়াযী, আল-ফাদ্বল ইবন মূসা আস-সিনানী, আন-নাদ্বর ইবন মুহাম্মাদ আল-মারওয়াযী, আন-নাদ্বর ইবন শুমাইল আল-মাযেনী...(৩৯৩)

তাছাড়া অনেক ইমাম সহীহ আকীদাহ'র একজন বড় আলেম হিসেবে তাঁকে উপস্থাপন করেছেন।(৩৯৪)

আল্লাহর 'আরশের উপর উঠার ব্যাপারে তাঁর মতামত পাই সেখান থেকে যে, তিনি এ ব্যাপারে বিশুদ্ধ আকীদাহ বর্ণনা করতেন। যেমন ইতোপূর্বে এসেছে,

নদ্বর ইবন শুমাইল বলেন, "আমাকে খলীল বর্ণনা করছেন, আর খলীল সবার কাছেই প্রসিদ্ধ, তিনি বলেন, আমি আবু রাবী'আহ ইবনুল আ'রাবীর কাছে আসলাম, তাকে আমি যাদের দেখেছি তাদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি জ্ঞানী মনে করি, আমি তার কাছে যখন পৌঁছলাম তখন তিনি ঘরের ছাদে ছিলেন। আমরা তাকে সালাম দিলাম, তিনি সালামের জাওয়াব দিলেন এবং আমাদের বললেন, "استووا" এটা শুনে আমরা তো হতভম্ব হয়ে গেলাম, আমরা বুঝতে পারলাম না তিনি কী বললেন, তখন আমাদেরকে তার পার্শ্বে থাকা এক বেদুঈন বললেন, তিনি তোমাদেরকে উপরে উঠতে নির্দেশ দিচ্ছেন।(৩৯৫)

ইমাম মুহাম্মাদ ইবন ইদরীস আশ-শাফে'য়ী (২০৪ হিজরী)

ইমাম শাফে'য়ী আল-মুত্তালেবী রাহিমাহুল্লাহ, বিখ্যাত চার ইমামের একজন। তিনি ইমাম মালিকের ছাত্র আর ইমাম আহমাদের উস্তাদ। এখানে এ জগদ্বিখ্যাত ব্যক্তির বিভিন্ন উক্তি দিয়ে আমরা জাহমিয়্যাহ ও তাদের মতো যারা মত পোষণ করে তাদের মতামত খণ্ডন করব।

- ইমাম শাফে'য়ী রাহিমাহুল্লাহ বলেন,

خلافة أبي بكر الصديق حق قضاه الله في السماء، وجمع عليه قلوب عباده.

"আবু বকর রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহুর খিলাফত হক্ক ও সত্য; যা আল্লাহ তা'আলা আসমানের উপর থেকে ফয়সালা করেছেন আর তিনিই তার বান্দাদেরকে এর ওপর ঐকমত্যে পৌঁছার তাওফীক দিয়েছেন।"(৩৯৬)

- তিনি আরও বলেন,

القول في السنة التي أنا عليها، رأيت أهل الحديث عليها، الذين رأيتهم، مثل سفيان، ومالك، وغيرهما: الإقرار

---

৩৯৩. শারহু উসূলি ই'তিক্বাদি আহলিস সুন্নাতি ওয়াল জামা'আহ (১/৩১-৫৪)।

৩৯৪. দেখুন: আল-মারযেবানী, নূরুল ক্বাবস, পৃ. ৯৯; ইবন খাল্লিকান, ওয়াফায়াতুল আ'ইয়ান (২/২৩৮); ইমাম যাহাবী, সিয়ারু আ'লামিন নুবালা (১০/২৮২); আবুল কাসেম আত-তাইমী, আল-হুজ্জাহ ফী বায়ানিল মাহাজ্জাহ (২/৪৭৩-৪৭৭)।

৩৯৫. আল-মারযেবানী, নূরুল ক্বাবস পৃ. ১০২-১০৩; ইবন আবদুল বার, আত-তামহীদ (৭/১৩১-১৩২)।

৩৯৬. ইবন কুদামাহ, ইসবাতু সিফাতিল 'উলু, পৃ. ১৮১; আল-আরশ, ২/২৯০ অনুবাদ, 'আব্দুল্লাহ মাহমূদ; ইবন তাইমিয়্যাহ, হামাওয়িয়্যাহ ৩৪৬; ইবনুল কাইয়্যেম, ইজতিমা'উল জুয়ূশ, পৃ. ১৬৫।

بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله -وذكر أشياء- ثم قال: وأن الله على عرشه في سمائه، يقرب من خلقه كيف شاء، وينزل إلى سماء الدنيا كيف شاء

"আমি যে নীতির ওপরে আছি এবং আমার দেখা সুফইয়ান, মালিক প্রমুখদের মতো আহলে হাদীসদের যে নীতির ওপর পেয়েছি, তা হলো "আল্লাহ ছাড়া সত্যিকার কোনো ইলাহ নেই আর নিশ্চয় মুহাম্মাদ আল্লাহর রাসূল" -এ শাহাদাতের স্বীকারোক্তি দেয়া। এরপর তিনি আরও অনেক কিছু উল্লেখ করেন। অতঃপর তিনি বলেন, আল্লাহ তাঁর আসমানে তাঁর 'আরশের উপরে। তিনি সৃষ্টিকুলের নিকটবর্তী হন যেভাবে ইচ্ছা করেন এবং দুনিয়ার আসমানে অবতরণ করেন যেভাবে ইচ্ছা করেন। এভাবে তিনি সমস্ত আকীদাহ উল্লেখ করেন।"[৩৯৭]

- হাসান ইবন হিশাম আল-বালাদী বলেন, নিম্নের অসিয়তটি মুহাম্মাদ ইবন ইদরীস আশ-শাফে'য়ীর-

أوصى أنه يشهد أن لا إله إلا الله، وحده لا شريك له» -وذكر الوصية- إلى أن قال فيها «والقرآن كلام الله غير مخلوق، «وأنَّ الله عزَّ وجلَّ يُرى فِي الآخرةِ يَنْظُرُ إليهِ المؤمنونَ عيانًا جهارًا، ويسمعونَ كلامَهُ. وأنَّهُ فَوْقَ العَرْشِ».

"ইমাম শাফে'য়ী অসিয়ত করেন, সাক্ষ্য দিবে একমাত্র আল্লাহ ছাড়া সত্যিকার কোনো ইলাহ নেই, তাঁর কোনো শরীক নেই। সে অসিয়তে আরও রয়েছে, কুরআন আল্লাহর কালাম, মাখলূক নয়, আল্লাহকে কিয়ামতের দিন স্বচক্ষে দেখা যাবে, তাঁর দিকে মুমিনরা তাকাবেন, তাঁর কথা শুনবেন, আর আল্লাহ তা'আলা 'আরশের উপর রয়েছেন। এরপর তিনি গোটা অসিয়ত উল্লেখ করেন, যা বর্ণনা করেছেন হাক্কারী ও হাফিয আবদুল গনী তার আকীদাহ গ্রন্থে।[৩৯৮]

- ইবন আবী হাতিম বলেন, আমি ইউনুসকে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন, আমি ইমাম শাফে'য়ীকে বলতে শুনেছি,

لله أسماء وصفات لا يسع أحدا قامت عليه الحجة ردها، فإن خالف بعد ثبوت الحجة عليه فهو كافر، فأما قبل ثبوت الحجة عليه فمعذور بالجهل، لأن علم ذلك لا يدرك بالعقل، ولا بالروية والفكر، ونثبت هذه الصفات وننفي عنها التشبيه، كما نفى عن نفسه، قال لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ.

আল্লাহর রয়েছে অনেক নাম ও গুণাবলি। দলীল দ্বারা প্রমাণিত হওয়ায় কারো সুযোগ নেই তা প্রত্যাখ্যান করা। দলীল দ্বারা প্রমাণিত হওয়ার পরে কেউ তার বিরোধিতা করলে সে

৩৯৭. ইবন কুদামাহ, ইসবাতু সিফাতিল 'উলূ, ১২৩-১২৪, নং ১০৮; ইবনু তাইমিয়্যাহ, মাজমূ'উল ফাতাওয়া (৪/১৮২-১৮৩), যাহাবী, আল-'উলূ, পৃ. ১২০; আল-আরশ, ২/২৯০; অনুবাদ, আব্দুল্লাহ মাহমূদ; ইবন আবদুল হাদী, আল-কালাম আলা মাসআলাতিল ইস্তেওয়া 'আলাল 'আরশ, পৃ. ৫৯।

৩৯৮. ওসিয়্যাতুল ইমাম আশ-শাফে'য়ী, পৃ. ৩৮-৩৯; ইবন কুদামাহ, ইসবাতু সিফাতিল 'উলূ, পৃ. ১২১-১২৩, নং ১০৭; যাহাবী আল-'উলূ, পৃ. ১২০; আল-আরশ, ২/২৯০; অনুবাদ, আব্দুল্লাহ মাহমূদ; ইবনুল কাইয়্যেম, মুখতাসার সাওয়াইক (২/২১২-২১৩)।

কাফির। আর দলীল দ্বারা প্রমাণিত হওয়ার পূর্বে করলে অজ্ঞতার ওজর রয়েছে। কেননা নাম ও গুণাবলির জ্ঞান বিবেক-বুদ্ধি, দর্শন ও চিন্তা-ভাবনা দ্বারা অর্জন হয় না। আমরা এসব গুণাবলি সাব্যস্ত করি এবং তাঁর থেকে সাদৃশ্যকে অস্বীকার করি, যেমনিভাবে আল্লাহ নিজের থেকে অস্বীকার করেছেন। আল্লাহ বলেছেন, ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ﴾ "তার মতো কোনো কিছুই নেই, তিনি সর্বশ্রোতা ও সর্বদ্রষ্টা।"(৩৯৯)

যাহাবী বলেন, এটি শাইখুল ইসলাম আবুল হাসান আল-হাক্কারী বর্ণনা করেছেন শাফে'য়ীর আকীদায়, তাছাড়া অন্যরাও তা বর্ণনা করেছেন। সনদের সকল বর্ণনাকারী নির্ভরযোগ্য।

তাছাড়া ইমাম শাফে'য়ী রাহিমাহুল্লাহ সে বিখ্যাত হাদীসটি তাঁর মুসনাদে বর্ণনা করেন, যাতে জুমু'আর দিন সম্পর্কে এসেছে,

«وهو اليوم الذي استوى فيه ربكم على العرش».

"এটি সেদিন, যেদিন তোমাদের রব 'আরশের উপর উঠেছেন।"(৪০০)

ইমাম শাফে'য়ীর এ ধরনের অনেক বক্তব্য রয়েছে। শাইখুল ইসলাম আবুল হাসান আল-হাক্কারী, হাফিয আবু মুহাম্মাদ আবদুল গনী, আবুল হাসান ইবন শুকর ও অন্যান্যগণ উসূল ই'তিকাদ-এ ইমাম শাফে'য়ীর বক্তব্যগুলো জমা করেছেন, যা মানুষের নাগালে রয়েছে।

ওয়াহাব ইবন জারীর (২০৬ হিজরী)

ওয়াহাব ইবন জারীর ইবন হাযেম আল-মুহাদ্দিস, আবুল 'আব্বাস আল-আযদী, তাদের মাওলা। বসরার অধিবাসী। অত্যন্ত নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারী, তিনি বলেন,

إِيَّاكُمْ وَرَأْيَ جَهْمٍ فَإِنَّهُمْ يُحَاوِلُونَ أَنَّهُ لَيْسَ شَيْءٌ فِي السَّمَاءِ وَمَا هُوَ إِلَّا مِنْ وَحْيِ إِبْلِيسَ مَا هُوَ إِلَّا الْكُفْرُ.

"সাবধান! তোমরা জাহমের মত থেকে বেঁচে থাকবে, তারা বলতে চায়, আসমানের উপর কিছু (আল্লাহ) নেই, এটা তো ইবলিসের শেখানো বুলি ছাড়া আর কিছু নয়, এটা কুফুরী ছাড়া আর কিছু নয়।"(৪০১)

অপর বর্ণনায় এসেছে, তিনি বলেন,

«الْجَهْمِيَّةُ الزَّنَادِقَةُ إِنَّمَا يُرِيدُونَ أَنَّهُ لَيْسَ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى».

"জাহমী যিন্দীকরা এটাই বলতে চায় যে, তিনি 'আরশের উপর উঠেননি।"(৪০২)

---

৩৯৯. ইবন আবী ই'য়ালা, তবাকাতুল হানাবিলাহ (১/২৮৩-২৮৫); ইবন কুদামাহ, ইসবাতু সিফাতিল 'উলু, ১২৩-১২৫, নং ১০৮-১০৯; যাহাবী, আল-'উলু, পৃ. ১২১; আল-আরশ ২/৩১০, অনুবাদ: আব্দুল্লাহ মাহমুদ; ইবন আবদুল হাদী, আল-কালাম আলা মাসআলাতিল ইস্তেওয়া 'আলাল 'আরশ, পৃ. ৬০।

৪০০. আশ-শাফে'য়ী, আল-মুসনাদ, পৃ. ০৭।

৪০১. ইবন কুদামা আল-মাকদেসী, আল-'উলু, পৃ. ১০১; যাহাবী আল-'উলু, পৃ. ১১৮; আল-'আরশ (২/২৬৮); অনুবাদ, আব্দুল্লাহ মাহমুদ; ইবনুল কাইয়্যেম, ইজতিমা'উল জুয়ূশ, পৃ. ৭২; ইবন আব্দুল হাদী, আল-কালাম 'আলা মাসআলাতিল ইস্তেওয়া 'আলাল 'আরশ, পৃ. ৫৯।

৪০২. বুখারী, খালকু আফ'আলিল 'ইবাদ, পৃ. ৩০)।

ইয়াযিদ ইবন হারূন আল-ওয়াসিতী (২০৬ হিজরী)

ইয়াযিদ ইবন হারূন বলেন,

من زعم أن «الرحمن على العرش استوى» على خلاف ما يقر في قلوب العامة فهو جهمي.

"সর্বসাধারণের অন্তর যা নির্দ্বিধায় স্বীকৃতি দেয় যে, রহমান 'আরশের উপর রয়েছেন, যে কেউ তার বিপরীত বিশ্বাস করবে সে জাহমী।"

এ বক্তব্য 'আবদুল্লাহ তার আস-সুন্নাহ গ্রন্থে 'আব্বাস আল-আনবারী থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি শায ইবন ইয়াহইয়া থেকে।[৪০৩]

এর অর্থ বর্ণনায় ইবন তাইমিয়্যাহ রাহিমাহুল্লাহ বলেছেন: আল্লাহ তা'আলা জনসাধারণের অন্তরে প্রাকৃতিকভাবে গেঁথে দিয়েছেন যে, দুঃখ, কষ্ট, দো'আ, আকাঙ্ক্ষার সময় উপরের দিকে আল্লাহমুখী হয়। যেখানে অবস্থান করুক না কেন তারা ডান-বামে দৃষ্টি দেয় না। আল্লাহ এই প্রকৃতির ওপর মানুষকে সৃষ্টি করেছেন। প্রতিটি নবজাতক এর ওপরই জন্মলাভ করে। কিন্তু পরবর্তীতে তাকে এসব তা'তীল বা অস্বীকারের দিকে নিয়ে যাওয়া হয়।

- ইমাম যাহাবী বলেন, ইয়াযিদ ইবন হারূন ওয়াসিতবাসীদের শাইখ। দুইশ' শতাব্দীর শুরুতে তিনি জ্ঞান ও তাক্বওয়ার দিক দিয়ে শ্রেষ্ঠ ছিলেন। তার অনেক মর্যাদা রয়েছে। তিনি যা বলেছেন তা সত্য। কেননা যদি প্রবৃত্তিপূজা মুক্ত অন্তর ও ব্যাধি মুক্ত প্রকৃতি যা স্বীকৃতি দেয়- 'আরশের উপর উঠা'র বিষয়টি যদি তার বিপরীত বিষয় হতো, তাহলে সাহাবী ও তাবে'য়ীগণ অবশ্যই বর্ণনা করে দিতেন যে, "আল্লাহ 'আরশের উপর উঠা" এ বিষয়টি আল্লাহ সৃষ্টিজীবকে যে প্রকৃতি ও বিশ্বাসের ওপর সৃষ্টি করেছেন সেটার বিপরীত। হ্যাঁ, তবে কিছু নির্বোধ বুঝে থাকে যে, "আল্লাহ আসমানের উপর বা 'আরশের উপর" হওয়া মানে তিনি তার মধ্যে সীমাবদ্ধ বা উভয় বস্তু তাঁকে বেষ্টন করে ফেলেছে, 'আরশ তাঁকে ঘিরে রেখেছে। যেহেতু নির্বোধরা দেখতে পায় যে, কোনো বস্তু কোনো কিছুর উপর হলে এরূপ ঘিরে ফেলে, তাই তাদের দেখা জিনিসের উপর অনুমান করে আল্লাহ সম্পর্কে তাদের মস্তিষ্কে এরূপ কল্পনা করে। এটা জাহিলদের ধারণা ও কল্পনা। আমার বিশ্বাস কোনো জনসাধারণ এমনটা মনে করে না ও বলে না। আর ইয়াযিদ ইবন হারূনের এমনটা উদ্দেশ্য হতেই পারে না। তার উদ্দেশ্য হচ্ছে তাই যা প্রথমে বলা হলো। বুখারী, মুসলিম ও অন্যান্যদের শিক্ষক আবদুল্লাহ ইবন মাসলামাহ কা'নাবী একই কথা বলেছেন।[৪০৪]

বিশর ইবন 'উমার (২০৭ হিজরী)

ইমাম ইসহাক্ব ইবন রাহওয়িয়াহ বলেন, বিশর ইবন 'উমার বলেন, (ইস্তেওয়া 'আলাল 'আরশ) এর অর্থ আমি অধিকাংশ তাফসীরকারদের থেকে শুনেছি, তারা বলেছেন, 'আরশের উপর

৪০৩. সহীহ বুখারী, খলকু আফ'আলিল 'ইবাদ, পৃ. ৩৩; আবু দাউদ, আল-মাসাইল, ২৬৮; আবদুল্লাহ ইবন আহমাদ, আস-সুন্নাহ (১/১২৩), নং ৫৪, ২/৪৮২, ১১১০; ইবন তাইমিয়্যাহ, মাজমু'উল ফাতাওয়া (৫/১৮৪); যাহাবী, আল-'উলূ, পৃ. ১১৬-১১৭; আল-আরশ, ২/২৬১; অনুবাদ, আব্দুল্লাহ মাহমুদ; ইবনুল কাইয়্যেম, ইজতিমা'উল জুয়ূশ, পৃ. ২১৪। আলবানী এর সনদকে ভালো বলেছেন, মুখতাসারুল 'উলূ, পৃ. ১৬৮।

৪০৪. যাহাবী, আল-আরশ, ২/২৬১। অনুবাদ, আব্দুল্লাহ মাহমুদ।

উঠেছেন।(৪০৫)

ইয়াহইয়া ইবন যিয়াদ আল-ফাররা (২০৭ হিজরী)

ফাররা বলেন: ثم استوى أي صعد 'অতঃপর উপরে উঠলেন', অর্থাৎ ঊর্ধ্বারোহন করলেন। এ কথা সাহাবী ইবন 'আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহুমা বলেছেন। যেমন তুমি বল, الرجل كان قاعداً ثم استوى قائما অর্থাৎ লোকটি বসা ছিল অতঃপর উপরে উঠলো। এ কথা তাঁর থেকে বাইহাকী স্বীয় গ্রন্থ আস-সিফাতে বর্ণনা করেছেন।(৪০৬)

ইয়াহইয়া ইবন যিয়াদ আল-ফাররা আরও বলেন-

وقد قال عبد الله بن عباس: ثُمَّ اسْتَوَى صعد، وهو كقولك للرجل كان قاعدا فاستوى قائمًا، وكان قائمًا فاستوى قاعدًا، وكل في كلام العرب جائز

আবদুল্লাহ ইবন 'আব্বাস বলেছেন, (ثُمَّ اسْتَوَى) (অতঃপর 'আরশের উপর উঠলেন) ঊর্ধারোহন করলেন। তা সেরূপ যেমন তুমি কাউকে বলো- সে বসে ছিলো অতঃপর স্থিরভাবে বা সোজাভাবে দাঁড়ালো, সে দাঁড়িয়ে ছিল অতঃপর সোজা বা স্থিরভাবে বসলো। আরবী ভাষায় এই সবই বৈধ। এটি বাইহাকী আস-সিফাত গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন।(৪০৭)

সা'ঈদ ইবন 'আমের আদ্ব-দ্বুবা'ঈ (২০৮ হিজরী)

দুইশত শতাব্দীর শুরুতে বসরাবাসীর ইমাম সা'ঈদ ইবন 'আমের আদ্ব-দ্বুবা'ঈ থেকে বর্ণিত, তার নিকটে জাহমিয়্যাদের আলোচনা করা হলে তিনি বলেন,

الْجَهْمِيَّةُ أَشَرُّ قَوْلًا مِنَ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى، قَدِ اجْتَمَعَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى، وَأَهْلُ الْأَدْيَانِ أَنَّ اللهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى عَلَى الْعَرْشِ، وَقَالُوا هُمْ: لَيْسَ عَلَى الْعَرْشِ شَيْءٌ.

"তাদের মতবাদ ইয়াহূদী খ্রিষ্টানদের চেয়েও জঘন্য। সমস্ত ধর্মের অনুসারীরা মুসলিমদের সাথে একমত যে, আল্লাহ 'আরশের উপরে রয়েছেন। আর তারা বলে, 'আরশের উপর কিছুই নেই।" (৪০৮)

---

৪০৫. লালেকাঈ, শারহু উসূলিল ই'তিকাদ (৩/৩৯৭)।

৪০৬. বাইহাকী, আল-আসমা ওয়াস সিফাত (২/৩১০), নং ৮৭।

৪০৭. আস-সিফাত (২/৩১০), নং ৮৭; যাহাবী, আল-'উলু, পৃ. ১১৮-১১৯; আল-আরশ, ২/২৭০; অনুবাদ, আব্দুল্লাহ মাহমুদ।

৪০৮. এটি ইবন আবী হাতিম স্বীয় কিতাবে বর্ণনা করেছেন। অনুরূপ বুখারী, খালকু আফ'আলিল 'ইবাদ, পৃ. ৩০; ইবন তাইমিয়্যাহ, ফাতাওয়া (৫/৫২); যাহাবী, আল-'উলু, পৃ. ১১৭; আল-আরশ ২/২৬৪, অনুবাদ: আব্দুল্লাহ মাহমুদ।

আবু উবাইদা মা'মার ইবনুল মুসান্না (২০৯ হিজরী)

- আরবী ভাষাবিদ আবু উবায়দা বলেন, কবি বলেন,

وصبحتهم ماء بفيفاء قفرة وقد حلق النجم اليماني فاستوى

"আমি তাদেরকে সকাল বেলা প্রশস্ত মরু প্রান্তরে পানির ব্যবস্থা করলাম, আর তখন ইয়ামানী তারকা আকাশে চক্কর দিতে দিতে উপরে উঠে গিয়েছে।"(৪০৯)

এখানে কোনোভাবেই استوى শব্দটিকে উপরে উঠা ব্যতীত অন্য কোনো অর্থ করা যায় না। বিশেষ করে 'ইস্তাওলা' বা করায়ত্ব করার অর্থ করা যাবে না। কারণ, কেউ তারকা করায়ত্ব করতে পারে না। বরং তারকা উপরে উঠতে পারে।

- তাছাড়া তিনি সূরা ইউনুস এর 'ইস্তাওয়া' এর তাফসীর করে বলেন,

«ثُمَّ اسْتَوى عَلَى الْعَرْشِ» مجازه: ظهر على العرش وعلا عليه، ويقال: استويت على ظهر الفرس، وعلى ظهر البيت.

"'তারপর তিনি 'আরশের উপর উঠলেন' এর মর্মার্থ হচ্ছে, তিনি 'আরশের ঊর্ধ্বে হলেন, তার উপরে উঠলেন, আর বলা হয়ে থাকে, আমি ঘোড়ার পিঠের উপর উঠলাম, ঘরের ছাদের উপর উঠলাম।(৪১০)

- অনুরূপভাবে সূরা ত্বা-হায় 'ইস্তাওয়া' এর তাফসীরে বলেন,

«الرَّحْمنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوى» أي علا، يقال: استويت فوق الدابة وعلى البعير وعلى الجبل وفوق البيت، أي علوت عليه وفوقه.

"রহমান 'আরশের উপর উঠলেন, অর্থাৎ উপরে উঠলে। বলা হয়ে থাকে, আমি বাহনের উপর উঠলাম, উটের উপর উঠলাম, পাহাড়ের উপর উঠলাম, ঘরের উপর উঠলাম, এগুলোর ঊর্ধ্বে উঠলাম।"(৪১১)

আল-হাসান ইবন মূসা আল-আশইয়াব (২১০ হিজরী)

ইমাম আহমাদ ইবন হাম্বল, ইবন আবী শাইবাহ, হারেস ইবন আবী উসামাহ সহ বহু মুহাদ্দিসের উস্তাদ ইমাম আল-হাসান ইবন মূসা আল-আশইয়াব বলেন, যিন্দীক শিরোমনিদের মধ্য হতে একজন যাকে শাম'আলাহ বলা হতো, সে খলীফা মাহদীর দরবারে প্রবেশ করার পর তিনি তাকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমার সাথীরা কোথায় আছে সেটা বলে দাও, তখন সে উত্তরে বলে, আমার সাথীরা অনেক বেশি। তখন খলীফা আবার বলেন, আমাকে তাদের অবস্থান জানিয়ে দাও। তখন তিনি বললেন,

৪০৯. খলীল ইবন আহমাদ আল-ফারাহীদী, আল-আইন, (৩/১২৬); ইবন মানযূর, লিসানুল আরব (৭/২৭৩+; যাবীদী, তাজুল 'আরূস (৪/১১৩)।

৪১০. মাজাযুল কুরআন (১/২৭৩)।

৪১১. মাজাযুল কুরআন (২/১৫)।

صِنْفَانِ مِمَّنْ يَنْتَحِلُ الْقِبْلَةَ، [الجهمية] وَالْقَدَرِيَّةُ، الْجَهْمِيُّ إِذَا غَلَا، قَالَ لَيْسَ ثَمَّ شَيْءٌ وَأَشَارَ الْأَشْيَبُ إِلَى السَّمَاءِ وَالْقَدَرِيُّ إِذَا غَلَا قَالَ: هُمَا اثْنَانِ خَالِقُ خَيْرٍ، وَخَالِقُ شَرٍّ، فَضَرَبَ عُنُقَهُ وَصَلَبَهُ.

"দু' গোষ্ঠী, ক্বিবলার দিকে মিথ্যা সম্পর্ক করে, জাহমিয়্যাহ ও কাদরিয়্যাহ, জাহমী যখন অতিরঞ্জন করে তখন বলে, ওখানে কিছু নেই, একথা বলে আল-আশইয়াব আসমানের দিকে ইঙ্গিত করলেন। আর ক্বাদারী যখন বাড়াবাড়ি করে তখন বলে, তারা (স্রষ্টা) দু'জন, কল্যাণের স্রষ্টা ও অকল্যাণের স্রষ্টা, তারপর খলীফা তার গর্দান উড়িয়ে দিলেন ও তাকে শূলে চড়ালেন।"[৪১২] অর্থাৎ খলীফা মাহদী বিশ্বাস করতেন, আল্লাহ তা'আলা 'আরশের উপর, আর তিনি সেটা এ ইমামের সামনে প্রকাশ করলেন, জাহমিয়্যারা কিবলার দিকে নিজেদেরকে মিথ্যাভাবে সম্পর্কযুক্ত করে সেটাও তিনি জানালেন এবং যারা এর বিরোধিতা করে তাদের শাস্তির ব্যবস্থা করলেন।

মুহাম্মাদ ইবন ইউসুফ ইবন ওয়াক্বেদ ইবন উসমান আদ-দ্বিব্বী (২১২ হিজরী)

ইমাম মুহাম্মাদ ইবন ইউসুফ ইবন ওয়াক্বেদ ইবন উসমান আদ-দ্বিব্বী, আল-ফিরইয়াবী, যিনি ইমাম বুখারীর উস্তাদ, আর বুখারী তাঁর থেকে বহু হাদীস বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন,

مَنْ قَالَ إِنَّ اللهَ لَيْسَ عَلَى عَرْشِهِ فَهُوَ كَافِرٌ، وَمَنْ زَعَمَ إِنَّ اللهَ لَمْ يُكَلِّمْ مُوسَى فَهُوَ كَافِرٌ.

"যে কেউ বলবে, আল্লাহ 'আরশের উপর নেই সে কাফির, যে কেউ মনে করবে আল্লাহ মূসা 'আলাইহিস সালামের সাথে কথা বলেননি, সে কাফির।"[৪১৩]

আবদুল মালিক ইবন ক্বারীব আল-আসমা'ঈ (২১৩ হিজরী)

আসমা'ঈ থেকে বর্ণিত আছে,

قدمت امرأة جهم، وقال رجل عندها «الله على عرشه»، فقالت: محدود على محدود. قال الأصمعي: هي كافرة بهذه المقالة.

"জাহমের স্ত্রী আগমন করে। তার কাছে এক লোক বলে, আল্লাহ তাঁর 'আরশের উপর। তখন সে বলে- সীমাবদ্ধ সীমাবদ্ধের উপরে। আসমা'ঈ বললেন, এই বাক্যের কারণে এই মহিলা কাফির।[৪১৪]

কারণ এটা বলার মাধ্যমে জাহমের স্ত্রীর উদ্দেশ্য আল্লাহ তা'আলার 'আরশের উপর উঠাকে অস্বীকার করা এ যুক্তিতে যে, এটা বললে আল্লাহকে সীমাবদ্ধ করা হয়। আর 'আরশ তো সীমাবদ্ধ। আর কালামশাস্ত্রবিদদের নিকট প্রাচীন সত্তা কোনো অপ্রাচীন সত্তার সংস্পর্শে থাকলে সেটাও অপ্রাচীন হয়ে যায়। নাউযুবিল্লাহ। আর এজন্যই ইমাম আসমা'ঈ তাকে কাফির বলতে

---

৪১২. খালকু আফ'আলিল 'ইবাদ, পৃ. ৩৪; আহমাদ ইবন 'ঈসা, তাওদ্বীহুল মাক্বাসিদ (১/৪৮)।

৪১৩. বুখারী, খালকু আফ'আলিল 'ইবাদ, পৃ. ৩৩।

৪১৪. ইবন তাইমিয়্যাহ, ফাতাওয়া (৫/৫৩); যাহাবী, আল-'উলু, পৃ. ১১৮; আরবাঈন, ৪১; আর-আরশ ২/২৬৫; অনুবাদ, আব্দুল্লাহ মাহমুদ; ইবনুল কাইয়্যেম, ইজতিমা'উল জুয়ুশ, পৃ. ২২৫।

দ্বিধা করেননি। কারণ, সে বিদ'আতের দিকে আহ্বানকারিনী। এখানে সন্দেহ ও অজ্ঞতা দূর করার সুযোগ নেই।

বস্তুত এটি একটি ভুল নীতি, যার মাধ্যমে তারা আল্লাহর সিফাতগুলো অস্বীকার করে থাকে। আজও অধিকাংশ কালামশাস্ত্রবিদ, আশায়েরাহ ও মাতুরিদিয়াহ সম্প্রদায় এ একটি বড় ভুল নীতিকে প্রতিষ্ঠিত করতে গিয়ে আল্লাহ তা'আলার কর্মগত সিফাতগুলো অস্বীকার করে থাকে।

আবদুল্লাহ ইবন আবী জা'ফার 'ঈসা ইবন মাহান আর-রাযী (২১৮ হিজরীর পূর্বে)

সালেহ ইবনুদ দ্বুরাইস বলেন,

«جعلَ عبدُ الله بنُ أبي جعفرِ الرازيُّ يضربُ رأسَ قرابةٍ لهُ يرى برأيِّ جهمٍ، فرأيتهُ يضربُ بالنَّعلِ على رأسهِ ويقولُ: لا، حتَّى تقول: ﴿الرَّحْمَانُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى﴾ [طه: ٥] بائِنٌ منْ خَلْقِهِ».

"আবদুল্লাহ ইবন আবী জা'ফার আর-রাযী তাঁর এক নিকটাত্মীয়ের মাথায় আঘাত করছিলেন যে জাহাম ইবন সাফওয়ানের মত পোষণ করতো, আমি তাকে দেখেছি, তিনি ঐ লোককে জুতা দিয়ে মারছিলেন আর বলছিলেন, না তোমাকে ছাড়বো না, যতক্ষণ তুমি বলছ, 'রহমান তার 'আরশের উপর উঠেছেন' [সূরা ত্বা-হা, আয়াত: ০৫], তিনি তাঁর সৃষ্টিকুল থেকে আলাদা।"[৪১৫]

আবদুল্লাহ ইবন যুবাইর আল-হুমাইদী (২১৯ হিজরী)

আবদুল্লাহ ইবন যুবাইর আল-হুমাইদী বলেন,

أصول السنة -فذكر أشياء- ثم قال: «وما نطق به القرآن والحديث مثل وَقَالَتِ الْيَهُودُ يَدُ الله مَغْلُولَةٌ غُلَّتْ أَيْدِيهِمْ، ومثل السَّماوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ، وما أشبه هذا من القرآن والحديث لا نزيد فيه، ولا نفسره، ونقف عند ما وقف عليه القرآن والسنة، ونقول: الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى ومن زعم غير هذا فهو معطل جهمي.

"উসূলুস সুন্নাহ' বা সুন্নাহ'র মূলনীতি হচ্ছে,... -তারপর তিনি অনেক কিছু নিয়ে আলোচনা করার পর বলেন,- যেসব বিষয়ে কুরআন ও হাদীস স্পষ্টভাবে বর্ণিত হয়েছে; যেমন "আর ইয়াহূদীরা বলে, 'আল্লাহর হাত বাঁধা। তাদের হাতই বেঁধে দেয়া হয়েছে।" "আকাশসমূহ তাঁর ডান হাতে ভাঁজ করা থাকবে" বা এ জাতীয় বিষয়ে আমরা কিছুই বৃদ্ধি করবো না, ব্যাখ্যা করবো না, কুরআন ও সুন্নাহ যেখানে থেমে গেছে আমরাও সেখানে থেমে যাবো এবং বলবো "পরম করুণাময় 'আরশের উপর উঠেছেন। "যে এছাড়া অন্য বিশ্বাসে বিশ্বাসী সে আল্লাহর নাম ও গুণাবলি অস্বীকারকারী জাহমী।"[৪১৬]

---

৪১৫. যাহাবী, আল-'উলূ, পৃ. ১০৪৮; আল-আরশ, ২/৩০০; অনুবাদ, আব্দুল্লাহ মাহমূদ।

৪১৬. হুমাইদী আল-মুসনাদ (২/৪৫৭); ইবনু তাইমিয়্যাহ, মাজমু'উল ফাতাওয়া (৪/৬); যাহাবী, তাযকিরাতুল হুফফায (২/৪১৪); যাহাবী, আল-'উলূ, পৃ. ১২২-১২৩; ইবনুল কাইয়্যেম, ইজতিমা'উল জুয়ূশ, পৃ. ২২০-২২১।

আবদুল্লাহ ইবন মাসলামাহ আল-কা'নাবী (২২১ হিজরী)

وقال بيان بن أحمد، كنا عند القعنبي فسمع رجلاً من الجهمية يقول: الرحمن على العرش استولى، فقال القعنبي: من لا يؤمن أن الرحمن على العرش استوى، كما تقرر في قلوب العامة، فهو جهمي.

"বায়ান ইবন আহমাদ বলেন, আমরা কা'নাবীর কাছে ছিলাম। তিনি জাহমিয়্যাদের এক ব্যক্তিকে বলতে শুনলেন, রহমান 'আরশ দখল করেছেন। কা'নাবী বললেন, রহমান 'আরশের উপর উঠেছেন, যা সকল মানুষের অন্তর বিশ্বাস করেছে, যে ব্যক্তি তাতে বিশ্বাসী নয়, সে জাহমিয়্যাদের অনুসারী।"[৪১৭]

ইমাম বুখারীর উস্তাদ 'আসেম ইবন আলী (২২১ হিজরী)

ইমাম বুখারীর উস্তাদ 'আসেম ইবন আলী ইবন আসেম ইবন সুহাইব আল-ওয়াসেত্বী, যার দারসে এক লক্ষ বিশ হাজার লোক একত্রিত হতো, ইয়াহইয়া ইবন মু'ঈন তার সম্পর্কে বলেন, 'তিনি মুসলিমদের নেতা', এ বিখ্যাত ইমাম আসেম ইবন 'আলী বলেন,

«ناظرتُ جهمًا فتبيَّنَ مِنْ كلامِهِ أنَّه لاَ يؤمنُ أنَّ فِي السَّمَاءِ ربًّا».

"আমি জাহম ইবন সাফওয়ানের সাথে মুনাযারা বা বিতর্ক করলাম, তাতে আমার কাছে স্পষ্ট হলো, আসমানের উপরে রব রয়েছেন এটার উপর সে ঈমান আনে না"।[৪১৮] আর এজন্য ইমাম বুখারী রাহিমাহুল্লাহও তাঁর কিতাবে বিভিন্নভাবে কুরআন, সুন্নাহ, সালাফে সালেহীনের বাণী দিয়ে জাহমীদের রদ্দ করেছেন।

হিশাম ইবন উবাইদুল্লাহ আর-রাযী (২২১ হিজরী)

ইবন আবী হাতেম বলেন, আমাদেরকে হাদীস শুনিয়েছেন আলী ইবন হাসান ইবন ইয়াযীদ আস-সুলামী, তিনি বলেন, আমার পিতা আমাদেরকে বলেছেন,

«سمعتُ هشامَ بنَ عبيدِ الله الرَّازيَّ – وحبسَ رجلًا فِي التَّجَهُّم فتابَ فجيءَ بِهِ إليهِ ليمتحنهُ – فقالَ لهُ: أتَشْهَدُ أنَّ اللهَ عَلَى عَرْشِهِ بائنٌ منْ خَلْقِهِ؟ فقالَ: لاَ أدري مَا بائنٌ منْ خَلْقِهِ. فقالَ: رُدُّوهُ فإنَّهُ لَمْ يَتُبْ بَعْدُ».

"আমি হিশাম ইবন উবাইদুল্লাহ আর-রাযীকে বলতে শুনেছি, তিনি এক লোককে জাহমিয়্যাদের আক্বীদাহ-বিশ্বাসের কারণে বন্দি করেছিলেন, তখন সে তাওবা করার কথা বলে, ফলে তিনি তাকে পরীক্ষা করার জন্য নিয়ে আসতে বললেন, আসার পর তাকে বললেন, তুমি কি সাক্ষ্য

---

৪১৭. যাহাবী, আল-'উলু, পৃ. ১২১; আল-আরশ, ২/২৯০; অনুবাদ, আব্দুল্লাহ মাহমূদ।
উল্লেখ্য যে, ইমাম কা'নাবী আল-আম্মা العامة এর অর্থ করেছেন 'আহলে ইলম' বা আহলুল ফিত্বরাত, যাদের আল্লাহ কর্তৃক প্রদত্ত স্বাভাবিক প্রকৃতি কালাম শাস্ত্রের প্যাঁচে পড়ে বিনষ্ট হয়ে যায়নি। দেখুন, ইবনুল কাইয়্যেম, ইজতিমা'উল জুয়ূশ, পৃ. ২১৬; ইবন আবদুল হাদী, আল-কালাম আলা মাসআলাতিল ইস্তেওয়া 'আলাল 'আরশ, পৃ. ৫৭।

৪১৮. যাহাবী, আল-'উলু, পৃ. ১০৬; আল-আরশ, ২/২৯৪; অনুবাদ, আব্দুল্লাহ মাহমূদ; এ একই বর্ণনা আসেম এর পিতা আলী ইবন আসেম ইবন সুহাইব থেকে এসেছে, দেখুন: বুখারী, খালকু আফ'আলিল 'ইবাদ, পৃ. ৩০।

দাও যে, আল্লাহ তা'আলা তাঁর 'আরশের উপর, তাঁর সৃষ্টিকুল থেকে আলাদা? তখন সে বলে, আমি জানি না 'তার সৃষ্টিকুল থেকে আলাদা' এটা কী জিনিস? তখন তিনি বললেন, তাকে আবার জেলে পুরাও, কারণ এখনো সে তাওবাহ করেনি।"(৪১৯)

আবু 'উবাইদ কাসিম ইবন সাল্লাম আল-হারাওয়ী (২২৪ হিজরী)

'আব্বাস আদ-দূরী বলেন, আমি আবু 'উবাইদ কাসিম ইবন সাল্লামকে আল্লাহর দর্শন, দুই পা রাখার স্থান কুরসী, আমাদের রবের হাসা, আমাদের রব কোথায় থাকেন- বিষয়াদি সংক্রান্ত হাদীস বর্ণনা করার সময় বলতে শুনেছি,

هذه أحاديث صحاح، حملها أهل الحديث، والفقهاء، بعضهم عن بعض، وهي عندنا حق، لا شك فيها؛ ولكن إذا قيل كيف وضع قدمه؟ وكيف يضحك؟ قلنا لا نفسر هذا ولا سمعنا أحداً يفسره.

"এসব হাদীস সহীহ। মুহাদ্দিস ও ফকীহগণ তা পরস্পর থেকে গ্রহণ করেছেন। আমাদের কাছে এসব হক। এতে কোনো প্রকার সন্দেহ নেই। কিন্তু যদি বলা হয়, কীভাবে তিনি তাঁর পা রেখেছেন ও কীভাবে হাসেন? আমরা বলব, আমরা এর ব্যাখ্যা করি না। আর কাউকে ব্যাখ্যা করতেও শুনিনি।

এভাবে দারাকুতনী তার আস-সিফাত গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন।"(৪২০)

সুনাইদ ইবন দাউদ (২২৬ হিজরী)

ইমাম মুহাদ্দিস সুনাইদ ইবন দাউদ আবু আলী আল-মিসসীসী আল-হাফেয, তিনি ইমাম বুখারী ও ইমাম আবু যুর'আর উস্তাদ, তাঁর থেকে বর্ণিত হয়েছে, আল্লাহ তা'আলা 'আরশের উপর,

قَالَ أَبُو حَاتِمٍ الرَّازِيُّ: حَدَّثَنَا أَبُو عِمْرَانَ مُوسَى الطَّرَسُوسِيُّ قَالَ: قُلْتُ لِسُنَيْدِ بْنِ دَاوُدَ هُوَ عَلَى عَرْشِهِ بَائِنٌ مِنْ خَلْقِهِ؟ قَالَ: نَعَمْ. أَلَمْ تَسْمَعْ قَوْلَهُ تَعَالَى: ﴿وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِّينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ﴾ [الزمر:٧٥]

"আবু হাতেম আর-রাযী বলেন, আমাদেরকে আবু 'ইমরান মূসা আত-ত্বারাসূসী বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, আমি সুনাইদ ইবন দাউদকে জিজ্ঞেস করলাম, আল্লাহ কি 'আরশের উপর, তার সৃষ্টিকুল থেকে আলাদা? তিনি বললেন, হ্যাঁ, তুমি কি শোননি আল্লাহর বাণী, "আর আপনি দেখবেন ফিরিশতাদেরকে 'আরশের চারপাশ ঘিরে আছে।"(৪২১)

---

৪১৯. যাহাবী, আল-'উলু, পৃ. ১০৭৬; আল-আরশ ২/৩১০, অনুবাদ: আব্দুল্লাহ মাহমূদ।

৪২০. দারাকুতনী, আস-সিফাত, পৃ. ৬৮-৬৯, নং ৫৭; কাযী আবু ইয়া'লা, ইবতালুত তা'ওয়ীলাত (১/৪৮), নং ১৭; বাইহাকী, আল-আসমা ওয়াস সিফাত (২/১৯৮), নং ৭৬০; ইবন তাইমিয়্যাহ, আল-হামাওয়িয়্যাহ, পৃ. ৮৯। তিনি বলেছেন, এর সনদ সহীহ; যাহাবী, আল-'উলু, পৃ. ১২৭; আল-আরশ, ২/৩০৩; অনুবাদ, আব্দুল্লাহ মাহমূদ; সিয়ারু আ'লামিন নুবালা (১০/৫০৫-৫০৬); ইবন আবদুল হাদী, আল-কালাম আলা মাসআলাতিল ইস্তেওয়া 'আলাল 'আরশ, পৃ. ৬১।

৪২১. যাহাবী, আল-'উলু, পৃ. ১৮৪।

বিশর ইবন হারেস আল-হাফী (২২৭ হিজরী)

তার আক্বীদায় বেশ কিছু জিনিস উল্লেখ করে বলেন,

والإيمان بأن الله على عرشه استوى كما شاء، وأنه عالم بكل مكان، وأن الله يقول، ويخلق، فقوله كن ليس بمخلوق.

"ঈমান আনতে হবে যে, আল্লাহ 'আরশের উপরে উঠেছেন, যেভাবে তিনি চেয়েছেন। তিনি সকল স্থান সম্পর্কে জানেন। আল্লাহ কথা বলেন এবং সৃষ্টি করেন। আল্লাহর কথা "কুন বা হও" শব্দও মাখলূক নয়।"[৪২২]

এটি ইবন বাত্তাহ আল-ইবানাহতে বর্ণনা করেছেন, তিনি ছাড়া অন্যরাও বর্ণনা করেছেন।

মুহাম্মাদ ইবন মুস'আব আল-'আবেদ (২২৮ হিজরী)

মুহাম্মাদ ইবন মুস'আব আল-'আবেদ বলেন,

«مَنْ زَعَمَ أَنَّكَ لا تتكَلَّمُ ولا تُرى في الآخرةِ، فهوَ كافرٌ بوجهكَ، أَشْهَدُ أَنَّكَ فَوْقَ العَرْشِ، فَوْقَ سَبعِ سَمَاوَاتٍ، ليسَ كما تقولُ أعداءُ الله الزنادقةُ».

"যে মনে করে, (হে আল্লাহ) আপনি কথা বলেন না, আখেরাতে আপনাকে দেখা যাবে না, সে আপনার চেহারা-সত্তাকে অস্বীকারকারী কাফির, সে আপনাকে চিনে না। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, আপনি 'আরশের উপরে রয়েছেন, যে 'আরশ সাত আসমানের উপরে, সে রকম নয়, যেমনটি যিন্দীক বা দীন-বিরোধিতাকারীরা বলে থাকে।"

এ বক্তব্য দারাকুতনী আস-সিফাত গ্রন্থে ও আবদুল্লাহ ইবন আহমাদ আস-সুন্নাহতে সহীহ সনদে বর্ণনা করেছেন।[৪২৩]

নু'আঈম ইবন হাম্মাদ আল-খুযা'ঈ (২২৯ হিজরী)

ইমাম বুখারীর উস্তাদ হাফেযে হাদীস ইমাম নু'আঈম ইবন হাম্মাদ আল্লাহর বাণী: ﴿وَهُوَ مَعَكُمۡ﴾ "তিনি (আল্লাহ) তোমাদের সাথে"-এর ব্যাখ্যায় বলেন,

انه لا يخفى عليه خافية بعلمه، الا ترى قوله مَا يَكُونُ مِن نَّجۡوَىٰ ثَلَٰثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمۡ الآية، اراد: انه لا يخفى عليه خافية.

"আল্লাহর জ্ঞান থেকে কোনো কিছুই গোপন নেই। তুমি কি আল্লাহর বাণী দেখো না- "তিন জনের কোনো গোপন পরামর্শ হয় না যাতে চতুর্থজন হিসেবে আল্লাহ থাকেন না"। এ আয়াতের

৪২২. যাহাবী, আল-'উলূ, পৃ. ১২৭; আরবা'ঈন, ৪৩; আল-আরশ, ২/৩১২; অনুবাদ, আব্দুল্লাহ মাহমুদ; ইবন আবদুল হাদী, আল-কালাম আলা মাসআলাতিল ইস্তেওয়া 'আলাল 'আরশ, পৃ. ৬৩।

৪২৩. আস-সুন্নাহ (১/১৭৩) নং ২১০; দারাকুতনী, আস-সিফাত, পৃ. ৭২-৭৩, নং ৬৪; বাগদাদী, তারীখু বাগ' (৩/২৮০); যাহাবী, আল-'উলূ, পৃ. ১২৪; আল-আরশ ২/৩১০, অনুবাদ: আব্দুল্লাহ মাহমুদ; ইবন আবদু' আল-কালাম আলা মাসআলাতিল ইস্তেওয়া 'আলাল 'আরশ, পৃ. ৫৮।

মাধ্যমে আল্লাহ বুঝাতে চেয়েছেন যে, তাঁর থেকে কিছুই গোপন নেই।"[৪২৪]

নু'আঈম ইবন হাম্মাদ অন্যত্র বলেন,

من شبه الله بشيء من خلقه فقد كفر، ومن أنكر ما وصف الله به نفسه فقد كفر، وليس ما وصف الله به نفسه ولا رسوله تشبيها.

যে আল্লাহকে সৃষ্টির কোনোকিছুর সাথে সাদৃশ্য দিলো, সে কুফুরী করলো। যে ব্যক্তি এমন গুণকে অস্বীকার করলো যে গুণের বর্ণনা স্বয়ং আল্লাহ নিজের ক্ষেত্রে দিয়েছেন, সে কুফুরী করলো। আল্লাহ নিজের ক্ষেত্রে যে গুণের বর্ণনা দিয়েছেন বা তাঁর রাসূল যে গুণের বর্ণনা দিয়েছেন, তাতে কোনো সাদৃশ্য দেয়া হয়নি।[৪২৫]

ইমাম যাহাবী বলেন, উভয় বক্তব্য তাঁর থেকে সহীহ।[৪২৬]

মুহাম্মাদ ইবন সা'ঈদ ইবন হান্নাদ আল-বূশাঞ্জী (২৩০ হিজরী)

ইমাম হাফেয মুহাম্মাদ ইবন সা'ঈদ ইবন হান্নাদ আল-বূশাঞ্জী বলেন,

هَذَا مَا رَأَيْنَا عَلَيْهِ أَهْلَ الْأَمْصَارِ وَمَا دَلَّتْ عَلَيْهِ مَذَاهِبُهُمْ فِيهِ، وَإِيضَاحُ مِنْهَاجِ الْعُلَمَاءِ وَطُرُقِ الْفُقَهَاءِ، وَصِفَةِ السُّنَّةِ وَأَهْلِهَا أَنَّ اللهَ فَوْقَ السَّمَاءِ السَّابِعَةِ عَلَى عَرْشِهِ بَائِنٌ مِنْ خَلْقِهِ، وَعِلْمُهُ وَقُدْرَتُهُ وَسُلْطَانُهُ بِكُلِّ مَكَانٍ.

"এ হচ্ছে তা, যার উপর আমি প্রখ্যাতদেরকে দেখেছি, আর যার উপর তাদের মতামত প্রমাণ করছে, যার দ্বারা আলেমগণের পদ্ধতি প্রকাশিত হয়েছে, ফকীহগণের নীতি বর্ণিত হয়েছে, সুন্নাহ ও তার অনুসারীদের বৈশিষ্ট্য হিসেবে পরিগণিত হয়েছে, তা হচ্ছে যে, আল্লাহ তা'আলা সাত আসমানের উপরে, 'আরশের উপরে, তার সৃষ্টিকুল থেকে আলাদা। তার জ্ঞান, ক্ষমতা ও প্রতিপত্তি সকল জায়গায়।"[৪২৭]

আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মাদ ইবন যিয়াদ ইবনুল আ'রাবী (২৩১ হিজরী)

- ইবনুল আ'রাবীকে 'ইস্তেওয়া' সম্পর্কে প্রশ্ন করা হয়েছিল, তখন তিনি বলেন, আল্লাহ যেভাবে বলেছেন সেভাবে তিনি তাঁর 'আরশের উপর রয়েছেন। তখন লোকটি বললো, হে আবু আবদুল্লাহ, তার অর্থ তো 'ইস্তাওলা' (করায়ত্ত্ব করা)। তখন ইবনুল আ'রাবী বললেন, তোমাকে কে বলল? আরবরা ততক্ষণ কোনো কিছুকে 'ইস্তাওলা' বলে না, যতক্ষণ পর্যন্ত

৪২৪. ইবন বাত্তাহ, আল-ইবানাহ (৩/১৪৬), নং ১০৬; যাহাবী, আল-'উলূ, পৃ. ১২৩, সীয়ার (১০/৬১১); ইবনুল কাইয়্যেম, ইজতিমা'উল জুয়ূশ, পৃ ২২১; মুখতাসারুল 'উলূ ১৮৪; ইবন আবদুল হাদী, আল-কালাম আলা মাসআলাতিল ইস্তেওয়া 'আলাল 'আরশ, পৃ. ৬২।

৪২৫. ইবন তাইমিয়্যাহ, মাজমু'উল ফাতাওয়া, (৫/১৯৬); যাহাবী, আল-'উলূ, ১২৬; ইবনুল কাইয়্যেম, ইজতিমা'উল জুয়ূশ, পৃ. ২২১; ইবন আবদুল হাদী, আল-কালাম আলা মাসআলাতিল ইস্তেওয়া 'আলাল 'আরশ, পৃ. ৬২।

৪২৬. দু'টো বক্তব্যই ইমাম যাহাবী তাঁর আল-আরশ গ্রন্থে নিয়ে এসেছেন। ২/৩০৫; অনুবাদ আব্দুল্লাহ মাহমুদ।

৪২৭. ইবনুল কাইয়্যেম, ইজতিমা'উল জুয়ূশ, পৃ. ২৪২; যাহাবী, আল-'উলূ, পৃ. ২০৭।

তার বিরুদ্ধে কেউ সোচ্চার না হবে। তাদের মধ্যে যে প্রাধান্য পাবে তাকে বলা হয় 'ইস্তাওলা'।[৪২৮]

- আবু বকর মুহাম্মাদ ইবন আহমাদ ইবনুন নাদ্বর বলেন, "আবু আবদুল্লাহ ইবনুল আ'রাবী আমাদের প্রতিবেশী ছিলেন, তাঁর রাত ছিল অত্যন্ত সুন্দর (ইবাদাতে কাটাতেন তিনি)। আমাদের কাছে জানানো হলো যে, ইবন আবী দুয়াদ তাকে প্রশ্ন করে বলেছিলেন, "তুমি কি আরবী ভাষায় 'ইস্তাওয়া' এর অর্থ 'ইস্তাওলা' বলে কিছু জান? জবাবে তিনি বললেন, "আমি জানি না।"[৪২৯]
- ফিকহে যাহেরী মতবাদের ইমাম দাঊদ ইবন আলী ইবন খালাফ আল-আসফাহানী (মৃত্যু: ২০১ হিজরী) বলেন, বিশর ইবন গিয়াস আল-মারিসী বলত, 'সুবহানা রাব্বিয়াল আসফাল'। তিনি তখন তার উত্তরে বলেন, এটি মারিসীর মূর্খতা প্রমাণ করে, আরও প্রমাণ করে যে, এটা সম্পূর্ণরূপে কুরআনের ভাষ্যের বিরুদ্ধে অবস্থান, কারণ আল্লাহ তা'আলা তার বাণীতে বলেন, "তোমরা কি নির্ভয় হয়ে গেছ তার ব্যাপারে, যিনি আসমানের উপর রয়েছেন?" [সূরা আল-মুলক, আয়াত: ১৬][৪৩০]

ইমাম ইয়াহইয়া ইবন মা'ঈন (২৩৩ হিজরী)

ইমাম ইয়াহইয়া ইবন মা'ঈন বলেন,

إذا قال لك الجهمي: كيف ينزل؟ فقل: كيف صعد؟

"যদি তোমাকে কোনো জাহমিয়্যাহ প্রশ্ন করে, আল্লাহ কীভাবে অবতরণ করেন? জবাবে তাকে বলো, কীভাবে ঊর্ধ্বে ওঠেছেন?

এটি ইবন বাত্তাহ 'আল-ইবানাহ'-তে নাজ্জাদ থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি জা'ফর ইবন আবু 'উসমান ত্বায়ালিসী থেকে, তিনি ইয়াহইয়া ইবন মা'ঈন থেকে।[৪৩১]

---

৪২৮. আল-গারীবাইন (৩/৯৫৭-৯৫৮); শারহু উসূলে ই'তিকাদি আহলিস সুন্নাতি ওয়াল জামা'আত (৩/৩৯৯), নং ৪৬৫; খত্বীব আল-বাগদাদী, তারীখে মাদীনাতিস সালাম (৫/২৮৪); বাইহাকী, আল-আসমা ওয়াস সিফাত, ৪১৫; ইবন কুদামা, ইসবাতু সিফাতিল উলু, পৃ. ১৭৪; ইবনুল কাইয়্যেম, ইজতিমা'উল জুয়ূশিল ইসলামিয়্যাহ, ২৬৫; ইবন হাজার, ফাতহুল বারী (১৩/৪১৭)।

৪২৯. ইবন বাত্তাহ, আল-ইবানাতুল কুবরা (৩/১৬১-১৬৭); শারহু উসূলে ই'তিকাদি আহলিস সুন্নাতি ওয়াল জামা'আত (৩/৪৪৩), নং ৬৬৭; বাইহাকী, আল-আসমা ওয়াস সিফাত পৃ. ৪১৫; ইজতিমা'উল জুয়ূশ পৃ. ২৬৫; মুখতাসারুস সাওয়ায়িক (২/১২৭); ইবন হাজার, ফাতহুল বারী (১৩/৪১৭)।

৪৩০. ইবনুল কাইয়্যেম, ইজতিমা'উল জুয়ূশ ২৬৬।

৪৩১. আল-ইবানাহ (৩/২০৬), নং ১৬১; কাযী আবু ইয়া'লা, ইবতালুত তা'ওয়ীলাত (১/৫১), নং ২৩; লালেকাঈ, আস-সুন্নাহ (৩/৪৫৩), নং ৭৭৬, ইবনু তাইমিয়্যাহ, মাজমু'উল ফাতাওয়া (৫/৩৭৮); যাহাবী, আল-আরবা'ঈন, ৭০১, নং ৫৮; আল-'উলু, পৃ. ১২৯; আল-আরশ ২/৩১০, অনুবাদ: আব্দুল্লাহ মাহমুদ; ইবনুল কাইয়্যেম, ইজতিমা'উল জুয়ূশ, পৃ. ২২৮-২২৯; আবদুল কাদীর জীলানী, গুনিয়াতুত তালেবীন, পৃ. ২৮, ফা. ৮৯।

ইমাম আবু মা'মার ইসমা'ঈল ইবন ইবরাহীম ইবন মা'মার আল-কাতী'ঈ (২৩৬ হিজরী)

আবু মা'মার আল-কাতী'য়ী রাহিমাহুল্লাহ, যিনি ইমাম বুখারী, মুসলিম, আবু দাঊদ, নাসায়ী প্রমুখগণের উস্তাদ, যার হাদীস তারা তাদের গ্রন্থে নিয়ে এসেছেন, তিনি বলেন,

«آخرُ كلامِ الجهميَّةِ أنَّه ليسَ في السَّماءِ إلهٌ».

"জাহমিয়্যাদের শেষ কথা হচ্ছে, আসমানের উপর কোনো ইলাহ নেই।"[৪৩২]

এ উক্তিটি বর্ণনার পরে ইমাম যাহাবী বলেন, বরং তারা বলে, আল্লাহ আসমান ও যমীনে, আসমানের উপরে থাকার বিশেষত্বকে তারা অস্বীকার করে, অথচ উম্মতে মুহাম্মাদীর সকলের কথা হচ্ছে, আল্লাহ তিনি আসমানের উপরে, উম্মতে মুহাম্মাদী সেটার সাথে একাত্মতা পোষণ করে যা কুরআন ও সুন্নাহ'র ভাষ্যে এসেছে। তারা কালামশাস্ত্রবিদদের অপব্যাখ্যায় প্রবেশ করে না। সকলেই দৃঢ়ভাবে বলে, "তাঁর মত কোনো কিছু নেই"। [সূরা আশ-শূরা, আয়াত: ১১][৪৩৩]

ইমাম ইসহাক ইবন রাহওয়াইহ আল-মারওয়াযী (২৩৮ হিজরী)

- ইমাম হারব ইবন ইসমা'ঈল আল-কিরমানী বলেন, আমি ইসহাক ইবন ইবরাহীম ইবন মাখলাদ রাহওয়াইহ আল-মারওয়াযীকে জিজ্ঞেস করেছি,

  «قول الله تبارك وتعالى: ﴿مَا يَكُونُ مِن نَّجْوَىٰ ثَلَٰثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ﴾ كيف تقول فيه؟ قال: حيث ما كنتَ هو أقرب إليك من حبل الوريد، وهو بائن من خلقه، قلت لإسحاق: على العرش بحدٍ؟ قال: نعم بحدٍ. وذكر عن ابن المبارك، قال: هو على عرشه بائن من خلقه...

  "মহান আল্লাহ তাবারক ওয়া তা'আলার বাণী, (যেকোনো তিনজনের শলা পরামর্শ হলেই তিনি চতুর্থজন, পাঁচজন হলেই তিনি ষষ্ঠজন), আপনি এ ব্যাপারে কী বলেন? তিনি বলেন, যেখানেই তুমি থাক তিনি সেখানেই তোমার ঘাড়ের ধমনী হতেও নিকটে, অথচ তিনি সকল সৃষ্টি থেকে আলাদা। আমি ইসহাককে জিজ্ঞেস করলাম, 'আরশের উপর সুনির্দিষ্ট করে? তিনি বললেন, হ্যাঁ, 'আরশের উপর সুনির্দিষ্ট করে। তারপর তিনি ইবনুল মুবারক থেকে বর্ণনা করলেন, ইবনুল মুবারক বলেছেন, তিনি তাঁর 'আরশের উপরে, সৃষ্টিকুল থেকে আলাদা...।"[৪৩৪]

- অন্যত্র হারব ইবন ইসমা'ঈল বলেন, ইসহাক ইবন রাহওয়াইহ আমাকে নিজে পড়ে উচ্চারণ করে বলেছেন,

  «إن الله تبارك وتعالى وصف نفسه في كتابه بصفاتٍ استغنى الخَلْقُ أن يصفوه بغير ما وصف به نفسه؛ من ذلك...قوله: ﴿وَتَرَى ٱلْمَلَٰٓئِكَةَ حَآفِّينَ مِنْ حَوْلِ ٱلْعَرْشِ﴾ وآيات مثلها يصف العرش. وقد ثبتت الروايات

---

৪৩২. যাহাবী, আল-'উলূ, পৃ. ২০৭; আল-আরশ ২/৩১০, অনুবাদ: আব্দুল্লাহ মাহমুদ।

৪৩৩. যাহাবী, আস-সিয়ার (১১/৭০-৭১)।

৪৩৪. হারব ইবন ইসমা'ঈল আল-কিরমানী, কিতাবুস সুন্নাহ ১৮৭-১৮৮; ইবন আবদুল হাদী, আল-কালাম আলা মাসআলাতিল ইস্তেওয়া 'আলাল 'আরশ, পৃ. ৬৪।

في العرش، وأعلى شيء فيه وأثبته: قول الله: ﴿ٱلرَّحۡمَٰنُ عَلَى ٱلۡعَرۡشِ ٱسۡتَوَىٰ﴾

"নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা তাঁর কিতাবে তাঁর নিজেকে এতসব গুণে গুণান্বিত করেছেন, ফলে সৃষ্টিকুল তাঁর (আর নতুন কোনো) গুণ বর্ণনা করা থেকে অমুখাপেক্ষী হয়েছেন। কেবল তাই বর্ণনা করবে যা তিনি স্বয়ং নিজেকে গুণান্বিত করেছেন। তন্মধ্যে অন্যতম হচ্ছে, তাঁর বাণী,... "আর আপনি দেখতে পাবেন ফিরিশতাদেরকে যে, তারা 'আরশের চারপাশে ঘিরে আছেন, অনুরূপ আরও অনেক আয়াত যেগুলোতে তিনি 'আরশের বর্ণনা দিয়েছেন। 'আরশ সম্পর্কে বহু হাদীসের বর্ণনাও সাব্যস্ত হয়েছে। তন্মধ্যে সবচেয়ে উপরে ও প্রামাণ্য হচ্ছে আল্লাহর বাণী, 'রহমান 'আরশের উপর উঠেছেন"।[৪৩৫]

- অনুরূপভাবে ইমাম খাল্লাল তার সুন্নাহ গ্রন্থে ইমাম ইসহাক ইবন রাহওয়াইহ থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন,

قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى﴾ [طه: ٥] إِجْمَاعُ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنَّهُ فَوْقَ الْعَرْشِ اسْتَوَى وَيَعْلَمُ كُلَّ شَيْءٍ أَسْفَلَ الْأَرْضِ السَّابِعَةِ وَفِي قُعُورِ الْبِحَارِ. . . وَرُءُوسِ الْجِبَالِ، وَبُطُونِ الْأَوْدِيَةِ، وَفِي كُلِّ مَوْضِعٍ كَمَا يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ وَمَا دُونَ الْعَرْشِ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا وَلَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ إِلَّا قَدْ عَرَفَ ذَلِكَ كُلَّهُ وَأَحْصَاهُ، لَا يُعْجِزُهُ مَعْرِفَةُ شَيْءٍ عَنْ مَعْرِفَةِ غَيْرِهِ.

"মহান আল্লাহ বলেন, 'রহমান 'আরশের উপর উঠেছেন।' [সূরা ত্বা-হা, আয়াত: ০৫], এ ব্যাপারে আলেমগণের ইজমা' রয়েছে যে, 'তিনি (আল্লাহ) 'আরশের উপর উঠেছেন', তবে তিনি জানেন সবকিছু, সাত যমীনের নিচের, সমুদ্রের গভীরের, পাহাড়ের চূড়ার, উপত্যকার কোলের এবং এমন সব জায়গার খবর, যেমন তিনি জানেন, যা সাত আসমানে রয়েছে, 'আরশের নিচে রয়েছে, প্রত্যকটি বস্তুকে তিনি জ্ঞানে পরিবেষ্টন করে আছেন। যমীনে এমন কোনো পাতা পড়ে না যা তিনি জানেন না, অনুরূপ ডাঙ্গা ও সমুদ্রের অন্ধকারে কোনো দানাই পতিত হোক না কেন তার সবই তিনি জানেন, যথাযথ হিসেব করে রেখেছেন, কোনো জিনিস জানা তাকে অপর জিনিস জানার ব্যাপারে অপারগ করে দেয় না।"[৪৩৬]

ইমাম যাহাবী ইমাম ইসহাক ইবন রাহওয়াইহ এর এ ভাষ্যটির উপর সংক্ষিপ্ত মন্তব্য করে বলেন, "শোন, তোমার জন্য আফসোস, এ ইমামের কথা শোন, কীভাবে তিনি এ সম্মানিত মাসআলায় (আল্লাহর 'আরশের উপর উঠার মাসআলায়) সকলের ঐকমত্য বর্ণনা করেছেন।[৪৩৭]

অপর বর্ণনায় আহমদ ইবন সালামাহ বলেন,

سَمِعت إِسْحَاق بن رَاهَوَيْه يَقُول جمعني وَهَذَا المبتدع يَعْنِي إِبْرَاهِيم بن أبي صَالح مجْلِس الْأَمِير عبد الله بن طَاهِر فَسَأَلَنِي الْأَمِير عَن أَخْبَار النُّزُول فسردتها فَقَالَ ابْن أبي صَالح كفرت بِرَب ينزل من سَمَاء إِلَى سَمَاء فَقلت آمَنت بِرَب يفعل مَا يَشَاء.

---

৪৩৫. হারব ইবন ইসমা'ঈল আল-কিরমানী, কিতাবুস সুন্নাহ: ১৯৩।

৪৩৬. আল-খাল্লাল, আস-সুন্নাহ; ইবনুল কাইয়্যিম, ইজতিমা'উল জুয়ূশিল ইসলামিয়্যাহ (২/২২৬)।

৪৩৭. যাহাবী, আল-'উলূ, পৃ. ১১২৮।

"ইসহাক্ব ইবন রাহওয়াইহকে বলতে শুনেছি, আমাকে এবং ঐ বিদ'আতী অর্থাৎ ইবরাহীম ইবন আবী সালেহকে আমীর আবদুল্লাহ ইবন ত্বাহের এর বৈঠকখানা একত্রিত করে দিল, তখন আমাকে আমীর আল্লাহ তা'আলার নিকটতম আসমানে নাযিল হওয়া সংক্রান্ত হাদীস সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে, তখন আমি সেগুলো অনবরত বর্ণনা করলাম। এতে ইবন আবী সালেহ বলে বসল, আমি এমন রবের সাথে কুফুরী করলাম, যিনি এক আসমান থেকে অপর আসমানে নেমে আসেন, তখন আমি বললাম, আমি এমন রবের ওপর ঈমান আনলাম যিনি যা ইচ্ছা তা করেন।"[৪৩৮]

আবদুল আযীয ইবন ইয়াহইয়া আল-কিনানী (২৪০ হিজরী)

আবদুল আযীয ইবন ইয়াহইয়া আল-কিনানী হলেন বিখ্যাত 'হাইদাহ' গ্রন্থকার। তিনি কুরআন সৃষ্টির মাসআলায় মামুন ইবন হারুনুর রশীদের দরবারে বিশর আল-মারিসীর সাথে বাহাস-মুনাযারা করেন। সে মুনাযারা ২১৮ হিজরীতে হওয়ার কথা। কেননা সে বছর মামুন এ ফিতনার জন্ম দেন। কুরআনের মাসআলায় মানুষ ফিতনায় নিপতিত হয়। সে বছরের শেষের দিকে বিশর আল-মারীসী মারা যায়। আবদুল আযীয ইবন ইয়াহইয়া কিনানী স্বীয় আর-রাদ্দু 'আলাল জাহমিয়্যাহ গ্রন্থে বলেন,

باب قول الجهمي في قوله تعالى الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى زعمت الجهمية أنما معنى استوى: استولى، من قول العرب: استوى فلان على مصر، يريد استولى عليها. والبيان لذلك يقال له: هل يكون خلق من خلق الله أتت عليه مدة ليس الله بمستول عليه؟، فإذا قال: لا، قيل له: فمن زعم ذلك فمن قوله، فمن زعم ذلك فهو كافر، فيقال له: يلزمك أن تقول إن العرش قد أتت عليه مدة ليس الله بمستول عليه، وذلك لأنه أخبر سبحانه وتعالى أنه خلق العرش قبل خلق السموات والأرض ثم استوى عليه بعد خلقهن، فيلزمك أن تقول المدة التي كان العرش قبل خلق السموات والأرض ليس الله بمستول عليه

"অনুচ্ছেদ, আল্লাহর বাণী: "রহমান 'আরশের উপরে উঠেছেন" এ ব্যাপারে জাহমিয়্যাদের মত। জাহমিয়্যারা মনে করে থাকে, 'ইস্তিওয়া- অর্থ 'ইস্তাওলা' বা দখল করা, যেমন আরববাসী বলে থাকে- অমুক মিসরে ইস্তিওয়া হয়েছে, অর্থাৎ সে মিসরের ক্ষমতা দখল করেছে।

জবাবে তাকে বলা হবে, আল্লাহর কোনো সৃষ্টি কি এমন সময় অতিক্রম করেছে, যে সময় আল্লাহ তার উপরে ক্ষমতা রাখতেন না? যদি সে বলে, না। তখন তাকে বলতে হবে, কেউ যদি এরূপ কথা বলে তার হুকুম কী? সে অবশ্যই জবাব দিবে যে, এমন ব্যক্তি কাফির। তখন তাকে বলতে হবে, আপনার কথানুসারে আপনি বলতে বাধ্য যে, 'আরশ এমন একটা সময় অতিক্রম করেছে যখন তার ওপর আল্লাহর ক্ষমতা ছিল না। কেননা আল্লাহ বলেছেন, "তিনি আসমান ও

৪৩৮. বাইহাক্বী, আল-আসমা ওয়াস সিফাত (২/৩৭৫-৩৭৬), নং ৯৫১; লালেকাঈ, শারহু উসুলি ই'তিক্বাদি আহলিস সুন্নাতি ওয়াল জামা'আহ (৩/৪৫২), নং ৭৭৪; যাহাবী, আল-'উলু, পৃ. ১৩১; আল-'আরশ (২/৩২২), অনুবাদ: আব্দুল্লাহ মাহমূদ; আল-আরবা'ঈন পৃ. ৭১, নং ৫৯; তারীখুল ইসলাম, ঘটনাপঞ্জী ২৩১-২৪০, পৃ. ৮৯; ইবন আবদুল হাদী, আল-কালাম আলা মাসআলাতিল ইস্তেওয়া 'আলাল 'আরশ, পৃ. ৬৫।

যমীন সৃষ্টির পূর্বে 'আরশ সৃষ্টি করেছেন। 'আরশের উপর ইস্তিওয়া বা উপরে উঠেছেন আসমান ও যমীন সৃষ্টির পরে।" অতএব, আপনি আপনার কথানুযায়ী বলতে বাধ্য, আসমান ও যমীন সৃষ্টি পূর্ব পর্যন্ত আল্লাহ 'আরশের উপর ক্ষমতা রাখতেন না। (না'উযুবিল্লাহ) তারপর তিনি তা প্রমাণ করার জন্য অনেক লম্বা আলোচনা করেছেন এবং কিতাব ও সুন্নাহ থেকে দলীল পেশ করেছেন।[৪৩৯]

যাহাবী বলেন, অনুরূপভাবে যে বলে ইস্তিওয়া শব্দের অর্থ মিলক বা ক্বাহার তথা রাজত্ব ও কর্তৃত্ব তার উত্তরও একই রকম। কেননা তার কথানুসারেও আল্লাহ আসমান ও যমীন সৃষ্টির পূর্বে 'আরশের কর্তৃত্ব ও রাজত্বের অধিকারী ছিলেন না। (না'উযুবিল্লাহ)[৪৪০]

ইমাম কুতাইবাহ ইবন সা'ঈদ আল-বাগলানী (২৪০ হিজরী)

প্রখ্যাত মুহাদ্দিস ইমাম কুতাইবাহ ইবন সা'ঈদ আল-বাগলানী রাহিমাহুল্লাহ বলেন,

«هَذَا قَوْلُ الْأَئِمَّةِ الْمَأْخُوذِ فِي الْإِسْلَامِ وَالسُّنَّةِ: الرِّضَا بِقَضَاءِ اللهِ وَالِاسْتِسْلَامُ لِأَمْرِهِ، وَالصَّبْرُ عَلَى حُكْمِهِ، وَالْإِيمَانُ بِالْقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ،... وَيَعْرِفُ اللهَ فِي السَّمَاءِ السَّابِعَةِ عَلَى عَرْشِهِ كَمَا قَالَ: ﴿الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى، لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا تَحْتَ الثَّرَى﴾.

"এ হচ্ছে ইসলাম ও সুন্নায় যাদের কথা গ্রহণযোগ্য সেসব ইমামদের মত, আল্লাহর ফয়সালার ব্যাপারে সন্তুষ্ট হওয়া, তাঁর নির্দেশের কাছে নিজেকে সঁপে দেয়া, তাঁর হুকুমের ওপর সবর করা, তাক্বদীরে ভালো ও মন্দ সবই আছে তার ওপর ঈমান আনা,... আর আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামা'আত তারা আল্লাহকে চিনে যে, তিনি সপ্ত আসমানে তাঁর 'আরশের উপর রয়েছেন, যেমনটি তিনি বলেছেন, "রহমান 'আরশের উপর উঠেছেন, তাঁর সবকিছুর মালিকানা, যা আসমানসমূহে রয়েছে, যা যমীনে রয়েছে, যা এতদুভয়ের মাঝে রয়েছে আর যা মাটির নিচে রয়েছে"।[৪৪১] ইমাম যাহাবী রাহিমাহুল্লাহ এ ইমামের ভাষ্যের ওপর মন্তব্য করে বলেন, এ হচ্ছেন ইমাম কুতাইবাহ যিনি প্রখ্যাত ইমাম ছিলেন, তাঁর সত্যবাদিতা দিয়ে জগদ্বিখ্যাত হয়েছেন, তিনি এ মাসআলায় (আল্লাহ তাঁর 'আরশের উপর উঠার বিষয়ে) আহলুল ইসলাম ওয়া আহলুস সুন্নাহ'র ঐকমত্য বর্ণনা করেছেন, যিনি ইমাম মালিক, লাইস, হাম্মাদ ইবন যায়েদ এবং বড় বড় আলেমগণের সাথে সাক্ষাৎ করে তাদের থেকে জ্ঞান অর্জন করেছেন আর তার দরজায় তৎকালীন সকল হাফেযদের ভীড় লেগেই থাকতো।[৪৪২]

---

৪৩৯. ইবন তাইমিয়্যাহ, দারউ তাআরুদ্বিল আকলি ওয়ান নাকল (৬/১১৫-১১৯); ইবনুল কাইয়্যেম, ইজতিমা'উল জুয়ূশ, পৃ. ২১৯-২১০; কাসিমী, মাহাসিনুল তা'ওয়ীল, পৃ. ২৭৯।

৪৪০. ইমাম আব্দুল আযীয আল-কিনানীর পুরো বক্তব্য নিয়ে এসেছেন, ইমাম যাহাবী, আল-আরশ ২/২৯৬, অনুবাদ: আব্দুল্লাহ মাহমূদ।

৪৪১. আবু আহমাদ আল-হাকিম, শি'আরু আসহাবিল হাদীস পৃ. ৩০-৩১।

৪৪২. যাহাবী, আল-'উলূ, পৃ. ১১০৩।

ইমাম আবদুস সালাম ইবন সা'ঈদ ইবন হাবীব 'সাহনূন' আল-ক্বাইরোয়ানী (২৪০ হিজরী)

প্রখ্যাত ফকীহ ও মুহাদ্দিস ইমাম আব্দুস সালাম ইবন সা'ঈদ ইবন হাবীব 'সাহনূন' আল-ক্বাইরোয়ানী আল-মালেকী রাহিমাহুল্লাহ বলেন,

عَنْ يَحْيَى بنِ عَوْنٍ، قَالَ: دَخَلْتُ مَعَ سَحْنُوْنَ عَلَى ابْنِ القَصَّارِ وَهُوَ مَرِيْضٌ، فَقَالَ: مَا هَذَا القَلَقُ؟

قَالَ لَهُ: المَوْتُ وَالقُدُوْمُ عَلَى اللهِ.

قَالَ لَهُ سَحْنُوْنُ: أَلَسْتَ مُصَدِّقاً بِالرُّسُلِ وَالبَعْثِ وَالحِسَابِ، وَالجَنَّةِ وَالنَّارِ، وَأَنَّ أَفْضَلَ هَذِهِ الأُمَّةِ أَبُو بَكْرٍ ثُمَّ عُمَرُ، وَالقُرْآنُ كَلاَمُ اللهِ غَيْرُ مَخْلُوْقٍ، وَأَنَّ اللهَ يُرَى يَوْمَ القِيَامَةِ، وَأَنَّهُ عَلَى العَرْشِ اسْتَوَى، وَلاَ تَخْرُجُ عَلَى الأَئِمَّةِ بِالسَّيْفِ، وَإِنْ جَارُوا.

قَالَ: إِيْ وَاللهِ.

فَقَالَ: مُتْ إِذَا شِئْتَ، مُتْ إِذَا شِئْتَ.

"ইয়াহইয়া ইবন 'আউন বলেন, আমি সাহনূনকে সাথে নিয়ে ইবনুল কাসসার এর অসুস্থতায় তাকে দেখতে গেলাম, সাহনূন তখন বললেন, কিসের জন্য এত পেরেশান ও দুশ্চিন্তায়?

তিনি বললেন: মৃত্যু ও আল্লাহর কাছে আগমনের আশঙ্কায়।

তখন সাহনূন তাকে বললেন: আপনি কি রাসূলগণের ওপর, পুনরুত্থানের ওপর, হিসাব-নিকাশের ওপর, জান্নাত ও জাহান্নামের ওপর বিশ্বাস করেন না? আপনি কি বিশ্বাস করেন না যে, এ উম্মতের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তি হচ্ছেন, আবু বকর ও 'উমার? আর কুরআন আল্লাহর বাণী, তা সৃষ্ট নয়, আর আল্লাহকে কিয়ামতের দিন দেখা যাবে, আর এটাও কি বিশ্বাস করেন না যে আল্লাহ তার 'আরশের উপর উঠেছেন? আর শাসকদের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করা যাবে না, যদিও তারা যুলুম করে?

উত্তরে ইবনুল কাসসার বললেন: অবশ্যই হ্যাঁ, আল্লাহর শপথ করে বলছি।

সাহনূন বলেন, তাহলে যখন ইচ্ছা আপনি মারা যান, যখন ইচ্ছা আপনি মারা যান।"[৪৪৩]

ইমাম আহমাদ ইবন হাম্বল (২৪১ হিজরী)

আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের ইমাম, যিনি জাহমিয়্যাদের বিরুদ্ধে একাই পাহাড়সম দাঁড়িয়েছিলেন, যার দিকে সম্পর্কযুক্ত হতে পারা ঈমানদারের জন্য গর্বের বিষয়। যার প্রতি বিদ্বেষ পোষণকে অন্তরের বক্রতা হিসেবে ধর্তব্য, যিনি আল্লাহর 'আরশের উপর উঠা এবং 'আরশের উপর থাকা সংক্রান্ত আকীদায় তারই মতো আরও ইমাম যেমন আবু হানীফা, আওযা'ঈ, সুফইয়ান সাওরী, মালিক ও শাফে'য়ীসহ অন্যান্য মহৎ ব্যক্তিত্বের বক্তব্যের অনুরূপ

৪৪৩. যাহাবী, সিয়ারু আ'লামিন নুবালা (১২/৬৭)।

বক্তব্য প্রদান করেছেন। নিম্নে আমরা তার কয়েকটি নমুনা তুলে ধরছি:

- ইমাম আহমাদ ইবন হাম্বল আর-রাদ্দু 'আলায যানাদিকাতি ওয়াল জাহমিয়্যাহ গ্রন্থে বলেন, সে গ্রন্থ সংকলন ও বর্ণনা করেছেন তার সন্তান আবদুল্লাহ-

باب بيان ما أنكرت الجهمية أن يكون الله على العرش، قلت لهم: أنكرتم أن يكون الله على العرش، وقد قال: الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى وقد قال: الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى فقالوا: هو تحت الأرض السابعة، كما هو على العرش، وفي السموات وفي الأرض.

فقلنا: قد عرف المسلمون أماكن كثيرة ليس فيها من عظمة الرب شيء، أجسامكم وأجوافكم والحشوش والأماكن القذرة ليس فيها من عظمته شيء، وقد أخبرنا عز وجل أنه في السماء فقال تعالى: أَأَمِنتُم مَّن فِي السَّمَاءِ أَن يَخْسِفَ بِكُمُ الأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ. أَمْ أَمِنتُم مَّن فِي السَّمَاءِ أَن يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا، إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ [وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ] ، إِنِّي مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ إِلَيَّ ، بَلْ رَفَعَهُ اللهُ إِلَيْهِ يَخَافُونَ رَبَّهُم مِنْ فَوْقِهِم فقد أخبر سبحانه أنه في السماء

"অধ্যায়: জাহমিয়্যারা আল্লাহর 'আরশের উপরে থাকাকে অস্বীকার করে। আমি তাদেরকে বললাম, তোমরা আল্লাহর 'আরশের উপরে থাকাকে অস্বীকার করো। অথচ আল্লাহ বলেন, "পরম করুণাময় 'আরশের উপর উঠেছেন" তারা বললো, আল্লাহ সাত যমীনের নিচে যেমনটি তিনি 'আরশের উপরে, আসমানে, যমীনে। আমরা বললাম, মুসলিমরা এমন অনেক স্থান জানে যেখানে রবের মহত্ত্বের কিছুই নেই। তোমাদের দেহে, তোমাদের ভিতরে, পায়খানায় ও খারাপ স্থানে আল্লাহর মহত্ত্বের কিছুই নেই। আল্লাহ আমাদের জানিয়েছেন, তিনি আসমানের উপরে। আল্লাহ বলেন,

"যিনি আসমানে আছেন, তিনি তোমাদের সহ যমীন ধসিয়ে দেয়া থেকে কি তোমরা নিরাপদ হয়ে গেছ, অতঃপর আকস্মিকভাবে তা থর থর করে কাঁপতে থাকবে? যিনি আসমানে আছেন, তিনি তোমাদের উপর পাথর নিক্ষেপকারী ঝড়ো হাওয়া পাঠানো থেকে তোমরা কি নিরাপদ হয়ে গেছ?" "তাঁরই পানে উত্থিত হয় ভালো কথা আর নেক আমল তিনি তা উপরে উঠান।" "নিশ্চয় আমি তোমাকে পরিগ্রহণ করব, তোমাকে আমার দিকে উপরে উঠিয়ে নিবো।" "বরং আল্লাহ তাঁর কাছে তাকে তুলে নিয়েছেন।" "তারা তাদের উপরস্থ রবকে ভয় করে।" এভাবে আল্লাহ সংবাদ দিয়েছেন যে, তিনি আসমানের উপরে।

ইমাম যাহাবী বলেন, আবু বকর আল-খাল্লাল আস-সুন্নাহতে পুরোটাই বর্ণনা করেছেন। অধিকাংশরা ভিন্ন ভিন্নভাবে একাধিক জায়গায় বর্ণনা করেছেন। কাযী আবু ইয়া'লা আল-ফাররা ইবতালুত তাবীল গ্রন্থে তা বর্ণনা করেছেন।[888]

- অনুরূপভাবে মারওয়াযী বলেন,

قلت لأبي عبد الله أحمد بن حنبل، إن رجلاً قال: أقول كما قال الله: مَا يَكُونُ مِن نَّجْوَى ثَلاثَةٍ إِلاَّ هُوَ رَابِعُهُمْ ،

888. আর-রাদ্দু 'আলাল জাহমিয়্যাহ, ৯২-৯৩; ইবনুল কাইয়্যেম, ইজতিমা'উল জুয়ূশ, ২০১-২০২।

أقول هذا ولا أجاوزه إلى غيره. فقال أبو عبد الله: هذا كلام الجهمية. قلت: فكيف نقول؟ قال: مَا يَكُونُ مِن نَّجْوَى ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ علمه في كل مكان وعلمه معهم ثم قال: أول الآية يدل على أنه علمه.

আমি আবু 'আবদুল্লাহ আহমাদ ইবন হাম্বলকে বললাম, এক ব্যক্তি বলে "আমি বলবো যেমন আল্লাহ বলেছেন "তিনজনের কোনো গোপন পরামর্শ হয় না যাতে চতুর্থজন হিসেবে আল্লাহ থাকেন না" আমি এতটুকুই বলবো, এর বেশি বলবো না।"

আহমাদ ইবন হাম্বল বললেন, এটা জাহমিয়্যাদের কথা। আমি বললাম, তাহলে আমরা কীভাবে বলবো? তিনি বললেন, "তিনজনের কোনো গোপন পরামর্শ হয় না যাতে চতুর্থজন হিসেবে আল্লাহ থাকেন না, আর পাঁচজনেরও হয় না, যাতে ষষ্ঠজন হিসেবে তিনি থাকেন না।" আল্লাহর জ্ঞান সর্বত্র, আল্লাহর জ্ঞান তাদের সাথে। তারপর আরও বললেন, আয়াতের প্রথমাংশ প্রমাণ করে, তিনি তাদের সাথে মানে তাঁর ইলম তাদের সাথে।

এটি ইবন বাত্তাহ 'উমার ইবন মুহাম্মাদ থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন মুহাম্মাদ ইবন দাউদ, তিনি মারওয়াযী থেকে।[৪৪৫]

- অপর বর্ণনায় এসেছে,

وسئل الإمام أحمد عن رجل قال: إن الله معنا وتلا: ﴿ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم﴾ فقال: قد تجهم هذا! يأخذون بآخر الآية ويدعون أولها! أقرأتم عليه: ﴿ألم تر أن الله يعلم﴾؟ فالعلم معهم، وقال في (ق) ﴿ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد﴾، فعلمه معهم.

"ইমাম আহমাদকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল সে ব্যক্তি সম্পর্কে যে বলেন, আল্লাহ আমাদের সাথে আছেন আর তিলাওয়াত করে, ("তিনজনের কোনো গোপন পরামর্শ হয় না যাতে চতুর্থজন হিসেবে আল্লাহ থাকেন না) তখন ইমাম আহমাদ বলেন, সে তো জাহমীদের মত অবলম্বন করেছে, তারা আয়াতের শেষের অংশ নিয়েছে, প্রথম অংশ ছেড়ে দিয়েছে, তোমরা তার উপর (প্রথম অংশ) তিলাওয়াত করে শোনাও (আপনি কি দেখেন না যে আল্লাহ জানেন...) [সূরা আল-মুজাদালাহ, আয়াত: ০৭] সুতরাং তাঁর ইলম বা জ্ঞান তাদের সাথে। আর আল্লাহ তা'আলা সূরা 'ক্বাফ' এ বলেন, [আমরা জানি তা তার (মানুষের) অন্তরে ওয়াসওয়াসা হিসেবে আসে, আর আমরা তার নিকটে তার ঘাড়ের শিরার চেয়েও] সুতরাং তাঁর ইলম (জ্ঞান) তাদের সাথে।"[৪৪৬]

- হাম্বাল ইবন ইসহাক্ব বলেন,

قلت لأبي عبد الله: ما معنى قوله وَهُوَ مَعَكُم، و مَا يَكُونُ مِن نَّجْوَى ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ ؟. قال: «علمه محيط بالكل، وربنا على العرش بلا صفة ولا حد»

৪৪৫. ইবানাহ (৩/১৬০-১৬১), নং ১১৭; যাহাবী, আল-'উলু, পৃ. ১৩০; আল-আরশ ২/৩১৪, অনুবাদ: আব্দুল্লাহ মাহমূদ; ইবনুল কাইয়্যেম, ইজতিমা'উল জুয়ূশ, পৃ. ২০১।

৪৪৬. যাহাবী আল-'উলু, পৃ. ৩০; ইবনুল কাইয়্যেম, ইজতিমাউল জুয়ূশিল ইসলামিয়্যাহ, পৃ. ৭৭।

"আমি আবু আবদুল্লাহ আহমাদ ইবন হাম্বলকে বললাম, আল্লাহর বাণী: "তিনি তোমাদের সাথে" ও "তিনজনের কোনো গোপন পরামর্শ হয় না যাতে চতুর্থজন হিসেবে আল্লাহ থাকেন না" -এর অর্থ কী? তিনি বললেন, তাঁর জ্ঞান সবকিছুকে বেষ্টন করে আছে। আমাদের রব 'আরশের উপরে, পরিধি ও ধরন জানা ছাড়াই। এটি লালেকাঈ আস-সুন্নাহ'তে বর্ণনা করেছেন।[৪৪৭]

- ইউসুফ ইবন মূসা আল-কাত্তান বলেন,

وقيل لأبي عبد الله: الله فوق السماء السابعة على عرشه، بائن من خلقه، وعلمه وقدرته بكل مكان؟ قال: «نعم هو على عرشه ولا يخلو شيء من علمه»

"আহমাদ ইবন হাম্বলকে বলা হলো, আল্লাহ সাত আসমানের ঊর্ধ্বে তাঁর 'আরশের উপরে, তাঁর সৃষ্টি থেকে আলাদা, তাঁর জ্ঞান ও ক্ষমতা সর্বত্র? তিনি বললেন, হ্যাঁ। তিনি তাঁর 'আরশের উপর, কোনো কিছু তার জ্ঞানের অগোচরে নয়।"

এটি খাল্লাল ইউসুফ থেকে বর্ণনা করেছেন।[৪৪৮]

ইমামে রাব্বানী মুহাম্মাদ ইবন আসলাম আত-তূসী (২৪২ হিজরী)

ইমাম মুহাম্মাদ ইবন আসলাম আত-তূসী রাহিমাহুল্লাহ বলেন, আমাকে আবদুল্লাহ ইবন ত্বাহের জিজ্ঞাসা করেছেন যে, আমার কাছে সংবাদ এসেছে যে, আপনি আসমানের দিকে মাথা উঠান, এটা কেন করেন? তখন আমি তাকে বললাম, কেন উঠাব না? আমি কি যাবতীয় কল্যাণ তাঁর কাছ থেকেই কেবল আশা করি না যিনি আসমানের উপর রয়েছেন?[৪৪৯] সুবহানাল্লাহ, যাদের নিয়ে মুসলিম জাতি গর্ব করে এমন একজন ব্যক্তিত্ব আল্লাহকে 'আরশের উপর সাব্যস্ত করছেন এবং এটাই প্রকৃত আকীদাহ-বিশ্বাস হওয়া উচিত বলে আমাদের জানাচ্ছেন।

প্রখ্যাত ওয়া'য়েয হারেস ইবন আসাদ আল-মুহাসেবী (২৪৩ হিজরী)

হারেস আল-মুহাসেবী হচ্ছেন, বিখ্যাত দুনিয়াবিমুখ যাহেদ ইমাম। তিনি আশ'আরী ও কুল্লাবী মতবাদের অনুসারীদের একজন প্রখ্যাত গ্রহণযোগ্য ব্যক্তিত্ব। অনেক বিষয়ে সহীহ আকীদাহ বিরোধী হওয়ার কারণে ইমাম আহমাদ ইবন হাম্বল রাহিমাহুল্লাহ হারেস আল-মুহাসেবীর কাছে যাওয়ার ব্যাপারে মানুষদের সাবধান করতেন। কিন্তু তিনি আল্লাহর 'আরশের উপরে উঠা, সবকিছুর উপরে থাকার আকীদাহ পোষণ করতেন। এর বিপরীত আকীদাহ পোষণকারীদের

---

৪৪৭. আস-সুন্নাহ (৩/৪০২), নং ৬৭৫; ইবনে কুদামাহ, ইসবাতু সিফাতিল 'উলূ, পৃ. ১১৬ নং ৯৫; যাহাবী, আল-'উলূ, পৃ. ১৩০; আল-আরশ ২/৩১৫, অনুবাদ: আব্দুল্লাহ মাহমূদ; আরও অন্যান্য কিতাবে।

৪৪৮. ইবন বাত্তাহ, আল-ইবানাহ (৩/১৫৯)/হা ১১৫; লালেকাঈ, শারহু উসূলি ই'তিকাদি আহলিস সুন্নাহ (৩/৪০১-৪০২), নং ৬৭৪; ইবনু কুদামাহ, ইসবাতু সিফাতিল 'উলূ, পৃ. ১১৬, নং ৯৬; যাহাবী, আল-'উলূ, পৃ. ১২৯; ইবনুল কাইয়্যেম, ইজতিমা'উল জুয়ূশ, পৃ. ২০০; ইবন আবদুল হাদী, আল-কালাম আলা মাসআলাতিল ইস্তেওয়া 'আলাল 'আরশ, পৃ. ৬৪।

৪৪৯. যাহাবী, আল-'উলূ, পৃ. ২১০।

পথভ্রষ্ট বলতেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় হচ্ছে, বর্তমান আশ'আরী ও মাতুরিদী সম্প্রদায় তাদের পূর্বসূরীদের আকীদাও গ্রহণ করতে পারেনি।

হারেস ইবন আসাদ আল-মুহাসেবী রাহিমাহুল্লাহ তার 'ফাহমুল কুরআন' গ্রন্থে আল্লাহর 'আরশের উপর উঠা এবং 'আরশের উপরে অবস্থানের বিষয়টি স্পষ্ট করে বর্ণনা করে বলেন,

«وأمّا قوله: ﴿الرَّحْمَانُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى﴾ [طه: ٥] ﴿وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ﴾ [الأنعام: ١٨]، و ﴿أَأَمِنتُم مَّن فِي السَّمَاءِ﴾ [الملك: ١٦]، و ﴿إِذًا لَّابْتَغَوْا إِلَىٰ ذِي الْعَرْشِ سَبِيلًا﴾ [الإسراء: ٤٢]. فهذِهِ وغيرُهَا مثلُ قولِهِ: ﴿إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ﴾ [فاطر: ١٠]، وقولِهُ: ﴿يُدَبِّرُ الْأَمْرَ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ ثُمَّ يَعْرُجُ إِلَيْهِ﴾ [السجدة: ٥]. فهذا مَقْطَعٌ يوجبُ أَنَّهُ فوقَ العرشِ، فوقَ الأشياءِ، منزَّهٌ عَنِ الدُّخولِ في خلقِهِ، لا يخفى عليهِ منهم خافية، لأَنَّهُ أبانَ في هذهِ الآياتِ أَنَّ ذاتَهُ بنفسِهِ فوقَ عبادهِ لأَنَّهُ قال: ﴿أَأَمِنتُم مَّن فِي السَّمَاءِ أَن يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ﴾ [الملك: ١٦]، يعني: فوقَ العرشِ، والعرشُ على السَّماءِ، لأَنَّ مَنْ كانَ فوقَ شيءٍ على السَّماءِ فهوَ في السَّماءِ، وقدْ قالَ مثلَ ذلكَ: ﴿فَسِيحُوا فِي الْأَرْضِ﴾ [التوبة: ٢]، يعني: على الأرضِ لا يريدُ الدخولَ في جوفِها، وكذلكَ قولُهُ: وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ﴾ [طه: ٧١]، يعني: فوقَهُ. وقال: ﴿أَأَمِنتُم مَّن فِي السَّمَاءِ﴾ [الملك: ١٦]، ثمَّ فصَّلَ فقالَ: ﴿أَن يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ﴾ [الملك: ١٦] ...ثمَّ اسْتَأْنَفَ التخويفَ بالخسْفِ - إلَّا أنَّهُ عَلَى العَرْشِ فَوْقَ السَّمَاءِ.

আর তাঁর বাণী, "রহমান 'আরশের উপর উঠেছেন" [সূরা ত্বা-হা, আয়াত: ০৫] "তিনি তাঁর বান্দাদের ওপর পরাক্রমশালী" [সূরা আল-আন'আম, আয়াত: ১৮] "তোমরা কি নিঃশঙ্ক হয়ে গেছো তার ব্যাপারে যিনি আসমানের উপরে রয়েছেন?" [সূরা আল-মুলক, আয়াত: ১৬] "তাহলে তারা 'আরশের অধিপতির সাথে যাওয়ার পথ তালাশ করত" [সূরা আল-ইসরা, আয়াত: ৪২] এগুলো এবং অনুরূপ অন্যান্য আয়াত যেমন, "তাঁর দিকেই উত্তম বাণীসমূহ উত্থিত হয় আর উত্তম আমল তিনিই তা উপরে উঠান" [সূরা ফাত্বির, আয়াত: ১০] আরও তাঁর বাণী "তিনি আসমান থেকে যমীন পরিচালনা করেন, তারপর তার কাছে উত্থিত হয়" [সূরা আস-সাজদাহ, আয়াত: ০৫] এসব এমন অকাট্য বিষয়, যা এটা মানতে বাধ্য করে যে, তিনি 'আরশের উপর আছেন, সকল কিছুর উপর, তাঁর সৃষ্টির ভেতরে প্রবেশ করা থেকে তিনি পবিত্র, তাঁর কাছে সৃষ্টির কোনো গোপন বিষয়ই গোপন থাকে না। কারণ, তিনি এসব আয়াতে এটা স্পষ্ট করে দিয়েছেন যে, তাঁর সত্তা স্বয়ং তাঁর সকল সৃষ্টির উপরে, কারণ তিনি বলেন, "তোমরা কি নিঃশঙ্ক হয়ে গেছো তার ব্যাপারে যিনি আসমানের উপরে রয়েছেন?" [সূরা আল-মুলক, আয়াত: ১৬] অর্থাৎ 'আরশের উপরে। আর 'আরশ আসমানের উপরে; কারণ যা কিছু আসমানের উপরে কোনো কিছুর উপরে থাকবে তা তো আসমানের উপর হবেই। আল্লাহ তা'আলা অনুরূপ কথা কুরআনের অন্যত্রও বলেছেন, "সুতরাং তোমরা যমীনে পরিভ্রমণ কর" [আত-তাওবাহ, আয়াত: ০২] অর্থাৎ যমীনের উপর। এর উদ্দেশ্য যমীনের অভ্যন্তরভাগে বিচরণ করা নয়। অনুরূপ আল্লাহর বাণী, "অচিরেই আমি তোমাদেরকে খেজুর গাছের কাণ্ডে শূলিতে চড়াব" [সূরা ত্বা-হা, আয়াত: ৭১] অর্থাৎ কাণ্ডের উপর। আরও বলেন, "তোমরা কি নিঃশঙ্ক হয়ে গেছো তার ব্যাপারে যিনি আসমানের উপরে রয়েছেন" [সূরা আল-মুলক, আয়াত: ১৬] তারপর আল্লাহ সেটার

বিস্তারিত বর্ণনা দিয়ে বলেন, "যে তোমাদেরকে যমীনের বুকে ধ্বসিয়ে দিবেন" [সূরা আল-মুলক, আয়াত: ১৬]... তারপর আল্লাহ তা'আলা পুণরায় ধ্বসিয়ে দেয়ার ভয় প্রদান করেছেন। তবে তিনি 'আরশের উপর আসমানের উপর।

তিনি আরও বলেন,

وقال: ﴿يُدَبِّرُ الأَمْرَ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الأَرْضِ ثُمَّ يَعْرُجُ إِلَيْهِ﴾ [السجدة: ٥]، وقال: ﴿تَعْرُجُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ إِلَيْهِ﴾ [المعارج: ٤]، فبيَّنَ عروجَ الأمرِ، وعروجَ الملائكةِ، ثمَّ وصفَ صعودَهَا بالارتفاعِ صاعدةً إليه. فإذا صَعَدُوا إلى العرشِ فقدْ صَعَدُوا إلى الله جلَّ وعزَّ، ... فإنَّهم قدْ صَعَدُوا مِنَ الأرضِ، وعَرَجُوا بالأمرِ إلى العُلُوِّ الذي اللهُ عزَّ وجلَّ فوقَهُ...

"তিনি আসমান থেকে যমীনের কর্মকাণ্ড পরিচালনা করেন, তারপর তাঁর দিকে তা উত্থিত হয়।" [সূরা আস-সাজদাহ, আয়াত: ০৫] আরও বলেন, "ফিরিশতাগণ ও রূহ তাঁর দিকে আরোহন করে যায়" [সূরা আল-মা'আরিজ, আয়াত: ০৪] এর মাধ্যমে তিনি বর্ণনা করলেন যে, নির্দেশ উপরে উঠে যায়, ফিরিশতাগণ উপরে উঠে যান। তারপর তাদের উপরে আরোহন করার বিষয়টির বর্ণনা দিয়েছেন যে, তা তাঁর দিকে উত্থিত হয়।

সুতরাং তারা যখন 'আরশের দিকে উঠে যায় তখন তারা তো মহান আল্লাহর দিকেই উঠে যায়... তারা তো যমীন থেকে উপরের দিকেই উঠে যায়, তারা বিভিন্ন বিষয় নিয়ে সে উপরের দিকে যান, যার উপরে আল্লাহ রয়েছেন।

তিনি আরও বলেন,

﴿إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ﴾ [فاطر: ١٠]. وكلامُ الملائكةِ أكثرُ وأطيبُ منْ كلامِ الآدميينَ، فلمْ يَقُلْ ينزلُ إليهِ الكَلِمُ الطَّيِّبُ. وقال عنْ عيسى عليه السلام: ﴿بَلْ رَفَعَهُ اللهُ إِلَيْهِ﴾ [النساء: ١٥٨].

وقالَ عنْ فرعونَ: ﴿لَعَلِّي أَبْلُغُ الأَسْبَابَ * أَسْبَابَ السَّمَاوَاتِ فَأَطَّلِعَ إِلَى إِلَهِ مُوسَى﴾ [غافر: ٣٦ - ٣٧]، ثمَّ استأنفَ فقالَ: ﴿وَإِنِّي لأَظُنُّهُ كَاذِبًا﴾ [غافر: ٣٦ - ٣٧]، فيَما قالَ لي إنَّهُ في السَّماءِ، فطلبهُ حيثُ قال لهُ موسى مَعَ الظَّنِّ منهُ بموسى عليه السلام أنَّهُ كاذبٌ، ولوْ أنَّ موسى عليه السلام، أخبرهُ أنَّه في كلِّ مكانٍ بذاتِهِ، لطلبهُ في الأرضِ أو في بيتِهِ وبَدَنِهِ ولمْ يَتَعَنَّ بِبُنْيَانِ الصَّرْحِ".

"তাঁর দিকেই উত্তম বাক্যসমূহ উঠে যায়" [সূরা ফাত্বির, আয়াত: ১০] আর ফিরিশতাদের কথা মানুষের কথা থেকে অনেক বেশি ও অনেক উত্তম। এখানে বলা হয়নি যে, তাঁর কাছে উত্তম বাণীসমূহ নাযিল হয়ে আসে।

আর তিনি 'ঈসা 'আলাইহিস সালাম সম্পর্কে বলেন, "বরং আল্লাহ তাকে উপরে তুলে নিয়েছেন।" [সূরা আন-নিসা, আয়াত: ১৫৮]

তিনি ফির'আউন সম্পর্কে বলেছেন, "যাতে আমি উপায় অবলম্বন করতে পারি, আসমানের উপায়, যাতে করে আমি মূসার ইলাহকে দেখতে পাই" [সূরা গাফির, আয়াত: ৩৬-৩৭] তারপর

আবার বলছেন, "আমি তো তাকে মিথ্যাবাদীই মনে করি" [সূরা গাফির, আয়াত: ৩৭] কারণ মূসা 'আলাইহিস সালাম তাকে বলেছিলেন যে, তিনি (আল্লাহ) আসমানে আছেন। তখন সে এটা করতে চাইল; কারণ মূসা তাকে এটা বলেছেন, যদিও তার ধারণা ছিল যে, মূসা 'আলাইহিস সালাম এ ব্যাপারে মিথ্যাবাদী। যদি মূসা 'আলাইহিস সালাম তাকে জানাতেন যে, তিনি সত্তাগতভাবে সব জায়গায়, তাহলে অবশ্যই তাকে যমীনেই খুঁজতো অথবা তার ঘরে ও শরীরে খুঁজতো, টাওয়ার বানানোর কষ্ট করতো না।"(৪৫০)

তিনি আরও বলেন,

وكذلكَ قولهُ: ﴿فِي السَّمَاءِ إِلَهٌ وَفِي الأَرْضِ إِلَهٌ﴾ [الزخرف: ٨٤] فلمْ يقلْ في السَّماءِ ثمَّ قطعَ ...فقال: ﴿فِي السَّمَاءِ إِلَهٌ﴾ [الزخرف: ٨٤]، فأخبرَ أنَّهُ إلهُ أهلِ السَّماءِ وإلهُ أهلِ الأرضِ. وذلكَ موجودٌ في اللُّغةِ إذْ يقولُ القائلُ: مَنْ بِخُراسان؟ فيقالُ: ابنُ طاهرٍ. وإنَّما هوَ في موضعٍ. فجايزٌ أنْ يقالَ: ابنُ طاهرٍ أميرٌ في خراسانَ، فيكونُ أميرًا في بلْخ وسَمَرْقَند وكلِّ مدنها. لو كانَ هذا معنى الكونِ، فكيفَ العالي فوقَ كلِّ شيءٍ؟! لا يخفى عليهِ شيءٌ مِنَ الأشياءِ يُدَبِّرُهُ، فهو إلهُ أهلِ السَّماءِ، وإلهُ أهلِ الأرضِ لا إلهَ فيهما سواهُ، فهوَ فيهِمَا إلهٌ إذْ كانَ مدبِّرًا لهما وما فيهما وهُوَ على عَرْشِهِ فَوْقَ كُلِّ شَيْءٍ بَاقٍ.

"আর অনুরূপ আল্লাহর বাণী, "তিনি আসমানেও মা'বুদ ও যমীনেও মা'বুদ" [সূরা আয-যুখরুফ, আয়াত: ৮৪], তিনি বলেননি যে, শুধু আসমানে, তারপর কথা কর্তন করেননি। ...তারপর আল্লাহ বলেন, "আর যমীনেও মা'বুদ" [সূরা আয-যুখরুফ, আয়াত: ৮৪] এভাবে তিনি জানালেন যে, তিনি (আল্লাহ) আসমানবাসীদের জন্যও ইলাহ বা মা'বুদ, তেমনি তিনি যমীনবাসীদের জন্যও মা'বুদ। আর এ বাকরীতি আরবী ভাষায় প্রচুর; যেমন কেউ বলে, খুরাসানে কে? তখন বলা হয়, ইবন তাহের। যদিও তিনি তো মাত্র খুরাসানের এক জায়গায়; সুতরাং এটা বলাও জায়েয, 'ইবন তাহের খুরাসানের আমীর' অথচ তিনি বলখ, সমরকন্দ ও অন্যান্য স্থানেরও আমীর.. যদি একজন সৃষ্টির জন্য তা বলা যায়, তবে সে সত্তার ব্যাপারে কেন বলা যাবে না, যিনি সবকিছুর উপরে? যার কাছে কোনো কিছু গোপন নেই, তিনি সবকিছু পরিচালনা করেন, তিনি আসমানবাসীদের জন্যও ইলাহ, যমীনবাসীদের জন্যও ইলাহ, আসমান ও যমীনে তিনি ব্যতীত আর কোনো হক্ক ইলাহ নেই। কারণ, তিনিই এ দু'টিকে পরিচালনা করছেন এবং এ দুয়ের মাঝে যা আছে তাও পরিচালনা করছেন। অথচ তিনি তাঁর 'আরশের উপর সবকিছুর উপরে রয়েছেন।"(৪৫১)

আর তিনি সে সকল জাহমিয়্যাদের মত খণ্ডন করেন, যারা আল্লাহ তা'আলাকে সত্তাগতভাবে সবজায়গায় বলে থাকে, তিনি বলেন,

وَقد ادّعى بعض أهل الضلال فزعموا أن الله جلّ وَعز فِي كل مَكَان بِنَفسِهِ كَائِنا كَمَا هُوَ على الْعَرْش، لَا فرق بَين ذَلِك عِندهم...

"কোনো কোনো পথভ্রষ্ট গোষ্ঠী দাবি করে থাকে, তাদের ধারণা অনুযায়ী 'মহান আল্লাহ

৪৫০. হারেস আল-মুহাসেবী, আল-আকলু ওয়া ফাহমুল কুরআন, পৃ. ৩৪৯-৩৫২।

৪৫১. হারেস আল-মুহাসেবী, আল-আকলু ওয়া ফাহমুল কুরআন পৃ. ৩৫৫-৩৫৬।

সত্তাগতভাবে সব জায়গায়, যেমন তিনি 'আরশের উপরে রয়েছেন', তাদের নিকট এ দু'য়ের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই"।[৪৫২]

চিন্তা করে দেখুন, কীভাবে তিনি বর্তমান আশ'আরী ও মাতুরিদী ও তাদের মতো লোকদের আকীদাকে পথভ্রষ্টদের আকীদাহ হিসেবে চিহ্নিত করেছেন।

বস্তুত বর্তমান আশ'আরী ও মাতুরিদী সম্প্রদায় তাদের পূর্বসূরী এ ইমামের আকীদাহ থেকেও যোজন দূরে অবস্থান করছে। আল্লাহ আমাদেরকে পথভ্রষ্টতা থেকে হিফাযত করুন। আমীন।

যুন্নুন আল-মিসরী (২৪৫ হিজরী)

প্রখ্যাত ইবাদাতগুযার, নেককার বান্দা যুন্নূন আল-মিসরীকে প্রশ্ন করা হয়েছিল,

«ما أراد الله بخلق العرش؟ فقال: أراد الله أن لا تتيه قلوب العارفين ولم يخلقه لحاجته إليه، فإذا قيل للعبد المؤمن أين الله؟ قال: على العرش»

"আল্লাহ তা'আলা 'আরশ সৃষ্টির মাধ্যমে কী চেয়েছেন? তখন তিনি বললেন, আল্লাহ চেয়েছেন, তাঁকে যারা চিনে সেসব 'আরেফ' বান্দাদের অন্তরসমূহ বিক্ষিপ্ত না করতে। সেটার প্রতি কোনো প্রয়োজনে তিনি সেটাকে সৃষ্টি করেননি। সুতরাং যখন মুমিন বান্দাকে বলা হয়, আল্লাহ কোথায়? তখন সে বলে, 'আরশের উপর।"[৪৫৩] অর্থাৎ বান্দার জন্য তার রবকে চেনা, তার দিকে নিজেকে নিবদ্ধ করা, তাঁর কাছে চাওয়া সেসবের জন্য তিনি নির্দিষ্ট করে 'আরশের উপর উঠেছেন।

অন্যত্র তিনি বলেন,

أشرقت لنوره السموات، وأنار لوجهه الظلمات، وحُجِبَ جلالُه عن العيون، وناجاه على عرشه ألسنة الصدور.

"আল্লাহর নূরের আলোতে আসমানসমূহ আলোকিত হয়েছে, তাঁর চেহারার কারণে অন্ধকার আলোকিত হয়েছে, তাঁর সম্মান মর্যাদার সত্তা চোখসমূহ থেকে পর্দার অন্তরালে, অন্তরের জিহ্বা তাঁর সাথে তাঁর 'আরশের উপরেই গোপন আলাপ করে।"[৪৫৪]

ইবন কুল্লাব (২৪৫ হিজরী)

আব্দুল্লাহ ইবন সা'ঈদ ইবন কুল্লাব রাহিমাহুল্লাহ ছিলেন একজন মুনাযির, তিনি মু'তাযিলাদের সাথে মুনাযারা করতেন। কারণ তখন মু'তাযিলাদের জয়-জয়কার ছিল। মু'তাযিলারা আল্লাহ তা'আলাকে উপরে থাকা অস্বীকার করতো, তাঁর আরশের উপরে উঠাকেও অস্বীকার করতো। তখন তাদের বিরুদ্ধ ইমাম আব্দুল্লাহ ইবন সা'ঈদ ইবন কুল্লাব দাঁড়িয়েছিলেন। তাঁর সে অবস্থান ছিল প্রশংসনীয়। কিন্তু তিনি তাদের সাথে মুনাযারা ও বহস-মুবাহাসায় তাদের কিছু কালাম শাস্ত্রীয় নীতির যথার্থতা মেনে নিয়েছিলেন, যার কারণে আল্লাহ তা'আলার 'সিফাতে ফি'লিয়্যাহ

---

৪৫২. হারেস আল-মুহাসেবী, আল-আকলু ওয়া ফাহমুল কুরআন পৃ. ৩৫২।

৪৫৩. আবুল কাসেম আত-তাইমী (২/১১৩), নং ৬২; ইয়াহইয়া আল-ইমরানী, আল-ইন্তেসার ফির রাদ্দি 'আলাল মু'তাযিলাতিল কাদারিয়্যাতিল আশরার (২/৬২২)।

৪৫৪. আবুশ শাইখ, আল-আযামাহ (১/৩৯৮); যাহাবী, আল-'আরশ (২/৩১৯); অনুবাদ, আব্দুল্লাহ মাহমূদ; আল-'উলূ, পৃ. ১৩৪; ইবনুল কাইয়্যেম, ইজতিমা'উল জুয়ূশিল ইসলামিয়্যাহ, পৃ. ২৭১।

ইখতিয়ারিয়্যাহ' (কর্মগত ইচ্ছাকৃত গুণ) অস্বীকার করে ফেলেছিলেন। এ সময় ইমাম আবুল হাসান আল-আশ'আরী রাহিমাহুল্লাহ তাঁর অনুসারী থাকার কারণে তিনিও তখন আল্লাহ তা'আলার 'সিফাতে ফি'লিয়্যাহ ইখতিয়ারিয়্যাহ অস্বীকার করতেন। ইমাম আবদুল্লাহ ইবন সা'ঈদ ইবন কুল্লাব ও ইমাম আবুল হাসান আশ'আরী যে মত পোষণ করতেন পরবর্তীতে তা-ই আশ'আরী মতবাদ নামে সারা দুনিয়াতে প্রসারিত হয়ে যায়। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় কয়েকটি:

১- ইমাম আবুল হাসান আল-আশ'আরী পরবর্তীতে ইমাম আব্দুল্লাহ ইবন সা'ঈদ ইবন কুল্লাব এর অনুসরণ ছেড়ে দিয়ে খাঁটি সহীহ আকীদাহ গ্রহণ করেন। এ সময় তিনি কয়েকটি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন, যাতে তাঁর মত থেকে সরে আসার ধারাবাহিকতা ও খাঁটিভাবে সহীহ আকীদাহ ও মানহাজ গ্রহণ করা প্রমাণ করে। যে কেউ তাঁর আল-উমাদ, মাকালাতুল ইসলামিয়্যীন ও আল-ইবানাহ ধারাবাহিকভাবে পড়বে সে সহজেই বুঝতে পারবে যে, ইমাম আশ'আরী রাহিমাহুল্লাহ এর সর্বশেষ আকীদাহ ছিল আল্লাহ তা'আলার সকল সত্তাগত ও কর্মগত গুণাবলি কোনো প্রকার বিকৃতি, অর্থহীনতা, তা'ওয়ীল নামক অপব্যাখ্যা, কিংবা সাদৃশ্য স্থাপন ব্যতীত স্বীকার করে নেয়া।

২- কিন্তু বর্তমান সময়ের সারা দুনিয়ার আশ'আরী মতবাদের অনুসারীরা ইমাম আবুল হাসান আল-আশ'আরীর সর্বশেষ বিশুদ্ধ মতটিকে গ্রহণ করে না। তারা ইমাম আব্দুল্লাহ ইবন সা'ঈদ ইবন কুল্লাব এর মত অনুসরণ করে থাকে। কিন্তু বাস্তবে তারা ইমাম আব্দুল্লাহ ইবন সা'ঈদ এর অনসুরণও করে না। তারা কিছু জায়গায় ইমাম ইবনু কুল্লাবের অনুসরণ করলেও কিছু ব্যাপারে ধীরে ধীরে তারা তার মত থেকে সরে গিয়ে আবার জাহমিয়্যাদের মতবাদই অনুসরণ করে, তার প্রমাণ আমরা পাই এভাবে যে, ইমাম আব্দুল্লাহ ইবন সা'ঈদ ইবন কুল্যাব আল্লাহ তা'আলার জন্য সর্বোচ্চে থাকা স্বীকার করতেন। তিনি আল্লাহ তা'আলা কোথায় এ প্রশ্ন করাকে আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করে জাহমিয়্যাহদের দ্বারা তা অস্বীকার করাকে তুলে ধরেছেন। তিনি বলেন,

فرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو صفوة الله من خلقه، وخيرته من بريته، وأعلمهم جميعاً به، يجيز السؤال بأين، ويقوله، ويستصوب قول القائل: إنه في السماء، ويشهد له بالإيمان عند ذلك، وجهم بن صفوان وأصحابه لا يجيزون الأين زعموا، ويحيلون القول به...

"সুতরাং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম, তিনি আল্লাহর সৃষ্টির মাঝে আল্লাহর সবচেয়ে পবিত্র ও পছন্দনীয় ব্যক্তি, সৃষ্টিকুলের মধ্যকার সবচেয়ে উত্তম ব্যক্তি, সকলের চেয়ে আল্লাহ তা'আলা সম্পর্কে সবচেয়ে বেশি জ্ঞানী, তিনি "আল্লাহ কোথায়" এটাকে জায়েয করেছেন আর তিনি জিজ্ঞাসাও করেছেন, তাছাড়া তিনি এর উত্তরে যে বলেছিল 'তিনি আসমানের উপরে' তার উত্তরকে যথাযথ বলে সত্যায়ণও করেছিলেন, সে উত্তরদাতার জন্য তাৎক্ষণিকভাবে সেটার ওপর ভিত্তি করে ঈমানের সাক্ষ্যও প্রদান করেছেন। অথচ জাহম ইবন সাফওয়ান ও তার অনুসারীরা আল্লাহ তা'আলা "কোথায়" এ প্রশ্ন করা জায়েয মনে করে না, বরং এ প্রশ্ন করা অগ্রহণযোগ্য বিবেচনা করে থাকে"।[৪৫৫]

একটু চিন্তা করলেই আমাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে যাবে কারা বর্তমানে 'আল্লাহ কোথায়' এ প্রশ্ন

৪৫৫. ইবনু তাইমিয়্যাহ, দার'উ তা'আরুদ্বিল আকলি ওয়ান নাকলি, ৬/১৯৩।

করা জায়েয মনে করে না? আর কারা এ প্রশ্ন করা জায়েয মনে করে এবং এর উত্তরে 'আল্লাহ তা'আলা উপরে' এ উত্তরকে সঠিক উত্তর বলে এবং তার জন্য ঈমানের সাক্ষ্য দেয়?

এর মাধ্যমেই স্পষ্ট হয়ে যাবে, ইমাম আবু সা'ঈদ ইবন কুল্যাব কাদেরকে জাহমিয়্যাহ বলেছেন? তারা কারা যারা সহীহ মুসলিমে বর্ণিত, 'আল্লাহ কোথায়' এ হাদীসের প্রামাণ্যতা নিয়ে অযথা ঘোলা পানিতে মৎস শিকার করে? ইমাম আবু সা'ঈদ ইবন কুল্লাবের মত অনুযায়ী তারা কাদের অনুসারী হয়? তারা কি বাস্তবেই জাহমিয়্যাহদের অনুসারী নয়?

ভালো করে দেখুন, ইমাম আবু সা'ঈদ ইবন কুল্লাব জাহমিয়্যাদের ব্যাপারে বলেছেন, তারা আল্লাহ তা'আলার ব্যাপারে 'أَيْنَ' (কোথায়?) এটা বলা জায়েযে মনে করতো না। এর মাধ্যমে স্পষ্ট হয়ে যাবে বর্তমানে কারা জাহমিয়্যাহ সম্প্রদায়ের আকীদাহ ধারণ করে আছে।

এরপর ইমাম আবু সা'ঈদ ইবন কুল্লাব আরো বলেন,

«ولو كان خطأ كان رسول صلى الله عليه وسلم أحق بالإنكار له، وكان ينبغي أن يقول لها: لا تقولي ذلك، فتوهمين أن الله عز وجل محدود، وأنه في مكان دون مكان، ولكن قولي: إنه في كل مكان لأنه الصواب دون ما قلت.

"আর যদি তা ভুল হতো তাহলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম এটা অস্বীকারকারী প্রধান ব্যক্তি হতেন। যদি এটা অগ্রহণযোগ্য হতো, তবে তিনি অবশ্যই বলতেন, 'হে দাসী, তুমি এটা বলো না, তোমার এটা বলার দ্বারা তো আল্লাহ তা'আলা সীমাবদ্ধ হয় যাবে, আর তাকে এক স্থান বাদে অন্য স্থানে নির্ধারণ করা হয়ে যাবে, তুমি বরং বলো, তিনি তো সব জায়গায়, কারণ সত্য সঠিক হচ্ছে যা তুমি বলেছ সেটা ব্যতীত অন্য কিছু'।" (অথচ রাসূল তা বলেননি, বরং দাসীর কথাকে সমর্থন করে গেছেন, তার ওপর ঈমানের বৈশিষ্ট্যের সাক্ষ্য প্রদান করেছেন)।

তাহলে ইমাম ইবন কুল্লাবের বক্তব্য থেকে বুঝা গেল যে, দাসীর কথার মূল্য রয়েছে, অর্থ আছে, যা জাহমিয়্যারা এ ধারণার বশবর্তী হয়ে অস্বীকার করে থাকে যে, এর মাধ্যমে আল্লাহকে সীমাবদ্ধ করা হয়, আল্লাহকে সব জায়গায় না বলে নির্দিষ্ট জায়গায় বলা হচ্ছে। তাহলে ইমাম ইবন কুল্লাবের কথাতেই বুঝা গেল যে, দাসীর কথা দ্বারা কেবল উচ্চ মর্যাদা বুঝানো হয়নি যা জাহমিয়্যারা অপব্যাখ্যা করে বলে থাকে। বরং উপরে থাকা দ্বারা এমন একটি জিনিস বুঝাচ্ছে যা জাহমিয়্যা সম্প্রদায় অস্বীকার করে থাকে যেমনটি ইবন কুল্লাব রাহিমাহুল্লাহ তুলে ধরেছেন।

এরপর ইবন কুল্লাব রাহিমাহুল্লাহ বলেন,

«كلا لقد أجازه رسول الله صلى الله عليه وسلم مع علمه بما فيه، وأنه أصوب الأقاويل، والأمر الذي يجب الإيمان به لقائله، ومن أجله شهد لها بالإيمان حين قالته، فكيف يكون الحق في خلاف ذلك، والكتاب ناطق به وشاهد له...

ولو لم يشهد لصحة مذهب الجماعة في هذا الفن خاصة إلا ما ذكرنا من هذه الأمور، لكان فيه ما يكفي، كيف وقد غرس في بنية الفطرة ومعارف الآدميين من ذلك ما لا شيء أبين منه ولا أوكد؟ لأنك لا تسأل أحداً من الناس عنه، عربياً ولا عجمياً، ولا مؤمناً، ولا كافراً، فتقول: أين ربك؟ إلا قال: (في السماء) إن أفصح، أو أومأ بيده، أو أشار بطرفه، إذا كان لا يفصح، لا يشير إلى غير ذلك من أرض ولا سهل ولا جبل، ولا رأينا أحداً داعياً له إلا رافعاً

يديه إلى السماء، ولا وجدنا أحداً غير الجهمية يسأل عن ربه فيقول: في كل مكان، كما يقولون: وهم يدعون أنهم أفضل الناس كلهم، فتاهت العقول، وسقطت الأخبار، واهتدى جهم وحده وخمسون رجلاً معه، نعوذ بالله من مضلات الفتن

"কখনও নয়, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ তা'আলার উপরে থাকার এ সাক্ষ্যটি অনুমোদন করেছেন। তিনি ভালো করেই জেনেছেন এ সাক্ষ্যের অর্থ কী? তিনি এটাও জানতেন যে এটিই হচ্ছে সঠিক বক্তব্য, এটিই হচ্ছে এমন বিষয় যার ওপর ঈমান আনা ফরয, সেজন্যই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম দাসীর ঈমানের সাক্ষ্য দিয়েছেন যখন দাসী তা বলেছে। তাহলে হক ও সত্য এর বিপরীতে কীভাবে হতে পারে? তাছাড়া কুরআন তা বলছে, এর ওপর সাক্ষ্য দিচ্ছে।... যদি আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের মত বিশুদ্ধ হওয়ার পক্ষে যা আমরা উল্লেখ করেছি তাই কেবল সাক্ষ্য দিত, অন্য কোনো প্রমাণ নাও থাকতো তবুও তাতে যা এসেছে তা যথেষ্ট হতো, অথচ মানুষের স্বাভাবিক (ফিত্বরী) অস্তিত্বের সাথে, মানুষের জ্ঞানের মাঝে তা এমন স্পষ্টভাবে গেঁথে দেয়া আছে যে স্পষ্টতার থেকে স্পষ্টতা, যে তাকীদের চেয়ে তাকীদ কোনো কিছু নেই, সুতরাং সেটাকে তুমি কীভাবে অস্বীকার করবে? কারণ তুমি আরব, অনারব, ঈমানদার, কাফের, যাকেই জিজ্ঞেস কর, তোমার রব কোথায়? জবাবে সে বলবেই, "আসমানের উপরে" যদি সে কথা বলতে সক্ষম হয়, আর যদি কথা বলতে না পারে তো ইঙ্গিত করে আসমানের দিকে দেখাবে, অথবা চোখের কোণ সেদিকে তুলে ধরবে। কখনও সে উপরের দিক ব্যতীত অন্য কোনো ভূমি, পাহাড় বা সমতল ভূমিকে দেখাবে না। আর আমরা কাউকে আল্লাহকে আহ্বানকারী হিসেবে পাইনি যিনি উপরে আসমানের দিকে হাত তুলেন না। অনুরূপ আমরা জাহমিয়্যাহ ব্যতীত অপর কাউকে পাইনি যাকে তার রব কোথায় প্রশ্ন করা হলে সে বলেছে, তিনি সবজায়গায়, যেমনটি জাহমিয়্যারা বলে থাকে। অথচ এ জাহমিয়্যা সম্প্রদায়ের লোকেরা দাবি করে থাকে তারা মানুষের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, এভাবে তারা তাদের বিবেক হারিয়ে ফেলেছে, কুরআন ও হাদীসের বাণী তাদের হাত থেকে পড়ে গেছে, আর জাহমের দাবী অনুযায়ী সে ও তার পঞ্চাশজন সাথীই হিদায়াত পেয়ে গেছে। আল্লাহ তা'আলার কাছে আমরা পথভ্রষ্টকারী ফিতনা থেকে আশ্রয় চাই।"

এর দ্বারা বুঝা গেল যে, ইবুন কুল্লাব রাহিমাহুল্লাহ'র নিকট 'দাসীর উত্তর' (আল্লাহ আসমানের উপরে) এটি মানুষের স্বভাবজাত সত্য বিষয়, যা ফিত্বরাত নামে অভিহিত। সে স্বভাবজাত বিষয় কী?

ইবন কুল্লাব রাহিমাহুল্লাহ বলেন, তা হচ্ছে, যখনই কাউকে জিজ্ঞেস করা হবে, 'আল্লাহ কোথায়' তখনই সে জবাবে দাসীর জবাবটিই বলবে, অথবা হাত দিয়ে বা চোখ দিয়ে আসমানের দিকে ইঙ্গিত করবে। যমীনের দিকে নয়। এটিই সে স্বভাবজাত ফিত্বরী বিষয় যার কারণে আল্লাহ তা'আলাকে আহ্বানকারী তার হাত নিয়ে আসমানের অভিমুখী হয়।

তারপর তিনি জানালেন যে, এর বিপরীতে জাহমিয়্যারাই বলে থাকে, আল্লাহ সর্বত্র বিরাজমান।

এসব বর্ণনা থেকে এটা স্পষ্ট হলো যে, ইবন কুল্লাব রাহিমাহুল্লাহ আল্লাহ তা'আলার জন্য শুধু উচ্চ মর্যাদার কথা বলতেন না, অথবা শুধু শব্দগত উপরে বলতেন না যার অর্থ তাফওয়ীদ্ব নাম অর্থহীনতার মাধ্যমে বিকৃত করা হয়ে থাকে। বরং তিনি সত্তাগত উপরে থাকাকেই উদ্দেশ্য

নিয়েছেন যা স্বভাবজাতভাবে মানুষের মনের কন্দরে গ্রথিত।

তারপর তিনি তাদেরকে নাস্তিকদের সাথে তুলনা করেন, যারা বলে রাব্বুল আলামীন জগত থেকে পৃথক নন, আবার তিনি অভ্যন্তরেও নন। এরপর তিনি তাদের বাণীকে সত্য বলে প্রমাণ করেন যারা বলে, রাব্বুল আলামীন সৃষ্টকুল থেকে পৃথক একক সত্তা।

এসবই প্রমাণ করে যে, ইবন কুল্লাব রাহিমাহুল্লাহ যিনি ইমাম আশ'আরীর উস্তাদ, তিনিও আল্লাহ তা'আলার জন্য সবকিছুর উপরে থাকা সাব্যস্ত করতেন। এর বিপরীত যারা বলতো তাদেরকে জাহমিয়্যা হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। অবশ্য বর্তমানে যারা আশ'আরী নামে নিজেদের অভিহিত করে তারা হুবহু জাহমিয়্যাদের আকীদাকেই ধারণ করে চলেছে, তাদের সে বোধটুকুও নেই।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ
তাবে' তাবে'য়ীন পরবর্তী ইমামগণের অভিমত

প্রখ্যাত মুহাদ্দিস আবদুল ওয়াহহাব ইবন আবদুল হাকাম আল-ওয়াররাক (২৫১ হিজরী)

ইবন 'আব্বাসের হাদীস "সপ্তম আসমান থেকে আল্লাহর কুরসী পর্যন্ত সাত হাজার নূর আছে। আর আল্লাহ তার উপরে" বর্ণনা করার সময় আবদুল ওয়াহহাব ইবন আবদুল হাকাম আল-ওয়াররাক বলেন,

«مَنْ زَعَمَ أَنَّ اللهَ هاهنا فهو جَهْمِيٌّ خَبِيثٌ، إِنَّ اللهَ عزَّ وجلَّ فَوْقَ العَرْشِ، وعِلْمُهُ مُحِيطٌ بالدُّنيا والآخِرَةِ».

"যে মনে করে আল্লাহ এখানে (পৃথিবীতে) আছে, সে জঘন্য জাহমী। আল্লাহ তো 'আরশের উপরে। আর তাঁর জ্ঞান দুনিয়া ও আখেরাতকে বেষ্টন করে আছে।"(৪৫৬)

প্রখ্যাত মুহাদ্দিস আবু আসেম খাশাইশ ইবন আসরাম (২৫৩ হিজরী)

প্রখ্যাত মুহাদ্দিস ও গ্রন্থকার আবু আসেম খাশাইশ ইবন আসরাম বলেন,

«وقدْ أنكرَ جهمٌ أنْ يكونَ اللهُ على العَرْشِ، وقالَ الله تباركَ وتعالى: ﴿اللهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ مَا لَكُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلاَ شَفِيعٍ﴾ [السجدة: ٤]، وقالَ: ﴿إِنَّ رَبَّكُمُ اللهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ﴾ [الأعراف: ٥٤]، وقالَ: ﴿الرَّحْمَانُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى﴾ [طه: ٥] وقالَ: ﴿ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ الرَّحْمَانُ فَاسْأَلْ بِهِ خَبِيرًا﴾ [الفرقان: ٥٩].

قالَ أبو عاصم: منْ كفرَ بآيةٍ منْ كتابِ الله؛ فقدْ كفرَ بِهِ أجمع، فمنْ أنكرَ العرشَ؛ فقدْ كفرَ بالله. وجاءتِ الآثارُ بأنَّ لله عرشًا، وأنَّهُ على عرشِهِ».

"জাহম ইবন সাফওয়ান আল্লাহকে 'তাঁর 'আরশের উপর' থাকার বিষয়টি অস্বীকার করেছে অথচ আল্লাহ তাবারকা ওয়া তা'আলা বলেন, "আল্লাহ তো তিনিই, যিনি আসমানসমূহ, যমীন ও এতদুভয়ের মাঝে যা আছে তা ছয়দিনে সৃষ্টি করেছেন, তারপর তিনি 'আরশের উপর উঠেছেন। তিনি ব্যতীত তোমাদের কোনো অভিভাবকও নেই, শুপারিশকারীও নেই"। [সূরা আস-সাজদাহ, আয়াত: ০৪] আরও বলেন, "নিশ্চয় তোমাদের রব আল্লাহ্ যিনি আসমানসমূহ ও যমীন ছয় দিনে সৃষ্টি করেছেন; তারপর তিনি 'আরশের উপর উঠেছেন।" [সূরা আল-আ'রাফ, আয়াত: ৫৪] আরও বলেন, "দয়াময় (আল্লাহ্) 'আরশের উপর উঠেছেন।" [সূরা ত্বা-হা, আয়াত: ০৫] আরও বলেন, "তারপর তিনি 'আরশের উপর উঠলেন। তিনিই 'রহমান', সুতরাং তাঁর সম্বন্ধে যে অবহিত তাকে জিজ্ঞেস করে দেখুন।" [সূরা আল-ফুরকান, আয়াত: ৫৯]

৪৫৬. যাহাবী, আল-'উলূ, ১৪২; আল-আরশ ২/৩২৩, অনুবাদ: আব্দুল্লাহ মাহমুদ; ইবনুল কাইয়্যেম, ইজতিমা'উল জুয়ূশ, ২৩২। তিনি সহীহ বলেছেন।

আবু 'আসেম বলেন, যে কেউ আল্লাহর একটি আয়াতকে অস্বীকার করবে সে যেন সকল আয়াতকে অস্বীকার করলো, সুতরাং যে কেউ 'আরশ অস্বীকার করলো সে আল্লাহর সাথে কুফুরী করলো। দলীল-প্রমাণ দ্বারা এটা সাব্যস্ত হয়েছে যে, আল্লাহর 'আরশ রয়েছে এবং তিনি 'আরশের উপর রয়েছেন।[৪৫৭]

তিনি আরও বলেন,

وأنكرَ جهمٌ أنْ يكونَ اللهُ في السَّماءِ دونَ الأرضِ ... وقدْ دلَّ في كتابهِ أنَّهُ في السَّماءِ دونَ الأرضِ ... ثمَّ ذكرَ الآياتِ الدَّالَّةِ على عُلوِّ الله إلى أنْ قالَ:

لوْ كانَ في الأرضِ كما هوَ في السَّماء لم ينزلْ مِنَ السَّماءِ إلى الأرضِ شيءٌ، ولكانَ يصعدُ مِنَ الأرضِ إلى السَّماءِ كما ينزلُ مِنَ السَّماءِ إلى الأرضِ، وقدْ جاءتِ الآثارُ عَنِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم: أنَّ اللهَ عزَّ وجلَّ في السَّماء دونَ الأرضِ.

"জাহম অস্বীকার করেছে আল্লাহকে যমীন বাদ দিয়ে আসমানের উপর বলতে..., অথচ কুরআন প্রমাণ দিচ্ছে যে, তিনি আসমানের উপর, যমীনে নয়।" তারপর তিনি আল্লাহ সর্বোপরে থাকার বিষয়টির ওপর কুরআনের আয়াত থেকে দলীল পেশ করেন। তারপর বলেন,

"যদি তিনি যমীনেও থাকতেন যেভাবে তিনি আসমানের উপর রয়েছেন, তাহলে আসমান থেকে যমীনে কিছুই নাযিল হতো না। অবশ্যই যমীন থেকে উত্থিত হয় আসমানের দিকে, যেমনিভাবে আসমান থেকে যমীনের দিকে অবতীর্ণ করা হয়। আর নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বহু হাদীস এসেছে যে, মহান আল্লাহ আসমানের উপরে, যমীনে নন।"[৪৫৮]

ইমাম মুহাম্মাদ ইবন ইসমা'ঈল আল-বুখারী (২৫৬ হিজরী)

ইমাম বুখারী রাহিমাহুল্লাহ তার সহীহ'র শেষের অনুচ্ছেদ; 'আর-রাদ্দু 'আলাল জাহমিয়্যা'য় আল্লাহর বাণী: ﴿وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ﴾ "আর আল্লাহর 'আরশ পানির উপরে ছিল"-অধ্যায়ে ইমাম বুখারী বলেন, আবুল 'আলিয়াহ বলেন, استوى إلى السماء অর্থাৎ আসমানের উপরে উঠেছেন এর অর্থ হচ্ছে, ارتفع উপরে উঠেছেন। মুজাহিদ বলেন, علا على العرش 'আরশের উপরে হয়েছেন। নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্ত্রী যয়নাব রাদিয়াল্লাহু 'আনহা বলেন, زوجني الله من فوق سبع سموات 'আমার বিবাহ দিয়েছেন আল্লাহ সাত আসমানের উপর থেকে।'[৪৫৯]

অনুরূপভাবে তিনি সেসব আয়াতও উল্লেখ করেছেন যাতে আমলনামা আল্লাহ তা'আলার দিকে উত্থিত হয় বুঝা যায়।

তদ্রূপ তিনি অনুচ্ছেদ বিন্যাস করেছেন,

অনুচ্ছেদ, আল্লাহর বাণী, "তাঁর কাছেই উত্থিত হবে উত্তম কালেমাসমূহ"। [সূরা ফাতির: ১০]

---

৪৫৭. আল-মালাত্বী, আত-তানবীহ ওয়ার রাদ্দু 'আলা আহলিল আহওয়ায়ি ওয়াল বিদা'য়ি পৃ. ১১৩-১১৪।

৪৫৮. আল-মালাত্বী, আত-তানবীহ ওয়ার রাদ্দু 'আলা আহলিল আহওয়ায়ি ওয়াল বিদা'য়ি পৃ. ১১৮-১২১।

৪৫৯. সহীহ বুখারী পৃ. ১৫৫৪-১৫৫৫; ইবন আবদুল হাদী, আল-কালাম আলা মাসআলাতিল ইস্তেওয়া 'আলাল 'আরশ, পৃ.৬৬-৬৭; যাহাবী, আল-আরশ ২/৯, অনুবাদ: আব্দুল্লাহ মাহমুদ।

যার মাধ্যমে তিনি আল্লাহ তা'আলা সবকিছুর উপরে সাব্যস্ত করেছেন।

অনুচ্ছেদ, আল্লাহর বাণী, "যা আমি নিজ দু' হাতে সৃষ্টি করেছি।" [সূরা সাদ: ৭৫] যার মাধ্যমে তিনি আল্লাহর দু' হাত সাব্যস্ত করেছেন।

অনুচ্ছেদ, আল্লাহর বাণী, "যাতে আপনি আমার চোখের সামনে প্রতিপালিত হতে পারেন।" [সূরা ত্বা-হা: ৩৯] যার মাধ্যমে তিনি আল্লাহর চোখ সাব্যস্ত করেছেন।

অনুচ্ছেদ, আল্লাহর বাণী, "আর আল্লাহ তোমাদেরকে তাঁর সত্তার ব্যাপারে ভয় দেখাচ্ছেন" [সূরা আলে ইমরান: ২৮] এর মাধ্যমে তিনি আল্লাহর জন্য সত্তা, নফস, ব্যক্তি গুণ সাব্যস্ত করেছেন।

অনুচ্ছেদ, আল্লাহর বাণী, "সবকিছু ধ্বংস হয়ে যাবে কেবল তাঁর চেহারা ব্যতীত" [সূরা আল-ক্বাসাস: ৮৮] এর মাধ্যমে তিনি আল্লাহ তা'আলার চেহারা সাব্যস্ত করেছেন।

অনুচ্ছেদ, আল্লাহর বাণী, "বলুন, সাক্ষী হিসেবে বড় জিনিস কী" [সূরা আল-আন'আম: ১৯] এর মাধ্যমে তিনি নিজেকে জিনিস সাব্যস্ত করেছেন।

অনুচ্ছেদ, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণী, "কোনো ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলার চেয়ে আত্মমর্যাদাসম্পন্ন নেই" [বুখারী, ৭৪১৬] এর মাধ্যমে তিনি আল্লাহর জন্য ব্যক্তি শব্দের ব্যবহার সাব্যস্ত করেছেন।

অনুচ্ছেদ, আল্লাহর বাণী, "আর তাঁর আরশ পানির উপর" [সূরা হূদ: ৭] "তিনি মহা 'আরশের রব"। [সূরা আত-তাওবাহ: ১২৯] এর মাধ্যমে তিনি আল্লাহ তা'আলা সবকিছুর উপরে হওয়া, 'আরশের উপরে তাঁর উঠা, 'আরশের উপরে তাঁর নিজেকে সমুন্নত করা, এ ব্যাপারে আবুল আলিয়া, মুজাহিদের বর্ণনা নিয়ে আসেন। তারপর তিনি আল্লাহ তা'আলার 'আরশের উপর থাকা সংক্রান্ত হাদীসসমূহ নিয়ে আসেন।

অনুচ্ছেদ, আল্লাহর বাণী, "প্রতিদিন তিনি কোনো কাজে থাকেন" [সূরা আর-রহমান: ২৯].. আল্লাহর বাণী, "যাতে করে আল্লাহ নতুন কিছু উদ্ভব ঘটাবেন" [সূরা আত-ত্বালাক: ১] এর মাধ্যমে তিনি আল্লাহ তা'আলার কর্ম সাব্যস্ত করেন, তিনি এখনও প্রতিনিয়ত তাঁর কাজ করে যান, যা ইচ্ছা তিনি নতুন করে করেন সে গুণ সাব্যস্ত করেন।

অনুচ্ছেদসমূহ, আল্লাহ তা'আলার বাণী সংক্রান্ত অনেকগুলো অনুচ্ছেদ বিন্যাস করেন। আল্লাহ তা'আলার বাণীর শব্দ রয়েছে, বর্ণের মাধ্যমে হয়, আল্লাহ তা'আলা জিবরীলকে শব্দ করে ডাকেন, আল্লাহ তা'আলা ফিরিশতাদেরকে শব্দের মাধ্যমে ডাকেন, এসব প্রমাণ করেন।

অনুচ্ছেদ, আসমান, যমীনসহ সকল সৃষ্টিকে অস্তিত্ব প্রদান, এর মাধ্যমে তিনি আল্লাহ তা'আলার কর্ম ও নির্দেশ দেয়া সাব্যস্ত করেন, সুতরাং রব তো এমন সত্তা যাঁর রয়েছে সত্তা, গুণ, কর্ম ও নির্দেশ। তিনি স্রষ্টা অস্তিত্বপ্রদানকারী সৃষ্ট নন, আর যা তাঁর কর্ম, নির্দেশ, সৃষ্টিকরণ ও অস্তিত্বে আনয়ন করা দ্বারা হবে তা হবে কর্ম, সৃষ্ট ও অস্তিত্ব প্রদানকৃত।[৪৬০]

---

৪৬০. সহীহ বুখারী, কিতাবুত তাওহীদ ওয়ার রাদ্দি আলাল জাহমিয়া।

তাছাড়া তিনি তাঁর খালকু আফ'আলিল 'ইবাদ গ্রন্থে ইসলামে প্রসিদ্ধ ইমামদের থেকে বহু বর্ণনা নিয়ে এসেছেন, যা দ্বারা তিনি আল্লাহ তা'আলার 'আরশের উপর উঠা সাব্যস্ত করেছেন।(৪৬১)

ইমাম ইয়াহইয়া ইবন মু'আয আর-রাযী (২৫৮ হিজরী)

ইয়াহইয়া ইবন মু'আয আর-রাযী বলেন,

«إن الله على العرش بائن من الخلق، وقد أحاط بكل شيء علماً»

"নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা 'আরশের উপর, সৃষ্টিকুল থেকে আলাদা, আর তিনি সবকিছু জ্ঞানে পরিবেষ্টন করে আছেন।"(৪৬২)

ইমাম মুসলিম ইবন হাজ্জাজ আল-কুশাইরী (২৬১ হিজরী)

ইমাম মুসলিম ইবন হাজ্জাজ আল-কুশাইরী আন-নাইসাপূরী রাহিমাহুল্লাহ তাঁর সহীহতে 'আরশ সংক্রান্ত হাদীসগুলো নিয়ে এসেছেন, তিনি যেসব হাদীস নিয়ে এসেছেন তন্মধ্যে অন্যতম হচ্ছে,

- আল্লাহ তা'আলা তাঁর নিকট তাঁর 'আরশের উপর তাঁর কিতাবে এটা লিখে রাখা যে, তাঁর ক্রোধের ওপর দয়া প্রাধান্য পাবে, যেমন তিনি বর্ণনা করেছেন,

  لَمَّا خَلَقَ اللهُ الْخَلْقَ، كَتَبَ فِي كِتَابِهِ، فَهُوَ عِنْدَهُ فَوْقَ الْعَرْشِ: إِنَّ رَحْمَتِي تَغْلِبُ غَضَبِي.

  "যখন আল্লাহ তা'আলা সৃষ্টি করলেন, তখন তিনি তাঁর কিতাবে লিখলেন, যা তাঁর নিকট 'আরশের উপর রয়েছে, নিশ্চয় আমার রহমত আমার ক্রোধের ওপর প্রাধান্য পাবে।"(৪৬৩)

- সূর্য কর্তৃক 'আরশের নিচে সাজদাহ করা, তিনি বর্ণনা করেন,

  إِنَّ هَذِهِ تَجْرِي حَتَّى تَنْتَهِيَ إِلَى مُسْتَقَرِّهَا تَحْتَ الْعَرْشِ، فَتَخِرُّ سَاجِدَةً، فَلَا تَزَالُ كَذَلِكَ حَتَّى يُقَالَ لَهَا: ارْتَفِعِي، ارْجِعِي مِنْ حَيْثُ جِئْتِ.

  "এ সূর্য চলতে থাকে, অবশেষে তার সুনির্দিষ্ট অবস্থানস্থলে 'আরশের নিচে যায়, তখন সেটি 'আরশের নিচে সাজদায় পড়ে যায়, এভাবে প্রতিনিয়ত সে তা করতে থাকবে, অবশেষে তাকে বলা হবে, উঠ, যে দিক থেকে এসেছ সেদিকে ফিরে যাও।"(৪৬৪)

  বড় শাফা'আতের জন্য 'আরশের নিচে সাজদায় পড়ে যাবেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম, যেমন হাদীসে এসেছে,

  فَأَنْطَلِقُ، فَآتِي تَحْتَ الْعَرْشِ، فَأَقَعُ سَاجِدًا لِرَبِّي، ثُمَّ يَفْتَحُ اللهُ عَلَيَّ وَيُلْهِمُنِي مِنْ مَحَامِدِهِ، وَحُسْنِ الثَّنَاءِ عَلَيْهِ شَيْئًا

---

৪৬১. দেখুন: খালকু আফ'আলিল ইবাদ, পৃ. ২৯-৪৫।

৪৬২. যাহাবী, দেখুন, মুখতাসারুল 'উলু ১৩৯।

৪৬৩. সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ২৭৫১।

৪৬৪. সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১৫৯।

لَمْ يَفْتَحْهُ لِأَحَدٍ قَبْلِي، ثُمَّ يُقَالُ: يَا مُحَمَّدُ، ارْفَعْ رَأْسَكَ، سَلْ تُعْطَهْ، اشْفَعْ تُشَفَّعْ، فَأَرْفَعُ رَأْسِي، فَأَقُولُ: يَا رَبِّ، أُمَّتِي أُمَّتِي، فَيُقَالُ: يَا مُحَمَّدُ، أَدْخِلِ الْجَنَّةَ مِنْ أُمَّتِكَ مَنْ لَا حِسَابَ عَلَيْهِ مِنَ الْبَابِ الْأَيْمَنِ مِنْ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ، وَهُمْ شُرَكَاءُ النَّاسِ فِيمَا سِوَى ذَلِكَ مِنَ الْأَبْوَابِ.

"অতঃপর আমি সামনে চলবো, 'আরশের নিচে আসবো এবং সাজদায় পড়ে যাবো, তারপর আল্লাহ আমার জন্য উন্মুক্ত করে দিবেন এবং আমাকে তাঁর উত্তম প্রশংসা, সুন্দর স্তুতির কিছু অংশ ইলহাম করবেন যা তিনি আমার আগে আর কারও জন্য উন্মুক্ত করেননি। তারপর বলা হবে, হে মুহাম্মাদ, আপনার মাথা উঠান, আপনি চান আপনাকে দেয়া হবে, আপনি সুপারিশ করুন আপনার সুপারিশ কবুল করা হবে। তখন আমি আমার মাথা উঠাবো এবং বলব, হে রব, আমার উম্মত, আমার উম্মত। তখন বলা হবে, হে মুহাম্মাদ, আপনার উম্মতের মধ্যে তাদেরকে জান্নাতের দরজাসমূহের ডান দিকের দরজাসমূহ দিয়ে জান্নাতে প্রবেশ করান, যাদের ওপর কোনো হিসাব নেই। তদুপরি অন্য দরজাতেও তারা অন্যান্য মানুষের সাথে অংশীদার থাকবে।"(৪৬৫)

- 'আরশ থেকে আল্লাহর নির্দেশ জারী করা ও কথা বলার বর্ণনা প্রদান। হাদীসে এসেছে,

رَبُّنَا تَبَارَكَ وَتَعَالَى اسْمُهُ، إِذَا قَضَى أَمْرًا سَبَّحَ حَمَلَةُ الْعَرْشِ، ثُمَّ سَبَّحَ أَهْلُ السَّمَاءِ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، حَتَّى يَبْلُغَ التَّسْبِيحُ أَهْلَ هَذِهِ السَّمَاءِ الدُّنْيَا» ثُمَّ قَالَ: الَّذِينَ يَلُونَ حَمَلَةَ الْعَرْشِ لِحَمَلَةِ الْعَرْشِ: مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ؟ فَيُخْبِرُونَهُمْ مَاذَا قَالَ.

"আমাদের রব যিনি বরকতময়, তাঁর নাম সুউচ্চ, তিনি যখন কোনো ফয়সালার নির্দেশ জারী করেন, 'আরশের বাহকরা তখন তাসবীহ পাঠ করতে থাকেন, তারপর তাদের নিকটবর্তী আসমানের ফিরিশতাগণ তাসবীহ পাঠ করতে থাকেন, তারপর সে তাসবীহ পৌঁছে যায় নিকটতম আসমান পর্যন্ত। তারপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, যারা 'আরশ বহনকারীদের নিকটবর্তী আসমানে আছেন, তারা 'আরশ বহনকারীদের বলেন, তোমাদের রব কী বলেছেন? তখন 'আরশ বহনকারীগণ তাদেরকে আল্লাহ যা বলেছেন যা জানায়।"(৪৬৬)

- মি'রাজের হাদীস, যাতে স্পষ্টভাবে আসমানের দিকে উত্থিত হওয়া, প্রতিটি আসমান পার হয়ে উপরে উত্থিত হওয়ার বর্ণনা এসেছে।(৪৬৭)

ইমাম যুহলী (২৬৪ হিজরী)

প্রখ্যাত মুহাদ্দিস হাকেম বলেন, আমি আবু 'আমর আল-মুস্তামিল্লির হস্তাক্ষরে পড়েছি, তিনি বলেছেন,

---

৪৬৫. সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১৯৪।

৪৬৬. সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ২২২৯।

৪৬৭. সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১৭২।

سئلَ محمدُ بنُ يحيى عنْ حديثِ عبدِ الله بن معاوية عَنِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم: «لِيَعْلَمِ العَبْدُ أنَّ الله معهُ حيثُ كانَ»، فقالَ: يريدُ أنَّ اللهَ عِلْمُهُ محيطٌ بكلِّ مكانٍ، واللهُ على العَرْشِ.

"ইমাম মুহাম্মাদ ইবন ইয়াহইয়া আয-যুহলীকে প্রশ্ন করা হয়েছিল, আবদুল্লাহ ইবন মু'আওয়িয়াহ নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে যে হাদীস বর্ণনা করেছেন তাতে এসেছে, 'একজন বান্দা যেন এটা বিশ্বাস করে যে, আল্লাহ তার সাথে রয়েছে সে যেখানেই থাকুক না কেন'[৪৬৮] এর অর্থ কী? জবাবে ইমাম যুহলী বলেন, এর দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে, নিশ্চয় আল্লাহর ইলম বা জ্ঞান সকল স্থানকে পরিবেষ্টন করে আছে, আর তিনি আল্লাহ 'আরশের উপর রয়েছেন"।[৪৬৯]

ইসমাঈল ইবন ইয়াহইয়া আল-মুযানী (২৬৪ হিজরী)

মুহাম্মাদ ইবন ইসমা'ঈল আত-তিরমিযী রাহিমাহুল্লাহ বলেন, আমি ইমাম মুযানীকে বলতে শুনেছি,

«لا يَصِحُّ لأحدٍ توحيدٌ حتىً يعلمَ أنَّ اللهَ تعالى على العَرْشِ بصفاتِهِ. قلتُ لهُ: مثلُ أيِّ شيءٍ؟ قالَ: سَمِيعٌ بَصِيرٌ عَلِيمٌ».

"কোনো মানুষের তাওহীদ ততক্ষণ শুদ্ধ হবে না যতক্ষণ না সে এটা জানছে যে, মহান আল্লাহ তাঁর সকল গুণসহ 'আরশের উপর, আমি তাকে বললাম, সকল গুণ বলতে যেমন? তিনি জবাবে বললেন, সামী' (সর্বশ্রোতা), বাসীর (সর্বদ্রষ্টা), আলীম (সর্বজ্ঞ)।"[৪৭০]

ইসমা'ঈল ইবন ইয়াহইয়া আল-মুযানী তাঁর শারহুস সুন্নাহ গ্রন্থে বলেন,

الحمد لله أحق ما بُدِئ، وأولى من شكر، وعليه أثني، الواحد الصمد، ليس له صاحبة ولا ولد، جل عن المثل فلا شبيه له ولا عديل، السميع البصير العليم الخبير المنيع الرفيع، عالٍ على عرشه في مجده بذاته، وهو دان بعلمه من خلقه» -إلى أن قال-: «والقرآن كلام الله ومن الله، ليس بمخلوق فيبيد، وكلمات الله وقدرة الله، ونعته وصفاته كلها كاملات غير مخلوقات، دائمات أزليات ليست محدثات فتبيد، ولا كان ربنا ناقصاً فيزيد، جلت صفاته عن شبه المخلوقين، ... عالٍ على العرش، بائن من خلقه».

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য। যা দ্বারা শুরু করা হয়েছে তার তিনি হকদার। শুকরিয়া পাওয়ার অধিকারীদের মধ্যে সর্বাগ্রে। তাঁর গুণ বর্ণনা করছি। তিনি এক, অমুখাপেক্ষী। তাঁর কোনো স্ত্রী ও সন্তান নেই। তিনি দৃষ্টান্তের উর্ধ্বে। তাঁর সাদৃশ্য ও সমকক্ষ নেই। সর্বশ্রোতা, সবদ্রষ্টা, সর্বজ্ঞানী, সর্ববিষয়ে অবহিত, শক্তিশালী, সুউচ্চ, তাঁর মর্যাদা সহকারে সত্তাগতভাবে 'আরশের উপর সমুন্নত। তিনি জ্ঞানের মাধ্যমে সৃষ্টির নিকটে।... তিনি আরও বলেন, কুরআন আল্লাহর কালাম। আল্লাহর থেকে এসেছে। মাখলূক নয় যে ধ্বংস হয়ে যাবে। আল্লাহর বাণী, তাঁর ক্ষমতা, প্রশংসা

৪৬৮. ত্বাবারানী, আস-সাগীর (১/৩৩৪), ৫৫৫; সহীহ।

৪৬৯. যাহাবী, আল-'উলূ, পৃ. ১১৪৭।

৪৭০. যাহাবী, সিয়ার (১২/৪৯৪)।

ও গুণাবলি পূর্ণাঙ্গ, মাখলূক নয়, চিরন্তন চিরস্থায়ী। মাখলূক নয় যে ধ্বংস হয়ে যাবে। আমাদের রব অপূর্ণাঙ্গ ছিলেন না যে বৃদ্ধি পেয়েছেন। মাখলূকের সাদৃশ্য থেকে তাঁর গুণাবলি উর্ধ্বে। ... 'আরশের উপরে সমুন্নত, তাঁর সৃষ্টি থেকে আলাদা।

এরপর তিনি বাকী আকীদাহ উল্লেখ করেন।(৪৭১)

আবু হাতিম আর-রাযী (২৭৭ হিজরী)

ও

আবু যুর'আ আর-রাযী (২৬৪ হিজরী)

হাদীসের জারহ ও তা'দীলের প্রখ্যাত ইমাম আব্দুর রহমান ইবন আবু হাতিম বলেন,

سألتُ أبي وأبا زرعةَ عَن مذاهبِ أهلِ السنَّةِ فِي أصولِ الدِّينِ، وما أدركا عَلَيهِ العلماءُ فِي جميعِ الأمصارِ ومَا يعتقدانِ فِي ذلكَ؟ فقالا: «أدركنَا العلماءَ فِي جميعِ الأمصارِ - حجازًا وعراقًا وشامًا ويَمَنًا - فكانَ منْ مذهبِهم: وأنَّ اللهَ عزَّ وجلَّ عَلَى عَرْشِهِ بَائِنٌ منْ خَلْقِهِ كَمَا وصفَ نفسَهُ فِي كتابِهِ وعلى لسانِ رسولِهِ صلى الله عليه وسلم بلا كيفٍ، أحاطَ بكلِّ شيءٍ علمًا ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ﴾ [الشورى: ١١]».

"আমি আবু হাতিম রাযী ও আবু যুর'আ রাযী রাহিমাহুমাল্লাহ'র কাছে দীনের মৌলিক বিষয়ে আহলে সুন্নাহ'র মানহাজ সম্পর্কে জানতে চাই এবং এও জানতে চাই যে, তারা উভয়ে সকল এলাকার আলিমদের কী আকীদায় পেয়েছেন এবং উভয়ে কী আকীদাহ পোষণ করেন?

উভয়েই বলেন, আমরা হিজায, ইরাক, মিসর, শাম, ইয়ামানসহ সকল এলাকার আলিমদের পেয়েছি এ মতের ওপর যে, আল্লাহ তাঁর 'আরশের উপরে রয়েছেন, তিনি তাঁর সৃষ্টি থেকে আলাদা। যেমনটি স্বয়ং আল্লাহ নিজের ক্ষেত্রে বর্ণনা দিয়েছেন। এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জবানে বর্ণনা দিয়েছেন। কোনো ধরন নির্ধারণ ছাড়াই। তিনি সকল কিছুকে জ্ঞানের মাধ্যমে বেষ্টন করে আছেন।"(৪৭২)

তাছাড়া ইমাম ইসমা'ঈল আত-তাইমী ইমাম আবু যুর'আহ আর-রাযীর আকীদাহ বর্ণনা করে বলেন,

«المعطِّلةُ النَّافيةُ الذينَ ينكرونَ صفاتِ اللهِ عزَّ وجلَّ التي وصفَ بها نفسَهُ في كتابِهِ وعلى لسانِ نبيِّهِ صلى الله عليه وسلم، ويكذِّبونَ بالأخبارِ الصحاحِ التي جاءتْ عنْ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم في الصفاتِ ويتأوَّلونها بآرائهم المنكوسةِ على موافقةِ ما اعتقدوا منَ الضلالةِ وينسبونَ رواتها إلى التشبيهِ، فمنْ نسبَ الواصفينَ ربَّهم تباركَ وتعالى

৪৭১. যাহাবী, আল-'উলূ, পৃ. ১৩৫; আল-আরশ ২/৩২৭, অনুবাদ: আব্দুল্লাহ মাহমূদ; ইবনুল কাইয়্যেম, ইজতিমা'উল জুয়ূশ, পৃ. ১৬৬-১৭০।

৪৭২. আকীদাতুর রাযীইয়াইন পৃ.১; লালেকাঈ, শারহু উসূলি ই'তিকাদি আহলিস সুন্নাহ (১/১৭৬-১৭৯), নং ৩২১; যাহাবী, সিয়ার (১৩/৮৪); আল-'উলূ, পৃ. ১২৫, নং ১১০; ইবন তাইমিয়্যাহ, দারউ তা'আরুযিল আকলি ওয়ান নাকল (৬/২৫৭); আলবানী সহীহ বলেছেন, মুখতাসারুল 'উলূ, পৃ. ২০৪-২০৫; আল-আরশ ২/৩২৮, অনুবাদ: আব্দুল্লাহ মাহমূদ।

بما وصفَ بِهِ نفسهُ في كتابِهِ وعلى لسانِ نبيِّهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ غيرِ تمثيلٍ ولا تشبيهٍ إلى التشبيهِ فهو معطِّلٌ نافٍ، ويستدلُّ عليهم بنسبتهم إيَّاهم إلى التشبيه أنَّهم معطِّلةٌ نافيةٌ، كذلكَ كانَ أهلُ العلمِ يقولونَ منهم: عبد الله بن المبارك ووكيع بن الجراح».

"আল্লাহর গুণ অস্বীকারকারী মু'আত্তিলা গোষ্ঠী, যারা আল্লাহ তা'আলা তাঁর কিতাবে এবং তাঁর নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের যবানীতে আল্লাহ নিজেকে যেসব গুণে গুণান্বিত করেছেন সেসব গুণকে অস্বীকার করে, এসব গুণ বর্ণনায় বিশুদ্ধভাবে আসা সহীহ হাদীসগুলোতে মিথ্যারোপ করে, সেগুলোকে তাদের উল্টো বিবেক-বুদ্ধি দিয়ে তাদের পথভ্রষ্ট আকীদাহ অনুযায়ী করার জন্য অপব্যাখ্যার আশ্রয় নেয়, আর এসব হাদীসের বর্ণনাকারীদেরকে 'মুশাব্বিহা' (দেহবাদী) বলে তারাই হচ্ছে আল্লাহর সিফাত অস্বীকারকারী। সুতরাং যে কেউ আল্লাহ যা দিয়ে তাঁর কিতাবে এবং তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের যবানীতে নিজেকে গুণান্বিত বলেছেন সে গুণগুলোকে যারা কোনো প্রকার পূর্ণ সাদৃশ্য কিংবা আংশিক সাদৃশ্য ব্যতীতই সাব্যস্ত করে, তাদেরকে যারা 'মুশাব্বিহা' (দেহবাদী) ইত্যাদি বলে সেই তো এগুলোর অর্থশূন্যকারী ও অস্বীকারকারী। তারা যখন হকপন্থীদেরকে 'তাশবীহ' সাদৃশ্য স্থাপনকারী বলবে, তখন তাদের বিরুদ্ধে প্রমাণ প্রতিষ্ঠা করে বলা হবে যে, তারাই 'মু'আত্তিলা' তারাই 'নাফিয়া' অর্থাৎ তারাই আল্লাহ তা'আলার গুণকে অর্থশূন্যকারী ও অস্বীকারকারী। সত্যনিষ্ঠ আলেমগণ যেমন, আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারক ও ওকী' ইবনুল জাররাহ সর্বদা এটাই বলতেন।"[৪৭৩]

আবু যুর'আহ আর-রাযী [طه: ٥] ﴿ٱلرَّحۡمَٰنُ عَلَى ٱلۡعَرۡشِ ٱسۡتَوَىٰ ۝٥﴾ এর তাফসীরে বলেন,

«هو على عرشه، بائن من خلقه، أحاط بكل شيء علماً، من قال غير ذلك فعليه لعنة الله».

"তিনি তাঁর 'আরশের উপরে, তাঁর সৃষ্টি থেকে আলাদা, সকল কিছুকে তাঁর জ্ঞানের মাধ্যমে পরিবেষ্টন করে আছেন, যে কেউ এর বিপরীতটি বলবে, তার উপর আল্লাহর লা'নত।"[৪৭৪]

অন্যত্র আবু হাতিম মুহাম্মাদ ইবন ইদরীস আল-হানযালী তার আকীদাহ বর্ণনায় বলেন,

مَذْهَبُنَا وَاخْتِيَارُنَا اتِّبَاعُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابِهِ وَالتَّابِعِينَ وَمَنْ بَعْدَهُمْ بِإِحْسَانٍ وَتَرْكُ النَّظَرِ فِي مَوْضِعِ بِدَعِهِمْ وَالتَّمَسُّكُ بِمَذْهَبِ أَهْلِ الْأَثَرِ مِثْلِ أَبِي عَبْدِ اللهِ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ وَإِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ وَأَبِي عُبَيْدٍ الْقَاسِمِ بْنِ سَلَّامٍ وَالشَّافِعِيِّ. وَلُزُومُ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَالذَّبُّ عَنِ الْأَئِمَّةِ الْمُتَّبِعَةِ لِآثَارِ السَّلَفِ وَاخْتِيَارُ مَا اخْتَارَهُ أَهْلُ السُّنَّةِ مِنَ الْأَئِمَّةِ فِي الْأَمْصَارِ مِثْلُ: مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ فِي الْمَدِينَةِ وَالْأَوْزَاعِيِّ بِالشَّامِ وَاللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ بِمِصْرَ وَسُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ وَحَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ بِالْعِرَاقِ مِنَ الْحَوَادِثِ مِمَّا لَا يُوجَدُ فِيهِ رِوَايَةٌ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ...وَالصَّوَابَ نَعْتَقِدُ وَنَزْعُمُ أَنَّ اللهَ عَلَى عَرْشِهِ بَائِنٌ مِنْ خَلْقِهِ ﴿لَيۡسَ كَمِثۡلِهِۦ شَيۡءٞۖ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلۡبَصِيرُ﴾ [الشورى: ١١]. وَلَا نَرَى الْخُرُوجَ عَلَى الْأَئِمَّةِ وَلَا نُقَاتِلُ فِي الْفِتْنَةِ وَنَسْمَعُ وَنُطِيعُ لِمَنْ وَلَّى اللهُ عَزَّ وَجَلَّ أَمْرَنَا. وَنَرَى الصَّلَاةَ وَالْحَجَّ وَالْجِهَادَ مَعَ

---

৪৭৩. আল-হুজ্জাহ ফী বায়ানিল মাহাজ্জাহ (১/১৮৭)।

৪৭৪. আল-'উলূ, পৃ. ১২৭।

الْأَئِمَّةِ وَدَفْعَ صَدَقَاتِ الْمَوَاشِي إِلَيْهِمْ. وَنُؤْمِنُ بِمَا جَاءَتْ بِهِ الْآثَارُ الصَّحِيحَةُ بِأَنَّهُ يَخْرُجُ قَوْمٌ مِنَ النَّارِ مِنَ الْمُوَحِّدِينَ بِالشَّفَاعَةِ... وَعَلَامَةُ أَهْلِ الْبِدَعِ الْوَقِيعَةُ فِي أَهْلِ الْأَثَرِ. وَعَلَامَةُ الْجَهْمِيَّةِ أَنْ يُسَمُّوا أَهْلَ السُّنَّةِ مُشَبِّهَةً وَنَابِتَةً.

"আমাদের মত ও পছন্দনীয় বিষয় হচ্ছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের যথাযথ অনুসরণ, তাঁর সাহাবীদের অনুসরণ, তাদের পরবর্তী তাবে'য়ী ও তৎ পরবর্তী লোক যারা সাহাবায়ে কেরামের সুন্দর অনুসরণ করেছে তাদের অনুসরণ করা। বিদ'আতীদের বিদ'আতের দিকে তাকানো বর্জন করা, যারা 'আছার' তথা উক্ত সম্মানিত মনীষীগণের পদাঙ্কে চলেছে তাদের মত ধরে রাখা, যেমন আবু আবদুল্লাহ আহমাদ ইবন হাম্বল, ইসহাক্ব ইবন ইবরাহীম, আবু উবাইদ আল-কাসেম ইবন সাল্লাম, শাফে'য়ী। আমাদের আরও মত হচ্ছে, কুরআন ও সুন্নাহ আঁকড়ে থাকা, সালাফে সালেহীনের পদাঙ্ক অনুসরণকারী ইমামগণ থেকে প্রতিরোধ করা, নতুন যেসব ঘটনা ঘটবে, যাতে নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম, সাহাবায়ে কেরাম ও তাবে'য়ীন থেকে কিছু পাওয়া না যায়, তাতে বিখ্যাত আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের ইমামগণ যা পছন্দ করেছেন তা পছন্দ করা, যেমন মালিক ইবন আনাস মদীনায়, আওযা'ঈ শামে, লাইস ইবন সা'দ মিসরে, সুফইয়ান আস-সাওরী ও হাম্মাদ ইবন যায়েদ ইরাক্বে.. এদের কথাকে পছন্দ করা। আর সঠিক যে জিনিসটি আমরা বিশ্বাস করি এবং সঠিক বলে মনে করি, তা হচ্ছে, আল্লাহ তা'আলা তাঁর 'আরশের উপরে রয়েছেন, তাঁর সকল সৃষ্টিকুল থেকে আলাদা "তাঁর মতো কোনো কিছু নেই, তিনি সর্বশ্রোতা সর্বদ্রষ্টা" [সূরা আশ-শূরা, আয়াত: ১১] আর আমরা রাষ্ট্রপ্রধানদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা জায়েয মনে করি না, ফিতনায় কোনো যুদ্ধে অংশগ্রহণ করি না, শুনি ও মানি তার কথা যাকে আল্লাহ আমাদের ওপর দায়িত্ব দিয়েছেন। আর আমরা মত দিই সালাত, হজ ও জিহাদ রাষ্ট্র প্রধানের সাথে করার, বাহ্যিক সদকা যেমন চতুষ্পদ প্রাণীসমূহের যাকাত আমরা তাদের কাছে প্রদান করার পক্ষে মত দিই। আমরা তাওহীদবাদী ঈমানদার যারা জাহান্নামে গেছে তারা সুপারিশের মাধ্যমে জাহান্নাম থেকে বের হওয়ার ব্যাপারে যেসব সহীহ আছার এসেছে সেগুলোর ওপর ঈমান রাখি। বিদ'আতীদের আলামত হচ্ছে তারা আছার অনুসারীদের বিরুদ্ধে লেগে থাকবে। জাহমিয়্যাদের আলামত হচ্ছে তারা আহলুস সুন্নাহকে মুশাব্বিহা (দেহবাদী) নব্য উত্থিত ইত্যাদি খারাপ ট্যাগ লাগাবে।"[৪৭৫]

- ইমাম যাহাবী বলেন, আবু হাতিম হচ্ছেন মুহাম্মাদ ইবন ইদরীস আল-হানযালী। মুখস্থ ও আয়ত্তের দিক থেকে রাই এলাকার ইমাম। জ্ঞানার্জনের জন্য ইরাক, শাম, হিজায ও খুরাসান সফর করেন। তিনি আহলে ইলমদের নিকট এতটাই প্রসিদ্ধ যে, তার পরিচয় তুলে ধরার প্রয়োজন নেই। আবু হাতিম থেকে আবু দাউদ, নাসায়ী ও ইবন মাজাহ হাদীস বর্ণনা করেছেন। আবু যুর'আ থেকে মুসলিম, তিরমিযী ও নাসায়ী হাদীস বর্ণনা করেছেন।[৪৭৬]

ইমাম ইবন মাজাহ (২৭৩ হিজরী)

প্রসিদ্ধ হাফিয আবু আবদুল্লাহ ইবন মাজাহ তার আস-সুনান গ্রন্থের আস-সুন্নাহ অনুচ্ছেদের সূচনায় অনেক কিছু নিয়ে আলোচনা করেছেন। তার মধ্যে রয়েছে: باب فيما أنكرت الجهمية অধ্যায়: জাহমিয়্যারা যা অস্বীকার করে। তারপর তিনি বিভিন্ন হাদীস নিয়ে আসেন, তন্মধ্যে আবু রাযীন

৪৭৫. শারহু উসূলি ই'তিকাদি আহলিস সুন্নাতি ওয়াল জামা'আহ (১/২০২), নং ৩২৩।

৪৭৬. যাহাবী, আল-আরশ ২/৩৩০, অনুবাদ: আব্দুল্লাহ মাহমূদ।

এর বিখ্যাত হাদীসও নিয়ে আসেন যাতে 'আরশের উল্লেখ রয়েছে। (হাদীস নং ১৮২) আর উল্লেখ করেছেন তাঁর অন্যান্য কর্মগত গুণ যেমন, হাশরের মাঠে কাউকে কাছে ডেকে নেয়া (হাদীস নং ১৮৩), বিবিধ কারণে আল্লাহর হাসি (হাদীস নং ১৮১, ১৯১, ২০০), জান্নাতীদের সাথে উপর থেকে তাকানো, কথা বলা, নিজেকে জান্নাতীদেরকে দেখানো, তারা সে নি'আমত ভোগ করা, সেখানে রবের নূর ও বরকত অবশিষ্ট থাকা (হাদীস নং ১৮৪, ১৮৭), হাশরের মাঠে প্রত্যেকের সাথে রবের কথা বলা (হাদীস নং ১৮৫), জাবের ইবন আবদুল্লাহ'র পিতা আবদুল্লাহ ইবন হারামের মৃত্যুর পর রাব্বুল আলামীন তার সাথে সরাসরি কথা বলা (হাদীস নং ১৯০), হাশরের দিন যমীনকে মুষ্টিবদ্ধ করা, আসমানকে ডান হাতে ভাঁজ করে রাখা (হাদীস নং ১৯২, ১৯৮), 'আরশের উপর রাব্বুল আলামীনের অবস্থান (হাদীস নং ১৯৩), আল্লাহ তা'আলা যখনই ফয়সালাগত নির্দেশ প্রদান করেন, তখন ফিরিশতাদের অবস্থা কেমন হয় (হাদীস নং ১৯৪) মহান আল্লাহ রাত-দিন বান্দার আমলের ওজন বাড়ান ও কমান (হাদীস নং ১৯৫, ১৯৬, ১৯৭), মানুষের অন্তর আল্লাহর দু' আঙ্গুলের মাঝখানে হওয়ায় চাইলে তিনি ঠিক রাখেন, চাইলে তিনি বক্র করে দেন, (হাদীস নং ১৯৯), আল্লাহর কথা আর নবীর প্রচার (হাদীস নং ২০১), প্রতিদিনই আল্লাহ তা'আলা বিশেষ অবস্থায় থাকেন, কাউকে ক্ষমা করেন, কাউকে বিপদমুক্ত করেন, কাউকে উচ্চ মর্যাদা প্রদান করেন, কাউকে মর্যাদায় নীচু করেন (হাদীস নং ২০২)[৪৭৭], এভাবে তিনি আল্লাহ তা'আলার যাবতীয় সিফাতে ফি'লিয়্যাহ বা কর্মগত গুণ সাব্যস্ত করেন। এ সবগুলোই আশ'আরী ও মাতুরিদীরা হয় অর্থহীন করে, না হয় অপব্যাখ্যা করে থাকে। তারা এটার নাম দিয়েছে 'হুলুল হাওয়াদিস বিল্লাহ' বা আল্লাহর প্রাচীন সত্তায় নতুন কিছুর অনুপ্রবেশ ঘটা। (না'উযুবিল্লাহ)

ইমাম আবু দাউদ সুলাইমান ইবন আশ'আস আস-সিজিস্তানী (২৭৫ হিজরী)

ইমাম আবু দাউদ সুলাইমান ইবন আশ'আস আস-সিজিস্তানী রাহিমাহুল্লাহ তাঁর কিতাবে এমনসব হাদীস বর্ণনা করেছেন যাতে এটা সুস্পষ্ট হয় যে, তিনি আল্লাহ তা'আলার 'আরশের উপর হওয়ার বিষয়টি স্বতঃস্ফূর্ত বিষয় হিসেবে মনে করতেন। যেমন তিনি তাঁর কিতাবে জাহমিয়্যাদের বিরুদ্ধে অধ্যায় বিন্যাস করে বলেছেন, 'বাবুন ফিল জাহমিয়্যাহ' তারপর তিনি আল্লাহ তা'আলার গুণসমূহ করে এমন হাদীসসমূহ নিয়ে এসেছেন, বর্ণনা করেছেন। আল্লাহ তা'আলা সাত আসমানের উপর তাঁর 'আরশের উপর রয়েছেন সেটার ওপর কয়েকটি হাদীস নিয়ে এসেছেন। তারপর 'আরশ বহনকারীদের বর্ণনায় আসা হাদীস নিয়ে এসেছেন।[৪৭৮]

আবদুল্লাহ ইবন মুসলিম ইবন কুতাইবাহ (২৭৬ হিজরী)

আবদুল্লাহ ইবন মুসলিম ইবন কুতাইবাহ স্বীয় গ্রন্থ মুখতালাফুল হাদীসে বলেন,

«نحن نقول في قوله مَا يَكُونُ مِن نَّجْوَى ثَلاَثَةٍ إِلاَّ هُوَ رَابِعُهُمْ إنه معهم يعلم ما هم عليه، كما تقول للرجل وجّهته إلى

৪৭৭. যাহাবী, আল-আরশ, (২/৩৩৮) অনুবাদ: আব্দুল্লাহ মাহমূদ।

৪৭৮. আবু দাউদ আস-সিজিস্তানী (৭/১১১), কিতাবুস সুন্নাহ, অধ্যায় নং ১৯, হাদীস নং ৪৭২১-৪৭২৮।

بلد شاسع، احذر التقصير فإني معك، تريد أنه لا يخفى عليَّ تقصيرك وكيف يسوغ لأحد أن يقول: إنه سبحانه بكل مكان على الحلول فيه مع قوله الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى ومع قوله إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ؟ وكيف يصعد إليه شيء هو معه؟ وكيف تعرج الملائكة إليه وهي معه؟ ولولا أن هؤلاء رجعوا إلى فطرهم، وما ركبت عليه خِلْقتهم من معرفة الخالق لعلموا أن الله هو العلي وهو الأعلى، وأن الأيدي ترتفع بالدعاء إليه، والأمم كلها أعجميها وعربيها، تقول: إن الله في السماء. ما تركت على فطرتها».

আল্লাহর বাণী: "তিনজনের কোনো গোপন পরামর্শ হয় না যাতে চতুর্থজন হিসেবে আল্লাহ থাকেন না।" -এর ক্ষেত্রে আমরা বলি, তিনি তাদের সাথে, তিনি জানেন তারা কী করছে। যেমন, তুমি কাউকে দূর এলাকায় পাঠালে বলো, অবহেলা করবে না, আমি তোমার সাথে আছি। তুমি বুঝাতে চাও তোমার অবহেলা আমার কাছে গোপন থাকবে না।

একজন ব্যক্তির পক্ষে কীভাবে বলা সমীচীন হতে পারে যে, আল্লাহ তা'আলা সর্বত্র সত্তাগতভাবে মিশে গেছেন? অথচ আল্লাহ বলেন, "রহমান 'আরশের উপরে উঠেছেন" আরও বলেন- "তাঁর দিকে পবিত্র বাক্যসমূহ উঠে।" তাঁর দিকে কোনো জিনিস কীভাবে উঠতে পারে, যদি তিনি সেই জিনিসের সাথেই থাকেন? ফিরিশতা কীভাবে তাঁর দিকে উঠে, যদি তিনি ফিরিশতার সাথেই থাকেন?

স্রষ্টাকে চেনার জন্য তারা যদি তাদের স্বভাবজাত ধর্মের দিকে আসত ও তাদেরকে যেভাবে সৃষ্টি করা হয়েছে তার দিকে ফিরে আসত, তাহলে তারা জেনে ফেলতো, আল্লাহ সুউচ্চ, তিনি ঊর্ধ্বে। দো'আ করার সময় হাতসমূহ তার দিকে তুলে ধরা হয়। আরব অনারব সকলেই বলে, আল্লাহ আসমানের উপরে। কারণ, তারা মূলত তাদের স্বভাবজাত ধর্মের উপরেই আছে।[৪৭৯]

তাছাড়া তিনি তাঁর "আল-ইখতিলাফ ফিল লাফয" গ্রন্থে বলেন,

(الرد على متأولي الاستواء)

وقالوا في قوله: ﴿الرحمن على العرش استوى﴾ أنه استولى وليس يعرف في اللغة استويت على الدار: أي استوليت عليها وإنما استوى في هذا المكان: استقر كما قال الله تعالى: ﴿فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك﴾ أي استقررت وقد يقول الرجل لصاحبه إذا رآه مستوفزاً (استو) يريد: استقر.

وأما قوله: ﴿ثم استوى إلى السماء﴾ فإنه أراد عمد لها وقصد فكل من كان في شيء ثم تركه لفراغ أو غير فراغ وعمد لغيره فقد استوى إليه.

"যারা আল্লাহর 'সিফাত' ইস্তেওয়া বা উপরে উঠাকে অপব্যাখ্যা করে, তাদের মত খণ্ডন" আর তারা আল্লাহর বাণী 'রহমান 'আরশের উপর উঠেছেন' এ গুণটিকে অপব্যাখ্যা করে বলে, তার অর্থ অধিকার করা। অথচ তা আরবী ভাষায় পরিচিত অর্থ নয়। আরবী ভাষায় 'ইস্তাওয়াইতু 'আলাদ দারি' বলে কখনো বুঝানো হয় না: আমি ঘরটির উপর কবজা করেছি। এখানে

৪৭৯. মুখতালাফুল হাদীস, ১৮২-১৮৩; যাহাবী, আল-আরশ, (২/৩৪৬) অনুবাদ: আব্দুল্লাহ মাহমূদ; ইবন আবদুল হাদী, আল-কালাম আলা মাসআলাতিল ইস্তেওয়া 'আলাল 'আরশ, পৃ. ৬৮।

'ইস্তাওয়া' এর অর্থ হচ্ছে উপরে থাকা। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'অতঃপর যখন আপনি ও আপনার সাথে যারা আছে তারা জাহাজে অবস্থান নিবে' অর্থাৎ সেখানে উঠে অবস্থান নিবে। এজন্যই কখনও কখনও কোনো লোক অপর কাউকে কোনো লোককে কোনো জায়গায় অবস্থান নিতে দেখলে বলে, 'ইস্তাওয়া' অর্থাৎ অবস্থান নিল।

আর আল্লাহর বাণী 'তারপর তিনি আসমানের দিকে ইচ্ছা করলেন' সেটার অর্থ তিনি ইচ্ছা করলেন, ইরাদা করলেন। সুতরাং যে কেউ কোথাও ছিল তারপর সে তা খালি করার জন্য বা খালি না করার জন্যই হোক যদি সেটা ত্যাগ করে অন্য কিছুর ইচ্ছা করলো এটাকেই বলা হবে 'ইস্তাওয়া 'আলাইহি'।"(৪৮০)

অন্যত্র বলেন,

[مجمل اعتقاد السلف في الصفات] وعدل القول في هذه الأخبار أن نؤمن بما صح منها بنقل الثقات لها فنؤمن بالرؤية والتجلي وإنه يعجب وينزل إلى السماء الدنيا وأنه على العرش استوى وبالنفس واليدين من غير أن نقول في ذلك بكيفية أو بحد أو أن نقيس على ما جاء ما لم يأت فنرجو أن نكون في ذلك القول والعقد على سبيل النجاة غداً إن شاء الله تعالى.

"[আল্লাহর গুণাবলির ক্ষেত্রে সালাফে সালেহীনের আকীদাহ'র সংক্ষিপ্ত বর্ণনা]: আর এ সকল হাদীসের ক্ষেত্রে ইনসাফপূর্ণ কথা হচ্ছে, এগুলোর মধ্যে যা নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারীদের বর্ণনার মাধ্যমে বিশুদ্ধ বলে প্রমাণিত হবে তার উপর ঈমান আনা। সুতরাং আমরা আল্লাহকে দেখা, আল্লাহর তাজাল্লী বা প্রকাশিত হওয়া, তাঁর আশ্চর্যান্বিত হওয়া, নিকটতম আসমানে নেমে আসা, 'আরশের উপরে উঠা, তাঁর জন্য সত্তা, দু' হাত' এর ওপর আমরা ঈমান আনি। তবে সেগুলো সাব্যস্ত করার ক্ষেত্রে আমরা কোনো প্রকার ধরন নির্ধারণ করি না, কোনো সীমা বেঁধে দেই না। অথবা যা আসেনি তাকে যা এসেছে তার ওপর কিয়াস করি না। সুতরাং আমরা আশা করি যে, এরকম কথা বলা ও আকীদাহ রাখার মাধ্যমে আগামী দিন নাজাতের অধিকারীদের পথে থাকতে পারবো ইনশাআল্লাহ।"(৪৮১)

আবু 'ঈসা মুহাম্মাদ ইবন 'ঈসা আত-তিরমিযী (২৭৯ হিজরী)

ইমাম আবু 'ঈসা মুহাম্মাদ ইবন 'ঈসা আত-তিরমিযী, যিনি জামে'উত তিরমিযীর গ্রন্থকার, তিনি তাঁর গ্রন্থের বিভিন্ন স্থানে আল্লাহ সম্পর্কে তার আকীদাহ তুলে ধরেন। যেমন তিনি বলেন,

«وَهُوَ عَلَى الْعَرْشِ كَمَا وَصَفَ نَفْسَهُ فِي كِتَابِهِ».

"আর তিনি তাঁর 'আরশের উপর রয়েছেন যেমনটি তিনি তাঁর কিতাবে তাঁর নিজেকে গুণান্বিত করেছেন।"(৪৮২)

---

৪৮০. আল-ইখতিলাফু ফিল লাফযি, পৃ. ৫৩।

৪৮১. আল-ইখতিলাফু ফিল লাফযি, পৃ. ৫৩।

৪৮২. তিরমিযী, আল-জামে'উ (৫/৪০৩); হাদীস নং ৩২৯৮ এর ব্যাখ্যায়।

অন্যত্র ইমাম তিরমিযী রাহিমাহুল্লাহ আল্লাহ তা'আলা কর্তৃক 'জাহান্নামে পা রাখার কারণে তা পূর্ণ হবে' উক্ত হাদীসটি বর্ণনার পরে বলেন,

وَقَدْ رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رِوَايَاتٌ كَثِيرَةٌ مِثْلُ هَذَا مَا يُذْكَرُ فِيهِ أَمْرُ الرُّؤْيَةِ أَنَّ النَّاسَ يَرَوْنَ رَبَّهُمْ وَذِكْرُ الْقَدَمِ وَمَا أَشْبَهَ هَذِهِ الأَشْيَاءَ» وَالْمَذْهَبُ فِي هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنَ الأَئِمَّةِ مِثْلِ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، وَمَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، وَابْنِ الْمُبَارَكِ، وَابْنِ عُيَيْنَةَ، وَوَكِيعٍ وَغَيْرِهِمْ أَنَّهُمْ رَوَوْا هَذِهِ الأَشْيَاءَ، ثُمَّ قَالُوا: تُرْوَى هَذِهِ الأَحَادِيثُ وَنُؤْمِنُ بِهَا، وَلَا يُقَالُ: كَيْفَ؟ وَهَذَا الَّذِي اخْتَارَهُ أَهْلُ الْحَدِيثِ أَنْ يَرْوُوا هَذِهِ الأَشْيَاءَ كَمَا جَاءَتْ وَيُؤْمَنُ بِهَا وَلَا تُفَسَّرُ وَلَا تُتَوَهَّمُ وَلَا يُقَالُ: كَيْفَ، وَهَذَا أَمْرُ أَهْلِ الْعِلْمِ الَّذِي اخْتَارُوهُ وَذَهَبُوا إِلَيْهِ.

"নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে এরকম অনেক অনেক বর্ণনা এসেছে, যাতে দেখার বিষয়টি এসেছে যে, নিশ্চয় মানুষ তাদের রবকে দেখবে, অনুরূপভাবে 'পা' এর উল্লেখ, তদ্রূপ আরও যা এসেছে, এ ব্যাপারে আলেম (জ্ঞানী) ইমামগণ যেমন সুফইয়ান আস-সাওরী, মালিক ইবন আনাস, ইবনুল মুবারক, ইবন 'উয়াইনাহ, ওকী' অনুরূপ আরও যারা আছেন, তারা এগুলো বর্ণনা করেছেন, তারপর বলেছেন, এ হাদীসগুলো বর্ণনা করা হবে, আমরা এগুলোর অর্থের ওপর ঈমান আনব, বলা যাবে না, সেটা কেমন বা সেটার ধরন কী? এই যে মত হাদীস বিশারদগণ গ্রহণ করেছেন যে, এগুলোকে যেভাবে এসেছে সেভাবে বর্ণনা করা হবে, আমরা এগুলোর অর্থের ওপর ঈমান আনব, কিন্তু ব্যাখ্যা করা হবে না, ধারণা করা হবে না, জিজ্ঞাসা করা হবে না যে সেটা কেমন বা সেটার ধরন কী? এটাই হচ্ছে আলেমগণের নীতি যা তারা অবলম্বন করেছেন এবং সেটার দিকেই গিয়েছেন।"[৪৮৩]

অন্যত্র বান্দার দান আল্লাহ তা'আলা কর্তৃক ডান হাতে গ্রহণ করার হাদীসটি আনয়ন করার পর তিনি বলেন,

وَقَدْ قَالَ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ فِي هَذَا الْحَدِيثِ وَمَا يُشْبِهُ هَذَا مِنَ الرِّوَايَاتِ مِنَ الصِّفَاتِ: وَنُزُولِ الرَّبِّ تَبَارَكَ وَتَعَالَى كُلَّ لَيْلَةٍ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا، قَالُوا: قَدْ تَثْبُتُ الرِّوَايَاتُ فِي هَذَا وَيُؤْمَنُ بِهَا وَلَا يُتَوَهَّمُ وَلَا يُقَالُ: كَيْفَ هَكَذَا رُوِيَ عَنْ مَالِكٍ، وَسُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ، وَعَبْدِ اللهِ بْنِ الْمُبَارَكِ أَنَّهُمْ قَالُوا فِي هَذِهِ الأَحَادِيثِ: أَمِرُّوهَا بِلَا كَيْفٍ، وَهَكَذَا قَوْلُ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَهْلِ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ، وَأَمَّا الْجَهْمِيَّةُ فَأَنْكَرَتْ هَذِهِ الرِّوَايَاتِ وَقَالُوا: هَذَا تَشْبِيهٌ، وَقَدْ ذَكَرَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ فِي غَيْرِ مَوْضِعٍ مِنْ كِتَابِهِ الْيَدَ وَالسَّمْعَ وَالْبَصَرَ، فَتَأَوَّلَتِ الْجَهْمِيَّةُ هَذِهِ الآيَاتِ فَفَسَّرُوهَا عَلَى غَيْرِ مَا فَسَّرَ أَهْلُ الْعِلْمِ، وَقَالُوا: إِنَّ اللهَ لَمْ يَخْلُقْ آدَمَ بِيَدِهِ، وَقَالُوا: إِنَّ مَعْنَى الْيَدِ هَاهُنَا الْقُوَّةُ »، وَقَالَ إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: إِنَّمَا يَكُونُ التَّشْبِيهُ إِذَا قَالَ: يَدٌ كَيَدٍ، أَوْ مِثْلُ يَدٍ، أَوْ سَمْعٌ كَسَمْعٍ، أَوْ مِثْلُ سَمْعٍ، فَإِذَا قَالَ: سَمْعٌ كَسَمْعٍ، أَوْ مِثْلُ سَمْعٍ، فَهَذَا التَّشْبِيهُ، وَأَمَّا إِذَا قَالَ كَمَا قَالَ اللهُ تَعَالَى يَدٌ، وَسَمْعٌ، وَبَصَرٌ، وَلَا يَقُولُ كَيْفَ، وَلَا يَقُولُ مِثْلُ سَمْعٍ، وَلَا كَسَمْعٍ، فَهَذَا لَا يَكُونُ تَشْبِيهًا، وَهُوَ كَمَا قَالَ اللهُ تَعَالَى فِي كِتَابِهِ: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ﴾ [الشورى: ١١]

---

৪৮৩. জামে'উত তিরমিযী (৪/৬৯১), হাদীস নং ২৫৫৭ এর ব্যাখ্যা।

"একাধিক আলেম বলেছেন যে, এ হাদীস ও এর মতো অনুরূপ বর্ণনা যাতে আল্লাহর সিফাত বা গুণের বর্ণনা এসেছে, যেমন মহান আল্লাহ তাবারকা ওয়া তা'আলা কর্তৃক প্রতি রাতে নিকটতম আসমানে অবতরণ করা, এগুলোর ব্যাপারে তারা বলেছেন, এ বর্ণনাগুলো অবশ্য সাব্যস্ত করতে হবে, এগুলোর ওপর ঈমান আনতে হবে, তবে ধারণা করা যাবে না এবং প্রশ্ন করা হবে না, কীভাবে তা হলো? এ রকমই বর্ণিত হয়েছে, মালিক থেকে সুফইয়ান ইবন 'উয়াইনাহ থেকে ও ইবনুল মুবারক থেকে। তারা এসব হাদীস সম্পর্কে বলেছেন, এগুলোকে ধরন নির্ধারণ না করে চালিয়ে নাও। আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের আলেমগণ এ রকমই বলেছেন। কিন্তু জাহমিয়্যাহ, তারা এসব বর্ণনাকে অস্বীকার করেছে। তারা বলে যে, এগুলো সাব্যস্ত করলে তাশবীহ হয়ে যায়। অথচ আল্লাহ তা'আলা কুরআনের একাধিক জায়গায় তাঁর জন্য শোনা, দেখা ও হাত গুণ হিসেবে সাব্যস্ত করেছেন। জাহমিয়্যারা এসব আয়াতের অপব্যাখ্যা করেছে, তারা এগুলোর এমনসব ব্যাখ্যা দাঁড় করিয়েছে যা কোনো আলেম কখনও করেননি। তারা বলে যে, আল্লাহ তা'আলা আদমকে নিজ হাতে সৃষ্টি করেননি। তারা আরও বলে, এখানে 'ইয়াদ' অর্থ শক্তি। অথচ ইসহাক ইবন ইবরাহীম (রাহওয়াইহ) বলেন, তাশবীহ বা সাদৃশ্য স্থাপন তো তখন হবে যখন বলা হবে, হাত কোনো হাতের মত, বা কোনো হাতের অনুরূপ, শোনা কোনো শোনার মত বা কোনো শোনার অনুরূপ। সুতরাং যখন বলা হবে, কোনো শোনার মত শোনা কিংবা কোনো শোনার অনুরূপ তখনই কেবল সেটা দ্বারা সাদৃশ্য স্থাপন করা হয়ে যায়। কিন্তু যদি বলা হয়, যেমনটি আল্লাহ বলেছেন, হাত, শোনা ও দেখা, তারপর আর সেটা কী রকম বা সেটার ধরন সম্পর্কে প্রশ্ন না করে, কোনো শোনার মত শোনা কিংবা কোনো শোনার অনুরূপ না বলে, তখন সেটা দ্বারা তাশবীহ বা সাদৃশ্য স্থাপন করা হয় না। আর তিনি তো তেমন, যেমন তিনি তাঁর কিতাবে বলেছেন, "তার মতো কোনো কিছু নেই, তিনি সর্বশ্রোতা ও সর্বদ্রষ্টা।" [সূরা আশ-শূরা, আয়াত: ১১][৪৮৪]

'উসমান ইবন সা'ঈদ আদ-দারেমী (২৮০ হিজরী)

ইমাম যাহাবী এ মহান ইমাম সম্পর্কে বলেন, 'উসমান আদ-দারেমী বিদ'আতীদের চোখের কাঁটা ছিলেন।[৪৮৫] তিনি সহীহ আকীদাহ'র এক অনন্য সিপাহসালার। তিনি জাহমীদের বিরুদ্ধেই দু'টি গ্রন্থ প্রণয়ন করেছেন। একটি হচ্ছে আর-রাদ্দু আলাল জাহমিয়্যাহ, আরেকটি হচ্ছে, আন-নাক্বদু আলাল বিশর আল-মারীসী।

তন্মধ্যে 'আর-রাদ্দু আলাল জাহমিয়্যা' গ্রন্থের ভূমিকায় তিনি বলেন,

«الْحَمْدُ لله الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا تَحْتَ الثَّرَى، عَالِمِ الْغَيْبِ لَا يَعْزُبُ عَنْهُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ فِي السَّمَوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ، يَعْلَمُ سَرَّ خَلْقِهِ وَجَهْرَهُمْ، وَيَعْلَمُ مَا يَكْسِبُونَ، نَحْمَدُهُ بِجَمِيعِ مَحَامِدِهِ، وَنَصِفُهُ بِمَا وَصَفَ بِهِ نَفْسَهُ، وَوَصَفَهُ بِهِ الرَّسُولُ، فَهُوَ اللهُ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ، قَرِيبٌ، مُجِيبٌ، مُتَكَلِّمٌ قَائِلٌ، وشَاءٍ مُرِيدٌ، فَعَّالٌ لِمَا يُرِيدُ، الْأَوَّلُ قَبْلَ كِلِّ شَيْءٍ، وَالآخِرُ بَعْدَ كِلِّ شَيْءٍ، لَهُ الْأَمْرُ مِنْ قَبْلُ وَمِنْ بَعْدُ وَلَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ تَبَارَكَ اللهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ، وَلَهُ

৪৮৪. জামে'উত তিরমিযী (৩/৪১), হাদীস নং ৬৬২ এর ব্যাখ্যায়।

৪৮৫. সিয়ার (১৩/৩২২)।

الأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، يُسَبِّحُ لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ، وَيَتَكَلَّمُ، وَيَرْضَى وَيَسْخَطُ، وَيَغْضَبُ، وَيُحِبُّ، وَيَبْغَضُ، وَيَكْرَهُ، وَيَضْحَكُ، وَيَأْمُرُ وَيَنْهَى، ذُو الْوَجْهِ الْكَرِيمِ، والسَّمْعِ السَّمِيعِ والْبَصَرِ الْبَصِيرِ، وَالْكَلَامِ الْمُبِينِ، وَالْيَدَيْنِ وَالْقَبْضَتَيْنِ، وَالْقُدْرَةِ وَالسُّلْطَانِ وَالْعَظَمَةِ، وَالْعِلْمِ الْأَزَلِيِّ، لَمْ يَزَلْ كَذَلِكَ وَلَا يَزَالُ، اسْتَوَى عَلَى عَرْشِهِ فَبَانَ مِنْ خَلْقِهِ، لَا تَخْفَى عَلَيْهِ مِنْهُمْ خَافِيَةٌ، عِلْمُهُ بِهِمْ مُحِيطٌ، وَبَصَرُهُ فِيهِمْ نَافِذٌ. لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ. فَبِهَذَا الرَّبِّ نُؤْمِنُ، وَإِيَّاهُ نَعْبُدُ، وَلَهُ نصلي وَنَسْجُدُ، فَمَنْ قَصَدَ بِعِبَادَتِهِ إِلَى إِلَهٍ بِخِلَافِ هَذِهِ الصِّفَاتِ، فَإِنَّمَا يَعْبُدُ غَيْرَ اللهِ، وَلَيْسَ مَعْبُودُهُ بِإِلَهٍ».

"হামদ জাতীয় সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য, তাঁরই মালিকানায় আসমান, যমীন, এতদুভয়ের মাঝে, মাটির নিচে যা কিছু আছে সব। গায়েব এর জ্ঞানী তিনি, আসমান ও যমীনের শষ্য দানা পরিমাণ বস্তুতও তাঁর অগোচরে নেই। সৃষ্টির গোপন রহস্য ও প্রকাশ্য জিনিস সবই তিনি জানেন, তিনি জানেন যা তোমরা অর্জন করো। আমরা আল্লাহর হামদ ঘোষণা করছি তাঁর যাবতীয় হামদ দিয়ে, আমরা তাকে গুণান্বিত ঘোষণা করছি যাতে তিনি নিজেকে গুণান্বিত করেছেন এবং রাসূল তাকে গুণান্বিত করেছেন। তিনিই আল্লাহ, পরম দয়ালু, অনুগ্রহকারী, নিকটে, ডাকে সাড়া প্রদানকারী, কথা বলতে সক্ষম, কথা বলেন, ইচ্ছা করেন, ইরাদা করেন, যা ইচ্ছা তা করতে পারেন। তিনি সবকিছুর প্রথম, তিনি সবকিছুর শেষ, যাবতীয় নির্দেশ তাঁর আগের ও পরের। তাঁরই যাবতীয় সৃষ্টি ও নির্দেশ, সৃষ্টিকুলের রব আল্লাহ কতই না বরকতময়। তাঁর রয়েছে সুন্দর সুন্দর নাম, আসমান ও যমীনে যা কিছু আছে সবই তাঁর তাসবীহ পাঠ করে, আর তিনিই প্রবল পরাক্রমশালী প্রজ্ঞাময়। তিনি সংকুচিত করেন, প্রশস্ত করেন, কথা বলেন, সন্তুষ্ট হন, অসন্তুষ্ট হন, রাগ করেন, পছন্দ করেন, ঘৃণা করেন, অপছন্দ করেন, হাসেন, নির্দেশ দেন ও নিষেধ করেন, সম্মানিত চেহারার অধিকারী, সর্বশ্রোতার গুণ হিসেবে শ্রোতা, সর্বদ্রষ্টার গুণ হিসেবে দ্রষ্টা, স্পষ্ট বাণীর অধিকারী, দু' হাতের অধিকারী, দুই মুষ্ঠির অধিকারী, ক্ষমতার অধিকারী, প্রতিপত্তির অধিকারী, বড়ত্বের অধিকারী, প্রাচীন ইলমের অধিকারী, সর্বদা এরকম আছেন, এ রকম থাকবেন। তাঁর 'আরশের উপর উঠেছেন, সৃষ্টিকুল থেকে পৃথক, সেখানে থাকার সৃষ্টির কোনো কিছু তার থেকে অনুপস্থিত নেই। তাঁর জ্ঞান তাদের সবাইকে পরিবেষ্টন করে আছে। তাঁর চোখ তাদের মধ্যে কার্যকর, তাঁর মতো কোনো কিছু নেই, তিনি সর্বশ্রোতা ও সর্বদ্রষ্টা। সুতরাং আমরা এ রবের উপরই ঈমান আনি, তাঁরই ইবাদাত করি, তাঁর জন্যই সালাত আদায় করি, তাঁর জন্যই সাজদাহ করি। তাই যে কেউ এমন কোনো ইলাহের ইবাদাত করবে যার গুণ এর বিপরীতে, সে তো আল্লাহ ব্যতীত অন্যের ইবাদাত করলো, তাঁর উপাস্যকে ইলাহ বলার সুযোগ নেই।"(৪৮৬)

অন্যত্র গ্রন্থের অধ্যায় বিন্যাসে আল্লাহ তা'আলা কর্তৃক তাঁর 'আরশের উপর উঠার বিষয়টি সাব্যস্ত করার বিষয়ে বলেন,

«بَابُ اسْتِوَاءِ الرَّبِّ تَبَارَكَ وَتَعَالَى عَلَى الْعَرْشِ وَارْتِفَاعِهِ إِلَى السَّمَاءِ، وَبَيْنُونَتِهِ مِنَ الْخَلْقِ وَهُوَ أَيْضًا مِمَّا أَنْكَرُوهُ، وَقَدْ قَالَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: ﴿إِنَّ رَبَّكُمُ اللهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ﴾. وَقَالَ:

৪৮৬. দারেমী, আর-রাদ্দু আলাল জাহমিয়্যাহ, পৃ. ৩১।

﴿تَنْزِيلًا مِّمَّنْ خَلَقَ الْأَرْضَ وَالسَّمَوَاتِ الْعُلَى الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا تَحْتَ الثَّرَى وَإِنْ تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى اللهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى﴾. وَقَدْ قَالَ: ﴿اللهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ مَالَكُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا شَفِيعٍ أَفَلَا تَتَذَكَّرُونَ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ ثُمَّ يَعْرُجُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ أَلْفَ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ ذَلِكَ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ﴾.

"রব তাবারকা ওয়া তা'আলার 'আরশের উপর উঠা, আসমানের উপরে থাকা, সৃষ্টি থেকে আলাদা সত্তা হওয়ার বিষয়ে আলোচনার অধ্যায়"। এটাও তারা অস্বীকার করেছে, অথচ আল্লাহ তা'আলা বলেন, "নিশ্চয় তোমাদের রব আল্লাহ্ যিনি আসমানসমূহ ও যমীন ছয়দিনে সৃষ্টি করেছেন; তারপর তিনি 'আরশের উপর উঠেছেন।" তিনি আরও বলেন, "যিনি যমীন ও সমুচ্চ আসমানসমূহ সৃষ্টি করেছেন তাঁর কাছ থেকে এটা নাযিলকৃত, দয়াময় (আল্লাহ্) 'আরশের উপর উঠেছেন। যা আছে আসমানসমূহে ও যমীনে এবং এ দু'য়ের মধ্যবর্তী স্থানে ও ভূগর্ভে তা তাঁরই। আর যদি আপনি উচ্চকণ্ঠে কথা বলেন, তবে তিনি তো যা গোপন ও অতি গোপন সবই জানেন। আল্লাহ্, তিনি ছাড়া অন্য কোনো সত্য ইলাহ্ নেই, সুন্দর নামসমূহ তাঁরই।" তিনি আরও বলেন, "আল্লাহ্, যিনি আসমানসমূহ, যমীন ও এ দু'য়ের অন্তর্বর্তী সবকিছু সৃষ্টি করেছেন ছয়দিনে। তারপর তিনি 'আরশের উপর উঠেছেন। তিনি ছাড়া তোমাদের কোনো অভিভাবক নেই এবং সুপারিশকারীও নেই; তবুও কি তোমরা উপদেশ গ্রহণ করবে না? তিনি আসমান থেকে যমীন পর্যন্ত সমুদয় বিষয় পরিচালনা করেন, তারপর সবকিছুই তাঁর সমীপে উত্থিত হবে এমন এক দিনে যার পরিমাণ হবে তোমাদের গণনা অনুসারে হাজার বছর। তিনি, গায়েব ও উপস্থিত (যাবতীয় বিষয়ে) জ্ঞানী, প্রবল পরাক্রমশালী, পরম দয়ালু।"[৪৮৭]

তাছাড়া এ গ্রন্থের অন্যত্র তিনি 'আরশ ও মহান আল্লাহর তার উপর থাকার বিষয়টি সাব্যস্ত করেছেন, আরও সাব্যস্ত করেছেন আল্লাহ তা'আলা কর্তৃক 'আরশের উপর অবস্থানের পর বান্দাদের থেকে পর্দা গ্রহণ, আল্লাহ তা'আলা কর্তৃক শেষ রাত্রে, 'আরাফার মাঠে বিকালে, হাশরের মাঠে, জান্নাতীদের জন্য বিশেষ করে নেমে আসা, আল্লাহ তা'আলাকে 'আরশের উপরে দেখা ইত্যাদি বিষয়াদি আলোচনা করেন।[৪৮৮]

অতঃপর তিনি বলেন,

«وَالْأَحَادِيثُ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَنْ أَصْحَابِهِ، وَالتَّابِعِينَ، وَمَنْ بَعْدَهُمْ فِي هَذَا أَكْثَرُ مِنْ أَنْ نُحْصِيَهَا كِتَابُنَا هَذَا، غَيْرَ أَنَّا قَدِ اخْتَصَرْنَا مِنْ ذَلِكَ مَا يَسْتَدِلُّ بِهِ أُولُو الْأَلْبَابِ أَنَّ الْأُمَّةَ كُلَّهَا وَالْأُمَمَ السَّالِفَةَ قَبْلَهَا لَمْ يَكُونُوا يَشُكُّونَ فِي مَعْرِفَةِ اللهِ تَعَالَى أَنَّهُ فَوْقَ السَّمَاءِ، بَائِنٌ مِنْ خَلْقِهِ».

"রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীস, সাহাবী, তাবে'য়ীগণ এবং তাদের পরের লোকদের এ বিষয়ের ভাষ্য এত বেশি যে তা আমাদের এ কিতাবে জায়গা হবে না। তবে আমরা

---

৪৮৭. দারেমী, আর-রাদ্দু আলাল জাহমিয়্যাহ, পৃ. ৪০।

৪৮৮. দারেমী, আর-রাদ্দু আলাল জাহমিয়্যাহ, ১-১০২।

কেবল সেটা তাতে সংক্ষেপ করেছি যা দিয়ে বিবেকবানরা দলীল নিতে পারে যে, পুরো উম্মত এমনকি পূর্ববর্তী উম্মতগণও আল্লাহকে চেনার ব্যাপারে কখনও সন্দেহ প্রকাশ করতেন না যে, তিনি আসমানের উপরে, তাঁর সৃষ্টি থেকে আলাদা।"[৪৮৯]

অনুরূপভাবে ইমাম 'উসমান ইবন সা'ঈদ আদ-দারেমী তার আন-নাকদু 'আলা বিশর আল-মারীসী নামক গ্রন্থেও আল্লাহ তা'আলা কর্তৃক তাঁর 'আরশের উপর থাকার বিষয়ে বলেন,

قد اتفقت الكلمة من المسلمين، أن الله بكماله فوق عرشه، فوق سمواته.

"মুসলিমরা একমত যে, আল্লাহ তাঁর পূর্ণাঙ্গতার সাথে 'আরশের উপরে, আসমানসমূহের ঊর্ধ্বে।" ইমাম যাহাবী এর ব্যাখ্যা করে বলেন, আমি বলি, এ ব্যাপারে সবচেয়ে স্পষ্ট কথা হচ্ছে, আল্লাহর বাণী, "রহমান 'আরশের উপর উঠেছেন"। [সূরা ত্বা-হা, আয়াত: ০৫] সুতরাং যেভাবে আসছে সেভাবে বলা হোক, যেমনটি সালাফে সালেহীনের মানহাজ, কোনো প্রকার প্রতীক্ষা কিংবা ঝগড়া কিংবা মু'তাযিলাদের অপব্যাখ্যা থেকে দূরে থাকা হোক, "হে আমাদের রব আমরা ঈমান আনলাম তাতে যা আপনি নাযিল করেছেন আর আমরা রাসূলের অনুসরণ করলাম" [সূরা আলে ইমরান, আয়াত: ৫৩][৪৯০]

উক্ত গ্রন্থে আরও বলেন,

قال أهل السنة: إن الله بكماله فوق عرشه، يعلم ويسمع من فوق العرش، لا يخفى عليه خافية من خلقه، ولا يحجبهم عنه شيء.

"আহলে সুন্নাহ'র মতে, আল্লাহ তাঁর পূর্ণাঙ্গতার সাথে তাঁর 'আরশের উপরে, তিনি জানেন ও শুনেন 'আরশের উপর থেকে। সৃষ্টিজগতের গোপন কোনো বস্তু তাঁর থেকে গোপন নেই। কোনো কিছু তাঁর থেকে আড়ালে নয়।"[৪৯১]

- ইমাম যাহাবী বলেন, 'উসমান ইবন সা'ঈদ আদ-দারেমী হচ্ছেন একজন ইমাম এবং পূর্ববাসীদের হাফিয। তিনি ২৮২ হিজরীতে মারা যান। সা'ঈদ ইবন আবু মারইয়াম, নু'আইম ইবন হাম্মাদ, মূসা ইবন ইসমা'ঈল, ফারওয়া ইবন আবিল মাগরা, আবদুল্লাহ ইবন রাজা, মুসলিম ইবন ইবরাহীমসহ অন্যান্য ইমাম থেকে তিনি হাদীস শুনেন। ইমাম বুখারী তার ব্যাপারে বলেন, আমি উসমান ইবন সাঈদের মতো কাউকে দেখিনি। আর 'উসমানও তার মতো কাউকে দেখেননি। তিনি ইবনুল আরাবী থেকে আরবী সাহিত্য শিখেন। ফিকহ শিখেন বুওয়াইতী থেকে। আর হাদীস শিখেন ইয়াহইয়া ইবন মা'ঈন ও আলী ইবন আল-মাদীনী থেকে। এসব শাস্ত্রে তিনি বুৎপত্তি অর্জন করেন। তার প্রশংসা করেছেন একাধিক আহলে ইলম।[৪৯২]

---

৪৮৯. আর-রাদ্দু আলাল জাহমিয়্যা পৃ. ৬৩, নং ৯৮।

৪৯০. যাহাবী, আস-সিয়ার: (১৩/৩২৫); যাহাবী, আল-আরশ, (২/৩৩৮) অনুবাদ: আব্দুল্লাহ মাহমুদ।

৪৯১. আর-রাদ্দু 'আলাল বিশর, ৪০৮, ৪৩৮; যাহাবী, সিয়ার (১৩/৩২৫); যাহাবী, আল-আরশ, (২/৩৩৮) অনুবাদ: আব্দুল্লাহ মাহমূদ; ইবনুল কাইয়্যেম, ইজতিমা'উল জুয়ূশ, ২২৮ ইত্যাদি।

৪৯২. যাহাবী, তাযকিরাতুল হুফফায (২/৬২২); আল-'আরশ (২/৩৩৫), অনুবাদ: আব্দুল্লাহ মাহমূদ; আল-'উলু, পৃ. ১৪৩।

হারব ইবন ইসমা'ঈল আল-কিরমানী (২৮০ হিজরী)

আহমাদ ইবন হাম্বলের ছাত্র মারওয়াযী ও আসরামের স্তরের হারব ইবন ইসমা'ঈল আল-কিরমানী বলেন,

«هذا مذهب أئمة العلم، وأصحاب الأثر، وأهل السنة المعروفين بها، المقتدى بهم فيها، من لدن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا، وأدركت من أدركت من علماء أهل العراق والحجاز والشام وغيرهما عليها. فمن خالف شيئاً من هذه المذاهب أو طعن فيها، أو عاب قائلها؛ فهو مخالف مبتدع، خارج من الجماعة، زائلٌ عن منهج السنة وسبيل الحق. وهو مذهب أحمد وإسحاق بن إبراهيم بن مخلد، وعبد الله بن الزبير الحُميدي، وسعيد بن منصور وغيرهم ممن جالسنا، وأخذنا عنهم العلم، فكان من قولهم: ... الماء فوق السماء العليا السابعة، وعرش الرحمن عز وجل فوق الماء، والله تبارك وتعالى على العرش. والكرسي موقع قدميه وهو يعلم ما في السموات السبع وما في الأرضين السبع وما بينهن، وما تحتهن، وما تحت الثرى... لا يخفى عليه شيء من ذلك.. وهو على العرش فوق السماء السابعة، ... فإن احتج مبتدعٌ أو مخالفٌ أو زنديقٌ بقول الله تبارك وتعالى: ﴿ونحن أقرب إليه من حبل الوريد﴾ وبقوله: ﴿وهو معكم أين ما كنتم والله بما تعملون بصير﴾ وبقوله: ﴿ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ... وهو معهم أينما كانوا﴾ ونحو هذا... فقل إنما يعني بذلك العلم؛ لأن الله تعالى على العرش فوق السماء السابعة العليا، يعلم ذلك كله، وهو بائن من خلقه، لا يخلو من علمه مكان. ولله عز وجل عرشٌ، وللعرش حملةٌ يحملونه... والله على عرشه عز ذكره، وتعالى جده، ولا إله غيره».

এ হচ্ছে, সাহাবায়ে কেরামের যুগ থেকে আজ পর্যন্ত ইলমে যারা প্রসিদ্ধ, আছার সম্পর্কে বিজ্ঞ, সুন্নাহ'র ধারক ও বাহক, এ বিষয়ে যাদের অনুসরণ করা হয় সে ইমামগণের অভিমত। আর আমি এটার উপরই পেয়েছি, যাদেরকে পেয়েছি, ইরাকবাসীদের ইমাম, হিজাযবাসীদের ইমাম, শামবাসীদের ইমাম ও অনুরূপ অন্যদেরকে। সুতরাং যে কেউ এ অভিমতের বিরুদ্ধে দাঁড়াবে অথবা এ অভিমতকে কোনো প্রকার ত্রুটিযুক্ত বলার চেষ্টা করবে, দোষ দেয়ার চেষ্টা করবে তারাই বিরোধী, বিদ'আতী, জামা'আত থেকে বের হওয়া লোক, তারাই সুন্নাহের পথ থেকে দূরে সরে গেছে, হকের পথ থেকে বক্র পথে চলে গেছে। আর এটাই ছিল, ইমাম আহমাদ, ইসহাক্ব ইবন ইবরাহীম ইবন মাখলাদ, আবদুল্লাহ ইবন যুবাইর আল-হুমাইদী, সা'ঈদ ইবন মানসূর প্রমুখদের অভিমত; যাদের সাথে আমরা বসেছি, যাদের থেকে আমরা ইলম নিয়েছি, তাদের অভিমত হচ্ছে, সপ্তম আসমানের উপর পানি, মহান রহমানের 'আরশ পানির উপর, আর আল্লাহ তা'আলা 'আরশের উপর। আর কুরসী তাঁর দু' পা রাখার স্থান। সেখানে থাকার পরও তিনি জানেন সাত আসমান, সাত যমীন ও এতদুভয়ের মাঝে যা আছে, আর যা আছে এগুলোর নিচে, আর যা আছে মাটির নিচে। তার কাছে এর কোনো কিছুই গোপন নয়... তিনি তাঁর 'আরশের উপর সাত আসমানের উপর... যদি কোনো বিদ'আতী, অথবা বিরোধী অথবা যিন্দীক দলীল দেয় যে, আল্লাহ তো বলেছেন, "আর আমরা তাদের ঘাড়ের শিরার চেয়েও বেশি নিকটে", অনুরূপ "তিনি তোমাদের সাথে আছেন যেখানেই তোমরা থাক না কেন, আর আল্লাহ তোমরা যা কর সে বিষয়ে সবিশেষ দ্রষ্টা" অনুরূপ "কোথাও তিনজনের শলা-পরামর্শ হলে তিনি

তাদের চতুর্থজন, পাঁচজনের হলে তিনি তাদের ষষ্ঠজন, তারা যেখানেই থাকুক, তিনি তাদের সাথেই আছেন, ইত্যাদি দিয়ে, তখন উত্তরে বলুন, এগুলো দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে, জ্ঞানে তাদের সাথে থাকা, জ্ঞানে তাদের নিকটে থাকা; কারণ আল্লাহ তা'আলা 'আরশের উপর, উপরস্থ সাত আসমানের উপর, তিনি এসব কিছু জানেন, তিনি তার সৃষ্টি থেকে আলাদা, তাঁর ইলম থেকে কোনো জায়গা মুক্ত নয়। আর আল্লাহর জন্য রয়েছে 'আরশ, আর 'আরশের রয়েছে বহনকারীরা যারা তা বহন করে, আর আল্লাহ তাঁর 'আরশের উপর, তাঁর স্মরণ সম্মানিত হোক, তাঁর ক্ষমতা সর্বোপরে, তিনি ব্যতীত আর কোনো সত্য ইলাহ নেই।"[৪৯৩]

তিনি আরও বলেন,

الجهمية أعداء الله، وهم الذين يزعمون أن القرآن مخلوق، وأنه لا يعرف لله مكان، وليس على عرش ولا كرسي، وهم كفار فاحذروهم.

"জাহমিয়্যারা আল্লাহর শত্রু। তারা মনে করে, "কুরআন মাখলূক, আল্লাহর কোনো অবস্থান জানা যায় না, 'আরশের উপরে নন, কুরসীর উপরেও নন।" তারা কাফির। তাদের ব্যাপারে সতর্ক হও।"

ইমাম যাহাবী বলেন, এটি ইবন আবী হাতিম তার থেকে তার কিতাবে বর্ণনা করেছেন।[৪৯৪]

ইবরাহীম ইবন ইসহাক্ব আল-হারবী (২৮৫ হিজরী)

ইমাম ইবরাহীম ইবন ইসহাক্ব আল-হারবী আল্লাহর 'আরশের উপর উঠা সম্পর্কে বিশুদ্ধ আকীদাহ বর্ণনা করতেন,

«قَالَ إِبْرَاهِيم الْحَرْبِيّ فِيمَا صَحَّ عَنْهُ قَالَ أَحْمد بن نصر وَسُئِلَ عَن علم الله فَقَالَ علم الله مَعنا وَهُوَ على عَرْشه وَسُئِلَ عَن الْقُرْآن فَقَالَ كَلَام الله فَقَالَ لَهُ أمخلوق قَالَ لَا»

"ইবরাহীম আল-হারবী বলেন, যা তার থেকে বিশুদ্ধভাবে বর্ণিত হয়েছে, আহমাদ ইবন নাসর বলেন, তাকে প্রশ্ন করা হয়েছিল আল্লাহর ইলম বা জ্ঞান সম্পর্কে, তখন তিনি উত্তরে বলেন, আল্লাহর জ্ঞান (ইলম) আমাদের সাথে, আর তিনি তাঁর 'আরশের উপর, তারপর তাকে প্রশ্ন করা হয়েছিল কুরআন সম্পর্কে, তখন তিনি বলেন, তা আল্লাহর বাণী। তখন তাকে বলা হলো, তা কি সৃষ্ট? তিনি বললেন, না।"[৪৯৫]

ইবন আবি 'আসিম আন-নাবীল (২৮৭ হিজরী)

ইমাম আবু বাকর আহমাদ ইবন 'আমর ইবন আবি 'আসিম হলেন একজন ইমাম ও হাফিয ও আসবাহানের একজন লেখক। তিনি তাঁর আস-সুন্নাহ কিতাবে আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের

---

৪৯৩. হারব ইবন ইসমা'ঈল আল-কিরমানী, কিতাবুস সুন্নাহ ৩৩-৫০।

৪৯৪. যাহাবী, আল-'আরশ (২/৩৩৬) অনুবাদ: আব্দুল্লাহ মাহমূদ; আল-'উলূ, পৃ. ১৪৩; ইবন আবদুল হাদী, আল-কালাম 'আলা মাসআলাতিল ইস্তেওয়া 'আলাল 'আরশ, পৃ. ৬৭।

৪৯৫. যাহাবী, আল-'উলূ, পৃ. ১৭৩।

আকীদাহ কী হবে তা বর্ণনা করেছেন। অনেক অধ্যায় বিন্যাস করেছেন, তন্মধ্যে একটি অধ্যায় হচ্ছে,

بَابٌ: مِنْ ذِكْرِ عَرْشِ رَبِّنَا تَعَالَى، مِنْ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى وَتَقَدَّسَ عُلُوًّا كَبِيرًا

"অধ্যায়: আমাদের মহান রবের 'আরশের বর্ণনা, তিনি যে 'আরশের উপর উঠেছেন তার বর্ণনা, পবিত্র সে সত্তা অনেক বড় উঁচুতে রয়েছেন"। তারপর তিনি এ বিষয়ে অনেক হাদীস নিয়ে আসেন।[৪৯৬]

অন্যত্র তিনি বলেন,

وجميع ما في كتابنا «كتاب السنة الكبير» الذي فيه الأبواب من الأخبار التي ذكرنا أنها توجب العلم، فنحن نؤمن بها لصحتها، وعدالة ناقليها، ويجب التسليم لها على ظاهرها، وترك تكلف الكلام في كيفيتها

আমাদের কিতাবুস সুন্নাহ আল-কাবীর গ্রন্থে যেসব হাদীস উল্লেখ করেছি সেগুলো ইলমকে আবশ্যক করে। সেগুলোতে আমরা বিশ্বাস রাখবো, সেগুলো সহীহ হওয়া ও তার বর্ণনাকারীগণ ন্যায়পরায়ণ হওয়ার কারণেই। সেগুলোকে বাহ্যিক অর্থের ওপর মেনে নেয়া কর্তব্য, তাঁর ধরন নির্ধারণ নিয়ে অযথা কথাবার্তা ত্যাগ করাও জরুরী।[৪৯৭] তারপর তিনি নিকটবর্তী আসমানে আল্লাহর নেমে আসা, 'আরশের উপর উঠার সংক্রান্ত আলোচনা করেন।[৪৯৮]

আবুল 'আব্বাস সা'লাব (২৯১ হিজরী)

* ইমাম দারাকুতনী সনদসহ বর্ণনা করেন, আবুল 'আব্বাস সা'লাব বলেন, 'ইস্তেওয়া আলাল 'আরশ অর্থ, 'আরশের উপর উঠেছেন।[৪৯৯]
* ইসহাক্ব আল-কাযী বলেন, আমি আবুল 'আব্বাস সা'লাবকে বলতে শুনেছি, "ওয়াস্তাওয়া আলাল 'আরশ" [সূরা আল-আ'রাফ, আয়াত: ৫৪] অর্থাৎ 'আলা' বা উপরে উঠলেন।[৫০০]
* তাছাড়া আবুল 'আব্বাস সা'লাব 'ইস্তেওয়া' সংক্রান্ত মু'তাযিলাদের আকীদাহ বর্ণনা করে তার প্রতিবাদও করেছেন।[৫০১]

মুহাম্মাদ ইবন 'উসমান ইবন আবী শাইবাহ (২৯৭ হিজরী)

মুহাম্মাদ ইবন 'উসমান ইবন আবী শাইবাহ তার কিতাবুল 'আরশ গ্রন্থে বলেন,

---

৪৯৬. আস-সুন্নাহ ইবন আবী আসেম পৃ. ২৪২; তাহকীক: বাসেম ইবন ফায়সাল আল-জাওয়াবেরাহ।

৪৯৭. যাহাবী, আল-'আরশ (২/৩৪৯-৩৫০), অনুবাদ: আব্দুল্লাহ মাহমুদ; আল-'উলু, পৃ. ১৪৬।

৪৯৮. আস-সুন্নাহ, ইবন আবী আসেম (১/২১৫); আরও দেখুন, ইবন আবদুল হাদী, আল-কালাম আলা মাসআলাতিল ইস্তেওয়া 'আলাল 'আরশ, পৃ. ৬৯।

৪৯৯. লালেকাঈ, শারহু উসুলিল ই'তিকাদ (৩/৩৯৭)।

৫০০. শারহু উসূলে ই'তিকাদি আহলিস সুন্নাতি ওয়াল জামা'আত (৩/৪৪৩), নং ৬৬৮।

৫০১. মাজালিসু সা'লাব (১/২৬৯), ১৭৪।

«ذكروا أن الجهمية يقولون: ليس بين الله وبين خلقه حجاب، وأنكروا العرش، وأن يكون الله فوقه، وقالوا إنه في كل مكان»

জাহমিয়্যারা বলে, আল্লাহ ও তাঁর সৃষ্টির মাঝে পর্দা নেই (ভেদাভেদ নেই, আলাদা নয়)। তারা 'আরশ ও তার উপরে আল্লাহর থাকাকে অস্বীকার করে। তারা বলে- আল্লাহ সর্বত্র বিরাজমান। তারপর তিনি আরও অনেক কিছু উল্লেখ করে বলেন,

«فسرت العلماء هُوَ مَعَكُم يعني بعلمه». وَقَالَ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى﴾، فَاللهُ تَعَالَى اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ يَرَى كُلَّ شيءٍ فِي السموات والأرضين، وَيَعْلَمُ وَيَسْمَعُ كُلَّ ذَلِكَ بِعَيْنِهِ وَهُوَ فَوْقَ الْعَرْشِ، لَا الْحُجُبُ الَّتِي احتجب بها عن خَلْقِهِ تَحْجُبُهُ مِنْ أَنْ يَرَى وَيَسْمَعَ مَا فِي الْأَرْضِ السُّفْلَى، وَلَكِنَّهُ خَلَقَ الْحُجُبَ وَخَلَقَ الْعَرْشَ كَمَا خَلَقَ الْخَلْقَ لِمَا شَاءَ وَكَيْفَ شَاءَ وَمَا يَحْمِلُهُ إِلَّا عَظَمَتُهُ... ثم قال: توافرت الأخبار أن الله خلق العرش فاستوى عليه بذاته، ...فهو فوق السموات وفوق العرش بذاته، متخلصا من خلقه بائنا منهم.

"আলিমগণ "আল্লাহ তোমাদের সাথে"-এর ব্যাখ্যায় বলেন, তিনি ইলমের দ্বারা তোমাদের সাথে। আর মহান আল্লাহ বলেন, "রহমান 'আরশের উপর উঠেছেন"; সুতরাং আল্লাহ তা'আলা 'আরশের উপর উঠেছেন, আসমান ও যমীনের সবকিছু তিনি দেখেন, এসবই তিনি জানেন ও শুনেন তাঁর চোখের দ্বারা এমতাবস্থায় যে, তিনি 'আরশের উপর রয়েছেন। যত পর্দা দিয়েই তিনি সৃষ্টি থেকে নিজেকে আড়াল করেন না কেন, তা যমীনের নিচ পর্যন্ত দেখতে ও শুনতে তার জন্য বাধা হয় না। বরং তিনি পর্দা সৃষ্টি করেছেন, 'আরশ সৃষ্টি করেছেন যেমন তিনি সকল সৃষ্টকে সৃষ্টি করেছেন, যে জন্য তিনি চেয়েছেন, যে ধরনের ইচ্ছা তিনি করেছেন, তাকে তো তার মহত্বই শুধু বহন করে। ....

তারপর বলেন, আল্লাহ 'আরশ সৃষ্টি করেছেন তারপর সত্তাগতভাবে তিনি তার উপরে উঠেছেন, এ মর্মে প্রচুর হাদীস আছে। সুতরাং তিনি আসমানসমূহের উপরে, তিনি সত্তাগতভাবে তাঁর 'আরশের উপরে, তাঁর সৃষ্টি থেকে আলাদা, তাদের থেকে আলাদা।"[৫০২]

ইমাম 'আরিফ আবু 'আবদুল্লাহ 'আমর ইবন 'উসমান আল-মাক্কী (২৯৭ হিজরী)

তাযকিয়াতুন নাফস বা আত্মশুদ্ধির ব্যাপারে যারা কথা বলেছেন তাদের মধ্যকার প্রথম যুগের সেসব আল্লাহর বান্দা, যাদেরকে মানুষ সূফী নামে অভিহিত করে থাকে, আল্লাহ তা'আলার নাম ও গুণের ব্যাপারে তাদের আকীদাহ ছিল অত্যন্ত বিশুদ্ধ। কারণ তারা আল্লাহ তা'আলার নাম ও গুণের মাধ্যমে ইবাদাত করেই আল্লাহর নৈকট্য লাভ করতে পেরেছিলেন, তাদের মধ্যে অন্যতম হচ্ছেন, ইমাম 'আরিফ আবু আবদুল্লাহ 'আমর ইবন 'উসমান রাহিমাহুল্লাহ। তিনি তার (আদাবুল মুরীদীন ওয়াত তা'আররুফ লি আহওয়ালিল 'উব্বাদ) গ্রন্থের "তাওবাকারীদের কাছে শয়তান যেভাবে আসে" অধ্যায়ে বলেন, তাওবাকারীরা শয়তানের ওপর প্রাধান্য বিস্তার করলে এবং

৫০২. ইবন আবী শাইবাহ, কিতাবুল 'আরশ (২/২৭৮-২৯০); তাহকীক, ড. মুহাম্মাদ ইবন খলীফা আত-তামীমী; যাহাবী, আল-আরশ, (২/৩৩৮) অনুবাদ: আব্দুল্লাহ মাহমুদ; ইবন আবদুল হাদী, আল-কালাম আলা মাসআলাতিল ইস্তেওয়া 'আলাল 'আরশ, পৃ. ৬৭।

আল্লাহকে আঁকড়ে ধরলে তাদের তাওহীদ নষ্ট করে দেয়ার লক্ষ্যে শয়তান তাদের মাঝে স্রষ্টার ব্যাপারে ওয়াসওয়াসা তৈরি করে। এরপর তিনি লম্বা আলোচনা করেন। তিনি আরও বলেন, "তাওহীদের ব্যাপারে শয়তানের সবচেয়ে বড় ওয়াসওয়াসা হচ্ছে, আকৃতি প্রদান করা (সন্দেহ তৈরি করা) অথবা আল্লাহর গুণাবলিতে সবচেয়ে বড় ওয়াসওয়াসা হলো, দৃষ্টান্ত ও সাদৃশ্য দেয়া, অস্বীকার করা এবং তা'তীল বা অর্থশূন্য করা। তাদের মাঝে এ কথা ঢুকিয়ে দেয় যে, রবের শ্রেষ্ঠত্বের মানদণ্ড হচ্ছে তাদের বিবেক-বুদ্ধি। তারা তা কবুল করলে ধ্বংস হয়ে যায় অথবা তাদের রুকন-আরকান নষ্ট হয়ে যায়, যদি তারা ইলমের আশ্রয় না নেয়। আল্লাহর মারেফাতের বাস্তবায়ন হচ্ছে, যা আল্লাহ নিজের সম্পর্কে সংবাদ দিয়েছেন ও যার মাধ্যমে নিজেকে গুণান্বিত বা তাঁর রাসূল তাঁকে গুণান্বিত করেছেন সেটায় যথাযথ বিশ্বাস করা।

তিনি আরও বলেন,

فهو تعالى القائل أَنَا الله لا الشجرة؛ الجائي قبل أن يكون جائياً لا أمره، المستوي على عرشه بعظمة جلاله دون كل مكان، الذي كلم موسى تكليماً، وأراه من آياته عظيما، فسمع موسى كلام الله الوارث لخلقه، السميع لأصواتهم، الناظر بعينه إلى أجسامهم، يداه مبسوطتان، وهما غير نعمته وقدرته، خلق آدم بيده

"আল্লাহ বলেছেন, أَنَا الله আমি আল্লাহ, গাছ নয়। তিনি স্বয়ং আগমনকারী, আগমন করার আগেই, আগমনকারী বলে তার আদেশের আগমন বুঝানো হয়নি। তিনি তাঁর বিরাট মর্যাদা সহকারে তাঁর 'আরশের উপর সমুন্নত, সর্বত্র নন। তিনি মূসা 'আলাইহিস সালামের সাথে মাধ্যম ব্যতীত কথা বলেছেন। তিনি তাকে তাঁর মহান নিদর্শন দেখিয়েছেন। মূসা আল্লাহর কথা শুনেছেন। তিনি সৃষ্টিজগতের মালিক। তাদের আওয়াজ শুনেন, তাঁর চোখ দিয়ে তাদের দেহ দেখেন। তাঁর দুই হাত প্রশস্ত। তাঁর হাত বলতে নি'আমত ও ক্ষমতা উদ্দেশ্য নয়। তাঁর হাত দ্বারা আদমকে সৃষ্টি করেছেন। এরপর তিনি আরও অনেক বিষয় উল্লেখ করেন।"(৫০৩)

ইমাম আহমাদ ইবন শু'আইব আন-নাসায়ী (৩০৩ হিজরী)

বিখ্যাত হাদীসগ্রন্থ সুনান নাসায়ীর গ্রন্থকার ইমাম আবু আবদুর রহমান আহমাদ ইবন শু'আইব ইবন আলী আল-খোরাসানী, আন-নাসায়ী (৩০৩ হিজরী) তিনি বলেন,

أخبرنَا مَحْمُود بن غيلَان قَالَ ثَنَا وَكِيع وَأَبُو دَاوُد الْحفرِي عَن سُفْيَان عَن الْأَعْمَش عَن أبي صَالح عَن أبي هُرَيْرَة قَالَ قَالَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم (لما فرغ الله من الْخلق كتب على عَرْشه إِن رَحْمَتي سبقت غَضَبي) قَالَ أَبُو دَاوُد رَحْمَتي تغلب غَضَبي وَهُوَ فَوق الْعَرْش

"আমাদেরকে হাদীস শুনিয়েছেন মাহমূদ ইবন গায়লান, তিনি বলেন, আমাদেরকে হাদীস শুনিয়েছেন ওকী' ও আবু দাঊদ আল-হাফরী, তিনি সুফইয়ান থেকে, তিনি আ'মাশ থেকে,

৫০৩. ইবন তাইমিয়্যাহ, মাজমু'উল ফাতাওয়া (৫/৬২-৬৫); নাকদু তা'সীসিল জাহমিয়্যাহ (২/৫২৭); যাহাবী, আল-আরশ, (২/৩৩৮) অনুবাদ: আব্দুল্লাহ মাহমূদ; যাহাবী, আল-'উলূ, পৃ. ১৬৫; ইবনুল কাইয়্যেম, ইজতিমা'উল জুয়ূশ, ২৭৪-২৭৫; ইবন আবদুল হাদী, আল-কালাম আলা মাসআলাতিল ইস্তেওয়া 'আলাল 'আরশ, পৃ. ৬৯।

তিনি আবু সালেহ থেকে, তিনি আবু হুরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "যখন আল্লাহ তা'আলা সৃষ্টিকর্ম সম্পন্ন করলেন, তখন তিনি তাঁর 'আরশের উপর লিখলেন, নিশ্চয় আমার রহমত আমার ক্রোধের ওপর প্রাধান্য পাবে।" তন্মধ্যে আবু দাউদ আল-হাফরী বলেন, (রাসূল বলেছেন, আল্লাহ বলেন,) "আমার রহমত আমার ক্রোধের ওপর প্রাধান্য পাবে, আর তিনি 'আরশের উপর।"(৫০৪)

তাছাড়া তিনি আল্লাহর সর্বোচ্চ সত্তার উপর দলীল হিসেবে নিয়ে আসেন, আল-আ'লা নামটি, আল-আলীয়্যু নামটি।(৫০৫)

আর তিনি আল্লাহ তা'আলাকে সর্বোচ্চ সত্তা সাব্যস্ত করার জন্য দলীল হিসেবে সূরা আল-হাদীদের আয়াত ﴿ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ ﴾ [আয়াত নং ০৩] "তিনিই সর্বপ্রথম, তিনিই সর্বশেষ, তিনিই সর্বোপরে আর তিনিই সর্বনিকটে"। এর তাফসীর হিসেবে তিনি বিখ্যাত হাদীসটি নিয়ে আসেন, যাতে এসেছে,

«اللهُمَّ رَبَّ السَّمَوَاتِ، وَرَبَّ الْأَرْضِ، وَرَبَّ كُلِّ شَيْءٍ فَالِقَ الْحَبِّ وَالنَّوَى، مُنْزِلَ التَّوْرَاةِ، وَالْإِنْجِيلِ، وَالْقُرْآنِ، نَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ كُلِّ ذِي شَرٍّ، أَنْتَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهِ، أَنْتَ الْأَوَّلُ فَلَيْسَ قَبْلَكَ شَيْءٌ، وَأَنْتَ الْآخِرُ فَلَيْسَ بَعْدَكَ شَيْءٌ، وَأَنْتَ الظَّاهِرُ فَلَيْسَ فَوْقَكَ شَيْءٌ، وَأَنْتَ الْبَاطِنُ فَلَيْسَ دُونَكَ شَيْءٌ، أَقْضِ عَنِّي الدَّيْنَ وَأَغْنِنِي مِنَ الْفَقْرِ»

"হে আল্লাহ! হে আকাশসমূহের রব, যমিনের রব, প্রত্যেক বস্তুর রব, হে শস্য-বীজ ও আঁটি বিদীর্ণকারী, হে তাওরাত, ইনজীল ও কুরআন নাযিলকারী, আমি প্রত্যেক এমন বস্তুর অনিষ্ট থেকে আপনার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করি, যার (মাথার) অগ্রভাগ আপনি ধরে রেখেছেন (নিয়ন্ত্রণ করছেন)। হে আল্লাহ! আপনিই প্রথম, আপনার পূর্বে কিছুই ছিল না; আপনি সর্বশেষ, আপনার পরে কোনো কিছু থাকবে না; আপনি সবকিছুর উপরে, আপনার উপরে কিছুই নেই; আপনি সর্বনিকটে, আপনার চেয়ে নিকটবর্তী কিছু নেই, আপনি আমাদের সমস্ত ঋণ পরিশোধ করে দিন এবং আমাদেরকে অভাবগ্রস্ততা থেকে অভাবমুক্ত করুন।"(৫০৬)

তিনি 'ইস্তেওয়া' এর অর্থ 'উপরে উঠা' সাব্যস্ত করার জন্য সূরা ফুসসিলাতের আয়াত, ﴿ ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ ﴾ "তারপর তিনি আসমানের উপর উঠলেন"। [আয়াত নং ১১] এর তাফসীরে প্রথমে নিয়ে আসেন বিখ্যাত 'আল্লাহ কোথায়' প্রশ্নের হাদীসটি,

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ هِلَالِ بْنِ أُسَامَةَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْحَكَمِ، قَالَ: أَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ جَارِيَةً لِي كَانَتْ تَرْعَى غَنَمًا لِي، فَجِئْتُهَا وَفَقَدْتُ شَاةً مِنَ الْغَنَمِ، فَسَأَلْتُهَا فَقَالَتْ: أَكَلَهَا الذِّئْبُ، فَأَسِفْتُ عَلَيْهَا، وَكُنْتُ مِنْ بَنِي آدَمَ، فَلَطَمْتُ وَجْهَهَا وَعَلَيَّ رَقَبَةٌ، أَفَأُعْتِقُهَا؟ فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَيْنَ اللهُ؟» فَقَالَتْ: فِي السَّمَاءِ، قَالَ: «فَمَنْ أَنَا؟» قَالَتْ: أَنْتَ رَسُولُ اللهِ، قَالَ: «فَأَعْتِقْهَا»

৫০৪. নাসায়ী, আন-নু'য়ুত, হাদীস নং ৯৩।

৫০৫. নাসায়ী, সুনান আন-নাসাঈ আল-কুবরা, কিতাব আন-নু'য়ুত, ৭/১২৬-১৩০, হাদীস নং ৭৬২৯, ৭৬৩০।

৫০৬. নাসায়ী, সুনান আন-নাসাঈ আল-কুবরা, কিতাব আন-নু'য়ুত, ৭/১২৬, হাদীস নং ৭৬২১।

"ইমাম নাসায়ী বলেন, আমাদেরকে হাদীস শুনিয়েছেন, কুতাইবাহ ইবন সা'ঈদ, তিনি মালেক থেকে, তিনি হিলাল ইবন উসামাহ থেকে, তিনি 'আত্বা ইবন ইয়াসার থেকে, তিনি 'উমর ইবনুল হাকাম থেকে, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে বললাম, হে আল্লাহর রাসূল, আমার একটি দাসী ছাগল চরাতো, আমি সেগুলো নিয়ে আসলাম, একটি ছাগল কম ধরা পড়লো, তাকে জিজ্ঞেস করলে সে বললো, এটা নেকড়ে খেয়ে ফেলেছে, ফলে আমি দুঃখিত হলাম সে ছাগলটির জন্য, আর আমি আদম সন্তানদের একজন, তাই তাকে তার চেহারায় চড় দিয়ে বসলাম, আর আমার ওপর একটি দাসমুক্তি করা পূর্ব থেকেই কর্তব্য হয়ে আছে, তাই আমি কি এ দাসীটিকে স্বাধীন করে দিব? তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম দাসীটিকে বললেন, "আল্লাহ কোথায়? দাসী উত্তর করলো, আসমানের উপরে, তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞেস করলেন, তারপর বলো আমি কে? তখন দাসীটি জবাব দিল, আপনি আল্লাহর রাসূল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তুমি তাকে স্বাধীন করে দাও।"(৫০৭)

তারপর তিনি 'ইস্তেওয়া' এর অর্থ উপরে উঠা সাব্যস্ত করার জন্য একটি হাদীস নিয়ে আসেন, যাতে 'ইস্তেওয়া' এর অর্থ 'উপরে উঠা' করা ছাড়া কারও কোনো গত্যন্তর নেই। তিনি হাদীস বর্ণনা করে বলেন,

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا اسْتَوَى عَلَى بَعِيرِهِ خَارِجًا إِلَى سَفَرٍ كَبَّرَ ثَلَاثًا وَقَالَ: ﴿سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمُنقَلِبُونَ﴾ [الزخرف: ١٤]، اللهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ فِي سَفَرِنَا هَذَا الْبِرَّ وَالتَّقْوَى، وَمِنَ الْعَمَلِ مَا تَرْضَى، اللهُمَّ هَوِّنْ عَلَيْنَا سَفَرَنَا هَذَا، وَاطْوِ عَنَّا بُعْدَهُ، اللهُمَّ أَنْتَ الصَّاحِبُ فِي السَّفَرِ، وَالْخَلِيفَةُ فِي الْأَهْلِ، اللهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ وَعْثَاءِ السَّفَرِ، وَكَآبَةِ الْمَنْظَرِ، وَسُوءِ الْمُنْقَلَبِ فِي الْأَهْلِ وَالْمَالِ.

"রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন তিনি তাঁর বাহনের উপরে উঠার পর, সফরে বের হতেন, তখন তিনবার তাকবীর দিতেন এবং বলতেন, "পবিত্র মহান সেই সত্তা, যিনি আমাদের জন্য একে বশীভূত করে দিয়েছেন, অন্যথায় আমরা একে বশীভূত করতে সক্ষম ছিলাম না। আর আমরা অবশ্যই আমাদের রবের নিকট প্রত্যাবর্তন করব।" [সূরা আয-যুখরুফ: ১৪]

হে আল্লাহ! আমরা এই সফরে আপনার কাছে চাই পুণ্য ও তাকওয়া এবং এমন কাজ যা আপনি পছন্দ করেন। হে আল্লাহ! আমাদের জন্য এই সফরকে সহজ করে দিন এবং এর দূরত্বকে আমাদের জন্য কমিয়ে দিন। হে আল্লাহ্! আপনিই সফরে আমাদের সাথী এবং আমাদের

---

৫০৭. নাসায়ী, সুনান আন-নাসায়ী আল-কুবরা, কিতাব আন-নু'যূত, ১০/২৪৫, হাদীস নং ১১৪০১। নিঃসন্দেহে হাদীসটি সহীহ। যা মালেক তাঁর মুওয়াত্তায় নিয়ে এসেছেন, ২/৭৭৬, হাদীস নং ৮; শাফে'ঈ, কিতাবুর রিসালাহ পৃ. ৭৫, নং ২৪২, কিতাবুল উম্ম ৫/২৬৬-২৬৭; বাগাওয়ী, শারহুস সুন্নাহ ৯/২৪৬, হাদীস নং ২৩৬৫; বাইহাকী, আল-কুবরা, ৭/৩৮৭; দারেমী, আর-রাদ্দু আলাল জাহমিয়্যাহ পৃ. ৩৮, হাদীস নং ৬২; ইবন খুযাইমাহ, আত-তাওহীদ ১/২৮৩; নং ১৮০, সবাই হাদীসটিকে ইমাম শাফে'ঈ, মালেক, হিলাল এভাবে বর্ণনা করেছেন। তবে এ বর্ণনায় মালেক রাহিমাহুল্লাহ মুওয়াওয়িয়াহ ইবনুল হাকামের জায়গায় 'উমার ইবনুল হাকাম বলেছেন, যা নিতান্তই ভুল ছিল। [ইবন আব্দুল বার, আত-তামহীদ ২২/৭৬; দারাকুত্বনী, আল-ইলাল ৭/৮২, নং ১২২৮; মিযযী, তুহফাতুল আশরাফ ৮/৪২৭, ইবন হাজার, তালখীসুল হাবীর ৩/২২২]

পরিবার-পরিজনের তত্ত্বাবধায়ণকারী। হে আল্লাহ! আমরা আপনার আশ্রয় প্রার্থনা করি সফরের কষ্ট-ক্লেশ থেকে, অবাঞ্ছিত অবস্থার দৃশ্য থেকে এবং সম্পদ ও পরিবারে অনিষ্টকর প্রত্যাবর্তন থেকে।"[৫০৮]

আল্লাহু আকবার! কীভাবে আমাদের সালাফগণ জাহমিয়্যা ও তাদের দোসরদের পরাভূত করার জন্য কুরআন ও হাদীস থেকে দলীল গ্রহণ করেন তা পর্যবেক্ষণ করলে আশ্চর্য হতে হয়। তারপরও যাদের অন্তরে তালা রয়েছে, তাদের ব্যাপারে আমাদের কিছুই করার নেই।

তাছাড়া উক্ত গ্রন্থে ইমাম নাসায়ী রাহিমাহুল্লাহ আল্লাহ তা'আলার সকল সত্তাগত গুণ যেমন চেহারা, হাত, পা, মুষ্টি, চোখ, আঙুল, সর্বোচ্চ সত্তা ইত্যাদি সাব্যস্ত করার পর অন্যান্য কর্মগত গুণ যেমন ভালোবাসা, অপছন্দ করা, খুশি হওয়া, সন্তুষ্ট হওয়া, অসন্তুষ্ট হওয়া, ক্রোধান্বিত হওয়া, রহমত প্রদান করা, হাসা, নিকটতম আসমানে নেমে আসা, আল্লাহ তা'আলার নাম ও গুণের অসীলা দিয়ে দো'আ করা, আল্লাহর কালামের আশ্রয় নেয়া ইত্যাদিও সাব্যস্ত করেছেন।[৫০৯]

আহমাদ ইবন 'উমার ইবন সুরাইজ (৩০৬ হিজরী)

ইমাম যাহাবী বলেন, প্রসিদ্ধ ইমাম আবুল কাসিম সা'দ ইবন আলী আল-যানজানী বলেন, আল্লাহ তোমাকে অটল রাখুন! তুমি আবেদন করেছো এ মর্মে যে, গুণাবলির ক্ষেত্রে সালাফ ও খালাফের সঠিক নীতির বর্ণনা দিতে। আমি আল্লাহর কাছে ইস্তিখারাহ করেছি। আবুল 'আব্বাস আহমাদ ইবন 'উমার ইবন সুরাইজ যে জবাব দিয়েছেন তাই আমি জবাব হিসেবে উল্লেখ করলাম:

حرام على العقول أن تمثل الله، وعلى الأوهام أن تحده، وعلى الألباب أن تصف، إلا ما وصف به نفسه في كتابه، أو على لسان رسوله؛ وصح عند جميع أهل الديانة والسنة إلى زماننا أن جميع الآي والأخبار الصادقة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يجب على المسلم الإيمان بكل واحد منه كما ورد، وأن السؤال عن معانيها بدعة، والجواب كفر وزندقة، مثل قوله تعالى ﴿هَلْ يَنظُرُونَ إِلاَّ أَن يَأْتِيَهُمُ اللهُ فِي ظُلَلٍ مِّنَ الْغَمَامِ﴾ وقوله تعالى ﴿الرَّحْمَٰنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى وَجَاء رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا﴾ ونظائرها مما نطق بها القرآن كالفوقية، والنفس، واليدين، والسمع، والبصر، وصعود الكلام الطيب إليه، والضحك، والتعجب، والنزول كل ليلة» إلى أن قال: «اعتقادنا فيه وفي الآي المتشابهة في القرآن، أن نقبلها ولا نردها، ولا نتأولها بتأويل المخالفين، ولا نحملها على تشبيه المشبهين، ولا نترجم عن صفاته بلغة غير العربية، ونسلم الخبر لظاهره والآية لظاهر تنزيلها.

বিবেক-বুদ্ধির জন্য হারাম আল্লাহর দৃষ্টান্ত দেয়া, কল্পনার জন্য হারাম আল্লাহর সীমা নির্ধারণ করা, অন্তরের জন্য হারাম আল্লাহর গুণাবলির বর্ণনা দেয়া। তবে আল্লাহ তাঁর কিতাবে নিজের ক্ষেত্রে যে গুণের বর্ণনা দিয়েছেন বা রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম দিয়েছেন তা ব্যতীত। বর্তমান সময় পর্যন্ত সকল দীনের অনুসারী ও আহলে সুন্নাহ'র মত হচ্ছে, সমস্ত আয়াত ও রাসূল

৫০৮. নাসায়ী, সুনান আন-নাসাঈ আল-কুবরা, কিতাব আন-নু'যূত, ১০/২৪৫, হাদীস নং ১১৪০২

৫০৯. নাসায়ী, সুনান আন-নাসাঈ আল-কুবরা, কিতাব আন-নু'যূত, ৭/১২৬-১৬৭; হাদীস নং ৭৬২১, ৭৬২২, ৭৬২৯, ৭৬৩০, ৭৬৪৫, ৭৬৪৮, ৭৬৪৯, ৭৬৬২।

সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের সত্য হাদীসের প্রতি ঈমান রাখা মুসলিমের ওপর ওয়াজিব, যেভাবে এসেছে ঠিক সেভাবেই। এর অর্থ নিয়ে প্রশ্ন করা বিদ'আত। জবাব দেয়া কুফুরী ও নাস্তিকতা। যেমন, আল্লাহ বলেন, 'তারা কি এরই অপেক্ষা করছে যে, মেঘের ছায়ায় আল্লাহ ও ফিরিশতাগণ তাদের নিকট আগমন করবেন।' পরম করুণাময় 'আরশের উপর উঠেছেন, আর তোমার রব ও ফিরিশতাগণ উপস্থিত হবেন সারিবদ্ধভাবে ও এ জাতীয় বিষয় যে ব্যাপারে কুরআন কথা বলেছে। যেমন, আল্লাহর ঊর্ধ্বে থাকা, নফস, দুই হাত, কান, চোখ, উত্তম কথা তাঁর দিকে উঠা, হাসি, আশ্চর্য হওয়া, প্রত্যেক রাতে অবতরণ করা। তিনি আরও বলেন, এসব বিষয় এবং কুরআনের মুতাশাবিহ আয়াতের ব্যাপারে আমাদের আকীদাহ হচ্ছে- আমরা তা গ্রহণ করবো, প্রত্যাখান করবো না, বিরোধীদের তা'বীলের ন্যায় তা'ওয়ীল করবো না, সাদৃশ্যদাতাদের ন্যায় সাদৃশ্য দিবো না, তাঁর গুণাবলি অনারব ভাষায় অনুবাদ করবো না। হাদীসকে ও আয়াতকে বাহ্যিকভাবে মেনে নিবো।[৫১০]

এরপর তিনি আরও বিষয় উল্লেখ করেছেন, যা আমি এখানে উল্লেখ করলাম না।[৫১১]

যাকারিয়া ইবন ইয়াহইয়া আস-সাজী (৩০৭ হিজরী)

যাকারিয়া ইবন ইয়াহইয়া আস-সাজী, তিনি ইমাম আবুল হাসান আল-আশ'আরীর শিক্ষক ছিলেন, এ যাকারিয়া আস-সাজী রাহিমাহুল্লাহ থেকে তিনি ফিকহ ও হাদীস গ্রহণ করেন। ইমাম যাকারিয়া আস-সাজী বলেন,

القول في السنة التي رأيت عليها أصحابنا أهل الحديث، أن الله تعالى على عرشه، في سمائه، يقرب من خلقه كيف شاء

"আমি যে নীতির উপরে আমাদের আহলে হাদীস সাথীদের দেখেছি তা হলো- আল্লাহ আসমানে

---

৫১০. ইমাম আবুল কাসেম আয-যাঞ্জানীর ভাষ্য থেকে কয়েকটি জিনিস স্পষ্ট হয়ে যায়:
১- আল্লাহ তা'আলার গুণাবলি সংক্রান্ত আয়াতসমূহ মুতাশাবিহাত নয়। তাঁর সময় পর্যন্ত কেউ এগুলোকে মুতাশাবিহাত বলতো না। তাই তিনিও বলেছেন, "এসব আয়াত এবং মুতাশাবিহাত..." অর্থাৎ তখন পর্যন্ত সবাই এটা বিশ্বাস করতেন যে, আল্লাহ তা'আলার সিফাতের আয়াতগুলো মুতাশাবিহাত নয়। বরং এগুলো মূলত মুহকাম।
২- আল্লাহ তা'আলার সিফাত সংক্রান্ত আয়াতসমূহের অনুবাদের ক্ষেত্রে খুবই সাবধান হতে হবে। আগে আরবীতে এর প্রকৃত অনুবাদ কী হয় তা জেনে নিব। কারণ একই শব্দের একাধিক অনুবাদ আরবীতেই রয়েছে, কোনটি আল্লাহ তা'আলার জন্য প্রয়োগ করা যাবে তা ভালো করে নির্ধারণ করে নিতে হবে। তারপর সেটার অন্য ভাষায় এমন অনুবাদ করতে হবে, যে শব্দ ব্যবহার করলে কোনো নিষিদ্ধ জিনিস সাব্যস্ত করতে না হয়। যেমন আল্লাহ তা'আলার 'জাওয়াদ' গুণটি। তার অনুবাদ যদি আমরা অতি দাতা অনুবাদ করি তাহলে সেটা সঠিক অনুবাদ হবে। কিন্তু যদি অনুবাদ করি বড় মনের অধিকারী বা মহৎ প্রাণের অধিকারী, তবে তা আল্লাহ তা'আলার জন্য মানানসই হবে না। যদিও মানুষের ক্ষেত্রে সবই ব্যবহারযোগ্য।
৩- আল্লাহ তা'আলার নাম ও গুণাবলির প্রকাশ্য অর্থ বলতে সে অর্থই বুঝাবে, যা তাঁর শান, মান-মর্যাদা, মহত্ত্বের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ। প্রকাশ্য অর্থ করার মানে এটা নয় যে, মনে যা আসে তাই অনুবাদ করে দিব। এ জন্য পূর্বসূরী আলেমগণের মতামতের শরণাপন্ন হতে হবে।

৫১১. যাহাবী, আল-'আরশ, (২/৩৩৮) অনুবাদ: আব্দুল্লাহ মাহমুদ; আল-উলু ১৫২-১৫৩; আল-আরবা'ঈন ৯০-৯১; ইবনুল কাইয়্যেম, ইজতিমা'উল জুয়ূশিল ইসলামিয়্যাহ ১৭১-১৭৩।

'আরশের উপরে। তিনি যেভাবে চান সেভাবে তাঁর সৃষ্টির নিকটবর্তী হন।" তারপর তিনি সমস্ত আকীদাহ বর্ণনা করেন।[৫১২]

মুহাম্মাদ ইবন জারীর আত-ত্বাবারী (৩১০ হিজরী)

মুহাম্মাদ ইবন জারীরের লেখক সা'ঈদ আদ-দীনাওয়ারী বলেন, মুহাম্মাদ ইবন জারীর তাবারীর কাছে পড়া হচ্ছিল আর আমি তার আকীদাহ শুনছিলাম। সে আকীদাহ'র মধ্যে এটাও ছিল,

وحسب امرئ من العلم...أن يعلم أن ربه هو الذي على العرش استوى، ...فمن تجاوز ذلك فقد خاب وخسر

কোনো লোকের জ্ঞানের জন্য এটা যথেষ্ট যে, সে জানবে তার রব তো তিনিই, যিনি 'আরশের উপর উঠেছেন। যে একে অতিক্রম করে অন্য কিছু বলবে সে ধ্বংস ও ক্ষতিগ্রস্ত হবে।[৫১৩]

ইমাম যাহাবী বলেন, কেউ যদি ইনসাফ চায় তবে সে যেন ইবন জারীর আত-ত্বাবারীর তাফসীরের আল্লাহর গুণাবলি ও আল্লাহর উপরে থাকা সংক্রান্ত আয়াত অধ্যয়ন করে। যেমন,

আল্লাহর বাণী: অতঃপর তিনি আসমানের উপর উঠলেন। এ আয়াতের ব্যাপারে তিনি রবী' ইবন আনাস থেকে বর্ণনা করেন, اِسْتَوَى ইস্তিওয়া মানে ঊর্ধ্বে উঠলেন।[৫১৪]

আল্লাহর বাণী: ﴿ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ﴾ "অতঃপর তিনি 'আরশের উপর উঠলেন" সকল স্থানে এর ব্যাখ্যায় বলেছেন: উপরে হলেন, ঊর্ধ্বে উঠলেন।[৫১৫]

তাছাড়া তিনি বলেন,

«ثُمَّ وَصَفَ جَلَّ ثَنَاؤُهُ قُرْبَهُ مِنْ عِبَادِهِ وَسَمَاعَهُ نَجْوَاهُمْ، وَمَا يَكْتُمُونَهُ النَّاسَ مِنْ أَحَادِيثِهِمْ، فَيَتَحَدَّثُونَهُ سِرًّا بَيْنَهُمْ، فَقَالَ: ﴿مَا يَكُونُ مِنْ نَجْوَى ثَلَاثَةٍ﴾ مِنْ خَلْقِهِ ﴿إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ﴾ يَسْمَعُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ، لَا يَخْفَى عَلَيْهِ شَيْءٌ مِنْ أَسْرَارِهِمْ ﴿وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ﴾ يَقُولُ: وَلَا يَكُونُ مِنْ نَجْوَى خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ كَذَلِكَ ﴿وَلَا أَدْنَى مِنْ ذَلِكَ﴾ يَقُولُ: وَلَا أَقَلَّ مِنْ ثَلَاثَةٍ ﴿وَلَا أَكْثَرَ﴾ مِنْ خَمْسَةٍ ﴿إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ﴾ إِذَا تَنَاجَوْا ﴿أَيْنَ مَا كَانُوا﴾ [المجادلة: ٧] يَقُولُ: فِي أَيِّ مَوْضِعٍ وَمَكَانٍ كَانُوا. وَعَنَى بِقَوْلِهِ: ﴿هُوَ رَابِعُهُمْ﴾ [المجادلة: ٧] بِمَعْنَى أَنَّهُ مُشَاهِدُهُمْ بِعِلْمِهِ، وَهُوَ عَلَى عَرْشِهِ»

"তারপর মহান প্রশংসার অধিকারী সত্তা তাঁর নিজের গুণ বর্ণনা করলেন যে, তিনি তাঁর

---

৫১২. ইবন তাইমিয়্যাহ, নাকদু তা'সীসিল জাহমিয়্যাহ (২/৫২৭-৫২৮); যাহাবী, আল-'উলু, পৃ. ১৫০; আল-'আরশ (২/৩৫৪), অনুবাদ: আব্দুল্লাহ মাহমূদ; ইবন আবদুল হাদী, আল-কালাম আলা মাসআলাতিল ইস্তেওয়া 'আলাল 'আরশ, পৃ. ৭০।

৫১৩. ত্বাবারী, সরীহুস সুন্নাহ, ২৬; লালেকাঈ, শারহু উসূলি ই'তিকাদি আহলিস সুন্নাহ (১/১৮৬), নং ৩২৫; যাহাবী সিয়ার (১৪/২৮০); আল-'উলু, পৃ. ১৫০; ইবন আবদুল হাদী, আল-কালাম আলা মাসআলাতিল ইস্তেওয়া 'আলাল 'আরশ, পৃ. ৭০।

৫১৪. তাফসীর তাবারী (১/১৯১); যাহাবী, আল-'আরশ, (২/৩৬১) অনুবাদ: আব্দুল্লাহ মাহমূদ।

৫১৫. তাবারী (১/১৯২), (১৩/৯৪), (১৯/২৮)।

বান্দাদের নিকটে এবং তিনি তাদের গোপন শলা-পরামর্শ সবই শুনেন, আর তাদের সেসব কথাবার্তাও শুনেন যা তারা মানুষদের থেকে গোপন করে থাকে এবং নিজেদের মধ্যে গোপনে বলাবলি করে, তাই আল্লাহ বললেন, তাঁর সৃষ্টির "তিনজনের পরামর্শ হলেই তিনি সেখানে চতুর্থজন হন", তাদের গোপন রহস্য ও শলা-পরামর্শ শুনেন, তাদের গোপন কোনো কিছু তাঁর কাছে গোপন থাকে না, "অনুরূপ পাঁচজন হলেও তিনি তাদের ষষ্ঠজন হন", বলেছেন, অনুরূপভাবে যখনই কোনো পাঁচজন গোপন শলা-পরামর্শ করে তখন তিনি তাদের ষষ্ঠজন হন। "এর চেয়ে কম হলে" অর্থাৎ তিনের কম হলেও "অনুরূপ বেশি হলেও" অর্থাৎ পাঁচজনের চেয়ে বেশি হলেও "তিনি তাদের সাথে আছেন" যখন তারা গোপন পরামর্শ করে, "যেখানেই তারা থাকুক না কেন" [সূরা আল-মুজাদালাহ, আয়াত: ০৭] বলেন, যে জায়গায় বা যে স্থানে তারা থাকুক না কেন, আর তিনি 'তাদের চতুর্থজন' বলার অর্থ, তিনি তাদেরকে তার জ্ঞানের সাথে রাখছেন, অথচ তিনি তাঁর 'আরশের উপর।" [সূরা আল-মুজাদালাহ, আয়াত: ০৭][৫১৬]

ইমাম আবু ইসহাক ইবরাহীম ইবনুস সারী আয-যাজ্জাজ (৩১১ হিজরী)

ইমাম আবু ইসহাক আয-যাজ্জাজ বলেন,

ثم أخبر بعد ذلك فقال: على العرش استوى، وقالوا معنى (استوى) استولى – والله أعلم. والذي يدل عليه استوى في اللغة على ما فعله من معنى الاستواء.

"তারপর আল্লাহ তা'আলা আমাদের জানালেন, তিনি বলেছেন, তিনি 'আরশের উপর উঠলেন"। আর তারা বলে, এখানে 'ইস্তাওয়া' অর্থ 'ইস্তাওলা' বা 'দখল করলেন', আল্লাহ ভালো জানেন। তবে যা ভাষার অভিধানিক অর্থে তাই প্রমাণিত হয় যা 'ইস্তেওয়া'র অর্থ তাই তিনি করেছেন।"[৫১৭] অর্থাৎ খারাপ আকীদাহ'র লোকদের কথা অস্বীকার করে তিনি সাব্যস্ত করলেন যে, আরবী ভাষাতে 'ইস্তাওয়া' বলে উঁচু হওয়া ও উপরে হওয়াকেই বুঝায়।

হাফেয ইমাম আবু জা'ফর মুহাম্মাদ ইবন ইবনুল আখরাম (৩১১ হিজরী)

হাফেয ইমাম আবু জা'ফর মুহাম্মাদ ইবনুল 'আব্বাস ইবন আইয়্যুব আল-আসবাহানী, যিনি ইমাম ইবনুল আখরাম নামে প্রসিদ্ধ তিনি বলেন,

«والله تعالى على العَرْشِ وعِلْمُهُ مُحِيطٌ بالدُّنيا والآخرة».

"আর আল্লাহ তা'আলা 'আরশের উপর, তাঁর ইলম দুনিয়া ও আখেরাত সবকিছুকে পরিবেষ্টন করে আছে।"[৫১৮]

৫১৬. তাবারী (২২/৪৬৮)।

৫১৭. মা'আনিল কুরআন ওয়া ই'রাবুহু (৩/৩৫০)।

৫১৮. যাহাবী, তাযকিরাতুল হুফফায, পৃ. ৭৪৭।

ইমামুল আয়িম্মাহ মুহাম্মাদ ইবন ইসহাক ইবন খুযাইমাহ (৩১২ হিজরী)

ইবন খুযাইমাহ তাঁর কিতাবুত তাওহীদের শুরুতে বলেন,

الحمد لله العلي العظيم، الحليم الكريم، السميع البصير، اللطيف الخبير، ... تعالى ربنا عن صفات المحدودين تقدس عن شبه المخلوقين، وتنزه عن مقالة المعطلين، علا ربنا فكان فوق سبع سمواته عاليا، ثم على عرشه استوى، يعلم السر وأخفى، ويسمع الكلام والنجوى، لا يخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء...

"হামদ জাতীয় সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য, যিনি সর্বোচ্চ ও মহান, সহিষ্ণু, মহা দাতা, সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা, সূক্ষ্মদর্শী, সর্ববিষয়ে খবরদার,... আমাদের রব সীমাবদ্ধ সৃষ্টিসমূহের সব রকমের গুণ থেকে মুক্ত, সৃষ্টিকুলের সাথে সদৃশ হওয়া থেকে সম্পূর্ণ পবিত্র, যারা আল্লাহর গুণসমূহকে অর্থশূন্য করে তাদের থেকে তিনি পবিত্র, আমাদের রব উপরে উঠেছেন, তাই তিনি হয়েছেন সাত আসমানের উপরে সর্বোচ্চে, তারপর তিনি তাঁর 'আরশের উপর উঠেছেন, তিনি গোপন ও গোপনের চেয়ে গোপন জিনিসও জানেন, তিনি শোনেন যাবতীয় কথা ও গোপন শলা পরামর্শ, কোনো গোপন তাঁর কাছে গোপন থাকে না, যমীনেও নয়, আসমানেও নয়।"(৫১৯)

তারপর তিনি বলেন,

بَابُ ذِكْرِ اسْتِوَاءِ خَالِقِنَا الْعَلِيِّ الْأَعْلَى الْفَعَّالِ لِمَا يَشَاءُ، عَلَى عَرْشِهِ فَكَانَ فَوْقَهُ، وَفَوْقَ كُلِّ شَيْءٍ عَالِيًا كَمَا أَخْبَرَ اللهُ جَلَّ وَعَلَا فِي قَوْلِهِ : ﴿الرَّحْمَٰنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَىٰ﴾ [طه: ٥] ، وَقَالَ رَبُّنَا عَزَّ وَجَلَّ: ﴿إِنَّ رَبَّكُمُ اللهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ﴾ [الأعراف: ٥٤] وَقَالَ فِي تَنْزِيلِ السَّجْدَةِ: ﴿اللهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ﴾ [السجدة: ٤] وَقَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ﴾ [هود: ٧] فَنَحْنُ نُؤْمِنُ بِخَبَرِ اللهِ جَلَّ وَعَلَا أَنَّ خَالِقَنَا مُسْتَوٍ عَلَى عَرْشِهِ، لَا نُبَدِّلُ كَلَامَ اللهِ، وَلَا نَقُولُ قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَنَا، كَمَا قَالَتِ الْمُعَطِّلَةُ الْجَهْمِيَّةُ: إِنَّهُ اسْتَوْلَى عَلَى عَرْشِهِ، لَا اسْتَوَى، فَبَدَّلُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ، كَفِعْلِ الْيَهُودِ كَمَا أُمِرُوا أَنْ يَقُولُوا: حِطَّةٌ، فَقَالُوا: حِنْطَةٌ، مُخَالِفِينَ لِأَمْرِ اللهِ جَلَّ وَعَلَا كَذَلِكَ الْجَهْمِيَّةُ

"অধ্যায়: আমাদের সর্বোচ্চ স্রষ্টা, যা ইচ্ছা তা সম্পাদনকারী, তিনি তাঁর 'আরশের উপর উঠেছেন, তারপর তিনি তার উপর রয়েছেন সবকিছুর উপর সর্বোচ্চ হয়ে, যেমনটি মহান আল্লাহ তাঁর বাণীতে বলেছেন, "দয়াময় (আল্লাহ্) 'আরশের উপর উঠেছেন।" [সূরা ত্বা-হা, আয়াত: ০৫] আরও বলেন, "নিশ্চয় তোমাদের রব আল্লাহ যিনি আসমানসমূহ ও যমীন ছয় দিনে সৃষ্টি করেছেন; তারপর তিনি 'আরশের উপর উঠেছেন।" [সূরা আল-আ'রাফ, আয়াত: ৫৪] আর তিনি তানযীল আস-সাজদাহ সূরাতে বলেন, "আল্লাহ তো তিনিই, যিনি আসমানসমূহ, যমীন ও এতদুভয়ের মাঝে যা আছে তা ছয়দিনে সৃষ্টি করেছেন, তারপর তিনি 'আরশের উপর উঠেছেন।" [সূরা আস-সাজদাহ, আয়াত: ০৪] আরও বলেন, "আর তিনিই আসমানসমূহ ও যমীনকে ছয়দিনে সৃষ্টি করেন, আর তাঁর 'আরশ ছিল পানির উপর।" [সূরা হূদ, আয়াত: ০৭] সুতরাং আমরা

৫১৯. কিতাবুত তাওহীদ, ভূমিকা।

আল্লাহ প্রদত্ত এসব সংবাদের ওপর ঈমান আনি যে, আমাদের স্রষ্টা তাঁর 'আরশের উপর সমুন্নত আছেন, আমরা আল্লাহর বাণীকে পরিবর্তন করবো না, আমাদেরকে যা বলা হয়েছে তা ভিন্ন অন্য কিছু বলবো না। যেমনটি বলে থাকে মু'আত্তিলা জাহমিয়্যাহ সম্প্রদায়, তারা বলে, আল্লাহ 'আরশ অধিকার করেছেন, উপরে উঠেননি। এভাবে তারা সে কথাকে পরিবর্তন করেছে যে কথা তাদেরকে বলা হয়েছে। যেমন ইয়াহূদীরা করেছে, তাদেরকে 'হিত্তাতুন' (ক্ষমা) বলতে বলা হয়েছে, তারা বলেছিল 'হিনত্বাতুন', মহানুভব ও সর্বোচ্চ রবের নির্দেশের বিরোধিতা করে। ঠিক অনুরূপ কাজই করেছে জাহমিয়্যারা।"[৫২০] তারপর ইমাম ইবন খুযাইমাহ আল্লাহর 'আরশ, 'আরশে উঠা ও 'আরশে থাকা নিয়ে অনেক হাদীস ও আছার বর্ণনা করেছেন।[৫২১]

অন্যত্র তিনি বলেন,

من لم يقر أن الله على عرشه، استوى فوق سبع سمواته، بائن من خلقه، فهو كافر يستتاب فإن تاب وإلا ضربت عنقه وألقي على مزبلة لئلا يتأذى برائحته أهل القبلة وأهل الذمة

"যে স্বীকার করে না, 'আল্লাহ তাঁর 'আরশের উপরে, তাঁর সাত আসমানের উপরে উঠেছেন, তাঁর সৃষ্টি থেকে আলাদা' সে কাফির। তাকে তাওবা করতে বলা হবে। তাওবা করলে (ভালো) অন্যথায় তার গর্দান উড়িয়ে দিয়ে নর্দমায় নিক্ষেপ করতে হবে; যেন তার গন্ধে মুসলিমরা ও যিম্মীরা কষ্ট না পায়।[৫২২]

ইমাম আবু 'আওয়ানাহ ইয়া'কূব ইবন ইসহাক আল-ইসফারায়ীনী (৩১৬ হিজরী)

তিনি তাঁর মুস্তাখরাজ 'আলা সহীহ মুসলিম গ্রন্থের কিতাবুল ঈমানে যেসব অধ্যায় বিন্যাস করেছেন সেখানে তিনি তাঁর আকীদাহ-বিশ্বাস তুলে ধরেছেন, সেখানে তিনি আল্লাহ তা'আলাকে সাত আসমানের উপর সিদরাতুল মুনতাহার উপরে সাব্যস্ত করেছেন। তিনি বলেন,

مُبْتَدَأُ أَبْوَابٍ فِي الرَّدِّ عَلَى الْجَهْمِيَّةِ وَبَيَانِ أَنَّ الْجَنَّةَ مَخْلُوقَةٌ، وَأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَهَا، وَأَنَّهَا فَوْقَ السَّمَوَاتِ، وَأَنَّ السِّدْرَةَ الْمُنْتَهَى فَوْقَهَا، وَأَنَّ اللهَ فَوْقَهَا...بَيَانُ ضَحِكِ اللهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى مِنْ عَبْدِهِ وَإِلَى عَبِيْدِهِ... بَيَانُ نُزُولِ الرَّبِّ تَبَارَكَ وَتَعَالَى إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا، وَأَنَّ اللهَ لَا يَنَامُ، وَأَنَّهُ يَخْفِضُ الْقِسْطَ وَيَرْفَعُهُ، وَأَنَّ أَعْمَالَ النَّهَارِ تُرْفَعُ إِلَيْهِ كُلَّ يَوْمٍ وَأَعْمَالَ اللَّيْلِ تُرْفَعُ إِلَيْهِ كُلَّ لَيْلَةٍ.

"জাহমিয়্যাদের মতামত খণ্ডনের অধ্যায়সমূহের শুরু, আর এটা বর্ণনা করা যে, জান্নাত সৃষ্ট। নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাতে প্রবেশ করেছেন। আর তা আসমানসমূহের উপরে, আর সীমার বরই গাছ বা সিদরাতুল মুন্তাহা আসমানসমূহের উপরে। আর আল্লাহ জান্নাতের উপরে,

৫২০. ইবন খুযাইমাহ, আত-তাওহীদ (১/২৩১-২৩৩)।

৫২১. ইবন খুযাইমাহ, আত-তাওহীদ (১/২৩৩-২৫৩)।

৫২২. হাকিম, মা'রিফাতু উলুমিল হাদীস, ৮৪; ইবন তাইমিয়্যাহ, ফাতওয়া হামাওয়িয়্যাহ, ৩৫; তিনি সহীহ বলেছেন; যাহাবী, আল-'উলু, পৃ. ১৫২; যাহাবী, আল-আরশ, (২/৩৩৮) অনুবাদ: আব্দুল্লাহ মাহমুদ; ইবন আবদুল হাদী, আল-কালাম আলা মাসআলাতিল ইস্তেওয়া 'আলাল 'আরশ, পৃ. ৭০।

.... আরও বর্ণনা করা যে, মহান আল্লাহ তাবারকা ওয়া তা'আলা বান্দার কর্মকাণ্ডে হাসেন, তাদের প্রতি হাসেন... আর এটা বর্ণনা করা যে, আল্লাহ তাবারকা ওয়া তা'আলা নিকটবর্তী আসমানে নেমে আসেন, আর আল্লাহ তা'আলা ঘুমান না, আর তিনি মীযানের পাল্লা নিচু করেন ও উপরে উঠান, আর তাঁর কাছে প্রতিদিনের আমল উঠানো হয় অনুরূপ তাঁর কাছে রাতের আমলও উত্থিত হয়।"[৫২৩]

ইমাম আবু বকর ইবন আবী দাউদ আস-সিজিস্তানী (৩১৬ হিজরী)

ইমাম আবু দাউদ আস-সিজিস্তানীর সুযোগ্য সন্তান। আকীদাহ'র উপর তার একটি পূর্ণাঙ্গ কবিতা রয়েছে, যেখানে তিনি আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের আকীদাহ তুলে ধরেছেন। সেখানে তিনি আল্লাহ তা'আলা কর্তৃক প্রতি রাতে প্রথম আসমানে নেমে আসার বিষয়টি তুলে ধরেছেন, যা দ্বারা তিনি তাঁর 'আরশের উপরে থাকাকেও সাব্যস্ত করলেন। তিনি বলেন,

١- ... تَمَسَّكْ بِحَبْلِ اللهِ وَاتَّبِعِ الْهُدَى ... وَلَا تَكُ بِدْعِيًّا لَعَلَّكَ تُفْلِحُ

٢ - ... وَدِنْ بِكِتَابِ اللهِ وَالسُّنَنِ الَّتِي ... أَتَتْ عَنْ رَسُولِ اللهِ تَنْجُو وَتَرْبَحُ...

٣ - ... وَقُلْ يَنْزِلُ الْجَبَّارُ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ ... بِلَا كَيْفَ جَلَّ الْوَاحِدُ الْمُتَمَدَّحُ

٤ - ... إِلَى طَبَقِ الدُّنْيَا يَمُنُّ بِفَضْلِهِ ... فَتُفْرَجُ أَبْوَابُ السَّمَاءِ وَتُفْتَحُ

٥ - ... يَقُولُ أَلَا مُسْتَغْفِرٌ يَلْقَ غَافِرًا ... وَمُسْتَمْنِحٌ خَيْرًا وَرِزْقًا فَيُمْنَحُ

٦ - ... رَوَى ذَاكَ قَوْمٌ لا يُرَدُّ حَدِيثُهُمْ ... أَلَا خَابَ قَوْمٌ كَذَّبُوهُمْ وَقُبِّحُوا

"আল্লাহর রজ্জুকে ধরে রাখ, হিদায়াতের অনুসরণ কর.... বিদ'আতী হয়ো না, তাহলেই তুমি সফলকাম হতে পারবে।

আল্লাহর কিতাব ও রাসূলের সুন্নাতের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ কর, যা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছ থেকে এসেছে, এতে তুমি নাজাত পাবে ও লাভবান হবে।....

আর বলো, মহা দাপুটে আল্লাহ প্রতি রাতে নেমে আসেন, কোনো ধরন নির্ধারণ ছাড়াই তা সাব্যস্ত কর, সে একক প্রশংসিত সত্তা কতই না প্রভাবশালী।

প্রতি রাতে তিনি নিকটতম আসমানে নেমে আসেন, তাঁর দয়ার প্রদর্শনী করেন, তখন আসমানের দরজাসমূহ ফাঁকা হয় এবং খোলা হয়।

তিনি বলতে থাকেন, আছে কি কেউ ক্ষমাপ্রার্থী, ক্ষমা পাবে বা ক্ষমাশীলের সাথে কথা বলবে, আর কেউ কি কল্যাণ চাইবে তাহলে তাকে তা প্রদান করা হবে?

এ হাদীসগুলো এমন লোকেরা বর্ণনা করেছেন, যাদের বর্ণিত হাদীস কখনও অস্বীকার করা

৫২৩. ইমাম আবু 'আওয়ানাহ ইয়া'কূব ইবন ইসহাক ইবন ইবরাহীম আন-নাইসাপূরী আল-ইসফারায়ীনী, মুস্তাখরাজ 'আলা সহীহ ইমাম মুসলিম (১/১১৮-১২৬)।

যায় না, সাবধান সেসব লোক ক্ষতিগ্রস্ত ও নিন্দিত হবে যারা এদের ওপর মিথ্যারোপ করবে।"[৫২৪] এখানে আল্লাহ তা'আলার 'আরশের উপর থাকা সাব্যস্ত হচ্ছে; কারণ তিনি 'আরশের উপর থেকেই নিকটতম আসমানে নেমে আসেন। কীভাবে নেমে আসেন সেটার ধরন আমাদের জানা নেই, আর সেটার ধরন সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করাও বিদ'আত।

আবু আবদুল্লাহ আয-যুবাইর ইবন আহমাদ আয-যুবাইরী আশ-শাফে'য়ী (৩১৮ হিজরী)

ইমাম আবু আবদুল্লাহ আয-যুবাইর ইবন আহমাদ ইবন সুলাইমান আয-যুবাইরী আশ-শাফে'য়ী রাহিমাহুমুল্লাহ আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের আকীদাহ বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেন,

الرد على من أنكر العرش والكرسي وأن الله عز وجل على العرش، وذكر القَدَمِ.

قال الله تبارك وتعالى في العرش والكرسي: ﴿الرحمن على العرش استوى﴾ وقال: ﴿وسع كرسيه السموات والأرض﴾ قال النبي صلى الله عليه وسلم: «إن الله يضع قدمه في جهنم فينزوي بعضها إلى بعض» وقال النبي صلى الله عليه وسلم: «الكرسي عند العرش كحلقةٍ في أرض فلاةٍ».

"যারা 'আরশ, কুরসী এবং আল্লাহ তা'আলা যে তাঁর 'আরশের উপর রয়েছেন আর তাঁর পা' কে যারা অস্বীকার করে তাদের মত খণ্ডন।

আল্লাহ তা'আলা 'আরশ ও কুরসী সম্পর্কে বলেন, "রহমান 'আরশের উপর উঠেছেন", আরও বলেন, "তাঁর কুরসী আসমান ও যমীন সবকিছুর জন্য প্রশস্ত"। নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, "নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা তাঁর পা রাখবেন জাহান্নামের উপর, তখন সেটার একাংশ আরেক অংশের সাথে মিশে যাবে।" নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও বলেছেন, "কুরসী 'আরশের নিকট বিস্তীর্ণ ভূমিতে একটি রিং এর মতো"।[৫২৫]

আবু জা'ফর আহমাদ ইবন সালামাহ আত-তাহাবী (৩২১ হিজরী)

আবু জা'ফর আহমাদ ইবন সালামাহ আত-তাহাবী রাহিমাহুল্লাহ তার 'আল-আকীদাহ' গ্রন্থে বলেন,

ذكر بيان السنة والجماعة على مذهب فقهاء الملة أبي حنيفة، وأبي يوسف، ومحمد بن الحسن، رضي الله عنهم نقول في توحيد الله معتقدين، أن الله واحد لا شريك له، ولا شيء مثله، مازال بصفاته قديماً قبل خلقه، ...

والرؤية حق لأهل الجنة بغير إحاطة ولا كيفية، وكل ما في ذلك من الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو كما قال، ومعناه على ما أراد، لا ندخل في ذلك متأولين بآرائنا، ولا يثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم

৫২৪. ইবন আবী দাঊদ, আল-হায়িয়্যাহ। ইবন আবদুল হাদী, আল-কালাম আলা মাসআলাতিল ইস্তেওয়া 'আলাল 'আরশ, পৃ. ৭২।

৫২৫. শারহুল ঈমান ওয়াল ইসলাম ওয়া তাসমিয়াতুল ফিরাকি ওয়াররাদ্দি 'আলাইহিম, ১২।

والاستسلام...

والعرش والكرسي حق كما بين في كتابه، وهو مستغن عن العرش وما دونه، محيط بكل شيء وفوقه.

"ফুকাহায়ে মিল্লাত আবু হানীফাহ, আবু ইউসুফ ও মুহাম্মাদ ইবন হাসান রাহিমাহুমুল্লাহর অনুসৃত নীতি অনুসারে এটা হলো আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের আকীদাহ'র বর্ণনা। আমরা আল্লাহর তাওহীদে আকীদাহ রেখে বলি, নিশ্চয় আল্লাহ এক, যার কোনো শরীক নেই। তার মতো কিছুই নেই। সৃষ্টির বহু পূর্বে থেকেই তিনি তাঁর অনাদি গুণাবলিসহ বিদ্যমান ছিলেন। ....

জান্নাতীদের জন্য আল্লাহকে দেখার বিষয়টি সত্য। তবে সে দেখা সম্পূর্ণভাবে আয়ত্ত্ব করে নয়, আর তার পদ্ধতিও অজানা। আর এ ব্যাপারে যা কিছু সহীহ হাদীসে রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণিত হয়েছে তা যেমনটি তিনি বলেছেন সেভাবে অবিকৃত অবস্থায় গৃহীত হবে। আর সেগুলোর যে অর্থ তিনি উদ্দেশ্য নিয়েছেন সেটাই ধর্তব্য হবে। এতে আমরা আমাদের মতের ওপর নির্ভর করে কোনো প্রকার অপব্যাখ্যা করব না।

বশ্যতা স্বীকার, আত্মসমর্পণ ছাড়া কারও পা ইসলামের ওপর দৃঢ় থাকতে পারে না।...

'আরশ এবং কুরসী সত্য। যেমন তিনি তার কিতাবে বর্ণনা করেছেন। আর আল্লাহ 'আরশ ও অন্যান্য বস্তু থেকে অমুখাপেক্ষী। তিনি সমস্ত বস্তুকে পরিবেষ্টন করে রেখেছেন এবং তিনি সবকিছুর ঊর্ধ্বে।(৫২৬)

ইবরাহীম ইবন মুহাম্মাদ ইবন 'আরাফাহ নিফত্বাওয়াইহ (৩২৩ হিজরী)

ইমাম যাহাবী বলেন, ইমাম আবু আবদুল্লাহ ইবরাহীম ইবন মুহাম্মাদ ইবন 'আরাফাহ আন-নাহওয়ী 'নিফত্বাওয়াইহ' স্বীয় গ্রন্থ আর-রদ্দু 'আলাল জাহমিয়্যাহ-তে দাউদ ইবন আলী থেকে বর্ণনা করেন, দাউদ ইবন আলী বলেন,

كنا عند ابن الأعرابي فأتاه رجل فقال: ما معنى قوله: الرَّحْمَٰنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى ، قال: هو على عرشه استوى، كما أخبر. فقال: هو ليس كذلك، إنما معناه استولى. قال ابن الأعرابي: اسكت ما يدريك ما هذا، العرب لا تقول للرجل استولى على الشيء حتى يكون له فيه مضاد، فأيهما غلب قيل استولى عليه، والله لا مضاد له، هو على عرشه كما أخبر

আমরা ইবনুল আ'রাবীর নিকটে ছিলাম। তার কাছে এক ব্যক্তি এসে বললো, আল্লাহর বাণী: ﴿الرَّحْمَٰنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَىٰ﴾ "রহমান 'আরশের উপরে উঠেছেন"-এর অর্থ কী?

তিনি বললেন, তিনি তাঁর 'আরশের উপর উঠেছেন, যেমনটি আল্লাহ জানিয়েছেন।

সে লোকটি বললো, আপনি যেমনটি বললেন তেমনটি নয়। বরং এর অর্থ হচ্ছে, 'ইস্তাওলা' বা তিনি 'আরশ দখল করেছেন।

ইবনুল আ'রাবী বললেন, চুপ! এটা তোমাকে কে বলেছে? আরবরা কোনো ব্যক্তির ক্ষেত্রে

৫২৬. আকীদাহ আত-ত্বাহাওয়িয়্যাহ, ২-৬।

'দখল করেছে' তখন ব্যবহার করে যখন তার বিরোধী কোনো পক্ষ থাকে। যখন কেউ কাউকে পরাজিত করে তখন বলে- 'সে দখল করেছে।' আল্লাহর তো কোনো বিরোধী পক্ষ নেই। তিনি 'আরশের উপর উঠেছেন, যেমনটি তিনি জানিয়েছেন।[৫২৭]

ইমাম যাহাবী বলেন, আবু আবদুল্লাহ হচ্ছেন আরবী ভাষাবিদদের ইমাম। তিনি ইবন আবি দুআদ ও তার মতদের সমসাময়িক।[৫২৮]

আবুল হাসান আল-আশ'আরী (৩২৪ হিজরী)

আবুল হাসান 'আলী ইবন ইসমা'ঈল আল-আশ'আরী রাহিমাহুল্লাহ, যিনি মুসলিম বিশ্বের ৪র্থ শতক ও তার পরের লোকদের নিকট মহান ইমাম হিসেবে সুপরিচিত হয়ে আছেন, তিনি আল্লাহ তা'আলার 'আরশের উপর উঠার ব্যাপারে কী আকীদাহ পোষণ করতেন, সেটা জানা খুবই জরুরী। আমরা এখানে তাঁর বিভিন্ন গ্রন্থ থেকে এ বিষয়ে তার মতামত তুলে ধরার প্রয়াস পাব।

- তিনি তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ ইখতিলাফুল মুসাল্লীন ও মাকালাতুল ইসলামিয়্যীন গ্রন্থে রাফিযী, খারেজী, জাহমিয়্যাহ সহ বিভিন্ন ফিরকার আলোচনা শেষে বলেন,

ذكر مقالة أهل السنة وأصحاب الحديث، وجملة قولهم: الإقرار بالله، وملائكته، وكتبه، ورسله، وبما جاء عن الله، وما رواه الثقات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ لا يردون من ذلك شيئاً . إلى أن قال: وأن الله على عرشه، كما قال: ﴿الرَّحْمَٰنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَىٰ﴾، وأن له يدين بلا كيف، كما قال تعالى: لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَيَّ، وأن أسماء الله لا يقال إنها غير الله، كما قالت المعتزلة والخوارج...

"আহলুস সুন্নাহ ও আহলুল হাদীসের বক্তব্য উল্লেখকরণ। তাদের মূল বক্তব্য হলো: আল্লাহ, তাঁর ফিরিশতা, তাঁর কিতাবসমূহ, তাঁর রাসূলগণ, আল্লাহর পক্ষ থেকে যা এসেছে এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারীদের থেকে যা বর্ণিত হয়েছে -সবের স্বীকৃতি দেয়া। তারা এসবের কিছুই প্রত্যাখ্যান করেন না। তিনি আরও বলেন, আল্লাহ তাঁর 'আরশের উপরে। যেমন আল্লাহ বলেন: রহমান তার 'আরশের উপরে উঠেছেন। তাঁর দুহাত রয়েছে। তবে ধরন অজানা। যেমন আল্লাহ বলেন, "তাকে আমি আমার দু' হাতে সৃষ্টি করেছি।" নিশ্চয় আল্লাহর অনেক নাম রয়েছে। বলা যাবে না, নামসমূহ গাইরুল্লাহ। যেমনটি মু'তাযিলা ও খারেজীরা বলে।...

- তারপর তিনি বলেন,

فهذه جملة ما يأمرون به ويستعملونه ويرونه، وأنه لا يجوز الاستواء بمعنى الاستيلاء. وبكل ما ذكرنا من قولهم نقول، وإليه نذهب، وما توفيقنا إلا بالله

"এসবের তারা আদেশ দেন, নিজেরাও মেনে চলেন এবং বিশ্বাস করেন। ইস্তিওয়া-(উপরে

৫২৭. যাহাবী, আল-আরশ, (২/৩৩৮) অনুবাদ: আব্দুল্লাহ মাহমুদ; যাহাবী, আল-'উলু, পৃ. ১৩৩; আল-'আরশ (২/৩৭১); ইবনুল কাইয়্যেম, ইজতিমা'উল জুয়ূশ, পৃ. ২৬৫-২৬৬।

৫২৮. যাহাবী, আল-'আরশ (২/৩৭২), অনুবাদ: আব্দুল্লাহ মাহমুদ।

উঠা) দ্বারা ইস্তীওলা-দখল করা অর্থ করা অবৈধ। আমরা যেসব আকীদাহ উল্লেখ করলাম তা আমাদেরও আকীদাহ। আমরা এমন আকীদাহ'ই রাখি। আমাদের তাওফীক নেই আল্লাহ ছাড়া।"(৫২৯)

- অনুরূপভাবে আবুল হাসান আল-আশ'আরী উক্ত কিতাবে অধ্যায় রচনা করেন 'আল্লাহ তা'আলা কি কোনো স্থানে ছাড়া অপর স্থানে আছেন? নাকি তিনি কোনো স্থানেই নেই, নাকি তিনি সর্বস্থানে।' তারপর তিনি বলেন, এ ব্যাপারে ১৭টি মত রয়েছে। তন্মধ্যে আহলুস সুন্নাহ ও আহলুল হাদীসের মত হচ্ছে,

وأنه على العرش، كما قال: الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى ولا نتقدم بين يدي الله بالقول، بل نقول استوى بلا كيف، وأن الله له يدين كما قال خَلَقْتُ بِيَدَيَّ وأنه ينزل إلى سماء الدنيا كما جاء في الحديث. وقال المعتزلة: استوى على العرش بمعنى: استولى. وقالت المعتزلة: اليد بمعنى: النعمة، وقوله تَجْرِي بِأَعْيُنِنَا أي بعلمنا...

"আর তিনি 'আরশের উপরে। আল্লাহ বলেন, ﴿الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى﴾ "পরম করুণাময় 'আরশের উপর উঠেছেন।" আমরা আল্লাহকে ছাড়িয়ে আগে বাড়িয়ে গিয়ে কোনো কথা বলবো না। বরং বলবো: তিনি 'আরশের উপর উঠেছেন। তবে ধরন অজানা। (আরও বলবো:) আল্লাহর দু'হাত রয়েছে। আল্লাহ বলেন, ﴿خَلَقْتُ بِيَدَيَّ﴾ "আমার দু'হাতে সৃষ্টি করেছি।" (আরও বলবো:) তিনি দুনিয়ার আসমানে অবতরণ করেন, যেমনটি হাদীসে এসেছে।

মু'তাযিলারা বলে, আল্লাহ 'আরশের উপর 'ইস্তিওয়া' হয়েছেন মানে 'ইস্তাওলা' বা দখল করেছেন। মু'তাযিলা বলে, হাত অর্থ নি'আমত। আরও বলে, আল্লাহর বাণী: ﴿تَجْرِي بِأَعْيُنِنَا﴾ "যা আমার চোখের সামনে চলতে লাগল।" -এই আয়াতে "আমার চোখ" বলতে উদ্দেশ্য "আমার ইলম"।(৫৩০)

- অনুরূপভাবে ইমাম আবুল হাসান আল-আশ'আরী আল-ইবানাহ ফী উসূলিদ দিয়ানাহ গ্রন্থের 'ইস্তিওয়া' অধ্যায়ে বলেন,

إن قائلاً قال: ما تقولون في الاستواء؟ قيل نقول: إن الله مستو على العرش، كما قال الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى وقال إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ ، وقال بَل رَّفَعَهُ اللهُ إِلَيْهِ، وقال حكاية عن فرعون يَا هَامَانُ ابْنِ لِي صَرْحًا لَّعَلِّي أَبْلُغُ الأَسْبَابَ. أَسْبَابَ السَّمَاوَاتِ فَأَطَّلِعَ إِلَى إِلَهِ مُوسَى وَإِنِّي لأَظُنُّهُ كَاذِبًا ، كذّب موسى في قوله إن الله في السموات.

وقال عز وجل أَأَمِنتُم مَّن فِي السَّمَاء أَن يَخْسِفَ بِكُمُ الأَرْضَ فالسموات فوقها العرش، فلما كان العرش فوق السموات، وكل ما علا فهو سماء، يعني جميع السموات، وإنما أراد العرش الذي هو أعلى السموات، ألا ترى

৫২৯. মাকালাতুল ইসলামিয়্যীন: ২৯০-২৯৭; ইবন আবদুল হাদী, আল-কালাম 'আলা মাসআলাতিল ইস্তেওয়া 'আলাল 'আরশ, পৃ. ৭৩; যাহাবী, আল-আরশ, (২/৩৭৪) অনুবাদ: আব্দুল্লাহ মাহমুদ।

৫৩০. মাকালাতুল ইসলামিয়্যীন: ২১১।

أنه ذكر السموات فقال وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا ، ولم يرد أنه يملأهن جميعاً.

ورأينا المسلمين جميعاً يرفعون أيديهم -إذا دعوا- نحو السماء، لأن الله مستو على العرش الذي هو فوق السموات، فلولا أن الله على العرش، لم يرفعوا أيديهم نحو العرش، وقد قال قائلون من المعتزلة، والجهمية، والحرورية، إن معنى استوى: استولى وملك وقهر، وأن الله في كل مكان وجحدوا أن يكون على العرش كما قال أهل الحق، وذهبوا في الاستواء إلى القدرة، فلو كان كما قالوا، كان لا فرق بين العرش والأرض السابعة، لأن الله قادر على كل شيء، فالله قادر عليها وعلى الحشوش، وكذا لو كان مستويا على العرش بمعنى الاستيلاء، لجاز أن يقال: مستو على الأشياء كلها، ولم يجز عند أحد من المسلمين أن يقول: إن الله مستو على الحشوش والأخلية، فبطل أن يكون الاستواء على العرش الاستيلاء

"যদি কেউ বলে, ইস্তিওয়া ('আরশের উপর উঠা) এর ব্যাপারে আপনারা কী বলেন? আমরা বলবো, আল্লাহ 'আরশের উপরে সমুন্নত। যেমন আল্লাহ বলেন, ﴿الرَّحْمَٰنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَىٰ﴾ "পরম করুণাময় 'আরশের উপর উঠেছেন।" আরও বলেন, ﴿إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ﴾ "তাঁরই পানে উত্থিত হয় ভালো কথা।" আরও বলেন, ﴿بَل رَّفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ﴾ "বরং তিনি তাঁর কাছে উঠিয়ে নিয়েছেন।" ফির'আউনের ঘটনা উল্লেখ করতে গিয়ে বলেন, ফির'আউন বলল, "হে হামান! আমার জন্য তুমি নির্মাণ করো এক সুউচ্চ প্রসাদ যাতে আমি অবলম্বন পাই, আসমানে আরোহনের অবলম্বন, যেন দেখতে পাই মূসার ইলাহকে। তবে আমি তাকে মিথ্যাবাদীই মনে করি।" ফির'আউন মিথ্যা মনে করে ছিল মূসার একথা 'আল্লাহ আসমানের উপরে।'

আল্লাহ বলেন, "তোমরা কি নির্ভয় হয়ে গেছ যিনি আসমানের উপর রয়েছেন যে, তিনি তোমাদেরসহ যমীনকে ধসিয়ে দিবেন।" আসমানসমূহের উপরে 'আরশ। যেহেতু 'আরশ আসমানসমূহের উপরে, তাই যা কিছু ঊর্ধ্বে আছে তাই আসমান। অর্থাৎ সমস্ত আসমান। 'আরশ বলতে বুঝিয়েছেন, সে 'আরশ যা আসমানসমূহের সর্ব উপরে। দেখ না! আল্লাহ তা'আলা সমস্ত আসমানের কথা উল্লেখ করে বলেন, "তিনি চন্দ্রকে তাতে স্থাপন করেছেন আলোকরূপে।" তিনি বুঝাতে চাননি, সকল আসমানই এ চাঁদের আলো দিয়ে ভর্তি করে দিয়েছেন।

আমরা দেখি দো'আর সময় সকল মুসলিম আসমানের দিকে হাত তোলে। কেননা আল্লাহ সে 'আরশের উপর সমুন্নত যা সমস্ত আসমানের উর্ধ্বে। যদি আল্লাহ 'আরশের উপরে না হতেন তবে তারা 'আরশের দিকে হাত তুলতো না। মু'তাযিলা, জাহমিয়্যাহ ও খারিজিরা বলে, "ইস্তিওয়া অর্থ দখল করা, মালিক হওয়া ও কর্তৃত্ববান হওয়া। আল্লাহ সর্বত্র বিরাজমান।" তারা আল্লাহর 'আরশের উপর থাকাকে অস্বীকার করে, যেমনটি হকপন্থীরা বলে থাকে।

মু'তাযিলা, জাহমিয়্যাহ ও খারিজীরা ইস্তিওয়াকে ক্ষমতার অর্থে ব্যবহার করে। যদি তাদের কথা ঠিক হয় তবে 'আরশ ও সপ্তম যমীনের মাঝে কোনো পার্থক্য নেই। কেননা আল্লাহ সব বস্তুর উপর ক্ষমতাবান। অতএব, আল্লাহ যমীন ও পায়খানার উপর ক্ষমতাবান।

অনুরূপ তাদের দাবি অনুযায়ী যদি 'আরশের উপর মুস্তাওয়ি হওয়ার অর্থ মুস্তাওলি বা দখলদারিত্ব প্রতিষ্ঠা হয়, তবে বলা যাবে যে, আল্লাহ সকল কিছুর উপর মুস্তাওয়ি বা সবকিছুর দখলদারিত্ব

লাভ করেছেন। অথচ কোনো মুসলিম একথা বলার বৈধতা দিবে না, আল্লাহ পায়খানা বা বাথরুমের উপর মুস্তাওয়ি। অতএব, প্রমাণিত হয়, 'আরশের উপর ইস্তিওয়া হওয়া মানে অধিকার করা (বা দখল করা বা বিজয়ী হওয়া) এ জাতীয় অর্থ সম্পূর্ণরূপে বাতিল।"[৫৩১]

- তদ্রূপ হাফিয ইবন 'আসাকির বলেন, আবুল হাসান তার গ্রন্থ আল-'উমাদ ফির রু'ইয়াহ-তে বলেন, আমরা গুণাবলি সম্পর্কে এক বিরাট গ্রন্থ প্রণয়ন করেছি। আমরা তাতে মু'তাযিলা ও জাহমিয়্যাদের প্রকারভেদ নিয়ে আলোচনা করেছি। তাতে আল্লাহর চেহারা, দুই হাত ও তাঁর 'আরশের উপর উঠা ইত্যাদি গুণাবলি সংক্রান্ত অনেক বিষয় নিয়ে আলোচনা রয়েছে।[৫৩২]
- অনুরূপ হাফেয আবুল আব্বাস আহমাদ ইবন সাবেত আত-ত্বারকী বলেন, আমি আবুল হাসান আল-আশ'আরীর গ্রন্থ যার নাম 'আল-ইবানাহ' তাতে পড়েছি, 'আরশের উপর উঠার উপর প্রমাণ, সেখানে যা উল্লেখ করেছেন তন্মধ্যে এটাও বলেছেন,

«ومن دعاء أهل الإسلام إذا هم رغبوا إلى الله، يقولون: يا ساكن العرش، ومن حلفهم: لا والذي احتجب بسبع سماوات»

"মুসলিমরা যখন আল্লাহ তা'আলার প্রতি অনুরাগী হয় তখন দো'আ করে বলে, হে 'আরশের উপরে অবস্থানকারী। আর তাদের শপথ হচ্ছে, না, সে সত্তার শপথ, যিনি সাত আসমানের উপরে পর্দার আড়ালে রয়েছেন"।[৫৩৩]

ইমাম যাহাবী বলেন, ইমাম আবুল হাসান আল-আশ'আরী ২৬০ হিজরীতে তার জন্ম হয়, ৩২৪ হিজরীতে বাসরায় মারা যান। প্রথমে তিনি মু'তাযিলা ছিলেন। পরবর্তীতে তাওবা করেন এবং মু'তাযিলা-বিরোধী অনেক বিষয়ে আসহাবুল হাদীসের সাথে একমত পোষণ করেন। তারপর (সর্বশেষ পর্যায়ে) অধিকাংশ ক্ষেত্রে আসহাবুল হাদীসের সাথে একমত পোষণ করেন। সেটাই আমরা তাঁর বক্তব্যে উল্লেখ করেছি। তাতে তিনি এসব ব্যাপারে আহলে হাদীসের ইজমা'র দাবি করেছেন এবং এসব ব্যাপারে তিনি আহলে হাদীসের সাথে একমত।

তিনি জীবনে ৩টি অবস্থা অতিক্রম করেন:

- মু'তাযিলা অবস্থা
- কিছু ক্ষেত্রে আহলে সুন্নাহ, কিছু ক্ষেত্রে নয়, যেমন তার রিসালাতুন ইলা আহলিস সাগার গ্রন্থে স্পষ্ট হয়।
- অধিকাংশ ক্ষেত্রে আহলে সুন্নাহ, যেমন তার ইবানাহ গ্রন্থে স্পষ্ট হয়।

আমরা তার ব্যাপারে এতটুকু জানি। আল্লাহ তার ওপর রহম করুন এবং তাকে সহ সমস্ত মুসলিমকে ক্ষমা করুন।[৫৩৪]

---

৫৩১. আল-ইবানাহ, ৮৫-৮৭।

৫৩২. তাবয়ীনু কাযিবিল মুফতারী, ১২৯; নাকদু তা'সীসিল জাহমিয়্যাহ (২/৩৩৫)।

৫৩৩. আল-ইবানাহ, ৯১।

৫৩৪. যাহাবী, আল-আরশ, (২/৩৭৫) অনুবাদ: আব্দুল্লাহ মাহমূদ।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

ইমাম আবুল হাসান আল-আশ'আরী পরবর্তী ইমামগণের মত

আবু জা'ফর আহমাদ ইবন মুহাম্মাদ ইবন ইসমা'ঈল আন-নাহহাস (৩২৮ হিজরী)

আল্লাহর 'আরশের উপর উঠা বা ইস্তেওয়া 'আলাল 'আরশ সম্পর্কে আবু জা'ফর আন-নাহহাসের আকীদাহ বর্ণনায় ইমাম আবুল মুযাফফার আস-সাম'আনী বলেন, যাজ্জাজ, নাহহাস ও একদল আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের ইমাম বলেন,

أنه لَا يُسمى الاسْتوَاء اسْتِيلَاء فِي اللُّغَة إِلَّا إِذا غلب غَيره عَلَيْهِ، وَهَذَا لَا يجوز على الله تَعَالَى.

"আরবী ভাষার নিয়ম অনুযায়ী 'ইস্তেওয়া'কে 'ইস্তাওলা' বলা যাবে না। (উপরে উঠাকে অধিকার করা বলা যাবে না) কারণ, 'ইস্তাওলা তখনই বলা হবে যখন অন্য কারও উপরে বিজয়ী হয়। আর এটা আল্লাহর জন্য কখনও ব্যবহার করা জায়েয নয়।"(৫৩৫)

আল-ইমাম আল-হাসান ইবন আলী আল-বারবাহারী (৩২৯ হিজরী)

আল-ইমাম হাসান ইবন আলী আল-বারবাহারী রাহিমাহুল্লাহ তার শারহুস সুন্নাহ গ্রন্থে আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের আকীদাহ বর্ণনায় বলেন,

واعلم – رحمك الله – أن الكلام في الرب محدث، وهو بدعة وضلالة، ولا يتكلم في الرب إلا بما وصف به نفسه في القرآن، وما بين رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه، وهو – جل ثناؤه– واحد ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ﴾ ربنا أول بلا متى، وآخر بلا منتهى، يعلم السر وأخفى، وهو على عرشه استوى، وعلمه بكل مكان، ولا يخلو من علمه مكان.

"জেনে রাখ, আল্লাহ তোমাকে রহম করুন, রব এর ব্যাপারে (অর্থাৎ সিফাত সাব্যস্ত না করার) কথা বলা নতুন জিনিস, এটি বিদ'আত ও পথভ্রষ্টতা, রবের ব্যাপারে শুধু সেটাই বলা যাবে যা দিয়ে তিনি নিজের গুণ বর্ণনা করেছেন কুরআনে, অনুরূপ যা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর সাহাবীগণের কাছে বর্ণনা করেছেন। তিনি প্রশংসিত সত্তা, এক "তার মতো কোনো কিছু নেই, তিনি সর্বশ্রোতা সর্বদ্রষ্টা" আমাদের রব প্রথম, কোনো প্রকার কখন থেকে প্রশ্ন করা ব্যতীত, তিনি সর্বশেষ কোনো প্রকার শেষ নির্ধারণ ব্যতীতই, তিনি জানেন যাবতীয় গোপন জিনিস এবং গোপনের চেয়েও গোপন আর তিনি তাঁর 'আরশের উপর উঠেছেন, তাঁর জ্ঞান সব জায়গায়, তাঁর জ্ঞান থেকে কোনো স্থান বাদ নেই।"(৫৩৬)

তিনি আরও বলেন,

---

৫৩৫. তাফসীর আস-সাম'আনী (৩/৩২০)।

৫৩৬. আল-বারবাহারী, শারহুস সুন্নাহ, পৃ. ৪১।

واعلم أنه إنما جاء هلاك الجهمية أنهم [فكروا] في الرب، فأدخلوا لم وكيف، وتركوا الأثر، ووضعوا القياس، وقاسوا الدين على رأيهم فجاءوا بالكفر عيانا لا يخفي أنه كفر، وأكفروا الخلق واضطرهم الأمر حتى قالوا بالتعطيل.

"আর জেনে রাখ, জাহমিয়্যাদের ধ্বংস তো তখনই হলো, যখন তারা রবের ব্যাপারে চিন্তা করতে আরম্ভ করলো, তারা সেখানে কেন ও কীভাবে? প্রবেশ করাল, তারা 'আছার' (কুরআন, সুন্নাহ, সাহাবীগণের মত) গ্রহণ করা ছেড়ে দিল, কিয়াস আরম্ভ করলো, দীনকে তাদের মতের ওপর কিয়াস করলো, এভাবে তারা প্রকাশ্য কুফুরীতে লিপ্ত হলো, যা কুফুরী হওয়ার ব্যাপারে কোনো কিছুই গোপন থাকেনি। এর মাধ্যমে তারা আল্লাহর সৃষ্টি (যারা সিফাত সাব্যস্ত করে তাদেরকে) কাফির বানালো, তাদের এসব কর্মকাণ্ড তাদেরকে এমন বাধ্য করলো যে, অবশেষে আল্লাহর সকল সিফাতকে অস্বীকার করলো, তা'ত্বীল নীতি প্রচার-প্রসার করলো।"[৫৩৭]

ইমাম, মুহাদ্দিস, ওযীর আলী ইবন 'ঈসা (৩৩৪ হিজরী)

আল-ওযীর আলী ইবন 'ঈসা রাহিমাহুল্লাহ, যিনি একজন ইমাম, মুহাদ্দিস, সত্যবাদী মন্ত্রী, ইনসাফকারী প্রশাসক ছিলেন। আবুল হাসান হাসান আলী ইবন 'ঈসা ইবন দাউদ ইবনুল জাররাহ আল-বাগদাদী আল-কাতিব। তিনি খলীফা মুক্তাদির ও কাহের উভয়ের মন্ত্রী ছিলেন। তাঁর আকীদাহ'র এসেছে,

قال مُحَمَّدُ بنُ عليِّ بن حبيش: دخلَ أبو بكرٍ الشبليُّ رحمه الله دارَ المرضى ليعالجَ، فدخلَ عليهِ الوزيرُ عليُّ بنُ عيسى عائدًا، فقال الشِّبليُّ: ما فعلَ ربُّكَ؟ قَالَ: «الربُّ عزَّ وجلَّ فِي السَّماءِ يَقضِي ويُمضِي».

"মুহাম্মাদ ইবন আলী ইবন হুবাইশ বলেন, আবু বকর আশ-শিবলীকে হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য ঢুকানো হলো, তখন তাকে দেখার জন্য ওযীর আলী ইবন 'ঈসা প্রবেশ করলো, তখন শিবলী বললো, আপনার রব কী করছেন? তখন ওযীর আলী ইবন 'ঈসা বললেন, আমার মহান রব তো আসমানের উপরে, তিনি ফয়সালা করেন ও বাস্তবায়িত করেন"।[৫৩৮]

আবু বকর আদ্ব-দ্বিব'য়ী (৩৪২ হিজরী)

ইমাম আবু বকর আহমাদ ইবন মুহাম্মাদ ইবন নাসর আবু বকর আদ্ব-দ্বিব'য়ী আল-বাগদাদী রাহিমাহুল্লাহ বলেন,

«قَدْ تضعُ العربُ «فِي» موضع «عَلَى» قَالَ الله تَعَالَى: ﴿فَسِيحُوا فِي الْأَرْضِ﴾ [التوبة: ٢]، وقالَ: ﴿وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ﴾ [طه: ٧١] ومعناهُ عَلَى الأرضِ وعلى النَّخلِ، فكذلكَ قولهُ: ﴿مَنْ فِي السَّمَاءِ﴾ [الملك: ١٦] أي مَنْ عَلَى العرشِ، كَمَا صَحَّتِ الأخبارُ عنْ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم».

"আরবরা 'ফী' শব্দটিকে 'আলা' এর স্থানে ব্যবহার করে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, "সুতরাং

৫৩৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৬।

৫৩৮. যাহাবী, আল-'উলূ, পৃ. ১২৬৪।

তোমরা যমীনে বিচরণ কর" [সূরা আত-তাওবাহ, আয়াত: ০২] আরও বলেন, "আর অবশ্যই আমি তোমাদেরকে খেজুর গাছের কাণ্ডে শূলিতে চড়াব" [সূরা ত্বা-হা, আয়াত: ৭১] তার (প্রথম আয়াতের) অর্থ হচ্ছে, যমীনের উপর, আর (দ্বিতীয় আয়াতের অর্থ হচ্ছে,) খেজুর গাছের উপরে। অনুরূপ আল্লাহর বাণী "যিনি আসমানে আছেন তার অর্থ হবে, যিনি 'আরশের উপর আছেন, যেমনটি বিশুদ্ধ হাদীস দ্বারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে সাব্যস্ত হয়েছে।[৫৩৯]

ইবন শা'বান আল-মালেকী (৩৫৫ হিজরী)

আল্লামা আবু ইসহাক মুহাম্মাদ ইবনুল কাসেম ইবন শা'বান ইবন মুহাম্মাদ ইবন রবী'আহ আল-আম্মারী আল-মিসরী রাহিমাহুল্লাহ, যিনি মিসরে মালেকী মাযহাবের তৎকালীন শাইখ ছিলেন, তাঁর ব্যাপারে ইমাম যাহাবী বলেন,

«رأيتُ له تأليفًا في تسميةِ الرواةِ عنْ مالكٍ، أولهُ: الحمدُ لله الحميدِ، ذي الرُّشدِ والتسديدِ، والحمدُ لله أحقُّ ما بُدِي، وأولى منْ شكر، الواحدِ الصَّمدِ، جَلَّ عَنِ المَثَلِ فلا شَبَهَ لهُ ولا عَدْلَ، عَالٍ على عَرْشِهِ، فهوَ دَانٍ بِعِلْمِهِ، وذكرَ باقي الخطبة».

"আমি তাঁর রচিত একটি গ্রন্থ দেখেছি, যেখানে ইমাম মালিক এর হাদীসের বর্ণনাকারীদের নাম উল্লেখ করা হয়েছে, তার শুরুতে এসেছে, সকল হামদ আল্লাহর জন্যই যিনি হামীদ, সঠিক পথের দিশা দানকারী, সঠিক পথ প্রদর্শনকারী, আল্লাহর জন্যই সকল হামদ, আর তিনিই এমন যে তাকে দিয়ে শুরু করাই বেশি উপযোগী, তাঁর শুকরিয়া করাই সর্বোত্তম, তাঁর সাদৃশ্যপূর্ণ কিছু হওয়া থেকে তিনি কতই না মহান, তাঁর অনুরূপ কেউ নেই, তাঁর সমকক্ষ কেউ নেই, তিনি তাঁর 'আরশের উপর উঠেছেন, তাঁর জ্ঞান দিয়ে সবার নিকটে তিনি রয়েছেন। তারপর তিনি বাকী খুতবা প্রদান করেন"।[৫৪০]

আবু আহমাদ আল-'আসসাল (৩৪৯ হিজরী)

কাযী আবু আহমাদ আল-'আসসাল, যিনি হাদীসের হাফিয, আসবাহান নগরীর অধিবাসী, তিনি গুণাবলি সংক্রান্ত স্বীয় গ্রন্থ আল-মারিফাহ-এ "রহমান 'আরশের উপরে উঠেছেন" -এ আয়াতের তাফসীরে ইমামদের মতামত বর্ণনা করেছেন। যেমন, রাবী'আহ, মালিক, দ্বাহহাক, আবু 'ঈসা ইয়াহইয়া ইবন রাফে', আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারক ও কা'ব আল-আহবার। আরও উল্লেখ করেছেন, ইবন মাসঊদের হাদীস-কুরসী ও পানির মধ্যে পাঁচশ' বছর। 'আরশ পানির উপর, আর আল্লাহ 'আরশের উপরে। তাঁর কাছে তোমাদের কোনো আমল গোপন নেই।[৫৪১]

৫৩৯. যাহাবী, আল-'উলু, পৃ. ১২৬৪।

৫৪০. যাহাবী, সিয়ার (১৬/৭৯)।

৫৪১. যাহাবী, আল-'আরশ (২/২১০) অনুবাদ: আব্দুল্লাহ মাহমূদ।

আবু বকর মুহাম্মাদ ইবনুল হুসাইন আল-আজুররী (৩৬০ হিজরী)

ইমাম আবু বকর আল-আজুররী স্বীয় গ্রন্থ আশ-শারী'আহ-তে বলেন,

باب في التحذير من مذهب الحلولية‌‌|| الذي يذهب إليه أهل العلم، أن الله عز وجل على عرشه، فوق سمواته، وعلمه محيط بكل شيء، قد أحاط علمه بجميع ما خلق في السموات العلى، وبجميع ما في سبع أراضين، وما بينهما وما تحت الثرى، يعلم السر وأخفى ويعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور... يسمع ويرى .. وهو على عرشه سبحانه العلي الأعلى، ترفع إليه أعمال العباد...

فإن قال قائل: إيش يكون معنى قوله ﴿مَا يَكُونُ مِن نَّجْوَى ثَلاَثَةٍ إِلاَّ هُوَ رَابِعُهُمْ﴾ الآية التي [احتجوا] بها؟. قيل له: علمه، والله عز وجل على عرشه، وعلمه محيط بهم، وبكل شيء من خلقه، كذا فسره أهل العلم، والآية يدل أولها وآخرها على أنه العلم.

فإن قال قائل: كيف؟

قيل: قال الله عز وجل: ﴿ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَا يَكُونُ مِنْ نَجْوَى ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ وَلَا أَدْنَى مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْثَرَ إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَ مَا كَانُوا ثُمَّ يُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّ اللهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾ فابتدأ الله عز وجل الآية بالعلم وختمها بالعلم، فعلمه عز وجل محيط بجميع خلقه، وهو على عرشه، وهذا قول المسلمين.

"সর্বেশ্বরবাদ-অহংবাদ মতবাদের ব্যাপারে সতর্কীকরণ অধ্যায়।"

আলিমগণ এ দিকে গিয়েছেন যে, নিশ্চয় মহান আল্লাহ তাঁর 'আরশের উপরে তাঁর আসমানসমূহের ঊর্ধ্বে, তাঁর ইলম সবকিছুকে বেষ্টনকারী। তাঁর ইলম বেষ্টন করেছে ঊর্ধ্ব আসমানসমূহে যা সৃষ্টি করেছেন সবকিছুকে এবং সাত যমীনে যা কিছু আছে সবকিছুকে। আর যা এ দুয়ের মাঝখানে আছে সে সকল কিছুকে, আর যা মাটির নিচে সেটাকে। তিনি গোপন জিনিস জানেন, আরও জানেন যা গোপনের চেয়েও গোপন, চোখসমূহ যা খেয়ানত করে এবং যা অন্তরে গোপন রাখা হয়। তিনি শুনেন ও দেখেন অথচ তিনি তাঁর সর্বোচ্চ মহা 'আরশের উপর। তাঁর কাছে বান্দাদের আমল উঠানো হয়।...

যদি কেউ বলে, "তিন ব্যক্তির এমন কোনো পরামর্শ হয় না যাতে তিনি চতুর্থ না থাকেন" আয়াতের অর্থ কী? যে আয়াতের মাধ্যমে তারা দলীল পেশ করে।

তাকে বলতে হবে, এর অর্থ হলো তাঁর জ্ঞান, আর মহান আল্লাহ তাঁর 'আরশের উপরে। তাঁর ইলম তাদের বেষ্টন করে আছে। আলিমগণ এমনটি ব্যাখ্যা করেছেন। আয়াতের প্রথম ও শেষ অংশ প্রমাণ করে যে, এর অর্থ ইলম।

তারপর যদি কেউ বলে সেটা কেমন?

উত্তরে বলা হবে, মহান আল্লাহ তা'আলা বলেন, "আপনি কি লক্ষ্য করেন না যে, আসমানসমূহ ও যমীনে যা কিছু আছে আল্লাহ্ তা জানেন? তিন ব্যক্তির মধ্যে এমন কোনো গোপন পরামর্শ

হয় না যাতে চতুর্থজন হিসেবে তিনি থাকেন না এবং পাঁচ ব্যক্তির মধ্যেও হয় না যাতে ষষ্ঠজন হিসেবে তিনি থাকেন না। তারা এর চেয়ে কম হোক বা বেশি হোক তিনি তো তাদের সঙ্গেই আছেন তারা যেখানেই থাকুক না কেন। তারপর তারা যা করে, তিনি তাদেরকে কিয়ামতের দিন তা জানিয়ে দিবেন। নিশ্চয় আল্লাহ্ সবকিছু সম্পর্কে সম্যক অবগত।" [সূরা আল-মুজাদালাহ, আয়াত: ০৭] এখানে আল্লাহ তা'আলা আয়াতটি শুরু করেছেন ইলম বা 'জানা' দিয়ে, শেষ করেছেন ইলম বা 'জানা' দিয়ে। সুতরাং তাঁর ইলম তাঁর সকল সৃষ্টিকে পরিবেষ্টন করে আছে, কিন্তু তিনি তাঁর 'আরশের উপরে। এটাই মুসলিমদের কথা।[৫৪২]

আরও বলেন, আমাদেরকে বর্ণনা করেছেন ইবন মাখলাদ, তিনি বলেন, আমাদের বর্ণনা করেছেন আবু দাউদ, তিনি বলেন, আমাদের বর্ণনা করেছেন আহমাদ ইবন হাম্বল, তিনি বলেন, আমাদের বর্ণনা করেছেন সুরাইজ ইবন নু'মান, তিনি বলেন আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন আবদুল্লাহ ইবন নাফে', তিনি বলেন, মালিক বলেছেন, আল্লাহ আসমানের উপরে, তাঁর ইলম সর্বত্র, তাঁর ইলম থেকে কোনো স্থান খালি নেই।

তারপর তিনি তার নিজস্ব সনদে আল্লাহর ঊর্ধ্বে থাকা সংক্রান্ত কিছু হাদীস উল্লেখ করেন। তন্মধ্যে ইবন 'আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহুমা থেকে সে হাদীসটি উল্লেখ করেন, যাতে এসেছে,

«إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ اسْتَوَى عَلَى عَرْشِهِ قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَ شَيْئًا فَكَانَ أَوَّلَ مَا خَلَقَ الْقَلَمُ فَأَمَرَهُ أَنْ يَكْتُبَ مَا هُوَ كَائِنٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ فَإِنَّمَا يَجْرِي النَّاسُ فِي أَمْرٍ قَدْ فُرِغَ مِنْهُ»

"নিশ্চয় মহান আল্লাহ সবকিছু সৃষ্টির পূর্বে তাঁর 'আরশের উপর উঠেছেন, তারপর প্রথম যা সৃষ্টি করলেন তা হচ্ছে, কলম। অতঃপর তাকে নির্দেশ দিলেন কিয়ামত পর্যন্ত যা হবে তা লিখতে। মানুষ তো এখন সেসব অনুসারেই চলে যে ব্যাপারটি পূর্বেই সমাধা হয়ে গেছে।"[৫৪৩]

আল-ইমাম আল-হাফিয আবুল কাসিম আত-ত্বাবারানী (৩৬০ হিজরী)

হাফিয আবুল কাসিম আত-তবরানী সুলাইমান ইবন আহমাদ ইবন আইউব স্বীয় গ্রন্থ আস-সুন্নাহ-তে বলেন:

باب ما جاء في استواء الله تعالى على عرشه، وأنه بائن من خلقه.

আল্লাহ তাঁর 'আরশের উপরে উঠেছেন এবং তাঁর সৃষ্টি থেকে তিনি আলাদা সংক্রান্ত বিষয়ে যা বর্ণিত হয়েছে- তার আলোচনা।

তারপর তিনি বর্ণনা করেন, আবু রাযীনের হাদীস- আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমাদের রব কোথায় ছিলেন? এবং 'আবদুল্লাহ ইবন খালীফার বরাতে 'উমারের হাদীস- বকরী ও 'আরশ তাদের পিঠের উপরে হওয়া, আর আল্লাহ তার উপরে থাকা[৫৪৪] ও অন্যান্য হাদীস।

---

৫৪২. আশ-শারী'আহ (৩/১০৭৫-১০৭৬); ইবন আবদুল হাদী, আল-কালাম আলা মাসআলাতিল ইস্তেওয়া 'আলাল 'আরশ, পৃ. ৭৩-৭৪; যাহাবী, আল-আরশ, (২/৩৯৫) অনুবাদ: আব্দুল্লাহ মাহমূদ।

৫৪৩. আশ-শরী'আহ, হাদীস নং ৬৬৬; হাসান সনদে।

৫৪৪. আস-সুন্নাহ, হাদীস নং ২৪; যাহাবী, আল-আরশ, (২/৪০৩-৪০৪) অনুবাদ: আব্দুল্লাহ মাহমূদ।

আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মাদ ইবন আহমাদ ইবন মুজাহিদ আত-ত্বায়ী আল-বসরী (৩৬০ এর পরে)

কালামপন্থী আলেমে দীন, ইমাম আবুল হাসান আল-আশ'আরীর বিখ্যাত ছাত্র, উসূলবিদ, ইমাম আবু বকর আল-বাকেল্লানীর উস্তায, আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মাদ আহমাদ ইবন মুহাম্মাদ ইবন ইয়া'কূব ইবন মুজাহিদ আত-ত্বায়ী, যিনি আশ'আরী মতবাদের লোকদের নিকট ইবন মুজাহিদ নামে প্রসিদ্ধ। তিনি আল্লাহ তা'আলার জন্য সর্বোচ্চ সত্তা সাব্যস্ত করেছেন। তিনি বলেন,

الإجماع التاسع من إجماعات أهل السنة: وأنه تعالى فوق سماواته على عرشه دون أرضه، وقد دل على ذلك بقوله: ﴿ءأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض﴾ وقال: ﴿إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه﴾ وقال: ﴿الرحمن على العرش استوى﴾ وليس استواؤه على العرش استيلاءً كما قال أهل القدر، لأنه عز وجل لم يزل مستوليًا على كل شيء.

"আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের ইজমার অন্তর্ভুক্ত নবম ইজমা হচ্ছে, 'নিশ্চয় মহান আল্লাহ তাঁর সকল আসমানের উপরে 'আরশের উপরে রয়েছেন। তিনি যমীনে নন। এ বিষয়টি প্রমাণ করে আল্লাহর বাণী, "তোমরা কি আসমানের উপরে যিনি আছেন, তার ব্যাপারে নিঃশঙ্ক হয়ে গেছ যে, তিনি তোমাদের নিয়ে যমীন ধ্বসিয়ে দিবেন না?"। অনুরূপ অপর বাণী, "তাঁর দিকেই উত্থিত হয় বাণীসমূহ, আর সৎ আমল তিনি তা উঠিয়ে নেন"। অপর বাণীতে আল্লাহ বলেন, "রহমান 'আরশের উপরে উঠেছেন", আর তাঁর 'আরশের উপর উঠার বিষয়টি 'ইস্তীলা' বা অধিকার করা বা মালিক হওয়া নয়, যেমনটি কাদরিয়া (মু'তাযিলা) সম্প্রদায় বলে থাকে। কারণ মহান আল্লাহ সর্বদা সবকিছুর ওপর কর্তৃত্বশীল"।[৫৪৫]

এর দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, এ সময় পর্যন্ত আশ'আরী মতবাদের ইমামগণ আল্লাহ তা'আলাকে সত্তাগত সর্বোচ্চ সত্তা সাব্যস্ত করতেন, তেমনিভাবে তারা তখনও আল্লাহ তা'আলার 'আরশের উপর উঠাকে অস্বীকার করেননি। বরং পরবর্তী আশায়েরাদের মধ্যে প্রসিদ্ধ 'ইস্তেওয়া' কে ইস্তাওলা বা অধিকার করা নামক তা'ওয়ীল বা অপব্যাখ্যা করাকে তারা অস্বীকার করতেন। তখনও তারা জানতেন যে, এভাবে 'ইস্তাওয়া' এর অর্থ 'ইস্তাওলা' বা 'অধিকার করা' এ অপব্যাখ্যা মু'তাযিলারা করে থাকে, আরও গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে, ইবন মুজাহিদ রাহিমাহুল্লাহ ঠিকই এভাবে অপব্যাখ্যা করে তারা যা সাব্যস্ত করতে চাচ্ছে তার খারাপ দিকটি তুলে ধরেছেন, সেটা হচ্ছে, আল্লাহ তা'আলা তো সর্বদাই সবকিছুর ওপর কর্তৃত্ববান তাহলে আবার আরশের উপরে উঠাকে 'কর্তৃত্ব করা' দ্বারা তা'ওয়ীল করা কোনোভাবেই শুদ্ধ হতে পারে না।

হাফিয আবুশ শাইখ আসবাহানী, (৩৬৯ হিজরী)

হাফিয আবু নু'আইমের উস্তাদ হাফিয আবু মুহাম্মাদ ইবন হাইয়ান আবুশ শাইখ স্বীয় গ্রন্থ আল-'আযামাহ-তে বলেন-

৫৪৫. রিসালাতুন ইলা আহলিস সাগার ২৩২-২৩৪; তিনি ইমাম আবুল হাসান আল-আশ'আরীর এ গ্রন্থের বর্ণনাকারী।

ذكر عرش الرب تبارك وتعالى وكرسيه وعظم خلقهما، وعلو الرب فوق عرشه

রব তাবারাকা ওয়া তা'আলার 'আরশ, তাঁর কুরসী, উভয় মাখলূকের বড়ত্ব এবং রব তাঁর 'আরশের উপরে থাকা-সংক্রান্ত আলোচনা।

তারপর তিনি এ সংক্রান্ত কিছু হাদীস দলীল হিসেবে উপস্থাপন করেন।[৫৪৬] সেসব হাদীস আগে উল্লেখ করা হয়েছে।[৫৪৭]

ইমাম আবু মানসূর মুহাম্মাদ ইবন আহমাদ ইবনুল আযহার আল-আযহারী (৩৭০ হিজরী)

ইমাম আবু মানসূর মুহাম্মাদ ইবন আহমাদ ইবনুল আযহার আল-আযহারী আল-হারাওয়ী বলেন,

«إن الله تعالى على العرش، ويجوز أن يقال في المجاز: هو في السماء لقوله تعالى: ﴿ءَأَمِنتُم مَّن فِي ٱلسَّمَآءِ أَن يَخۡسِفَ بِكُمُ ٱلۡأَرۡضَ﴾

"আল্লাহ তা'আলা 'আরশের উপর, ভাষার ভিন্ন বাকরীতিতে বলা যায়, তিনি আসমানে, যেমন মহান আল্লাহর বাণীতে এসেছে, "যিনি আসমানের উপর আছেন তোমরা কি নির্ভয় হয়ে গেছ যে, তিনি তোমাদের নিয়ে যমীনকে ধ্বসিয়ে দিবেন না?"[৫৪৮]

ইমাম আবু বকর আল-ইসমা'ঈলী আশ-শাফে'য়ী (৩৭১ হিজরী)

ইমাম আবু বকর আহমাদ ইবন ইবরাহীম ইবন ইসমা'ঈল আল-জুরজানী আল-ইসমা'ঈলী বলেন,

اعلموا رحمنا الله وإياكم، أن مذاهب أهل السنة ومذاهب أهل الحديث والجماعة، الإقرار بالله، وملائكته، وكتبه، ورسله، وقبول ما نطق به كتاب الله، وما صحت به الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا معدل عما وردا به ويعتقدون أن الله مدعو بأسمائه الحسنى ، وموصوف بصفاته التي وصف بها نفسه، ووصفه بها نبيه، خلق آدم بيده، ويداه مبسوطتان بلا اعتقاد كيف، استوى على العرش بلا كيف، فإنه انتهى إلى أنه استوى على العرش ولم يذكر كيف كان استواؤه

"আল্লাহ আমাদের ও আপনাদের ওপর রহম করুন! জেনে রাখুন- আহলুস সুন্নাহ ও আহলুল হাদীস ওয়াল জামা'আতের নীতি হচ্ছে, আল্লাহ, তাঁর ফিরিশতা, তাঁর কিতাবসমূহ ও তাঁর রাসূলগণের স্বীকৃতি প্রদান করা এবং কুরআন যা বলে আর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে সহীহ হাদীসে যা বর্ণিত হয়েছে তা গ্রহণ করা। কুরআন ও সুন্নায় যা বর্ণিত হয়েছে তা থেকে ফিরে যাওয়ার কোনো পথ নেই। তারা আকীদাহ পোষণ করে যে, আল্লাহ সুন্দর সুন্দর

৫৪৬. আল-'আযামাহ: ৫৪৩-৬৬৬।

৫৪৭. যাহাবী, আল-আরশ, (২/৪০২-৪০৩) অনুবাদ: আব্দুল্লাহ মাহমূদ।

৫৪৮. আল-'উলূ, পৃ. ২৩০।

নামের মাধ্যমে আহুত এবং তিনি সেসব গুণে গুণান্বিত যার বর্ণনা স্বয়ং আল্লাহ নিজের ক্ষেত্রে দিয়েছেন বা তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম দিয়েছেন। তিনি তাঁর হাত দ্বারা আদম 'আলাইহিস সালামকে সৃষ্টি করেছেন। তাঁর দুই হাত প্রসারিত, ধরন বিশ্বাস করা ছাড়াই। 'আরশের উপরে উঠেছেন, কোনোরূপ ধরন জানা ছাড়াই। কারণ আল্লাহ শুধু বলেছেন- তিনি 'আরশের উপরে উঠেছেন। "তার উপরে উঠার বিষয়টি কেমন" তা তিনি উল্লেখ করেননি।[৫৪৯]

তিনি এসব আকীদাহ তুলে ধরে বলেন, এটা সমস্ত আহলে সুন্নাহ'র মত।

আবুল হাসান 'আলী ইবন মুহাম্মাদ ইবন মাহদী আত-ত্বাবারী (ইমাম আবুল হাসান আশ'আরীর ছাত্র) (৩৮০ হিজরী প্রায়)[৫৫০]

ইমাম আবুল হাসান আল-আশ'আরীর ছাত্র কালামপন্থী আশ'আরী ইমাম আবুল হাসান 'আলী ইবন মাহদী আত-ত্বাবারী তাঁয় 'তা'ওয়ীলুল আয়াতিল মুশকিলাহ' গ্রন্থে আল্লাহর বাণী-রহমান 'আরশের উপরে উঠেছেন অধ্যায়ে বলেন-

اعلم أن الله سبحانه في السماء، فوق كل شيء، مستو على عرشه، بمعنى أنه عالٍ عليه، ومعنى الاستواء: الاعتلاء، كما تقول العرب: استويت على ظهر الدابة، واستويت على السطح، بمعنى علوته، واستوت الشمس على رأسي، واستوى الطير على قمة رأسي، بمعنى علا في الجو، فوجد فوق رأسي، فالقديم جل جلاله عالٍ على عرشه.

وزعم البلخي أن استواء الله على العرش هو الاستيلاء عليه، مأخوذ من كلام العرب ﴿ثم استوى بشر على العراق﴾ فيقال له: ما أنكرت أن يكون عرش الله جسماً خلقه، وأمر ملائكته بحمله، قال وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ وأمية يقول:

مجدوا الله فهو للمجد أهل* ربنا في الســــماء أمسى كبيرا

بالبناء الأعلى الذي سبق النا* س وسوى فوق السماء سريرا

ومما يدل على أن الاستواء ها هنا ليس بالاستيلاء، أنه لو كان كذلك لم يكن ينبغي أن يخص العرش بالاستيلاء عليه دون سائر خلقه، إذ هو مستول على العرش، وعلى سائر خلقه، وليس للعرش مزية على ما وصفته، فبان بذلك فساد قوله.

ثم يقال له أيضاً: إن الاستواء ليس هو الاستيلاء الذي من قول العرب: استوى فلان على كذا، أي استولى إذا تمكن

৫৪৯. আবু বকর ইসমা'ঈলী, ই'তিকাদু আইম্মাতিল হাদীস, ৪৯-৫১; যাহাবী, আস-সিয়ার (১৬/২৯৫); তাযকিরাতুল হুফফায (৩/৯৪৯), আল-'উলূ, পৃ. ১৬৭; যাহাবী, আল-আরশ, (২/৪০০) অনুবাদ: আব্দুল্লাহ মাহমুদ; ইবন আবদুল হাদী, আল-কালাম আলা মাসআলাতিল ইস্তেওয়া 'আলাল 'আরশ, পৃ. ৭৪।

৫৫০. দেখুন সুবকী, ত্বাবাকাতুশ শাফে'ইয়্যাহ আল-কুবরা, জীবনী নং ২৩০।

منه بعد أن لم يكن متمكناً لم يصرف معنى الاستواء إلى الاستيلاء.

ثم ذكر قصة ابن الأعرابي مع الرجل الذي جاءه ...

ثم قال: فإن قيل فما تقولون في قوله: أَأَمِنتُم مَّن فِي السَّمَاءِ؟ قيل: معنى ذلك أنه فوق السماء على العرش، كما قال: فَسِيحُواْ فِي الأَرْضِ بمعنى على الأرض، وقال: وَلأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ، وكذلك قوله أَأَمِنتُم مَّن فِي السَّمَاءِ

فإن قيل: فما تقولون في قوله وَهُوَ اللهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الأَرْضِ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهرَكُمْ؟ قيل له: إن بعض القراء يجعل الوقف فِي السَّمَاوَاتِ، ثم يبتدئ وَفِي الأَرْضِ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهرَكُمْ، فلو أن قائلاً قال: فلان بالشام والعراق ملك، لدل على أن ملكه بالشام والعراق لا أن ذاته فيهما.

فإن قيل: فما تقول في قوله تعالى مَا يَكُونُ مِن نَّجْوَى ثَلاثَةٍ إِلاَّ هُوَ رَابِعُهُمْ الآية؟

قيل له: كون الشيء مع الشيء على وجوه، منها بالنصرة، ومنها بالصحبة، ومنها بالمماسة، ومنها بالعلم، فمعنى هذا عندنا أنه تعالى مع كل الخلق بالعلم.

قال البلخي: فإن قيل لنا: ما معنى رفع أيدينا إلى السماء؟ وقوله: وَالعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ؟

قلنا: تأويل ذلك أن أرزاق العباد لما كانت تأتي من السماء، جاز أن نرفع أيدينا إلى السماء عند الدعاء، وجاز أن يقال أعمالنا ترفع إلى الله، لما كانت حفظة الأعمال إنما مساكنهم في السماء.

قيل له: إن كانت العلة في رفع أيدينا إلى السماء أن الأرزاق فيها، وأن الحفظة مساكنهم فيها، جاز أن نخفض أيدينا في الدعاء نحو الأرض، من أجل أن الله يحدث فيها النبات، والأقوات، والمعايش، وأنها قرارهم، ومنها خلقوا، ولأن الملائكة معهم في الأرض. فلم تكن العلة في رفع أيدينا إلى السماء ما وصفه، وإنما أمرنا الله تعالى أن نرفع أيدينا قاصدين إليه برفعها نحو العرش الذي هو مستو عليه كما قالَ: ﴿الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى﴾ [طه: ٥]، وهذه علة مطردة، لأن البلخي لا يمكنه أن يقول: فاستووا إلى الأرض؛ لأن العرش تحتها؛ إذ كان العرش فوق السماء وليس بتحت الأرض»

"জেনে রাখো, আল্লাহ সুবহানাহু আসমানের উপরে, সকল কিছুর উর্ধ্বে, তাঁর 'আরশের উপর সমুন্নত। অর্থাৎ তিনি তাঁর উপরে। 'ইস্তিওয়া' মানে আরোহন করা। যেমন, আরবরা বলেন استويت على ظهر الدابة ও واستويت على السطح অর্থাৎ 'আরোহীর পিঠে আরোহন করেছি এবং ছাদের উপরে আরোহণ করেছি।' واستوت الشمس على رأسي، واستوى الطير على قمة رأسي অর্থাৎ 'সূর্য আমার মাথার উপরে হয়েছে ও পাখি আমার মাথার শীর্ষে উঠেছে।' অনাদি মহান আল্লাহ তাঁর 'আরশের উপরে।

আল্লাহর বাণী: "তোমরা কি এ থেকে নির্ভয় হয়েছো যে, যিনি আসমানে আছেন।" আপনাকে

আপনার রব উঠিয়ে নিবনে।" "তাঁরই পানে উত্থিত হয় ভালো কথা।" "তিনি আসমান থেকে যমীন পর্যন্ত সকল কার্য পরিচালনা করেন। তারপর তা একদিন তাঁর কাছেই উঠবে।"

বালখীর মতে- আল্লাহর 'আরশের উপরে উঠার মানে তার উপরে কর্তৃত্বলাভ করা। তার কথার উৎস হচ্ছে আরবদের ভাষা- ثم استوى بشر على العراق 'অতঃপর বিশর ইরাকের কর্তৃত্বলাভ করেছে।' সে আরও বলেছে, 'আরশ হচ্ছে রাজত্ব।

জবাবে বালখীকে বলা হবে- তুমি আল্লাহর 'আরশের বর্ণনা ও আকার-আকৃতি অস্বীকার করছ, অথচ আল্লাহ ফিরিশতাদের তা বহন করার আদেশ দিয়েছেন। আল্লাহ বলেন- ﴿وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ﴾ 'তোমার রবের 'আরশ তাদের উপরে বহন করছে।' আর উমাইয়্যাহ বলেছিলেন-

তারা আল্লাহর গুণগান করেছে। তিনি গুণগানের উপযোগী।

আমাদের রব আসমানের উপরে। উঁচু কাঠামো ('আরশ) সহকারে মহান।

সে 'আরশ মানুষের পূর্বে। আসমানের উপরে সিংহাসন সাজিয়েছেন।'

তাছাড়া এখানে 'ইস্তিওয়া' মানে 'কর্তৃত্বলাভ নয়' তার আরও প্রমাণ হচ্ছে- যদি কর্তৃত্বলাভ অর্থ হয়, তবে সমস্ত মাখলূককে বাদ দিয়ে শুধু 'আরশের কর্তৃত্বের কথা উল্লেখ করার কোনো মানে হয় না। কারণ, তিনি 'আরশের উপরেও কর্তৃত্ববান এবং সমস্ত মাখলুকের উপরেও কর্তৃত্ববান। তার বর্ণনানুসারে 'আরশের আলাদা কোনো বৈশিষ্ট্যই থাকে না। এর মাধ্যমে তার কথার বাতুলতা প্রমাণ হয়।

অনুরূপভাবে তাকে আরও বলা হবে- استوى بشر على العراق বাক্যে কর্তৃত্বহীন বস্তুর ওপর কর্তৃত্বলাভ করার ক্ষেত্রে আরবেরা যে استوى শব্দ ব্যবহার করেছেন, এটা সঠিক নয়। তাই ইস্তিওয়াকে কর্তৃত্ব লাভের অর্থে ব্যবহার করা যাবে না।

(তারপর তিনি বলেন- আমাদের আবু আবদুল্লাহ নাফত্বাওয়াইহ ইবনুল আ'রাবীর সাথে সংঘটিত পূর্বের ঘটনা বর্ণনা করেছেন)

তারপর বলেন, যদি বলা হয় আল্লাহর বাণী: "তোমরা কি এ থেকে নির্ভয় হয়েছো যে, যিনি আসমানে আছেন।"-এর অর্থ কী?

উত্তরে বলতে হবে- এর অর্থ আসমানের ঊর্ধ্বে 'আরশের উপরে। যেমন, আল্লাহ বলেন "সুতরাং তোমরা যমীনে বিচরণ করো।" অর্থাৎ যমীনের উপর।

ফির'আউন বললো, "আমি তোমাদের খেজুর গাছের কাণ্ডে শূলিবিদ্ধ করবই।" (অথচ ফির'আউনের উদ্দেশ্য ছিল খেজুর গাছের উপরে শুলিবিদ্ধ করা) অনুরূপ আল্লাহর বাণী: "তোমরা কি এ থেকে নির্ভয় হয়েছো যে, যিনি আসমানে আছেন। (এখানেও অর্থ হচ্ছে, যিনি আসমানের উপরে আছেন)

যদি বলা হয়- আর আসমানসমূহ ও যমীনে তিনিই আল্লাহ" আয়াতের ব্যাপারে কী বলেন?

তখন উত্তরে বলতে হবে,

(১) কিছু কারী (কুরআনের বিখ্যাত পাঠকগণের কেউ কেউ) 'আসমানের উপরে' فِي السَّمَاوَاتِ-এ ওয়াকফ করেছেন। তারপর আবার ﴿وَفِي الْأَرْضِ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ﴾ থেকে শুরু করেছেন।

(২) যদি কেউ বলে, তার রাজত্ব সিরিয়ায় ও ইরাকে। একথা দ্বারা বুঝায়, তার রাজত্ব সিরিয়ায় ও ইরাকে, স্বয়ং সে ব্যক্তি সিরিয়া ও ইরাকে নেই। [এখানেও অর্থ হচ্ছে তিনি আসমান ও যমীনে মা'বুদ; কিন্তু তার অর্থ তিনি আসমান কিংবা যমীনের অভ্যন্তরে নয়]

যদি বলা হয়, আল্লাহর বাণী- তিন ব্যক্তির মধ্যে এমন কোনো গোপন কথা হয় না, যাতে চতুর্থজন হিসেবে তিনি থাকেন না।"-এর ব্যাপারে কী বলবেন?

উত্তরে তাকে বলা হবে, কোনো বস্তু কোনো বস্তুর সঙ্গে কয়েকভাবে থাকতে পারে। যেমন, সাহায্যের মাধ্যমে, সঙ্গে থাকার মাধ্যমে, স্পর্শের মাধ্যমে, জ্ঞানের মাধ্যমে। আমাদের মতে, এ আয়াতের অর্থ হচ্ছে- তিনি ইলমের মাধ্যমে সৃষ্টির সঙ্গে।

বালখী বলেন, যদি আমাদের প্রশ্ন করা হয়- আসমানের দিকে আমাদের হাত তোলা এবং আল্লাহর বাণী: "তাঁরই পানে উত্থিত হয় ভালো কথা।" -এর অর্থ কী? আমরা বলব- তার ব্যাখ্যা হলো, বান্দাদের রিযিক যেহেতু আসমান থেকে আসে, তাই দো'আর সময় আমরা আসমানের দিক হাত উঠাই। আর আমাদের আমল আল্লাহর কাছে উপরে উঠানো হয় মানে আমল সংরক্ষণকারী ফিরিশতাদের আবাসস্থান আসমানে। (তাই উপরে উঠানো হয়)

(আহলুস সুন্নাহ এর পক্ষ্য থেকে) তার (বালখীর উত্তরের) জবাব হচ্ছে- আসমানে রিযিক থাকার কারণে এবং আমল সংরক্ষণকারী ফিরিশতাদের আবাসস্থান আসমান হওয়ার কারণে যদি আমরা আসমানের দিকে হাত উঠাই, তাহলে দো'আর সময় যমীনের দিকে হাত নিচু করাও বৈধ। কারণ, আল্লাহ যমীন থেকে উদ্ভিদ, খাদ্য ও জীবিকা নির্বাহ করেন। যমীন তাদের থাকার স্থান ও তা থেকে তাদের সৃষ্টি করা হয়েছে। আর ফিরিশতারা তাদের সঙ্গে যমীনে থাকে। অতএব, তিনি উপরের দিকে হাত উঠানোর যে কারণ বর্ণনা করেছেন- তা কোনো কারণই নয়। আল্লাহ আমাদের আদেশ দিয়েছেন আমরা যেন তাঁর দিকে আমাদের হাত তাঁর উদ্দেশ্যেই উঠাই। হাত উঠানো হয় সেই 'আরশের দিকে, যে 'আরশের উপরে তিনি সমুন্নত হয়ে আছেন। বস্তুত এ 'ইল্লত' বা কার্যকারণটি সব জায়গার জন্য যথাযথভাবে সাব্যস্ত করা সম্ভব, (অর্থাৎ উপরের দিকে হাত তোলার মূল কারণ হচ্ছে, 'আরশের উপরে রাব্বুল আলামীন থাকা) কারণ বালখী এটা বলতে পারে না, "তোমরা যমীনের দিকে হাত লাগাও; 'আরশ তো যমীনের নিচে" কারণ সবাই ভালো করেই জানে যে, 'আরশ আসমানের উপরে যমীনের নিচে নয়।[৫৫১]

ইমাম আবুল হাসান আদ-দারাকুত্বনী (৩৮৫ হিজরী)

ইমাম আবুল হাসান আদ-দারাকুতনী 'আরশের উপর আল্লাহর অবস্থান করার বিষয়ে কবিতা পাঠ করে বলেন,

أمروا الحديث على وجهه ... ولا تدخلوا فيه ما يفسده

"হাদীস যেভাবে এসেছে সেভাবে চালিয়ে দাও। তোমরা তাকে বাতিল করতে লেগে যেও না।"

ইমাম দারাকুতনী এতটাই প্রসিদ্ধ যে, তার পরিচিতির প্রয়োজন নেই। তিনি কিতাবুস সুনান সংকলন করেন। তার মাধ্যমে পক্ষের-বিপক্ষের সবাই ফায়দা অর্জন করে। তার সময়কাল ইমাম

৫৫১. ইবনুত ত্বাবারী, তা'ওয়ীলুল আয়াতিলি মুশকিলাহ পৃ. ১৫০; যাহাবী, আল-আরশ, (২/৪০৮-৪১৩) অনুবাদ: আব্দুল্লাহ মাহমূদ; আরও দেখুন, ইবন তাইমিয়্যাহ, নাকযু তা'সীসিল জাহমিয়্যাহ, (২/৩৩৫-৩৩৭)।

বুখারী ও তার স্তরের পরে হলেও তিনি সংরক্ষণের দিক থেকে তাদের মতো। তিনি ৩৮৫ হিজরীতে ৮০ বছর বয়সে মারা যান।

তিনি বাগাওয়ী, ইবন ছা'য়েদ, ইবন আবী দাউদ ছাড়াও অনেকের কাছ থেকে শুনেছেন। অনেক দেশ সফর করেন। তিনি এমন কিছু অর্জন করেন যা অন্যরা অর্জন করতে পারেনি। সুনান ছাড়াও তার আরও গ্রন্থ হচ্ছে- আর-রু'ইয়াহ, আল-আফরাদ, আল-কিরাআত অধ্যায় ভিত্তিক। কিরাআত বিষয়ে তার পূর্বে কেউ অধ্যায় ভিত্তিক গ্রন্থ সংকলন করেননি। গুণাবলি বিষয়ে তার একটি খণ্ড রয়েছে। সেখানে আল্লাহর সত্তাগত গুণ যথা হাত, পা, আঙুল, চেহারা, সূরত, হাতের কোষ হাদীস দিয়ে সাব্যস্ত করেন। আর আল্লাহর কার্যগত গুণ, যথা সন্তুষ্টি, ক্রোধ, দয়া, হাত প্রশস্ত করা, হাসা, কুরসী তার পা রাখার স্থান হওয়া বর্ণনা করার পর বলেছেন, 'সুফইয়ান ইবন 'উয়াইনাহ বলেছেন, আল্লাহ তাঁর নিজেকে যেসব গুণে গুণান্বিত করেছেন সেগুলো পড়া হচ্ছে তার ব্যাখ্যা, কোনো ধরন নির্ধারণ করা যাবে না, কোনো উপমা বা উদাহরণ দেয়াও যাবে না।' আরও বলেছেন, এ হাদীসগুলো আমরা যেভাবে এসেছে সেভাবে মেনে নিই, আর বলবো না, এটার ধরন কী? এটা কেন আসল? আরও বলেছেন, সুফইয়ান বলেন, এগুলো যেভাবে আসছে সেগুলোকে আমরা স্বীকৃতি দিই, সেগুলো বর্ণনা করি তবে আমরা ধরন নির্ধারণ করি না। তারপর বর্ণনা নিয়ে এসে বলেছেন, "নিশ্চয় আপনি 'আরশের উপরে, সাত আসমানের উপরে...মু'তাযিলারা আল্লাহর অবতরণ অস্বীকার করে, কিন্তু আমরা এ দীন নিয়েছি তাবে'য়ীদের বংশধরদের থেকে, তারা সাহাবায়ে কেরাম থেকে। অপরপক্ষে তারা কার থেকে নিয়েছে?" সর্বশেষে তিনি বলেছেন, এসব হাদীসকে যেভাবে আসছে সেভাবে অনুমোদন করে দাও, কোনো ধরণ নির্ধারণ ব্যতীতই। তারপর তিনি ইমাম আবদুল্লাহ ইবন ওহাবের সূত্রে, ইমাম মালিকের মাধ্যমে ইমাম যুহরী থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন, "তোমরা সুন্নাতের কাছে নিজেকে সমর্পণ করো, তার বিরোধিতা করো না।"[৫৫২]

ইমাম ইবন আবী যাইদ আল-কাইরাওয়ানী (৩৮৬ হিজরী)

ইমাম আবু মুহাম্মাদ ইবন আবু যাইদ মালিকী মাগরিবী, যাকে তার ইলমের কারণে 'মালেক আস-সাগীর' (ছোট ইমাম মালেক) বলা হয়, তিনি মালিকী মাযহাবের ফিকহের উপরে যে গ্রন্থ লিখেন তার নাম প্রদান করেন আর-রিসালাহ। সে কিতাবের ভূমিকাতে তিনি আকীদার আলোচনা করেন। সেটি মুকাদ্দামাতু ইবন আবী যায়েদ আল-কাইরোয়ানী নামে বিখ্যাত, সেখানে তিনি বলেন,

على العرش استوى وعلى الملك احتوى

"তিনি 'আরশের উপর উঠেছেন, আপন রাজত্বকে পরিবেষ্টন করে আছেন"।[৫৫৩]

তিনি আরও বলেন,

وأنه فوق عرشه المجيد بذاته، وأنه في كل مكان بعلمه

আল্লাহ সত্তাগতভাবে তাঁর মহান 'আরশের উপরে আর তিনি সর্বত্র তাঁর ইলমের মাধ্যমে।[৫৫৪]

৫৫২. আস-সিফাত।

৫৫৩. রিসালাহ: ২১-২২।

৫৫৪. কাইরাওয়ানী, আর-রিসালাহ, ৪; যাহাবী, আল-আরশ, (২/৩৩৮) অনুবাদ: আব্দুল্লাহ মাহমূদ; ইবন আবদুল

লক্ষ্য করুন, এখানে ইমাম ইবন আবী যাইদ আল-কাইরাওয়ানী 'সত্তাগতভাবে' কথাটি বলেছেন, যা একেবারেই সত্য। ইতোপূর্বে মুহাম্মাদ ইবন 'উসমান ইবন আবু শাইবাহ'র একই বক্তব্য আগে উল্লেখ করা হয়েছে। তিনি তার সমকালীন যুগে কূফার ইমাম ও মুহাদ্দিস ছিলেন। অনুরূপভাবে শাইখুল ইসলাম আবু ইসমা'ঈল আনসারীর উস্তায ইয়াহইয়া ইবন 'আম্মার, তিনি তার রিসালাহতেও একথা বলেছেন। অনুরূপ হাফিয ইমাম আবু নাসর আস-সিজযী স্বীয় গ্রন্থ আল-ইবানাহতে বলেন,

وأئمتنا الثوري، ومالك، وابن عيينة، وحماد بن سلمة، وحماد بن زيد، وابن المبارك، وفضيل بن عياض، وأحمد، وإسحاق، متفقون على أن الله فوق عرشه بذاته، وأن علمه بكل مكان

আমাদের ইমাম সাওরী, মালিক, ইবন 'উয়াইনাহ, হাম্মাদ ইবন সালামাহ, হাম্মাদ ইবন যাইদ, ইবনুল মুবারক, ফুদ্বাইল ইবন 'ইয়াদ্ব ও আহমাদ ইবন ইসহাক একমত যে, আল্লাহ সত্তাগতভাবে তাঁর 'আরশের উপরে আর তাঁর ইলম সর্বত্র।[৫৫৫] অনুরূপভাবে শাইখুল ইসলাম আবু ইসমা'ঈল আল-আনসারী বলেন,

في أخبار شتى إن الله في السماء السابعة، على العرش بنفسه

বিভিন্ন হাদীসে আছে, স্বয়ং আল্লাহ তা'আলা সপ্তম আসমানের ঊর্ধ্বে 'আরশের উপর রয়েছেন। আর তার ছাত্র আবুল হাসান আল-কারজী আকীদাতু আসহাবিল হাদীস গ্রন্থে বলেন,

عقائدهم أن الإله بذاته ... على عرشه مَعْ علمه بالغوائب

আসহাবুল হাদীসের আকীদাহ হচ্ছে, আল্লাহ সত্তাগতভাবে তাঁর 'আরশের উপর। সেখান থেকেই যাবতীয় গায়েবী বিষয় তাঁর ইলমের অন্তর্ভুক্ত। আর একই কথা বলেছেন হাফিয আহমাদ আত-ত্বারকী এবং শাইখুল ইসলাম, যার সুপথপ্রাপ্তির ব্যাপারে সবাই একমত এবং যিনি অসংখ্য কারামতের অধিকারী, শাইখ আবদুল কাদের জীলানী, অনুরূপভাবে শাইখ আবদুল আযীয ইবন মুহাম্মাদ আল-কুহাইতী ও অন্যান্যগণ।[৫৫৬]

ইমাম ইবন আবী যাইদ আল-ক্বাইরোয়ানী অন্য গ্রন্থে বলেন,

فيما أجمعت عليه الأمة من أمور الديانة، ومن السنن التي خلافها بدعة وضلالة: أن الله تبارك اسمه له الأسماء الحسنى والصفات العلى، [لم يزل بجميع صفاته] وأسمائه، له الأسماء الحسنى والصفات العلى، أحاط علمًا بجميع ما برأ قبل كونه وفطر الأشياء بإرادته... وأنه يسمع ويرى ويقبض ويبسط، وأن يديه مبسوطتان والأرض جميعًا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه، وأنه يجيء يوم القيامة (بعد أن لم يكن جائيًا) والملك صفًا صفًا لعرض الأمم وحسابها وعقوبتها وثوابها، فيغفر لمن يشاء من المذنبين، ويعذب منهم من يشاء، وأنه يرضى عن الطائعين ويحب التوابين ويسخط على من كفر به ويغضب فلا يقوم شيء لغضبه، وأنه فوق سماواته على عرشه

হাদী, আল-কালাম আলা মাসআলাতিল ইস্তেওয়া 'আলাল 'আরশ, পৃ. ৭৮।

৫৫৫. ইবন তাইমিয়্যাহ, দারউ তাআরুযিল আকল ওয়ান নাকল, (৬/২৫০)।

৫৫৬. যাহাবী, আল-'আরশ (২/৪৩৮) অনুবাদ: আব্দুল্লাহ মাহমুদ।

دون أرضه، وأنه في كل مكان بعلمه، وأن لله سبحانه وتعالى كرسيًا كما قال (عز وجل): ﴿وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّموٰتِ وَالأَرْضِ﴾ [البقرة: ٢٥٥] ومما جاءت به الأحاديث أن الله سبحانه يضع كرسيه يوم القيامة لفصل القضاء.

"দীনের যেসব বিষয়ে উম্মতগণ একমত হয়েছেন, অনুরূপ যেসব সুন্নাতেও তারা ঐকমত্য ব্যক্ত করেছেন, যার বিপরীতটি বিদ'আত ও পথভ্রষ্টতা, সে ঐকমত্যের বিষয়গুলো হচ্ছে, নিশ্চয় বরকতময় নামের অধিকারী আল্লাহ তা'আলার রয়েছে সুন্দর যত নাম, সুউচ্চ যত গুণ। তিনি সর্বদা তাঁর সকল গুণ ও নামসমূহ নিয়ে আছেন। তাঁর রয়েছে সুন্দর সুন্দর নামসমূহ ও সুউচ্চ গুণসমূহ, সৃষ্টি করার আগেই যা হবে সেসবের জ্ঞান তার আয়ত্বাধীন, সকল কিছুকে তিনি তাঁর ইচ্ছায় সৃষ্টি করেছেন।... আর তিনি সবকিছু শুনেন, দেখেন, সংকীর্ণ করেন, প্রশস্ত করেন, তাঁর দু' হাত প্রসারিত, সম্পূর্ণ যমীন কিয়ামতের দিন তাঁর হাতের মুঠের ভিতর, আসমানসমূহ তাঁর ডান হাতে ভাঁজ করা, আর তিনি কিয়ামতের দিন আসবেন, (আগে থেকেই সেখানে আসা অবস্থায় থাকবেন না), আর ফিরিশতাগণও কাতারে কাতারে, সকল উম্মতকে তার সামনে পেশ করার জন্য, তাদের হিসাবের জন্য, তাদের শাস্তি বিধানের জন্য, তাদের সাওয়াব দেয়ার জন্য, অতঃপর তিনি গোনাহগারদের যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করবেন, আর যাকে ইচ্ছা শাস্তি দিবেন। আরও এটা যে, তিনি আনুগত্যশীল বান্দাদের প্রতি সন্তুষ্ট হন, তিনি তাওবাকারীদের পছন্দ করেন, যারা তার সাথে কুফুরী করে তাদের ওপর রাগ করেন এবং ক্রোধান্বিত হন, তাঁর ক্রোধের কারণে কোনো কিছু দাঁড়াবে না (সুপারিশের জন্য)। আর তিনি তাঁর আসমানসমূহের উপরে, তাঁর 'আরশের উপরে যমীনের উপর নন। তবে তিনি তাঁর জ্ঞানে সর্বত্র। আর আল্লাহ সুবাহানাহু ওয়া তা'আলার জন্য রয়েছে একটি কুরসী, যেমনটি মহান আল্লাহ বলেছেন, "তাঁর কুরসীতে আসমান ও যমীন জায়গা হয়" [সূরা আল-বাক্বারাহ, আয়াত: ২৫৫], অনুরূপভাবে অনেক হাদীসে এসেছে, আল্লাহ তা'আলা কিয়ামতের দিন তাঁর কুরসীকে স্থাপন করবেন সৃষ্টির মাঝে বিচার-ফয়সালা করার জন্য।"[৫৫৭]

ইমাম আবু আব্দুল্লাহ ইবন বাত্তাহ আল-'উকবারী (৩৮৭ হিজরী)

ইমাম আবু আব্দুল্লাহ ইবন বাত্তাহ আল-উকবারী রাহিমাহুল্লাহ ছিলেন আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের ইমাম। তার রয়েছে আকীদাহ বিষয়ক দু'টি প্রসিদ্ধ গ্রন্থ। আল-ইবানাতুল কুবরা, আল-ইবানাতুস সুগরা। প্রথমটি শুধু আকীদার ওপর, দ্বিতীয়টিতে প্রথমে আকীদাহ পরে ফিকহের আলোচনা করেন।

তিনি তাঁর আল-ইবানাহ আল-কুবরা গ্রন্থে বলেন,

باب الإيمان بأن الله على عرشه، بائن من خلقه، وعلمه محيط بخلقه».

أجمع المسلمون من الصحابة والتابعين، أن الله على عرشه، فوق سمواته، بائن من خلقه...

واحتج الجهمي بقوله مَا يَكُونُ مِن نَّجْوَى ثَلاَثَةٍ إِلاَّ هُوَ رَابِعُهُمْ

فقال: إن الله معنا وفينا، وقد فسر العلماء أن ذلك علمه، ثم قال في آخرها إِنَّ اللهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ .

৫৫৭. আল-জামে'উ ফিস সুনান ওয়াল আদাবি ওয়াল মাগাযী ওয়াত তারিখ, পৃ. ১০৭-১০৮।

فلو كان إنما عَلِمَ ذلك بالمشاهدة، لم يكن له فضل على الخلائق، وبطل فضل علمه بعلم الغيب.

আল্লাহ তাঁর 'আরশের উপরে, তাঁর সৃষ্টি থেকে আলাদা এবং তাঁর ইলম তাঁর মাখলুককে বেষ্টনকারী-এসবের প্রতি ঈমান আনা বিষয়ক অধ্যায়।

সাহাবী ও তাবে'য়ী একমত যে, আল্লাহ তাঁর 'আরশের উপরে, তাঁর আসমানসমূহের ঊর্ধ্বে, তাঁর সৃষ্টি থেকে আলাদা।"(৫৫৮)...

জাহমিয়্যাহ দলীল হিসেবে পেশ করে:

﴿مَا يَكُونُ مِن نَّجْوَى ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ﴾ "তিনজনের কোনো গোপন পরামর্শ হয় না, যাতে চতুর্থজন হিসেবে আল্লাহ থাকেন না" তারা বলে, আল্লাহ আমাদের সঙ্গে ও আমাদের মাঝে। আলিমগণ এর ব্যাখ্যা 'ইলম' দ্বারা করেছেন। কারণ আয়াতের শেষে আল্লাহ বলেছেন: ﴿إِنَّ اللهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾ "নিশ্চয় আল্লাহ সকল বিষয়ে অধিক জ্ঞাত।"

আল্লাহ যদি তা উপস্থিত হয়ে জানেন, তবে সৃষ্টির উপরে তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব থাকে না এবং ইলমে গাইবের মাধ্যমে তাঁর ইলমের যে মর্যাদা তা বাতিল হয়ে যায়।(৫৫৯)

তারপর তিনি তাদের মত উল্লেখ করেছেন যারা বলেছেন, আল্লাহর সঙ্গে থাকা ইলমের মাধ্যমে। যেমন, নু'আইম ইবন হাম্মাদ, দ্বাহহাক ইবন মুযাহিম, সুফইয়ান সাওরী, আহমাদ ইবন হাম্বল, ইসহাক ইবন রাহওয়াইহ থেকে এসব কথা সনদ সহকারে উল্লেখ করেছেন।

তারপর তিনি বলেন,

لَكِنَّا نَقُولُ: إِنَّ رَبَّنَا تَعَالَى فِي أَرْفَعِ الْأَمَاكِنِ، وَأَعْلَى عِلِّيِّينَ، قَدِ اسْتَوَى عَلَى عَرْشِهِ فَوْقَ سَمَاوَاتِهِ، وَعِلْمُهُ مُحِيطٌ بِجَمِيعِ خَلْقِهِ، يَعْلَمُ مَا نَأَى كَمَا يَعْلَمُ مَا دَنَا، وَيَعْلَمُ مَا بَطَنَ كَمَا يَعْلَمُ مَا ظَهَرَ كَمَا وَصَفَ نَفْسَهُ تَعَالَى، فَقَالَ: ﴿وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا، وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ﴾ [الأنعام: ٥٩]، فَقَدْ أَحَاطَ عِلْمُهُ بِجَمِيعِ مَا خَلَقَ فِي السَّمَاوَاتِ الْعُلَا، وَمَا فِي الْأَرَضِينَ السَّبْعِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا تَحْتَ الثَّرَى، يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى، وَيَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ، وَيَعْلَمُ الْخَطْرَةَ وَالْهَمَّةَ، وَيَعْلَمُ جَمِيعَ مَا تُوَسْوِسُ النُّفُوسُ بِهِ، يَسْمَعُ وَيَرَى، وَهُوَ بِالنَّظَرِ الْأَعْلَى لَا يَعْزُبُ عَنْهُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرَضِينَ إِلَّا وَقَدْ أَحَاطَ عِلْمُهُ بِهِ، وَهُوَ عَلَى عَرْشِهِ سُبْحَانَهُ الْعَلِيُّ الْأَعْلَى تُرْفَعُ إِلَيْهِ أَعْمَالُ الْعِبَادِ، وَهُوَ أَعْلَمُ بِهَا مِنَ الْمَلَائِكَةِ الَّذِينَ شَهِدُوهَا وَكَتَبُوهَا، وَرَفَعُوا إِلَيْهِ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، فَجَلَّ رَبُّنَا وَتَعَالَى عَمَّا يَنْسُبُهُ إِلَيْهِ الْجَاحِدُونَ، وَيُشَبِّهُهُ بِهِ الْمُلْحِدُونَ.

"নিশ্চয় আমাদের রব সর্বোচ্চ স্থানে, সর্বাচ্চ ইল্লিয়্যীনে, তিনি আসমানসমূহের উপরে তাঁর 'আরশের উপর উঠেছেন। আর তাঁর জ্ঞান সকল সৃষ্টিকে পরিবেষ্টন করে আছে, যা দূরে তা জানেন যেমন যা কাছে তা জানেন। যা গোপন তা জানেন যেমন জানেন যা প্রকাশ্য। যেমনটি

---

৫৫৮. আল-ইবানাহ (৩/১৩৬)।

৫৫৯. আল-ইবানাহ (৩/১৪৩-১৪৬); যাহাবী, আল-আরশ, (২/৪১৬) অনুবাদ: আব্দুল্লাহ মাহমূদ।

তিনি তাঁর নিজের গুণ বর্ণনা করেছেন,

﴿۞وَعِندَهُۥ مَفَاتِحُ ٱلۡغَيۡبِ لَا يَعۡلَمُهَآ إِلَّا هُوَۚ وَيَعۡلَمُ مَا فِي ٱلۡبَرِّ وَٱلۡبَحۡرِۚ وَمَا تَسۡقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعۡلَمُهَا وَلَا حَبَّةٖ فِي ظُلُمَٰتِ ٱلۡأَرۡضِ وَلَا رَطۡبٖ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَٰبٖ مُّبِينٖ ۝٥٩﴾ [الانعام: ٥٩]

"আর গায়েবের চাবি তাঁরই কাছে রয়েছে, তিনি ছাড়া অন্য কেউ তা জানে না। স্থল ও সমুদ্রের অন্ধকারসমূহে যা কিছু আছে তা তিনিই অবগত রয়েছেন, তাঁর অজানায় একটি পাতাও পড়ে না। মাটির অন্ধকারে এমন কোন শস্যকণাও অঙ্কুরিত হয় না বা রসযুক্ত কিংবা শুষ্ক এমন কোনো বস্তু নেই যা সুস্পষ্ট কিতাবে নেই।" [সূরা আল-আন'আম, আয়াত: ৫৯]

"সুতরাং তাঁর জ্ঞান সাত উপরস্থ আকাশ, সাত যমীন, এর মধ্যকার সবকিছু এবং যমীনের নিচের সকল সৃষ্টিকে পরিবেষ্টন করে আছেন, গোপন সব তিনি জানেন, গোপনের চেয়েও গোপন যা তাও তিনি জানেন, তিনি জানেন চক্ষু যা খেয়ানত করে এবং যা বুকে লুকায়িত থাকে, অন্তরে বুদ্বুদ আকারে উঠা জিনিস এবং ইচ্ছাকৃত জিনিস সবই তিনি জানেন। অন্তরসমূহে যা কুমন্ত্রণা আকারে আসে তাও জানেন, শুনেন ও দেখতে পান, তিনি সর্বোচ্চ দৃষ্টিতে তা দেখেন। আসমান ও যমীনে অণু পরিমাণ জিনিসও তার দৃষ্টি এড়ায় না, সবই তিনি তার জ্ঞান দিয়ে পরিবেষ্টন করে আছেন। অথচ তিনি তার সর্বোচ্চ মহান 'আরশের উপরে আছেন, তাঁর কাছে বান্দাদের আমল উপরে তুলে ধরা হয়, অথচ তিনি তা সেসব ফিরিশতাদের চেয়ে বেশি জানেন যারা তা দেখেছে এবং লিখেছে। তারা তাঁর কাছে সেসব আমল রাত দিন উঠিয়ে তুলে ধরছেন। সুতরাং আমাদের মহান ও সম্মানিত রব অস্বীকারকারীরা যা তার দিকে সম্পৃক্ত করে এবং যা মুলহিদরা তার সাথে তুলনা করে তা থেকে সম্পূর্ণ পবিত্র।"(৫৬০)

তাছাড়া তিনি তাঁর আল-ইবানাতুস সুগরায় বলেন,

«ثم الإيمان بصفات الله تبارك وتعالى: بأن الله حيٌّ ... سميع بصير، يعلم السر وأخفى، يسمع ويرى وهو بالمنظر الأعلى، ويقبض ويبسط ويأخذ ويعطي، وهو على عرشه، بائن من خلقه...»

"তারপর ঈমান আনতে হবে আল্লাহ তাবারক ওয়া তা'আলার সকল সিফাতের উপর, এভাবে যে, আল্লাহ চিরঞ্জীব,... সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা, গোপন ও গোপনের চেয়েও গোপন জিনিসি তিনি জানেন, শুনেন-ও দেখেন, যদিও তিনি উপর থেকে দৃষ্টি দেন, তিনি মুষ্ঠিবদ্ধ করেন, প্রসারিত করেন, গ্রহণ করেন ও প্রদান করেন, আর তিনি তাঁর 'আরশের উপর, সকল সৃষ্টি থেকে আলাদা... ।"(৫৬১)

অন্যত্র বলেন,

«أن الله عز وجل يضع السموات على أصبع، والأرضين على أصبع، وأن الله يضع قدمه في النار فتقول قط قَط، وقلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن، وأن الله عز وجل على العرش...».

"নিশ্চয় মহান আল্লাহ আসমানসমূহকে এক আঙ্গুলের উপর রাখবেন, যমীনসমূহকে আরেক

৫৬০. ইবন বাত্তাহ, আল-ইবানাতুল কুবরা (৭/১৪১-১৪২)।

৫৬১. আশ-শারহু ওয়াল ইবানাহ, পৃ. ১৮৭-১৯১।

আঙ্গুলের উপর রাখবেন, আর আল্লাহ তা'আলা তাঁর পা রাখবেন জাহান্নামের উপর। তখন জাহান্নাম বলবে, ক্বাত্ব, ক্বাত্ব (পূর্ণ হয়ে গেছি), আর বান্দাদের অন্তরসমূহ রহমানের দু' আঙুলের মাঝখানে, আর মহান ও মর্যাদাপূর্ণ আল্লাহ 'আরশের উপর রয়েছেন।"(৫৬২)

আবু সুলাইমান আল-খাত্তাবী (৩৮৮ হিজরী)

ইমাম আবু সুলাইমান আল-খাত্তাবী রাহিমাহুল্লাহ আশ'আরী আকীদাহ'র লোক বলেই প্রসিদ্ধ। বস্তুত তাঁর বিভিন্ন অবস্থান ছিল। সবসময় তিনি 'তাফওয়ীদ্ব' বা সিফাতের আয়াত ও হাদীসের 'অর্থ জানা যায় না' এমন কথা বলতেন না। তিনি তাঁর আ'লামুল হাদীসে তা বলতেন, কিন্তু অন্য কিতাবে আমরা তাকে অর্থ সাব্যস্ত করার ব্যাপারে সোচ্চার দেখতে পাই। তিনি স্বীয় গ্রন্থ আল-গুনিয়াতু আনিল কালামে বলেন,

فأما ما سألت عنه من الكلام في الصفات، وما جاء منها في الكتاب وروي في السنن الصحاح». وقال: «مذاهب السلف إثباتها وإجراؤها على ظواهرها، ونفي الكيفية والتشبيه عنها.

"তুমি জানতে চেয়েছো যেসব গুণ কুরআনে ও সহীহ সুন্নায় বর্ণিত হয়েছে, তার ব্যাপারে নীতি কী?

তিনি জবাবে বলেন, সালাফদের নীতি হচ্ছে- তা সাব্যস্ত করা এবং তা বাহ্যিকতার ওপর প্রয়োগ করা এবং ধরন ও সাদৃশ্য দেয়াকে নাকচ করা।"(৫৬৩)

অনুরূপভাবে খাত্তাবী তার আ'লামুল হাদীসেও কখনও কখনও হক কথাটি বলেছেন, যেমন তিনি বলেন,

وليس معنى قول المسلمين: إن الله على العرش، هو أنه تعالى مماس له . . .لكنه بائن من جميع خلقه، وإنما هو خبر جاء به التوقيف، فقلنا به، ونفينا عنه التكييف إذ ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِۦ شَيْءٌۖ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ﴾.

"মুসলিমগণের কথা এর অর্থ এটা নয় যে, আল্লাহ তা'আলাকে তা স্পর্শ করে আছে... বরং তিনি সকল সৃষ্টিকুল থেকে আলাদা। এটি তো একটি সংবাদ যা কুরআন ও সুন্নাহ'র মাধ্যমে আমাদের জানানো হয়েছে, সুতরাং আমরা তা বলব, তার ধরন নির্ধারণকে আমরা অস্বীকার করব; কারণ কোনো কিছু তার মত নয়, তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা।(৫৬৪)

কিন্তু তিনি তার 'শি'আরুদদীন' গ্রন্থে পরিষ্কারভাবে এর অর্থ বুঝা যায়, বললেন এবং ধরন সম্পর্কে খোঁজ নিতে নিষেধ করলেন,

الْقَوْل فِي أَنَّ اللهَ تَعَالَى مُسْتَوٍ عَلَى الْعَرْش: «هَذِهِ الْمَسْأَلَة سَبِيلهَا التَّوْقِيف الْمَحْض وَلَا يَصِل إِلَيْهَا الدَّلِيل مِنْ غَيْر هَذَا الْوَجْه وَقَدْ نَطَقَ بِهِ الْكِتَاب فِي غَيْر آيَة ووردت بِهِ الْأَخْبَار الصَّحِيحَة فَقَبُوله مِنْ جِهَة التَّوْقِيف وَاجِب وَالْبَحْث عَنْهُ

---

৫৬২. আশ-শারহু ওয়াল ইবানাহ, পৃ. ২১৫।

৫৬৩. ইবন তাইমিয়্যাহ, হামাওয়িয়্যাহ, ৯৯-১০০; যাহাবী, আল-'উলু, ১৭২-১৭৩; আরবা'ঈন, ৯৩-৯৪, নং ৯৭; যাহাবী, আল-আরশ, (২/৪৫৮) অনুবাদ: আব্দুল্লাহ মাহমুদ।

৫৬৪. আ'লামুল হাদীস (২/১৪৭৪)।

وَطَلَبُ الْكَيْفِيَّةِ غَيْرُ جَائِزٍ»

"আল্লাহ তা'আলা তাঁর 'আরশের উপর সমুন্নত হওয়ার বিষয়টির ব্যাপারে কথা হচ্ছে, এ মাসআলাটির একমাত্র মাধ্যম হচ্ছে কুরআন ও সুন্নাহ'র মাধ্যমে জ্ঞান লাভ, এ দিক ছাড়া সেদিকে পৌঁছার কোনো পথ নেই, কুরআন একাধিক আয়াতে তা সাব্যস্ত করেছে, আর বহু সহীহ হাদীস দ্বারা তা এসেছে, তাই জানিয়ে দেয়া পদ্ধতিতে সেটার ওপর ঈমান আনা ওয়াজিব, তার ব্যাপারে খোঁজাখুজি করা ও ধরন জানতে চাওয়া জায়েয নয়।" (তারপর তিনি ইমাম মালিক এর সেই বিখ্যাত বাণী বর্ণনা করেন এবং ইস্তাওলা বলার প্রতিবাদ করেন)[৫৬৫]

ইমাম আহমাদ ইবন ফারেস ইবন যাকারিয়া আর-রাযী (৩৯৫ হিজরী)

ইমাম আহমাদ ইবন ফারেস রাহিমাহুল্লাহ সহীহ আকীদাহ বিশ্বাস অনুসারে চলেছেন। ইবনুল জাওযী রাহিমাহুল্লাহ বর্ণনা করেছেন যে, ভাষাবিদ ইবন ফারেস আল্লাহর 'আরশের উপর উঠার বিষয়ে 'ইস্তেওয়া' শব্দের অর্থ আরবী ভাষায় 'ইস্তাওলা' হওয়াকে অস্বীকার করেছেন। যখন তাকে বিশর ইবন মারওয়ান সংক্রান্ত কবিতা বর্ণনা করে সেখানে আসা 'ইস্তেওয়া' এর অর্থ 'ইস্তাওলা' করার বিষয়ে বলা হলো, তখন তিনি এ কবিতা দু'টি সম্পর্কে বলেন,

والبيتان لا يعرف قائلها

"এ দু'টি কবিতার কবি সম্পর্কে কিছুই জানা যায় না।"[৫৬৬] এর দ্বারা বুঝা যায় যে, ইবন ফারেস বিশুদ্ধ আকীদাহ পোষণ করতেন।

ইমাম আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মাদ ইবন ইসহাক ইবন মানদাহ (৩৯৫ হিজরী)

ইমাম ইবন মানদাহ রাহিমাহুল্লাহ তাঁর "কিতাবুত তাওহীদ ও মা'রিফাতি আসমায়িল্লাহি আয্যা ওয়া জাল্লা ওয়াসিফাতিহি 'আলাল ইত্তিফাকি ওয়াত-তাফাররুদ গ্রন্থে বলেন,

ومن أسماء الله عز وجل: العلي الأعلى العظيم، وذكرهما في سورة البقرة، وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في أسماء الله العلي العظيم، قال أهل المعرفة بالتأويل معنى العلي: تعالى على الخلق وهو أعلى من كل شيء وتعالى في كل شيء فلا شيء أعلى منه...

"আর আল্লাহর মহান নামসমূহের মধ্যে রয়েছে, আল-আলীয়্যু, আল-আ'লা, আল-আযীমু। আল্লাহ তা'আলা সেগুলোকে সূরা আল-বাকারায় উল্লেখ করেছেন। আর আবু হুরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহু নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে আল্লাহর নাম 'আলীয়্যুল আযীম বর্ণনা করেন। যারা

---

৫৬৫. ইবন তাইমিয়্যাহ, বায়ানু তালবীসুল জাহমিয়্যাহ (৪/৪৯১); হাশিয়া ইবনুল কাইয়্যাম আলা তাহযীবিস সুনান (১৩/২৫)। তাছাড়া ইমাম কুরতুবী রাহিমাহুল্লাহও এ কথাগুলো ইমাম খাত্তাবীর শি'আরুদ্দীন গ্রন্থের দিকে সম্পর্কযুক্ত করেছেন। দেখুন, আল-আসনা ফী আসমায়িল্লাহিল হুসনা (২/১২৩)। এর দ্বারা বুঝা যায় শাইখুল ইসলাম যা বর্ণনা করেছেন তাতে তিনি সত্যবাদী। সুতরাং কোনো জাহমীর জন্য খাত্তাবীর এ গ্রন্থের ব্যাপারে সন্দহ করার সুযোগ থাকলো না।

৫৬৬. যাদুল মাসীর (৩/২১৩)।

ব্যাখ্যা করতে জানেন, এমন আলেমগণ বলেন, 'আল-আলিয়্যু শব্দের অর্থ, তিনি সৃষ্টি থেকে উপরে উঠেছেন, তিনি সবকিছুর উপরে, সবকিছু থেকে সর্বদিক থেকে উপরে, সুতরাং তাঁর উপরে কোনো কিছু নেই।"[৫৬৭]

অন্যত্র তিনি বলেন,

ذكر الآي المتلوة والأخبار المأثورة في أن الله عز وجل على العرش فوق خلقه، بائناً عنهم، وبدء خلق العرش والماء، قال الله عز وجل ﴿الرحمن على العرش استوى﴾ وقال: ﴿ثم استوى على العرش الرحمن﴾ وقال: ﴿إن ربكم الله الذي خلق السموات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش﴾...ثم ذكر الأحاديث التي ، منها: حديث عمران بن حصين في أول الخلق، وحديث عبد الله بن عمرو بن العاص في كتابة مقادير الخلائق، وحديث أبي هريرة في يمين الله ملأى.

"সেসব তিলাওয়াতকৃত আয়াতসমূহের বর্ণনা ও প্রমাণিত রাসূল ও সাহাবীগণ থেকে আগত আছার সমূহের বর্ণনা, যাতে এসেছে যে, নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা 'আরশের উপরে, সকল সৃষ্টির উপরে, তাদের থেকে পৃথক, 'আরশ ও পানির সৃষ্টির সূচনা। মহান আল্লাহ বলেন, রহমান 'আরশের উপর উঠেছেন।" [সূরা ত্বা-হা, আয়াত: ০৫] তিনি আরও বলেন, "তারপর তিনি 'আরশের উপর উঠলেন। তিনিই 'রহমান'।" [সূরা আল-ফুরকান, আয়াত: ৫৯] তিনি আরও বলেন, "নিশ্চয় তোমাদের রব আল্লাহ্ যিনি আসমানসমূহ ও যমীন ছয় দিনে সৃষ্টি করেছেন; তারপর তিনি 'আরশের উপর উঠেছেন।" [সূরা আল-আ'রাফ, আয়াত: ৫৪] তারপর তিনি অনেকগুলো হাদীস নিয়ে এসেছেন, তন্মধ্যে রয়েছে, সৃষ্টির শুরু সংক্রান্ত ইমরান ইবন হুসাইন রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহুর হাদীস, তাকদীর লেখা সংক্রান্ত আবদুল্লাহ ইবন 'আমর ইবনুল 'আস রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহুমার হাদীস আর আবু হুরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহুর হাদীস আল্লাহর ডান হাত একেবারে পরিপূর্ণ।"

তারপর তিনি অপর একটি শিরোনাম দিয়ে বলেন,

আরেকটি বর্ণনা, যা প্রমাণ করে যে, 'আরশ আসমানসমূহের উপরে, আর আল্লাহ তা'আলা সৃষ্টির উপরে, তাদের থেকে পৃথক, আর তাতে রয়েছে বিখ্যাত মেঘ এর হাদীস।

তারপর তিনি আরেকটি শিরোনাম দিয়ে বলেন,

আরেকটি বর্ণনা প্রমাণ করে যে, 'আরশ আসমানসমূহের উপরে, তারপর তিনি সেখানে বেদুঈন ও শাফা'আতের সেই বিখ্যাত হাদীস নিয়ে আসেন।

তারপর তিনি আরেকটি শিরোনাম দিয়ে বলেন,

আরেকটি বর্ণনা প্রমাণ করে যে, রহমানের 'আরশ ফিরদাউসের উপরে, তারপর তিনি সেখানে আল্লাহর রাস্তায় জিহাদকারীদের মর্যাদা সংক্রান্ত হাদীস নিয়ে আসেন।

তারপর তিনি আরেকটি শিরোনাম দিয়ে বলেন,

---

৫৬৭. কিতাবুত তাওহীদ ও মা'রিফাতি আসমায়িল্লাহি আযূযা ওয়া জাল্লা ওয়াসিফাতিহি 'আলাল ইত্তিফাকি ওয়াত-তাফারক্রদ (২/১৪৭)।

আরেকটি বর্ণনা প্রমাণ করে যে আল্লাহ তা'আলা তাঁর 'আরশের উপর, তাঁর সৃষ্টি থেকে আলাদা, তারপর তিনি সেখানে 'আরশের উপর লেখা আল্লাহর সে লেখা সম্বলিত হাদীসটি নিয়ে আসেন।

তারপর তিনি আরেকটি শিরোনাম দিয়ে বলেন,

আরেকটি বর্ণনা যা প্রমাণ করে যে, আল্লাহর 'আরশের ছায়া রয়েছে, যে ছায়ায় তিনি তাঁর বান্দাদের মধ্য থেকে যাকে ইচ্ছা তাকে রাখবেন, তারপর তিনি সেখানে আল্লাহর জন্য পরস্পর ভালোবাসা সংক্রান্ত হাদীস নিয়ে আসেন এবং সাত শ্রেণির লোকেরা যে 'আরশের নিচে ছায়া পাবে সেটা নিয়ে আসেন।[৫৬৮]

এ গ্রন্থের অন্যত্র তিনি বলেন,

ذكر الآيات المتلوة والأخبار المأثورة بنقل الرواة المقبولة التي تدل على أن الله تعالى فوق سماواته وعرشه وخلقه قاهراً لهم عالماً بهم.... فأورد فيه حديث: أنت الظاهر فليس فوقك شيء...

"সেসব আয়াত ও মা'সূর হাদীসসমূহের উল্লেখ, যা গ্রহণযোগ্য বর্ণনাকারীদের বর্ণনার মাধ্যমে এসেছে, যা প্রমাণ করে যে, আল্লাহ তা'আলা তাঁর আসমানসমূহের উপরে, 'আরশের উপরে, সৃষ্টির উপরে, সেখান থেকেই তাদের উপর তাঁর প্রতাপ খাটান, তাদের বিষয় তিনি জানেন..". তারপর তিনি সেখানে সেই বিখ্যাত হাদীসটি নিয়ে আসেন, 'আল্লাহুম্মা আনতায যাহিরু ফা লাইসা ফাওক্বাকা শাই'।[৫৬৯]

তিনি তার আস-সিফাত গ্রন্থে বলেন,

فهو عز وجل موصوف غير مجهول، وهو موجود غير مدرك، ومرئي غير محاط به لقربه كأنك تراه، غير ملاصق، وبعيد غير منقطع، يسمع، ويرى، وهو بالمنظر الأعلى، وعلى العرش استوى، فالقلوب تعرفه، والعقول لا تكيفه، وهو بكل شيء محيط.

"মহান আল্লাহ গুণান্বিত যা অজানা নয়; তিনি বিদ্যমান, তবে নাগালের বাইরে; তাকে দেখা যাবে, তবে বেষ্টন করা যাবে না; তার নিকটবর্তী হওয়ায় যেন তাকে দেখছো, তবে লেগে থাকার মতো নয়; দূরে তবে বিচ্ছিন্ন নন। তিনি শুনেন, দেখেন, তিনি ঊর্ধ্বের দৃশ্যপটে, 'আরশের উপরে উঠেছেন, অন্তরসমূহ তাকে চেনে, মস্তিষ্ক তার ধরন বর্ণনা করতে পারে না, তিনি সকল কিছুকে বেষ্টনকারী।"[৫৭০]

তারপর তিনি জুমু'আর দিনে আল্লাহ তাঁর 'আরশে উঠা সংক্রান্ত হাদীসটি নিয়ে আসেন। যার বর্ণনা ইমাম শাফে'য়ী থেকে ইতোপূর্বে এসেছে।[৫৭১]

---

৫৬৮. কিতাবুত তাওহীদ ও মা'রিফাতি আসমায়িল্লাহি আয্যা ওয়া জাল্লা ওয়াসিফাতিহি 'আলাল ইত্তিফাক্বি ওয়াত-তাফাররুদ (৩/১৮৫-১৯৬)।

৫৬৯. কিতাবুত তাওহীদ, সিফাত (৩/২৬৮)।

৫৭০. যাহাবী, আল-'আরশ (২/৪২০) অনুবাদ: আব্দুল্লাহ মাহমূদ; ইবন আবদুল হাদী, আল-কালাম আলা মাসআলাতিল ইস্তেওয়া 'আলাল 'আরশ, পৃ. ৭৭

৫৭১. যাহাবী, আল-'আরশ (২/৪২০) অনুবাদ: আব্দুল্লাহ মাহমূদ।

ইমাম আবুল কাসেম খালাফ আল-মুক্‌রী আল-আন্দালুসী (৩৯৩ হিজরী)

ইমাম আবুল কাসেম খালাফ ইবন কাসেম ইবন সাহল ইবন আসওয়াদ আল-আযদী ইবনুদ দাব্বাগ, তিনি ইমাম আবু 'আমর আদ-দানী ও ইমাম ইবন আবদুল বার এর উস্তাদ ছিলেন, তিনি বলেন,

عَنْ مَالِكٍ « عَنْ » ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ الأَغَرِّ وَأَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «يَنْزِلُ رَبُّنَا كُلَّ لَيْلَةٍ إِلَى سَمَاءِ الدُّنْيَا حَتَّى يَبْقَى ثُلُثُ اللَّيْلِ الآخِرُ فَيَقُولُ: مَنْ يَدْعُونِي فَأَسْتَجِيبَ لَهُ؟ وَمَنْ يَسْأَلُنِي فَأُعْطِيَهُ؟ وَمَنْ يَسْتَغْفِرُنِي فَأَغْفِرَ لَهُ؟» فِي هَذَا الحَدِيثِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ تَعَالَى فِي السَّمَاءِ عَلَى الْعَرْشِ فَوْقَ سَبْعِ سَمَاوَاتٍ مِنْ غَيْرِ مُمَاسَّةٍ وَلَا تَكْيِيفٍ كَمَا قَالَ أَهْلُ الْعِلْمِ، وَدَلِيلُ قَوْلِهِمْ أَيْضًا مِنَ الْقُرْآنِ.

"মালিক থেকে বর্ণিত, তিনি ইবন শিহাব থেকে বর্ণনা করেন, তিনি আবু আব্দিল্লাহ আল-আগার ও আবু সালামাহ ইবন আবদুর রহমান থেকে বর্ণিত, তারা উভয়ে আবু হুরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে বর্ণনা করেন, নিশ্চয় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "আমাদের রব প্রতি রাতে নিকটতম আসমানে অবতরণ করেন, যখন রাতের শেষ এক-তৃতীয়াংশ অবশিষ্ট থাকে, তারপর তিনি বলতে থাকেন, এমন কেউ কি আছে যে আমাকে ডাকবে, যাতে আমি তার ডাকে সাড়া দিব? কে আমার কাছে চাইবে আর আমি তাকে দিব? কে আমার কাছে ক্ষমা চাইবে আর আমি তাকে ক্ষমা করে দিব?" এ হাদীসে প্রমাণ রয়েছে যে, নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা আসমানের উপর, 'আরশের উপর, সাত আসমানের উপর, কোনো প্রকার স্পর্শ কিংবা ধরণ নির্ধারণ ব্যতীতই। যেমনটি আলেমগণ বলেছেন। আর তাদের এ কথার দলীল কুরআনেও আছে, আল্লাহর বাণী,.......

قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى﴾ [طه: ٥] وَقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ مَا لَكُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا شَفِيعٍ﴾ [السجدة: ٤] وَقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿إِذًا لَابْتَغَوْا إِلَى ذِي الْعَرْشِ سَبِيلًا﴾ [الإسراء: ٤٢] وَقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿يُدَبِّرُ الْأَمْرَ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ﴾ [السجدة: ٥] وَقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿تَعْرُجُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ إِلَيْهِ﴾ [المعارج: ٤] وَقَوْلُهُ تَعَالَى لِعِيسَى عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: ﴿إِنِّي مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ إِلَيَّ﴾ [آل عمران: ٥٥] وَقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿لَيْسَ لَهُ دَافِعٌ - مِنَ اللهِ ذِي الْمَعَارِجِ - تَعْرُجُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ إِلَيْهِ﴾ [المعارج: ٢ - ٤]

আর আয়াতে আসা 'উরুজ' এর অর্থ হচ্ছে 'সু'উদ' অর্থাৎ উপরে আরোহন করা, উপরে উঠা। ইমাম মালিক ইবন আনাস বলেন, আল্লাহ তা'আলা আসমানের উপর আর তাঁর ইলম সব জায়গায়, সর্বত্র। তাঁর জ্ঞান থেকে কোনো স্থান খালি নেই। এ কথা দ্বারা ইমাম মালিকের উদ্দেশ্য হচ্ছে 'ফিস সামায়ি' বলে 'আলাস সামায়ি' বুঝানো হয়েছে, যেমনটি অন্য আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেন, "আর আমি অবশ্যই তোমাদেরকে খেজুর গাছের কাণ্ডে শূলে চড়াব" [সূরা ত্বা-হা, আয়াত: ৭১], অনুরূপ আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেন, "তোমরা কি নির্ভয় হয়ে গেছ তাঁর ব্যাপারে, যিনি আসমানে আছেন? [সূরা আল-মুলক, আয়াত: ১৬] অর্থাৎ আসমানের উপরে, 'আরশের উপরে। এটা তেমন যেমন অন্য আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, "সুতরাং তোমরা

যমীনে বিচরণ কর" [সূরা আত-তাওবাহ, আয়াত: ০২] অর্থাৎ যমীনের উপর।"(৫৭২)

তিনি আরও বলেন,

وَقِيلَ لِمَالِكٍ: ﴿الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى﴾ [طه: ٥] . كَيْفَ اسْتَوَى، قَالَ مَالِكٌ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى لِقَائِلِهِ: اسْتِوَاؤُهُ مَعْقُولٌ، وَكَيْفِيَّتُهُ مَجْهُولَةٌ، وَسُؤَالُكَ عَنْ هَذَا بِدْعَةٌ وَأَرَاكَ رَجُلَ سُوءٍ قَالَ أَبُو عُبَيْدَةَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى﴾ [طه: ٥] أَيْ: عَلَا، قَالَ: وَتَقُولُ الْعَرَبُ: اسْتَوَيْتُ فَوْقَ الدَّابَّةِ وَفَوْقَ الْبَيْتِ، وَكُلُّ مَا قَدَّمْتُ دَلِيلٌ وَاضِحٌ فِي إِبْطَالِ قَوْلِ مَنْ قَالَ بِالْمَجَازِ فِي الِاسْتِوَاءِ، وَأَنَّ اسْتَوَى بِمَعْنَى اسْتَوْلَى لِأَنَّ الِاسْتِيلَاءَ فِي اللُّغَةِ الْمُغَالَبَةُ وَأَنَّهُ لَا يُغَالِبُهُ أَحَدٌ وَمِنْ حَقِّ الْكَلَامِ أَنْ يُحْمَلَ عَلَى حَقِيقَتِهِ حَتَّى تَتَّفِقَ الْأُمَّةُ أَنَّهُ أُرِيدَ بِهِ الْمَجَازُ إِذْ لَا سَبِيلَ إِلَى اتِّبَاعِ مَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا مِنْ رَبِّنَا سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى إِلَّا عَلَى ذَلِكَ وَإِنَّمَا يُوَجَّهُ كَلَامُ اللهِ تَعَالَى إِلَى الْأَشْهَرِ وَالْأَظْهَرِ مِنْ وُجُوهِهِ مَا لَمْ يَمْنَعْ مِنْ ذَلِكَ مَا يَجِبُ لَهُ التَّسْلِيمُ وَلَوْ سَاغَ ادِّعَاءُ الْمَجَازِ لِكُلِّ مُدَّعٍ مَا ثَبَتَ شَيْءٌ مِنَ الْعِبَادَاتِ وَجَلَّ اللهُ تَعَالَى عَنْ أَنْ يُخَاطِبَ إِلَّا بِمَا تَفْهَمُهُ الْعَرَبُ مِنْ مَعْهُودِ مُخَاطِبَاتِهَا مِمَّا يَصِحُّ مَعْنَاهُ عِنْدَ السَّامِعِينَ. وَالِاسْتِوَاءُ مَعْلُومٌ فِي اللُّغَةِ وَهُوَ الْعُلُوُّ وَالِارْتِفَاعُ وَالتَّمَكُّنُ فِي الشَّيْءِ.

"আর ইমাম মালিককে বলা হলো, "রহমান 'আরশের উপর উঠেছেন"? কীভাবে উঠলেন? মালিক রাহিমাহুল্লাহ বললেন, 'ইস্তেওয়া' এর অর্থ ভাষাগতভাবে জানা (অর্থাৎ উপরে উঠা), তবে তার ধরন অজানা, তোমার থেকে এ প্রশ্ন করা বিদ'আত। আমি তো তোমাকে খারাপ লোকই দেখতে পাচ্ছি। অনুরূপভাবে আবু উবাইদাহ আল্লাহর বাণী, "রহমান 'আরশের উপর উঠেছেন" তাফসীরে বলেন, 'ইস্তেওয়া' শব্দের অর্থ 'আলা' উপরে উঠা, যেমন আরবরা বলে, 'ইস্তাওয়াইতু ফাওকাদ দাব্বাতি', 'ইস্তাওয়াইতু ফাওকাল বাইতি' (যখন বাহন কিংবা ঘরের উপরে উঠা হয়)। যা কিছু বর্ণনা করেছি তাতে যারা 'ইস্তাওয়া' শব্দটির রূপক অর্থ করে তাদের কথা বাতিল হওয়ার স্পষ্ট প্রমাণ রয়েছে। যারা বলে, 'ইস্তাওয়া' অর্থ 'ইস্তাওলা বা অধিকার করল। কারণ, আরবী ভাষায় 'ইস্তাওলা' তখনই বলা হয় যখন বিপরীতে কোনো কিছুর ওপর জয় লাভের বিষয় থাকে, অথচ আল্লাহর সাথে যুদ্ধ করবে এমন কেউ নেই যে তাকে হারিয়ে দখল করতে হবে। তাছাড়া যেকোনো বাক্যের অধিকার হচ্ছে সেটাকে প্রকৃত অর্থে গ্রহণ করা যতক্ষণ না উম্মত কোনো একটি বিষয়ে একমত না হচ্ছে যে, এখানে রূপক অর্থই নিতে হবে; কারণ আল্লাহ রব্বুল আলামীন আমাদের প্রতি য়া নাযিল করেছেন তা অনুসরণ করার জন্য এ প্রকৃত অর্থ গ্রহণ করার কোনো বিকল্প নেই। আল্লাহ তা'আলার কথাকে তো সবচেয়ে প্রসিদ্ধ ও সুস্পষ্ট অর্থেই নেয়াই কর্তব্য; যতক্ষণ না সেটা গ্রহণ করতে এমন কোনো বাধা আসবে যা মানতে বাধ্য হবে। যদি এভাবে রূপক অর্থ গ্রহণ করা অনুমোদিত হয়ে যায় তবে সকল দাবিদারই সবকিছুকে রূপক বলে দাবি করতে পারবে। আর তখন আমাদের কোনো ইবাদাতই সাব্যস্ত করা যাবে না। আর মহান আল্লাহ অনেক মর্যাদাবান যে, তিনি তার আরবদেরকে এমন জিনিস দিয়ে সম্বোধন করবেন যা তাদের প্রচলিত সম্বোধনে তারা ব্যবহার করে না। বরং সে সম্বোধনই করবেন যা শ্রোতারা শোনা মাত্র বুঝতে পারে। আর এই যে, 'ইস্তেওয়া' শব্দটি। তার অভিধানিক অর্থ ভাষায়

৫৭২. ইবন আবদুল বার, আত-তামহীদ (৭/১৩১); ইবনুল কাইয়্যেম, ইজতিমা'উল জুয়ূশ, পৃ. ১৫৭।

জানা। আর তা হচ্ছে, উপরে উঠা, ঊর্ধ্বে উঠা ও কোনো কিছুর উপর অবস্থান নেয়া।"(৫৭৩)

আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মাদ ইবন আবদুল্লাহ ইবন 'ঈসা ইবন আবী যামানিইন (৩৯৯ হিজরী)

আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মাদ ইবন আবদুল্লাহ ইবন ঈসা ইবন আবী যামানিইন বলেন,

وَمِنْ قَوْلِ أَهْلِ اَلسُّنَّةِ: أَنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ خَلَقَ اَلْعَرْشَ وَاخْتَصَّهُ بِالْعُلُوِّ وَالِارْتِفَاعِ فَوْقَ جَمِيعِ مَا خَلَقَ، ثُمَّ اِسْتَوَى عَلَيْهِ كَيْفَ شَاءَ، كَمَا أَخْبَرَ عَنْ نَفْسِهِ فِي قَوْلِهِ: ﴿اَلرَّحْمَنُ عَلَى اَلْعَرْشِ اِسْتَوَى لَهُ مَا فِي اَلسَّمَاوَاتِ وَمَا فِي اَلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا تَحْتَ اَلثَّرَى﴾ وَفِي قَوْلِهِ: ﴿ثُمَّ اِسْتَوَى عَلَى اَلْعَرْشِ يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي اَلْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنْزِلُ مِنَ اَلسَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا﴾

فَسُبْحَانَ مَنْ بَعُدَ فَلَا يُرَى، وَقَرُبَ بِعِلْمِهِ وَقُدْرَتِهِ فَسَمِعَ اَلنَّجْوَى...

وَمِنْ قَوْلِ أَهْلِ اَلسُّنَّةِ: أَنَّ اَلْكُرْسِيَّ بَيْنَ يَدَيِ اَلْعَرْشِ وَأَنَّهُ مَوْضِعُ اَلْقَدَمَيْنِ.

"আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের বক্তব্য হচ্ছে, আল্লাহ তা'আলা 'আরশ সৃষ্টি করেছেন, আর সেটাকে তাঁর সকল সৃষ্টির উপর উঁচু ও উপরে থাকার বৈশিষ্ট্য প্রদান করেছেন। তারপর তিনি যেভাবে চেয়েছেন সেভাবে 'আরশের উপর উঠেছেন। যেমনটি তিনি নিজরে সম্পর্কে জানিয়েছেন, তাঁর বাণীতে, "দয়াময় (আল্লাহ্) 'আরশের উপর উঠেছেন। যা আছে আসমানসমূহে ও যমীনে এবং এ দু'য়ের মধ্যবর্তী স্থানে ও ভূগর্ভে তা তাঁরই।" [সূরা ত্বা-হা, আয়াত: ৫-৬]

অনুরূপ তাঁর আরেক বাণীতে বলেছেন, "তিনি ছয় দিনে আসমানসমূহ ও যমীন সৃষ্টি করেছেন; তারপর তিনি 'আরশের উপর উঠেছেন। তিনি জানেন যা কিছু যমীনে প্রবেশ করে এবং যা কিছু তা থেকে বের হয়, আর আসমান থেকে যা কিছু অবতীর্ণ হয় এবং তাতে যা কিছু উত্থিত হয়।" [সূরা আল-হাদীদ, আয়াত: ০৪]

সুতরাং সে সত্তার পবিত্রতা ঘোষণা করছি, যিনি দূরে আছেন তাই দেখা যায় না। আর তাঁর জ্ঞান ও ক্ষমতায় নিকটে আছেন তাই তিনি গোপন শলা-পরামর্শও শুনতে পান।

অনুরূপভাবে আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের বক্তব্যের মধ্যে আরও রয়েছে, কুরসী 'আরশের সামনে, আর কুরসী তাঁর দু'পা রাখার স্থান।"(৫৭৪)

আবু বকর আল-বাকিল্লানী (৪০৩ হিজরী)

ইমাম যাহাবী বলেন, আবু বকর মুহাম্মাদ ইবন আত-তাইয়িব আল-বাকিল্লানীর চেয়ে কালামপন্থী আশ'আরীদের উত্তম কেউ নেই; তার আগের কেউ না এবং পরেরও কেউ না। তিনি আল্লাহ তা'আলাকে 'আরশের উপর বিশ্বাস করতেন। তিনি তাঁর 'তামহীদ' গ্রন্থে বলেন,

৫৭৩. ইবন আবদুল বার, আত-তামহীদ (৭/১৩৩); ইবনুল কাইয়্যেম, ইজতিমা'উল জুয়ূশ, পৃ. ১৫৮-১৫৯।

৫৭৪. উসূলুস সুন্নাহ, পৃ. ২২০-২২৩।

فإن قيل: هل تقولون إنه في كل مكان؟

قيل له: معاذ الله، بل هو مستو على عرشه، كما أخبر في كتابه فقال: الرَّحْمَٰنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَىٰ ، وقال: إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ، وقال: أَأَمِنتُم مَّن فِي السَّمَاءِ، ولو كان في كل مكان، لكان في جوف الإنسان، وفمه، وفي الحشوش، والمواضع التي يرغب عن ذكرها، ـ تعالى عن ذلك ـ! ولوجب أن يزيد بزيادة الأماكن، إذا خلق منها ما لم يكن خلقه، وينقص بنقصانها إذا بطل منها من كان، ولصح أن يرغب إليه إلى نحو الأرض، وإلى خلفنا، وإلى وراء ظهورنا، عن أيماننا وشمائلنا، وهذا قد أجمع المسلمون على خلافه وتخطئة قائله.

অতঃপর যদি বলা হয়, আপনারা কি বলেন আল্লাহ সর্বত্র বিরাজমান?

তাকে জবাব দিতে হবে, নাউযুবিল্লাহ! বরং তিনি তার 'আরশের উপরে রয়েছেন। যেমন, আল্লাহ বলেন, ﴿الرَّحْمَٰنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَىٰ﴾ "পরম করুণাময় 'আরশের উপর উঠেছেন", ﴿إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ﴾ "তারই দিকে আরোহন করে পবিত্র বাক্য।" ﴿أَأَمِنتُم مَّن فِي السَّمَاءِ﴾ "যিনি আসমানের উপর আছেন, তোমরা তার থেকে নিরাপদ হয়ে গেছ?"[৫৭৫]

যদি আল্লাহ সর্বত্র বিরাজমান হন তবে তিনি মানুষের পেটে, মুখে ও পায়খানায়, আরও কিছু জায়গায় থাকতে হয় যা উল্লেখ করা যায় না, যা থেকে আল্লাহ অনেক উর্ধ্বে। আরও আবশ্যক হয়ে দাঁড়ায় যে, কোনো স্থান বড় হলে আল্লাহও বড় হবেন; যখন সে স্থানে এমন কিছু সৃষ্টি করা হয় যা ইতোপূর্বে সৃষ্টি করা হয়েছিল না। অনুরূপ কোনো স্থান বিনষ্ট হলে তিনিও ছোট হয়ে যাবেন, তাছাড়া আল্লাহর প্রতি মনোযোগী হতে হলে যমীনের দিকে যাওয়া, আমাদের পিছনে যাওয়া, আমাদের ডানে যাওয়া ও আমাদের বামে যাওয়া বৈধ হয়ে যায়। অথচ সকল মুসলিম এ আকীদাহ'র বিপরীতে আকীদাহ পোষণ করে এবং সকলের মতে এ মতবাদে বিশ্বাসী ব্যক্তি সম্পর্কে বলা হবে যে, সে ভুলে লিপ্ত।

তিনি আরও বলেন,

فإن قالوا: أفليس قد قال الله عز وجل: وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله فأخبر أنه في السماء وفي الأرض؟

وقال: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون؛ وقال: إنني معكما أسمع وأرى؛ وقال: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم في نظائر لهذه الآيات، فما أنكرتم أنه في كل مكان؟

---

৫৭৫. বাকেল্লানী, তামহীদুল আওয়ায়েল ও তালখীসুদ দালায়েল, পৃ. ২৬০। উল্লেখ্য যে, এ গ্রন্থটি প্রথম যারা বের করেন তারা তার কিছু অংশ বাকী রেখেই ছাপিয়েছেন। পরবর্তীতে পাদ্রী রিচার্ড যোসেফ মুকারথী আল-ইয়াসূ'য়ী পূর্ণ কলেবরে বের করেন। সুতরাং কেউ যদি কোনো অংশ বর্তমান ছাপায় না পান তাহলে বাগদাদী ও বৈরুতের ছাপার স্মরণাপন্ন হবেন। বৈরুতের মাকতাবাতুশ শারকিয়্যাহ ১৯৫৭ সালে পূর্ণ কপি ছাপিয়েছে। যার মাধ্যমে প্রমাণিত হলো যে, ইতোপূর্বে শাইখুল ইসলাম ইবন তাইমিয়্যাহ ও ইমাম ইবনুল কাইয়্যেম এ কিতাব থেকে যা বর্ণনা করেছেন তা পূর্ণ আমানতদারীতার সাথেই বর্ণনা করেছেন। কোনো এক জাহমী এ ব্যাপারে শাইখুল ইসলাম ও ইবনুল কাইয়্যেমের ওপর যে অপবাদ দিয়েছিল তা আল্লাহ তা'আলা ঘুছিয়ে দিয়েছেন।

يقال لهم: قوله تعالى: وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إليه، المراد به أنه إله عند أهل السماء، وإله عند أهل الأرض، كما تقول العرب فلان نبيل مطاع بالعراق ونبيل مطاع بالحجاز يعنون بذلك أنه مطاع في المصرين وعند أهلها، وليس يعنون أن ذات المذكور بالحجاز والعراق موجودة

وقوله: ﴿إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون﴾ يعني بالحفظ والنصر والتأييد، ولم يرد أن ذاته معهم. يتعالى عن ذلك.! وقوله: ﴿إنني معكما أسمع وأرى﴾ محمول على هذا التأويل. وقوله: ﴿ ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم...﴾ يعني أنه عالم بهم وبما خفي من سرائرهم ونجواهم. وهذا إنما يستعمل كما ورد به في القرآن فلذلك لا يجوز أن يقال قياسا على هذا، إن الله سبحانه بالبردان وبمدينة السلام، وأنه مع الثور ومع الحمار؛ ولا أن يقال: إنه مع الفساق والمجان... قياساً على قوله ﴿إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون﴾، فوجب أن يكون التأويل على ما وصفناه.

ولا يجوز أن يكون معنى استوائه على العرش هو استيلاؤه عليه. كما قال الشاعر:

استوى بشر على العراق *** من غير سيف ودم مهراق

لأن الاستيلاء هو القدرة والقهر، والله تعالى لم يزل قادراً قاهراً عزيزاً مقتدراً. وقوله: ﴿ثم استوى على العرش﴾ يقتضي استفتاح هذا الوصف بعد أن لم يكن، فبطل ما قالوه.

"অতঃপর যদি বলা হয়, মহান আল্লাহ কি বলেননি যে, "তিনিই যিনি আসমানে ইলাহ, আর যমীনে ইলাহ" [সূরা আয-যুখরুফ: আয়াত ৮৪] এভাবে আল্লাহ তা'আলাই তো সংবাদ দিচ্ছেন যে, তিনি আসমান ও যমীনে রয়েছেন? তাছাড়া আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, "নিশ্চয় আল্লাহ তাদের সাথে রয়েছেন, যারা তাকওয়া অবলম্বন করেন, যারা হচ্ছেন ইহসানকারী"। [সূরা আন-নাহল: আয়াত ১২৮] আরও বলেছেন, "নিশ্চয় আমি তোমাদের দু'জনের সাথে রয়েছি, আমি দেখি ও শুনি"। [সূরা ত্বা-হা: আয়াত ৪৮] আরও বলেছেন, "তিন ব্যক্তির মধ্যে এমন কোনো গোপন পরামর্শ হয় না যাতে চতুর্থ জন হিসেবে তিনি থাকেন না এবং পাঁচ ব্যক্তির মধ্যেও হয় না যাতে ষষ্ঠজন হিসেবে তিনি থাকেন না। তারা এর চেয়ে কম হোক বা বেশি হোক তিনি তো তাদের সঙ্গেই আছেন তারা যেখানেই থাকুক না কেন।" [সূরা আল-মুজাদালাহ: আয়াত ০৭] অনুরূপ আয়াতসমূহ। তাহলে তোমরা এসব আয়াত কীভাবে অস্বীকার করছ, যেগুলো থেকে বুঝা যায় তিনি সর্বত্র বিরাজমান?"

তখন উত্তরে বলা হবে, আল্লাহর বাণী, "তিনিই যিনি আসমানে ইলাহ, আর যমীনে ইলাহ" [সূরা আয-যুখরুফ: আয়াত ৮৪], এর দ্বারা উদ্দেশ্য, তিনিই সে সত্তা, যিনি আসমানবাসীদের কাছে ইলাহ, আর তিনি যমীনবাসীদের জন্যও ইলাহ। যেমন আরবরা বলে থাকে, 'অমুক অত্যন্ত ভদ্র, ইরাকে আনুগত্যকৃত আর হিজাযেও তিনি ভদ্র ও আনুগত্যকৃত সত্তা', এর দ্বারা তাদের উদ্দেশ্য এটা বলা যে, তিনি উভয় নগরীতে অত্যন্ত গ্রহণযোগ্য ব্যক্তিত্ব, উভয় নগরীর লোকেরা তার আনুগত্য করে থাকে। তারা কখনও এটা বুঝে না যে, তার সত্তা ইরাক ও হিজাযে উভয়স্থানে অবস্থিত।

আর আল্লাহর বাণী, "নিশ্চয় আল্লাহ তাদের সাথে রয়েছেন, যারা তাকওয়া অবলম্বন করেন,

যারা হচ্ছেন ইহসানকারী"। [সূরা আন-নাহল: আয়াত ১২৮] এর অর্থ হচ্ছে, তিনি তাদের সাথে আছেন হিফাযত করা, সাহায্য করা, সহযোগিতা করার মাধ্যমে, এখানে বলা হয়নি যে, তিনি তাদের সাথে সত্তাগতভাবে রয়েছেন। আল্লাহ তা থেকে কতই না সুউচ্চে।

আর আল্লাহর বাণী, "নিশ্চয় আমি তোমাদের দু'জনের সাথে রয়েছি, আমি দেখি ও শুনি"। [সূরা ত্বা-হা: আয়াত ৪৮] এটাও উপরে প্রদত্ত ব্যাখ্যার মতোই ব্যাখ্যা করা হবে।

আর আল্লাহর বাণী, "তিন ব্যক্তির মধ্যে এমন কোনো গোপন পরামর্শ হয় না যাতে চতুর্থজন হিসেবে তিনি থাকেন না এবং পাঁচ ব্যক্তির মধ্যেও হয় না যাতে ষষ্ঠজন হিসেবে তিনি থাকেন না। তারা এর চেয়ে কম হোক বা বেশি হোক তিনি তো তাদের সঙ্গেই আছেন তারা যেখানেই থাকুক না কেন।"। [সূরা আল-মুজাদালাহ: আয়াত ০৭] এর অর্থ, তিনি তাদের ব্যাপারে জানেন, আরো জানেন যা তাদের অন্তরে গোপন করে রাখা ভেদসমূহ ও পরামর্শসমূহ। এটা তো ব্যবহৃত করা হবে সেভাবে যেভাবে কুরআনে এসেছে। আর তাই তার ওপর কিয়াস করে এটা বলা জায়েয হবে না যে, আল্লাহ তা'আলা বারাদান ও মাদীনাতুস সালামের অভ্যন্তরে। এটাও বলা যাবে না যে, আল্লাহ তা'আলা গরুর সাথে ও গাধার সাথে, ... এটার ওপর কিয়াস করে যে আল্লাহ তো বলেছেন, 'তিনি তাকওয়ার অধিকারীদের সাথে এবং ইহসানকারীদের সাথে'। সুতরাং সেটার ব্যাখ্যা আমরা যেভাবে করেছি সেভাবে করাই সুনির্ধারিত"।

অনুরূপ এটাও বলা যাবে না যে, তাঁর 'আরশের উপরে উঠা যা 'ইস্তেওয়া' শব্দ দ্বারা বর্ণিত হয়েছে, তার অর্থ হচ্ছে দখল করা বা করায়ত্ব করা বা অধিকার করা বা মালিকানা লাভ করা, যেমনটি তারা দলীল হিসেবে কোনো কবির নিম্নোক্ত কবিতা পেশ করে থাকে,

অবশ্যই বিশর ইরাকের ওপর অধিকার স্থাপন করেছে
কোনো প্রকার তরবারী কিংবা রক্ত প্রবাহ ব্যতীতই

(এখানে আরবীতে ইস্তেওয়া এসেছে, যার অর্থ করা হয়েছে অধিকার স্থাপন করা)।

এ কবিতা দ্বারা দলীল গ্রহণ সঠিক হবে না, কারণ 'ইস্তীলা' বা 'অধিকার করা'র অর্থ হচ্ছে ক্ষমতা ও দাপট ব্যবহার করা, আল্লাহ তা'আলা তো সর্বদাই সক্ষম ও দাপুটে, প্রবল পরাক্রমশালী, পূর্ণ শক্তিমান। যদি 'ইস্তেওয়া 'আলাল 'আরশ' অর্থ অধিকার করা বলা হয়, তখন এর মাধ্যমে এটা আবশ্যক হয়ে পড়ে যে, তিনি 'আরশের উপর অধিকার করার গুণে আগে গুণান্বিত ছিলেন না, এ সময় লাভ করলেন, আর এটা যে বাতিল তাতে কোনো সন্দেহ নেই, সুতরাং তারা যা বলেছে তাও বাতিল।[৫৭৬]

তাছাড়া ইমাম বাকেল্লানী তাঁর আত-তামহীদ ও ইবানাহ উভয় গ্রন্থে বলেন,

فإن قال قائل: ففصلوا لي صفات ذاته من صفات أفعاله لأعرف ذلك.

قيل له: صفات ذاته هي التي لم يزل ولا يزال موصوفاً بها، وهي: الحياة، والعلم، والقدرة، والسمع، والبصر، والكلام، والإرادة، والبقاء والوجه، والعينان، واليدان، والغضب، والرضا.. والرحمة والسخط والولاية والعداوة والحب والإيثار والمشيئة....

---

৫৭৬. বাকেল্লানী, তামহীদুল আওয়ায়েল ও তালখীসুদ দালায়েল, পৃ. ২৬১-২৬২।

وصفات فعله: هي الخلق والرزق والعدل والإحسان، والتفضل والإنعام والثواب والعقاب والحشر والنشر...

তারপর যদি কেউ বলে, আমাকে আল্লাহ তা'আলার সত্তাগত গুণ ও কর্মগতগুণের বিষয়টি বিস্তারিত বর্ণনা করুন যাতে আমি তা চিনতে পারি।

তাকে বলা হবে, আল্লাহ তা'আলার সত্তাগত গুণাবলি সর্বদা তাঁর ছিল, আছে, চিরন্তনভাবে সেসব গুণাবলিতে গুণান্বিত। তাহলো জীবন, জ্ঞান, ক্ষমতা, শ্রবণ, দর্শন, কথা বলা, ইচ্ছা, অবশিষ্ট থাকা, চেহারা, দু' চোখ, দু' হাত, রাগ ও সন্তুষ্টি... রহমত, ক্রোধ, বন্ধুত্ব, শত্রুতা, ভালোবাসা, প্রাধ্যান্য প্রদান, ইচ্ছা করা...

আর তাঁর কর্মগত গুণ হচ্ছে, সৃষ্টি করা, রিযিক দেয়া, ইনসাফ করা, দয়া প্রদর্শন, অতিরিক্ত প্রদান, নি'আমত দেয়া, সাওয়াব দেয়া, শাস্তি দেয়া, হাশর ও নশর করা।[৫৭৭]

এভাবে আমরা দেখতে পাই যে, তিনি আল্লাহ তা'আলার গুণাবলিকে দুভাগে ভাগ করেছেন, সত্তাগত গুণ ও কর্মগত গুণ, যাতে রয়েছে সালাফে সালেহীনের নীতির প্রতিফলন।

ইবন মাওহাব আল-মাকবুরী আল-মালেকী (৪০৬ হিজরী)

ইমাম আবু বকর মুহাম্মাদ ইবন মাওহাব আল-মাকবুরী আল-মালেকী তার শারহু রিসালাতু ইবন আবী যাইদ আল-ক্বাইরোয়ানীতে বলেন,

«أمّا قولهُ: (إِنَّهُ فَوْقَ عَرْشِهِ المَجِيدِ بِذَاتِهِ) فمعنى (فَوْقَ) و (على) عندَ جميعِ العربِ واحدٌ. وفي الكتابِ والسنّةِ تصديقُ ذلكَ، وَهُوَ قوله تَعَالَى: ﴿ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ﴾ [الأعراف: ٥٤]، وقال: ﴿الرَّحْمَٰنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى﴾ [طه: ٥]، وقال: ﴿يَخَافُونَ رَبَّهُم مِّن فَوْقِهِمْ﴾ [النحل: ٥٠].

«وقدْ تأتي لفظةُ (فِي) فِي لغةِ العربِ بمعنى فوق، كقولِهِ تَعَالَى: ﴿فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا﴾ [الملك: ١٥] و ﴿فِي جُذُوعِ النَّخْلِ﴾ [طه: ٧١] و ﴿أَأَمِنتُم مَّن فِي السَّمَاءِ﴾ [الملك: ١٦]. قَالَ أهلُ التَّأويلِ: يريدُ فوقهَا، وَهُوَ قولُ مالكٍ مِمّا فهمهُ عمَّنْ أدركَ مِنَ التَّابعينَ مِمّا فَهِمُوهُ عَنِ الصَّحابةِ، مِمّا فهموهُ عَنِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم أنَّ اللهَ فِي السَّماءِ، يعني فَوْقَها وعَلَيْهَا، فلذلكَ قَالَ الشيخُ أبو محمَّد: (إِنَّهُ فَوْقَ عَرْشِه) ثمَّ بيَّنَ أنَّ عُلُوَّهُ فَوْقَ عرشِهِ إنَّما هُوَ بذاتِهِ لأنّه تَعَالَى بائنٌ عنْ جميعِ خلقهِ بلا كيفٍ، وَهُوَ فِي كُلِّ مكانٍ بِعِلْمِهِ لاَ بِذَاتِهِ. إِذْ لاَ تحويهِ الأماكنُ، لأنَّهُ أعظمُ منهَا».

"ইমাম ইবন আবী যায়েদ আল-ক্বাইরোয়ানীর কথা 'নিশ্চয় তিনি তাঁর সম্মানিত 'আরশের উপর সত্তাগতভাবে রয়েছেন' এখানে 'ফাওকা' (উপরে) ও 'আলা' (উপরে) সকল আরবদের নিকট একই। আর কুরআন ও সুন্নাহ'য় সেটার সত্যায়ন রয়েছে, আর তা হচ্ছে, আল্লাহর বাণী, (তারপর তিনি 'আরশের উপর উঠলেন) [সূরা আল-আ'রাফ, আয়াত: ৫৪], (রহমান 'আরশের উপর উঠলেন) [সূরা ত্বা-হা, আয়াত: ০৫], (তারা তাদের রবকে ভয় পায়, উপর থেকে) [সূরা আন-নাহল, আয়াত: ৫০]

৫৭৭. বাকেল্লানী, তামহীদুল আওয়ায়েল ও তালখীসুদ দালায়েল, পৃ. ২৬২। আরও দেখুন, ইবন তাইমিয়্যাহ, মাজমু'উল ফাতাওয়া (৫/৯৮-৯৯)।

'ফী' শব্দটি আরবী ভাষাতে কখনও কখনও 'উপরে' শব্দের অর্থে ব্যবহৃত হয়। যেমন আল্লাহর বাণী, (সুতরাং তোমরা যমীনের ঘাড়ের উপর বিচরণ কর) [সূরা আল-মুলক, আয়াত: ১৫], (খেজুর গাছের উপরে), [সূরা ত্বা-হা, আয়াত: ৭১], (যিনি আসমানের উপর রয়েছেন তার ব্যাপারে কি তোমরা ভয়হীন হয়ে গেছ?), ব্যাখ্যাকারগণ বলেন, অর্থাৎ তার উপরে। আর এটাই ইমাম মালিক যেসব তাবে'য়ী পেয়েছেন তাদের কাছ থেকে বুঝে বলেছেন, সেসব তাবে'য়ীও যেসব সাহাবীকে পেয়েছেন তাদের থেকে বুঝে বলেছেন, আর সাহাবীগণও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে পেয়েছেন যে, 'আন্নাল্লাহা ফিস-সামায়ি' অর্থ 'আল্লাহ আলাস সামায়ি বা আল্লাহ আসমানের উপরে, আসমানের ঊর্ধ্বে। আর এজন্যই শাইখ আবু মুহাম্মাদ বলেন, 'নিশ্চয় তিনি তাঁর 'আরশের উপরে' তারপর তিনি বর্ণনা করলেন যে, তাঁর 'আরশের উপরে থাকা এটা কেবল সত্তাগতভাবে। কারণ তিনি তাঁর সকল সৃষ্টি থেকে আলাদা, কোনো প্রকার ধরণ নির্ধারণ ছাড়াই। তিনি সকল স্থানেই তাঁর ইলম বা জ্ঞানের মাধ্যমে, সত্তাগতভাবে নন। কারণ কোনো স্থান তাকে পরিবেষ্টন করতে পারে না, কারণ তিনি তা থেকে অনেক বড়"।(৫৭৮)

তারপর তিনি আল্লাহ তা'আলা কর্তৃক তাঁর 'আরশের উপর উঠার প্রমাণ হিসেবে বেশ কিছু আয়াত ও হাদীস পেশ করার পর বলেন,

«فلمَّا أيقنَ المنصفونَ إفرادَ ذِكْرِهِ بالاستواءِ عَلَى عَرْشِهِ بعدَ خلقِ سماواتِهِ وأرضِهِ، وتخصيصِهِ بصفةِ الاستواءِ، عَلِمُوا أنَّ الاسْتِوَاءَ هنا غيرُ الاستيلاءِ ونحوِهِ، فأقَرُّوا بوصفِهِ بالاستواءِ عَلَى عرشِهِ، وأنَّهُ عَلَى الحقيقةِ لا عَلَى المَجازِ، لأنَّهُ الصَّادقُ في قِيْلِهِ، وَوَقَفُوا عنْ تكييفِ ذَلِكَ وتمثيلِهِ، إذْ لَيْسَ كمثلِهِ شيءٌ».

"সুতরাং যখন ইনসাফপূর্ণ আলেমগণ দৃঢ়ভাবে একথা জানতে পারলো যে, আসমান ও যমীন সৃষ্টির পরে তিনি বিশেষভাবে আলাদা করে 'ইস্তাওয়া' বা উপরে উঠার গুণটি উল্লেখ করেছেন, আর নিজেকে 'ইস্তাওয়া' গুণটির সাথে বিশেষায়িত করেছেন, তারা জেনে নিল যে, এখানে 'ইস্তাওয়া' বলে 'ইস্তাওলা' বা অনুরূপ কিছু বুঝানো হয়নি। তাই তারা আল্লাহ তা'আলার 'আরশের উপর উঠার গুণটি স্বীকার করে নিল এবং এটাও বুঝলো যে, এটি প্রকৃত অর্থেই কোনো রূপক অর্থে নয়; কারণ তিনি তাঁর বক্তব্যে সত্যবাদী। তবে তারা এটার ধরন নির্ধারণ ও উদাহরণ দেয়া থেকে বিরত থাকলো; কারণ তাঁর মতো কোনো কিছু নেই।"(৫৭৯)

মা'মার ইবন আহমাদ ইবন যিয়াদ আল-আসবাহানী (৪১৮ হিজরী)

ইয়াহইয়া ইবন 'আম্মার, আবু নু'আইম ও তাদের যুগের সূফীদের শাইখ, ইমাম, 'আরিফ, মা'মার ইবন আহমাদ ইবন যিয়াদ আল-আসবাহানী বলেন,

আমি পছন্দ করছি যে, আমি আমার ছাত্রদের একটি অসিয়ত করবো। সে অসিয়ত হবে সুন্নাহ এবং পূর্ববর্তী পরবর্তী আহলুল হাদীস ও মা'রিফাত এবং তাসাউফপন্থীদের ইজমা'র আলোকে। তারপর তিনি অসিয়ত করেন। এক পর্যায়ে তিনি বলেন,

৫৭৮. মুখতাসারুল 'উলূ, পৃ. ২৮০-২৮১।

৫৭৯. মুখতাসারুল উলূ, পৃ. ২৮২-২৮৩; আরও দেখুন, যাহাবী, আল-আরশ, (২/৪৪৭) অনুবাদ: আব্দুল্লাহ মাহমুদ।

وَأَن اللهَ عَزَّ وَجَلَّ اسْتَوى عَلَى عَرْشه بِلَا كَيفَ وَلَا تَشْبِيه وَلَا تَأْوِيل. فالاستواء مَعْقُول، والكيف فِيهِ مَجْهُول، والإِيمان بِهِ وَاجِب، والإِنكار لَهُ كفر، وَأَنه جلّ جَلَاله مستو عَلَى عَرْشه بِلَا كَيفَ، وَأَنه جلّ جلال بَائِن من خلقه والخلق بائنون مِنْهُ، فَلَا حُلُول وَلَا ممازجة وَلَا اخْتِلَاط وَلَا ملاصقة لِأَنَّهُ الْفَرد الْبَائِن من خلقه، الْوَاحِد الْغَنِيّ عَنِ الخَلق، علمه بِكُل مَكَان، وَلَا يَخْلُو من علمه مَكَان، لَا يعزب عَنهُ مِثْقَال ذرة فِي الأَرْض وَلَا فِي السَّمَاء، يعلم مَا تجنه البحور وَمَا تكنه الصُّدُور ﴿وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلا يَعْلَمُهَا وَلا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الأَرْضِ وَلا رَطْبٍ وَلا يَابِسٍ إِلا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ﴾

وَأَن اللهَ عَزَّ وَجَلَّ سميع بَصِير، عليم خَبِير، يتَكَلَّم ويرضى ويسخط ويضحك ويعجب ويتجلى لِعِبَادِهِ يَوْم الْقِيَامَة ضَاحِكا، وَينزل كل لَيْلَة إِلَى سَمَاء الدُّنْيَا كَيفَ يَشَاء.

"আর মহান আল্লাহ তাঁর 'আরশের উপর উঠেছেন, কোনো রকম ধরন নির্ধারণ ছাড়াই। সাদৃশ্য প্রদান ও তা'ওয়ীল করা ছাড়াই। উপরে উঠা বোধগম্য, কিন্তু ধরন অবোধগম্য, তার ওপর ঈমান আনা ওয়াজিব, উপরে উঠাকে অস্বীকার করা কুফুরী। তিনি তাঁর 'আরশের উপর উঠেছেন ধরন নির্ধারণ ব্যতীতই।

আর মহান আল্লাহ সৃষ্টিকুল থেকে আলাদা ও পৃথক, সৃষ্টিকুলও তার থেকে আলাদা। মাখলূকের মাঝে প্রবেশ করেননি, মিশে যাননি ও মিলে যাননি। কারণ, তিনি তাঁর সৃষ্টি থেকে পৃথক একক সত্তা, সকল সৃষ্টিকুল থেকে অমুখাপেক্ষী। তাঁর জ্ঞান সর্বত্র। তাঁর জ্ঞান থেকে কোনো কিছু অবশিষ্ট নেই। আসমান ও যমীনের সামান্যতম জিনিসও তাঁর জ্ঞান থেকে অগোচরে থাকে না। সমুদ্রে যা গোপন রয়েছে তা তিনি জানেন, অন্তরসমূহে যা সুপ্ত তাও তিনি জানেন। "তাঁর অজানায় একটি পাতাও পড়ে না। মাটির অন্ধকারে এমন কোনো শস্যকণাও অঙ্কুরিত হয় না বা রসযুক্ত কিংবা শুষ্ক এমন কোনো বস্তু নেই যা সুস্পষ্ট কিতাবে নেই।"

আল্লাহ তা'আলা সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা, সর্বজ্ঞানী, সর্বঅবহিত, কথা বলেন, সন্তুষ্ট হন, অসন্তুষ্ট হন, হাসেন, আশ্চর্য হন। কিয়ামতের দিন তাঁর বান্দাদের সামনে প্রকাশ হবেন হাস্যোজ্জ্বল হয়ে, প্রতি রাতে দুনিয়ার আসমানে অবতরণ করেন, যেভাবে ইচ্ছা করেন।'[৫৮০]

ইমাম আবুল কাসিম হিবাতুল্লাহ লালেকাঈ (৪১৮ হিজরী)

ইমাম আবুল কাসিম হিবাতুল্লাহ ইবন হাসান লালেকাঈ শাফে'য়ী রাহিমাহুল্লাহ আকীদার জগতে এক অনন্য নাম। তিনি তাঁর পূর্ববর্তী লোকদের আকীদার যত ছোট ছোট গ্রন্থ, পুস্তিকা ছিল তার যতটুকু সম্ভব নিজের গ্রন্থে স্থান দিয়েছেন। এর মাধ্যমে পূর্বের অনেক সালাফে সালেহীনের বাণী, বক্তব্য, আছার আমাদের কাছে পৌঁছেছে। তাঁর এ মূল্যবান গ্রন্থটি শারহু উসূলি ই'তিকাদি আহলিস সুন্নাতি ওয়াল জামা'আত নামে বিখ্যাত। উক্ত গ্রন্থে তিনি বলেন,

سياق ما روي في قوله: الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى، وأن الله على عرشه في السماء، قال عز وجل: إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ

৫৮০. আবুল কাসেম আত-তাইমী, আল-হুজ্জাহ ফী বায়ানিল মাহাজ্জাহ (১/২৪৯); অনুরূপ ইবন তাইমিয়্যাহ, দার'উ তা'আরুদ্বিল আকলি ওয়ান নকল (৬/২৫৬-২৫৭); মাজমু'উল ফাতাওয়া (৫/১৯১)।

الطَّيِّبُ، وقال: أَأَمِنتُم مَّن فِي السَّمَاءِ، وقال وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، قال: فدلت هذه الآيات أنه في السماء وعلمه محيط بكل مكان، وروي ذلك عن عمر، وابن مسعود، وابن عباس، وأم سلمة، ومن التابعين ربيعة، وسليمان التيمي، ومقاتل بن حيان، وبه قال مالك، والثوري، وأحمد بن حنبل

"আল্লাহর বাণী: "পরম করুণাময় 'আরশের উপর উঠেছেন"-এর ব্যাপারে যা বর্ণিত হয়েছে তার আলোচনা। আল্লাহ আসমানের ঊর্ধ্বে তাঁর 'আরশের উপরে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, তাঁর দিকে পবিত্র বাক্যসমূহ ঊর্ধ্বে ওঠে।" আরও বলেন, "তোমরা কি এ থেকে নির্ভয় হয়েছ যে, যিনি আসমানে আছেন।" অন্যত্র বলেন- "আর তিনিই নিজ বান্দাদের ওপর ক্ষমতাবান" তিনি বলেন, এসব আয়াত প্রমাণ করে যে, তিনি আসমানের উপরে আর তাঁর ইলম সর্বস্থানকে বেষ্টন করে আছে। এ বক্তব্য বর্ণিত আছে 'উমার, ইবন মাসউদ, ইবন 'আব্বাস ও উম্মু সালামাহ থেকে। আর তাবে'য়ীদের মধ্যে রবী'আহ, সুলাইমান তাইমী ও মুকাতিল ইবন হাইয়ান থেকে বর্ণিত আছে। ইমাম মালিক, সাওরী ও আহমাদ ইবন হাম্বলেরও একই বক্তব্য।"(৫৮১)

তিনি 'আরশের ওপর উঠার ব্যাপারে ইতোপূর্বে বর্ণিত, বিশর ইবন 'উমার, উম্মে সালামাহ, মালিক ইবন আনাস, রবী'আহ ইবন আবদুর রাহমান আর-রা'য়, ইবনুল আ'রাবী, আবুল 'আব্বাস সা'লাব, সবার কথা বর্ণনা করেছেন।(৫৮২)

সুলতানুল মুসলেমীন ইয়ামীনুদ দৌলাহ মাহমূদ ইবন সাবুক্তগীন (৪২১ হিজরী)

ইমাম আবু 'আলী ইবনুল বান্না বলেন, আলী ইবনুল হুসাইন আল-উকবারী বর্ণনা করেন, তিনি আবু মাসউদ আহমাদ ইবন মুহাম্মাদ আল-বাজালীকে বলতে শুনেছেন,

دخلَ ابنُ فورك على السُّلطانِ محمود، فقالَ: لا يجوزُ أنْ يُوصفَ اللهُ بالفوقيَّةِ لأنَّ لازمَ ذلكَ وصفُهُ بالتَّحتيَّةِ، فمنْ جازَ أنْ يكونَ لهُ فوقٌ، جازَ أن يكونَ له تحتٌ. فقال السُّلطانُ: ما أنا وصفتُهُ حتَّى يُلْزِمَني، بلْ هوَ وَصَفَ نَفْسَهُ. فبُهتَ ابنُ فورك، فلمَّا خرجَ مِنْ عندهِ ماتَ. فيقالُ: انشقَّتْ مَرارَتُهُ.

"বিখ্যাত কালামশাস্ত্রবিদ ইবন ফুওরাক তৎকালীন সুলতান মাহমূদের কাছে প্রবেশ করে বললেন, 'আল্লাহকে উপরে থাকার গুণে গুণান্বিত বলা যাবে না; কারণ এর দাবি হচ্ছে তাকে নিচে থাকার গুণেও গুণান্বিত করা; কারণ যার জন্য উপরে থাকা বৈধ, তার জন্য নিচে থাকাও বৈধ। তখন সুলতান মাহমূদ বললেন, আমি তো এ গুণে তাকে গুণান্বিত বলিনি যে তুমি আমাকে এভাবে তোমার কথা দ্বারা বাধ্য করবে, বরং আল্লাহ স্বয়ং তাঁর নিজেকে উক্ত গুণে গুণান্বিত করেছেন। তখন ইবন ফুওরাক হতভম্ব হয়ে গেল, কোনো জাওয়াব দিতে পারলো না। তারপর যখন ইবন ফুওরাক রাহিমাহুল্লাহ সুলতান মাহমূদের দরবারে থেকে বের হয়ে গেল তখন মারা গেল। বলা

---

৫৮১. লালেকাঈ, শারহু উসূলি ই'তিকাদি আহলিস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আহ (৩/৪২৯-৪৩৮); ইবন আবদুল হাদী, আল-কালাম আলা মাসআলাতিল ইস্তেওয়া 'আলাল 'আরশ, পৃ. ৭৯; যাহাবী, আল-আরশ, (২/৪৩৯-৪৪০) অনুবাদ: আব্দুল্লাহ মাহমূদ।

৫৮২. লালেকাঈ, শারহু উসূলি ই'তিকাদি আহলিস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আহ (৩/৪৪০-৪৪৬)।

হয়ে থাকে তার মুরারাহ তথা পিত্ত ফেটে তিনি মারা গিয়েছিলেন।"(৫৮৩)

খলীফাতুল মুসলিমীন, কাদের বিল্লাহ, আল-ইমাম আবুল 'আব্বাস আহমাদ ইবনুল আমীর ইসহাক্ব ইবনুল খলীফা আল-মুতাওয়াক্কিল ইবনুল মুক্বতাদির ইবনুল মু'তাদ্বিদ ইবন ত্বালহা ইবনুল মুতাওয়াক্কিল ইবনুল মু'তাসিম ইবনু হারূন ইবন আবু জা'ফর আল-মানসূর আল-হাশেমী আল-আব্বাসী আল-বাগদাদী (৪২২ হিজরী)

তিনি যে আকীদাহ'র গ্রন্থ তৎকালীন আহলুস সুন্নাহ'র জন্য নির্ধারণ করে লিখেন, তাতে বলেন,

يجب على الإنسان أن يعلم أن الله عز وجل وحده لا شريك له لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد، لم يتخذ صاحبة ولا ولداً، ولم يكن له شريك في الملك، وهو أول لم يزل وآخر لايزال ...

كان ربنا واحد لا شيء معه، ولا مكان يحويه، فخلق كل شيء بقدرته، وخلق العرش لا لحاجته إليه، فاستوى عليه كيف شاء وأراد، لا استقرار، راحة كما يستريح الخلق، وهو مدبِّر السموات والأرضين ومدبِّر ما فيهما، ومن في البر والبحر، ولا مدبِّر غيره،

"প্রতিটি মানুষের জন্য এটা জানা আবশ্যক যে, আল্লাহ তা'আলা এক, তাঁর কোনো শরীক নেই, তিনি জন্ম গ্রহণ করেননি, কাউকে জন্মও দেননি, আর তাঁর সমকক্ষও কেউ নেই। তিনি কোনো স্ত্রী কিংবা সন্তান গ্রহণ করেননি, তাঁর রাজত্বেও কেউ শরীক নেই, তিনিই প্রথম, সর্বদা আছেন, তিনিই শেষ, সর্বদা থাকবেন।

আমাদের রব একাই ছিলেন, তাঁর সাথে আর কেউ ছিল না, কোনো স্থানও তাকে আবদ্ধ করতো না, তারপর তিনি সবকিছু সৃষ্টি করলেন তাঁর শক্তিতে, 'আরশ সৃষ্টি করেছেন, তবে সেটার প্রতি মুখাপেক্ষী হয়ে নয়, তারপর তিনি 'আরশের উপর উঠেছেন যেভাবে তিনি চেয়েছেন ও ইরাদা করেছেন। তবে সেটা আরাম করার জন্য অবস্থান করা নয়, যেমনটি সৃষ্টিকুল আরাম করার জন্য করে থাকে। আর তিনি আসমান ও যমীনের পরিচালক, এ দুয়ের মাঝে যা আছে তার পরিচালক, আর যা আছে ডাঙ্গায় ও সমুদ্রে সেগুলোরও পরিচালক তিনি, তিনি ব্যতীত আর কোনো পরিচালক নেই।"(৫৮৪)

ইমাম আবু যাকারিয়া ইয়াহইয়া ইবন 'আম্মার আস-সিজিস্তানী (৪২২ হিজরী)

ইমাম আল-মুফাসসির ইয়াহইয়া ইবন 'আম্মার আস-সিজিস্তানী রাহিমাহুল্লাহ বলেন,

«كلُّ مسلمٍ منْ أوَّلِ العصرِ إلى عصرِنَا هذا إذا دعَا اللهَ سبحانهُ رفعَ يدَيْهِ إلى السَّماءِ. والمسلمونَ منْ عهدِ النبيِّ صلى

৫৮৩. যাহাবী, সিয়ার (১৭/৪৮৭)।

৫৮৪. আল-ই'তিকাদুল কাদরী, ০৩; খত্বীব আল-বাগদাদী, (৪/৩৭); আল-ইসনাওয়ী, আত-ত্বাবাক্বাত (২/৩১০); আস-সাফাদী, আল-ওয়াফী বিল ওয়াফায়াত, ইবনুস সালাহ, ত্বাবাক্বাতুশ শাফে'ঈয়্যাহ (১/৩২৫); ইবন কাসীর, আল-বিদায়াহ ওয়ান-নিহায়াহ (১১/৩০৯); ইবনুল জাওযী, আল-মুনাযাম (১৫/১৯৭-১৯৮)।

الله عليه وسلم إلى يومنا هذا، يقولونَ في الصَّلاةِ ما أمرهمُ الله تعالى بِهِ في قولِهِ تعالى: ﴿سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الأَعْلَى﴾ [الأعلى:١].

ولا حاجةَ لله سبحانه وتعالى إلى العرشِ، لكنَّ المؤمنينَ كانوا محتاجِينَ إلى معرفةِ ربِّهم عزَّ وجلَّ. وكلُّ منْ عبدَ شيئًا أشارَ إلى موضعٍ، أوْ ذكرَ مِنْ معبودهِ علامةً. فجبَّارُنَا وخالِقُنا، إنَّما خَلَقَ عرشَهُ ليقولَ عبدهُ المؤمنُ، إذا سُئلَ عنْ ربِّهِ عزَّ وجلَّ أينَ هوَ الرحمنُ؟ عَلَى العَرْشِ اسْتَوَى، معناه فوقَ كُلِّ مُحْدَثٍ عَلَى عَرْشِهِ العظيمِ، وَلاَ كيفيَّةَ وَلاَ شَبَهَ.

ولا نحتاجُ فِي هذا البابِ إلى قولٍ أكثرَ منْ هذا أنْ نؤمنَ بهِ، وننفيَ الكيفيَّةَ عنهُ، ونتَّقيَ الشَّكَّ فيهِ، ونوقنَ بأنَّ ما قالهُ اللهُ سبحانه وتعالى ورسولُه صلى الله عليه وسلم، ولا نتفكَّرُ في ذلكَ، ولا نسلِّطُ عليهِ الوهمَ والخاطرَ والوسواسَ.

وتعلمُ حقًّا يقينًا أنَّ كلَّ ما تُصُوِّر في همِّكَ ووهمكَ منْ كيفيَّةٍ أو تشبيهٍ، فاللهُ بخلافهِ وغيرِهِ. نقولُ: هُوَ بِذَاتِهِ على العَرْشِ، وَعِلْمُهُ مُحِيطٌ بكُلِّ شَيءٍ».

"প্রত্যেক মুসলিম প্রথম যুগ থেকে আজ পর্যন্ত যখনি দো'আ করে তখনি তার দু'হাত আসমানের দিকে উঠিয়ে দো'আ করে। আর মুসলিমগণ নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগ থেকে আমাদের আজকের দিন পর্যন্ত সালাতে তা বলে যা তাদেরকে আল্লাহ বলার নির্দেশ দিয়েছেন, আল্লাহর সে বাণীতে, যাতে তিনি বলেন, "সাব্বিহিসমা রাব্বিকাল আ'লা" বা আপনার সর্বোচ্চ রবের নামের তাসবীহ পাঠ করুন। [সূরা আল-আ'লা, আয়াত: ০১]

তবে আল্লাহ তা'আলার 'আরশের কোনো প্রয়োজন থেকে তাতে উঠেননি। বরং মুমিনগণ তাদের মহান রবকে চিনবে, জানবে এটার বেশি মুখাপেক্ষী। যে কেউ কোনো কিছুর ইবাদাত করে সে সেটার দিকেই ইঙ্গিত করে থাকে অথবা সে তার উপাস্যের কোনো আলামত বর্ণনা করে। তাই আমাদের জাব্বার, আমাদের স্রষ্টা তিনি তাঁর 'আরশ সৃষ্টি করলেন যাতে তার ঈমানদার বান্দা বলে, যখন তাকে তার রব সম্পর্কে প্রশ্ন করা হয়, কোথায় সে রহমান? (তখন মুমিন জবাবে বলে) তিনি 'আরশের উপর উঠেছেন। এর অর্থ হচ্ছে তিনি যাবতীয় সৃষ্টির উপরে মহান 'আরশের উপরে। সেটা সাব্যস্ত করার ক্ষেত্রে কোনো ধরণ নির্ধারণ করা যাবে না, কারো সাথে তাশবীহ বা সাদৃশ্যও স্থাপন করা যাবে না।

এ অধ্যায়ে আমরা এর চেয়ে বেশি বলার প্রয়োজন নেই, ঈমান আনার জন্য এতটুকুই যথেষ্ট। আমরা তাঁর থেকে ধরন নির্ধারণের বিষয়টি অস্বীকার করব, তাঁর ব্যাপারে কোনো সন্দেহ থেকে বেঁচে থাকব। আর আমরা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করবো, যা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতা'আলা বলেছেন তা সত্য; আমরা এ ব্যাপারে ধরন নিয়ে চিন্তা করবো না, আমরা তাঁর ওপর ধারণা, মনের উপলব্ধি কিংবা ওয়াসওয়াসা বা কুমন্ত্রণা দ্বারা প্রভাবিত হবো না।

আর এটা হক ও দৃঢ়ভাবে জানতে হবে যে, তোমার চিন্তা-চেতনায় যত রকমের ধরন কিংবা সাদৃশ্য এসে উদিত হবে আল্লাহ তা'আলা এর বিপরীত। আমরা বলবো, তিনি সত্তাগতভাবে 'আরশের উপর উঠেছেন। তবে তাঁর জ্ঞান সবকিছুকে পরিবেষ্টন করে আছে।"[৫৮৫]

ইমাম আবু যাকারিয়া ইয়াহইয়া ইবন 'আম্মার আস-সিজিস্তানী তার 'রেসালাহ'তে বলেন,

৫৮৫. আবুল কাসেম আত-তাইমী, আল-হুজ্জাহ ফী বায়ানিল মাহাজ্জাহ (২/১০৬-১০৭)।

لا نقول كما قال الجهمية، إنه مداخل للأمكنة، وممازج لكل شيء ولا نعلم أين هو، بل هو بذاته على العرش، وعلمه محيط بكل شيء، وعلمه، وسمعه، وبصره، وقدرته، مدركة لكل شيء، وهو معنى قوله وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنتُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ، وهو بذاته على عرشه كما قال سبحانه و كما قال رسوله

"আমরা জাহমিয়্যাদের মতো বলবো না যে, আল্লাহ জায়গাসমূহে প্রবেশ করেছেন, বস্তুর সাথে মিশে গেছেন এবং এটাও বলবো না যে, তিনি কোথায় তাও জানি না।

বরং তিনি সত্তাগতভাবে 'আরশের উপরে এবং তাঁর ইলম সকল কিছুকে বেষ্টন করে আছে। তাঁর ইলম, তাঁর শ্রবণ, তাঁর দর্শন এবং তাঁর ক্ষমতা সকল কিছুকে আয়ত্তে রেখেছে। সে অর্থে আল্লাহর বাণী: "তিনি তো তোমাদের সঙ্গেই আছেন তোমরা যেখানেই থাকো না কেন।" তিনি তাঁর সত্তাগতভাবে তাঁর 'আরশের উপরে, যেমনটি আল্লাহ সুবহানাহু এবং তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন।"(৫৮৬)

ইমাম কাযী আবদুল ওয়াহহাব আল-মালেকী (৪২২ হিজরী)

প্রখ্যাত আলেম, ফকীহ, উসূলী, মুনাযির কাযী আবদুল ওয়াহহাব আল-মালেকী বলেন,

«اعلم أن الوصف له تعالى بالاستواء اتباع للنص، وتسليم للشرع، وتصديق لما وصف نفسه تعالى به»

"জেনে রাখ যে, আল্লাহ তা'আলাকে 'ইস্তেওয়া' বা 'আরশের উপর উঠা গুণ সাব্যস্ত করা নস বা কুরআন ও হাদীসের ভাষ্যের অনুসরণ, শরী'আতের প্রতি আত্মসমর্পণ আর যা দিয়ে আল্লাহ তা'আলা তাঁর নিজেকে গুণান্বিত বলেছেন সেটাকে সত্যায়ন।"(৫৮৭)

ইমাম আবু 'উমার আত-ত্বালামাঙ্কী আল-মালেকী (৪২৯ হিজরী)

ইমাম আবু 'উমার আত-ত্বালামাঙ্কী রাহিমাহুল্লাহ তাঁর 'আল-উসূল ইলা মা'রিফাতিল উসূল' যা দু খণ্ডে সমাপ্ত, তাতে বলেন,

«أجمعَ المسلمونَ منْ أهلِ السنَّةِ على أنَّ معنى قولِهِ: ﴿ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنتُمْ ﴾ [الحديد: ٤]، ونحو ذلكَ مِنَ القرآنِ أنَّهُ عِلْمُهُ، وأنَّ اللهَ تعالى فوقَ السَّماواتِ بذَاتِهِ، مستوٍ على عَرْشِهِ كَيْفَ شَاءَ.

وقالَ أهلُ السُّنَّةِ في قولِهِ: ﴿الرَّحْمَٰنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَىٰ﴾ [طه: ٥]: إنَّ الاستواءَ مِنَ اللهِ على عَرْشِهِ على الحَقِيقَةِ لا على المَجَازِ».

৫৮৬. আবুল কাসেম আত-তাইমী, আল-হুজ্জাহ ফী বায়ানিল মাহাজ্জাহ (২/১০৭); ইবনু তাইমিয়্যাহ, মাজমু'উল ফাতাওয়া (৫/১৯১); যাহাবী, আল-'উলূ, ১৭৭-১৭৮; যাহাবী, আল-আরশ, (২/৪৪৫-৪৪৬) অনুবাদ: আব্দুল্লাহ মাহমূদ; ইবনুল কাইয়্যেম, ইজতিমা'উল জুয়ূশ, পৃ. ২৭৯।

৫৮৭. কাযী আবদুল ওয়াহহাব আল-মালেকী, শারহু মুকাদ্দিমাতু ইবন আবী যাইদ আল-কাইরোয়ানী; অনুরূপ তার থেকে বর্ণনা করেছেন, ইবন তাইমিয়্যাহ, দারউ তা'আরুদ্বুল আকলি ওয়ান নাকল (৬/২০৩-২০৪); ইবনুল কাইয়্যেম, ইজতিমা'উল জুয়ূশ, পৃ. ১৬৪।

"মুসলিমগণের মধ্যে আহলুস সুন্নাত এ ব্যাপারে ঐকমত্য করেছেন যে, আল্লাহর বাণী 'তিনি তোমাদের সাথে আছেন যেখানেই তোমরা থাক না কেন' [সূরা আল-হাদীদ, আয়াত: ০৪], ও অনুরূপ কুরআনের আয়াতগুলোর অর্থ, আল্লাহর ইলম বা জ্ঞান। তারা আরও একমত হয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলা সত্তাগতভাবে আসমানের উপরে, তাঁর 'আরশের উপর উঠেছেন, যেমনটি তিনি চেয়েছেন। আর আহলুস সুন্নাহ বলেন, মহান আল্লাহর বাণী, 'রহমান 'আরশের উপর উঠেছেন' [সূরা ত্বা-হা, আয়াত: ০৫] আল্লাহর পক্ষ থেকে তাঁর 'আরশের উপর উঠা বাস্তব অর্থেই, কোনো রূপক অর্থে নয়।"[৫৮৮]

আবু নু'আইম আল-আসবাহানী (৪৩০ হিজরী)

হাফিয আবু নু'আইম আহমাদ ইবন আবদুল্লাহ আসবাহানী যে আকীদাহ সংকলন করেছেন তাতে বলেন,

আমাদের তরীকাহ হচ্ছে কুরআন, সুন্নাহ ও ইজমায়ে উম্মাহ'র অনুসরণকারী সালাফদের তরীকা। তারা যে আকীদাহ পোষণ করতেন, তা হলো- আল্লাহ তাঁর অনাদি গুণাবলি সহকারে সর্বদা পরিপূর্ণভাবে আছেন সেসব কখনো নিঃশেষ হবে না, সেসবের কোনো রূপান্তরও নেই। তিনি অনাদি জ্ঞান সহকারে সর্বদা জ্ঞানী, দর্শন সহকারে সর্বদ্রষ্টা, শ্রবণ সহকারে সর্বশ্রোতা, কথা সহকারে কথক। তারপর তিনি পদার্থ ছাড়াই বস্তুসমূহ সৃষ্টি করেছেন।

কুরআন আল্লাহর কালাম। অনুরূপ সমস্ত আসমানী কিতাব তাঁর কালাম। তাঁর কালাম মাখলূক নয়। কুরআন পড়া হোক, তিলাওয়াত করা হোক, সংরক্ষণ করা হোক, শোনা হোক, লেখা হোক বা উচ্চারণ করা হোক- সকল ক্ষেত্রেই প্রকৃতভাবেই তা আল্লাহর কালাম; বিবরণ কিংবা অনুবাদ নয়। কুরআন আমাদের শব্দের সাথেও আল্লাহর কালাম, মাখলূক নয়।

কুরআনের ব্যাপারে (মাখলুক কিংবা মাখলুক নয় এমন বিষয়ে কোনো সিদ্ধান্ত প্রদান না করে) নীরবতা পালনকারী এবং যে বলে আমাদের শব্দের সাথে কুরআন মাখলূক, সে জাহমিয়্যাদের অন্তর্ভুক্ত। যে ব্যক্তি যে-কোনোভাবে যদি মনে করে আল্লাহর কালাম সৃষ্টি, তবে সালাফদের মতে সে জাহমিয়্যাদের অন্তর্ভুক্ত। আর সালাফদের মতে জাহমিয়্যারা কাফির। এরপর তিনি আরও অন্যান্য বিষয়ে আলোচনা করেন।

অবশেষে তিনি বলেন, 'আরশের ব্যাপারে ও তাঁর উপর আল্লাহর উঠার ব্যাপারে যেসব হাদীস নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে প্রমাণিত, তারা তা সাব্যস্ত করেন। তবে ধরন নির্ধারণ করেন না এবং দৃষ্টান্ত দেন না। তিনি তাঁর সৃষ্টি থেকে আলাদা ও পৃথক। সৃষ্টিও তাঁর থেকে আলাদা ও পৃথক। সৃষ্টির মাঝে হুলুল বা ঢুকে যান না ও তাদের সাথে মিশেও যান না। তিনি তাঁর আসমানের ঊর্ধ্বে তাঁর 'আরশের উপরে, যমীনে নয়, তার সৃষ্টির ভিতরেও নয়।"[৫৮৯] তারপর তিনি সালাফদের সকল আকীদাহ এবং এ ব্যাপারে তাদের ইজমা' তুলে ধরেন।

---

৫৮৮. মুখতাসারুল 'উলু, পৃ. ২৬৪।

৫৮৯. ইবন তাইমিয়্যাহ, দারউ তা'আরুদ্বিল আকলি ওয়ান নাকল (৬/২৫২); ফাতাওয়া হামাওয়িয়্যাহ, ১০০-১০১; মাজমু'উল ফাতাওয়া (৫/১৯০-১৯১); ইবনুল কাইয়্যেম, ইজতিমা'উল জুয়ূশ, ২৭৯; মুখতাসারুস সওয়া'ইক (২/২১৪); আল-'উলু, পৃ. ২৪৩; আল-'আরশ (২/৪৪২) অনুবাদ: আব্দুল্লাহ মাহমূদ।

তাছাড়া তিনি তাঁর 'মাহাজ্জাতুল ওয়াসেক্বীন ও মাদরাজাতুর রামেক্বীন' গ্রন্থে বলেন,

«وأجمعوا أنَّ اللهَ فَوْقَ سماواتِهِ، عالٍ عَلَى عرشِهِ، مُسْتوٍ عليه، لا مُسْتَولٍ عَلَيهِ كما تقولُ الجهميَّةُ: إنَّهُ بكلِّ مكانٍ، خلافًا لما نزلَ فِي كتابِهِ: ﴿أَأَمِنتُم مَّن فِي السَّمَاءِ﴾ [الملك: ١٦]. ﴿إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ﴾ [فاطر: ١٠]، ﴿الرَّحْمَٰنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَىٰ﴾ [طه: ٥]».

"আর মুসলিমগণ একমত হয়েছেন যে, আল্লাহ তা'আলা আসমানের উপর, 'আরশের উপরে তাঁর অবস্থান। 'আরশের উপরে তিনি সমুন্নত হয়েছেন; সেটার উপর অধিষ্ঠিত অর্থে নয় যেমনটি জাহমিয়্যাহ সম্প্রদায় বলে থাকে। তারা বলে তিনি সব জায়গায়; তারা এটা বলে আল্লাহ যা নাযিল করেছেন তারা তার বিরোধিতা করে। আল্লাহ বলেন, "তোমরা কি এ থেকে নির্ভয় হয়েছ যে, যিনি আসমানে রয়েছেন।" [সূরা আল-মুলক, আয়াত: ১৬] তিনি আরও বলেন, "তাঁরই দিকে পবিত্র বাণীসমূহ হয় সমুত্থিত।" [সূরা ফাতির, আয়াত: ১০] তিনি আরও বলেন, "রহমান 'আরশের উপর উঠেছেন।" [সূরা ত্বা-হা, আয়াত: ০৫][৫৯০]

- ইমাম যাহাবী বলেন, আবু নু'আইম হচ্ছেন মুহাম্মাদ ইবন ইউসুফ আল-বান্নার নাতি। তিনি ছিলেন দুনিয়াবিমুখ এবং আসবাহানের অপ্রতীদ্বন্দ্বী শাইখ। আল্লাহ তাকে হাদীস, হিফয ও জ্ঞানবুদ্ধিতে শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন। তার দরবারে দূর দূরান্ত থেকে লোকজন উপস্থিত হতেন। ইমাম ও হাফিযগণ তার দরজায় ভিড় জমাতেন। এক মাস কম ৯৪ বছর বয়সে ৪৩০ হিজরীর সফর মাসে তিনি মারা যান।[৫৯১]

আবুল হাসান আলী ইবন 'উমার ইবন মুহাম্মাদ ইবনুল হাসান আল-কাযওয়ীনী (৪৪২ হিজরী)

ইমাম আবুল হাসান আলী ইবন 'উমার ইবন মুহাম্মাদ আল-কাযওয়ীনী রাহিমাহুল্লাহ তার কিতাবুস সুন্নাহ'য় বলেন,

"আর আমাদের বিশ্বাসের অন্যতম হচ্ছে,

«ومما نعتقدُ: أنَّ للهِ عزَّ وجلَّ عَرشًا، وهو على العَرْشِ، وعِلْمُهُ تعالى محيطٌ بكلِّ مكانٍ، ما تسقطُ منْ ورقةٍ إلَّا يعلمهَا، ولا حبَّةٍ في ظلماتِ الأرضِ، ولا رطبٍ ولا يابسٍ إلَّا في كتابٍ مبينٍ.

والعرشُ فوقَ السَّماءِ السابعةِ، واللهُ تَعَالَى على العَرْشِ، قال الله تعالى: ﴿إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ﴾ [فاطر: ١٠]، وقال عزَّ وجلَّ: ﴿إِنِّي مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ إِلَيَّ﴾ [آل عمران: ٥٥]، وقال: ﴿تَعْرُجُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ إِلَيْهِ﴾ [المعارج: ٤]، وقال: ﴿أَأَمِنتُم مَّن فِي السَّمَاءِ﴾ [الملك: ١٦]. وللعرشِ حَمَلَةٌ يحملونهُ على ما شاءَ اللهُ منْ غيرِ تكييفٍ والاستواءُ معلومٌ والكيفُ مجهولٌ».

---

৫৯০. মাহাজ্জাতুল ওয়াসেক্বীন ও মাদরাজাতুর রামেক্বীন, পৃ. ০৩।

৫৯১. যাহাবী, আল-আরশ, (২/৪৪২) অনুবাদ: আব্দুল্লাহ মাহমূদ।

"আমরা আরও যা বিশ্বাস করি তা হচ্ছে, নিশ্চয় আল্লাহর জন্য রয়েছে 'আরশ, আর তিনি 'আরশের উপর রয়েছেন। আর তাঁর জ্ঞান সকল স্থানকে পরিবেষ্টন করে আছে। এমন কোনো কাগজ পতিত হয় না যা তিনি জানেন না, অনুরূপ এমন কোনো শষ্য দানা যমীনের অন্ধকারে অথবা পানিতে কিংবা ডাঙ্গায় পতিত হয় না, যা এক স্পষ্ট কিতাবে লিখা নেই।

আর 'আরশ সপ্তম আসমানের উপরে, আল্লাহ তা'আলা 'আরশের উপরে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, "তাঁরই দিকে পবিত্র বাণীসমূহ হয় সমুত্থিত।" [সূরা ফাতির, আয়াত: ১০] তিনি আরও বলেন, "নিশ্চয় আমি আপনাকে পরিগ্রহণ করব, আমার নিকট আপনাকে উঠিয়ে নিব।" [সূরা আলে ইমরান, আয়াত: ৫৫] তিনি আরও বলেন, "ফিরিশতা এবং রূহ আল্লাহর দিকে উর্ধ্বগামী হয়।" [সূরা আল-মা'আরিজ, আয়াত: ০৪] আর 'আরশের রয়েছে বহনকারীগণ, যারা আল্লাহ যেভাবে চায় সেভাবে সেটাকে বহন করেন। কোনো প্রকার ধরন নির্ধারণ করা যাবে না, আর 'ইস্তেওয়া' বা 'আরশের উপরে উঠার বিষয়টি জানা, তবে তার ধরণ অজানা।"[৫৯২]

আবু নাসর 'উবাইদুল্লাহ ইবন সা'ঈদ আস-সিজযী (৪৪৪ হিজরী)

ইমাম আবু নাসর 'উবাইদুল্লাহ ইবন সা'ঈদ আস-সিজযী স্বীয় গ্রন্থ 'রিসালাতুস সাজযী ইলা আহলি যাবীদ, আর-রাদ্দু আলা মান আনকারাল হারফা ওয়াস সাওত' এ বলেন,

وقد اتفقت الأئمة على أنّ الصفات لا تؤخذ إلا توقيفاً، وكذلك شرحها لا يجوز إلا بتوقيف.

فقول المتكلمين في نفي الصفات أو إثباتها بمجرد العقل أو حملها على تأويل مخالف للظاهر ضلال.

ولا يجوز أن يوصف الله سبحانه (إلا) بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، وذلك إذا ثبت الحديث، ولم يبق شبهة في صحته، فأما ما عدا ذلك من الروايات المعلولة والطرق الواهية، فلا يجوز أن يعتقد في ذات الله سبحانه ولا في صفاته ما يوجد فيها باتفاق العلماء للأثر...

وأما تظاهرهم بخلاف ما يعتقدونه كفعل الزنادقة ففي إثبات أن الله سبحانه استوى على العرش، ومن عقدهم: أنّ الله سبحانه لا يجوز أن يوصف بأنه في سماء ولا في أرض، ولا على عرش ولا فوق...وهذا مخالف لقول علماء الأمة، وقد سئل مالك بن أنس رحمة الله عليه عن هذه المسألة فأجاب: «بأن الاستواء غير مجهول، والكيفية غير معقولة، الإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة».

"ইমামগণ সবাই একমত যে, সিফাত গ্রহণের নীতি হবে তাওকীফী, তথা কুরআন ও সুন্নাহ নির্ভর। অনুরূপ তার ব্যাখ্যাও হবে কেবল তাওকীফ নির্ভর। সুতরাং কালামশাস্ত্রবিদরা যে শুধু বিবেক-বুদ্ধি দিয়ে অস্বীকার করে বা সাব্যস্ত করে অথবা সেটাকে প্রকাশ্য অর্থের বিপরীতে ভিন্ন অর্থে নিয়ে যায় সেটা পথভ্রষ্টতা। আর আল্লাহ তা'আলাকে তিনি নিজে যেসব গুণে গুণান্বিত করেছেন বা তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেসব গুণে গুণান্বিত করেছেন তা

৫৯২. আবুল কাসেম আত-তাইমী, আল-হুজ্জাহ ফী বায়ানিল মাহাজ্জাহ (১/২৪৮-২৫০)।

ব্যতীত অন্য কোনো গুণে গুণান্বিত করা জায়েয নেই। আর এটা তখন হবে যখন এ ব্যাপারে হাদীস সাব্যস্ত হবে, শুদ্ধ হওয়ার ব্যাপারে কোনো সন্দেহ কাজ করবে না। তাছাড়া যদি দুর্বল কিংবা জাল বর্ণনায় তা আসে তবে সেটাতে যা এসেছে তা আল্লাহর সত্তা কিংবা সিফাতের জন্য বিশ্বাস করা যাবে না। এটি সকল হাদীস ও আছার অনুসারী আলেমগণের ঐকমত্যে।

তবে তা আশ'আরী ও তার মতো লোকদের বিপরীতে যারা বিবেক-বুদ্ধির যুক্তিকে প্রাধান্য দেয়, আর তাদের বিরোধিতা প্রচুর... আর তারা যে সকল বিষয়ে তাদের বিশ্বাসের বিপরীতে যা দেখিয়ে বেড়ায় তার উদাহরণ হচ্ছে, আল্লাহর 'আরশের উপরে উঠার বিষয়টি সাব্যস্ত করার ক্ষেত্রে যিন্দীক লোকদের বিশ্বাস হচ্ছে, তারা বলে, আল্লাহ তা'আলাকে আসমানে বা যমীনে বা 'আরশে বা উপরে কোনো গুণেই গুণান্বিত বলা যাবে না। অথচ এটি উম্মতের আলেমগণের মতের বিরুদ্ধে, কারণ এ ব্যাপারে ইমাম মালিক ইবন আনাস রাহিমাহুল্লাহকে প্রশ্ন করা হয়েছিল, তখন তিনি উত্তরে বলেছিলেন, "ইস্তেওয়া বা উপরে উঠার বিষয়টি অজানা নয়, ধরন বিবেকের যুক্তি দিয়ে প্রাপ্ত হওয়ার মতো নয়, এর উপর ঈমান আনা ফরয, আর ধরন সম্পর্কে প্রশ্ন করা বিদ'আত।"[৫৯৩]

উক্ত কিতাবে আরও বলেন,

وعندَ أهلِ الحقِّ أنَّ اللهَ سُبْحَانهُ مُبَايِنٌ لِخَلْقِهِ بذاتِهِ فَوْقَ العَرْشِ بلا كَيْفِيَّةٍ.

ثمَّ ذكرَ حديثَ الجاريةِ إِلَى أنْ قَالَ: ولقدْ قَالَ الأوسُ بنُ حارثة بن ثعلبة عندَ موتهِ قصيدةً يوصي فِيهَا إِلَى ابنِهِ مالكٍ وذلكَ قبلَ الإسلامِ فيها:

فَإِنْ تَكُنِ الأيَّامُ أَبْلَيْنَ أَعْظُمِي ... وَشَيَّبْنَ رَأْسِي والمَشِيبُ مَعَ العُمُرِ

فإنَّ لنا رَبًّا عَلِيٌّ فَوْقَ عَرْشِهِ ... عَلِيًما بما نَأْتِي من الخَيْرِ والشَّرِّ

وليسَ فِي قولنا: إنَّ اللهَ سُبْحَانهُ فَوْقَ العرشِ تحديدٌ؛ وإنَّما التَّحديدُ يقعُ للمحدثاتِ. فَمِنَ العرشِ إِلَى مَا تحتَ الثَّرى محدودٌ، واللهُ سُبْحَانهُ فوقَ ذَلِكَ بحيثُ لاَ مكانَ وَلاَ حدَّ ...

وقدْ ذكرَ اللهُ سُبْحَانهُ فِي القرآنِ مَا يَشفي العَلِيلَ وَهُوَ قولُهُ تَعَالَى: ﴿الرَّحْمَٰنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَىٰ * لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا تَحْتَ الثَّرَىٰ﴾ [طه: ٥، ٦] فخصَّ العرشَ بالاستواءِ، وذَكَرَ مُلْكَهُ لسائرِ الأشياءِ فعُلِمَ أنَّ المرادَ بِهِ غيرُ الاستيلاءِ.

"হক ও সত্যপন্থীদের মত হচ্ছে, আল্লাহ তা'আলা তাঁর সৃষ্টি থেকে আলাদা, সত্তাগতভাবে তিনি 'আরশের উপরে, কোনো ধরন নির্ধারণ করা ছাড়া।" তারপর তিনি দাসীর সেই বিখ্যাত হাদীসটি বর্ণনা করলেন, তারপর বললেন, "আওস ইবন হারেসাহ ইবন সা'লাবাহ তার মৃত্যুর সময় একটি কবিতা রচনা করেছিলেন, যাতে তিনি তার সন্তান মালিককে অসিয়ত করছিলেন, আর তা ছিল ইসলাম পূর্ব যুগের ঘটনা:

---

৫৯৩. রিসালাতুস সাজযী ইলা আহলি যাবীদ, আর-রাদ্দু আলা মান আনকারাল হারফা ওয়াস সাওত, পৃ. ১২১-১২৩।

فَإِنْ تَكُنِ الأَيَّامُ أَبْلَيْنَ أَعْظُمِي ... وَشَيَّبْنَ رَأْسِي والمَشِيبُ مَعَ العُمُرِ

فإنَّ لنا رَبًّا عَلِيٌّ فَوْقَ عَرْشِهِ ... عَلِيمًا بما نَأْتِي من الخَيْرِ والشَّرِّ

'যদি দিন অতিবাহিত হতে হতে সেগুলো আমার হাঁড় পঁচিয়ে দেয়, আর আমার মাথার চুল বুড়ো করে দেয়, আর বয়সের সাথে বৃদ্ধাবস্থা তো আসবেই

তবে জেনে রাখ, আমাদের একজন সুউচ্চ রব রয়েছেন তাঁর 'আরশের উপর, তিনি সর্বজ্ঞ সেসব ব্যাপারে যা আমরা কল্যাণ কিংবা অকল্যাণ করে থাকি।'

তবে মনে রাখতে হবে, আমরা যে বলি আল্লাহ 'আরশের উপর এতে করে আল্লাহকে সীমাবদ্ধ করা হয় না। কারণ, সীমাবদ্ধ হওয়া তো সৃষ্টিকুলের সাথে সম্পৃক্ত বিষয়। তাই 'আরশ থেকে পাতালের নিচ পর্যন্ত স্থান হচ্ছে সীমাবদ্ধ। আর আল্লাহ তা'আলা তো 'আরশের উপরে, সেটা (কালামশাস্ত্রবিদদের দৃষ্টিতে যেটা) স্থান কিংবা সীমাবদ্ধ (হিসেবে পরিচিত), সেটা নয়।

বস্তুত আল্লাহ তা'আলা তাঁর কুরআনে যা বর্ণনা করেছেন তা রোগ থেকে আরোগ্য দান করে, আর তা হচ্ছে, "রহমান 'আরশের উপর উঠেছেন, আসমানে যা আছে, যমীনে যা আছে, এদুয়ের মাঝে যা আছে এবং যা মাটির নিচে আছে সবকিছুর মালিক তো তিনিই"। সুতরাং তিনি 'আরশকে উঠার জন্য নির্ধারণ করেছেন, সাথে সাথে সবকিছুর মালিকানা নিজের বলে ঘোষণা করেছেন। যা দ্বারা জানা গেল যে, 'ইস্তাওয়া' কখনও 'ইস্তাওলা' নয়।"[৫৯৪]

অর্থাৎ ইস্তেওয়া অর্থ উপরে উঠা এটাই বিশুদ্ধ। ইস্তেওয়া শব্দকে কেউ যেন বিকৃত করে ইস্তাওলা বা অধিকার করার অর্থে না নিয়ে যায়, সে জন্য আল্লাহ তা'আলা সাথে সাথে সবকিছুর মালিক যে তিনি স্বয়ং সেটাও ঘোষণা করেছেন। তাহলে বাক্যগত অবস্থানেও বুঝা যাচ্ছে ইস্তাওয়া অর্থ কখনও ইস্তাওলা নয়। বরং ইস্তাওয়া অর্থ উপরে উঠা।

তাঁর অপর গ্রন্থ আল-ইবানায় বলেন,

«أئمَّتنا كسفيانَ الثوريِّ، ومالكٍ، وحمَّادِ بن سلمةَ، وحمَّادِ بنِ زيدٍ، وسفيانَ بنِ عيينة، والفضيلِ، وابنِ المباركِ، وأحمدَ، وإسحاقَ، متَّفقونَ على أنَّ الله سُبْحَانَهُ بِذَاتِهِ فَوْقَ العَرْشِ، وعِلْمَهُ بِكُلِّ مَكَانٍ، وأنَّهُ يَنْزِلُ إلى السَّماءِ الدُّنيا، وأنَّهُ يَغْضَبُ، ويَرْضَى، وَيَتَكَلَّمُ بما شَاءَ».

"আমাদের ইমামগণ, যেমন সুফইয়ান আস-সাওরী, মালিক, হাম্মাদ ইবন সালামাহ, হাম্মাদ ইবন যায়েদ, সুফইয়ান ইবন 'উয়াইনাহ, ফুদ্বাইল ইবন 'ইয়াদ্ব, ইবনুল মুবারক, আহমাদ ইবন হাম্বল, ইসহাক ইবন রাহওয়াই, তারা সবাই একমত যে আল্লাহ তা'আলা স্বয়ং সত্তাগতভাবে 'আরশের উপর আর তাঁর জ্ঞান সবকিছুকে পরিবেষ্টন করে আছে, আর তিনি নিকটতম আসমানে নেমে আসেন, আর তিনি রাগ করেন, তিনি সন্তুষ্ট হন, তিনি যা ইচ্ছা কথা বলেন।"[৫৯৫]

৫৯৪. আর-রাদ্দু আলা মান আনকারাল হারফা ওয়াস সাওতা, পৃ. ১২৯-১৩১।

৫৯৫. যাহাবী, আল-আরশ, (২/৪৫১-৪৫২) অনুবাদ: আব্দুল্লাহ মাহমুদ; মুখতাসারুল 'উলু, পৃ. ২৬৬-২৬৭।

ইমাম আবু 'আমর 'উসমান ইবন সা'ঈদ ইবন 'উসমান ইবন 'উমার আদ-দানী (৪৪৪ হিজরী)

তিনি তার প্রসিদ্ধ গ্রন্থ আর-রিসালাতুল ওয়াফিয়াতে বলেন,

فصل: (في استواء الله على عرشه وعلوه على خلقه)

ومن قولهم: أنه سبحانه فوق سماواته، مستوٍ على عرشه، ومستول على جميع خلقه، وبائن منهم بذاته، غير بائن بعلمه، بل علمه محيط بهم، يعلم سرهم وجهرهم، ويعلم ما يكسبون، على ما ورد به خبره الصادق، وكتابه الناطق، فقال تعالى: ﴿الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى﴾ ، واستواؤه عز وجل: علوه بغير كيفية، ولا تحديد، ولا مجاورة ولا مماسة.

قالَ جلّ جلاله: ﴿ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي الأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا﴾ [الحديد: ٤]. يعني أَنَّ علمَهُ محيطٌ بهم حيثما كانوا، بدليلِ قولِهِ: ﴿لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ اللهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا﴾ [الطلاق: ١٢]. وقال عزَّ وجلَّ: ﴿إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ﴾ [فاطر: ١٠]. وقال: ﴿أَأَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يَخْسِفَ بِكُمُ الأَرْضَ﴾ [الملك: ١٦]، ﴿أَمْ أَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا﴾ [الملك: ١٧]، وقال: ﴿تَعْرُجُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ إِلَيْهِ﴾ [المعارج: ٤]، وقال: ﴿يُدَبِّرُ الأَمْرَ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الأَرْضِ﴾ [السجدة: ٥] وقال: ﴿وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ﴾ [الأنعام: ١٨]، وقال: ﴿يَخَافُونَ رَبَّهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ﴾ [النحل: ٥٠]، وقال: ﴿ يَاعِيسَى إِنِّي مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ إِلَيَّ﴾ [آل عمران: ٥٥]، وقال: ﴿بَلْ رَفَعَهُ اللهُ إِلَيْهِ﴾ [النساء: ١٥٨]، وقال مخبرًا عَنْ فرعون: ﴿وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَاهَامَانُ ابْنِ لِي صَرْحًا﴾ [غافر: ٣٦] الآية.

قال مالك رحمه الله للذي سأله عن كيفية الاستواء: الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. قال عز وجل: ﴿ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي الأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا﴾ الآية يعني أن علمه محيط بهم حيثما كانوا، بدليل قوله: ﴿لِتَعْلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَىْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ ٱللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَىْءٍ عِلْمًۢا﴾.

وقوله تعالى: ﴿وَهُوَ ٱللَّهُ فِى ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَفِى ٱلْأَرْضِ﴾ الآية، المعنى: وهو المعبود في السماوات وفي الأرض.

وقيل: وهو المنفرد بالتدبير فيهن. وقيل: ذلك على التقديم والتأخير أي: وهو الله يعلم سركم وجهركم في السماوات وفي الأرض.

وقوله تَعَالَى: ﴿وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَهٌ وَفِي الأَرْضِ إِلَهٌ﴾ [الزخرف: ٨٤] يعني: أَنَّهُ إلهُ أهلِ السَّماءِ، وإلهُ أهلِ الأرضِ.

وقولُهُ سبحانه: ﴿إِنَّ اللهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ ﴾ [النحل: ١٢٨]: ﴿وَإِنَّ اللهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ﴾ [العنكبوت: ٦٩] و: ﴿إِنَّنِي مَعَكُمَا أَسْمَعُ وَأَرَى﴾ [طه: ٤٦] يعني: أنه يحفظهم وينصرهم ويؤيدهم، لا أنَّ ذاته معهم، تعالى الله عنْ ذلكَ علوًا كبيرًا، وقوله عزَّ وجلَّ: ﴿مَا يَكُونُ مِنْ نَجْوَى ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ﴾ [المجادلة: ٧] الآية. يعني: أنَّه تبارك وتعالى عالمٌ بهم وبما خَفِيَ منْ سرِّهم ونجواهم بدليلِ قولهِ: ﴿أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ﴾ [المجادلة: ٧]، وقوله تعالى: ﴿وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾ [المجادلة: ٧] فابتدأ الآيةَ بالعِلْمِ، وختمها بالعِلْمِ»

"অধ্যায়: আল্লাহ তাঁর 'আরশের উপরে উঠা এবং তাঁর সৃষ্টির উপর থাকা প্রসঙ্গে

আর আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের কথা হচ্ছে, নিশ্চয় মহান আল্লাহ তাঁর সকল আসমানের উপরে, তাঁর 'আরশের উপরে সমুন্নত। সকল সৃষ্টির উপর কর্তৃত্ববান, তাঁর সত্তাগতভাবে তাদের সকলের থেকে আলাদা, তবে তাঁর জ্ঞানে তাদের থেকে পৃথক নন। বরং তাঁর জ্ঞান সৃষ্টির সব কিছুকে পরিবেষ্টন করে আছে, তিনি তাদের গোপন ও প্রকাশ্য সবই জানেন, জানেন তারা কী অর্জন করবে, যেমনটি তাঁর পক্ষ থেকে সত্য সংবাদে এসেছে এবং তাঁর বিবৃতি প্রদানকারী কিতাব বলেছে, তিনি বলেছেন, "রহমান 'আরশের উপর উঠেছেন।" [সূরা ত্বা-হা, আয়াত: ০৫] আর তাঁর 'আরশের উপর উঠার অর্থ হচ্ছে, উর্ধ্বে উঠা। কোনো প্রকার ধরন নির্ধারণ, সীমা নির্ধারণ, স্পর্শকরণ ও পার্শ্ববর্তী কিছু নির্ধারণ ব্যতীতই।

আল্লাহ তা'আলা বলেন, "এরপর তিনি 'আরশের উপর উঠেছেন। তিনি জানেন যা কিছু যমীনে প্রবেশ করে এবং যা কিছু তা থেকে বের হয়" [সূরা আল-হাদীদ, আয়াত: ০৪] অর্থাৎ তাঁর জ্ঞানক তাদেরকে পরিবেষ্টন করে আছে তারা যেখানেই থাকুক না কেন। অনুরূপ আল্লাহর বাণী: "যাতে তোমরা জানতে পার যে, আল্লাহ্ সবকিছুর উপর ক্ষমতাবান এবং জ্ঞানে আল্লাহ্ সবকিছুকে পরিবেষ্টন করে আছেন।" [সূরা আত-তালাক, আয়াত: ১২] তিনি আরো বলেন, "তাঁরই দিকে পবিত্র বাণীসমূহ উঠে যায় এবং সৎকাজ, তিনি তা করেন উন্নীত।" [সূরা ফাতির, আয়াত: ১০] তিনি আরো বলেন, "তোমরা কি এ থেকে নির্ভয় হয়েছ যে, যিনি আসমানে রয়েছেন তিনি তোমাদেরকে সহ যমীনকে ধ্বসিয়ে দিবেন, অতঃপর তা হঠাৎ করেই থর থর করে কাঁপতে থাকবে?" [সূরা আল-মুলক, আয়াত: ১৬], "অথবা তোমরা কি এ থেকে নির্ভয় হয়েছ যে, আসমানে যিনি রয়েছেন তিনি তোমাদের উপর কংকরবর্ষী ঝঞ্ঝা পাঠাবেন? তখন তোমরা জানতে পারবে কিরূপ ছিল আমার সতর্কবাণী!" [সূরা আল-মুলক, আয়াত: ১৭] তিনি আরো বলেন, "ফিরিশতা এবং রূহ আল্লাহর দিকে উর্ধ্বগামী হয়।" [সূরা আল-মা'আরিজ, আয়াত: ০৪] তিনি আরো বলেন, "তিনি আসমান থেকে যমীন পর্যন্ত সমুদয় বিষয় পরিচালনা করেন।" [সূরা আস-সাজদাহ, আয়াত: ০৫] তিনি আরও বলেন, "আর তিনিই আপন বান্দাদের উপর পূর্ণ নিয়ন্ত্রণকারী।" [সূরা আল-আন'আম, আয়াত: ১৮] তিনি আরো বলেন, "তারা ভয় করে তাদের উপরস্থ তাদের রবকে" [সূরা আন-নাহল, আয়াত: ৫০] তিনি আরও বলেন, "হে ঈসা! "নিশ্চয় আমি আপনাকে পরিগ্রহণ করব, আমার নিকট আপনাকে উঠিয়ে নিব।" [সূরা আলে ইমরান, আয়াত: ৫৫] তিনি আরো বলেন, "বরং আল্লাহ্ তাকে তাঁর নিকট তুলে নিয়েছেন।" [সূরা আন-নিসা, আয়াত: ১৫৮] ফির'আউন সম্পর্কে সংবাদ দিতে গিয়ে বলেন,

"ফির'আউন আরও বলল, 'হে হামান! আমার জন্য তুমি নির্মাণ কর এক সুউচ্চ প্রাসাদ যাতে আমি অবলম্বন পাই।" [সূরা গাফির, আয়াত: ৩৬]

মালেক রাহিমাহুল্লাহ সে ব্যক্তিকে বলেন, যে 'আরশের উপর উঠার ধরন জানতে চেয়েছিল? 'উপরে উঠা' অজানা জিনিস নয়, ধরণ বিবেকের যুক্তি দিয়ে নির্ধারণের বাইরে, এর ওপর ঈমান আনা ফরয, আর ধরণ সম্পর্কে প্রশ্ন করা বিদ'আত। মহান আল্লাহ বলেন, "এরপর তিনি 'আরশের উপর উঠেছেন। তিনি জানেন যা কিছু যমীনে প্রবেশ করে এবং যা কিছু তা থেকে বের হয়।" এ আয়াতের অর্থ, তাঁর জ্ঞান সবকিছুকে পরিবেষ্টন করে আছেন তারা যেখানেই থাকুক না কেন; কারণ আয়াতের শেষে বলা হয়েছে, "যাতে তোমরা জানতে পার যে, আল্লাহ্ সবকিছুর উপর ক্ষমতাবান এবং জ্ঞানে আল্লাহ্ সবকিছুকে পরিবেষ্টন করে আছেন।" আর আল্লাহর বাণী, "আর আসমানসমূহ ও যমীনে তিনিই আল্লাহ।" [সূরা আল-আন'আম, আয়াত: ০৩] এর অর্থ হচ্ছে, তিনি (আল্লাহ) আসমানসমূহ ও যমীনে উপাস্য। কারও কারও মতে, এর অর্থ হচ্ছে, তিনি একাই আসমান ও যমীনের পরিচালনা করেন। কেউ কেউ বলেন, এখানে আগ-পিছ রয়েছে, অর্থাৎ আর তিনিই আল্লাহ, তিনি আসমানসমূহ ও যমীনের প্রকাশ্য ও গোপন সবকিছু জানেন।

আল্লাহর বাণী: "আর তিনিই সত্য ইলাহ্ আসমানে এবং তিনিই সত্য ইলাহ্ যমীনে।" [সূরা আয-যুখরুফ, আয়াত: ৮৪] অর্থাৎ, নিশ্চয় তিনি আসমানবাসীদের ইলাহ, আর তিনি যমীনবাসীদের ইলাহ।

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার বাণী: "নিশ্চয় আল্লাহ্ তাদের সঙ্গে আছেন যারা তাক্ওয়া অবলম্বন করে এবং যারা মুহসিন।" [সূরা আন-নাহল, আয়াত: ১২৮] "আর নিশ্চয় আল্লাহ্ মুহসিনদের সঙ্গে আছেন।" [সূরা আল-'আনকাবূত, আয়াত: ৬৯] "আমি তো আপনাদের সংগে আছি, আমি শুনি ও আমি দেখি।" [সূরা ত্বা-হা, আয়াত: ৪৬] অর্থাৎ নিশ্চয় তিনি তাদের হেফাযত করেন, সাহায্য করেন, সহযোগিতা করেন, এই অর্থ নয় যে, তাঁর সত্তা তাদের সাথে মিশে আছেন। আল্লাহ তা'আলা এ ধরনের কথা থেকে সম্পূর্ণ পবিত্র। অনুরূপ আল্লাহর বাণী: "তিন ব্যক্তির মধ্যে এমন কোনো গোপন পরামর্শ হয় না যাতে চতুর্থজন হিসেবে তিনি থাকেন না।" [সূরা আল-মুজাদালাহ, আয়াত: ০৭] অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা তাদের সম্পর্কে জানেন, আরও জানেন তাদের যাবতীয় গোপন ভেদ ও পরামর্শ। কারণ এরপর আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, "আপনি কি লক্ষ্য করেন না যে, আসমানসমূহ ও যমীনে যা কিছু আছে আল্লাহ্ তা জানেন?" [সূরা আল-মুজাদালাহ, আয়াত: ০৭] আল্লাহর বাণী: "আর তিনি সবকিছু সম্পর্কে সম্যক অবগত।" [সূরা আল-মুজাদালাহ, আয়াত: ০৭] সুতরাং আল্লাহ তা'আলা আয়াতের শুরু করেছেন 'জানা' শব্দ দিয়ে আর শেষ করেছেন সে 'জানা' শব্দ দিয়ে, তাহলে পুরো আয়াতে যে সাথে থাকার কথা এসেছে তা দ্বারা কেবল আল্লাহ তা'আলার জ্ঞানে থাকা উদ্দেশ্য।"[৫৯৬]

তিনি তাঁর আরেক কবিতায় বলেন,

كَلَّمَ مُوسى عبدَهُ تكليمًا ... ولم يَزَلْ مُدَبِّرًا حَكِيمًا

كلامُهُ وقولُهُ قديمٌ ... وهو فوقَ عَرْشِهِ العَظِيمُ

والقولُ في كتابِهِ المُفَصَّلُ ... بأنَّهُ كلامُهُ المُنَزَّلُ

---

৫৯৬. আবু 'আমর আদ-দানী, আর-রিসালাতুল ওয়াফিয়াহ, পৃ. ১২৯-১৩২।

على رَسُولِهِ النَّبِيِّ الصَّادِقِ ...ليسَ بمخلوقٍ ولا بِخَالِقِ

"তিনি (আল্লাহ) তাঁর দাস মূসার সাথে কথা বলেছেন *** সর্বদা তিনি জগত পরিচালক ও প্রাজ্ঞই
"তাঁর (মূল গুণ) কথা ও বাণী প্রাচীনই, *** আর তিনি মহান, 'আরশের উপর,
"আর আল্লাহর কিতাবের ব্যাপারে অভিমত হচ্ছে *** সেটা আল্লাহর নাযিল করা বাণী,
"যা তিনি নাযিল করেছেন তাঁর সত্য নবীর ওপর *** যে বাণী সৃষ্টিও নয় আবার স্রষ্টাও নয়।"(৫৯৭)

আবু 'উসমান ইসমা'ঈল ইবন আবদুর রহমান আস-সাবুনী (৪৪৯ হিজরী)

ইমাম আবু 'উসমান ইসমা'ঈল ইবন 'আব্দুর রহমান আস-সাবূনী আন-নাইসাপূরী স্বীয় গ্রন্থ আর-রিসালাহ ফিস সুন্নাহতে বলেন,

ويعتقد أهل الحديث ويشهدون أن الله سبحانه وتعالى فوق سبع سماوات على عرشه، كما نطق به كتابه في قوله عز وجل في سورة يونس ﴿ إِنَّ رَبَّكُمُ ٱللَّهُ ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضَ فِى سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْشِ يُدَبِّرُ ٱلْأَمْرَ مَا مِن شَفِيعٍ إِلَّا مِنۢ بَعْدِ إِذْنِهِۦ﴾ [يونس: ٣] **وقوله في سورة الرعد :** ﴿ٱللَّهُ ٱلَّذِى رَفَعَ ٱلسَّمَٰوَٰتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْشِ﴾ [الرعد: ٢] **وقوله في سورة الفرقان:** ﴿ ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِى سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْشِ ٱلرَّحْمَٰنُ فَسْـَٔلْ بِهِۦ خَبِيرًا ﴿٥٩﴾ ﴾ [الفرقان: ٥٩] **وقوله في سورة السجدة** ﴿ٱللَّهُ ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِى سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْشِ﴾ [السجدة: ٤]

"আহলুল হাদীসগণ আকীদাহ পোষণ করেন ও সাক্ষ্য দেন যে, আল্লাহ তাঁর আসমানসমূহের ঊর্ধ্বে তাঁর 'আরশের উপরে। যেমনটি মহান আল্লাহ তার কিতাবে সূরা ইউনুসে বলেন, "তোমাদের রব তো আল্লাহ্, যিনি আসমানসমূহ ও যমীন ছয়দিনে সৃষ্টি করেছেন, তারপর তিনি 'আরশের উপর উঠলেন। তিনি সব বিষয় পরিচালনা করেন। তাঁর অনুমতি লাভ না করে সুপারিশ করার কেউ নেই।" [সূরা ইউনুস, আয়াত: ০৩]। আর সূরা আর-রা'দে বলেন, "আল্লাহ্, যিনি আসমানসমূহ উপরে স্থাপন করেছেন খুঁটি ছাড়া, তোমরা তা দেখছ। তারপর তিনি 'আরশের উপর উঠেছেন।" [সূরা আর-রা'দ, আয়াত: ০২] আর সূরা আল-ফুরকানে বলেন, "তিনি আসমানসমূহ, যমীন ও এ দু'য়ের মধ্যবর্তী সবকিছু ছয় দিনে সৃষ্টি করেন; তারপর তিনি 'আরশের উপর উঠলেন। তিনিই 'রহমান', সুতরাং তাঁর সম্বন্ধে যে অবহিত তাকে জিজ্ঞেস করে দেখুন।" [সূরা আল-ফুরকান, আয়াত: ৫৯] আর সূরা সাজদায় বলেন, "আল্লাহ, যিনি আসমানসমূহ, যমীন ও এ দু'য়ের অন্তর্বর্তী সবকিছু সৃষ্টি করেছেন ছয় দিনে। তারপর তিনি 'আরশের উপর উঠেছেন।" [সূরা আস-সাজদাহ, আয়াত: ০৪](৫৯৮)

অন্যত্র তিনি বলেন,

«وَيشْهد أَن الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى مستو على عَرْشه اسْتَوَى عَلَيْهِ كَمَا بَينه فِي كِتَابه فِي قَوْله تَعَالَى ﴿إِن ربكُم الله الَّذِي خلق

৫৯৭. আবু 'আমর আদ-দানী, আল-উরজূযাতুল মুনাব্বিহাহ, পৃ. ১৮০।

৫৯৮. আস-সাবূনী, আকীদাতুস সালাফ, ১৮৮; যাহাবী, আল-আরশ, (২/৪৪৮-৪৪৯) অনুবাদ: আব্দুল্লাহ মাহমুদ।

السَّمَاوَات وَالْأَرْض فِي سِتَّة أَيَّام ثمَّ اسْتَوَى على الْعَرْش﴾ وَقَوله ﴿اسْتَوَى على الْعَرْش الرَّحْمَن فاسأل بِهِ خَبِيرًا﴾ فِي آيَات أخر وَالرَّسُول صلى الله عَلَيْهِ وَسلم تَسْلِيمًا ذكره فِيمَا نقل عَنهُ من غير أَن يكيف استواءه عَلَيْهِ أَو يجعله لفعله وفهمه أَو وهمه سَبِيلا إِلَى إِثْبَات كيفيته إِذْ الْكَيْفِيَّة عَن صِفَات رَبنَا منفية

قَالَ إِمَام الْمُسلمين فِي عصره أَبُو عبد الله مَالك بن أنس رَضِي الله عَنهُ فِي جَوَاب من سَأَلَهُ عَن كَيْفيَّة الاسْتوَاء، الاسْتوَاء مَعْلُوم والكيف مَجْهُول وَالْإِيمَان بِهِ وَاجِب، وَالسُّؤَال عَنهُ بِدعَة وأظنك زنديقا أخرجوهُ من الْمَسْجِد»

"আর তিনি সাক্ষ্য দিচ্ছেন যে, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা তাঁর 'আরশের উপর উঠেছেন, তিনি 'আরশের উপর উঠেছেন যেমনটি তিনি তাঁর কিতাবে বর্ণনা করেছেন, তাঁর বাণীতে "নিশ্চয় তোমাদের রব আল্লাহ্ যিনি আসমানসমূহ ও যমীন ছয়দিনে সৃষ্টি করেছেন; তারপর তিনি 'আরশের উপর উঠেছেন।" [সূরা আল-আ'রাফ, আয়াত: ৫৪] অনুরূপ তাঁর অপর বাণীতে "তিনি 'আরশের উপর উঠলেন। তিনিই 'রহমান', সুতরাং তাঁর সম্বন্ধে যে অবহিত তাকে জিজ্ঞেস করে দেখুন।" [সূরা আল-ফুরকান, আয়াত: ৫৯] তাছাড়া আরও বেশ কিছু আয়াতে। আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামও সেটা বর্ণনা করেছেন তাঁর থেকে আগত বাণীতে, তবে তাঁর 'আরশের উপরে উঠার ধরন নির্ধারণ করা ব্যতীতই অথবা আল্লাহর 'আরশের উপর উঠাকে কোনো কাজ কিংবা বুঝ কিংবা ধারণা দিয়ে ধরন ছাড়াই। কারণ, আমাদের রবের গুণসমূহের ধরন নির্ধারণ নিষিদ্ধ। তৎকালীন মুসলিমগণের ইমাম আবু আবদুল্লাহ মালিক ইবন আনাস রাদিয়াল্লাহু 'আনহু, যে ব্যক্তি তাকে 'আল্লাহ তা'আলা কর্তৃক তার 'আরশের উপরে উঠার ধরণ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছিল, তার জবাবে বলেছিলেন, 'ইস্তেওয়া' শব্দটির অর্থ জানা, ধরণ অজানা, এর (শব্দ ও অর্থের) ওপর ঈমান আনা ফরয, এটার ধরন সম্পর্কে প্রশ্ন করা বিদ'আত, আর তোমাকে তো মনে হচ্ছে যিন্দীক (কুফর লালনকারী), তাকে তোমরা মসজিদ থেকে বের করে দাও।"(৫৯৯)

আবুল ফাতহ সুলাইম ইবন আইউব আর-রাযী (৪৪৭ হিজরী)

শাইখ আবু হামিদ ইসফারায়ীনীর ছাত্র ইমাম ফকীহ আবুল ফাতহ সুলাইম ইবন আইউব আর-রাযী স্বীয় তাফসীরুল কুরআনে বলেন,

فِي قوله الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى: «قال أبو عبيدة: علا، وقال غيره استقر».

وقال فِي قوله خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ: «عن قتادة قال: اليوم السابع».

وقال فِي قوله أَأَمِنتُم مَّن فِي السَّمَاءِ: «أي ربكم الذي فِي السماء إن عصيتموه أن يخسف بكم الأرض». و مثل هذا القول فِي باقي الآيات الدالة على أن الله فوق العرش

"পরম করুণাময় 'আরশের উপর উঠেছেন।" আবু উবাইদাহ বলেন, অর্থাৎ উপরে উঠেছেন। অন্যরা বলেছেন, অবস্থান নিয়েছেন। আর আল্লাহর বাণী- "তিনি ছয়দিনে আসমানসমূহ ও

৫৯৯. অসিয়্যাতুল ইমাম আস-সাবূনী, পৃ. ১০; ত্বাবাকাতুশ শাফি'য়ীইয়্যাতুল কুবরা (৪/২৮৭)।

যমীন সৃষ্টি করেছেন, তারপর তিনি 'আরশের উপর উঠেছেন।" -এর ব্যাখ্যায় বলেন, ক্বাতাদাহ থেকে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেন, সপ্তম দিন। আর আল্লাহর বাণী: "তোমরা কি এ থেকে নির্ভয় হয়েছ যে, যিনি আসমানে আছেন।" -এর ব্যাখ্যায় বলেন, তোমরা আসমানের উপরের রবের নাফরমানী করলে তিনি তোমাদেরসহ যমীনকে ধসিয়ে দিবেন। যেসব আয়াত প্রমাণ করে যে, আল্লাহ 'আরশের উপরে সেসব আয়াতের তিনি এরূপ ব্যাখ্যা করেন।[৬০০]

হাফিয আবু বকর ইবন হুসাইন আল-বাইহাক্বী (৪৫৮ হিজরী)

আস-সুনানুল কাবীর ও অন্যান্য গ্রন্থকার ইমাম আবু বকর ইবন হুসাইন আল-বাইহাক্বী রাহিমাহুল্লাহ আল্লাহর গুণাবলির ক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট কোনো মানহাজের ওপর ছিলেন না।

যেসব স্থানে তিনি সালাফদের মতের উপর ছিলেন:

কখনও কখনও তিনি সালফে সালেহীনের মানহাজের উপর চলেছেন। যেমন,

* তিনি আল্লাহর গুণাবলিকে দু'ভাগে ভাগ করেছেন। ১) যাতিয়্যা বা সত্তাগত গুণ ও ২) ফি'লিয়্যাহ বা কর্মগত গুণ। তারপর প্রত্যেকটিকে দু'ভাগে ভাগ করেছেন।

সুতরাং সত্তাগত গুণকে দুই ভাগে ভাগ করেছেন: ১) যাতিয়্যাহ আকলিয়্যাহ, বা বিবেকগ্রাহ্য সত্তাগত গুণ যেমন জীবন, ক্ষমতা, জ্ঞান, ইচ্ছা, শোনা, দেখা, কথা বলা ইত্যাদি, ২) যাতিয়্যাহ খবরিয়্যাহ, বা সংবাদ (কুরআন ও সুন্নাহ) এর মাধ্যমে প্রাপ্ত সত্তাগত গুণ, যেমন চেহারা, দু' হাত, চোখ গুণ।

আবার কর্মগত গুণকে দু'ভাগে ভাগ করেছেন, ১) ফি'লিয়্যাহ আকলিয়্যাহ বা বিবেকগ্রাহ্য কর্মগত গুণ যেমন সৃষ্টি করা, রিযিক দেয়া, জীবিত করা, মৃত্যু দেয়া, ক্ষমা করা, শাস্তি প্রদান করা ইত্যাদি, ২) ফি'লিয়্যাহ খবরিয়্যাহ বা সংবাদ (কুরআন ও সুন্নাহ) এর মাধ্যমে প্রাপ্ত কর্মগত গুণ, যেমন ইস্তেওয়া 'আলাল 'আরশ, আগমন করা, আসা, অবতীর্ণ হওয়া ইত্যাদি।[৬০১] বস্তুত সিফাতের এ ভাগটিতে তিনি সালাফে সালেহীনের পূর্ণ অনুসরণ করেছেন।

* তিনি যাবতীয় যাতিয়্যাহ 'আকলিয়্যাহ গুণ ও ফি'লিয়্যাহ 'আকলিয়্যাহ সাব্যস্ত করেছেন। এ সাব্যস্ত করার ক্ষেত্রে তিনি কুরআন ও হাদীস দিয়েই সেগুলোকে সাব্যস্ত করেছেন। শুধু বিবেকের ওপর নির্ভর করেননি। বস্তুত এখানেও তিনি সালাফে সালেহীনের নীতির পূর্ণ অনুসরণ করেছেন।

যেসব স্থানে তিনি সালাফে সালেহীনের মানহাজে থাকতে পারেননি:

উপরে বর্ণিত দু'টি স্থান ব্যতীত অন্য কোথাও তিনি সালাফে সালেহীনের পথে চলতে পারেননি। আল্লাহর সিফাতের বাকী দু'টি স্থান অর্থাৎ যাতিয়্যাহ খবরিয়্যাহ ও ফি'লিয়্যাহ খবরিয়্যার ক্ষেত্রে তিনি সালাফে সালেহীনের সঠিক পথ থেকে বিচ্যুত হয়েছেন।

* তন্মধ্যে যাতিয়্যাহ খবরিয়্যাহ'র ক্ষেত্রে তিনি কোনো নির্দিষ্ট নিয়মে চলতে পারেননি। সেজন্য দেখবেন তিনি দু'হাত, চেহারা, চক্ষু গুণসমূহ যথার্থভাবে সাব্যস্ত করেছেন। কিন্তু বাকী সত্তাগত

---

৬০০. যাহাবী, আল-আরশ, (২/৪৪৯-৪৫১) অনুবাদ: আব্দুল্লাহ মাহমুদ; যাহাবী, আল-'উলু, পৃ. ১৮০।

৬০১. আল-আসমা ওয়াস সিফাত, পৃ. ১১০।

কুরআন ও হাদীস থেকে প্রাপ্ত গুণ যেমন, আঙ্গুল, ডান হাত সাব্যস্ত না করে সেগুলোর জন্য দু'টি পদ্ধতি অবলম্বন করেছেন। এ গুণাবলিতে তিনি তা'ওয়ীল নামের দূরবর্তী অর্থের আশ্রয় নিয়েছেন।

* আর ফি'লিয়্যাহ খবরিয়্যাহ তথা আল্লাহর 'আরশের উপর উঠা, হাশরের মাঠে আসা, শেষ রাত্রিতে নিকটতম আসমানে নেমে আসা ইত্যাদি গুণগুলোর ক্ষেত্রে তিনি তাফওয়ীদ্ব নীতিকে প্রাধান্য দিয়েছেন। সুতরাং তার মতে এগুলোর অর্থ করা যাবে না। তিনি মনে করতেন এটিই বুঝি সালাফদের মত। সালাফদের মত যে অর্থ সাব্যস্ত করা, ধরন নির্ধারণ না করা, এটা তাঁর কাছে স্পষ্ট ছিল না।

আল্লাহ তা'আলা কর্তৃক তাঁর 'আরশের উপর উঠার ব্যাপারে বাইহাক্বীর মত:

'ইস্তেওয়া আলাল 'আরশ' এর ব্যাপারে বাইহাক্বী রাহিমাহুল্লাহ 'তাফওয়ীদ্ব' নামক অজ্ঞতার নীতি অবলম্বন করলেও আমরা দেখি যে, তিনি এ ব্যাপারে প্রচণ্ড অস্পষ্টতার মধ্যেও ছিলেন। এর মূল কারণ হচ্ছে, তিনি তাঁর সমকালীন কালামপন্থী উস্তাদদের দ্বারা বেশি প্রভাবিত ছিলেন, তারপরও তিনি সালাফদের কথা বর্ণনা করতেন। কিন্তু সেগুলো গ্রহণ করতেন না। গ্রহণ না করলেও তিনি সেগুলোর অর্থ সালাফ যা করেছেন সেটা বর্ণনা করতেন। আর তিনি জাহমিয়্যাদের আকীদাহ 'আল্লাহ সর্বত্র বিরাজমান' এটাকে সম্পূর্ণভাবে খণ্ডন করেছেন। কিন্তু তিনি যেহেতু আশ'আরী উস্তাদ ইবন ফুওরাক এর কালামশাস্ত্র দ্বারা প্রভাবিত ছিলেন আর তৎকালীন কালামশাস্ত্রীয় আলেমগণের শিক্ষার প্রভাবে সালাফে সালেহীনের পদ্ধতি তার কাছে স্পষ্ট হতে পারেনি। ফলে তিনি স্পষ্টভাবে আল্লাহ তা'আলার 'আরশের উপর উঠার গুণটি গ্রহণ করেননি। তবে তিনি তাঁর দু'টি কিতাব, আল-আসমা ওয়াস সিফাত ও আল-ই'তিক্বাদ উভয়টিতেই সালাফে সালেহীন যে 'ইস্তেওয়া' শব্দের অর্থ করতেন তা বর্ণনা করেছেন। আর কথায় বলে, বিপক্ষের মুখ দিয়ে যে সত্য বের হয়ে পড়ে তা রুখার শক্তি নেই। তাই আমরা এখানে 'ইস্তেওয়া আলাল 'আরশ' এর ব্যাপারে তার বক্তব্য উপস্থাপন করবো:

তিনি তার 'আল-ই'তিকাদ' গ্রন্থে বলেন,

في باب القول في الاستواء

قال الله تعالى: الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى ، ... وقال: ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ وقال: وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ ، وقال: يَخَافُونَ رَبَّهُم مِنْ فَوْقِهِم، وقال: إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ، وقال: أَأَمِنتُم مَّن فِي السَّمَاء، وأراد من فوق السماء، كما قال وَلأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ بمعنى على جذوع النخل، وقال: فَسِيحُواْ فِي الأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ بمعنى على الأرض وكل ما علا فهو سماء، والعرش على السموات، فمعنى الآية أأمنتم من على العرش، كما صرح به في سائر الآيات.... وفيما كتبنا من الآيات دلالة على إبطال قول من زعم من الجهمية أن الله بذاته في كل مكان.

وقوله وَهُوَ مَعَكُم أَيْنَمَا كُنتُم إنما أراد به: بعلمه لا بذاته

অধ্যায়: ইস্তিওয়া- বা উপরে উঠার ব্যাপারে আলোচনা:

আল্লাহ বলেন, "পরম করুণাময় 'আরশের উপর উঠেছেন।" আরও বলেন, "তারপর তিনি

'আরশের উপর উঠেছেন"। আরও বলেন, "আর তিনিই তাঁর বান্দাদের ওপর পূর্ণ নিয়ন্ত্রক।" আরও বলেন, "তারা তাদের উপরস্থ রবকে ভয় করে।" আরও বলেন, "তাঁরই পানে উত্থিত হয় ভালো কথা" আরও বলেন, "তোমরা কি এ থেকে নির্ভয় যে, যিনি আসমানে আছেন।" অর্থাৎ যিনি আসমানের উপরে। যেমন, আল্লাহ বলেন- "ফির'আউন বললো, আমি তোমাদেরকে খেজুর গাছের কাণ্ডে শূলিবিদ্ধ করবই।" অর্থাৎ খেজুর গাছের শাখার উপরে। অনুরূপ আল্লাহর বাণী: "সুতরাং তোমরা যমীনে বিচরণ করো চার মাস।" অর্থাৎ যমীনের উপর। বস্তুত উর্ধ্বে যা কিছু সবই আসমান। আর 'আরশ আসমানসমূহের উপরে। অতএব, আয়াতের অর্থ- তোমরা কি নিরাপদ হয়ে গেছ যিনি 'আরশের উপরে আছেন তাঁর থেকে? যেমনটি অন্যান্য সকল আয়াতে স্পষ্টভাবে আল্লাহ বলেছেন।

আমরা যেসব আয়াত উল্লেখ করলাম তা প্রমাণ করে যে, জাহমিয়্যাদের মধ্যে যারা মনে করে আল্লাহ তা'আলা সত্তাগতভাবে সর্বত্র বিরাজমান- তাদের সে ধারণা বাতিল। আল্লাহর বাণী- ﴿وَهُوَ مَعَكُمۡ أَيۡنَ مَا كُنتُمۡ﴾ "তোমরা যেখানেই থাকো তিনি তোমাদের সঙ্গে" আল্লাহ বুঝতে চেয়েছেন তাঁর ইলমের দ্বারা- সঙ্গে, তাঁর সত্তার দ্বারা নয়।[৬০২]

অনুরূপভাবে তিনি 'ইস্তেওয়া' শব্দটির অর্থ সালাফে সালেহীন যা করেছেন, তা উল্লেখ করেছেন, যেমন তিনি বলেন,

وَذَهَبَ أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مَهْدِيٍّ الطَّبَرِيُّ فِي آخَرِينَ مِنْ أَهْلِ النَّظَرِ إِلَى أَنَّ اللهَ تَعَالَى فِي السَّمَاءِ فَوْقَ كُلِّ شَيْءٍ مُسْتَوٍ عَلَى عَرْشِهِ بِمَعْنَى أَنَّهُ عَالٍ عَلَيْهِ، وَمَعْنَى الِاسْتِوَاءِ: الِاعْتِلَاءُ، كَمَا يَقُولُ: اسْتَوَيْتُ عَلَى ظَهْرِ الدَّابَّةِ، وَاسْتَوَيْتُ عَلَى السَّطْحِ. بِمَعْنَى عَلَوْتُهُ، وَاسْتَوَتِ الشَّمْسُ عَلَى رَأْسِي، وَاسْتَوَى الطَّيْرُ عَلَى قِمَّةِ رَأْسِي، بِمَعْنَى عَلَا فِي الْجَوِّ، فَوُجِدَ فَوْقَ رَأْسِي.

"আবুল হাসান আলী ইবন মুহাম্মাদ ইবন মাহদী আত-ত্বাবারী অন্যান্য চিন্তাবিদদের সাথে এ মত পোষণ করেন যে, আল্লাহ তা'আলা আসমানের উপরে, সবকিছুর উপরে, তাঁর 'আরশের উপরে ইস্তেওয়া করেছেন, অর্থাৎ সেটার উপরে উঠেছেন। আর ইস্তেওয়া এর অর্থ হচ্ছে, উপরে উঠা। যেমন তুমি বল, 'ইস্তাওয়াইতু 'আলা যাহরিদ দাব্বাতি' (আমি বাহনের পিঠে উঠলাম) আরও বল, 'ইস্তাওয়াইতু আলাস সাত্বহি' এর অর্থ, (ছাদ) এর উপরে উঠলাম। আরও বল, সূর্য আমার মাথার উপর ইস্তেওয়া করেছে, পাখি আমার মাথার ঠিক উপরে ইস্তেওয়া করেছে, অর্থাৎ আকাশের খালি স্থানের উপরে উঠেছে, ফলে সেটা আমার মাথার উপর পাওয়া গেল।"[৬০৩]

তিনি আরও বর্ণনা করেন,

وَقَدْ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: «ثُمَّ اسْتَوَى صَعَدَ»

"ইবন 'আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহুমা বলেন, 'সুম্মাস্তাওয়া' এর অর্থ, উপরে উঠলেন।"[৬০৪]

---

৬০২. বাইহাকী, আল-ই'তিক্বাদ ১১২-১১৪; অনুরূপ দেখুন, যাহাবী, আল-'উলু, পৃ. ১৮৪-১৮৫; আল-'আরশ (২/৪৫২-৪৫৪) অনুবাদ: আব্দুল্লাহ মাহমুদ; ইবন আবদুল হাদী, আল-কালাম আলা মাসআলাতিল ইস্তেওয়া 'আলাল 'আরশ, পৃ. ৮৩।

৬০৩. আল-আসমা ওয়াস সিফাত (২/৩০৭)।

৬০৪. আল-আসমা ওয়াস সিফাত (২/৩০৭)।

তিনি আরও বর্ণনা করেন,

وَيُذْكَرُ عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ فِي هَذِهِ الْآيَةِ أَنَّهُ قَالَ: « اسْتَوَى يَعْنِي: ارْتَفَعَ ».

"বর্ণিত আছে যে, আবুল আলীয়া রাহিমাহুল্লাহ এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলতেন, 'ইস্তাওয়া' এর অর্থ উপরে উঠা।"(৬০৫)

আরও বলেন,

عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا فِي قَوْلِهِ: ﴿ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ﴾ [الأعراف: ٥٤] يَقُولُ: اسْتَقَرَّ عَلَى الْعَرْشِ.

"আবু সালেহ রাহিমাহুল্লাহ ইবন 'আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহুমা থেকে 'সুম্মাস্তাওয়া আলাল 'আরশ' [সূরা আল-আ'রাফ, আয়াত: ৫৪] এ ব্যাখ্যায় বর্ণনা করেন, বলেন, তিনি 'আরশের উপর অবস্থান করলেন"।(৬০৬)

যদিও বাইহাক্বী রাহিমাহুল্লাহ এসব বর্ণনাকে গ্রহণ করেননি। এ ব্যাপারে বিভিন্ন অজুহাত তিনি পেশ করেছেন। বরং অপরাপর অর্থ যা বর্ণিত হয়েছে সেটাই গ্রহণ করেছেন। কিন্তু এসব কিন্তু প্রমাণ করে যে, সালাফে সালেহীন তাফওয়ীদ্ব (অর্থ না জানার নীতি অবলম্বন) করতেন না। তাফওয়ীদ্ব করলে তারা অর্থ বর্ণনা করতেন না।

অবশ্য মাঝে মধ্যে তার বক্তব্য থেকে বুঝা যায়, তিনি আল্লাহর জন্য 'আরশের উপর উঠা' এ গুণটি সাব্যস্ত না করলেও, আল্লাহ তা'আলা যে 'আরশের উপর রয়েছেন, সেটা সাব্যস্ত করেছেন, যেমন তিনি তার সর্বশেষ গ্রন্থ ই'তিক্বাদ এ বলেন,

بَابُ الْقَوْلِ فِي الِاسْتِوَاءِ قَالَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: ﴿الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى﴾ [طه: ٥] ، وَالْعَرْشُ هُوَ السَّرِيرُ الْمَشْهُورُ فِيمَا بَيْنَ الْعُقَلَاءِ، قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ﴾ [هود: ٧] ، وَقَالَ: ﴿وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ﴾ [التوبة: ١٢٩]، وَقَالَ: ﴿ذُو الْعَرْشِ الْمَجِيدُ﴾ [البروج: ١٥] ، وَقَالَ: ﴿وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِّينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ﴾ [الزمر: ٧٥] ، وَقَالَ: ﴿الَّذِينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ﴾ [غافر: ٧] الْآيَةَ، وَقَالَ: ﴿وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ﴾ [الحاقة: ١٧] ، وَقَالَ: ﴿إِنَّ رَبَّكُمُ اللهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ﴾ [الأعراف: ٥٤] ، وَقَالَ: ﴿اللهُ الَّذِي رَفَعَ السَّمَاوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ﴾ [الرعد: ٢] ، وَقَالَ: ﴿ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ﴾ [الأعراف: ٥٤] ، وَقَالَ: ﴿وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ﴾ [الأنعام: ١٨] ، وَقَالَ: ﴿يَخَافُونَ رَبَّهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ﴾ [النحل: ٥٠] ، وَقَالَ: ﴿إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ﴾ [فاطر: ١٠] ، إِلَى سَائِرِ مَا وَرَدَ فِي هَذَا الْمَعْنَى، وَقَالَ: ﴿أَأَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ﴾ [الملك: ١٦] ، وَأَرَادَ مَنْ فَوْقَ السَّمَاءِ، كَمَا قَالَ: ﴿وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ﴾ [طه: ٧١] ، يَعْنِي عَلَى جُذُوعِ النَّخْلِ، وَقَالَ: ﴿فَسِيحُوا

৬০৫. আল-আসমা ওয়াস সিফাত (২/৩১১)।

৬০৬. আল-আসমা ওয়াস সিফাত (২/৩১১)।

فِي الْأَرْضِ﴾ [التوبة: ٢]، يَعْنِي عَلَى الْأَرْضِ، وَكُلُّ مَا عَلَا فَهُوَ سَمَاءٌ، وَالْعَرْشُ أَعْلَى السَّمَاوَاتِ، فَمَعْنَى الْآيَةِ وَاللهُ أَعْلَمُ: أَأَمِنْتُمْ مَنْ عَلَى الْعَرْشِ، كَمَا صَرَّحَ بِهِ فِي سَائِرِ الْآيَاتِ.

"অধ্যায়, আল্লাহ তা'আলার 'ইস্তেওয়া' সংক্রান্ত আলোচনা। মহান আল্লাহ বলেন, "রহমান 'আরশের উপর উঠেছেন। [সূরা ত্বা-হা, আয়াত: ০৫] আর 'আরশ হচ্ছে, খাট, এ অর্থটি বিবেকবানদের কাছে বিখ্যাত। মহান আল্লাহ বলেন, "আর তিনি মহা 'আরশের রব" [সূরা আত-তাওবাহ, আয়াত: ১২৯], আরও বলেন, "তিনি 'আরশের মালিক মহা সম্মানিত" [সূরা আল-বুরূজ, আয়াত: ১৫], আরও বলেন, "আপনি দেখতে পাবেন ফিরিশতাদেরকে তারা ঘিরে আছে 'আরশের চারপাশ থেকে" [সূরা আয-যুমার, আয়াত: ৭৫], আরও বলেন, "যারা 'আরশ বহন করে এবং যারা 'আরশের চারপাশে রয়েছে তারা সবাই তাদের রবের সপ্রশংসা তাসবীহ পাঠ করে" [সূরা গাফির, আয়াত: ০৭], আরও বলেন, "আর সেদিন আপনার রবের 'আরশ বহন করে তাদের উপর আটজন" [সূরা আল-হাক্কাহ, আয়াত: ১৭] আরও বলেন, "নিশ্চয় তোমাদের রব তো আল্লাহ, যিনি আসমান ও যমীন সৃষ্টি করেছেন ছয় দিনে, তারপর তিনি 'আরশের উপর উঠেছেন" [সূরা আল-আ'রাফ, আয়াত: ৫৪] আরও বলেন, "আল্লাহ, তিনি তো সে সত্তা যিনি উপরে উঠিয়েছেন আসমানসমূহকে কোনো খুঁটি ব্যতীত যা তোমরা দেখতে পাও, তারপর তিনি 'আরশের উপর উঠেছেন" [সূরা আর-রা'দ, আয়াত: ০২] আরও বলেন, "তারপর তিনি 'আরশের উপর উঠেছেন" [সূরা আল-আ'রাফ, আয়াত: ৫৪] আরও বলেন, "তিনি তাঁর বান্দাদের উপরে থাকা দাপুটে রব" [সূরা আল-আন'আম, আয়াত: ১৮] আরও বলেন, "তারা (ফিরিশতারা) তাদের রব্বকে উপর থেকে ভয় করে, আর তাদেরকে যা আদেশ করা হয় তা তারা প্রতিপালন করে" [সূরা আন-নাহল, আয়াত: ৫০] আরও বলেন, "উত্তম বাক্যসমূহ তাঁর দিকেই উত্থিত হয়।" [সূরা ফাত্বির, আয়াত: ১০]

অনুরূপ এ অর্থে যেসব বর্ণনা এসেছে, আল্লাহ তা'আলা আরও বলেন, "যিনি আসমানের উপরে আছেন, তাঁর ব্যাপারে কি তোমরা ভয়হীন হয়ে গেছো?" [সূরা আল-মুলক, আয়াত: ১৬] এখানে 'ফিস সামায়ি' বলে উদ্দেশ্য, আসমানের ভিতরে নয়, বরং আসমানের উপরে। যেমনটি আল্লাহ তা'আলা অন্যত্র বলেছেন, (ফির'আউন বলেছিল) "অবশ্যই আমি তোমাদেরকে খেজুর গাছের কাণ্ডে শূলিতে চড়াব" [সূরা ত্বা-হা, আয়াত: ৭১] অর্থাৎ খেজুর গাছের কাণ্ডের উপর। অন্যত্র আরও বলেন, "সুতরাং তোমরা যমীনে পরিভ্রমণ কর" অর্থাৎ যমীনের উপর; কারণ, যা তোমার উপরে থাকবে তা-ই আসমান। আর 'আরশ হচ্ছে সকল আসমানের উঁচু। সুতরাং আয়াতের অর্থ, আল্লাহই ভালো জানেন, তোমরা কি নির্ভয় হয়ে গেছে তাঁর থেকে, যিনি 'আরশের উপর রয়েছেন? যেমনটি অপর সকল আয়াতে স্পষ্টভাবে বর্ণিত হয়েছে।"(৬০৭)

ইমাম আবু 'আমর উসমান আস-সাহরাযুরী আল-ফকীহ (বাইহাকীর সাথী)

ইমাম হাফেয ফকীহ মুহাদ্দিস আবু 'আমর উসমান ইবন আবুল হাসান ইবনুল হুসাইন আশ-শাহরাযূরী আশ-শাফে'য়ী 'উসুলুদ্দীন' নামে একটি গ্রন্থ লিখেন, তার শুরুতে তিনি বলেন,

فصل: ومن صفاته تبارك وتعالى فوقيته واستواؤه على عرشه بذاته، كما وصف نفسه في كتابه، وعلى لسان رسوله

৬০৭. আল-ই'তিক্বাদ, পৃ. ১১২-১১৩।

صلى الله عليه وآله وسلم بلا كيف، بدليل قوله تعالى: ﴿الرَّحْمَٰنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَىٰ﴾ [طه: ٥]، وقوله: ﴿ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ الرَّحْمَٰنُ﴾ [الفرقان: ٥٩]، وقوله في خمسة مواضع أخر: ﴿ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ﴾، وقوله تعالى في قصة عيسى عليه السلام: ﴿وَرَافِعُكَ إِلَيَّ﴾ [آل عمران: ٥٥]، وساق آيات العلو - ثم قال: - «وعلماء الأمة وأعيان الأئمة من السلف لم يختلفوا في أن الله سبحانه مستوٍ على عرشه، وعرشه فوق سبع سماوات» - ثم ذكر كلام عبد الله بن المبارك -: «نعرف ربنا بأنه فوق سبع سماواته؛ على عرشه بائن من خلقه» - وساق قول ابن خزيمة: «ومن لم يقر بأن الله تعالى على عرشه؛ قد استوى فوق سبع سماواته فهو كافر».

"অধ্যায়: আর মহান আল্লাহর গুণসমূহের মধ্যে অন্যতম গুণ হচ্ছে, সত্তাগতভাবে তাঁর উপরে থাকা এবং 'আরশের উপর উঠা, যেমনটি তিনি তাঁর কিতাবে নিজেকে গুণান্বিত করেছেন, আর তাঁর নবী আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের যবানীতে সাব্যস্ত করেছেন, তবে সেটা কোনো প্রকার ধরণ নির্ধারণ ব্যতীতই। এর প্রমাণ হচ্ছে, আল্লাহর বাণী, "রহমান 'আরশের উপর উঠেছেন। [সূরা ত্বা-হা, আয়াত: ০৫] অনুরূপ আল্লাহর বাণী "এরপর তিনি 'আরশের উপর উঠেছেন, তিনি রহমান।" [সূরা আল-ফুরক্বান, আয়াত: ৫৯] অনুরূপ আরও পাঁচ জায়গায় এসেছে, "তারপর তিনি 'আরশের উপর উঠেছেন"। অনুরূপ আল্লাহর বাণী, ঈসা 'আলাইহিস সালামের ব্যাপারে, "আপনাকে আমরা উপরে তুলে নিব।" [সূরা আলে ইমরান, আয়াত: ৫৯] তারপর তিনি আল্লাহর 'উলূ বা উপরে থাকা সংক্রান্ত আয়াতগুলো নিয়ে আসেন। তারপর বলেন, "আর উম্মাতের আলেমগণ, সালাফে সালেহীনের বিখ্যাতজনেরা কেউই এ ব্যাপারে মতভেদ করেনি যে, "আল্লাহ তা'আলা তাঁর 'আরশের উপর উঠেছেন।" তারপর তিনি আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারকের বক্তব্য নিয়ে আসেন, যাতে তিনি বলেছেন, "আমরা চিনতে পারি আমাদের রব্বকে যে তিনি সাত আসমানের উপরে, তাঁর 'আরশের উপরে, সৃষ্টিকুল থেকে আলাদা।" তারপর তিনি ইমাম ইবন খুযাইমাহ'র সে ঐতিহাসিক উক্তি বর্ণনা করেন, যাতে তিনি বলেছেন, "যে ব্যক্তি স্বীকার করবে না যে, আল্লাহ তাঁর 'আরশের উপর; সাত আসমানের উপরে উঠেছেন সে কাফির।"[৬০৮]

ইমাম আবু 'উমার ইবন আবদুল বার (৪৬৩ হিজরী)

আল-ইস্তিআব, আল-ইস্তেযকার, আত-তামহীদ, বায়ানু জামে'উল ইলমি ওয়া ফাদ্বলিহী ও অন্যান্য চমৎকার গ্রন্থ প্রণেতা ইমাম, মাগরিবের হাফিয আবু 'উমার ইবন আবদুল বার, মালিকী মাযহাবের ইমাম এবং হাফিযদের অন্যতম। তিনি 'ইস্তেওয়া' এর অভিধানিক অর্থ সম্পর্কে বলেন, هو العلو والارتفاع على الشيء والاستقرار والتمكن فيه "তা হচ্ছে, উপরে উঠা, কোনো কিছুর উপরে উঠা, কোনো কিছুর উপরে থাকা ও সেখানে অবস্থান করা"।[৬০৯]

তিনি আল্লাহর 'আরশের উপর উঠার আকীদাহ সাব্যস্ত করতেন। তার প্রমাণ হচ্ছে তাঁর নিম্নোক্ত বাণী,

৬০৮. ইবনুল কাইয়্যেম, ইজতিমাউল জুয়ূশ, পৃ. ১০৯; আবু ইসমাঈল আস-সাবূনী, ই'তিকাদু আহলিস সুন্নাতি ওয়া আসহাবিল হাদীস ওয়াল আয়িম্মাহ, পৃ. ১৪-২৩।

৬০৯. আত-তামহীদ (৭/১৩১)।

«وَالَّذِي عَلَيْهِ جَمَاعَةُ أَهْلِ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةُ أَنَّهُ لَمْ يَزَلْ بِصِفَاتِهِ وَأَسْمَائِهِ لَيْسَ لِأَوَّلِيَّتِهِ ابْتِدَاءٌ وَلَا لِآخِرِيَّتِهِ انْقِضَاءٌ، هُوَ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى».

"আর যার ওপর আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের আকীদাহ প্রতিষ্ঠিত তা হচ্ছে, তিনি তাঁর যাবতীয় গুণাবলি ও যাবতীয় নামসহ বিদ্যমান। তাঁর অনাদি হওয়ার কোনো শুরু নেই, আর তাঁর অনন্ত হওয়ারও কোনো শেষ নেই, আর তিনি তাঁর 'আরশের উপর উঠেছেন।"[৬১০]

অন্যত্র তিনি বলেন,

وَأَمَّا احْتِجَاجُهُمْ بِقَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿مَا يَكُونُ مِنْ نَجْوَى ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ وَلَا أَدْنَى مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْثَرَ إِلَّا هُوَ معهم أينما كَانُوا﴾ فَلَا حُجَّةَ لَهُمْ فِي ظَاهِرِ هَذِهِ الْآيَةِ لِأَنَّ عُلَمَاءَ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ الَّذِينَ حُمِلَتْ عَنْهُمُ التَّأْوِيلَ فِي الْقُرْآنِ قَالُوا فِي تَأْوِيلِ هَذِهِ الْآيَةِ هُوَ عَلَى الْعَرْشِ وَعِلْمُهُ فِي كُلِّ مَكَانٍ.

"আর আল্লাহর বাণী "তিন ব্যক্তির মধ্যে এমন কোনো গোপন পরামর্শ হয় না যাতে চতুর্থজন হিসেবে তিনি থাকেন না এবং পাঁচ ব্যক্তির মধ্যেও হয় না যাতে ষষ্ঠজন হিসেবে তিনি থাকেন না। তারা এর চেয়ে কম হোক বা বেশি হোক তিনি তো তাদের সঙ্গেই আছেন তারা যেখানেই থাকুক না কেন।" [সূরা আল-মুজাদালাহ, আয়াত: ০৭]" এ আয়াত দ্বারা তাদের দলীল গ্রহণ করার কোনো সুযোগ নেই। কারণ আয়াতের প্রকাশ্য ভাষ্যে তাদের দাবির সপক্ষে কোনো প্রমাণ নেই; কারণ সাহাবী ও তাবে'য়ী আলেমগণ, যাদের থেকে কুরআনের তাফসীর বর্ণিত হয়েছে, তারা সবাই এ আয়াতের তাফসীরে বলেছেন, "তিনি 'আরশের উপরে, আর তাঁর জ্ঞান সকল স্থানে"।[৬১১]

অন্যত্র তিনি বলেন,

«وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ فِي السَّمَاءِ عَلَى الْعَرْشِ مِنْ فَوْقِ سَبْعِ سَمَاوَاتٍ وَعِلْمُهُ فِي كُلِّ مَكَانٍ كَمَا قَالَتِ الْجَمَاعَةُ أَهْلُ السُّنَّةِ أَهْلُ الْفِقْهِ وَالْأَثَرِ، وَحُجَّتُهُمْ ظَوَاهِرُ الْقُرْآنِ فِي قَوْلِهِ (الرَّحْمَنُ عَلَى العرش استوى) طه ٥».

"এ হাদীসে প্রমাণ রয়েছে যে, মহান আল্লাহ তিনি উপরে 'আরশের উপর, সাত আসমানের উপরে, আর তাঁর জ্ঞান সর্বত্র, যেমনটি আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আত, আহলুল ফিকহ ওয়াল আছার বলে থাকেন, আর তাদের দলীল হচ্ছে কুরআনের প্রকাশ্য অর্থ, যা আল্লাহর বাণীতে এসেছে, "রহমান তো 'আরশের উপর উঠেছেন।"[৬১২] তারপর তিনি ইস্তেওয়া এর অর্থ বর্ণনা করেছেন এবং সেটা যে মু'তাযিলাদের কথার বিপরীত সেটার দলীল প্রমাণাদি তুলে ধরেছেন। সেখানে তিনি ইমাম মালিকের সেই বিখ্যাত উক্তি, ইমাম রবী'আহর উক্তি, সুফইয়ান সাওরীর বক্তব্য, ইবনুল মুবারকের বক্তব্য, ইবন মাসঊদ রাদিয়াল্লাহু 'আনহুর বক্তব্য তুলে ধরেছেন। [২/৫২৮-৫২৯]

---

৬১০. জামে'উ বায়ানিল ইলমি ওয়া ফাদ্বলিহী (১/৫৭); আরও দেখুন: আত-তামহীদ (৫/৫১০), (১৪/১৫৭-১৫৮০)।

৬১১. ইবন আবদুল বার, আত-তামহীদ (৭/১৩৮-১৩৯)।

৬১২. আল-ইস্তেযকার (২/৫২৭)।

অনুরূপভাবে তিনি মুআত্তা মালিকের হাদীস, আমাদের রব প্রতি রাতে দুনিয়ার আসমানে অবতরণ করেন, এর ব্যাখ্যায় বলেন,

«هذا الحديث لم يختلف أهل الحديث في صحته، وفيه دليل على أن الله في السماء على العرش من فوق سبع سموات، كما قالت الجماعة، وهو من حجتهم على المعتزلة، وهذا أشهر عند العامة وأعرف من أن يحتاج إلى أكثر من حكايته، لأنه اضطرار لم يؤنبهم عليه أحد، ولا أنكره عليهم مسلم»

"এই হাদীস সহীহ হওয়ার ব্যাপারে হাদীস বিশারদগণ মতানৈক্য করেননি। এ হাদীস প্রমাণ করে যে, আল্লাহ সাত আসমানের ঊর্ধ্বে 'আরশের উপরে। যেমনটি আহলে সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের মত। মু'তাযিলাদের বিপক্ষে এ হাদীস বিশারদগণের দলীল।

এটি আম লোকদের কাছে অতি প্রসিদ্ধ এবং এতটাই পরিচিত যে, এর চেয়ে আর বেশি কিছুর প্রয়োজন নেই। কেননা তা আবশ্যক বিষয়। এ আকীদাহ পোষণকারীদেরকে কেউ তিরস্কার করেনি এবং কোনো মুসলিম তাদের বিরোধিতা করেনি।[৬১৩] তাছাড়া সেখানে তিনি ইমাম রবী'আহ, মালিক, ইবনুল আ'রাবী প্রমুখদের বক্তব্য নিয়ে এসেছেন।

আবু বকর আল-খাতীব, খত্বীব আল-বাগদাদী (৪৬৩ হিজরী)

মুসলিম বিশ্বের পূর্বাঞ্চলীয় এলাকার হাফিয আবু বকর খাতীব বলেন, গুণাবলির ব্যাপারে কথা হচ্ছে-

أما الكلام في الصفات؛ فإن ما روي منها في السنن الصحاح، فمذهب السلف: إثباتها وإجراؤها على ظواهرها، ونفي الكيفية والتشبيه عنها...

والأصل في هذا أن الكلام في الصفات فرع على الكلام في الذات، ونحتذي في ذلك حذوه ومثاله...

وإذا كان معلوماً أن إثبات رب العالمين إنما هو إثبات وجود لا إثبات تحديد وتكييف، فكذلك إثبات صفاته فإنما هو إثبات وجود لا إثبات تحديد وتكييف...

فإذا قلنا: يد وسمع وبصر، فإنما هو إثبات صفات أثبتها الله لنفسه، ولا نقول إن معنى اليد: القدرة، ولا نقول: إن معنى السمع والبصر: العلم، ولا نقول: إنها جوارح وأدوات الفعل...

ونقول: إنما وجب إثباتها لأن التوقيف ورد بها، ووجب نفي التشبيه عنها، لقوله تعالى لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ، وقوله وَلَمْ يَكُن لَّهُ كُفُوًا أَحَدٌ

"যেসব গুণ সহীহ হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, সেসব গুণের ক্ষেত্রে সালাফদের নীতি হচ্ছে- তা সাব্যস্ত করা ও বাহ্যিকতার ওপর প্রয়োগ করা এবং ধরণ ও সাদৃশ্য দেয়াকে নাকচ করা। এ ব্যাপারে মূলনীতি হচ্ছে- গুণাবলির ব্যাপারে কথা বলা আল্লাহর সত্তার ব্যাপারে কথা বলার

৬১৩. আত-তামহীদ, ইবন আব্দিল বার (৭/১৩৪) যাহাবী, আল-আরশ, (২/৪৫৪-৪৫৬) অনুবাদ: আব্দুল্লাহ মাহমূদ।

একটি শাখা। তাই সিফাত বা গুণের ক্ষেত্রে জাত তথা সত্তা ও তার দৃষ্টান্তের অনুসরণ করবো।

আর যখন এটা জানা বিষয় যে, জগৎসমূহের রবকে সাব্যস্ত করা মানে তার অস্তিত্বকে সাব্যস্ত করা, তাঁর সীমা ও ধরণ সাব্যস্ত করা নয়। অনুরূপভাবে তাঁর গুণাবলিকে সাব্যস্ত করা মানে তার অস্তিত্বকে সাব্যস্ত করা, সীমা ও ধরন সাব্যস্ত করা নয়।

যখন আমরা বলি, হাত, শ্রবণ ও চোখ, তখন এর দ্বারা শুধুমাত্র গুণাবলি সাব্যস্ত করা হয়, যে গুণাবলি স্বয়ং আল্লাহ নিজের ক্ষেত্রে সাব্যস্ত করেছেন। আমরা বলি না, হাত অর্থ কুদরাত বা ক্ষমতা। বলি না, শ্রবণ ও দর্শন অর্থ জ্ঞান। বলি না, এসব অঙ্গ এবং কাজের উপাদান।

আমরা বলি- শুধুমাত্র সাব্যস্ত করা ওয়াজিব। কেননা কুরআন ও সুন্নাহ'য় তা বর্ণিত হয়েছে। তাশবীহ বা সাদৃশ্য দেয়াকে নাকচ করা ওয়াজিব। কারণ, আল্লাহ বলেন: "তাঁর মত কিছু নেই আর তিনি সর্বশ্রোতা ও সর্বদ্রষ্টা।" আরও বলেন- "আর তাঁর কোনো সমকক্ষও নেই।"(৬১৪)

তাছাড়া খত্বীব আল-বাগদাদী রাহিমাহুল্লাহ ইমাম শাফে'য়ীর প্রশংসায় বলেছেন তাতেও তার বিশুদ্ধ আকীদাহ প্রকাশ পায়। তিনি ইমাম শাফে'য়ী রাহিমাহুল্লাহ'র প্রশংসা করে বলেন,

أبَى الله إلَّا رَفعهُ وعُلُوَّهُ ... وليسَ لما يُعْلِيْهِ ذو العرشِ واضِعُ.

"আল্লাহ তা'আলা উঁচু মর্যাদা ও উচ্চাসন তিনি ব্যতীত অন্য আর কারও জন্য হওয়াকে অস্বীকার করছেন। আর 'আরশের অধিপতি যাকে উপরে উঠাবেন তাকে কেউ নীচে নামাতে পারে না।"(৬১৫)

সা'দ ইবন আলী আয-যাঞ্জানী (৪৭১ হিজরী)

শাফে'য়ী মাযহাবের তৎকালীন ইমাম শাইখ সা'দ ইবন 'আলী আয-যাঞ্জানী রাহিমাহুল্লাহ বলেন,

«وَهُوَ فَوْقَ عَرْشِهِ بِوُجُودِ ذَاتِهِ».

"তিনি (আল্লাহ) তাঁর 'আরশের উপর তাঁর সত্তার অস্তিত্বসহ।"(৬১৬)

ইমাম যাহাবী বলেন, হাফেয সা'দ ইবন আলী রাহিমাহুল্লাহ তৎকালীন সময়ে আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের প্রধান ব্যক্তিত্বদের অন্যতম, আছারী (তথা সালাফের অনুসারী) ইমামগণের একজন, তাদের অন্তর্ভুক্ত যারা কালামশাস্ত্র ও তার লোকদের বিরোধিতা করতেন, বিবেক-বুদ্ধির রায় ও প্রবৃত্তির অনুসরণের নিন্দা করতেন। সুতরাং আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করি তিনি যেন আমাদের কল্যাণমূলক সমাপ্তি প্রদান করেন, আর আমাদেরকে ঈমান ও সুন্নাতের ওপর মৃত্যু নসীব করেন; কারণ নিরেট সুন্নাতের অনুসারীদের সংখ্যা অনেক কমে গেছে। বরং তাদের কাউকে দেখতে পাবে সে সুন্নাত ও তার অনুসারীদের প্রশংসা করছে অথচ নিজে কালামশাস্ত্রের

৬১৪. জাওয়াবু আবু বকর আল-খত্বীব আলা আসয়িলাতি বা'দ্বি আহলি দিমাশকা ফিস সিফাত, (সংক্ষেপিত) পৃ. ৭৩-৭৫; যা আবু বকর আল-ইসমা'ঈলীর ই'তিকাদু আহলিস সুন্নাহ এর শেষে সংযুক্তি হিসেবে মুদ্রিত হয়েছে। তাহকীক, জামাল 'আযযূন, তাকদীম; শাইখ হাম্মাদ আল-আনসারী; দারুর রাইয়ান; এছাড়া তা ইমাম যাহাবীর বেশ কয়েকটি কিতাবে এসেছে, আল-'উলু, ২৫৩ (৫৭৭); আল-আরশ (২/৪৫৬-৪৫৮) অনুবাদ: আব্দুল্লাহ মাহমুদ: সিয়ারু আ'লামিন নুবালা (১৮/২৮৩-২৮৪); তাযকিরাতুল হুফফায (৩/২২৫); অনুরূপভাবে তা ইবন কুদামার যাম্মুল তা'ওয়ীলেও এসেছে, পৃ. ১৫।

৬১৫. সিয়ারু আ'লামিন নুবালা (১০/৯৫)।

৬১৬. ইবনুল কাইয়্যেম, ইজতিমা'উল জুয়ূশিল ইসলামিয়্যাহ, পৃ. ১৯৭

বিদ'আতে নিজেকে কদর্য করেছে, আল্লাহর নাম ও গুণের ক্ষেত্রে বেহুদা অনুপ্রবেশ করার মত দুঃসাহস দেখিয়েছে, অধিকন্তু সেগুলোকে অস্বীকার করার জন্য অগ্রণী হয়ে থাকে, তানযীহ বা আল্লাহকে পবিত্র ঘোষণার নাম দিয়ে সীমালঙ্ঘন করেছে; বস্তুত পূর্ণ তানযীহ বা পবিত্রতা তো হচ্ছে কেবল মহান রব্বের মহত্ত্ব তুলে ধরা আর সেসব গুণে তাকে গুণান্বিত করা যার দ্বারা আল্লাহ তা'আলা তাঁর নিজেকে গুণান্বিত করেছেন।[৬১৭]

ইমাম ফকীহ আবু বকর মুহাম্মাদ ইবন মাহমূদ ইবন সাওরাহ আন-নাইসাপুরী (৪৭৭ হিজরী)

ইমাম ফকীহ আবু বকর মুহাম্মাদ ইবন মাহমূদ ইবন সাওরাহ আত-তামীমী আন-নাইসাপূরী বলেন,

لا أُصليٌ خلف من ينكر الصفات، ولا خلف من يقول بقول أهل الفساد، ولا خلف من لم يُثْبت القرآن في المصحف، ... ولا يقرُّ بأن الله تعالى فوق عرشه بائن من خلقه.

"যারা আল্লাহর সিফাত বা গুণ অস্বীকার করে আমি তাদের পিছনে সালাত আদায় করি না, অনুরূপ তাদের পিছনেও সালাত আদায় করি না যারা ফিতনা-ফাসাদ সৃষ্টি করে। আর তাদের পিছনেও নয়, যারা কুরআনের কপিতে কুরআন আছে বলে না, ... আর যারা স্বীকার করে না যে, আল্লাহ তা'আলা তাঁর 'আরশের উপর, সৃষ্টিকুলের থেকে পৃথক।" [ইবনুল কাইয়্যেম, ইজতিমা'উল জুয়ূশ, ১০৬, ১০৭]

তাছাড়া তার থেকে আরও বর্ণিত আছে তিনি শাইখ আবুল মুযাফফার আস-সাম'আনীকে নাইসাপূরে বলেছিলেন,

«إن أردت أن يكون لك درجة الإيمان في الدنيا والآخرة فعليك بمذهب السلف الصالح، وإياك أن تداهن في ثلاث مسائل: مسألة القرآن، ومسألة النبوة، ومسألة استواء الرحمن على العرش».

"যদি তুমি চাও তোমার জন্য দুনিয়া ও আখেরাতে ঈমানের স্তর হাসিল হোক, তবে তোমার কর্তব্য হবে সালফে সালেহীনের মত গ্রহণ করা। আর সাবধান তিনটি মাসআলাতে কারও কোনো পরোয়া করে কথা বলবে না, কুরআনের মাসআলায় (সৃষ্ট বলবে না), নবুওয়াতের মাসআলায় আর রহমানের 'আরশের উপর উঠার মাসআলায়।"[৬১৮]

ইমামুল হারামাইন আবুল মা'আলী আল-জুওয়াইনী (৪৭৮ হিজরী)

ইমামুল হারামাইন আবুল মা'আলী আল-জুওয়াইনী রাহিমাহুল্লাহ কুল্লাবী-আশ'আরী আকীদাহ প্রচার-প্রসারের ক্ষেত্রে জীবনের বেশিরভাগ শ্রম ব্যয় করেছেন। কিন্তু কখনও কখনও মানুষ নিজের ফিত্বরাতকে অস্বীকার করতে পারে না। তাঁর স্বভাবজাত যে বিশ্বাস দিয়ে আল্লাহ তাকে

৬১৭. তাযকিরাতুল হুফফায (৩/১১৭৮)

৬১৮. ইবনুল কাইয়্যেম, ইজতিমাউল জুয়ূশ, ১০৭।

সৃষ্টি করেছেন সেটার কাছে তার ভুল শিক্ষা পরাজিত হয়ে যায়। এমনি একটি ঘটনা বর্ণনা করেছেন, হাফেয হুজ্জাহ আবদুল কাদের আর-রাহাওয়ী, তিনি বলেন, আমি আবদুর রহীম ইবন আবিল ওয়াফাকে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন, আমি মুহাম্মাদ ইবন ত্বাহের আল-মাকদেসীকে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন, আমি প্রখ্যাত সাহিত্যিক আবুল হাসান আল-কাইরোয়ানীকে নিসাপুরে বলতে শুনেছি, যিনি উস্তাদ আবুল মা'আলী আল-জুওয়াইনীর দারসে হাজির হতেন, তিনি তার কাছে কালামশাস্ত্র পড়তেন, তিনি বলেন, 'আবুল মা'আলী বলেছেন, 'হে আমার সাথীরা (ছাত্ররা), তোমরা কালামশাস্ত্র নিয়ে রত হয়ো না, যদি আমি জানতাম যে, কালামশাস্ত্র আমাকে যে পর্যায়ের সমস্যায় নিপতিত করেছে, তাতে নিপতিত করবে, তাহলে অবশ্যই আমি তা শিক্ষায় রত হতাম না।'

ইমাম আবুল ফাতহ মুহাম্মাদ ইবন আলী আল-ফকীহ বলেন, আমরা ইমাম আবুল মা'আলীর মৃত্যুর সময় তাকে দেখতে প্রবেশ করলাম, তিনি বসে পড়লেন এবং আমাদের বললেন, "আমি তোমাদেরকে সাক্ষ্য বানাচ্ছি যে, আমি আমার প্রত্যেক কথা থেকে প্রত্যাবর্তন করছি যা আমি সালাফে সালেহীনের মতের বাইরে প্রদান করেছি। আমি নাইসাপুরের বৃদ্ধারা যার ওপর মারা যায় আমি তার ওপর মারা যাচ্ছি।[৬১৯]

ইবন তাইমিয়্যাহ ও যাহাবী রাহিমাহুমাল্লাহ এর ওপর মন্তব্য করে বলেন, কারণ বৃদ্ধাদের ফিতরী বা স্বভাবজাত আকীদাহ কালামশাস্ত্রের এসব কুফুরী ও শির্কী আকীদাহ গ্রহণের চেয়ে অনেক ভালো।[৬২০]

তার একটি ঘটনা খুবই তাৎপর্যপূর্ণ, যা ইমাম ইয়াহইয়া ইবন আবি মানসূর আল-ফকীহ তার কিতাবে বর্ণনা করেছেন, তিনি হাফেয আবদুল কাদের থেকে, তিনি বলেন, আমাদেরকে আবুল 'আলা আল-হামাযানী (মৃত ৫৩১) বলেন, তিনি বলেন, আবু জা'ফার আল-হাফেয বলেন, আমি শুনছিলাম যে আবুল মা'আলীকে ﴿ ٱلرَّحۡمَٰنُ عَلَى ٱلۡعَرۡشِ ٱسۡتَوَىٰ ﴾ "রহমান 'আরশের উপর উঠেছেন" এটা নিয়ে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন, 'আল্লাহ ছিলেন, কোনো 'আরশ ছিল না', তারপর বাকী উত্তর দিতে গিয়ে বারবার আড়ষ্ট হয়ে যাচ্ছিলেন, তখন আমি তাকে বললাম, যা আবশ্যকীয়ভাবে এসে যায় তা প্রতিরোধ করার আপনার কাছে কি কোনো উপায় আছে? তিনি তখন বললেন, তুমি কোন দিকে ইঙ্গিত করছ? আমি বললাম, যখনই আল্লাহ সম্পর্কে জ্ঞানী কোনো লোক, হে রব! বলে, তখনই তার জিহ্বা নড়াচড়া করার আগেই তার অভ্যন্তরভাগ থেকে একটি ইচ্ছা ডান-বাম না তাকিয়ে সোজা উপরের দিকে চলে যায়, আপনার কাছে কি এ আবশ্যক জিনিসটি প্রতিরোধ করার কোনো উপায় আছে? তাহলে আমাদেরকে তা জানান, এর মাধ্যমে আমরা উপর-নিচ এর ঝামেলা থেকে মুক্ত হতে পারি? আমি কেঁদে দিলাম, উপস্থিত সবাই কেঁদে দিল। তখন তিনি তাঁর হাতের আস্তিন বিচানার উপর মারলেন এবং পেরেশান হওয়ার মতো চীৎকার করলেন, কাপড় ছিঁড়ে ফেললেন, মসজিদে যেন কিয়ামত সংঘটিত হয়ে গেল, তিনি তার বিচানা থেকে নামলেন এবং বললেন, বন্ধু, আমি হয়রান ও পেরেশান হয়ে গেছি আমার ওপর ভীতি কাজ করছে।[৬২১]

---

৬১৯. মুখতাসারুল 'উলূ, ২৭৫।

৬২০. দেখুন: বায়ানু তালবীসুল জাহমিয়্যাহ (১/১২২); আল-'উলূ, ১৩৪৫।

৬২১. যাহাবী, সিয়ারু আ'লামিন নুবালা (১৮/৪৭৭)।

ইমাম আবু ইসমা'ঈল আল-আনসারী (৪৮১ হিজরী)

সূফীকুল শিরোমনি, শাইখুল ইসলাম আবু ইসমা'ঈল আবদুল্লাহ ইবন মুহাম্মাদ আনসারী স্বীয় গ্রন্থ আল-ফারূক ফিস-সিফাতে বলেন-

باب إثبات استواء الله على عرشه فوق السماء السابعة، بائناً من خلقه، من الكتاب والسنة.

.... في أخبار شتى أن الله عز وجل في السماء السابعة على العرش بنفسه، وهو ينظر كيف تعملون، علمه، وقدرته، واستماعه، ونظره، ورحمته، في كل مكان.

কিতাব ও সুন্নাহ থেকে আল্লাহ তা'আলা কর্তৃক সপ্তম আসমানের ঊর্ধ্বে 'আরশের উপরে উঠার বিষয়টি সাব্যস্তকরণ এবং তিনি তাঁর সৃষ্টিকুল থেকে পৃথক ও আলাদা হওয়া -সংক্রান্ত অধ্যায়।

তারপর তিনি কুরআন ও সুন্নাহ থেকে দলীলাদি উল্লেখ করে বলেন, বিভিন্ন হাদীসে রয়েছে আল্লাহ সত্তাগতভাবে সপ্তম আসমানের ঊর্ধ্বে 'আরশের উপরে। তিনি দেখেন তোমরা কীভাবে আমল করছো। তাঁর ইলম, তাঁর ক্ষমতা, তাঁর শ্রবণ, তাঁর দৃষ্টি এবং তাঁর রহমত সর্বত্র।[৬২২]

তাছাড়া তিনি আরও বলেন,

إِلَٰهُنا مَرْئِيٌّ على العَرْشِ مُسْتَوٍ ... كَلَامُهُ أَزَلِيٌّ رَسُولُهُ عَرَبِيٌّ

كُلُّ مَنْ قَالَ غَيْرَ هَذَا أَشْعَرِيٌّ ... مَذْهَبُنَا مَذْهَبٌ حَنبَلِيٌّ

"আমাদের ইলাহ, তাকে দেখা যাবে, তিনি 'আরশের উপর সমুন্নত আছেন, তাঁর বাণী সর্বপ্রাচীন, তাঁর রাসূল আরবী ভাষাভাষী। যারাই এটার বিপরীত বলবে তারা আশ'আরী, আমাদের মাযহাব হচ্ছে হাম্বলী তথা ইমাম আহমাদ ইবন হাম্বলের মাযহাব।"[৬২৩]

ইমাম আবু বকর মুহাম্মাদ ইবনুল হাসান আল-হাদ্বরামী আল-ক্বাইরোয়ানী (৪৮৯ হিজরী)

ইমাম আবু বকর মুহাম্মাদ ইবনুল হাসান আল-হাদ্বরামী আল-ক্বাইরোয়ানী তার 'আল-ঈমা ইলা মাসআলাতিল ইস্তেওয়া' গ্রন্থে ইমাম ত্বাবারী, ইবন আবী যাইদ আল-ক্বাইরোয়ানী, ক্বাযী আবদুল ওয়াহহাব প্রমুখের সেসব বক্তব্য নিয়ে এসেছেন যাতে এসেছে যে, আল্লাহ তা'আলা তাঁর 'আরশের উপরে উঠেছেন এবং তিনি সেখানে সত্তাগতভাবে বিদ্যমান। তারপর তিনি বলেন,

«وأطلقوا في بعضِ الأماكنِ أَنَّهُ فَوْقَ عرشِهِ. ثُمَّ قَالَ: وهذا هُوَ الصَّحِيحُ الَّذِي أقولُ بِهِ مِنْ غيرِ تحديدٍ، وَلاَ تمكُّنٍ فِي مكانٍ، وَلاَ كون فيه وَلاَ مماسة».

"আর এসব মনীষী কোনো কোনো জায়গায় নিঃশর্তভাবে বলেছেন যে, আল্লাহ 'আরশের উপর। তারপর তিনি বলেন, আর এটিই বিশুদ্ধ মত, যা আমি বলি, কোনো প্রকার সীমা নির্ধারণ ব্যতীতই, কোনো স্থানে ঝোঁকে থাকা ব্যতীতই, অভ্যন্তরে থাকা ছাড়াই, কোনো প্রকার স্পর্শ

৬২২. যাহাবী, আল-আরশ, (২/৪৬৫-৪৬৬) অনুবাদ: আব্দুল্লাহ মাহমুদ; যাহাবী, আল-'উলু, ১৮৯।

৬২৩. আয-যাইলু আলা ত্বাবাক্বাতিল হানাবিলাহ (১/১২১)।

ছাড়াই"।[৬২৪]

ইমাম যাহাবী রাহিমাহুল্লাহ এ ভাষ্য বর্ণনা করার পর বলেন, (সীমা, ঝেকে থাকা, স্পর্শ) এসব জিনিস নাই বলা কিংবা সাব্যস্ত করা দলীল নির্ভর। যদি কোনো কিছু আসত তো আমরা সেটা উচ্চারণ করতাম, যেহেতু আসেনি আমাদের উচিত এ ব্যাপারে চুপ থাকা। এসব কথা বলা থেকে বিরত থাকাই হচ্ছে সালাফে সালেহীনের আদর্শ। কারণ, এগুলোতে প্রবৃত্ত হওয়া মানেই হচ্ছে ধরণ নির্ধারণে লেগে যাওয়া; যা অজানা। অনুরূপ আমরা আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাই কুরআন, সুন্নাহ বা আছার ব্যতীত তাঁর 'আরশের উপর উঠাকে স্পর্শ, ঝেঁকে থাকা সাব্যস্ত করা থেকে। বরং আমরা মোটের উপর এটাই জানি যে, তিনি তাঁর 'আরশের উপরে আছেন যেমনটি কুরআন ও হাদীসের ভাষ্য দ্বারা সাব্যস্ত হয়েছে।[৬২৫]

আল্লামা ইবন উসাইমীন বলেন, কোনো কোনো লোককে দেখা যায় এটা বলতে যে, আল্লাহ তা'আলা তাঁর 'আরশের উপর উঠেছেন কোনো প্রকার স্পর্শ ছাড়া!! আমরা বলবো, স্পর্শ ছাড়া কিংবা স্পর্শ সহকারে এ দু'য়ের কোনোটিই বলার অধিকার তোমার নেই। এটা ছাড়, যা সাহাবীগণ ইলমের প্রতি অত্যন্ত আগ্রহ থাকা সত্ত্বেও, আল্লাহর প্রতি অধিক সম্মান থাকার পরও তারা এগুলো বলা ছেড়ে দিয়েছেন, তাই 'স্পর্শ সহকারে কিংবা স্পর্শ ব্যতীত' এসব বাক্য বাদ দেয়া কর্তব্য।[৬২৬]

ইমাম আবুল মুযাফফার মানসূর আস-সাম'আনী (৪৮৯ হিজরী)

ইমাম আবুল মুযাফফার মানসূর ইবন মুহাম্মাদ আস-সাম'আনী রাহিমাহুল্লাহ তার বিভিন্ন গ্রন্থে সহীহ আকীদাহ-বিশ্বাস তুলে ধরেছেন। বিশেষ করে আল্লাহর গুণাবলির ব্যাপারে তাঁর আকীদাহ-বিশ্বাস সালাফে সালেহীনের আকীদাহ অনুযায়ী ছিল, তিনি সেটা প্রচার-প্রসার করেছেন, তার বিপরীত আকীদাহ'র খণ্ডন করেছেন। যেমন,

- আল্লাহর গুণাবলি সম্পর্কে তাকে প্রশ্ন করা হয়েছিল, তখন তিনি উত্তরে বলেন,

  «عليكم بدين العجائز وصبيان الكتاتيب»

  "তোমরা বৃদ্ধ এবং মক্তবের শিশুদের আকীদাহ গ্রহণ কর।"[৬২৭] উদ্দেশ্য হচ্ছে, তাদের আকীদাহ এখনো নষ্ট হয়নি। তারা কালামশাস্ত্র ও তার লোকদের দ্বারা আক্রান্ত হয়নি। তাদের বিশুদ্ধ আকীদাই তোমরা গ্রহণ করে নাও।

- তিনি তাঁর তাফসীরে আল্লাহর লজ্জা, চেহারা, নৈকট্য, আসা, ভালোবাসা, হাত ইত্যাদি বিভিন্ন সিফাত সাব্যস্ত করেছেন। আর তিনি আল্লাহর 'আরশের উপর উঠার আকীদাহ সাব্যস্ত করতে গিয়ে বলেন,

  ﴿ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ﴾ قَالَ ابْنُ عَبَّاس وَأَكْثر الْمُفَسِّرين من السّلف: أَي ارْتَفع وَعلا إِلَى السَّمَاء.

---

৬২৪. মুখতাসারুল 'উলূ, পৃ. ২৭৯।

৬২৫. যাহাবী, আল-'উলূ, ২৭৯।

৬২৬. শারহুস সাফারীনীয়্যাহ।

৬২৭. ইবন কাসীর, আল-বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ (১২/১৬৪)।

"আল্লাহর বাণী, 'তারপর তিনি আসমানের উপর উঠলেন' এখানে ইস্তেওয়া এর অর্থ সম্পর্কে তিনি বলেন, ইবন 'আব্বাস ও অধিকাংশ সালাফে সালেহীন তাফসীরকারগণ বলেন, এর অর্থ হলো, আসমানের উপরে উঠলেন ও ঊর্ধ্বে উঠলেন।"(৬২৮)

- অন্যত্র সূরা আল-আ'রাফের ৫৪ নং আয়াতে আসা 'ইস্তেওয়া 'আলাল 'আরশ' এর তাফসীরে বলেন,

﴿ثمَّ اسْتَوَى على الْعَرْش﴾ أول الْمُعْتَزلَة الاسْتوَاء بِالِاسْتِيلَاءِ، وأنشدوا فِيهِ:

(قد اسْتَوَى بشر على الْعرَاق ... من غير سيف وَدم مهراق)

(وَأما أهل السّنة فيتبرءون من هَذَا التَّأْوِيل، وَيَقُولُونَ: إِن الاسْتوَاء على الْعَرْش صفة لله - تَعَالَى - بِلَا كَيفَ، وَالْإِيمَان بِهِ وَاجِب، كَذَلِك يُحْكى عَن مَالك بن أنس، وَغَيره من السّلف، أَنهم قَالُوا فِي هَذِه الْآيَة: الْإِيمَان بِهِ وَاجِب، وَالسُّؤَال عَنهُ بِدعَة.

"আল্লাহ বলেন, 'তারপর তিনি 'আরশের উপর উঠলেন', এখানে মু'তাযিলা সম্প্রদায় 'ইস্তেওয়া' শব্দকে 'ইস্তিইলা' বা দখল করা অর্থে অপব্যাখ্যা করেছে। তারা তাদের সে দাবির সপক্ষে দলীল হিসেবে যে কবিতা পেশ করেছেন তা হচ্ছে,

বিশর ইরাকের দখলদারিত্ব গ্রহণ করল
কোনো প্রকার তরবারী কিংবা রক্তপাত ছাড়াই

তারা বলেন, এখানে 'ইস্তেওয়া' শব্দটি দখলদারিত্বের অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। কিন্তু আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আত তাদের এসব অপব্যাখ্যা থেকে নিজেদের মুক্ত ঘোষণা করেছে। তাদের মতে, 'আল্লাহর 'আরশে উঠা, আল্লাহ তা'আলার একটি গুণ। কোনো প্রকার ধরন নির্ধারণ ব্যতিরেকে তার ওপর ঈমান আনা কর্তব্য। যেমনটি ইমাম মালিক ইবন আনাস ও অন্যান্য সালাফগণ থেকে বর্ণিত হয়েছে। তারা সবাই বলেছেন, এর অর্থের ওপর ঈমান আনা ফরয। তার ধরণ সম্পর্কে প্রশ্ন করা বিদ'আত।"(৬২৯)

- অন্যত্র সূরা ত্বা-হা এর ৫ নং আয়াতের তাফসীরে বলেন,

وَقَوله: ﴿الرَّحْمَن على الْعَرْش اسْتَوَى﴾ اعْلَم أَن مخارج الاسْتوَاء فِي اللُّغَة كَثِيرَة: وَقد يكون بِمَعْنى الْعُلُوّ، وَقد يكون بِمَعْنى الِاسْتِقْرَار، وَقد يكون بِمَعْنى الِاسْتِيلَاء - على بعد - وَقد يكون بِمَعْنى الإقبال.وَالْمذهب عِنْد أهل السّنة أَنه يُؤمن بِهِ وَلَا يكيف.

"আল্লাহর বাণী, 'রহমান 'আরশের উপর উঠেছেন', জেনে রাখ, 'ইস্তেওয়া' শব্দটির ভাষাগত বিবিধ অর্থ বের করা যায়, কখনও কখনও অর্থ হয়, উপরে উঠা, কখনও কখনও অর্থ করা হয়, উপরে থাকা। আবার কখনো কখনো 'অধিকার করা' অর্থও করা হয়ে থাকে তবে সেটা অনেক দূরবর্তী অর্থ, আবার কখনো কখনো অগ্রসর হওয়ার অর্থ হয়।

৬২৮. তাফসীর আস-সাম'আনী (১/৬৩)।

৬২৯. তাফসীর আস-সাম'আনী (২/১৮৮)।

আর আহলুস সুন্নাহ এর মত হচ্ছে, এটার উপর ঈমান আনতে হবে, ধরন নির্ধারণ করা যাবে না।"(৬৩০)

ইমাম আবুল ফাতহ নাসর ইবন ইবরাহীম আল-মাকদেসী, আশ শাফে'য়ী (৪৯০ হিজরী)

ইমাম আবুল ফাতহ নাসর ইবন ইবরাহীম আল-মাকদেসী, আশ-শাফে'য়ী বলেন,

«وأن الله تعالى مستوٍ، بائن من خلقه، كما قال في كتابه العزيز الحكيم، ﴿أحاط بكل شيء علماً﴾، ﴿وأحصى كل شيء عدداً﴾، ﴿ليس كمثله شيء وهو السميع البصير﴾»

"আর নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা তাঁর 'আরশের উপরে উঠেছেন, তাঁর সৃষ্টি থেকে আলাদা, যেমনটি আল্লাহ প্রবল পরাক্রমশালী প্রজ্ঞাময় তাঁর কিতাবে বলেছেন, "তিনি সবকিছু ইলম দিয়ে পরিবেষ্টন করে আছেন", "আর তিনি সবকিছুকে যথাযথ হিসেব করে রেখেছেন" তাঁর মত কোনো কিছু নেই, তিনি সর্বশ্রোতা সর্বদ্রষ্টা"।(৬৩১)

ইমাম আবু মুহাম্মাদ হুসাইন ইবন মাসঊদ আল-বাগাওয়ী (৫১০ হিজরী)

- ইমাম, মুহিউস সুন্নাহ আবু মুহাম্মাদ হুসাইন ইবন মাসঊদ আল-বাগাওয়ী সহীহ আকীদাহ'র প্রচার ও প্রসারে যথেষ্ট ভূমিকা রেখেছিলেন, তিনি আল্লাহর গুণাবলির ব্যাপারে সালাফে সালেহীনের আকীদাহ'র ধারক-বাহক ছিলেন। তিনি তাঁর গ্রন্থসমূহে আল্লাহ তা'আলার জন্য আঙ্গুল, নফস, চেহারা, চোখ, হাত, পা, আসা, আগমন করা, অবতরণ করা, হাসা, শোনা, দেখা ইত্যাদি গুণসমূহ সাব্যস্ত করেছেন। যেমন ইমাম বাগাওয়ী রাহিমাহুল্লাহ তাঁর শারহুস সুন্নাহ গ্রন্থে বলেন,

وَالإِصْبَعُ المَذْكُورَةُ فِي الحَدِيثِ صِفَةٌ مِنْ صِفَاتِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ، وَكَذَلِكَ كُلُّ مَا جَاءَ بِهِ الكِتَابُ أَوِ السُّنَّةُ مِنْ هَذَا القَبِيلِ فِي صِفَاتِ اللهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى، كَالنَّفْسِ، وَالوَجْهِ وَالعَيْنِ، وَاليَدِ، وَالرِّجْلِ، وَالإِتْيَانِ، وَالمَجِيءِ، وَالنُّزُولِ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا، وَالاسْتِوَاءِ عَلَى العَرْشِ، وَالضَّحِكِ، وَالفَرَحِ.

قَالَ اللهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى لِمُوسَى: وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي [طه: ٤١]، وَقَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: وَلِتُصْنَعَ عَلَى عَيْنِي [طه: ٣٩]، وَقَالَ اللهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلا وَجْهَهُ [القَصَص: ٨٨]، وَقَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الجَلالِ وَالإِكْرَامِ [الرَّحْمَن: ٢٧]، وَقَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ [المَائِدَة: ٦٤]، وَقَالَ: يَا إِبْلِيسُ مَا مَنَعَكَ أَنْ تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَيَّ [ص: ٧٥]، وَالأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ القِيَامَةِ وَالسَّمَوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ [الزمر: ٦٧]، هَلْ يَنْظُرُونَ إِلا أَنْ يَأْتِيَهُمُ اللهُ فِي ظُلَلٍ مِنَ الغَمَامِ [البَقَرَة: ٢١٠]، وَقَالَ اللهُ

৬৩০. তাফসীর আস-সাম'আনী (৩/৩২০)।

৬৩১. মুখতাসার আল-হুজ্জাহ 'আলা তারিকিল মাহাজ্জাহ (২/১); মুখতাসারুল 'উলু, পৃ. ২৭৪।

سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا [الْفَجْر: ٢٢]، وَقَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى [طه: ٥]، وَقَالَ اللهُ تَعَالَى: ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ الرَّحْمَنُ [الْفرْقَان: ٥٩].

وَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يَنْزِلُ رَبُّنَا كُلَّ لَيْلَةٍ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا حِينَ يَبْقَى ثُلُثُ اللَّيْلِ الآخِرُ».

وَرَوَى أَنَسٌ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: لا تَزَالُ جَهَنَّمُ يُلْقَى فِيهَا، وَتَقُولُ: هَلْ مِنْ مَزِيدٍ، حَتَّى يَضَعَ رَبُّ الْعِزَّةِ فِيهَا قَدَمَهُ.

وَفِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ فِي آخِرِ مَنْ يَخْرُجُ مِنَ النَّارِ: «فَيَضْحَكُ اللهُ مِنْهُ، ثُمَّ يَأْذَنُ لَهُ فِي دُخُولِ الْجَنَّةِ».

وَفِي حَدِيثِ جَابِرٍ: «فَيَتَجَلَّى لَهُمْ يَضْحَكُ».

وَفِي حَدِيثِ أَنَسٍ، وَغَيْرِهِ: «اللهُ أَفْرَحُ بِتَوْبَةِ عَبْدٍ مِنْ أَحَدِكُمْ يَسْقُطُ عَلَى بَعِيرِهِ وَقَدْ أَضَلَّهُ فِي أَرْضٍ فَلاةٍ».

فَهَذِهِ وَنَظَائِرُهَا صِفَاتٌ للهِ عَزَّ وَجَلَّ، وَرَدَ بِهَا السَّمْعُ، يَجِبُ الإِيمَانُ بِهَا، وَإِمْرَارُهَا عَلَى ظَاهِرِهَا مُعْرِضًا فِيهَا عَنِ التَّأْوِيلِ، مُجْتَنِبًا عَنِ التَّشْبِيهِ، مُعْتَقِدًا أَنَّ الْبَارِي سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى لا يُشْبِهُ شَيْءٌ مِنْ صِفَاتِهِ صِفَاتِ الْخَلْقِ، كَمَا لا تُشْبِهُ ذَاتُهُ ذَوَاتِ الْخَلْقِ، قَالَ اللهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ [الشورى: ١١].

وَعَلَى هَذَا مَضَى سَلَفُ الأُمَّةِ وَعُلَمَاءُ السُّنَّةِ، تَلَقَّوْهَا جَمِيعًا بِالإِيمَانِ وَالْقَبُولِ، وَتَجَنَّبُوا فِيهَا عَنِ التَّمْثِيلِ وَالتَّأْوِيلِ، وَوَكَلُوا الْعِلْمَ فِيهَا إِلَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ، كَمَا أَخْبَرَ اللهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَنِ الرَّاسِخِينَ فِي الْعِلْمِ، فَقَالَ عَزَّ وَجَلَّ: وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا [آل عمران: ٧].

قَالَ سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ: كُلُّ مَا وَصَفَ اللهُ تَعَالَى بِهِ نَفْسَهُ فِي كِتَابِهِ، فَتَفْسِيرُهُ قِرَاءَتُهُ، وَالسُّكُوتُ عَلَيْهِ، لَيْسَ لأَحَدٍ أَنْ يُفَسِّرَهُ إِلا اللهُ عَزَّ وَجَلَّ وَرُسُلُهُ.

وَسَأَلَ رَجُلٌ مَالِكَ بْنَ أَنَسٍ عَنْ قَوْلِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى [طه: ٥] كَيْفَ اسْتَوَى؟ فَقَالَ: الاسْتِوَاءُ غَيْرُ مَجْهُولٍ، وَالْكَيْفُ غَيْرُ مَعْقُولٍ، وَالإِيمَانُ بِهِ وَاجِبٌ، وَالسُّؤَالُ عَنْهُ بِدْعَةٌ، وَمَا أَرَاكَ إِلا ضَالًّا، وَأَمَرَ بِهِ أَنْ يُخْرَجَ مِنَ الْمَجْلِسِ.

وقَالَ الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ: سَأَلْتُ الأَوْزَاعِيَّ، وَسُفْيَانَ بْنَ عُيَيْنَةَ، وَمَالِكَ بْنَ أَنَسٍ عَنْ هَذِهِ الأَحَادِيثِ فِي الصِّفَاتِ وَالرُّؤْيَةِ، فَقَالَ: أَمِرُّوهَا كَمَا جَاءَتْ بِلا كَيْفٍ.

وَقَالَ الزُّهْرِيُّ: عَلَى اللهِ الْبَيَانُ، وَعَلَى الرَّسُولِ الْبَلاغُ، وَعَلَيْنَا التَّسْلِيمُ.

وَقَالَ بَعْضُ السَّلَفِ: قَدَمُ الإِسْلامِ لا تَثْبُتُ إِلا عَلَى قَنْطَرَةِ التَّسْلِيمِ.

قَالَ أَبُو الْعَالِيَةِ: ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ [الْبَقَرَة: ٢٩] ارْتَفَعَ فَسَوَّى خَلْقَهُنَّ.

وَقَالَ مُجَاهِدٌ: اسْتَوَى [الْبَقَرَة: ٢٩]: عَلَا عَلَى الْعَرْشِ.

"আর হাদীসে বর্ণিত আঙুল আল্লাহর গুণাবলির মধ্যে একটি গুণ। অনুরূপভাবে কুরআন ও সুন্নায় আল্লাহ তা'আলার এ রকম যত গুণ এসেছে যেমন, নফস, চেহারা, চোখ, হাত পা, আসা, আগমন করা, নিকটতম আসমানে অবতরণ করা, 'আরশের উপরে উঠা, হাঁসা ও খুশি হওয়া।

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা মূসা 'আলাইহিস সালামকে বলেন, "আর আমি আপনাকে আমার নিজের জন্য প্রস্তুত করে নিয়েছি।" [সূরা ত্বা-হা, আয়াত: ৪১] তিনি আরও বলেন, "আর যাতে আপনি আমার চোখের সামনে প্রতিপালিত হন।" [সূরা ত্বা-হা, আয়াত: ৩৯] তিনি আরও বলেন, "নেই, আল্লাহর সত্তা ছাড়া সমস্ত কিছুই ধ্বংসশীল।" [সূরা আল-ক্বাসাস, আয়াত: ৮৮] তিনি আরও বলেন, "আর অবিনশ্বর শুধু আপনার রবের চেহারা, যিনি মহিমাময়, মহানুভব।" [সূরা আর-রহমান, আয়াত: ২৭] তিনি আরও বলেন, "বরং আল্লাহর উভয় হাতই প্রসারিত।" [সূরা আল-মায়েদাহ, আয়াত: ৬৪] তিনি আরও বলেন, "হে ইবলীস! আমি যাকে আমার দু'হাতে সৃষ্টি করেছি, তার প্রতি সাজদাবনত হতে তোমাকে কিসে বাধা দিল?" [সূরা সাদ, আয়াত: ৭৫] তিনি আরও বলেন, "অথচ কিয়ামতের দিন সমস্ত যমীন থাকবে তাঁর হাতের মুঠিতে এবং আসমানসমূহ থাকবে ভাঁজ করা অবস্থায় তাঁর ডান হাতে।" [সূরা আয-যুমার, আয়াত: ৬৭] তিনি আরও বলেন, "তারা কি শুধু এর প্রতীক্ষায় রয়েছে যে, আল্লাহ ও ফিরিশতাগণ মেঘের ছায়ায় তাদের কাছে উপস্থিত হবেন?" [সূরা আল-বাক্বারাহ, আয়াত: ২১০] তিনি আরও বলেন, "আর যখন আপনার রব আগমন করবেন ও সারিবদ্ধভাবে ফিরিশতাগণও।" [সূরা আল-ফাজর, আয়াত: ২২] তিনি আরও বলেন, "দয়াময় (আল্লাহ) 'আরশের উপর উঠেছেন।" [সূরা ত্বা-হা, আয়াত: ০৫] তিনি আরও বলেন, "তারপর তিনি 'আরশের উপর উঠলেন।" [সূরা আল-ফুরকান, আয়াত: ৫৯]

অনুরূপ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "আমাদের রব প্রতি রাতে নিকটতম আসমানে অবতরণ করেন, যখন রাতের শেষ এক-তৃতীয়াংশ অবশিষ্ট থাকে।"

আর আনাস রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহু নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন, "জাহান্নামে ফেলা হতেই থাকবে, আর জাহান্নাম বলতেই থাকবে, আরও বেশি আছে কি? যতক্ষণ না রব্বুল ইয্যত আল্লাহ তা'আলা তাঁর পা সেটার উপর রাখছেন।"

আবু হুরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে বর্ণিত হাদীসে, সর্বশেষ যে জাহান্নাম থেকে বের হবে, তাতে এসেছে, "অতঃপর আল্লাহ তার ব্যাপারে হাঁসবেন, তারপর তাকে জান্নাতে প্রবেশের অনুমতি দেয়া হবে।"

জাবের রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহুর হাদীসে "তখন আল্লাহ হেঁসে তাদের জন্য প্রকাশিত হবেন।"

আনাস রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহু ও অন্যান্যদের হাদীসে এসেছে, "আল্লাহ তা'আলা কোনো বান্দার তাওবাতে তাঁর চেয়েও বেশি খুশী হন, যখন তোমাদের কেউ তার উট পেয়ে যাবে, অথচ সে মরুভূমিতে সেটাকে হারিয়ে ফেলেছিল"।

এগুলো এবং অনুরূপ আরও যা এসেছে, সবই আল্লাহর গুণাবলি। কুরআন ও সুন্নায়

তা এসেছে, সেগুলোর অর্থের ওপর ঈমান আনতে হবে, সেগুলোকে তার প্রকাশ্য অর্থে পরিচালিত করতে হবে, তা'ওয়ীল বা অপব্যাখ্যা করে দূরবর্তী অর্থ গ্রহণ করা থেকে মুখ ফিরিয়ে থাকতে হবে। তাশবীহ থেকে বেঁচে থাকতে হবে। বিশ্বাস করতে হবে যে, মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা তাঁর কোনো গুণ সৃষ্টির কোনো গুণের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ নয়। যেমন তাঁর সত্তা সৃষ্টির কোনো সত্তার সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ নয়। মহান আল্লাহ সুবাহানাহু বলেন, "তাঁর মতো কোনো কিছু নেই, আর তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা।" [সূরা আশ-শূরা, আয়াত: ১১]

আর এ নীতির ওপরই উম্মতের সালাফে সালেহীন, সুন্নাহর ইমামগণ সবাই গত হয়েছেন। তারা এগুলোর ওপর ঈমান এনেছেন এগুলোকে গ্রহণ করে নিয়েছেন। এগুলো থেকে তামছীল (অনুরূপ) ও তা'ওয়ীল (অপব্যাখ্যা) করা থেকে দূরে থেকেছেন। তারা এগুলোর প্রকৃত জ্ঞান মহান আল্লাহ তা'আলার কাছে সোপর্দ করেছেন। যেমন মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা ইলমে মজবুত লোকদের সম্পর্কে বলেছেন, "আর যারা ইলমে সুদৃঢ় তারা বলে, আমরা এগুলোর ওপর ঈমান আনলাম, এসবই আমাদের রবের পক্ষ থেকে এসেছে।" [সূরা আলে ইমরান, আয়াত: ০৭]

ইমাম সুফইয়ান ইবন 'উয়াইনাহ বলেন, "মহান আল্লাহ তাঁর কুরআনে যা দিয়ে নিজেকে গুণান্বিত করেছেন সেগুলোর ব্যাখ্যা হচ্ছে, সেগুলো পাঠ করে বুঝে নিয়ে চুপ থাকা, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল ব্যতীত কারও জন্য সেগুলোর বিস্তারিত ব্যাখ্যা করার অধিকার নেই"।

এক ব্যক্তি ইমাম মালেক ইবন আনাস রাহিমাহুল্লাহকে মহান আল্লাহর বাণী "রহমান 'আরশের উপর উঠেছেন" [সূরা ত্বা-হা, আয়াত: ০৫] এ ব্যাপারে জিজ্ঞেস করলেন, কীভাবে উঠলেন? তিনি জবাবে বললেন, "উপরে উঠার বিষয়টি অজানা নয়, এর ধরন বিবেকের যুক্তি দ্বারা প্রাপ্য বিষয় নয়, আর এর ওপর ঈমান আনা ফরয, এর ধরন সম্পর্কে প্রশ্ন করা বিদ'আত। আর আমি তো তোমাকে একজন পথভ্রষ্ট লোকই দেখতে পাচ্ছি, আর তাকে মজলিস থেকে বের করে দেয়ার নির্দেশ দেয়া হলো।"

ইমাম ওয়ালীদ ইবন মুসলিম বলেন, আমি ইমাম আওযা'ঈ, সুফইয়ান ইবন 'উয়াইনাহ, মালেক ইবন আনাসকে আল্লাহ তা'আলার গুণাবলি ও আল্লাহ তা'আলাকে দেখার ব্যাপারে আসা হাদীসসমূহ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছি, তারা সবাই বলেছেন, "এগুলোকে যেভাবে এসেছে সেভাবে বুঝে চালু করে দাও, তবে ধরন নির্ধারণ করো না।"

ইমাম যুহরী বলেন, "আল্লাহর পক্ষ থেকে বর্ণনা এসেছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের পক্ষ থেকে সেটা পৌঁছানো হয়েছে আর আমাদের ওপর কর্তব্য হচ্ছে সেটা মেনে নেয়া।"

সালাফদের কেউ কেউ বলেছেন, ইসলামে কারও পা দৃঢ় ততক্ষণ হবে না, যতক্ষণ না মেনে নেয়ার সাঁকোতে আরোহন করবে।"

আবুল আলীয়া বলেন, 'ইস্তেওয়া ইলাস সামায়ি' [সূরা আল-বাকারাহ, আয়াত: ২৯] এর অর্থ হচ্ছে, "উপরে উঠলেন তারপর সেগুলোর সৃষ্টিকে সুন্দর করলেন।"

মুজাহিদ বলেন, 'ইস্তেওয়া' [সূরা আল-বাক্বারাহ, আয়াত: ২৯] 'আরশের উপর উঠলেন"।[৬৩২]

৬৩২. শারহুস সুন্নাহ (১/১৬৯-১৭১)।

- তিনি তার মা'আলিমুত তানযীল তাফসীরে বলেন-

ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ: «قال الكلبي، ومقاتل: استقر. وقال أبو عبيدة: صعد. وأولت المعتزلة الاستواء بالاستيلاء، وأما أهل السنة فيقولون: الاستواء على العرش صفة لله، بلا كيف، يجب الإيمان به.

আল্লাহর বাণী: ﴿ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ﴾ "পরম করুণাময় 'আরশের উপর উঠেছেন।" কালবী এবং মুকাতিল বলেছেন- তিনি অবস্থান নিয়েছেন। আবু উবায়দাহ বলেছেন- তিনি উপরে উঠেছেন। মু'তাযিলারা 'ইস্তিওয়া' শব্দটির তাওয়ীল বা অপব্যাখ্যামূলক অর্থ করেছে 'ইস্তাওলা' বা দখল করা। আহলুস সুন্নাহ বলে- 'আরশের উপরে উঠা আল্লাহর গুণ। তবে ধরন অজানা। এর প্রতি বিশ্বাস রাখা ওয়াজিব।[৬৩৩]

অনুরূপভাবে, তিনি আল্লাহর বাণী: ﴿اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ وَهِيَ دُخَانٌ﴾ "তারপর তিনি আসমানের উপর উঠলেন এমতাবস্থায় যে, তা ছিল ধোঁয়া" এর ব্যাখ্যায় বলেন, ইবন 'আব্বাস ও সালাফদের অধিকাংশ মুফাসসির বলেছেন: 'এখানে 'ইস্তাওয়া ইলাস সামা-য়ি' এর অর্থ, তিনি আকাশের উপরে উঠেছেন।[৬৩৪]

অন্যত্র তিনি আল্লাহর বাণী- ﴿وَهُوَ اللهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الأَرْضِ﴾ "আর আসমানসমূহ ও যমীনে তিনিই আল্লাহ" -এর ব্যাখ্যায় বলেন-

يعني وهو إله في السموات والأرض، قال الزجاج: فيه تقديم وتأخير تقديره، وهو الله يعلم سركم وجهركم في السموات والأرض

অর্থাৎ তিনি আসমানসমূহে ও যমীনে ইলাহ। যাজ্জাজ বলেন, এখানে পূর্ব ও পর করা হয়েছে। আসল বাক্য হচ্ছে- তিনি আল্লাহ, আসমান ও যমীনে তোমাদের গোপন ও প্রকাশ্য জিনিস জানেন।[৬৩৫]

অনুরূপভাবে তিনি আল্লাহর বাণী- ﴿مَا يَكُونُ مِن نَّجْوَى ثَلَاثَةٍ إِلاَّ هُوَ رَابِعُهُمْ﴾ "তিনজনে এমন কোনো পরামর্শ হয় না যাতে চতুর্থজন না থাকেন" -এর ব্যাখ্যায় বলেন, জ্ঞানের দ্বারা থাকেন।[৬৩৬]

ইমাম আবু আহমাদ উবাইদুল্লাহ ইবনুল হাসান ইবন আহমাদ ইবনুল-হাদ্দাদ (মৃত্যু ৫১৭)

ইমাম আবু আহমাদ উবাইদুল্লাহ ইবনুল হাসান ইবন আহমাদ ইবনুল হাসান আল-আসবাহানী, আশ-শাফে'য়ী, যিনি ইবনুল হাদ্দাদ নামে খুব পরিচিত ছিলেন। তিনি তাঁর আকীদাহ বর্ণনায় বলেন,

«فالذي يجب على العبد اعتقاده ويلزمه في ظاهره وباطنه اعتهاده: ما دل عليه كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى

---

৬৩৩. তাফসীর বাগাওয়ী (২/১৬৫)।

৬৩৪. তাফসীর বাগাওয়ী (১/৫৯)।

৬৩৫. তাফসীর বাগাওয়ী (২/৮৪-৮৫)।

৬৩৬. তাফসীর বাগাওয়ী (৪/৩০৭)।

الله عليه وسلم وإجماع الصدر الأول من علماء السلف وأئمتهم الذين هم أعلام الدين، وقدوة من بعدهم من المسلمين؛ وذلك أن يعتقد العبدُ ويُقر ويعترف بقلبه ولسانه: أن الله واحدٌ أحدٌ... وأنه سبحانه مستوٍ على عرشه فوق جميع خلقه، كما أخبر في كتابه وعلى ألسنة رسله صلى الله عليهم وسلم؛ من غير تشبيه ولا تعطيل، ولا تحريف ولا تأويل».

"বান্দার যা বিশ্বাস করা কর্তব্য, তার প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য যে জিনিসকে মেনে নিবে, তা হচ্ছে: যা মহান আল্লাহর কিতাব ও তাঁর রাসূলের সুন্নাত প্রমাণ করে আর যা সালাফ তথা প্রথম যুগের পূর্বসূরী আলেম ও ইমামগণের ঐকমত্যের সাথে অনুমোদন করেছেন; কারণ তারা হচ্ছেন, হিদায়াতের মশাল বরদার, তাদের পরবর্তী মুসলিমদের জন্য আদর্শ। আর তা হচ্ছে, বান্দা তার অন্তর ও মুখে এটা বিশ্বাস করবে ও স্বীকার করবে ও মেনে নিবে যে, আল্লাহ এক ও একক সত্তা... আর তিনি 'আরশের উপর উঠেছেন, যা তাঁর সকল সৃষ্টির উপর, যেমনটি আল্লাহ তাঁর কিতাবে জানিয়েছেন এবং তাঁর রাসূলগণের জবানীতে ঘোষণা করেছেন; কোনো প্রকার সাদৃশ্য বিধান ছাড়াই, অর্থশূন্য করা ছাড়াই, বিকৃতি কিংবা অপব্যাখ্যার আশ্রয় নেয়া ব্যতীতই।"[৬৩৭]

আবুল হাসান ইবন আয-যাগূনী (৫২৭ হিজরী)

বিখ্যাত ইমাম আবুল হাসান ইবন আয-যাগূনী রাহিমাহুল্লাহ বলেন,

عَالٍ على العَرْشِ الرَّفِيعِ بِذَاتِهِ ... سُبْحَانَهُ عن قَوْلِ غَاوٍ مُلْحِدِ

"তিনি সত্তাগতভাবে সুউচ্চ 'আরশের উপর উঠেছেন, পথভ্রষ্ট ও দীন বিরোধীদের কথা থেকে তিনি কতই না পবিত্র।"[৬৩৮]

ইমাম আবুল হাসান আল-কারজী (৫৩২ হিজরী)

শাইখুল ইসলাম আবু ইসমা'ঈল আল-হারওয়ীর ছাত্র ইমাম আবুল হাসান মুহাম্মাদ ইবন আবদুল মালিক আল-কারজী তার পরিচিত আকীদায় বলেন, প্রথম লাইন হচ্ছে:

محاسن جسمي بدلت بالمعايب ... وشيب فَوْدي شيب وصل الحبائب.

আমার দেহের সৌন্দর্য খুঁতে রূপান্তরিত হয়েছে, আমার মাথার অগ্রভাগে বার্ধক্য শুরু হয়েছে বন্ধুদের সম্পর্কের বার্ধক্যের ন্যায়।

সে কবিতায় অবশেষে তিনি বলেন-

وأفضل زاد في المعاد عقيـــدة ... على منهج في الصدق لاحب

عقيدة أصحاب الحـديث فقد ... بأرباب دين الله أسنى المراتب

عقائدهم أن الإله بـذاته ... على عرشـــه مع علمه بالغوائب

---

৬৩৭. ইবনুল কাইয়্যেম, ইজতিমাউল জুয়ূশিল ইসলামিয়্যাহ, ১৭৫-১৭৬

৬৩৮. সিয়ারু আ'লামিন নুবালা (১৯/৬০৬)।

وأن استواء الرب يعقل كونه ... ويجهل فيه الكيف جهل الشهارب

আখেরাতের সর্বোত্তম পাথেয় হচ্ছে বিশুদ্ধ সত্য আকীদাহ গ্রহণ করে যাওয়া

আসহাবুল হাদীসের আকীদাহ, তারা আল্লাহর দীনের সর্বোৎকৃষ্ট মর্যাদাপূর্ণ দরজাটি ধরে আছে।

তাদের আকীদাহ হচ্ছে, ইলাহ সত্তাগত তাঁর 'আরশের উপরে। সেখানে থেকেও তিনি সকল গায়েবী বিষয়ে যথাযথভাবে জানেন।

রবের 'আরশের উপর উঠার বিষয়টি বোধগম্য, তবে ধরন একেবারে অজানা।(৬৩৯)

ইমাম যাহাবী বলেন, আবুল হাসান ছিলেন ইমাম দুনিয়াবিমুখ এবং শাফে'য়ী মাযহাবের অনুসারী। শাইখ আবু মুহাম্মাদ বাগাওয়ী এবং তার স্তরের সমসাময়িক। মাশরিক তথা প্রাচ্যদেশের শহরসমূহে তাঁর এই কবিতা খাস ও আম ব্যক্তিদের কাছে প্রসিদ্ধ।(৬৪০)

ইমাম আবুল কাসিম ইসমা'ঈল ইবন মুহাম্মাদ আত-তাইমী (৫৩৫ হিজরী)

ইমাম আবুল কাসিম ইসমা'ঈল ইবন মুহাম্মাদ আত-তাইমী আল্লাহ তা'আলার গুণাবলি সম্পর্কে বলেন,

«وَهُوَ الْعلِي الْأَعْلَى، وعَلى الْعَرْش اسْتَوَى تبَارك تَعَالَى، ظَاهر فِي ملكه وَقدرته، قد حجب عَنِ الْخلق كنه ذَاته، ودلهم عَلَيْهِ بآياته».

"তিনি সর্বোচ্চ মহান সত্তা, মহান সত্তা 'আরশের উপরে উঠেছেন, তাঁর রাজত্ব ও মালিকানার মাধ্যমে প্রকাশিত, তাঁর আপন সত্তার প্রকৃত ধরনকে সৃষ্টি থেকে পর্দাবৃত করে রেখেছেন, তাদেরকে তাঁর ব্যাপারে তাঁর বিভিন্ন নিদর্শনের মাধ্যমে জানিয়েছেন।"(৬৪১)

উক্ত কিতাবে আরও এসেছে,

وَيجب الإِيمان بِصِفَات الله تَعَالَى كَقَوْلِه عَزَّ وَجَلَّ: ﴿الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى﴾، وَقَوله: ﴿لما خلقت بِيَدي﴾ فَهَذَا وَأَمْثَاله مِمَّا صَحَّ نَقله عَن رَسُول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَإِن مَذْهَبنَا فِيهِ وَمذهب السّلف إِثْبَاته وإجراؤه عَلَى الظَّاهِر وَنفي الْكَيْفِيَّة والتشبيه عَنهُ، وَقد نفى قوم الصِّفَات فأبطلوا مَا أثبته اللهُ تَعَالَى، وتأولها قوم خلاف الظَّاهِر فَخَرجُوا من ذَلِك إِلَى ضرب من التعطيل والتشبيه، وَالْقَصْد إِنما هُوَ سلوك الطَّرِيقَة المتوسطة بَين الْأَمريْنِ، لأَنَّ دين الله تَعَالَى بَين الغالي والمقصر عَنهُ.

وَالْأَصْل فِي هَذَا أَن الْكَلَام فِي الصِّفَات فرع عَلَى الْكَلَام فِي الذَّات، وإِثبات الله تَعَالَى إِنما هُوَ إِثبات وجود لَا إِثبات كَيْفيَّة، فَكَذَلِك إِثبات صِفَاته إِنما هُوَ إِثبات وجود لَا إِثبات كَيْفيَّة، فَإِذَا قُلْنَا يَد، وَسمع، وبصر، وَنَحْوهَا، فإنما هِيَ

৬৩৯. যাহাবী, আল-'আরশ (২/৪৬৯-৪৭০), নং ২৮২ অনুবাদ: আব্দুল্লাহ মাহমূদ।

৬৪০. যাহাবী, আল-আরশ, (২/৪৭০) অনুবাদ: আব্দুল্লাহ মাহমূদ।

৬৪১. আবুল কাসেম আত-তাইমী, আল-হুজ্জাহ ফী বায়ানিল মাহাজ্জাহ (১/১৮৫-১৮৬)।

صِفَات أثبتها اللهُ لنفسِهِ وَلم يقل معنى الْيَد الْقُوَّة، وَلَا معنى السّمع وَالْبَصَر: الْعلم والإدراك، وَلَا نشبهها بِالْأَيْدِي والأسماع والأبصار، ونقول إِنمَا وَجب إِثباتها لِأَن الشَّرْع ورد بهَا، وَوَجَب نفي التَّشْبِيه عَنْهَا لقَوْله تَعَالَى: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ﴾، كَذَلِك قَالَ عُلَمَاء السّلف فِي أَخْبَار الصِّفَات: أمروها كَمَا جَاءَت.

"মহান আল্লাহর সিফাত বা গুণগুলোর উপর ঈমান আনা ফরয; যেমন আল্লাহর বাণী, "রহমান 'আরশের উপর উঠেছেন", অনুরূপ আল্লাহর বাণী, "যা আমি নিজ দু' হাতে সৃষ্টি করেছি" এ আয়াত ও এ ধরনের যা কিছু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে আসা সাব্যস্ত হয়েছে তাতে আমাদের অভিমত ও সালাফে সালেহীনের অভিমত হচ্ছে, এগুলোকে সাব্যস্ত করা, এগুলোর প্রকাশ্য অর্থের ওপর চালিয়ে যাওয়া, কোনো প্রকার ধরণ নির্ধারণ ও সাদৃশ্য স্থাপনকে অস্বীকার করা। কোনো কোনো গোষ্ঠী সিফাত বা আল্লাহর গুণাবলিকে অস্বীকার করেছে এমনভাবে যে, তারা আল্লাহ যা সাব্যস্ত করেছেন তা বাতিল করেছে, আরেক গোষ্ঠী প্রকাশ্য অর্থের বাইরে গিয়ে সেগুলোর অপব্যাখ্যা দাঁড় করিয়েছে। এভাবে তারা এক ধরনের অর্থশূন্য করা ও সাদৃশ্য স্থাপন করার দিকে চলে গেছে। বস্তুত সঠিক পন্থা হচ্ছে, এতদুভয় প্রান্তিকতার মাঝখানে মধ্যপন্থা অবলম্বন। কারণ, আল্লাহর দীনের অবস্থান হচ্ছে বাড়াবাড়ি ও ছাড়াছাড়ির মাঝখানে।

বস্তুত এ বিষয়ে মূলনীতি হচ্ছে, আল্লাহর গুণাবলির ব্যাপারে কোনো কথা বলাকে আল্লাহর সত্তার ওপর কথা বলার শাখা হিসেবে নিতে হবে। আর আল্লাহর সত্তা সাব্যস্ত করার বিষয়টি যেহেতু আল্লাহর অস্তিত্ব সাব্যস্ত করা, ধরণ সাব্যস্ত করা নয়, সেহেতু আল্লাহর গুণ সাব্যস্ত করাও সেগুলোর অস্তিত্ব সাব্যস্ত করা, সেগুলোর ধরন সাব্যস্ত করা নয়। সুতরাং যখন আমরা বলি, হাত, শ্রবণ, দেখা ইত্যাদি, তখন এভাবে নিতে হবে যে, এগুলো এমন গুণ যা আল্লাহ নিজের জন্য সাব্যস্ত করেছেন। তিনি বলেননি হাত অর্থ শক্তি। আবার শ্রবণ ও দেখা অর্থও জ্ঞান ও আয়ত্ব করা বলেননি। আবার আমরা সেগুলোকে হাত, কান ও চোখের সাথে সাদৃশ্য দিয়েও সাব্যস্ত করব না। বরং বলবো, এগুলো এজন্য সাব্যস্ত করবো, কারণ শরী'আতে এগুলো সাব্যস্ত করার কথা এসেছে, তবে এ সাব্যস্তকরণের সময় কোনো প্রকার সাদৃশ্য স্থাপন থেকে দূরে থাকবো। কারণ, আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, "তার মতো কোনো কিছু নেই, তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা।" অনুরূপভাবে সালাফে সালেহীন আলেমগণ বলতেন এগুলোকে যেভাবে এসেছে সেভাবে চালিয়ে নাও (কোনো প্রকার ধরন নির্ধারণ ব্যতীতই)।[৬৪২]

আরও বলেন,

قَالَ أهل السّنة: خلق الله السَّمَوَات وَالْأَرْض، وَكَانَ عَرْشه عَلَى الْمَاء مخلوقا قبل خلق السَّمَوَات وَالْأَرْض. ثمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْش بعد خلق السَّمَوَات وَالْأَرْض عَلَى مَا ورد بِهِ النَّص. وَلَيْسَ مَعْنَاهُ المماسة، بل هُوَ مستو عَلَى عَرْشه بِلَا كَيفَ، كَمَا أخبر عَن نَفسه.

"আহলুস সুন্নাহ বলেন, আল্লাহ তা'আলা আসমান ও যমীন সৃষ্টি করেছেন, আর তাঁর 'আরশ আসমান ও যমীন সৃষ্টির আগেই পানির উপর সৃষ্ট ছিল। তারপর তিনি আসমান ও যমীন সৃষ্টির পরে 'আরশের উপর উঠলেন যেমনটি কুরআন ও হাদীসের ভাষ্যে এসেছে। তবে এর অর্থ স্পর্শ

৬৪২. আবুল কাসেম আত-তাইমী, আল-হুজ্জাহ ফী বায়ানিল মাহাজ্জাহ (১/২৬৬)।

করা নয়, বরং তিনি 'আরশের উপরে সমুন্নত কোনো প্রকার ধরন নির্ধারণ ব্যতীতই, যেমন তিনি তাঁর নিজের ব্যাপারে আমাদেরকে জানিয়েছেন।"(৬৪৩)

ইমাম আদী ইবন মুসাফির আল-উমাওয়ী আল-হাক্কারী (৫৫৫ হিজরী)

ইমাম 'আদী ইবন মুসাফির আল-উমাওয়ী আল-হাক্কারী রাহিমাহুল্লাহ তাঁর 'ই'তিক্বাদি আহলিস সুন্নাতি ওয়াল জামা'আহ' গ্রন্থে বলেন,

«وأنَّ اللهَ على عَرْشِهِ بَائِنٌ منْ خَلْقِهِ، كَمَا وَصَفَ نَفْسَهُ فِي كِتَابِهِ وعلى لِسَانِ نَبِيِّهِ بلا كَيْفٍ، أحاطَ بكُلِّ شيءٍ علمًا وهو بِكُلِّ شيءٍ عليمٌ».

"আর এটাও আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের আকীদাহ যে, আল্লাহ তা'আলা তাঁর 'আরশের উপর, সৃষ্টিকুল থেকে আলাদা, যেমনটি তিনি নিজে তাঁর কিতাবে গুণান্বিত করেছেন আর তাঁর রাসূলের জবানীতে এসেছে, কোনো প্রকার ধরন নির্ধারণ ছাড়াই"।(৬৪৪)

আল্লামা ইয়াহইয়া ইবন আবুল খায়ের আল-'ইমরানী (৫৫৮ হিজরী)

আল্লামা ইয়াহইয়া ইবন আবুল খায়ের আল-'ইমরানী তাঁর 'আল-ইন্তিসার ফির রাদ্দি আলাল মু'তাযিলাতিল কাদারিয়্যাতিল আশরার' গ্রন্থে বলেন,

«قدْ ذكرنَا في أوَّلِ الكتابِ أنَّ عندَ أصحابِ الحديثِ والسُّنةِ أنَّ الله سبحانهُ بذاتِهِ، بائنٌ عَنْ خَلْقِهِ، على العرشِ استوى فوقَ السَّمواتِ، غيرَ مماسٍ لهُ، وعِلْمُهُ محيطٌ بالأشياءِ كلِّها.

وقالتِ الكرَّاميةُ: إنَّهُ مماسٌّ للعرشِ.

وقالتِ المعتزلةُ: إنَّ ذاتَ الله بكلِّ مكانٍ حتى بالحشوشِ وأجوافِ الحيوانِ.

قيلَ لبشرِ المريسيِّ: فهوَ في جوفِ حمارِكَ هذا؟ قالَ: نعمْ، وهذا قولُ الحلوليَّةِ وهوَ كفرٌ صريحٌ لا إشكالَ فيهِ.

وقالتِ الأشعريةُ: لا يجوزُ وصفهُ بأنَّهُ على العَرْشِ ولا في السَّماءِ.

ثمَّ ذكرَ آياتٍ وأحاديثَ دالَّةً على عُلُوِّ اللهِ إلى أنْ قالَ:

ولأنَّ المسلمينَ مُجْمِعُونَ عندَ الدُّعاءِ على رَفعِ أَبْصَارِهِمْ وأَكُفِّهِمْ إلى نَحْوِ السَّماءِ؛ فَدَلَّ على صَحَّةِ ما قلناهُ.

ويقالُ لهم: إذا لم يَكُنِ اللهُ فوقَ العَرْشِ بمعنًى يختصُّ بالعرشِ كما قالَ أصحابُ الحديثِ، وكانَ بكلِّ مكانٍ، فقولوا: إنَّهُ تحتَ الأرضِ والسَّماءُ فوقَها فهوَ تحتَ التَّحْتِ وأنَّهُ فَوْقَ الفَوْقِ والأشياءُ تحتَهُ وهذا متناقضٌ.

---

৬৪৩. আবুল কাসেম আত-তাইমী, আল-হুজ্জাহ ফী বায়ানিল মাহাজ্জাহ (২/১১৬)।

৬৪৪. ই'তিক্বাদি আহলিস সুন্নাতি ওয়াল জামা'আহ, পৃ. ৩০।

فإنِ احتجُّوا بقوله تعالى: ﴿مَا يَكُونُ مِنْ نَجْوَى ثَلاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلاَ خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ وَلاَ أَدْنَى مِنْ ذَلِكَ وَلاَ أَكْثَرَ إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَ مَا كَانُوا﴾ [المجادلة: ٧]، وبقوله تعالى: ﴿وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ﴾ [الحديد: ٤].

فالجوابُ: أنَّ المرادَ بالآية ﴿مَا يَكُونُ مِنْ نَجْوَى ثَلاثَةٍ﴾ [المجادلة: ٧] أي من حديثٍ بَيْنَ ثلاثةٍ إلا هوَ رابعُهم بالإحَاطَةِ والعِلْمِ ... وكذلك المعنى في قوله تعالى: وَلاَ خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ﴾ [المجادلة: ٧]. إلى قوله ﴿إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَ مَا كَانُوا﴾ [المجادلة: ٧]، يريدُ بالإحاطةِ والعِلْمِ لا بالذَّاتِ والحُلُولِ.

يَدُلُّ على صحةِ هذا التأويلِ قولهُ تعالى: ﴿أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ مَا يَكُونُ مِنْ نَجْوَى ثَلاثَةٍ﴾ [المجادلة: ٧] الآية .. إلى قوله: إِنَّ اللهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾ [المجادلة: ٧] فبدأ الآيةَ بالعِلْمِ وختمهَا بالعِلْمِ، فَدَلَّ على أنَّ المرادَ بذلك كُلِّهِ الإخبارُ عنْ عِلْمِهِ وإِحَاطَتِهِ بهم في جميعِ هذهِ الحالاتِ.

فإن احْتَجُّوا بقولِهِ تعالى: ﴿وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَهٌ وَفِي الأَرْضِ إِلَهٌ﴾ [الزخرف: ٨٤] فأخبرَ أنَّه إلهٌ بكلِّ واحدٍ منهما.

فالجوابُ: أنَّ المرادَ بالآيةِ أنهُ عندَ أهلِ السَّماءِ إلهٌ وعندَ أهلِ الأرضِ إلهٌ كما يقالُ: فلانٌ نبيلٌ مطاعٌ في العراقِ ونبيلٌ مطاعٌ في الحجازِ، يَعْنُونَ أنَّهُ نبيلٌ مطاعٌ فيهما وليس يَعْنُونَ أنَّ ذاتَهُ في العراقِ وفي الحجازِ.

فإن احْتَجُّوا بقوله تعالى: ﴿إِنَّ اللهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا﴾ [النحل: ١٢٨] وبقوله تعالى: ﴿إِنَّنِي مَعَكُمَا أَسْمَعُ وَأَرَى﴾ [طه: ٤٦].

فالجوابُ: أنَّ المرادَ على أنَّهُ أرادَ بالحفظِ والرعايةِ والنَّصرِ والتأييدِ مَعَ الذين اتقوا ومَعَ المحسنينَ ومَعَ موسى وهارون عليهما السلام، فلا يُقاسُ على هذا أنَّه معَ الفسَّاقِ والكفَّارِ، ولا مَعَ الكلابِ والخنازيرِ تعالى الله عنْ ذلكَ عُلُوًّا كبيرًا.

وَتَأَوَّلَتِ المعتزلةُ ومَنْ تَابَعَهُم قولَ الله سبحانه: ﴿الرَّحْمَانُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى ﴾ [طه: ٥] على أنَّ الاستواءَ هو الاستيلاءُ والقهرُ واحتَجُّوا بقولِ الشَّاعرِ:

قَدِ استوى بِشْرٌ على العِرَاقِ ... مِنْ غَيْرِ سَيْفٍ ولا دَمٍ مِهْرَاقِ

والجوابُ: أنَّهُ لا يُقَالُ هذا إلَّا لمنْ كان عاجزًا عن قهرِ شيءٍ ثمَّ قهرهُ واستولى عليه، واللهُ سبحانه قاهرٌ ومُسْتَولٍ على كلِّ شيءٍ.

ثمَّ نقلَ كلامَ ابنِ الأعرابيِّ في إبطالِ تفسيرِ الاستواءِ بالاستيلاءِ ثمَّ قالَ:

ولو كانَ ما ذكروهُ صحيحًا لجازَ أنْ يُقالَ: إنَّ اللهَ مُسْتَوٍ على الحشوشِ والأمكنةِ التي يرغبُ عنْ ذكرِهَا لأنَّهُ مُسْتَولٍ عليهَا، ولو كانَ كذلكَ لم يَكُنْ للذكرِ للعرشِ معنًى.

وأمَّا الأشعريةُ فقالوا: إذا قلتم إنَّه على العرشِ أفضى إلى أنَّهُ يكونُ محدودًا أو أنَّهُ يفتقرُ إلى مكانٍ وجهةٍ تحيطُ بِهِ، وتعالى الله عنْ ذلكَ.

والجوابُ: أنَّا وإنْ قلنا إنَّهُ على العرشِ كما أخبرَ بكتابِهِ وأخبرَ بِهِ نبيُّه صلى الله عليه وسلم فلا نقولُ إنَّهُ محدودٌ، ولا إنَّهُ يفتقرُ إلى مكانٍ، ولا تحيطُ بِهِ جهةٌ ولا مكانٌ، بل كانَ ولا مكانَ ولا زمانَ ثُمَّ خلقَ المكانَ والزمانَ، واستوى على العرشِ بلا كيفيَّةٍ، ولم يخلقِ العرشَ لحاجتِهِ إليهِ، بلْ كما حُكِيَ عنْ ذي النونِ المصريِّ لَمَّا قيل لهُ: ما أرادَ اللهُ بخلقِ العرشِ؟ فقالَ: أرادَ اللهُ أنْ لا تتيهَ قلوبُ العارفينَ ولم يَخْلُقْهُ لحاجتِهِ إليهِ، فإذا قيلَ للعبدِ المؤمنِ أينَ اللهُ؟ قال: عَلَى العَرْشِ».

"আমরা এ কিতাবের শুরুতে বলেছি যে, আসহাবুল হাদীস ও আহলুস সুন্নাহ'র নিকট আল্লাহ তা'আলা স্বয়ং সত্তাগতভাবে, তাঁর সৃষ্টি থেকে আলাদা, 'আরশের উপর উঠেছেন, আসমানসমূহের উপরে, তবে সেটাকে স্পর্শ করে নয়, তাঁর জ্ঞান সবকিছুকে পরিবেষ্টন করে আছে।

কাররামিয়্যাহ ফেরকার লোকেরা বলে, তিনি 'আরশের স্পর্শে আছেন।

মু'তাযিলারা বলে, নিশ্চয় তাঁর সত্তা সর্বত্র, এমনকি ময়লা ও জীবজন্তুর পেটেও।

বিশর আল-মারীসীকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, তিনি কি তোমার এ গাধার পেটেও? সে বলেছিল, হ্যাঁ। বস্তুত এটি হুলুলী সম্প্রদায়ের মত, এটা স্পষ্ট কুফুরী, যাতে কোনো সন্দেহ নেই।

আর আশ'আরী ফেরকার লোকেরা বলে, তাঁকে 'আরশের উপর কিংবা আসমানের উপর এ গুণে গুণান্বিত করা যাবে না।"

তারপর গ্রন্থকার আল্লাহ তাঁর 'আরশের উপর রয়েছেন সেটা সাব্যস্ত করার জন্য কুরআনের আয়াত ও রাসূলের হাদীস থেকে অনেক দলীল নিয়ে আসেন। অবশেষে বলেন,

আরও যে কারণে আল্লাহকে উপরে মানতে হবে তা হচ্ছে, মুসলিমগণ তাদের দো'আর সময় চক্ষু উপরে উঠানো, হাতসমূহ উপরের দিকে প্রসারিত করার ব্যাপারে একমত যা প্রমাণ করে যে, আমরা যা বলেছি তা বিশুদ্ধ।

আর তাদেরকে বলা হবে, যদি আল্লাহ তা'আলা 'আরশের উপর না থাকেন, 'আরশের সাথে বিশেষ অর্থে, যেমনটি আসহাবুল হাদীসগণ বলে থাকেন, আর যদি তিনি সব জায়গায় থাকেন, তাহলে তোমরা বল, তিনি যমীনের নিচে আর আসমান যমীনের উপরে, সে হিসেবে তিনি তো নিচের নিচে হয়ে যান। আবার সব জায়গায় থাকার মর্ম অনুসারে তিনি উপরেরও উপরে থাকতে হয়, আর সবকিছু তাঁর নিচে থাকতে হয়, এভাবে তো পরস্পর বিরোধী বিষয়ে পরিণত হয়।

তারপর যদি তারা বলে, "তিন ব্যক্তির মধ্যে এমন কোন গোপন পরামর্শ হয় না যাতে চতুর্থজন হিসেবে তিনি থাকেন না এবং পাঁচ ব্যক্তির মধ্যেও হয় না যাতে ষষ্ঠজন হিসেবে তিনি থাকেন না। তারা এর চেয়ে কম হোক বা বেশি হোক তিনি তো তাদের সঙ্গেই আছেন তারা যেখানেই থাকুক না কেন।" [সূরা আল-মুজাদালাহ, আয়াত: ০৭] অনুরূপ "তিনি তোমাদের সঙ্গে আছেন যেখানেই তোমরা থাক না কেন।" [সূরা আল-হাদীদ, আয়াত: ০৪] এ বাণীসমূহের কী অর্থ?

উত্তর হবে, সূরা মুজাদালার "তিনজনের শলা-পরামর্শের তিনি অবশ্যই তাদের চতুর্থজন হন" [সূরা আল-মুজাদালাহ, আয়াত: ০৭], এর অর্থ আয়ত্ব ও জ্ঞানের মাধ্যমে। অনুরূপভাবে "ছয়জনের মাঝেও তিনি ষষ্ঠজন হন" [সূরা আল-মুজাদালাহ, আয়াত: ০৭] এর অর্থও অনুরূপ। তারপর আল্লাহ বলেছেন, "তবে তিনি তাদের সাথেই আছেন যেখানেই তারা থাকুক না কেন" অর্থাৎ তিনি আয়ত্ব ও ইলমে তাদের সাথে আছেন, সত্তাগতভাবে বা সৃষ্টির ভিতরে প্রবেশের মাধ্যমে নয়।

এ ব্যাখ্যা বিশুদ্ধ হওয়ার প্রমাণ হচ্ছে, আল্লাহর বাণী, "পাঁচ ব্যক্তির মধ্যেও হয় না যাতে ষষ্ঠজন হিসেবে তিনি থাকেন না।" [সূরা আল-মুজাদালাহ, আয়াত: ০৭] এতে আয়াতের শুরু হয়েছে ইলম বা জ্ঞান দিয়ে, আর শেষ হয়েছে, ইলম বা জ্ঞান দিয়ে। সুতরাং বুঝা গেল যে, এ পুরো আয়াতের উদ্দেশ্য হচ্ছে, তাঁর জ্ঞানের সংবাদ প্রদান করা এবং সকল অবস্থাতেই তিনি সকলকে (জ্ঞান ও কুদরতে) পরিবেষ্টন করে আছেন সেটার সংবাদ প্রদান করা।

আর যদি তারা আল্লাহর বাণী, "আর তিনি এমন সত্তা যিনি আসমানেও মা'বুদ, যমীনেও মা'বুদ" [সূরা আয-যুখরুফ, আয়াত: ৮৪] এ আয়াত দিয়ে দলীল গ্রহণ করতে চায় এবং বলে যে, এখানে তো বলা হয়েছে তিনি আসমান ও যমীনের প্রত্যেকটিতে ইলাহ।

তখন জবাব বল, আয়াত দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে, তিনি আসমানের অধিবাসীদেরও মা'বুদ, আবার তিনি যমীনের অধিবাসীদেরও মা'বুদ। যেমন বলা হয়, "অমুক ইরাকে ভদ্র ও আনুগত্য পাওয়ার অধিকারী, অনুরূপভাবে সে হিজাযেও ভদ্র ও আনুগত্য পাওয়ার অধিকারী" তখন তার অর্থ হয়, সে উভয় স্থানেই আনুগত্য পায়, তার অর্থ এটা নয় যে, তার সত্তা ইরাকে ও হিজাযে অবস্থিত।

তারপর যদি তারা আল্লাহর বাণী, "নিশ্চয় আল্লাহ যারা তাকওয়াবান তাদের সাথে আছেন" [সূরা আন-নাহল, আয়াত: ১২৮], অনুরূপ আল্লাহর বাণী "আমি তোমাদের দু' জনের সাথে আছি, শুনছি ও দেখছি" [সূরা ত্বা-হা, আয়াত: ৪৬] আয়াতদ্বয় দিয়ে দলীল দেয়, তখন তার উত্তর হবে, এগুলোতে উদ্দেশ্য হচ্ছে, হিফাযত, দেখা-শোনা, সাহায্য ও সহযোগিতার মাধ্যমে তিনি নেককারদের সাথে, মুহসিনদের সাথে, মূসা ও হারূনের সাথে আছেন। এটাকে কখনও কিয়াস করে বদকার, কাফির লোকদের সাথে, কিংবা কুকুর ও শূকরের সাথে থাকার কথা বলা যায় না, আল্লাহ তাদের এসব কথা থেকে কতই না ঊর্ধ্বে।

আর মু'তাযিলা ও তাদের অনুসারীরা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার বাণী "রহমান 'আরশের উপর 'ইস্তাওয়া' করেছেন" [সূরা ত্বা-হা, আয়াত: ০৫] এর অপব্যাখ্যা করে বলে, এখানে ইস্তেওয়া বলে 'ইস্তাওলা' তথা অধিকার করা, অধীনস্থ করা বুঝানো হয়েছে। তারা দলীল হিসেবে এক কবির কবিতাকে প্রমাণ হিসেবে পেশ করে থাকে, সে কবিতাটি হচ্ছে,

قَدِ استوى بِشْرٌ على العِرَاقِ ... مِنْ غَيْرِ سَيْفٍ ولا دَمٍ مِهْرَاقِ

'বিশর ইরাক অধিকার করেছে, *** কোনো প্রকার তরবারী ও রক্ত প্রবাহিত করা ছাড়াই'

তার উত্তর হচ্ছে, অধিকার করা এটি তখনই বলা হবে যখন কেউ কোনো কিছু অধিকার করতে অক্ষম হওয়ার পর প্রচেষ্টা ব্যয় করার পর সেটাকে দাপট খাটিয়ে অধিকার করে নেয়, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা তো পূর্ব থেকেই দাপুটে নামের অধিকারী এবং সবকিছুই তাঁর

অধিকারে।"

তারপর তিনি ইবনুল আ'রাবীর সে বক্তব্য নিয়ে এসেছেন, যেখানে ইস্তেওয়াকে ইস্তাওলা দ্বারা ব্যাখ্যা করাকে বাতিল হিসেবে গণ্য করেছেন। তারপর বলেন,

"যদিও তারা যা বলে শুদ্ধ হতো তবে এটা বলাও তো শুদ্ধ হতে হয় যে, তিনি (আল্লাহ) ময়লার জায়গা ও অনুরূপ অনাকাঙ্ক্ষিত স্থানের উপরও অধিষ্ঠিত হয়েছেন; কারণ তিনি সেটা অধিকারে রেখেছেন। যদি সেটাই অর্থ হয় তো 'আরশের কথা বর্ণনা করার কোনো মানে থাকে না।

আশ'আরীরা বলে, যদি আল্লাহ তা'আলাকে 'আরশের উপর বলা হয়, তবে তাঁকে তো সীমাবদ্ধ করা হয়ে গেল, তাঁর জন্য এমন স্থানের প্রয়োজন দেখা দিল যা তাকে ঘিরে রাখবে, আর আল্লাহ তা থেকে পবিত্র।

এর উত্তর হচ্ছে, আমরা যদিও বলি যে, তিনি 'আরশের উপরে যেমনটি আল্লাহ তাঁর কিতাবে এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর হাদীসে আমাদের জানিয়েছেন, কিন্তু আমরা এর দ্বারা কখনও বলি না যে, তিনি সীমাবদ্ধ, অনুরূপ তাঁর স্থানের প্রয়োজন রয়েছে এটাও আমরা বলি না, আরও বলি না যে, দিক বা স্থান তাঁকে ঘিরে রাখতে পারে, বরং তিনি ছিলেন তখনও যখন কোনো স্থান ছিল না, কাল ছিল না, তারপর তিনি স্থান ও কাল সৃষ্টি করেছেন। আর 'আরশের উপর উঠেছেন কোনো ধরন নির্ধারণ ছাড়াই। তিনি তাঁর প্রয়োজন পূরণের জন্য 'আরশ সৃষ্টি করেননি। বরং যেমনটি যুন-নূন আল-মিসরী থেকে বর্ণিত আছে, তাঁকে জিজ্ঞেস করা হলো, আল্লাহ তা'আলা 'আরশ সৃষ্টি দ্বারা কী ইচ্ছা করেছেন? তিনি উত্তরে বললেন, আল্লাহ তা'আলা ইচ্ছা করলেন যেন তাকে যারা চিনে জানে তাদের অন্তর দিগভ্রান্ত বা হতভম্ব হয়ে হারিয়ে না যায়, আল্লাহ তা'আলা 'আরশকে নিজের প্রয়োজনে সৃষ্টি করেননি। সুতরাং যখন ঈমানদার দাসকে জিজ্ঞেস করা হবে, আল্লাহ কোথায়? সে জবাবে বলবে, 'আরশের উপর।"[৬৪৫]

ইমাম আবদুল কাদের জীলানী (৫৬১ হিজরী)

সূফীকুল শিরোমনি, অনুসরণীয় ব্যক্তিত্ব, ইমাম শাইখুল ইসলাম আবু মুহাম্মাদ আবদুল কাদের ইবন আবু সালেহ জীলানী রাহিমাহুল্লাহ ছিলেন সহীহ আকীদাহ বিশ্বাসের সিপাহসালার। আল্লাহ তা'আলার নাম ও গুণ বিষয়ক তার রয়েছে অনেক বিশুদ্ধ বক্তব্য। তিনি অন্য ইমামদের কথাও বর্ণনা করেছেন। নিচে আমরা কয়েকটি বক্তব্য তুলে ধরছি:

- ইমাম আবু মুহাম্মাদ আবদুল কাদের জীলানী আল-হাম্বলী, তার আল-গুনইয়াতু লি ত্বালিবিল হক্ক গ্রন্থে বলেন,

  أما معرفة الصانع بالآيات والدلالات على وجه الاختصار فهو أن يعرف ويتيقن أن الله واحد أحد». إلى أن قال: «وهو بجهة العلو مستو على العرش، محتو على الملك، محيط علمه بالأشياء، إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ ، يُدَبِّرُ الْأَمْرَ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ ثُمَّ يَعْرُجُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ أَلْفَ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ،

৬৪৫. আল-ইন্তিসার ফির রাদ্দি আলাল মু'তাযিলাতিল কাদারিয়্যাতিল আশরার' (২/৬০৭-৬২২)।

ولا يجوز وصفه بأنه في كل مكان، بل يقال إنه في السماء على العرش كما قال الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى، وينبغي إطلاق صفة الاستواء من غير تأويل، وأنه استواء الذات على العرش، وكونه سبحانه وتعالى على العرش مذكور في كل كتاب أنزل على كل نبي أرسل بلا كيف

সংক্ষিপ্তভাবে আয়াত ও প্রমাণসমূহের মাধ্যমে স্রষ্টার মা'রেফত: জানা যায় ও নিশ্চিত হওয়া যায় যে, আল্লাহ এক, একক। অবশেষে তিনি বলেন, তিনি উপরের দিকে রয়েছেন, 'আরশের উপরে সমুন্নত। রাজত্বকে ধারণকারী। তাঁর ইলম সকল কিছুকে বেষ্টনকারী। "তাঁরই পানে উত্থিত হয় ভালো কথা আর নেক আমল তা উন্নীত করে।" "তিনি আসমান থেকে যমীন পর্যন্ত সকল কার্য পরিচালনা করেন। তারপর তা একদিন তাঁর কাছেই উঠবে। যেদিনের পরিমাণ হবে তোমাদের গণনায় হাজার বছর।"

তাঁর ক্ষেত্রে এই গুণের বর্ণনা দেয়া জায়িয নয় যে, তিনি সর্বত্র বিরাজমান। বরং বলতে হবে, তিনি আসমানের ঊর্ধ্বে 'আরশের উপরে। যেমন, তিনি বলেছেন: পরম করুণাময় 'আরশের উপর উঠেছেন। উচিৎ হচ্ছে উপরে উঠার গুণকে তা'ওয়ীল বা অপব্যাখ্যা ছাড়াই ব্যবহার করা। তাঁর সত্তা 'আরশের উপরে উঠা, আল্লাহ সুবহাল্লাহু ওয়া তা'আলার 'আরশের উপর থাকার বিষয়টি প্রত্যেক নবী ও রাসূলের কাছে অবতীর্ণ প্রত্যেক কিতাবে উল্লেখ করা হয়েছে, তবে ধরন অজানা।(৬৪৬)

- অনুরূপভাবে এ কিতাবের অন্যত্র তিনি বলেন,

(فصل) في ذكر مقالة السالمية: وهي منسوبة إلى ابن سالم. ومن قولهم: إن الله تعالى في كل مكان، ولا فرق بين العرش وغيره من الأمكنة.

"আস-সালেমিয়্যাহ, এ ফেরকাটি ইবন সালেম নামক ব্যক্তির দিকে সম্পর্কিত। তার বক্তব্যের মধ্যে অন্যতম হচ্ছে, নিশ্চয় আল্লাহ সব জায়গায়, 'আরশ ও অন্য কোনো জায়গার মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই।"(৬৪৭)

(এ কিতাবের অন্যত্র তিনি সেটা খণ্ডণ করে বলেন) "অথচ কুরআনে কারীমে তাদেরকে মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করা হয়েছে, মহান আল্লাহ বলেন, "রহমান 'আরশের উপর উঠেছেন" [সূরা ত্বা-হা, আয়াত: ০৫] তাই বলা যাবে না, 'তিনি যমীনের উপর উঠেছেন, আরও বলা যাবে না 'তিনি গর্ভস্থ মহিলার পেটে কিংবা পাহাড়ের ভিতর, অনুরূপ জায়গায়।"

- তাছাড়া তাঁর দিকে সম্পর্কিত করে যে আল-বাহজাহ গ্রন্থ রয়েছে, আর যা আবদুল ওয়াহহাব আশ-শা'রানী আল-ইউয়াক্বিতু ওয়াল জাওয়াহির গ্রন্থে বর্ণনা করেন, তাতে এসেছে,

«اعلموا أن عباداتكم لا تدخل الأرض وإنما تصعد إلى السماء، قال تعالى: ﴿إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه﴾ [فاطر: ١٠] فربنا سبحانه وتعالى في جهة العلو، الله على العرش استوى وعلى الملك احتوى،

৬৪৬. গুনিয়াতুত ত্বালেবীন: (১/৫৪-৫৭); ত্ববাকাতুল হানাবিলাহ: (১/২৯৬); মাজমু'উল ফাতাওয়া (৫/৮৫); যাহাবী, আল-আরশ, (২/৪৭০-৪৭২) অনুবাদ: আব্দুল্লাহ মাহমুদ; আল-'উলূ, ১৯৩; ইজতিমা'উল জুয়ূশ, ২৭৭।

৬৪৭. আবদুল কাদের জীলানী, আল-গুনইয়াতু লি ত্বালিবী ত্বারিকিল হাক্ব (১/১১৮)।

وعلمه محيط بالأشياء، بدليل سبع آيات في القرآن العظيم في هذا المعنى، لا يمكنني ذكرها لأجل جهل الجاهل ورعونته». انتهى.

"জেনে রাখ, তোমাদের ইবাদাত যমীনে প্রবেশ করে না, বরং তা তো কেবল উপরের দিকে উত্থিত হয়। আল্লাহ তা'আলা বলেন, "তাঁর দিকেই উত্থিত হয় উত্তম বাক্যসমূহ আর সৎ আমল তিনি তা উপরে উঠিয়ে নেন।" [সূরা ফাত্বির, আয়াত: ১০] সুতরাং আমাদের আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা উপরের দিকে, আল্লাহ 'আরশের উপরে উঠেছেন, সকল রাজত্বকে পরিবেষ্টন করেছেন, আর তাঁর জ্ঞান সকল কিছুকে ঘিরে আছে, এ অর্থ কুরআনের সাতটি আয়াত দ্বারা সাব্যস্ত, যা আমি উল্লেখ করতে পারছি না, কোনো মূর্খের মূর্খতা ও আহম্মকির কারণে।"(৬৪৮)

ইমাম ইবন রুশদ আল-মালেকী (৫৯৫ হিজরী)

প্রখ্যাত ফকীহ, কাযী ও দার্শনিক আবুল ওয়ালীদ ইবন রুশদ বলেন,

«القولُ بالجهةِ: وأمّا هذهِ الصِّفَةُ فلمْ يزل أهلُ الشَّريعةِ منْ أولِ الأمرِ يثبتونها لله سبحانه وتعالى، حتَّى نَفَتْها المعتزلةُ ثمَّ تبعهم على نفيِّها متأخرو الأشعريةِ، ... وظواهرُ الشَّرعِ كلُّها تقتضي إثباتَ الجهةِ مثلُ قولِهِ تعالى: ﴿يُدَبِّرُ الْأَمْرَ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ ثُمَّ يَعْرُجُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ أَلْفَ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ﴾ [السجدة: ٥]، ومثل قوله تعالى: ﴿تَعْرُجُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ إِلَيْهِ﴾ [المعارج: ٤] ومثلُ قولِهِ تعالى: ﴿أَأَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ﴾ [الملك: ١٦]، إلى غيرِ ذلكَ من الآياتِ، التي إنْ سُلِّطَ عليها التأويلُ عادَ الشَّرعُ كلُّهُ مُؤَوَّلًا، وإنْ قيلَ فيهَا إنَّها من المتشابهاتِ عادَ الشَّرْعُ كُلُّهُ مُتَشَابِهًا؛ لأنَّ الشرائعَ كلَّها مَبْنِيَّةٌ على أنَّ اللهَ في السَّماءِ، وأنَّ منهُ تنزلُ الملائكةُ بالوحيِ إلى النبيينَ، وأنَّ مِنَ السماءِ نزلتِ الكتبُ، وإليها كانَ الإسراءُ بالنبيِّ، حتَّى قربَ من سدرةِ المنتهى. وجميعُ الحكماءِ قَدِ اتَّفقوا أنَّ اللهَ والملائكةَ في السَّماءِ، كما اتَّفقتْ جميعُ الشرائعِ على ذلكَ».

"আল্লাহর জন্য দিক নির্ধারণ: এ (উপরে থাকার) গুণটি একেবারে শুরু থেকেই শরী'আহবিদরা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার জন্য সাব্যস্ত করে আসছেন। অবশেষে মু'তাযিলারা তা অস্বীকার করেছে, তারপর তাদের অনুসরণে পরবর্তী আশ'আরীগণ তা অস্বীকার করেছে। ... শরী'আতের বাহ্যিক সকল দলীল-প্রমাণের দাবি হচ্ছে তাঁর জন্য দিক সাব্যস্ত করা। যেমন আল্লাহর বাণী, "তিনি আসমান থেকে যমীন পর্যন্ত সমুদয় বিষয় পরিচালনা করেন, তারপর সব কিছুই তাঁর সমীপে উত্থিত হবে এমন এক দিনে যার পরিমাণ হবে তোমাদের গণনা অনুসারে হাজার বছর।" [সূরা আস-সাজদাহ, আয়াত: ০৫] অনুরূপ আয়াতসমূহ, "তোমরা কি এ থেকে নির্ভয় হয়েছ যে, যিনি আসমানে রয়েছেন তিনি তোমাদেরকে সহ যমীনকে ধ্বসিয়ে দিবেন, অতঃপর তা হঠাৎ করেই থর থর করে কাঁপতে থাকবে?" [সূরা আল-মুলক, আয়াত: ১৬] তাতে যদি তা'ওয়ীল বা অপব্যাখ্যার পথ উন্মুক্ত করা যায় তাহলে পুরো শরী'আতই অপব্যাখ্যার

৬৪৮. আশ-শা'রানী, আল-ইউয়াক্বীতু ওয়াল জাওয়াহির ফী বায়ানি আক্বীদাতিল আকাবির, পৃ. ৮৯।

বিষয়ে পরিণত হবে। আর যদি বলা হয়, এগুলো 'মুতাশাবিহাত' অস্পষ্ট আয়াতের অন্তর্ভুক্ত, তাহলে পুরো শরী'আতই মুতাশাবিহ হয়ে যাবে। কারণ, শরী'আতের মূল কথা হচ্ছে আল্লাহ 'আরশের উপরে। তাঁর কাছ থেকেই নবীগণের কাছে ফিরিশতাগণ ওহী নিয়ে আসেন। আসমান থেকেই কিতাবসমূহ নাযিল করা হয়েছে। তাঁর দিকেই নবীর ইসরা ও মি'রাজ হয়েছিল। এমনকি তিনি সিদরাতুল মুন্তাহার নিকটবর্তী হয়েছিলেন। সকল দার্শনিক এ ব্যাপারে একমত যে, আল্লাহ ও তাঁর ফিরিশতাগণ উপরে তাদের অবস্থান। আর এ বিষয়টির ওপর সকল আসমানী শরী'আতও একমত।"(৬৪৯)

এর দ্বারা বুঝা গেল যে, ইবন রুশদ নিজে দর্শনতত্ত্বের সর্বোচ্চ পর্যায়ে গেলেও তিনি শরী'আতের কিছু জিনিসকে দর্শনের সাথে মিশিয়ে অপব্যাখ্যার আশ্রয় নিতেন না। শরী'আতের দাবি বুঝতেন। তাই তিনি আল্লাহ তা'আলা উপরে হওয়ার বিষয়টি মেনে নিয়েছেন এবং এটিই যে কুরআনের কথা, হাদীসের কথা, সকল শরী'আতের কথা, পূর্ববর্তী সালাফদের আকীদাহ-বিশ্বাস ছিল তা নির্দ্বিধায় তুলে ধরেছেন।

ইমাম আবদুল গনী ইবন আবদুল ওয়াহেদ আল-মাক্বদেসী (৬০০ হিজরী)

ইমাম হাফেয আবদুল গনী ইবন আবদুল ওয়াহেদ আল-মাক্বদেসী সম্পর্কে বলা হয় যে, তিনি আল্লাহর সিফাতের অর্থ সাব্যস্ত করতেন না। কিন্তু আমরা দেখতে পাই তিনি স্পষ্টভাবে 'ইস্তেওয়া' সাব্যস্ত করছেন। তিনি তাঁর 'আল-ইক্বতিসাদু ফিল ই'তিকাদি' গ্রন্থে বলেন,

«مِنْ صفاتِ الله تعالى التي وصفَ بها نفسَهُ، ونطقَ بهَا كتابهُ، وأخبرَ بها نبيُّه: أنَّهُ مُسْتَوٍ على عَرْشِهِ كما أخبرَ عنْ نفسِهِ،

ثمَّ ذكرَ آياتِ الاسْتِوَاءِ السبعِ إِلَى أنْ قَالَ:

فهذهِ سبعةُ مواضعَ أخبرَ الله فيهَا سبحانهُ أنَّهُ على العرشِ.

ثمَّ ساقَ جملةً مِنَ الأحاديثِ في ذلكَ إلى أنْ قالَ: وفي هذهِ المسألةِ أدلَّةٌ مِنَ الكتابِ والسنَّةِ يطولُ بذكرهَا الكتاب.

ومُنْكِرُ أَنْ يَكُونَ اللهُ في جِهَةِ العُلُوِّ بعدَ هذهِ الآياتِ والأحاديثِ مُخَالِفٌ لكتابِ الله، مُنْكِرٌ لِسنَّةِ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم».

"আল্লাহর গুণাবলির অন্যতম হচ্ছে, যা দিয়ে তিনি নিজেকে গুণান্বিত করেছেন, তাঁর কথা যে বিষয়ে কথা বলেছে, তাঁর নবী যে বিষয়ে আমাদেরকে সংবাদ দিয়েছেন তা হচ্ছে, আল্লাহ তা'আলা তাঁর 'আরশের উপর সমুন্নত, যেমনটি তিনি নিজের ব্যাপারে নিজে সংবাদ দিয়েছেন"

তারপর তিনি ইস্তেওয়া তথা 'আরশের উপর উঠা সংক্রান্ত সাতটি আয়াত উল্লেখ করে বলেন, "এ হচ্ছে সাতটি স্থান যেখানে আল্লাহ তা'আলা নিজে সংবাদ দিয়েছেন যে, তিনি 'আরশের উপর রয়েছেন।"

তারপর তিনি অনেকগুলো হাদীস নিয়ে আসেন, অবশেষে বলেন, "আর এ বিষয়ে কুরআন ও সুন্নাহ'র এত দলীল রয়েছে যে, তা বর্ণনা করতে গেলে কিতাবের কলেবর বৃদ্ধি পাবে। আর

৬৪৯. ইবন রুশদ, আল-কাশফু 'আন মানাহিজিল আদিল্যাহ আন আকায়িদিল মিল্যাহ, পৃ. ১৪৫।

এসব আয়াত ও হাদীসের দলীল পেশ করার পর যে কেউ আল্লাহকে উপরের দিকে সাব্যস্ত অস্বীকার করবে সে আল্লাহর কিতাবের বিরোধী অনুরূপ সে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাহ অস্বীকারকারী।"(৬৫০)

আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মাদ ইবন আহমাদ ইবন আবু বকর আল-কুরতুবী (৬৭১ হিজরী)

ইমাম কুরতুবী তার বিখ্যাত তাফসীর গ্রন্থে প্রথমে কালামশাস্ত্রবিদদের কথা নিয়ে এসেছেন, যেভাবে অন্য তাফসীরকারগণ নিয়ে এসে থাকেন, সেখানে কালামশাস্ত্রবিদরা আল্লাহর জন্য দিক সাব্যস্ত না করার কথা বলেছিলেন, তিনি তাদের কথা বর্ণনা করার পরে সেটার প্রতিবাদ করে বলেন,

وَقَدْ كَانَ السَّلَفُ الْأَوَّلُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ لَا يَقُولُونَ بِنَفْيِ الْجِهَةِ وَلَا يَنْطِقُونَ بِذَلِكَ، بَلْ نَطَقُوا هُمْ وَالْكَافَّةُ بِإِثْبَاتِهَا لله تَعَالَى كَمَا نَطَقَ كِتَابُهُ وَأَخْبَرَتْ رُسُلُهُ. وَلَمْ يُنْكِرْ أَحَدٌ مِنَ السَّلَفِ الصَّالِحِ أَنَّهُ اسْتَوَى عَلَى عَرْشِهِ حَقِيقَةً. وَخُصَّ الْعَرْشُ بِذَلِكَ لِأَنَّهُ أَعْظَمُ مَخْلُوقَاتِهِ، وَإِنَّمَا جَهِلُوا كَيْفِيَّةَ الِاسْتِوَاءِ فَإِنَّهُ لَا تُعْلَمُ حَقِيقَتُهُ. قَالَ مَالِكٌ رَحِمَهُ اللهُ: الِاسْتِوَاءُ مَعْلُومٌ- يَعْنِي فِي اللغة- والكيف مَجْهُولٌ، وَالسُّؤَالُ عَنْ هَذَا بِدْعَةٌ. وَكَذَا قَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا. وَهَذَا الْقَدْرُ كَافٍ، ... وَالِاسْتِوَاءُ فِي كَلَامِ الْعَرَبِ هُوَ الْعُلُوُّ وَالِاسْتِقْرَارُ.

"তবে প্রথম সালাফগণ রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহুম কখনো দিক নির্ধারণকে অস্বীকার করতেন না। আর তারা দিক নির্ধারণ অস্বীকার করে কোনো কথাই বলেননি। বরং তারা এবং সবাই মহান আল্লাহর জন্য দিক নির্ধারণ করার কথাই বলেছেন, যেমনটি আল্লাহর কিতাব বলেছে এবং তাঁর রাসূলগণ সংবাদ দিয়েছেন। সালাফে সালেহীনের কেউ এটা অস্বীকার করেননি যে, আল্লাহ যথাযথ প্রকৃত অর্থেই 'আরশের উপর উঠেছেন, 'আরশকে নির্ধারণ করা হয়েছে; কারণ এটি তাঁর সবচেয়ে বড় সৃষ্টি। তবে তারা ধরন সম্পর্কে অজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন, কারণ সেটার প্রকৃত রূপ জানা সম্ভব নয়। মালিক রাহিমাহুল্লাহ বলেছেন, 'ইস্তেওয়া' জানা জিনিস, অর্থাৎ আভিধানিকভাবে, আর ধরন অজানা, আর ধরন সম্পর্কে প্রশ্ন করা বিদ'আত। আর এটি উম্মে সালামাহ রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহাও বলেছেন। এতটুকু পরিমাণ জানাই যথেষ্ট।... আর 'ইস্তেওয়া' শব্দটি আরবী ভাষায় উপর ও অবস্থান করা বুঝায়।"(৬৫১)

অন্যত্র তিনি বলেন,

وَالِاسْتِوَاءُ فِي اللُّغَةِ: الِارْتِفَاعُ وَالْعُلُوُّ عَلَى الشَّيْءِ، قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ فَإِذَا اسْتَوَيْتَ أَنْتَ وَمَنْ مَعَكَ عَلَى الْفُلْكِ﴾ [المؤمنون: ٢٨]، وقال ﴿ لِتَسْتَوُوا عَلَى ظُهُورِهِ ﴾ [الزخرف: ١٣]، وَقَالَ الشَّاعِرُ:

فَأَوْرَدْتُهُمْ مَاءً بِفَيْفَاءَ قَفْرَةٍ ... وَقَدْ حَلَّقَ النَّجْمُ الْيَمَانِيُّ فَاسْتَوَى

أَيِ ارْتَفَعَ وَعَلَا، وَاسْتَوَتِ الشَّمْسُ عَلَى رَأْسِي وَاسْتَوَتِ الطَّيْرُ عَلَى قِمَّةِ رَأْسِي، بِمَعْنَى عَلَا.

৬৫০. আল-মাক্বদেসী, আল-ইক্বতিসাদু ফিল ই'তিক্বাদ, পৃ. ৮০-৯৪।

৬৫১. তাফসীরে কুরতুবী (৯/২৩৮)।

"আর ইস্তেওয়া শব্দের অর্থ অভিধানে, উপরে উঠা, কোনো কিছুর উর্ধ্বে হওয়া। আল্লাহ তা'আলা বলেন, "অতঃপর যখন আপনি ও আপনার সংগীরা নৌযানের উপরে স্থির হবেন।" [সূরা আল-মুমিনূন, আয়াত: ২৮] আরও বলেন, "যাতে তোমরা এর পিঠে স্থির হয়ে বসতে পার।" [সূরা আয-যুখরুফ, আয়াত: ১৩]" আর কবি বলেন,

فَأَوْرَدْتُهُمْ مَاءً بِفَيْفَاءَ قَفْرَةٍ ... وَقَدْ حَلَّقَ النَّجْمُ الْيَمَانِيُّ فَاسْتَوَى.

"অতঃপর আমি তাদেরকে খালি মরু অঞ্চলে পানির ঘাটে নিয়ে গেলাম, আর তখন ইয়ামানী তারকা আকাশে চক্কর দিয়ে মাথার উপর এসে উপস্থিত হয়েছে।" অর্থাৎ উপরে উঠেছে, উর্ধ্বে গিয়েছে। আরও বলা হয়, সূর্য ইস্তাওয়া করেছে অর্থাৎ সোজা মাথার উপর উঠেছে। আরও বলে, পাখি আমার ঠিক মাথার উপর ইস্তেওয়া করেছে, যখন তা উপরে উঠে।(৬৫২)

এখানে উদ্দেশ্য এটা বলা যে, ইমাম কুরতুবী হক্ক কথা বর্ণনা করেছেন, যদিও তিনি তারপর সেটার অপব্যাখ্যাকারীদের বর্ণনাও নিয়ে এসেছেন, যেটা সাধারণত মুফাসসিরগণ করে থাকেন। তারা একই অধ্যায়ে যে যা বলেছে সবই নিয়ে আসেন।

শাইখ শিহাবউদ্দীন আবু হাফস 'উমার আস-সাহরাওয়ার্দী (৬৩২ হিজরী)

শাইখ শিহাবউদ্দীন আবু হাফস 'উমার আস-সাহরাওয়ার্দী রাহিমাহুল্লাহ, যিনি বিখ্যাত আলেমে দীন আবদুল কাদের জীলানী রাহিমাহুল্লাহ'র ছাত্র ছিলেন। তার রচিত অন্যতম গ্রন্থ হচ্ছে 'আওয়ারিফুল মা'আরিফ। তিনি আকীদাহ'র ওপর রচিত তাঁর 'আকীদাতু আরবাবিত তুক্বা' গ্রন্থে আল্লাহর সিফাত সাব্যস্ত করার বিষয়টি স্পষ্ট করে বলেছেন। ইমাম ইবন হাজার আল-আসকালানী রাহিমাহুল্লাহ তা বর্ণনা করে বলেন,

وَقَالَ الشَّيْخُ شِهَابُ الدِّينِ السُّهْرَوَرْدِيُّ فِي كِتَابِ الْعَقِيدَةِ لَهُ أَخْبَرَ اللهُ فِي كِتَابِهِ وَثَبَتَ عَنْ رَسُولِهِ الِاسْتِوَاءُ وَالنُّزُولُ وَالنَّفْسُ وَالْيَدُ وَالْعَيْنُ فَلَا يُتَصَرَّفُ فِيهَا بِتَشْبِيهٍ وَلَا تَعْطِيلٍ إِذْ لَوْلَا إِخْبَارُ اللهِ وَرَسُولِهِ مَا تَجَاسَرَ عَقْلٌ أَنْ يَحُومَ حَوْلَ ذَلِكَ الْحِمَى قَالَ الطِّيبِيُّ هَذَا هُوَ الْمَذْهَبُ الْمُعْتَمَدُ وَبِهِ يَقُولُ السَّلَفُ الصَّالِحُ .

"আর শাইখ শিহাব উদ্দীন আস-সাহরাওয়ার্দী তার আকীদাহ'র কিতাবে বলেন, "আল্লাহ তা'আলা তাঁর কিতাবে আমাদেরকে জানিয়েছেন আর তাঁর রাসূল থেকে প্রমাণিত হয়েছে আল্লাহর 'আরশের উপর উঠা, নিকটতম আসমানে অবতরণ, সত্তা, হাত, চক্ষু। সুতরাং এগুলোকে কোনো প্রকার সাদৃশ্য স্থাপন করার দিকে প্রত্যাবর্তন করা যাবে না, কোনো প্রকার তা'ত্বীল বা অর্থহীন করা যাবে না; কারণ যদি আল্লাহ ও তাঁর রাসূল আমাদেরকে না জানাতেন, তাহলে কোনো বিবেকের যুক্তি তাঁর সে সংরক্ষিত এলাকার আশেপাশে যাওয়ার মত সাহস করতো না।"(৬৫৩) এরপর ইবন হাজার বলেন, ইমাম ত্বীবী বলেন, এটাই হচ্ছে নির্ভরযোগ্য মাযহাব। সালাফে সালেহীন এটাই বলতেন।(৬৫৪)

---

৬৫২. তাফসীরে কুরতুবী (১/৩৮০-৩৮১)।

৬৫৩. আকীদাতু আরবাবিত তুক্বা, পাণ্ডুলিপি, পাতা ২৫; ইবন হাজার আল-আসকালানী, ফাতহুল বারী (১৩/৩৯০)।

৬৫৪. ইবন হাজার, প্রাগুক্ত।

ইমাম শিহাব উদ্দীন আস-সাহরাওয়ার্দী রাহিমাহুল্লাহ উক্ত কিতাবের সিফাত অধ্যায়ে বলেন,

الفصل الثالث: في صفة الله الذاتية، لله تعالى الأسماء الحسنى والصفات العلى، لا نسميه إلا بما سمى به نفسه، ولا نصفه إلا بما وصف به قدسه، فكل اسم من الأسماء ينبئ عن صفة من الصفات، وله بكل صفة من صفاته أثرٌ من آثار ربوبيته في خلقه، وهو مطالبٌ بعبودية ملائمة لتلك الصفة، وهذه الصفات الذي أذكرها ذاتية، هي لوازم كمال الذات المقدس، وما أبرزها إلا لنعلمها، وما ذكرها إلا لنفهمها، ولولا ما أخبر وأنزل وفهَّم وعلَّم لعَظُمَ شأن الله أن يفوه بها لسانٌ أو يعرب عنها بيانٌ...

"তৃতীয় অধ্যায়, আল্লাহর সত্তাগত গুণাবলির বিষয়ে, আল্লাহ তা'আলার রয়েছে সুন্দর নামসমূহ ও সুউচ্চ গুণাবলি। আল্লাহ তা'আলাকে কেবল তা দিয়ে নামকরণ করব, যা দিয়ে তিনি নিজেকে নামকরণ করেছেন, আর তাঁকে কেবল তা দিয়েই গুণান্বিত করব যা দিয়ে তিনি তাঁর পবিত্র সত্তাকে গুণান্বিত করেছেন। কারণ তাঁর প্রতিটি নাম তাঁর কোনো না কোনো গুণের সংবাদ দিচ্ছে। আর প্রতিটি গুণ তাঁর সৃষ্টিতে তাঁর রবুবিয়াতের প্রভাবের কথা জানাচ্ছে। তিনি চাচ্ছেন যে, বান্দা সে গুণ অনুযায়ী তাঁর ইবাদাত করুক। আর এ গুণাবলিকে আমি সত্তাগত বলছি, কারণ এগুলো তাঁর পবিত্র সত্তার পূর্ণতা জ্ঞাপক আবশ্যকীয় গুণ। আর তিনি সেগুলোকে আমাদের জন্য এজন্যই প্রকাশ করেছেন যাতে আমরা সেগুলো জেনে নিই, এজন্যই উল্লেখ করেছেন যাতে সেগুলো আমরা বুঝি। যদি তিনি সেগুলোর সংবাদ আমাদের না দিতেন, নাযিল না করতেন, না বুঝাতেন, না জানাতেন, তাহলে কোনো জিহ্বার জন্য সেগুলো মুখে উচ্চারণ করা, সেগুলো কোনো বর্ণনা দিয়ে প্রকাশ করার চেয়ে আল্লাহর মর্যাদা অনেকে উর্ধ্বে।"[৬৫৫]

শাইখ তাকীউদ্দীন আল-মাকদেসী (৬৮০ হিজরী বা তার পূর্বে)

ইমাম তাকীউদ্দীন আল-মাকদেসীর ব্যাপারে তার শত্রু আশ'আরীরা রটাতো যে, তিনি আল্লাহর দেহ সাব্যস্ত করতেন। বস্তুত এটি হচ্ছে আশ'আরী ও মাতুরিদীদের অস্ত্র, যা দিয়ে তারা সহীহ আকীদাহ'র লোকদেরকে যুগ যুগ ধরে কষ্ট দিত, মানুষদেরকে তাদের বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে তুলতো, অপপ্রচার করতো। ইমাম যাহাবী রাহিমাহুল্লাহ তার সম্পর্কে বর্ণনা করেন,

«رأيت له مُصَنَّفًا في الصِّفاتِ، ولمْ يصحَّ عنهُ ما كانَ يلطخ بهِ مِنَ التَّجسيمِ، فإنَّ الرجلَ كانَ أتقى لله وأخوفَ منْ أنْ يقولَ على الله ذلكَ، ولا ينبغي أنْ يُسْمَعَ فيهِ قولُ الخصومِ.

وكانَ الواقعُ بينهُ وبينَ شيخنا العلامة شمس الدين ابن أبي عمر وأصحابه، وهو كانَ حنبليًّا خشنًا متحزقًا على الأشعريةِ. وبلغني أنَّ بعضَ المتكلِّمينَ قالَ لهُ: أنتَ تقولُ إنَّ الله استوى على العرشِ؟ فقالَ: لا والله ما قلتهُ، لكنَّ الله قالهُ، والرسولُ صلى الله عليه وسلم بلَّغَ، وأنا صَدَّقتُ، وأنتَ كَذَّبْتَ. فأَفْحَمَ الرَّجلَ».

"আমি আল্লাহর গুণাবলির ব্যাপারে তার একটি গ্রন্থ দেখেছি। লোকেরা তাকে যে দেহবাদী

---

৬৫৫. পাণ্ডুলিপি, পাতা, ১৩-১৪।

বলতো তা শুদ্ধ নয়। কারণ, তিনি আল্লাহর উপর এ ধরনের শব্দ ব্যবহার করার চেয়ে অনেক বেশি তাকওয়ার অধিকারী ছিলেন। সুতরাং তার বিরুদ্ধে বিপক্ষ দলের বক্তব্য শোনা যাবে না।

তার সাথে শাইখ আল্লামা শামসুদ্দীন ইবন আবী 'উমার ও তার সাথীদের সমস্যা হয়েছিল। তিনি হাম্বলী ছিলেন, আশ'আরী মতবাদের বিরুদ্ধে কঠোরতা করতেন। আমার কাছে এ মর্মে সংবাদ এসেছে যে, একবার এক কালামশাস্ত্রবিদ তাকে বললেন, আপনি কি বলেন যে, আল্লাহ 'আরশের উপর উঠেছেন। তিনি জবাবে বললেন, না, আল্লাহর শপথ করে বলছি, আমি এটা বলিনি, বরং আল্লাহই সেটা বলেছেন আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেটা প্রচার করেছেন। আমি তাতে সত্যায়ন করেছি, আর তুমি মিথ্যারোপ করেছ। এভাবে তিনি তাকে জব্দ করলেন।"(৬৫৬)

ইবন শাইখুল হুযামীন (৭১১ হিজরী)

শাইখ ইমাম আরিফ আহমাদ ইবন ইবরাহীম ইবন ইবন আবদুর রহমান, ইমাদুদ্দীন আল-ওয়াসেত্বী ইবন শাইখুল হুযামীন তাঁর "আন-নাসীহাতু ফী সিফাতির রাব্বি জাল্লা ওয়া 'আলা" গ্রন্থে বলেন,

الْحمد لله الَّذِي ... لَيْسَ كمثله شَيْء وَهُوَ السَّمِيع الْبَصِير لَهُ الرّفْعَة وَالْحَمْد وَالثنَاء والعلو والاستواء، ... مُتَكَلم شَاءَ مُرِيد فعال لما يُرِيد يقبض ويبسط ويرضى ويغضب وَيُحب وَيبغض وَيكرهُ ويضحك وَيَأْمر وَينْهى ذُو الْوَجْه الْكَرِيم والسمع السَّمِيع وَالْبَصَر الْبَصِير وَالْكَلَام الْمُبين وَالْيَدَيْنِ والقبضتين والمقدرة وَالسُّلْطَان وَالْعَظَمَة والامتنان لم يزل كَذَلِك وَلَا يزَال اسْتَوَى على عَرْشه فبَان من خلقه.

"হামদ জাতীয় যত প্রশংসা সব আল্লাহর জন্য, যিনি এমন এক সত্তা, যার মতো কোনো কিছু নেই, তিনি সর্বশ্রোতা ও সর্বদ্রষ্টা। তাঁর জন্য যাবতীয় উঁচু মর্যাদা, হামদ, প্রসংসা, সুউচ্চতা, উপরে উঠা... যা ইচ্ছা তা কথা বলেন, ইচ্ছাকারী, যা ইচ্ছা ইরাদা বাস্তবায়নকারী, সংকুচিত করেন, প্রসারিত করেন, সন্তুষ্ট হন, রাগ করেন, খুশি হন, রাগ করেন, ভালোবাসেন, ঘৃণা করেন, অপছন্দ করেন, হাসেন, নির্দেশ দেন, নিষেধ করেন, সম্মানিত চেহারার অধিকারী, শ্রবণের অধিকারী সর্বশ্রোতা, দেখার অধিকারী সর্বদ্রষ্টা। স্পষ্ট কথার অধিকারী, দু' হাতের অধিকারী, দু' মুষ্ঠির অধিকারী, ক্ষমতাবান, প্রতিপত্তির অধিকারী, মর্যাদাবান, দয়া প্রদর্শনকারী, সর্বদা তিনি এসব গুণে গুণান্বিত ছিলেন এবং থাকবেন। তিনি 'আরশের উপর উঠেছেন, তাঁর সৃষ্টি থেকে আলাদা থেকেছেন।"(৬৫৭)

তিনি আরও বলেন,

كنت بُرْهَة من الدَّهْر متحيرا فِي ثَلَاث مسَائِل مَسْأَلَة الصِّفَات وَمَسْأَلَة الفوقية ومسالة الْحَرْف وَالصَّوْت فِي الْقُرْآن الْمجِيد وَكنت متحيرا فِي الْأَقْوَال الْمُخْتَلفَة الْمَوْجُودَة فِي كتب أهل الْعَصْر فِي جَمِيع ذَلِك من تَأْوِيل الصِّفَات وتحريفها

৬৫৬. যাহাবী, তারীখুল ইসলাম, ঘটনা-প্রবাহ ও মৃত্যু ৬৭১-৬৮০ হিজরী, পৃ. ৩২৪।

৬৫৭. আন-নাসীহাতু ফী সিফাতির রাব্বি জাল্লা ওয়া 'আলা, ৭-৮।

أَو إمرارها أَو الْوُقُوف فِيهَا أَو إِثْبَاتهَا بِلَا تَأْوِيل وَلَا تَعْطِيل وَلَا تَشْبِيه وَلَا تَمْثِيل فأجد النُّصُوص فِي كتاب الله وَسنة رَسُوله ناطقة مبينَة لحقائق هَذِه الصِّفَات وَكَذَلِكَ فِي إِثْبَات الْعُلُوّ والفوقية وَكَذَلِكَ فِي الْحَرْف وَالصَّوْت ثمَّ أجد الْمُتَأَخِّرين من الْمُتَكَلِّمين فِي كتبهمْ مِنْهُم من تَأَول الاسْتوَاء بالقهر والاستيلاء وَتَأَول النُّزُول بنزول الْأَمر وَتَأَول الْيَدين بالنعمتين والقدرتين وَتَأَول الْقدَم بقدم صدق عِنْد رَبهم وأمثال ذَلِك ثمَّ اجدهم مَعَ ذَلِك يجْعَلُونَ كَلَام الله معنى قَائِما بِالذَّاتِ بِلَا حرف وَلَا صَوت ويجعلون هَذِه الْحُرُوف عبارَة عَن ذَلِك الْمَعْنى الْقَائِم وَمِمَّنْ ذهب إِلَى هَذِه الْأَقْوَال أَو بَعْضهَا قوم لَهُم فِي صَدْرِي منزلَة مثل بعض فُقَهَاء الاشعرية الشافعيين لِأَنِّي على مَذْهَب الشَّافِعِي رَحمَه الله تَعَالَى عرفت مِنْهُم فَرَائض ديني وَأَحْكَامه.

فأجد مثل هَؤُلَاءِ الشُّيُوخ الأجلة يذهبون إِلَى مثل هَذِه الْأَقْوَال وهم شيوخي ولي فيهم الِاعْتِقَاد التَّام لفضلهم وعلمهم ثمَّ إِنَّنِي مَعَ ذَلِك أجد فِي قلبِي من هَذِه التأويلات حزازات لَا يطمئن قلبى إِلَيْهَا وَأجد الكدر والظلمة مِنْهَا وَأجد ضيق الصَّدْر وَعدم انشراحه مَقْرُونا بهَا فَكنت كالمتحير المضطرب فِي تحيره المتململ من قلبه فِي تقلبه تغيره وَكنت أَخَاف من إِطْلَاق القَوْل بِإِثْبَات الْعُلُوّ والاستواء وَالنُّزُول مَخَافَة الْحصْر والتشبيه وَمَعَ ذَلِك فَإِذا طالعت النُّصُوص الْوَارِدَة فِي كتاب الله وَسنة سوله أجدهَا نصوصا تُشِير إِلَى حقائق هَذِه الْمعَانِي وَاجِد الرَّسُول صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قد صرح بهَا مخبرا عَن ربه واصفا لَهُ بهَا وَأعلم بالاضطرار أنه كَانَ يحضر فِي مَجْلِسه الشريف الْعَالم وَالْجَاهِل والذكي والبليد والأعرابي الجافي ثمَّ لَا أجد شَيْئا يعقب تِلْكَ النُّصُوص الَّتِي كَانَ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم يصف بهَا ربه لَا نصا وَلَا ظَاهرا مِمَّا يصرفهَا عَن حقائقها ويؤولها كَمَا تأولها هَؤُلَاءِ مشايخي الْفُقَهَاء المتكلمون مثل تأويلهم الاسْتوَاء بِالِاسْتِيلَاءِ وَالنُّزُول بنزول الْأَمر وَغير ذَلِك وَلم أجد عَنهُ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم انه كَانَ يحذر النَّاس من الْإِيمَان بِمَا يظْهر من كَلَامه فِي صفة ربه من الْفَوْقِيَّة وَالْيَدَيْنِ وَغَيرهمَا مثل أَن ينْقل عَنهُ مقالَة تدل على أَن لهَذِهِ الصِّفَات مَعَاني أخر باطنة غير مَا يظْهر من مدلولها مثل فوقية الْمرتبَة وَيَد النِّعْمَة وَغير ذَلِك وَأجد الله عز وَجل يَقُول ﴿الرَّحْمَن على الْعَرْش اسْتَوَى﴾ وَقَالَ ﴿خلق السَّمَاوَات وَالْأَرْض فِي سِتَّة أَيَّام ثمَّ اسْتَوَى على الْعَرْش﴾ فِي سَبْعَة مَوَاضِع...

"আমি একটি বিরাট সময় তিনটি বিষয় নিয়ে সিদ্ধান্তহীনতায় ভুগছিলাম, আল্লাহর গুণাবলি, আল্লাহর উপরে থাকা, আল্লাহর বাণী কুরআন মাজীদের বর্ণবিশিষ্ট ও আওয়াজবিশিষ্ট হওয়া। আমি বর্তমান সময়ের আলেমগণের গ্রন্থে এ সকল বিষয়ে যা এসেছে, তা নিয়ে হতভম্ব ছিলাম। আমি বুঝছিলাম না কী করব, সিফাত বা আল্লাহর গুণাবলির অপব্যাখ্যা দাঁড় করাব? বিকৃত করব? এগুলোকে যেভাবে আছে সেভাবে চলতে দিব, নাকি এগুলোর ব্যাপারে নীরব থাকবো? নাকি এগুলোকে কোনো প্রকার অপব্যাখ্যা, অর্থশূন্যতা, সাদৃশ্যতা, উদাহরণ পেশ ব্যতীতই সাব্যস্ত করব? কারণ, আল্লাহর কিতাব ও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাতে স্পষ্ট করে বর্ণনা দিয়ে আল্লাহ তা'আলার এ গুণাবলিকে সাব্যস্ত করার নীতি দেখতে পাই, অনুরূপভাবে আল্লাহ তা'আলার উপরে ও সর্বোচ্চ থাকার মাসআলাতেও একই অবস্থা

দেখতে পাই। তদ্রূপ আল্লাহ তা'আলার বাণীকে বর্ণ ও আওয়াজ দ্বারা দেখতে পাই। তারপর আমি পরবর্তী কালামশাস্ত্রবিদদের বিভিন্ন গ্রন্থে দেখতে পাই যে, তাদের কেউ কেউ 'ইস্তেওয়া' ('আরশের উপরে উঠা) গুণটিকে ইস্তাওলা (অধিকার করা) বা 'কাহর' (দখল) করা অর্থে ব্যবহার করেছে। আল্লাহর নিকটতম আসমানে নাযিল হওয়াকে নির্দেশ নাযিল হওয়া অর্থে ব্যবহার করেছে। আল্লাহ তা'আলার দু' হাতকে দু' শক্তি ও দু' ক্ষমতার অর্থ দিয়ে অপব্যাখ্যা করেছে। আল্লাহ তা'আলার 'পা'কে তাদের রবের কাছে সত্য অবস্থান ইত্যাদি নামে অপব্যাখ্যা করেছে। অনুরূপ আরও কিছু নীতি অবলম্বন করেছে। সর্বোপরি তারা আল্লাহর বাণীর সংজ্ঞায় বলছে যে, তা সত্তার সাথে সম্পৃক্ত একটি অর্থের নাম, যাতে কোনো বর্ণ নেই, যাতে কোনো আওয়াজ নেই; তারপর এ শব্দগুলোকে সেই সত্তার সাথে সম্পৃক্ত অর্থের ব্যক্তকারী বক্তব্য হিসেবে নির্ধারণ করে নিয়েছে। যারা এসব মতবাদ ধারণ করে আছে তাদের জন্য আমার অন্তরে রয়েছে বড় মর্যাদা, যেমন শাফে'য়ী মাযহাবের আশ'আরী মতবাদের ধারক ফকীহগণ, কারণ আমি নিজেও শাফে'য়ী রাহিমাহুল্লাহ'র মাযহাবের অনুসারী, তাদের কাছ থেকেই দীনের ফরয ও বিধি-বিধান জেনেছি, অতঃপর আমি এসব সম্মানিত শাইখদেরকে দেখি যে, তারা এসব মত গ্রহণ করে নিয়েছেন, তারা আমার উস্তাদ। তাদের উপর আমার পূর্ণ বিশ্বাস রয়েছে, তাদের ফযীলত ও ইলমের কারণে। তারপরও আমি আমার অন্তরে এসব অপব্যাখ্যার কারণে খোঁচা অনুভব করি, যার কারণে মনে শান্তি পাই না, আমি এগুলোতে কদর্যতা ও অন্ধকারই দেখতে পাই, আমার অন্তরকে সংকীর্ণ ও অপ্রশস্ত দেখতে পাই। ফলে আমি কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়রান পেরেশান হয়ে মন থেকে বিড়বিড় অবস্থায় নিপতিত হই। আমি সরাসরি আল্লাহ তা'আলার উপরে থাকা, 'আরশের উপর উঠা, অবতীর্ণ হওয়ার বিষয়টি সরাসরি বলতে আশঙ্কা করছিলাম, এতে কোনো সীমাবদ্ধ কিংবা সাদৃশ্য স্থাপন হয়ে যায় কি না? এতদসত্ত্বেও যখন আমি আল্লাহর কিতাব ও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাত পড়ি তখনই আমি সেসব ভাষ্যতে দেখতে পাই যে, এ শব্দগুলোর প্রকৃত অর্থের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে, আর দেখতে পাই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেগুলোর অর্থ সরাসরি স্পষ্টভাবে বর্ণনা করেছেন, তাঁর রবের গুণ হিসেবে উল্লেখ করেছেন। আর এটা অস্বীকার করার কোনো উপায় নেই যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের সম্মানিত মজলিসে আলেম, জাহেল, বুদ্ধিমান, বোকা, বেদুঈন সব রকমের মানুষ উপস্থিত থাকত; তারপরও আমরা সেসব ভাষ্যের পিছু নিয়ে কাউকে কিছু বলতে কখনো দেখা যায়নি যেগুলো দিয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর রবের গুণ বর্ণনা করতেন। স্পষ্ট তো নয়ই আকার ইঙ্গিতেও নয়। কোথাও এমন কোনো কথা শোনা যায়নি যাতে সেগুলোকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রকাশ্য অর্থ থেকে পরিবর্তন করে অপ্রকাশ্য অর্থ গ্রহণ করার নামে অপব্যাখ্যা করে তার প্রকৃত অর্থ থেকে দূরে সরিয়ে দিয়েছেন। যেভাবে আমাদের এসব ফকীহ ও কালামশাস্ত্রবিদ উস্তাদগণ করে থাকেন। যেমনটি তারা 'ইস্তেওয়া' (উপরে উঠা) গুণটিকে 'ইস্তাওলা' (অধিকার করার) অর্থ নিয়েছেন। অনুরূপ 'অবতরণ'কে নির্দেশ অবতরণের অর্থ নিয়েছেন, ইত্যাদি আরও যেসব অপব্যাখ্যা তারা করে থাকেন তার কোনো কিছুই রাসূল থেকে আসেনি। আরও আমরা দেখতে পাই না যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম কাউকে সাবধান করেছেন যে, তোমরা এসব গুণের যে প্রকাশ্য অর্থ আছে তা গ্রহণ করো না, যেমন এগুলোতে উপরে উঠা ও থাকার কথা বলা হয়েছে, এগুলোতে দু' হাত সাব্যস্ত করা হয়েছে, ইত্যাদি গুণাবলির প্রকাশ্য অর্থ না নেয়ার কথা তিনি কখনও বলেননি। রাসূল থেকে

এমন কোনো ভাষ্যও আসেনি, যাতে এটা প্রমাণ হবে যে, এ সিফাতগুলোর প্রকাশ্য যে অর্থ তোমাদের কাছে প্রতিভাত হয় সে অর্থের বিপরীতে গোপন অন্যান্য অর্থসমূহ রয়েছে, যেমন মর্যাদায় উপরে থাকা, কিংবা নি'আমতের হাত ইত্যাদি। বরং আমরা আল্লাহ তা'আলাকে স্পষ্ট বর্ণনা করতে দেখি যে, তিনি বলেন, "রহমান 'আরশের উপর উঠেছেন।" আরও বলেন, "তিনি আসমান ও যমীন সৃষ্টি করেছেন ছয়দিনে, তারপর তিনি 'আরশের উপরে উঠেছেন। এভাবে তিনি সেটা সাত জায়গায় বলেছেন।"(৬৫৮)

তারপর গ্রন্থের বাকী অংশে তিনি আল্লাহর 'আরশের উপর উঠার ব্যাপারে কুরআন ও হাদীসের যাবতীয় ভাষ্য বর্ণনা করেন যার অধিকাংশই আমরা ইতোপূর্বে বর্ণনা করেছি।

৬৫৮. আন-নাসীহাতু ফী সিফাতির রাব্বি জাল্লা ওয়া 'আলা, ৮-৩০।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ
ইবন তাইমিয়্যাহ ও তার পরবর্তী ইমামগণের অভিমত

ইবন তাইমিয়্যাহ (৭২৮ হিজরী)

শাইখুল ইসলাম আহমাদ ইবন আবদুল হালীম ইবন আবদুস সালাম আল-হাররানী, যিনি ইবন তাইমিয়্যাহ নামে বিখ্যাত। তিনি আল্লাহ তা'আলার নাম ও গুণ বিষয়ে কুরআনুল কারীম, হাদীসুর রাসূল, সাহাবায়ে কেরাম, তাদের সুন্দর অনুসারী তাবে'য়ীন, তাবে তাবে'য়ীগণ, হিদায়াতের ইমামগণ, হাদীসের দিকপাল এবং তাদের প্রদর্শিত পথে বিচরণকারী পূর্ববর্তী সহীহ মানহাজের আলেমগণের মতকে প্রতিষ্ঠা করার জন্য সারা জীবন সংগ্রাম করেছেন, জেলে গিয়েছেন, কষ্ট ও নির্যাতন সহ্য করেছেন। তার অবদানের কথা এ স্বল্প পরিসরে লিখে শেষ করা যাবে না। শুধু কয়েকটি ভাষ্য বর্ণনা করবো:

১- শাইখুল ইসলাম আল্লাহ তা'আলা কর্তৃক তাঁর 'আরশের উপর উঠার বিষয়টিতে ইজমা' বর্ণনা করে বলেন,

قد أثبت بالفطرة التي اتفق عليها أهل الفطر السليمة وبالنقول المتواترة عن المرسلين من الأخبار وما نطقت به كتب الله تعالى وما اتفق عليه المؤمنون بالرسل قبل حدوث البدع أن الله تعالى عز وجل فوق العالم وثبت أيضًا بالكتاب والسنة والإجماع أنه استوى على العرش فالعلو على العالم معروف بالفطرة والمعقول وبالشرعة والمنقول

"ফিত্বরাত বা স্বাভাবিক প্রকৃতি, যার ওপর নিরোগ ফিত্বরাতের লোকেরা অনুরূপ নবী-রাসূলগণ থেকে মুতাওয়াতির বা সন্দেহাতীত পর্যায়ের ধারাবাহিকভাবে হাদীস দ্বারা, যা আল্লাহ তা'আলা সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত করেছেন, যা রাসূলগণের ওপর ঈমান আনয়নকারী ঈমানদারগণ বিদ'আতের উৎপত্তি হওয়ার আগে ঐকমত্য করেছেন তা হচ্ছে, নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা জগতের উপরে। তাছাড়া কুরআন, সুন্নাহ ও ইজমা' দ্বারা সাব্যস্ত হয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলা 'আরশের উপর উঠেছেন। সুতরাং আল্লাহ তা'আলা জগতের উপরে থাকার বিষয়টি ফিত্বরাত, যুক্তি, শরী'আত ও কুরআন ও সুন্নাহ'র ভাষ্য দ্বারা সাব্যস্ত হবে।"(৬৫৯)

২- অন্যত্র তিনি বলেন,

ومنْ قال: إنَّه ليسَ على العرشِ ربٌّ ولا فوقَ السَّمواتِ خالقٌ، بلْ ما هنالكَ إلَّا العدمُ المحضُ والنَّفيُ الصِرفُ فهوَ معطِّلٌ جاحدٌ لرَبِّ العالمينَ مضاهٍ لفرعونَ الذي قال: ﴿يَاهَامَانُ ابْنِ لِي صَرْحًا لَعَلِّي أَبْلُغُ الْأَسْبَابَ أَسْبَابَ السَّمَاوَاتِ فَأَطَّلِعَ إِلَى إِلَهِ مُوسَى وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ كَاذِبًا﴾ [غافر: ٣٦ - ٣٧].

بلْ أهلُ السنَّةِ والحديثِ، وسلفُ الأمَّةِ متَّفقونَ على أنَّه فوقَ سمواتِه على عرشِهِ بائنٌ منْ خلقهِ ليسَ في ذاتِهِ شيءٌ منْ مخلوقاتِهِ ولا في مخلوقاتِهِ شيءٌ منْ ذاتِهِ، وعلى ذلكَ نصوصُ الكتابِ والسنَّةِ وإجماعُ سلفِ الأمَّةِ وأئمَّة

---

৬৫৯. বায়ানু তালবীসুল জাহমিয়্যাহ ফী তা'সীসিল বিদা'য়িহিমিল কালামিয়্যাহ (২/৪৫৪)।

السنَّةِ، بلْ على ذلكَ جميعُ المؤمنينَ مِنَ الأوَّلِينَ والآخرينَ وأهلُ السنَّةِ وسلفُ الأمَّةِ متَّفقونَ على أنَّ منْ تأوَّل استوى بمعنى استولى أو بمعنًى آخرَ ينفي أنْ يكونَ الله فوقَ سمواتِهِ فهوَ جهميٌّ ضالٌّ .

"আর যে কেউ বলবে, আল্লাহ 'আরশের উপর নয় অথবা বলবে, আসমানের উপর রব নেই অথবা বলবে যে, সেখানে কেবল নাস্তি, কিছুই নাই সে তো মু'আত্তিল, সৃষ্টিকে স্রষ্টা শূন্যকারী, রাব্বুল আলামীনকে অস্বীকারকারী, সে ফির'আউনের মতোই কথা বললো, সে বলেছিল, "হে হামান! আমার জন্য তুমি নির্মাণ কর এক সুউচ্চ প্রাসাদ যাতে আমি অবলম্বন পাই -আসমানে আরোহনের অবলম্বন, যেন দেখতে পাই মূসার ইলাহকে আর নিশ্চয় আমি তাকে মিথ্যাবাদী মনে করি।" [সূরা গাফির, আয়াত: ৩৬-৩৭].

বরং আহলুস সুন্নাহ ও আহলুল হাদীস, উম্মতের সালাফগণ সবাই একমত যে, আল্লাহ তা'আলা তাঁর আসমানসমূহের উপর, 'আরশের উপর, তাঁর সৃষ্টিকুল থেকে আলাদা। তাঁর সত্তাতে সৃষ্টির কোনো কিছু নেই, তেমনি সৃষ্টির অভ্যন্তরেও স্রষ্টার সত্তার কিছু নেই। আর এর ওপরই প্রমাণ দিচ্ছে, কুরআন, সুন্নাহ উম্মাতের সালাফ ও সুন্নাহ'র ইমামগণের ইজমা'। বরং এর ওপরই আগের ও পরের সকল মুমিন, আহলুস সুন্নাহ, সালাফুল উম্মাহ সবাই একমত, যে কেউ 'ইস্তাওয়া'কে 'ইস্তাওলা' দ্বারা অপব্যাখ্যা করবে অথবা অন্য কোনো অর্থ দিয়ে অপব্যাখ্যা করবে, যার মাধ্যমে সে আল্লাহ তা'আলাকে 'আরশের উপর থাকা অস্বীকার করবে সে জাহমী ও পথভ্রষ্ট।"(৬৬০)

৩- অন্যত্র তিনি আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের আকীদাহ বর্ণনায় বলেন,

وقال أهل السنة وأصحاب الحديث ليس بجسم ولا يشبه الأشياء وانه على العرش كما قال الرَّحْمَٰنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَىٰ [طه ٥] ولانقدم بين يدي الله تعالى في القول بل نقول استوى بلا كيف وأن له وجهًا كما قال وَيَبْقَىٰ وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ [الرحمن ٢٧] وان له يدين كما قال خَلَقْتُ بِيَدَيَّ [ص ٧٥] وأن له عينين كما قال تَجْرِي بِأَعْيُنِنَا [القمر ١٤] وانه يجيء يوم القيامة هو وملائكته كما قال تعالى وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا [الفجر ٢٢] وأنه ينزل إلى سماء الدنيا كما جاء في الحديث ولم يقولوا شيئًا إلا ماوجدوه في الكتاب أو جاءت به الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

"আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আত ও আসহাবুল হাদীস বলেন, তিনি শরীর বা দেহ নন; তিনি কোনো কিছুর মতো নন, তিনি 'আরশের উপরে যেমনটি আল্লাহ বলেছেন, "রহমান 'আরশের উপর উঠেছেন" [সূরা ত্বা-হা, আয়াত: ০৫], আমরা কোনো কথায় আল্লাহর সামনে অগ্রণী হবো না, বরং বলবো, তিনি (আল্লাহ) কোনো প্রকার ধরন নির্ধারণ ছাড়া 'আরশের উপর উঠেছেন। আরও বলেন, আল্লাহর রয়েছে চেহারা। যেমন আল্লাহ বলেন, "আর অবশিষ্ট থাকবে আপনার রবের চেহারা, যা অত্যন্ত মর্যাদাপূর্ণ ও সম্মানিত।" [সূরা আর-রহমান, আয়াত: ২৭] আরও বলেন, তাঁর রয়েছে, দু'টি হাত। যেমন আল্লাহ বলেছেন, "আমি সৃষ্টি করেছি দুই হাতে।" [সূরা সোয়াদ, আয়াত: ৭৫]; আরও বলেন, তাঁর রয়েছে, দু'টি চোখ, যেমনটি তিনি বলেন, "সে জাহাজ চলে, আমার চোখের সামনে দিয়ে।" [সূরা

৬৬০. ইবন তাইমিয়্যাহ, আল-ফাতাওয়াল কুবরা (৬/৪৬৮)।

আল-ক্বামার, আয়াত: ১৪] আরও বলেন, তিনি এবং তাঁর ফিরিশতারা হাশরের মাঠে আগমন করবেন, যেমনটি আল্লাহ বলেন, "আর আসবে আপনার রব এবং ফিরিশতাগণ কাতারে কাতারে।" [সূরা আল-ফজর, আয়াত: ২২], আরও বলেন, মহান রব আল্লাহ নিকটতম আসমানে নেমে আসেন, যেমনটি হাদীসে এসেছে। তারা এমন কথা কখনও বলেনি, যার দলীল কুরআনুল কারীমে পাওয়া যায়নি অথবা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীস দ্বারা সাব্যস্ত হয়নি।(৬৬১)

৪- অন্যত্র তিনি আল্লাহ তা'আলার সিফাত এর ব্যাপারে সালাফে সালেহীনের মানহাজ তুলে ধরে বলেন,

ومذهب السلف بين التعطيل وبين التمثيل، فلا يمثلون صفات الله بصفات خلقه، كما لا يمثلون ذاته بذات خلقه، ولا ينفون عنه ما وصف به نفسه، أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم فيعطلون أسماءه الحسنى وصفاته العلى، ويحرّفون الكلم عن مواضعه، ويلحدون في أسماء الله وآياته.

وكل واحد من فريقي التعطيل والتمثيل فهو جامعٌ بين التعطيل والتمثيل.

أما المعطلون؛ فإنهم لم يفهموا من أسماء الله وصفاته إلا ما هو اللائق بالمخلوق، ثم شرعوا في نفي تلك المفهومات، فقد جمعوا بين التمثيل والتعطيل، مثلوا أولاً، وعطلوا آخرًا، وهذا تشبيه وتمثيل منهم للمفهوم من أسمائه وصفاته بالمفهوم من أسماء خلقه وصفاتهم، وتعطيل لما يستحقه هو سبحانه من الأسماء والصفات اللائقة بالله

فإنه إذا قال القائل: لو كان الله فوق العرش للزم إما أن يكون أكبر من العرش، أو أصغر أو مساويًا، وكل ذلك محال، ونحو ذلك من الكلام.

فإنه لم يفهم من كون الله على العرش إلا ما يثبت لأي جسم كان على أي جسم كان، وهذا اللازم تابع لهذا المفهوم. [أما] استواء يليق بجلال الله ويختص به، فلا يلزمه شيء من اللوازم الباطلة التي يجب نفيها.

وصار هذا مثل قول الممثل: إذا كان للعالم صانع، فإما أن يكون جوهرًا،أو عرضًا، وكلاهما محال: إذ لا يعقل موجود إلا هذان، أو قوله: إذا كان مستويًا على العرش، فهو مماثل لاستواء الإنسان على السرير أو الفلك، إذ لا يُعلم الاستواء إلا هكذا، فإن كلاهما مَثَّل وكلاهما عَطَّل حقيقة ما وصف الله به نفسه، وامتاز[الأول] بتعطيل كل مسمى للاستواء الحقيقي، وامتاز الثاني بإثبات استواء هو من خصائص المخلوقين.

"সালাফে সালেহীনের মাযহাব তা'ত্বীল (অর্থশূন্য করা) ও তামছীল (সাদৃশ্য স্থাপন) করার মাঝখানে অবস্থিত। তারা আল্লাহর গুণাবলিকে সৃষ্টির গুণের সাথে সাদৃশ্য হিসেবে বিশ্বাস করে না। যেমন, তারা আল্লাহর সত্তাকে সৃষ্টির সত্তার সাথে একই রকম মনে করে না। তবে

৬৬১. বায়ানুল তালবীসিল জাহমিয়্যাহ (২/৫৩৭)।

তারা আল্লাহ তা'আলা তাঁর নিজের জন্য যা সাব্যস্ত করেছেন, অনুরূপ তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর জন্য যা সাব্যস্ত করেছেন, তার কোনোটিকেই অস্বীকার করে না। ফলে তারা আল্লাহর সুন্দর সুন্দর নাম, গুণসমূহকে অর্থশূন্য করে না, সেগুলোর ওপর প্রমাণবাহী বাক্যসমূহকে তার জায়গা থেকে বিকৃত করে ভিন্ন জায়গায় নিয়ে যায় না, অনুরূপ তারা আল্লাহর নাম ও গুণে ইলহাদও করে না"।

আর আল্লাহ তা'আলার নাম ও গুণকে তা'ত্বীলকারী (অর্থশূন্যকারী) ও নাম-গুণে তামছীল (সাদৃশ্য স্থাপনকারী) প্রত্যেক গোষ্ঠীই তাদের কর্ম দ্বারা তা'ত্বীল ও তামছীলের সমন্বয় করেছে।

যারা আল্লাহ তা'আলার নাম ও গুণাবলিকে তা'ত্বীল (অর্থশূন্য) করেছে, তারা আল্লাহর নাম ও গুণসমূহকে সৃষ্টির নাম ও গুণের উপযোগী করে বুঝেছে। তারপর তারা সে বুঝকে অস্বীকার করতে শুরু করেছে। এভাবেই তারা তা'ত্বীল ও তামছীলকে একত্র করেছে। প্রথমে তামছীল করেছে তারপর তা'ত্বীল করেছে। এটা হচ্ছে তাদের পক্ষ থেকে আল্লাহর নাম ও গুণের বুঝের ক্ষেত্রে সেগুলোকে আল্লাহর সৃষ্টির নাম ও গুণের বুঝের সাথে সাদৃশ্য প্রদান ও সমপর্যায়ের নির্ধারণ করা। অপরদিকে তা দ্বারা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার সাথে উপযোগী তাঁর নাম ও গুণকে অর্থশূন্য করা।

তারপর যদি কেউ বলে, যদি আল্লাহ 'আরশের উপর হয়, তবে তো তিন অবস্থার যেকোনো একটি হতে হয়, হয় তিনি 'আরশ থেকে বড় হবেন অথবা ছোট হবেন অথবা সমান সমান হবেন। আর এ সবগুলোই (আল্লাহর জন্য) অসম্ভব; বা অনুরূপ কথা।

তখন উত্তরে বলা হবে, সে তো আল্লাহ তা'আলাকে 'আরশের উপরে থাকার বিষয়টিকে একটি দেহ যেমন আরেকটি দেহের উপর থাকে সে রকম করে বুঝে নিয়েছে, এ বুঝটির কারণেই সে উপরোক্ত (তিন অবস্থার) বাধ্যবাধকতা নিয়ে এসেছে। কিন্তু সে যদি আল্লাহ তা'আলার 'আরশের উপর উঠাকে তাঁর মহান সত্তার মান-মর্যাদার সাথে উপযোগী ও তাঁর বিশেষত্ব হিসেবে বুঝত, তাহলে সে আর এসব (তথাকথিত) বাধ্যবাধকতার সম্মুখীন হতো না। বস্তুত এসব বাধ্য-বাধকতার বিষয়গুলো আল্লাহ থেকে অবশ্যই অস্বীকার করতে হবে।

এর অবস্থা হচ্ছে সেই 'মুমাছছিল' যে আল্লাহ তা'আলার নাম ও গুণকে সৃষ্টির মতো করে বুঝে থাকে তার মতোই; কারণ 'মুমাছছিল' বা (আল্লাহর নাম ও গুণকে সৃষ্টির সাথে) সমতা বিধানকারী বলে, যদি জগতের একজন স্রষ্টা থাকে, তবে তিনি হয় জাওহার হবেন না হয় আরদ্ব। আর উভয়টিই অসম্ভব; কারণ যেকোনো অস্তিত্বশীল সত্তা এর বাইরে যেতে পারে না। [তখন 'মুমাছছিল' বা সমতা বিধানকারী ব্যক্তি আল্লাহর সত্তাকে সৃষ্টির মতো করেই বুঝে থাকে। এ হিসেবে মু'আত্তিল ও মুমাছছিলের মধ্যে বুঝের মিল পরিলক্ষিত হচ্ছে।] অথবা মুমাছছিল বললো, যদি আল্লাহ তা'আলা 'আরশের উপর উঠে থাকেন তবে অবশ্যই তা কোনো খাট বা নৌকায় মানুষের উঠার মতোই হবে, কারণ আমি উপরে উঠা বলতে এমনটিই বুঝে থাকি। তাহলে বুঝা গেল যে, মু'আত্তিল (অর্থশূন্যকারী) ও মুমাছছিল (পূর্ণসাদৃশ্য স্থাপনকারী) উভয়েই মূলত তামছীল (সাদৃশ্য স্থাপন) করেছে আর উভয়েই আল্লাহ তা'আলা যেসব গুণে তাঁর নিজেকে গুণান্বিত করেছেন তা তা'ত্বীল (অর্থশূন্য) করেছে। তবে প্রথম গোষ্ঠী (তা'ত্বীল বা অর্থশূন্যকারী)র বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, তারা প্রকৃত অর্থে

যে 'ইস্তেওয়া' এর অর্থ ছিল সেটার পুরোটাকেই পূর্ণরূপে অর্থশূন্য করেছে, আর দ্বিতীয় গোষ্ঠীর বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, তারা এমন 'ইস্তেওয়া' সাব্যস্ত করেছে যা সৃষ্টির বৈশিষ্ট্য, (স্রষ্টার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়)।[৬৬২]

৫- অন্যত্র তিনি আল্লাহ তা'আলার সিফাতের ব্যাপারে কালামশাস্ত্রবিদদের আসল ভুল কীভাবে হয়েছে তা তুলে ধরে বলেন,

إن هؤلاء المبتدعة الذين يفضّلون طريقة الخلف على طريقة السلف إنما أتوا من حيث ظنوا أن طريقة السلف هي مجرد الإيمان بألفاظ القرآن والحديث من غير فقه لذلك، بمنزلة الأميين الذين قال فيهم: ﴿وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ﴾ [البقرة:٧٨] ، وأن طريقة الخلف هي استخراج معاني النصوص المصروفة عن حقائقها بأنواع المجازات وغرائب اللغات.

فهذا الظن الفاسد أوجب تلك المقالة التي مضمونها نبذ الإسلام وراء الظهر، وقد كذبوا على طريقة السلف، وضلوا في تصويب طريقة الخلف، فجمعوا بين الجهل بطريقة السلف في الكذب عليهم، وبين الجهل والضلال بتصويب طريقة الخلف.

وسبب ذلك اعتقادهم أنه ليس في نفس الأمر صفة دلت عليها هذه النصوص للشبهات الفاسدة التي شاركوا فيها إخوانهم من الكافرين، فلما اعتقدوا انتفاء الصفات في نفس الأمر - وكان مع ذلك لا بد للنصوص من معنًى - بقوا مترددين بين الإيمان باللفظ وتفويض المعنى - وهي التي يسمونها طريقة السلف - وبين صرف اللفظ إلى معان بنوع تكلف - وهي التي يسمونها طريقة الخلف - فصار هذا الباطل مركبًا من فساد العقل والكفر بالسمع، فإن النفي إنما اعتمدوا فيه على أمور عقلية ظنوها بينات وهي شبهات، والسمع حرفوا فيه الكلام عن مواضعه.

فلما انبنى أمرهم على هاتين المقدمتين الكفريتين كانت النتيجة: استجهال السابقين الأولين، واستبلاههم، واعتقاد أنهم كانوا قومًا أميين، بمنزلة الصالحين من العامة، لم يتبحروا في حقائق العلم بالله، ولم يتفطنوا الدقائق العلم الإلهي، وأن الخلف الفضلاء حازوا قصب السبق في هذا كله.

ثم هذا القول إذا تدبره الإنسان وجده في غاية الجهالة، بل في غاية الضلالة. كيف يكون هؤلاء المتأخرون - لا سيما والإشارة بالخلف إلى ضرب من المتكلمين - الذين كثر في باب الدين اضطرابهم، وغلظ عن معرفة الله حجابهم، وأخبر الواقف على نهايات إقدامهم بما انتهى إليه من مرامهم حيث يقول... أعلم بالله وأسمائه وصفاته؟

---

৬৬২. ফাতওয়া আল-হামাওয়িয়্যাহ আল-কুবরা: ২৬৭-২৭০।

"এসব বিদ'আতীরা যারা 'খালাফ' (তথা পূর্বসূরীদের নীতির বাইরে অবস্থানকারী) লোকদের নীতিকে সালাফ (তথা সাহাবী ও তাদের সুন্দর অনুসারী সম্মানিত পূর্বসূরী) লোকদের নীতির ওপর প্রাধান্য দিয়ে থাকে, তাদের এ ভুলটি এসেছে এ কারণে যে, তারা মনে করেছে, (আল্লাহর নাম ও গুণের ব্যাপারে) সালাফদের পদ্ধতি হচ্ছে শুধু কুরআন ও হাদীসের শব্দের ওপর ঈমান আনয়ন করা, সেগুলোর অর্থ না বুঝা। তারা মনে করে বসেছে যে, সালাফগণ সেসব নিরক্ষর লোকদের মতো, যাদের ব্যাপারে আল্লাহ বলেছেন, "আর তাদের মধ্যে এমন কিছু নিরক্ষর লোক আছে যারা মিথ্যা আশা ছাড়া কিতাব সম্পর্কে কিছুই জানে না, তারা শুধু অমূলক ধারণা পোষণ করে।" [সূরা আল-বাক্বারাহ, আয়াত: ৭৮], আর মনে করেছে, খালাফদের পদ্ধতি হচ্ছে, কুরআন ও সুন্নাহ'র ভাষ্যের অর্থকে তার মূল প্রকাশ্য অর্থ থেকে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বিভিন্ন প্রকার রূপক ও ভাষার বিরল অর্থে ব্যবহার করা।

এভাবেই কালামশাস্ত্রবিদগণ তাদের বিনষ্ট ধারণা দ্বারা ("সালাফদের পদ্ধতি অধিক নিরাপদ আর খালাফদের পদ্ধতি অধিক জ্ঞানগর্ভ") এ কথাটিকে নিজেদের জন্য আবশ্যক করে নিয়েছে। এর মাধ্যমে মূলত তারা সালাফদের পদ্ধতির ওপর মিথ্যাচার করেছে, আর খালাফদের পদ্ধতিকে বিশুদ্ধ নির্ধারণ করে পথভ্রষ্ট হয়েছে। এভাবেই তারা সালাফদের পদ্ধতি না জেনে তাদের ওপর মিথ্যাচার করেছে; কারণ তারা বিশ্বাস করছে যে, এসব ভাষ্যে আসলেই আল্লাহর কোনো গুণ সাব্যস্ত হবে না। এর মাধ্যমে তারা সন্দেহে নিপতিত হওয়ার ক্ষেত্রে তাদের কাফির ভাইদের অংশীদার হয়েছে। অতঃপর যখন তারা মনে করেছে যে, এগুলোতে আসলেই আল্লাহর কোনো গুণ বর্ণিত হয়নি। তা সত্ত্বেও যখন তারা দেখলো যে, এগুলোর তো কোনো না কোনো অর্থ করতেই হয়, তখন তারা কুরআন ও হাদীসে আসা আল্লাহ তা'আলার গুণ বর্ণনাকৃত এসব ভাষ্যের ব্যাপারে শব্দের ওপর ঈমান আর অর্থকে সোপর্দ করার মাঝে দ্বিধান্বিত হতে থাকলো। এটাকেই তারা সালাফদের নীতি মনে করে বসেছে অথবা এসব ভাষ্যের শব্দকে জোর-জবরদস্তি বিভিন্ন অর্থে চালু করে দেয়ার পদ্ধতি অবলম্বন করেছে, এটাকেই তারা খালাফদের নীতি হিসেবে নামকরণ করেছে। এভাবে এ বাতিল দু'টি জিনিসের সংমিশ্রনে তৈরি হয়েছে, বিনষ্ট বিবেকের যুক্তি ও কুরআন-হাদীসের সাথে কুফুরী। কারণ তারা যখন কুরআন ও হাদীসের সিফাত বিষয়ক ভাষ্যগুলো অস্বীকার করলো, তখন তারা নির্ভর করেছে এমন বিবেকের যুক্তির উপর যে বিবেকের যুক্তি তার ধারণাকৃত বিষয়সমূহকে প্রমাণ মনে করেছে অথচ তা শুধু কিছু সন্দেহের সমষ্টি। অপর দিকে তারা কুরআন ও হাদীসের সিফাত বিষয়ক ভাষ্যগুলোর বাক্যসমূহকে তাদের স্থান থেকে বিকৃতপথে পরিচালিত করেছে।

যখন তাদের মূল বিষয়টি এ দু'টি কুফুরী নীতির প্রতিষ্ঠা করলো তখন তার পরিণতি দাঁড়ালো এই যে, উম্মতের প্রথম সারীর লোক (সাহাবায়ে কেরাম ও তাদের সুন্দর অনুসারী) দেরকে মূর্খ বানানো, তাদেরকে আত্মভোলা-পাগল সদৃশ মনে করা, তাদের প্রতি এ বিশ্বাস পোষণ করা যে, তারা সবাই ছিল নিরক্ষর, যেমনটি সাধারণ নেককার মানুষ (দরবেশরা) হয়ে থাকে; যারা আল্লাহ সম্পর্কিত বিদ্যার সমুদ্রের প্রবেশ করতে পারেনি, তারা আল্লাহ সংক্রান্ত বিদ্যার সূক্ষ্মতার ব্যাপারে সচেতন হতে পারেনি। তার বিপরীতে তারা বিশ্বাস করতে থাকলো যে, এসব ব্যাপারে সম্মানিত(!) খালাফগণ প্রতিযোগিতায় সালাফদেরকে হারিয়ে ইলমের শিরোপা জিতে নিল!

বস্তুত (সালাফরা অর্থ জানতো না) এই যে কথাটি তারা বলেছে, এ ব্যাপারে কোনো মানুষ (সুস্থ বিবেকের যুক্তি নিয়ে) চিন্তা করলেই বুঝতে পারে যে, এটা মুর্খতা প্রসূত। বরং চরম ভ্রষ্টতা। কীভাবে এসব পরবর্তী লোক, বিশেষ করে এখানে খালাফ বা পরবর্তী লোক বলতে কালামশাস্ত্রবিদদের প্রতিই ইঙ্গিত করা হয়, দীনের বিভিন্ন অধ্যায়ে যাদের অবস্থান অত্যন্ত নড়বড়ে, যারা আল্লাহকে চেনার ব্যাপারে পুরু পর্দার অন্তরালেই রয়ে গেছে, তাদের অনেকেই তাদের শেষ জীবনে তাদের উদ্দেশ্য পূর্তির ব্যাপারে যতটুকু অগ্রসর হয়েছে অতটুকুকে সন্দেহ ও সংশয় ছাড়া কিছুই অর্জিত হয়নি বলে স্বীকার করেছে।..... "তারা কীভাবে সালাফদের থেকে আল্লাহর নাম ও গুণের ব্যাপারে বেশি জ্ঞানী দাবি করতে পারে?(৬৬৩)

৬- অন্যত্র তিনি আল্লাহ তা'আলার উপরে থাকা ও 'আরশের উপর উঠা সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত কথা তুলে ধরে বলেন,

والقول الفاصل: هو ما عليه الأمة الوسط، من أنَّ الله مستوٍ على عرشه استواءً يليق بجلاله ويختص به، فكما أنه موصوف بأنه بكل شيء عليم، وعلى كل شيء قدير، وأنه سميع بصير ونحو ذلك، ولا يجوز أن يثبت للعلم والقدرة خصائص الأعراض التي كعلم المخلوقين وقدرتهم، فكذلك هو سبحانه فوق العرش ولا يثبت لفوقيته خصائص فوقية المخلوق على المخلوق وملزوماتها.

"এ ব্যাপারে মীমাংসিত কথা হচ্ছে, যার ওপর মধ্যমপন্থী উম্মতগণ চলে আসছেন তা হচ্ছে, নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা তাঁর 'আরশের উপর রয়েছেন, যেমনটি উপরে থাকা তাঁর সম্মান ও মর্যাদার জন্য উপযোগী, ও তাঁর সাথে বিশেষভাবে সম্পৃক্ত হওয়া সম্ভব। সুতরাং যেভাবে তিনি সবকিছু সম্পর্কে পূর্ণ জ্ঞানী, সবকিছুর ওপর পূর্ণ ক্ষমতাবান, সবকিছু তিনি শোনেন ও দেখেন ইত্যাদি গুণে গুণান্বিত, এ গুণগুলোতে গুণান্বিত হওয়ার ক্ষেত্রে তাঁর ইলম ও কুদরতকে সৃষ্টির ইলম ও কুদরতের যে 'আরদ্ব' বা অস্থায়ী গুণের সাথে সম্পৃক্ত করা বৈধ হয় না, তেমনিভাবে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলাকে তাঁর 'আরশের উপর বিশ্বাস করতে হবে। তাঁর উপরে থাকাকে সৃষ্টির উপর সৃষ্টির অবস্থান করার বৈশিষ্ট্য ও তাদের উপরে থাকার সাথে যে বাধ্যবাধকতা এসে পড়ে সেটার মতো করে সাব্যস্ত করা যাবে না।"(৬৬৪)

৭- অন্যত্র তিনি আল্লাহ তা'আলাকে তাঁর 'আরশের উপর ঈমান আনাকে আল্লাহ তা'আলার ওপর ঈমান আনার অংশ হিসেবে বর্ণনা করে বলেন,

وَقَدْ دَخَلَ فِيمَا ذَكَرْنَاهُ مِنَ الْإِيمَانِ بِاللهِ:

الْإِيمَانُ بِمَا أَخْبَرَ اللهُ بِهِ فِي كِتَابِهِ، وَتَوَاتَرَ عَنْ رَسُولِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأَجْمَعَ عَلَيْهِ سَلَفُ الْأُمَّةِ:

- مِنْ أَنَّهُ سُبْحَانَهُ فَوْقَ سَمَاوَاتِهِ عَلَى عَرْشِهِ، عَلِيٌّ عَلَى خَلْقِهِ.

- وَهُوَ سُبْحَانَهُ مَعَهُمْ أَيْنَمَا كَانُوا؛ يَعْلَمُ مَا هُمْ عَامِلُونَ.

---

৬৬৩. ফাতাওয়া আল-হামওয়িয়্যাহ আল-কুবরা: ১৮৯-১৯৬।

৬৬৪. ফাতাওয়া আল-হামওয়িয়্যাহ আল-কুবরা, পৃ. ২৭০।

كَمَا جَمَعَ بَيْنَ ذَلِكَ فِي قَوْلِهِ: ﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنتُمْ وَاللهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ﴾ [الحديد: ٤].

وَلَيْسَ مَعْنَى قَوْلِهِ: ﴿وَهُوَ مَعَكُمْ﴾ أَنَّهُ مُخْتَلِطٌ بِالْخَلْقِ.

- فَإِنَّ هَذَا لَا تُوجِبُهُ اللُّغَةُ.

- وَهُوَ خِلَافُ مَا أَجْمَعَ عَلَيْهِ سَلَفُ الْأُمَّةِ.

- وَخِلَافُ مَا فَطَرَ اللهُ عَلَيْهِ الْخَلْقَ.

بَلْ «الْقَمَرُ» آيَةٌ مِنْ آيَاتِ اللهِ، مِنْ أَصْغَرِ مَخْلُوقَاتِهِ، هُوَ مَوْضُوعٌ فِي السَّمَاءِ، وَهُوَ مَعَ الْمُسَافِرِ، وَغَيْرِ الْمُسَافِرِ أَيْنَمَا كَانَ.

وَهُوَ سُبْحَانَهُ فَوْقَ الْعَرْشِ، رَقِيبٌ عَلَى خَلْقِهِ، مُهَيْمِنٌ عَلَيْهِمْ مُطَّلِعٌ إِلَيْهِمْ؛ إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ مِنْ مَعَانِي رُبُوبِيَّتِهِ.

وَكُلُّ هَذَا الْكَلَامِ الَّذِي ذَكَرَهُ اللهُ؛ مِنْ: أَنَّهُ فَوْقَ الْعَرْشِ، وَأَنَّهُ مَعَنَا؛ حَقٌّ عَلَى حَقِيقَتِهِ، لَا يَحْتَاجُ إِلَى تَحْرِيفٍ، وَلَكِنْ يُصَانُ عَنِ الظُّنُونِ الْكَاذِبَةِ.

"আমরা আল্লাহর ওপর ঈমানের ক্ষেত্রে ইতোপূর্বে যা উল্লেখ করেছি, তাতে আরও যা প্রবেশ করবে তা হচ্ছে,

- আল্লাহ তা'আলা তাঁর কিতাবে, আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে মুতাওয়াতির তথা ধারাবাহিক অবিচ্ছিন্ন অসংখ্য পদ্ধতিতে যা এসেছে এবং যার ওপর উম্মতের সালাফগণ একমত হয়েছেন যে,

- আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা তাঁর আসমানের উপরে, 'আরশের উপরে, তাঁর সকল সৃষ্টির উপরে।

- আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা তাঁর সৃষ্টির সাথে, যেখানেই তারা থাকুক না কেন, তবে এ সাথে থাকার অর্থ হচ্ছে, জ্ঞানের মাধ্যমে সাথে থাকা, তিনি জানেন তারা কী করবে।

- যেমনটি আল্লাহ তা'আলা তাঁর বাণী "তিনি ছয়দিনে আসমানসমূহ ও যমীন সৃষ্টি করেছেন; তারপর তিনি 'আরশের উপর উঠেছেন। তিনি জানেন যা কিছু যমীনে প্রবেশ করে এবং যা কিছু তা থেকে বের হয়, আর আসমান থেকে যা কিছু অবতীর্ণ হয় এবং তাতে যা কিছু উত্থিত হয়। আর তোমরা যেখানেই থাক না কেন- তিনি তোমাদের সঙ্গে আছেন, আর তোমরা যা কিছু কর আল্লাহ তার সম্যক দ্রষ্টা।" [সূরা আল-হাদীদ, আয়াত: ৪] এ আয়াতে ('আরশের উপর থাকা ও সাথে থাকাকে) একসাথে বর্ণনা করেছেন।

- আর এখানে "তিনি তোমাদের সাথে আছেন" বলে সৃষ্টির সাথে স্রষ্টার সংমিশ্রণ বুঝানো হয়নি। কারণ;

- ভাষা তা আবশ্যক করে না। [অর্থাৎ কোনো ভাষাতেই সাথে থাকা অর্থ শরীরের সাথে লেপটে থাকা আবশ্যক করে না।]
- আর এটি উম্মতের সালাফগণের ঐকমত্যে বিপরীত কথা।
- অনুরূপভাবে তা আল্লাহ তা'আলা তাঁর সৃষ্টিকে যে স্বভাবজাত প্রকৃতি দিয়ে সৃষ্টি করেছেন তার বিপরীত কথা।

- বরং "চাঁদ" আল্লাহর নিদর্শনসমূহের একটি নিদর্শন। আর সৃষ্টিসমূহের মধ্যে অনুপাতে ছোট একটি সৃষ্টি, যা আকাশে প্রতিস্থাপন করা হয়েছে, সেটি মুসাফিরের সাথে থাকে, আর যারা মুসাফির নয় তাদের সাথেও থাকে, যেখানেই তারা থাকুক না কেন।
- মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা 'আরশের উপরে, সকল সৃষ্টির প্রতি তাঁর সুতীক্ষ্ম দৃষ্টি রয়েছে, তাদের ওপর যথাযথ আয়ত্ব প্রতিষ্ঠাকারী-বিচারক, তাদের প্রতি তাঁর রয়েছে পূর্ণ নজরদারী ইত্যাদি রবুবিয়াত বা প্রভূত্বের যাবতীয় কর্মকাণ্ড তাদের ওপর প্রযোজ্য।
- এসব কিছু যা আল্লাহ তা'আলা বর্ণনা করেছেন যে, তিনি 'আরশের উপর, তিনি আমাদের সাথে, সবই সত্য ও যথাযথ। যা প্রকৃত অর্থেই, কোনোটা সাব্যস্ত করতেই কোনো প্রকার বিকৃতির আশ্রয় নেয়ার প্রয়োজন পড়ে না। তবে অবশ্যই মিথ্যা ধারণা থেকে অবশ্যই সংরক্ষিত রাখতে হবে।"[৬৬৫]

শাইখুল ইসলাম ইবন তাইমিয়্যাহ'র ওপর আরোপিত বিভিন্ন অভিযোগ ও তার জবাব:

দুর্ভাগ্যবশত শাইখুল ইসলাম ইবন তাইমিয়্যাহ'র মতো এ মর্দে মুজাহিদের ওপর মিথ্যাচারের পর মিথ্যাচার করা হয়েছে। কেউ তাকে দেহবাদী মুজাসসিমা বলেছে, কেউ তাকে বলেছে মুশাব্বিহা বা সাদৃশ্য স্থাপনকারী। কেউ বলেছে, তিনি আল্লাহকে 'আরশের উপর মানুষের বসার মতো বসার কথা বলেছেন, কেউ বলেছেন, তিনি আল্লাহর নিকটতম আসমানে অবতরণ করাকে মানুষের মতো করে অবতরণ করার কথা বলেছেন। বস্তুত এসবই তাঁর ওপর মিথ্যাচার। তিনি কখনও এমন কথা বলেননি। শত্রুরা সব সময়েই মিথ্যাচার করে মজা পায়। আমরা শাইখুল ইসলামের কিছু বক্তব্য উল্লেখ করব, যার মাধ্যমে প্রমাণিত হবে যে, তিনি এসব কিছু বলেননি। যেমন তিনি বলেন,

১- আল্লাহ তা'আলা জগতের উপরে, জগত থেকে পৃথক, সৃষ্টিকুল তাকে সীমাবদ্ধ করতে পারে না, তাকে জায়গা দিতে পারে না, তিনি 'আরশ বা অন্য কিছুর মুখাপেক্ষী নন, তদুপরি তিনি 'আরশের উপরে, সৃষ্টিকুল থেকে আলাদা, তাদের অনুরূপ নয়, তাদের ওপর যা ঘটা বৈধ তাঁর ওপর তা বৈধ নয়।[৬৬৬]

২- নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা 'আরশের উপর, তিনি 'আরশের ভিতরে নয় অথবা 'আরশের প্রতি তার মুখাপেক্ষিতাও নেই।[৬৬৭]

---

৬৬৫. আল-আকীদাতুল ওয়াসেত্বিয়্যাহ, পৃ. ৮৩-৮৪।

৬৬৬. মাজমূ'উল ফাতাওয়া (৫/৩০৭)।

৬৬৭. দার'উ তা'আরুদ্বিল আকলি ওয়ান নাকল (৬/৩১৫)।

৩- আল্লাহ তা'আলা তিনি স্রষ্টা, তিনি সবকিছু থেকে অমুখাপেক্ষী, তিনি তাঁর সত্তা, গুণ ও কর্মের জন্য তাঁর থেকে আলাদা কোনো কিছুর মুখাপেক্ষী নন। বরং যা কিছুই তাঁর থেকে আলাদা তা-ই তাঁর মুখাপেক্ষী। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা এই পৃথক জিনিস থেকে সম্পূর্ণ অমুখাপেক্ষী, সেই পৃথক সৃষ্টিই বরং তাঁর মুখাপেক্ষী। সুতরাং তিনি নিত্য-নতুন যেসব কাজ নিজের সত্তা দ্বারা সম্পন্ন করেন সেসব কাজ করতে তাঁর থেকে পৃথক কোনো কিছুর প্রতি মোটেও মুখাপেক্ষী নন।[৬৬৮]

৪- তিনি কোনো বিদ্যমান দিকের মধ্যেও আবদ্ধ নন; বরং অস্তিত্ব তো রয়েছে কেবল স্রষ্টা ও সৃষ্টির। আর সৃষ্টিকর্তার অবস্থান তাঁর সৃষ্টিরাজি থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। তিনি সকলের উপরের উপরে। সুতরাং তিনি কোনো সৃষ্টির মধ্যেই নন, চাই ঐ সৃষ্টিকে কোনো 'দিক' বলে অবহিত করা হোক, অথবা কোনো 'দিক' বলে অবহিত করা না হোক।[৬৬৯]

৫- নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা সৃষ্টিকুলকে সৃষ্টি করার পূর্বেও বিদ্যমান ছিলেন; তারপর তিনি তাদেরকে সৃষ্টি করেছেন; তারপর তিনি তাদের মধ্যে প্রবেশ করেননি এবং তাঁর নিজের মধ্যেও তিনি তাদেরকে শামিল করে নেননি। সুতরাং তাঁর সৃষ্টিকুলের মধ্যে তাঁর সত্তার কোনো কিছুই নেই, আবার তাঁর সত্তার মধ্যেও তাঁর সৃষ্টিকুলের মধ্য থেকে কোনো কিছুই নেই।[৬৭০]

ইমাম ইবন আবদুল হাদী আল-মাকদেসী (৭৪৪ হিজরী)

ইমাম আহমাদ ইবন আবদুল হাদী আল-মাকদেসী শাইখুল ইসলাম ইবন তাইমিয়্যাহ রাহিমাহুল্লাহ'র ছাত্র ছিলেন, সালাফে সালেহীনের পথের পথিক এ ব্যক্তিত্ব আকীদাহ'র ক্ষেত্রে সহীহ পদ্ধতির ধারক ও বাহক ছিলেন। আল্লাহ তা'আলার নাম ও গুণের ক্ষেত্রে তিনি তাই গ্রহণ করতেন ও প্রচার করতেন যা সালাফে সালেহীনের মানহাজ ছিল। আল্লাহ তা'আলার 'আরশের উপর উঠা এবং 'আরশের উপর থাকার এ আকীদাকে তিনি তাঁর গ্রন্থসমূহে তুলে ধরেছেন। এ আকীদাহ'র ওপর তিনি 'আল-কালামু 'আলা মাসআলাতিল ইস্তিওয়া 'আলাল 'আরশ' নামে স্বতন্ত্র একটি গ্রন্থও রচনা করেন। তিনি তাঁর উক্ত কিতাবের ভূমিকাতেই বলেন,

الحمد لله العلي الأعلى، الموصوف بالصفات العلى...

"হামদ জাতীয় সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য যিনি সর্বোচ্চ ঊর্ধ্ব সত্তা, যিনি উপরে থাকার গুণে গুণান্বিত।"[৬৭১]

তারপর অধ্যায় বিন্যাস করে বলেন,

فصلٌ في ذكر استواء الخالق سبحانه وتعالى الفعال لما يشاء على عرشه، قال الله تعالى: الرحمن على العرش استوى،

وقال: ثم استوى على العرش، قال البخاري في صحيحه: قال مجاهد: استوى علا على العرش...

৬৬৮. দার'উ তা'আরুদ্বিল আকলি ওয়ান নাকল (২/২৩২)।

৬৬৯. আল-জাওয়াবুস সহীহ লিমান বাদ্দালা দীনাল মাসীহ (৪/৩১৭)।

৬৭০. মাজমূ' ফাতওয়া (১১/৪৮৪)।

৬৭১. ইবন আবদুল হাদী, আল-কালামু আলা মাসআলাতিল ইস্তিওয়া 'আলাল 'আরশ, পৃ. ২৫

"অধ্যায়: পবিত্র স্রষ্টা আল্লাহ তা'আলা তিনি যা ইচ্ছা করতে সক্ষম, তিনি তাঁর 'আরশের উপর উঠেছেন সেটার বর্ণনা, আল্লাহ তা'আলা বলেন, "রহমান 'আরশের উপর উঠেছেন।" আরও বলেন, "তারপর তিনি 'আরশের উপর উঠেছেন। ইমাম বুখারী তার সহীহ গ্রন্থে বলেন, মুজাহিদ বলেছেন, 'ইস্তাওয়া' অর্থ 'আলা 'আলাল 'আরশ' অর্থাৎ 'আরশের উপর উঠেছেন।"(৬৭২) তারপর তিনি আল্লাহ তা'আলা তাঁর 'আরশের উপর উঠেছেন এ আকীদাহ বিশ্বাস, আবুল 'আলীয়া আর-রিয়াহী থেকে ইমাম ত্বাবারী যা নিয়ে এসেছেন সেটা উল্লেখ করেন। তারপর ইমাম বাগাওয়ী কর্তৃক ইবন 'আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহুমা থেকে যা নিয়ে এসেছেন সেটাও উদ্ধৃত করেন।

তারপর তিনি কুরআন ও হাদীসের ভাষ্যসমূহ বর্ণনা করেন।

ইমাম শামছুদ্দীন আয-যাহাবী (৭৪৮ হিজরী)

মুহাদ্দিস (হাদীসবিদ), মুওয়াররিখ (ইতিহাসবিদ), মুক্বরি (কিরআতবিদ) ইমাম শামছুদ্দীন আয-যাহাবী রাহিমাহুল্লাহ শাইখুল ইসলাম ইবন তাইমিয়্যাহ'র প্রত্যক্ষ ছাত্র ছিলেন। কুরআন, সুন্নাহ, সাহাবায়ে কেরামের বাণী, তাবে'য়ীদের ভাষ্য, হিদায়াতের ইমামগণের বক্তব্য এবং তার পরবর্তী আলেমগণের দেয়া তথ্য তুলে ধরে তিনি 'আল্লাহ তা'আলা কর্তৃক তাঁর 'আরশের উপর উঠার বিষয়টি নিয়ে আলাদা তিনটি গ্রন্থ লিখেছেন,

এক. আল-'উলূ লিল আলিয়্যিল আযীম।

দুই. কিতাবুল 'আরশ।

তিন. আল-আরবা'ঈন ফী সিফাতি রাব্বিল আলামীন।

তাছাড়া তিনি তাঁর সিয়ারু আ'লামিন নুবালা, তারীখুল ইসলাম, তাযকিরাতুল হুফফায গ্রন্থসমূহেও এ বিষয়ে অনেক প্রামাণ্য বর্ণনা নিয়ে এসেছেন।

আমরা এখানে নমুনাস্বরূপ তার একটি কথা নিয়ে এসেছি। তিনি তাঁর 'আল-'উলূ গ্রন্থে আল্লাহ তা'আলা কর্তৃক তাঁর 'আরশের উপর উঠা সংক্রান্ত ইমাম মালিকের বিখ্যাত উক্তির ব্যাখ্যায় বলেন,

«هذا ثابتٌ عنْ مالكٍ، وهوَ قولُ أهلِ السنَّةِ قاطبةً: أنَّ كيفيَّةَ الاستواءِ لا نَعْقِلُها، بلْ نَجْهَلُهَا، وأنَّ استواءَهُ معلومٌ كمَا أخبرَ في كتابهِ، وأنَّهُ كمَا يليقُ بهِ، لا نتعمَّقُ ولا نَتَحذْلَقُ، ولا نخوضُ في لوازمِ ذلكَ نفيًا ولا إثباتًا، بلْ نسكتُ ونقفُ كما وقفَ السَّلفُ، ونعلمُ أنَّهُ لو كانَ لهُ تأويلٌ لبادرَ إلى بيانهِ الصَّحابةُ، والتَّابعونُ، ولما وسعهم إقرارهُ وإمرارهُ والسُّكوتُ عنهُ، ونعلمُ يقينًا مَعَ ذلكَ أنَّ اللهَ جلَّ جلاله لا مِثْلَ لهُ في صفاتهِ، ولا في استوائهِ، ولا في نزولهِ، سبحانه وتعالى عمَّا يقولُ الظالمونَ علوًّا كبيرًا».

"এটি ইমাম মালিক থেকে সাব্যস্ত আছে। আর এটাই সকল আহলুস সুন্নাহ'র মত। তারা বলেন, আমরা 'আরশের উপরে উঠার ধরন বিবেকের যুক্তি দিয়ে বুঝতে অক্ষম। বরং এটা আমরা জানি না। তবে তার 'ইস্তেওয়া' এর অর্থ আমরা জানি, যেমনটি আল্লাহ তাঁর কিতাবে জানিয়েছেন।

৬৭২. ইবন আবদুল হাদী, আল-কালামু 'আলা মাসআলাতিল ইস্তিওয়া 'আলাল 'আরশ, পৃ.২৫।

আর তা নির্ধারিত হবে যেভাবে তার জন্য উপযোগী সেভাবে। আমরা এতে আরও বেশি গভীরতায় প্রবেশ করবো না, আরও বেশি পণ্ডিতি করবো না। এটা সাব্যস্ত করলে অমুক অমুক জিনিসের বাধ্যবাধকতা এসে যায় বলে সেটা টেনে এনে তা স্বীকার কিংবা অস্বীকারও করবো না। বরং ধরন নির্ধারণের ব্যাপারে সালাফে সালেহীন যেভাবে চুপ ও নীরব ছিলেন আমরাও সেরকম নীরব থাকবো। আমরা এটা দৃঢ়ভাবে জেনে নিব যে, এটার যদি কোনো অপব্যাখ্যা করার সুযোগ থাকতো তাহলে সাহাবায়ে কেরাম ও তাবে'য়ীগণ সেটা বর্ণনা করার ব্যাপারে অগ্রণী থাকতেন। তাদের জন্য সেটাকে শুধু অর্থের স্বীকৃতি প্রদান করে ধরনের বিষয়টিতে না গিয়ে কেবল চালিয়ে নিয়ে যাওয়া এবং চুপ থাকা সম্ভব ছিল না। এর পরও আমরা দৃঢ়ভাবে এটা জানি যে, আল্লাহ তা'আলার গুণাবলিতে কেউ তাঁর মতো নয়। অনুরূপ তাঁর ইস্তেওয়া বা ('আরশের) উপরে উঠার ব্যাপারেও কেউ তাঁর মতো নয়। তদ্রূপ তাঁর নুযূল বা (নিকটতম আসমানে) অবতরণের ব্যাপারে কেউ তাঁর মতো নয়। যালিমরা যা বলে তা থেকে তিনি কতই না পবিত্র, আর তা থেকে তিনি অনেক ঊর্ধ্বে।"(৬৭৩)

মহান আল্লাহর নাম ও গুণসমূহের প্রকাশ্য অর্থ গ্রহণ করতে হবে, তাফওয়ীদ্ব করা যাবে না। তবে প্রকাশ্য অর্থ কী, তা বুঝাতে গিয়ে ইমাম যাহাবী বলেন,

«قلتُ: المتأخرونَ منْ أهلِ النَّظرِ قالوا مقالةً مولَّدةً، ما علمتُ أحدًا سبقهم بها.

قالوا: هذه الصفاتُ تمرُّ كما جاءتْ ولا تؤولُ، مع اعتقادِ أنَّ ظاهرَها غيرُ مرادٍ، فتفرَّعَ منْ هذا أنَّ الظاهرَ يُعْنَى بهِ أمرانِ:

أحدُهما: أنَّهُ لا تأويلَ لها غيرُ دلالةِ الخطابِ كما قالَ السَّلفُ: الاستواءُ معلومٌ، وكما قالَ سفيانُ وغيرُهُ: قراءتُها تفسيرُها، يعني أنَّها بيِّنةٌ واضحةٌ في اللغةِ لا يُبْتَغَى لها مضايقُ التأويلِ والتَّحريفِ، وهذا هوَ مذهبُ السَّلفِ مع اتفاقهم أيضًا أنَّها لا تُشْبِهُ صفاتِ البشرِ بوجهٍ، إذِ الباري لا مثلَ لهُ لا في ذاتِهِ ولا في صفاتِهِ.

الثاني: أنَّ ظاهرها هَو الذي يتشكَّلُ في الخيالِ منَ الصفةِ كما يتشكَّلُ في الذهنِ منْ وصفِ البشرِ، فهذا غيرُ مرادٍ، فإنَّ الله تعالى فردٌ صمدٌ ليسَ لهُ نظيرٌ، وإنْ تعددت صفاتهُ فإنَّها حقٌّ، ولكن ما لها مثلٌ ولا نظيرٌ، فمنْ ذا الذي عاينهُ ونعتهُ لنا؟ ومنْ ذا الذي يستطيعُ أنْ ينعتَ لنا كيفَ سُمِعَ كلامهُ؟ والله إنَّا لعاجزونَ كالُّونَ حائرونَ باهتونَ في حدِّ الروحِ التي فينا؛ وكيفَ تَعْرُجُ كلَّ ليلةٍ إذا توفاها بارئها؛ وكيفَ يرسلها، وكيفَ تستقلُّ بعدَ الموتِ، وكيفَ حياةُ الشهيدِ المرزوقِ عندَ ربِّهِ بعدَ قتلِهِ، وكيف حياةُ النبيينَ الآنَ؟ وكيفَ شاهدَ النبي صلى الله عليه وسلم أخاهُ موسى يصلي في قبرِهِ قائمًا؟ ثمَّ رآهُ في السماءِ السادسةِ وحاورهُ وأشارَ عليهِ بمراجعةِ ربِّ العالمينَ وطلبَ التخفيفَ منهُ على أمَّتهِ؟

وكذلكَ نعجزُ عنْ وصفِ هيأتنا في الجنَّةِ ووصفِ الحورِ العينِ، فكيفَ بنا إذا انتقلنا إلى الملائكة وذواتهم وكيفيَّتها ... فاللهُ أعلى وأعظمُ، ولهُ المثلُ الأعلى والكمالُ المطلقُ ولا مثلَ له أصلًا، ﴿آمَنَّا بِاللهِ وَاشْهَدْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ﴾ [آل عمران: ٥٢]».

---

৬৭৩. আল-'উলূ, পৃ. ৯৫৪।

"আমি বলি: তথাকথিত পরবর্তী চিন্তাবিদরা (কালামশাস্ত্রবিদরা) এমন উক্তি আবিষ্কার করেছে, আমি জানি না তাদের আগে কেউ সেটা বলেছে কী না।

তারা বলেছে, এ গুণগুলোকে যেভাবে এসেছে সেভাবে চালিয়ে নিতে হবে, ব্যাখ্যাও করবো না, তবে এটা বিশ্বাস রাখবো যে, এগুলোর প্রকাশ্য অর্থ উদ্দেশ্য নয়। (বস্তুত এটা হচ্ছে তাদের তাফওয়ীদ্ব নীতি, যার মাধ্যমে তারা সালাফে সালেহীনের নীতি পূর্ণ বিরোধিতা করেছে। কারণ সালাফে সালেহীন এগুলোর অর্থ করতেন। অর্থহীন করতেন না, বা প্রকাশ্য অর্থ গ্রহণ করা যাবে না, বলতেন না।)

তাদের উক্ত নীতির মাধ্যমে বুঝা যাচ্ছে যে, যাহের বা প্রকাশ্য অর্থ বলতে দু'টি জিনিস বুঝানো হয়,

এক. এর কোনো ব্যাখ্যা নেই, শুধু সম্বোধনের ভাষ্য থেকে যা বুঝা যায় তা-ই এর অর্থ, যেমনটি সালাফে সালেহীন বলেছেন, 'ইস্তেওয়া' শব্দটির অর্থ জানা আছে। (আর তা হচ্ছে উপরে উঠা) আরও যেমন বলেছেন, ইমাম সুফইয়ান ইবন 'উয়াইনাহ ও অনান্যগণ, যারা বলেছেন, এর পড়াই হচ্ছে এর তাফসীর। তাদের কথার অর্থ হচ্ছে, এগুলো ভাষার অভিধানে সুস্পষ্ট, এগুলোকে নিয়ে অপব্যাখ্যা ও বিকৃতির সংকীর্ণতার দিকে নিয়ে যাওয়ার সুযোগ নেই। বস্তুত এটাই হচ্ছে সালাফে সালেহীনের মাযহাব। সাথে সাথে তারা এটাতেও একমত ছিলেন যে, এ গুণগুলো কোনোভাবেই মানুষের গুণের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ নয়; কারণ স্রষ্টার মতো কোনো কিছু নেই, তাঁর সত্তাতেও নয় অনুরূপ তাঁর গুণেও নয়।

দুই. এর প্রকাশ্য অর্থ বলতে বুঝায়, যা কারো ব্রেনের ধারণায় সেসব গুণের বিভিন্ন রূপ পরিগ্রহ করে, যেমন কখনো কোনো মানুষের গুণ বর্ণনা করলে ব্রেনে সেটার একটি রূপ পরিগ্রহ করে থাকে। বস্তুত প্রকাশ্য অর্থ বলে এটা উদ্দেশ্য নেয়া যাবে না। কারণ তিনি আল্লাহ, একক সত্তা, অমুখাপেক্ষী, তাঁর কোনো দৃষ্টান্ত নেই, যদিও তাঁর গুণ অনেক, সে গুণাবলি অবশ্যই সত্য ও সঠিক কিন্তু সেগুলোর অনুরূপ কোনো কিছু নেই, আর সেগুলোর দৃষ্টান্তও কোথাও নেই। কারণ এমন কে আছে যে, সে গুণাবলিকে দেখেছে এবং তার পূর্ণ বিবরণ আমাদের কাছে দিয়েছে? এমন কে আছে যে আমাদের নিকট বর্ণনা করবে কীভাবে তার বাণী শোনা যাবে? আল্লাহর শপথ করে বলছি, আমরা অবশ্যই অপারগ, অক্ষম, হতভম্ব, অস্পষ্ট আমাদের রূহের পরিচয় দিতে, যা আমাদের শরীরের মাঝেই অবস্থান করে। কীভাবে সেটা প্রতি রাতে উপরে চলে যায়, যখন তার স্রষ্টা তাকে ঘুম নামক মৃত্যু প্রদান করেন? আবার কীভাবে সেটা ছাড় পেয়ে ফিরে আসে? কীভাবে মৃত্যুর পরে অবস্থান করে? শহীদের হত্যার পর তার রবের কাছে তার জীবনের প্রকৃত রূপ কী? বর্তমানে নবীদের জীবনের প্রকৃত স্বরূপ কী? নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর ভাই মূসাকে কবরে দাঁড়িয়ে সালাত পড়তে কীভাবে দেখলেন? তারপর তার সাথে ষষ্ঠ আসমানে কীভাবে দেখলেন? কীভাবেই তার সাথে বিস্তারিত কথোপকথন করলেন? কীভাবে তিনি নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি ইঙ্গিত করলেন যেন তিনি রাব্বুল আলামীনের কাছে যাওয়া-আসা করেন? কীভাবে তিনি চাইলেন যেন তিনি রাব্বুল আলামীনের কাছে লাঘব করার আবেদন করেন? কীভাবে মূসা 'আলাইহিস সালাম তারপর (আদি) পিতা আদমের সাথে মুনাযারা করলেন? কীভাবে আদম ('আলাইহিস সালাম) তাকে পূর্ব তাকদীরের কথা বলে হারিয়ে দিলেন, এটা বলে যে তাওবা করা ও তা কবুল হওয়ার পরে তিরস্কার করাতে কোনো উপকার নেই? অনুরূপভাবে আমরা জান্নাতে আমাদের অবস্থার বর্ণনা করতে অক্ষম, ডাগর নয়না হূরদের গুণাবলি বর্ণনা করতে অপারগ। তদ্রূপ যদি আমরা ফিরিশতাদের দিকে

আলোচনা নিবদ্ধ করি, কেমন তাদের সত্তা, তাদের ধরন? কীভাবে তাদের কাউকে যদি বলা হয় পৃথিবীকে গিলে ফেলতে তবে সে এক লোকমা দিয়েই তা গিলে ফেলবে? তাছাড়া তাদের সৌন্দর্য, চিত্তাকর্ষকতা, তাদের আলোকিত (জাওহার বা) মৌলিক উপাদানই বা দেখতে কেমন? যদি এসব ব্যাপারেই আমাদের জ্ঞান না থাকে তাহলে আমরা কেন এটা বুঝি না যে, আল্লাহ তা'আলা এগুলোর চেয়ে অনেক ঊর্ধ্বে ও অনেক বড়, তাঁর জন্য সর্বোচ্চ পূর্ণ গুণাবলি, তার জন্য রয়েছে নিঃশর্ত পরিপূর্ণতা, তার মতো কেউ তো আসলেই নেই (সুতরাং ধরন না জেনে ঈমান আনতে অসুবিধা কোথায়?) "আমরা আল্লাহর ওপর ঈমান আনলাম এবং সাক্ষ্য থাক যে আমরা মুসলিম।" [সূরা আল-মায়িদাহ, আয়াত: ১১১][৬৭৪]

তবে ইমাম যাহাবী উপরোক্ত প্রশ্নগুলোর উত্তর অন্য গ্রন্থে দিয়েছেন, তিনি বলেছেন,

"উত্তর: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামনে সেটার নমুনা তুলে ধরা হয়েছে। তিনি মূসা 'আলাইহিস সালামকে একাধিকবার দেখেছেন। তাঁর চলনপথে মূসা 'আলাইহিস সালামকে দেখেছেন তার কবরে সালাত আদায় করতে, তারপর তাকে দেখেছেন বাইতুল মাকদিসে, তারপর তাকে দেখেছেন সপ্তম আসমানে, অন্যদেরকেও দেখেছেন। এতে বুঝা গেল নবীদেরেকেও উপরে তোলা হয়েছে যেমন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামকে উপরে উঠানো হয়েছে। আর নবীরা তাদের কবরে জীবিত যেমনটি শহীদগণ তাদের কবরে জীবিত। তাদের জীবন দুনিয়াবাসীদের জীবনের মতো নয়, আর তাদের জীবন আখেরাতের জীবনের মতোও নয়, বরং এটি ভিন্ন ধরনের জীবন। যেমনটি শহীদদের জীবনের বর্ণনায় এসেছে যে, আল্লাহ তা'আলা তাদের রূহকে সবুজ পাখির পেটে রাখবেন, যে পাখিগুলো জান্নাতের সর্বত্র ঘুরে বেড়াবে আর 'আরশের নিচে লটকে থাকা ঝাড়বাতিগুলোতে আশ্রয় নিবে। সুতরাং এ হিসেবে তারা তাদের রবের নিকট জীবিত, যেমনটি আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা খবর দিয়েছেন, আর তাদের দেহ তাদের কবরেই রবে। সুতরাং এই সকল বিষয় মানব বিবেক-বুদ্ধির চেয়ে বড় এবং এসবের প্রতি ইমান আনা ওয়াজিব যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, অথচ তাদের শরীর তাদের কবরেই রয়েছে।

وهذه الأشياء أكبر من عقول البشر، والإيمانُ بها واجبٌ كما قال تعالى: ﴿ٱلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِٱلْغَيْبِ﴾ [البقرة: ٣].

বস্তুত এ জিনিসগুলো মানুষের বিবেকে ধরার চেয়ে বড়। এগুলোর ওপর ঈমান আনতে হবে, যেমন আল্লাহ বলেছেন, "যারা গায়েবের ওপর ঈমান রাখে"।[৬৭৫]

ইবনুল কাইয়্যেম (৭৫১ হিজরী)

ইবনুল কাইয়্যেম রাহিমাহুল্লাহ "আল্লাহর 'আরশের উপর উঠা" এ ব্যাপারে 'ইজতিমাউল জুয়ূশিল ইসলামিয়্যাহ' নামে স্বতন্ত্র গ্রন্থও প্রণয়ন করেছেন। তাছাড়া অপর কয়েকটি কিতাবে তিনি এ বিষয়টি বিস্তারিত তুলে ধরেছেন। যেমন, আস-সাওয়া'য়িকুল মুরসালাহ, ই'লামুল মুওয়াক্কি'য়ীন, আল-কাফিয়াতুশ শাফিয়াহ ফিল ইন্তিসার লিল ফিরকাতিন নাজিয়াহ (নূনিয়্যাহ) প্রভৃতি। এখানে সামান্য কয়েকটি ভাষ্য কেবল তুলে ধরছি।

---

৬৭৪. আল-'উলূ, পৃ. ২৫১।

৬৭৫. যাহাবী, তারীখুল ইসলাম, আস-সীরাতুন নাবওয়িয়্যাহ, ২৬৯-২৭০।

- ইবনুল কাইয়্যেম রাহিমাহুল্লাহ কোথাও এটা বলেছেন যে, কুরআনুল কারীম, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীস, সাহাবায়ে কেরামের ভাষ্য, তাবে'য়ীগণের বক্তব্য সবই আল্লাহ তা'আলাকে 'আরশের উপর সাব্যস্ত করছে। তিনি বলেন,

وتأمل ما في هذه الآيات من الرد على طوائف المعطلين والمشركين، ...قوله تعالى: ﴿... ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ ...﴾ يتضمن: إبطال قول المعطلة والجهمية الذين يقولون: ليس على العرش شيء سوى العدم، وإن الله ليس مستويًا على عرشه، ولا ترفع إليه الأيدي، ولا يصعد إليه الكلم الطيب، ولا رفع المسيح عليه الصلاة والسلام إليه، ولا عرج برسوله محمد - صلى الله عليه وسلم - إليه، ولا تعرج الملائكة والروح إليه، ولا ينزل من عنده جبريل عليه الصلاة والسلام ولا غيره، ولا ينزل هو كل ليلة إلى السماء الدنيا، ولا يخافه عباده من الملائكة وغيرهم من فوقهم، ولا يراه المؤمنون في الدار الآخرة عيانًا بأبصارهم من فوقهم، ولا تجوز الإشارة إليه بالأصابع إلى فوق، كما أشار إليه النبي - صلى الله عليه وسلم - في أعظم مجامعه في حجة الوداع إليه، وجعل يرفع إصبعه إلى السماء وينكبها إلى الناس ويقول: اللهم اشهد.

قال شيخ الإسلام : وهذا كتاب الله من أوله إلى آخره، وسنة رسوله - صلى الله عليه وسلم -، وعامة كلام الصحابة والتابعين، وكلام سائر الأئمة؛ مملوء بما هو نصٌّ أو ظاهر في أن الله سبحانه وتعالى فوق كل شيء، وأنه فوق العرش، فوق السموات مستو على عرشه.

"চিন্তা কর, এ আয়াতগুলোতে কীভাবে মু'আত্তিলা বা অর্থহীন যারা বলে সে সম্প্রদায় এবং শির্ক যারা করে সে সম্প্রদায়ের কথাকে খণ্ডন করা হয়েছে। আল্লাহর বাণী, "তারপর তিনি 'আরশের উপর উঠেছেন" এ বাণীটিতে যাদের যুক্তি খণ্ডন করা হয়েছে, তন্মধ্যে রয়েছে মু'আত্তিলা ও জাহমিয়্যাহ সম্প্রদায়ের বক্তব্য; যারা বলে 'আরশের উপর 'না' ছাড়া আর কিছু নেই। তারা আরও বলে, আল্লাহ 'আরশের উপর উঠেননি। আরও বলে, তাঁর দিকে হাত তোলা যাবে না। আরও বলে, তাঁর দিকে উত্তম কালেমাসমূহ উত্থিত হয় না। আরও বলে, 'ঈসা 'আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালামকে উপরে উঠানো হয়নি। তারা আরও বলে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মি'রাজের জন্য উপরে নিয়ে যাওয়া হয়নি। আরও বলে, আল্লাহর দিকে ফিরিশতা ও রূহ উঠে যান না। আরও বলে, আল্লাহর নিকট থেকে জিবরীল 'আলাইহিস সালাম ও অন্য কেউ অবতরণ করেননি। আরও বলে, প্রতি রাতে আল্লাহ প্রথম আসমানে নাযিল হননি। আরও বলে, তাঁর বান্দাদের মধ্য হতে ফিরিশতা ও অন্যান্যগণ তাদের উপরস্থ সত্তাকে ভয় করেন না। আরও বলে, কিয়ামতের দিন মুমিনগণ তাদের চোখ দিয়ে উপরের দিকে তাদের রবকে চাক্ষুষ দেখবে না। আরও বলে, তাঁর দিকে উপরের দিকে আঙ্গুল দিয়ে ইঙ্গিত করে দেখানো জায়েয নেই, যেমনটি নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম সবচেয়ে বড় সম্মিলনস্থলে বিদায় হজের সময়ে ইঙ্গিত করে দেখিয়েছেন। তিনি তাঁর আঙ্গুলকে আসমানের দিকে উঠিয়েছেন এবং সেটাকে মানুষের দিকে নীচু করে বলেছিলেন, হে আল্লাহ, সাক্ষী থাক"।

শাইখুল ইসলাম বলেন, এ আল্লাহর কিতাব প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাহ, সকল সাহাবী, তাবে'য়ী এবং সকল ইমামের বক্তব্য, সরাসরি স্পষ্ট করে বা প্রকাশ্যভাবে এটাতে পরিপূর্ণ যে, নিশ্চয় আল্লাহ সুবাহানাহু ওয়া তা'আলা সবকিছুর উপরে, তিনি 'আরশের উপরে, আসমানসমূহের উপরে, তাঁর 'আরশের উপর সমুন্নত।[৬৭৬]

- অন্যত্র তিনি ইমাম মালিকের সিফাত বিষয়ক ঐতিহাসিক বক্তব্য, "ইস্তেওয়ার অর্থ জানা, ধরন অজানা...." এর ব্যাখ্যায় বলেন,

فَفَرَّقَ بَيْنَ الْمَعْنَى الْمَعْلُومِ مِنْ هَذِهِ اللَّفْظَةِ، وَبَيْنَ الْكَيْفِ الَّذِي لَا يَعْقِلُهُ الْبَشَرُ. وَهَذَا الْجَوَابُ مِنْ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ شَافٍ، عَامٌّ فِي جَمِيعِ مَسَائِلِ الصِّفَاتِ.

فَمَنْ سَأَلَ عَنْ قَوْلِهِ: ﴿إِنَّنِي مَعَكُمَا أَسْمَعُ وَأَرَى﴾ [طه: ٤٦] كَيْفَ يَسْمَعُ وَيَرَى؟ أُجِيبَ بِهَذَا الْجَوَابِ بِعَيْنِهِ. فَقِيلَ لَهُ: السَّمْعُ وَالْبَصَرُ مَعْلُومٌ. وَالْكَيْفُ غَيْرُ مَعْقُولٍ.

وَكَذَلِكَ مَنْ سَأَلَ عَنِ الْعِلْمِ، وَالْحَيَاةِ، وَالْقُدْرَةِ، وَالْإِرَادَةِ، وَالنُّزُولِ، وَالْغَضَبِ، وَالرِّضَا، وَالرَّحْمَةِ، وَالضَّحِكِ، وَغَيْرِ ذَلِكَ. فَمَعَانِيهَا كُلُّهَا مَفْهُومَةٌ. وَأَمَّا كَيْفِيَّتُهَا فَغَيْرُ مَعْقُولَةٍ؛ إِذْ تَعَقُّلُ الْكَيْفِيَّةِ فَرْعُ الْعِلْمِ بِكَيْفِيَّةِ الذَّاتِ وَكُنْهِهَا. فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ غَيْرَ مَعْقُولٍ لِلْبَشَرِ، فَكَيْفَ يُعْقَلُ لَهُمْ كَيْفِيَّةُ الصِّفَاتِ؟

وَالْعِصْمَةُ النَّافِعَةُ فِي هَذَا الْبَابِ: أَنْ يُوصَفَ اللهُ بِمَا وَصَفَ بِهِ نَفْسَهُ. وَبِمَا وَصَفَهُ بِهِ رَسُولُهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، مِنْ غَيْرِ تَحْرِيفٍ وَلَا تَعْطِيلٍ، وَمِنْ غَيْرِ تَكْيِيفٍ وَلَا تَمْثِيلٍ. بَلْ تُثْبَتُ لَهُ الْأَسْمَاءُ وَالصِّفَاتُ، وَتُنْفَى عَنْهُ مُشَابَهَةُ الْمَخْلُوقَاتِ. فَيَكُونُ إِثْبَاتُكَ مُنَزَّهًا عَنِ التَّشْبِيهِ. وَنَفْيُكَ مُنَزَّهًا عَنِ التَّعْطِيلِ. فَمَنْ نَفَى حَقِيقَةَ الِاسْتِوَاءِ فَهُوَ مُعَطِّلٌ. وَمَنْ شَبَّهَهُ بِاسْتِوَاءِ الْمَخْلُوقِ عَلَى الْمَخْلُوقِ فَهُوَ مُمَثِّلٌ. وَمَنْ قَالَ: اسْتِوَاءٌ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ. فَهُوَ الْمُوَحِّدُ الْمُنَزِّهُ.

"এভাবে ইমাম মালিক রাহিমাহুল্লাহ 'ইস্তেওয়া' শব্দ থেকে যে অর্থ বুঝা যায় এবং যে ধরন মানুষের বিবেকে আসতে পারে এতদুভয়ের মধ্যে পার্থক্য করেছেন। বস্তুত ইমাম মালিক রাহিমাহুল্লাহ'র এ উত্তর আল্লাহর সকল গুণের ক্ষেত্রে একটি পূর্ণ উত্তর; আরোগ্যের মহৌষধ।

তাই যে কেউ প্রশ্ন করে বলবে, আল্লাহর বাণী "নিশ্চয় আমি তোমাদের দু'জনের সাথে আছি, শুনছি এবং দেখছি" [সূরা ত্বা-হা, আয়াত: ৪৬] এ আয়াতে কীভাবে তিনি শুনেন ও দেখেন? উত্তরে একই কথা বলা হবে, তাকে বলা হবে, শোনা ও দেখার বিষয়টি সবার জানা, তবে আল্লাহ তা'আলার জন্য সেটার ধরন নির্ধারণ করা বিবেক-বুদ্ধির কাজ নয়।

অনুরূপ কেউ যদি আল্লাহ তা'আলার জ্ঞান, জীবন, ক্ষমতা, ইচ্ছা, অবতরণ, ক্রোধ, সন্তুষ্টি,

৬৭৬. ইবনুল কাইয়েম, ইজতিমা'উল জুয়ূশ, ৯৫-৯৬।

রহমত, হাসি ইত্যাদি নিয়ে প্রশ্ন করে, তার উত্তরও হবে এই যে, এগুলোর অর্থ তো আমরা বুঝি; কিন্তু আল্লাহর জন্য এগুলোর ধরন নির্ধারণ করা বিবেকের যুক্তি দ্বারা অর্জন করা যায় না; কারণ কারো গুণের ধরন বিবেকের যুক্তি দ্বারা প্রাপ্ত হওয়া নির্ভর করছে সে সত্তার ধরণ ও তার প্রকৃত অবস্থা জানার ওপর। আর যেহেতু আল্লাহ তা'আলার সত্তার প্রকৃত জ্ঞান কোনো বিবেকের যুক্তি ধারণ করতে পারে না, তাই তাঁর গুণাবলির প্রকৃত অবস্থা ও ধরন কীভাবে বিবেধ ধারণ করবে?

এ অধ্যায়ে বাঁচার একমাত্র উপায় হচ্ছে, আল্লাহ তা'আলা নিজেকে যেসব গুণে গুণান্বিত ঘোষণা করেছেন এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামও আল্লাহকে যেসব গুণে গুণান্বিত বলেছেন, সেগুলো দিয়ে আল্লাহকে গুণান্বিত সাব্যস্ত করা। আর এ সাব্যস্তকরণের ক্ষেত্রে কোনো প্রকার বিকৃত, অর্থশূন্যতা, কিংবা ধরন নির্ধারণ, কারো অনুরূপ নির্ধারণ করা যাবে না। বরং আল্লাহর জন্য তাঁর নামসমূহ ও গুণসমূহ সাব্যস্ত করা হবে আর তাঁর থেকে সৃষ্টিকুলের সাথে সাদৃশ্যতাকে নিষেধ করতে হবে। এটা করতে পারলে আপনার সাব্যস্তকরণ হবে তামছীল বা সাদৃশ্যমুক্ত আর আপনার নিষেধ করা হবে তা'ত্বীল বা অর্থহীন করা থেকে মুক্ত। সুতরাং যে কেউ 'ইস্তেওয়া' বা 'আল্লাহ তা'আলা কর্তৃক তাঁর 'আরশের উপর উঠা' এর প্রকৃত অর্থকে অস্বীকার করবে সে তো তা'ত্বীল (অর্থশূন্য) করলো এবং মু'আত্তিলা হয়ে গেল। আর যে কেউ আল্লাহ তা'আলার 'ইস্তেওয়া' বা 'আরশের উপর উঠা'কে সৃষ্টির কারও জন্য অপর কারও উপর উঠার সাথে সাদৃশ্য প্রদান করলো সে তো তামছীল (সাদৃশ্য স্থাপন) করলো এবং 'মুমাসসিলা' হয়ে গেল। আর যে কেউ বললো, 'তাঁর 'আরশের উপর উঠা' সৃষ্টির কারও মতো নয়, সে হচ্ছে তাওহীদের ঝাণ্ডাবাহী, প্রকৃতপক্ষে আল্লাহর পবিত্রতা ঘোষণাকারী।"(৬৭৭)

- অন্যত্র বলেন,

«والفوقية: هو تفسير الاستواء المذكور في القرآن والسنة»

"আর উপরে হওয়া, এটাই তো কুরআন ও সুন্নায় আসা 'ইস্তেওয়া' শব্দের অর্থ।"(৬৭৮)

- অন্যত্র ইমাম ইবনুল কাইয়্যেম রাহিমাহুল্লাহ বেশ কিছু জিনিস বর্ণনা করেছেন, যার মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলার 'আরশের উপর উঠার বিষয়টি সাব্যস্ত হওয়ার বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে যায়, যেমন,

১- কুরআনুল কারীমে আল্লাহ তা'আলা তাঁর নিজের সম্পর্কে বলেছেন, ﴿وَلِلَّهِ ٱلْمَثَلُ ٱلْأَعْلَىٰ﴾ [النحل: ٦٠] "আর আল্লাহর জন্যই সকল সর্বোচ্চ উদাহরণ" [সূরা নাহল, আয়াত: ৬০], আরও বলেন, ﴿وَلَهُ ٱلْمَثَلُ ٱلْأَعْلَىٰ﴾ [الروم: ٢٧] "আর তাঁর জন্য আসমান ও যমীনে রয়েছে সর্বোচ্চ উদাহরণ" [সূরা রূম, আয়াত: ২৭] এখানে সর্বোচ্চ উদাহরণ এর অর্থ কী? সবচেয়ে উত্তম ও মর্যাদাবান যতগুণ মহান আল্লাহর জন্যই নির্ধারিত হবে।(৬৭৯) ইবনুল কাইয়্যেম রাহিমাহুল্লাহ বলেন, আল্লাহর 'আরশের উপর উঠার এ গুণটিকে "আল-মাসালুল আ'লা" বা 'সর্বোচ্চ গুণ' হিসেবে নিতে হবে। তিনি এর ব্যাখ্যা করে বলেন,

---

৬৭৭. ইবনুল কাইয়্যেম, মাদারিজুস সালেকীন (২/৮৫)।

৬৭৮. মুখতাসারুস সাওয়া'য়িকুল মুরসালাহ (২/৩৬৩)।

৬৭৯. আল-ওয়াহেদী, আল-ওয়াজীয, পৃ. ৮৪১; ইবনুল কাইয়্যেম, আস-সাওয়া'য়িকুল মুরসালাহ (৩/১০৩৩)।

وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: «إن السموات السبع في الكرسي كحلقة ملقاة بأرض فلاة والكرسي في العرش كحلقة ملقاة في أرض فلاة والعرش لا يقدر قدره إلا الله وهو سبحانه فوق عرشه يرى ما عباده عليه» فهذا هو الذي قام بقلوب المؤمنين المصدقين العارفين به سبحانه من المثل الأعلى فعرفوه به وعبدوه به وسألوه به فأحبوه وخافوه ورجوه وتوكلوا عليه وأنابوا إليه واطمأنوا بذكره وأنسوا بحبه بواسطة هذا التعريف فلم يصعب عليهم بعد ذلك فهم استوائه على عرشه وسائر ما وصف به نفسه من صفات كماله إذ قد أحاط عليهم بأنه لا نظير لذلك ولا مثل له ولم يخطر بقلوبهم مماثلته لشيء من المخلوقات وقد أعلمهم سبحانه على لسان رسوله «أنه يقبض سماواته بيده والأرض باليد الأخرى ثم يهزهن»، «وأن السماوات السبع والأرضين السبع في كفه تعالى كخردلة في كف أحدكم»، «وأنه يضع السماوات على أصبع والأرضين على أصبع والجبال على أصبع والشجر على أصبع وسائر الخلق على أصبع»»

“নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে জানিয়েছেন যে, সাত আসমান কুরসীতে বিস্তীর্ণ মরুভূমিতে ফেলে রাখা একটি রিং এর মতো, অনুরূপ কুরসী; তা 'আরশের তুলনায় বিস্তীর্ণ মরুভূমিতে ফেলে রাখা একটি রিং এর মতো আর 'আরশের পরিমাণ তো কেবল আল্লাহই জানেন। আল্লাহ তা'আলা তাঁর 'আরশের উপর, সেখানে থেকেই তিনি তাঁর বান্দারা কী করে সেটা জানতে পারেন। এ জিনিসটিই ঈমানদার, বিশ্বাসী, তাঁকে যারা জানে, তাদের অন্তরে আল্লাহ তা'আলা সম্পর্কে সর্বোচ্চ ও সর্বোত্তম গুণাবলি হিসেবে স্থান করে নিয়েছে। ফলে তারা তাঁকে চিনতে সক্ষম হয়েছে, তাঁকে সেটার মাধ্যমে ইবাদাত করেছে, তা দিয়েই তারা তাঁর কাছে যাচঞ্ঞা করেছে আর এভাবেই তারা তাঁকে ভালোবেসেছে, তাঁকে ভয় করেছে, তাঁর কাছে আশা করেছে, তাঁর ওপর ভরসা করেছে, তাঁর দিকে প্রত্যাবর্তিত হয়েছে, তাঁর স্মরণে প্রশান্তি লাভ করেছে, তাঁর ভালোবাসার মাধ্যমে সাযুজ্যতা লাভ করেছে, এসবই হচ্ছে এই পরিচয়ের মাধ্যমে। সুতরাং তাদের কাছে তখন কঠিন মনে হয়নি আল্লাহ তা'আলার 'আরশের উপর উঠার বিষয়টি, অনুরূপ অন্যান্য যাবতীয় পূর্ণ গুণে গুণান্বিত হওয়ার বিষয়টি; কারণ তাদের অন্তর জুড়ে আছে যে, তাঁর কোনো দৃষ্টান্ত নেই, তাঁর অনুরূপ কোনো কিছু নেই, তাদের অন্তরে কখনও সৃষ্টির কারও মতো হওয়ার বিষয়টি উদিত হয় না; কারণ আল্লাহ তা'আলা তাঁর নবীর যবানীতে তাদেরকে জানিয়ে দিয়েছেন যে, 'আল্লাহ তা'আলা তাঁর এক হাতে আসমানসমূহ ধরবেন, অপর হাতে যমীনকে ধরবেন, তারপর সেগুলোকে নাড়াচাড়া করবেন।' আরও জানিয়েছেন যে, 'সাত আসমান ও সাত যমীন তাঁর হাতের কব্জির উপরে যেন তোমাদের কারও হাতে একটি সরিষার দানা।' আরও জানিয়েছেন যে, 'আল্লাহ তা'আলা সকল আসমানকে এক আঙ্গুলের উপর রাখবেন, সকল যমীনকে এক আঙ্গুলের উপর রাখবেন, সকল পাহাড়কে এক আঙ্গুলের উপর রাখবেন, সকল গাছ-পালা আরেক আঙ্গুলের উপর, অনুরূপ সকল সৃষ্টিকে আরেক আঙ্গুলের উপর রাখবেন।”[৬৮০]

২- আল্লাহ তা'আলা বান্দার সাথে থাকা, কাছে থাকার সাথে যারা 'আরশের উপর উঠা ও

৬৮০. আস-সাওয়া'য়িকুল মুরসালাহ (২/৪৩১-৪৩২)।

'আরশের উপর থাকাকে গুলিয়ে ফেলেন, তাদের জন্য ইমাম ইবনুল কাইয়্যেম বলেন,

النَّظَرُ فِي عِلْمِ الْقُرْبِ: تَحَقُّقُ الْقَلْبِ بِالْمَعِيَّةِ الْخَاصَّةِ مَعَ الله. فَإِنَّ الْمَعِيَّةَ نَوْعَانِ: عَامَّةٌ. وَهِيَ: مَعِيَّةُ الْعِلْمِ وَالْإِحَاطَةِ. كَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ﴾ [الحديد: ٤] وَقَوْلِهِ: ﴿مَا يَكُونُ مِنْ نَجْوَى ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ وَلَا أَدْنَى مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْثَرَ إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَ مَا كَانُوا﴾ [المجادلة: ٧] .

وَخَاصَّةٌ: وَهِيَ مَعِيَّةُ الْقُرْبِ، كَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿إِنَّ اللهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ﴾ [النحل: ١٢٨] وَقَوْلِهِ: ﴿إِنَّ اللهَ مَعَ الصَّابِرِينَ﴾ [البقرة: ١٥٣] وَقَوْلِهِ: ﴿وَإِنَّ اللهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ﴾ [العنكبوت: ٦٩] .

فَهَذِهِ مَعِيَّةُ قُرْبٍ. تَتَضَمَّنُ الْمُوَالَاةَ، وَالنَّصْرَ، وَالْحِفْظَ. وَكِلَا الْمَعْنَيَيْنِ مُصَاحَبَةٌ مِنْهُ لِلْعَبْدِ. لَكِنَّ هَذِهِ مُصَاحَبَةُ اطِّلَاعٍ وَإِحَاطَةٍ. وَهَذِهِ مُصَاحَبَةُ مُوَالَاةٍ وَنَصْرٍ وَإِعَانَةٍ. فَ « مَعَ » فِي لُغَةِ الْعَرَبِ تُفِيدُ الصُّحْبَةَ اللَّائِقَةَ، لَا تُشْعِرُ بِامْتِزَاجٍ وَلَا اخْتِلَاطٍ، وَلَا مُجَاوَرَةٍ، وَلَا مُجَانَبَةٍ. فَمَنْ ظَنَّ مِنْهَا شَيْئًا مِنْ هَذَا فَمِنْ سُوءِ فَهْمِهِ أُتِيَ.

وَأَمَّا الْقُرْبُ: فَلَا يَقَعُ الْقُرْآنُ إِلَّا خَاصًّا. وَهُوَ نَوْعَانِ: قُرْبُهُ مِنْ دَاعِيهِ بِالْإِجَابَةِ. وَقُرْبُهُ مِنْ عَابِدِهِ بِالْإِثَابَةِ.

فَالْأَوَّلُ: كَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ﴾ [البقرة: ١٨٦] . وَلِهَذَا نَزَلَتْ جَوَابًا لِلصَّحَابَةِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ. وَقَدْ سَأَلُوا رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: رَبُّنَا قَرِيبٌ فَنُنَاجِيَهُ؟ أَمْ بَعِيدٌ فَنُنَادِيَهُ؟ فَأَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى هَذِهِ الْآيَةَ.

وَالثَّانِي: قَوْلُهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَقْرَبُ مَا يَكُونُ الْعَبْدُ مِنْ رَبِّهِ وَهُوَ سَاجِدٌ. وَأَقْرَبُ مَا يَكُونُ الرَّبُّ مِنْ عَبْدِهِ فِي جَوْفِ اللَّيْلِ» . فَهَذَا قُرْبُهُ مِنْ أَهْلِ طَاعَتِهِ.

وَفِي الصَّحِيحِ: عَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللهُ عَنْهُ. قَالَ: «كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ. فَارْتَفَعَتْ أَصْوَاتُنَا بِالتَّكْبِيرِ. فَقَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ، أَرْبِعُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ. إِنَّكُمْ لَا تَدْعُونَ أَصَمَّ وَلَا غَائِبًا. إِنَّ الَّذِي تَدْعُونَهُ سَمِيعٌ قَرِيبٌ. أَقْرَبُ إِلَى أَحَدِكُمْ مِنْ عُنُقِ رَاحِلَتِهِ».

فَهَذَا قُرْبٌ خَاصٌّ بِالدَّاعِي دُعَاءَ الْعِبَادَةِ وَالثَّنَاءِ وَالْحَمْدِ. وَهَذَا الْقُرْبُ لَا يُنَافِي كَمَالَ مُبَايَنَةِ الرَّبِّ لِخَلْقِهِ، وَاسْتِوَاءَهُ عَلَى عَرْشِهِ. بَلْ يُجَامِعُهُ وَيُلَازِمُهُ. فَإِنَّهُ لَيْسَ كَقُرْبِ الْأَجْسَامِ بَعْضِهَا مِنْ بَعْضٍ. تَعَالَى اللهُ عَنْ ذَلِكَ عُلُوًّا كَبِيرًا. وَلَكِنَّهُ نَوْعٌ آخَرُ.

"আল্লাহর নৈকট্য বিদ্যা, বান্দার অন্তরকে আল্লাহর সাথে বিশেষভাবে সম্পৃক্ত করে দেয়। কারণ সাথে থাকার বিষয়টি দু ধরনের:

- এক. সাধারণভাবে সাথে থাকা; আর তা হচ্ছে জ্ঞান ও পরিবেষ্টনে সাথে থাকা। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন, "তিনি তোমাদের সাথে আছেন যেখানেই তোমরা থাক না কেন।" [সূরা আল-হাদীদ, আয়াত: ০৪] অনুরূপ আল্লাহ বলেন, "তিন ব্যক্তির মধ্যে এমন কোনো

গোপন পরামর্শ হয় না যাতে চতুর্থজন হিসেবে তিনি থাকেন না এবং পাঁচ ব্যক্তির মধ্যেও হয় না যাতে ষষ্ঠজন হিসেবে তিনি থাকেন না। তারা এর চেয়ে কম হোক বা বেশি হোক তিনি তো তাদের সঙ্গেই আছেন তারা যেখানেই থাকুক না কেন।" [সূরা আল-মুজাদালাহ, আয়াত: ০৭]

- দুই. বিশেষভাবে সাথে থাকা; আর তা হচ্ছে নৈকট্যের মাধ্যমে সাথে থাকা। যেমন, আল্লাহ বলেন, "নিশ্চয় আল্লাহ্ তাদের সঙ্গে আছেন যারা তাকওয়া অবলম্বন করে এবং যারা মুহসিন।" [সূরা আন-নাহল, আয়াত: ১২৮] অনুরূপ আল্লাহর বাণী "নিশ্চয় আল্লাহ্ সবরকারীদের সাথে আছেন।" [সূরা আল-বাক্বারাহ, আয়াত: ১৫৩] অনুরূপ আল্লাহর বাণী "আর নিশ্চয় আল্লাহ মুহসিনদের সাথে আছেন।" [সূরা আল-'আনকাবূত, আয়াত: ৬৯] এ দ্বিতীয়টিই হচ্ছে নৈকট্যের মাধ্যমে সাথে থাকা। যাতে সাহায্য-সহযোগিতা, হিফাযত করা অন্তর্ভুক্ত।

বস্তুত উভয় অর্থই তাঁর পক্ষ থেকে বান্দার সাথী হওয়া সাব্যস্ত করে। তবে প্রথমটি হচ্ছে দেখা ও বেষ্টনের মাধ্যমে সাথে থাকা আর দ্বিতীয়টি সাহায্য-সহযোগিতা ও বন্ধুত্বের মাধ্যমে সাথে থাকা। সুতরাং বুঝা গেল যে, "مع" শব্দটি যার অর্থ সাথে থাকা, তা আরবী ভাষায় যথাযোগ্য সঙ্গী হওয়া বুঝায়; কখনও মিশে যাওয়া বা লেগে থাকা বুঝায় না, পড়শিত্বও বুঝায় না, পাশাপাশি অবস্থান করাও বুঝায় না। তাই যে কেউ এগুলোর কোনোটি মনে করবে সে তার খারাপ বুঝ থেকে তা বলছে।

আর নৈকট্য: কুরআনুল কারীমে সেটা কখনও বিশেষ অর্থে ব্যতীত ব্যবহার হয়নি। আর এ বিশেষ অর্থেও তা দু' ভাবে এসেছে,

ক. তাঁকে যারা ডাকবে তাদের ডাকে সাড়া দেয়ার জন্য তিনি আহ্বানকারীর নিকটে।

খ. তাঁর ইবাদাতকারী, তাদের সাওয়াব প্রদানের জন্য তিনি তাদের নিকটে।

প্রথমটির উদাহরণ যেমন, আল্লাহর বাণী: "আর আমার বান্দাগণ যখন আমার সম্পর্কে আপনাকে জিজ্ঞেস করে, (তখন বলে দিন যে) নিশ্চয় আমি অতি নিকটে। আহ্বানকারী যখন আমাকে আহ্বান করে আমি তার আহবানে সাড়া দেই।" [সূরা আল-বাক্বারাহ, আয়াত: ১৮৬] আর এজন্যই সাহাবায়ে কেরামের প্রশ্নের উত্তরে নাযিল হয়েছে, তারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামকে প্রশ্ন করেছিলেন, আমাদের রব কী নিকটে যে, আমরা তার সাথে মিনমিন করে কথা বলবো, নাকি দূরে, ফলে তাকে শব্দ করে ডাকবো? তখন আল্লাহ তা'আলা এ আয়াত নাযিল করলেন।

দ্বিতীয়টির উদাহরণ হচ্ছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণী, "একজন দাস তার মনিবের সবচেয়ে নিকটে থাকে যখন সে সাজদায় থাকে, আর রব সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বান্দার সবচেয়ে কাছে অবস্থান করে রাতের মধ্যভাগে; এটা হচ্ছে আল্লাহর বান্দাদের জন্য বিশেষ নৈকট্য যা তিনি তাঁর আনুগত্যশীলদের জন্য মঞ্জুর করেছেন।"

অনুরূপ সহীহ হাদীসে এসেছে, আবু মূসা আল-আশ'আরী রাদিয়াল্লাহু 'আনহু বলেন, আমরা নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে কোনো এক সফরে ছিলাম। আমাদের শব্দসমূহ তাকবীর ধ্বনীতে মুখরিত হচ্ছিল। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, "হে লোকেরা, তোমাদের নিজেদের ওপর কোমলতা অবলম্বন কর; কারণ তোমরা কোনো

বধির কিংবা অনুপস্থিতকে ডাকছ না, নিশ্চয় তোমরা যাকে ডাকছ তিনি সর্বশ্রোতা ও নিকটে; তোমাদের কারও বাহনের ঘাড়ের থেকেও তিনি নিকেট।" এটাও বিশেষ ধরনের নৈকট্য; যা তাঁকে আহ্বানকারীর জন্য বিশেষভাবে নির্ধারিত যা দো'আ, প্রশংসা, ও স্তুতির ইবাদাতের কারণে অর্জিত হয়। এভাবে কোনো সৃষ্টি কর্তৃক রব্বে করীমের নিকটে থাকা তাঁর পূর্ণরূপে সৃষ্টি থেকে আলাদা থাকা এবং তাঁর 'আরশের উপরে থাকাকে নিষেধ করে না। বরং নিকটে থাকা ও 'আরশের উপর সৃষ্টি থেকে আলাদা থাকা, দুটো জিনিস একই সাথে হতে পারে, একই সাথে হওয়াকে আবশ্যকও করে। কারণ এ নৈকট্য দুনিয়ার দেহ বিশিষ্টদের একে অপরের নিকটে থাকার মতো নয়। মহান আল্লাহ সে রকম হওয়া থেকে বহু ঊর্ধ্বে। এ তো ভিন্ন রকমের নৈকট্য ও নিকটে থাকা।"(৬৮১)

৩- তিনি এটা তুলে ধরার চেষ্টা করেন যে, 'আল্লাহ তা'আলা তাঁর 'আরশের উপর উঠা' প্রমাণ করে যে, তিনি সৃষ্টি থেকে আলাদা। এ বিষয়টি সাব্যস্ত করতে তিনি বলেন,

قوله ﴿هُوَ ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضَ فِى سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْشِ ۚ يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِى ٱلْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنزِلُ مِنَ ٱلسَّمَآءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا ۖ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنتُمْ ۚ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۝٤﴾ [الحديد: ٤] من أدل شيء على مباينة الرب لخلقه فانه لم يخلقهم في ذاته بل خلقهم خارج عن ذاته ثم بان عنهم باستوائه على عرشه وهو يعلم ما هم عليه فيراهم وينفذهم بصره ويحيط بهم علما وقدرة وإرادة وسمعا وبصرا فهذا معنى كونه سبحانه معهم أينما كانوا

"আল্লাহর বাণী, "তিনি ছয়দিনে আসমানসমূহ ও যমীন সৃষ্টি করেছেন; তারপর তিনি 'আরশের উপর উঠেছেন। তিনি জানেন যা কিছু যমীনে প্রবেশ করে এবং যা কিছু তা থেকে বের হয়, আর আসমান থেকে যা কিছু অবতীর্ণ হয় এবং তাতে যা কিছু উত্থিত হয়। আর তোমরা যেখানেই থাক না কেন--তিনি তোমাদের সঙ্গে আছেন, আর তোমরা যা কিছু কর আল্লাহ্ তার সম্যক দ্রষ্টা।" [সূরা আল-হাদীদ, আয়াত: ০৪] এটা সুস্পষ্টভাবে প্রমাণ করছে যে, স্রষ্টা তার সৃষ্টি থেকে আলাদা; কারণ তিনি সৃষ্টিকে নিজের সত্তার ভিতরে সৃষ্টি করেননি, বরং তাদেরকে তাঁর সত্তার বাইরে সৃষ্টি করেছেন, তারপর তাদের থেকে আলাদা থেকেছেন তাঁর 'আরশের উপর উঠা'র মাধ্যমে। তিনি জানেন তারা যা যা করছে, তিনি তাদের দেখছেন, তাঁর দৃষ্টি তাদেরকে ভেদ করে, আর জ্ঞান, ক্ষমতা, শ্রবণ, দেখার মাধ্যমে তিনি তাদেরকে ঘিরে রেখেছেন। এটাই হচ্ছে মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা কর্তৃক তারা যেখানেই থাকুক সেখানে তাদের সাথে থাকা।"(৬৮২)

৪- তিনি "আরশ যে সবচেয়ে প্রশস্ত, বড় ও সম্মানিত সৃষ্টি সেটা প্রমাণ করে তাতে উঠা ও সেখানে অবস্থান করা সবচেয়ে বড় ও মহৎ গুণের অধিকারী রাব্বুল আলামীনের শানের সাথে সংগতিপূর্ণ সেটা বর্ণনা করে বলেন,

يَقْرِنُ اسْتِوَاءَهُ عَلَى الْعَرْشِ بِهَذَا الِاسْمِ كَثِيرًا، كَقَوْلِهِ تَعَالَى ﴿الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى﴾ [طه: ٥]، ﴿ثُمَّ

৬৮১. মাদারিজুস সালেকীন (২/২৫৪-২৫৫)।

৬৮২. হাদিউল আরওয়াহ ইলা বিলাদিল আফরাহ: ২৯৫।

اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ الرَّحْمَٰنُ﴾ [الفرقان: ٥٩] فَاسْتَوَى عَلَى عَرْشِهِ بِاسْمِ الرَّحْمَنِ، لِأَنَّ الْعَرْشَ مُحِيطٌ بِالْمَخْلُوقَاتِ قَدْ وَسِعَهَا، وَالرَّحْمَةُ مُحِيطَةٌ بِالْخَلْقِ وَاسِعَةٌ لَهُمْ، كَمَا قَالَ تَعَالَى ﴿وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ﴾ [الأعراف: ١٥٦] فَاسْتَوَى عَلَى أَوْسَعِ الْمَخْلُوقَاتِ بِأَوْسَعِ الصِّفَاتِ، فَلِذَلِكَ وَسِعَتْ رَحْمَتُهُ كُلَّ شَيْءٍ، وَفِي الصَّحِيحِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «لَمَّا قَضَى اللهُ الْخَلْقَ كَتَبَ فِي كِتَابٍ فَهُوَ عِنْدَهُ مَوْضُوعٌ عَلَى الْعَرْشِ إِنَّ رَحْمَتِي تَغْلِبُ غَضَبِي» وَفِي لَفْظٍ «فَهُوَ عِنْدَهُ عَلَى الْعَرْشِ».

فَتَأَمَّلِ اخْتِصَاصَ هَذَا الْكِتَابِ بِذِكْرِ الرَّحْمَةِ، وَوَضْعَهُ عِنْدَهُ عَلَى الْعَرْشِ، وَطَابِقْ بَيْنَ ذَلِكَ وَبَيْنَ قَوْلِهِ ﴿الرَّحْمَٰنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى﴾ [طه: ٥] وَقَوْلِهِ ﴿ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ الرَّحْمَٰنُ فَاسْأَلْ بِهِ خَبِيرًا﴾ [الفرقان: ٥٩] يَنْفَتِحُ لَكَ بَابٌ عَظِيمٌ مِنْ مَعْرِفَةِ الرَّبِّ تَبَارَكَ وَتَعَالَى إِنْ لَمْ يُغْلِقْهُ عَنْكَ التَّعْطِيلُ وَالتَّجَهُّمُ.

"আল্লাহ তা'আলা তাঁর 'আরশের উপর উঠা' এ গুণটিকে প্রায়শই 'রহমান' নামটির সাথে যুক্ত করেন। যেমন তিনি বলেন, "দয়াময় (আল্লাহ্) 'আরশের উপর উঠেছেন।" [সূরা ত্বা-হা, আয়াত: ০৫], "তারপর তিনি 'আরশের উপর উঠলেন। তিনিই 'রহমান', সুতরাং তাঁর সম্বন্ধে যে অবহিত তাকে জিজ্ঞেস করে দেখুন।" [সূরা আল-ফুরক্বান, আয়াত: ৫৯] এভাবে দেখা যাচ্ছে, তিনি রহমান নাম নিয়েই 'আরশের উপর উঠেছেন। কারণ 'আরশ সকল সৃষ্টিকুলকে ঘিরে রেখেছে; যা তাতে জায়গা হয় আর রহমতও সকল সৃষ্টিকুলকে ঘিরে আছে, তাদের জন্য তা প্রশস্ত হয়। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন, "আর আমার রহমত সবকিছুর জন্য প্রশস্ত"। [সূরা আল-আ'রাফ, আয়াত: ১৫৬] সুতরাং তিনি সবচেয়ে প্রশস্ত সৃষ্টির উপরে উঠেছেন সবচেয়ে প্রশস্ত গুণাবলি নিয়ে। এজন্যই তাঁর রহমত সবকিছুকে ঘিরে রয়েছে। সহীহ হাদীসে আবু হুরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "আল্লাহ তা'আলা যখন সৃষ্টির ফয়সালা করেন তখন তিনি একটি কিতাব লেখেন যা তাঁর নিকট 'আরশের উপর বিদ্যমান, তাতে লেখা রয়েছে, আমার রহমত আমার ক্রোধের ওপর প্রাধান্য পাবে"। অপর বর্ণনায় এসেছে, "সেটা তাঁর কাছে 'আরশের উপর"।

তাহলে চিন্তা করুন, এ কিতাবটিতে বিশেষ করে তাঁর রহমতের উল্লেখ রয়েছে আর সেটাকে তিনি তাঁর কাছে 'আরশের উপরই রেখেছেন, এবার তাহলে এটার সাথে আল্লাহর নিম্নোক্ত বাণী দু'টোর মিল খুঁজে দেখুন। "দয়াময় (আল্লাহ্) 'আরশের উপর উঠেছেন।" [সূরা ত্বা-হা, আয়াত: ০৫], "তারপর তিনি 'আরশের উপর উঠলেন। তিনিই 'রহমান', সুতরাং তাঁর সম্বন্ধে যে অবহিত তাকে জিজ্ঞেস করে দেখুন।" [সূরা আল-ফুরক্বান, আয়াত: ৫৯] দেখবেন, আল্লাহর মারেফত বা সত্যিকারের পরিচয় লাভের ক্ষেত্রে আপনার এক নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হবে, যদি না সেটা আপনার পক্ষ থেকে তা'ত্বীল (অর্থশূন্য) করার নীতি ও জাহমী হওয়ার নীতি দ্বারা বন্ধ হয়ে থাকে।"[৬৮৩]

৫- অন্যত্র তিনি আল্লাহর নাম 'আল-মালিক' হওয়ার দাবি হিসেবেও তিনি 'আরশের উপর উঠবেন, 'আরশের উপর থাকবেন সেটাকে সাব্যস্ত করার জন্য বলেছেন,

৬৮৩. মাদারিজুস সালেকীন (১/৫৭)।

وَاسْمُهُ « الْمَلِكَ » يَدُلُّ عَلَى مَا يَسْتَلْزِمُ حَقِيقَةَ مُلْكِهِ: مِنْ قُدْرَتِهِ، وَتَدْبِيرِهِ، وَعَطَائِهِ وَمَنْعِهِ، وَثَوَابِهِ وَعِقَابِهِ، وَبَثِّ رُسُلِهِ فِي أَقْطَارِ مَمْلَكَتِهِ، وَإِعْلَامِ عَبِيدِهِ بِمَرَاسِيمِهِ، وَعُهُودِهِ إِلَيْهِمْ، وَاسْتِوَائِهِ عَلَى سَرِيرِ مَمْلَكَتِهِ الَّذِي هُوَ عَرْشُهُ الْمَجِيدُ.

"আর আল্লাহর 'মালিক' বা বাদশাহ নামটি প্রমাণ করছে তাঁর প্রকৃত রাজত্বের দাবি অনুসারে তাঁর থাকবে ক্ষমতা, পরিচালনা, দান করা, নিষেধ করা, সাওয়াব দেয়া, শাস্তি দেয়া, তাঁর রাজত্বের চারদিকে তাঁর দূতদের প্রেরণ করা, তাঁর দাসদেরকে তাঁকে সম্মান প্রদর্শনের নিয়ম-কানুন জানিয়ে দেয়া, তাদের কাছ থেকে আনুগত্যের অঙ্গীকার নেয়া, তাঁর রাজকীয় খাটের উপর উঠা, যার অপর নাম হচ্ছে তাঁর মহান 'আরশ।"[৬৮৪]

৬- অন্যত্র তিনি এটা তুলে ধরেছেন যে, আল্লাহ তা'আলা তাঁর নিজেকে 'আরশের মালিক বলা দ্বারা এটা স্পষ্ট হয়ে যায় যে, এ 'আরশ একান্তভাবেই তাঁর। অন্য কেউ তাতে উঠবে এমনটি কখনও উপযোগী নয়। তিনি বলেন,

ووصفه بأنه ذو العرش الذي لا يقدر قدره سواه أن عرشه المختص به لا يليق بغيره أن يستوى عليه ووصفه بالمجد المتضمن لسعة العلم والقدرة والملك والغنى والجود والإحسان والكرم.

"আর মহান আল্লাহ তাঁর নিজেকে 'যুল 'আরশ' 'আরশ ওয়ালা গুণ দিয়ে গুণান্বিত করা, যার পরিমাণ তিনি ব্যতীত আর কেউ নির্ধারিতভাবে বলতে পারে না, এটা প্রমাণ করে যে, তাঁর সাথে বিশেষায়িত এ 'আরশ তিনি ব্যতীত আর কারও জন্য তার উপরে উঠা উপযোগী হবে না। অনুরূপ তিনি 'মাজদ' বা 'মহামর্যাদা'র গুণে গুণান্বিত করলেন, প্রশস্ত জ্ঞান, ক্ষমতা, রাজত্ব, অমুখাপেক্ষিতা, দান, বিশেষ দাক্ষিন্য, সম্মান প্রদান এসব তাঁর গুণ একান্তভাবে তাঁর হওয়ার কারণেই।"[৬৮৫]

৭- তাছাড়া তিনি তাঁর ই'লামুল মুওয়াক্কে'ঈন গ্রন্থে আল্লাহ তা'আলা তাঁর 'আরশের উপর রয়েছেন সেটাকে অনেকগুলো উদাহরণের মাধ্যমে প্রমাণ করেছেন। তিনি বিশেষভাবে উল্লেখ করেছেন যে, বিদ'আতপন্থীদের মূল কাজ দু'টি: এক. হাদীস দ্বারা কোনো কিছু তাদের মনঃপুত না হলে সেটাকে কুরআনের বিরোধী প্রমাণে উঠে পড়ে লাগা। দুই. কুরআনের কোনো কিছু মনঃপুত না হলে, সেটা যদিও সম্পূর্ণভাবে মুহকাম বা সুদৃঢ় অর্থের বিষয় হয়, তবুও সেটাকে মুতাশাবিহ বানানোর জন্য যাবতীয় প্রচেষ্টা নিবদ্ধ করা।[৬৮৬] এ দু'টি নীতিই আমরা যাবতীয় পথভ্রষ্ট দলগুলোর মাঝে কমন হিসেবে দেখতে পাই।

তারপর ইবনুল কাইয়্যেম রাহিমাহুল্লাহ আল্লাহ তা'আলা তাঁর 'আরশের উপর সেটা প্রমাণ করার জন্য ১৮ (আঠারো) প্রকার দলীল উপস্থাপন করেছেন।[৬৮৭]

৮- অনুরূপভাবে ইবনুল কাইয়্যেম তাঁর নূনিয়া কাব্যগ্রন্থে একটি নমূনা বিচার ব্যবস্থা করেছেন, যাতে 'আল্লাহর 'আরশের উপর উঠা' বলার পক্ষের আর যারা বিপক্ষে রয়েছে তাদের মধ্যে মুনাযারা ব্যবস্থা করে দেখিয়েছেন যে, 'আরশের উপর উঠেছে যারা বলেছে তারা ব্যতীত অন্যদের

৬৮৪. মাদারেজুস সালেকীন (৩/৩৭৪-৩৭৫)।

৬৮৫. আত-তিবইয়ান ফী আক্বসামিল কুরআন, পৃ. ৯৮।

৬৮৬. ই'লামুল মুওয়াক্কে'ঈন (২/২০৯)।

৬৮৭. ই'লামুল মুওয়াক্কে'ঈন (২/২০৯-২১৭)।

দেয়ার মতো দলীল নেই। তারপর তিনি বলেন, "কেউ আমাদেরকে মুজাসসিমা (দেহবাদী), মুশাব্বিহা (সাদৃশ্য স্থাপনকারী) বা হাশওয়িয়্যাহ (বেহুদা বক্তৃতাকারী) বললেই তাদের এসব মিথ্যা বদনামীর ভয়ে আমরা আমাদের রবের গুণে তাকে গুণান্বিত করা ছেড়ে দিব? কখনও না।"(৬৮৮)

এ হচ্ছে সামান্য কিছু উদাহরণ; যার মাধ্যমে আমরা ইমাম ইবনুল কাইয়্যেম রাহিমাহুল্লাহ কর্তৃক 'আল্লাহর 'আরশে উঠা' এ গুণটি সাব্যস্ত করার বিভিন্নমুখী প্রচেষ্টা এখানে তুলে ধরলাম। বস্তুত ইবনুল কাইয়্যেমের মত এ ব্যাপারে এতই প্রসিদ্ধ যে, তার জন্য দলীল পেশ করার খুব বেশি প্রয়োজন হয় না।

ইবন কাসীর (৭৭৪ হিজরী)

ইমাম ইবন কাসীর রাহিমাহুল্লাহ সালাফে সালেহীনের পথের পথিক ছিলেন। তিনি একাধারে মুফাসসির, মুহাদ্দিস, ঐতিহাসিকসহ বহু গুণের অধিকারী ছিলেন। তার বিভিন্ন গ্রন্থে তিনি আল্লাহর গুণাবলি সম্পর্কে আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের নীতিমালা বর্ণনা করেছেন এবং 'আরশের উপর উঠার বিষয়টিও তুলে ধরেছেন। নিম্নে আমরা আমাদের কথার সমর্থনে কয়েকটি ভাষ্য বর্ণনা করব।

- ইবন কাসীর রাহিমাহুল্লাহ আল্লাহর গুণাবলির ব্যাপারে কী নীতি অবলম্বন করতে হবে তা বর্ণনা করে বলেন,

وَأَمَّا قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ﴾ فَلِلنَّاسِ فِي هَذَا الْمَقَامِ مَقَالَاتٌ كَثِيرَةٌ جِدًّا، لَيْسَ هَذَا مَوْضِعَ بَسْطِهَا، وَإِنَّمَا يُسلك فِي هَذَا الْمَقَامِ مَذْهَبُ السَّلَفِ الصَّالِحِ: مَالِكٌ، وَالْأَوْزَاعِيُّ، والثوري، وَاللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، وَالشَّافِعِيُّ، وَأَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، وَإِسْحَاقُ بْنُ رَاهَوَيْهِ وَغَيْرُهُمْ، مِنْ أَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ قَدِيمًا وَحَدِيثًا، وَهُوَ إِمْرَارُهَا كَمَا جَاءَتْ مِنْ غَيْرِ تَكْيِيفٍ وَلَا تَشْبِيهٍ وَلَا تَعْطِيلٍ. وَالظَّاهِرُ الْمُتَبَادَرُ إِلَى أَذْهَانِ الْمُشَبِّهِينَ مَنْفِيٌّ عَنِ اللهِ، فَإِنَّ اللهَ لَا يُشْبِهُهُ شَيْءٌ مِنْ خَلْقِهِ، وَ ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ﴾ [الشُّورَى:١١] بَلِ الْأَمْرُ كَمَا قَالَ الْأَئِمَّةُ -مِنْهُمْ نُعَيْمُ بْنُ حَمَّادٍ الْخُزَاعِيُّ شَيْخُ الْبُخَارِيِّ -: «مَنْ شَبَّهَ اللهَ بِخَلْقِهِ فَقَدْ كَفَرَ، وَمَنْ جَحَدَ مَا وَصَفَ اللهُ بِهِ نَفْسَهُ فَقَدْ كَفَرَ». وَلَيْسَ فِيمَا وَصَفَ اللهُ بِهِ نَفْسَهُ وَلَا رَسُولَهُ تَشْبِيهٌ، فَمَنْ أَثْبَتَ لله تَعَالَى مَا وَرَدَتْ بِهِ الْآيَاتُ الصَّرِيحَةُ وَالْأَخْبَارُ الصَّحِيحَةُ، عَلَى الْوَجْهِ الَّذِي يَلِيقُ بِجَلَالِ اللهِ تَعَالَى، وَنَفَى عَنِ اللهِ تَعَالَى النَّقَائِصَ، فَقَدْ سَلَكَ سَبِيلَ الْهُدَى.

"আল্লাহর বাণী, 'তারপর তিনি 'আরশের উপর উঠলেন'। এ জায়গায় এসে লোকদের মাঝে বহু মতামত লক্ষ্য করা যায়। এ ব্যাপারে আমরা শুধুমাত্র সালাফে সালেহীন বা পূর্ববর্তী সহীহ আমলকারী বিজ্ঞজনদের মতামত অবলম্বন করছি। তাঁরা হচ্ছেন মালিক, আওযা'ঈ, সাওরী, লাইস ইবন সা'দ, শাফে'য়ী, আহমাদ, ইসহাক ইবন রাহওয়াইহ এবং ইসলামের নবীন ও প্রবীণ গ্রহণযোগ্য মুসলিম ইমামগণ। আর সে মতামত হচ্ছে এই যে, যা কিছু

৬৮৮. দেখুন: আলে ঈসা, শারহুল কাফিয়্যাতুশ শাফিয়্যাহ (১/১৬)।

আল্লাহ তা'আলা বলেছেন সেটাকে কোনো প্রকার ধরন অথবা সাদৃশ্য অথবা অর্থহীন করা ছাড়াই সাব্যস্ত করে নিতে হবে। আর যারা সাদৃশ্য নির্ধারণ করে তাদের মনে যে প্রকাশ্য অর্থের সঞ্চার হয় তা আল্লাহ থেকে নিষেধ করতে হবে। কেননা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন: "তাঁর মতো কোনো কিছু নেই, তিনি সর্বশ্রোতা ও সর্বদ্রষ্টা।" [সূরা আশ-শূরা, আয়াত: ১১] বরং বিষয়টি তেমনভাবে সাব্যস্ত করতে হবে, যেমনটি ইমামগণ বলেছেন। এদের মধ্যে নু'আঈম ইবন হাম্মাদ আল-খুযা'ঈ অন্যতম, যিনি হচ্ছেন ইমাম বুখারী রাহিমাহুল্লাহ'র উস্তাদ। তিনি বলেন: যে ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলাকে কোনো মাখলূকের সঙ্গে সাদৃশ্যযুক্ত করে সে কাফির হয়ে যাবে, আর যে ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলা নিজেকে যেসব গুণে ভূষিত করেছেন তা অস্বীকার করবে সে কাফির হয়ে যাবে।" বস্তুত আল্লাহ ও তাঁর রাসূল আল্লাহর জন্য যা সাব্যস্ত করেছেন তাতে কোনো সাদৃশ্য নেই। তাই যেসব গুণ স্পষ্টরূপে আল্লাহর কিতাবের আয়াতসমূহে ও বিশুদ্ধ হাদীসগুলোতে বর্ণিত হয়েছে, যদি কেউ আল্লাহর সম্মান ও মর্যাদার সাথে উপযোগী করে সাব্যস্ত করবে এবং তাঁর থেকে সর্বপ্রকার ত্রুটি অস্বীকার করবে, সে ব্যক্তিই সঠিক পথে চলতে সমর্থ হয়েছে।"(৬৮৯)

- তাছাড়া তিনি তাঁর তাফসীর গ্রন্থের অন্যত্র আল্লাহ তা'আলার মুষ্ঠির ভিতরে যমীন থাকার বিষয়টি তুলে ধরে বলেন,

وَقَدْ وَرَدَتْ أَحَادِيثُ كَثِيرَةٌ مُتَعَلِّقَةٌ بِهَذِهِ الْآيَةِ الْكَرِيمَةِ، وَالطَّرِيقُ فِيهَا وَفِي أَمْثَالِهَا مَذْهَبُ السَّلَفِ، وَهُوَ إِمْرَارُهَا كَمَا جَاءَتْ مِنْ غَيْرِ تَكْيِيفٍ وَلَا تَحْرِيفٍ.

"এ বিষয়ের সাথে সম্পৃক্ত অনেকগুলো হাদীস এসেছে, এ ব্যাপারে ও অনুরূপ বিষয়ে নীতি হলো, সালাফদের মতকে গ্রহণ করে নেয়া, আর তা হচ্ছে, যেভাবে এসেছে সেভাবে চালিয়ে নেয়া, কোনো প্রকার ধরন নির্ধারণ করা যাবে না, বিকৃতি সাধনও করা যাবে না।"(৬৯০)

ইবন আবিল ইয্য আল-হানাফী (৭৯২ হিজরী)

ইমাম ইবন আবিল ইযয আল-হানাফী রাহিমাহুল্লাহ আকীদাহ বিষয়ক ইমাম ত্বাহাওয়ীর ভাষ্যের ওপর যে ব্যাখ্যা রচনা করেছেন তা কালজয়ী ভাষ্যের মর্যাদা পেয়েছে। তাঁর এ গ্রন্থ থেকে পরবর্তী সকল হানাফী আলেমগণ উপকৃত হয়েছেন। বিশেষ করে মোল্লা আলী ক্বারী আল-হানাফী রাহিমাহুল্লাহ তাঁর 'শারহুল ফিকহিল আকবার' গ্রন্থে তা ইমাম ইবন আবিল ইযয থেকে পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা উদ্ধৃত করেছেন। ইমাম ইবন আবিল ইযয রাহিমাহুল্লাহ'র এ গ্রন্থটি এতই গ্রহণযোগ্য হয়েছে যে, পরবর্তীকালে বিভিন্ন আলেমগণের নিকট তা সংক্ষিপ্ত আকীদাহ'র গ্রন্থ হিসেবে বিবেচিত হয়ে আসছে। বিশ্বের বিভিন্ন দেশে তা পাঠ্যসূচিতে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। সে গ্রন্থ থেকে আমরা যৎ সামান্য কিছু এখানে বর্ণনা করব।

- ইমাম ইবন আবিল ইযয রাহিমাহুল্লাহ 'আরশ ও কুরসীর বাস্তবতা তুলে ধরে বলেন,

৬৮৯. তাফসীর ইবন কাসীর (৩/৪২৭)।

৬৯০. তাফসীর ইবন কাসীর (৭/১১৩)।

(وَالْعَرْشُ وَالْكُرْسِيُّ حَقٌّ). كَمَا بَيَّنَ تَعَالَى فِي كِتَابِهِ، قَالَ تَعَالَى: ﴿ذُو الْعَرْشِ الْمَجِيدُ﴾ ﴿فَعَّالٌ لِمَا يُرِيدُ﴾ (٢)، ﴿رَفِيعُ الدَّرَجَاتِ ذُو الْعَرْشِ﴾ (٣)، ﴿ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ﴾ (٤)، في غير ما آية من القرآن، الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى﴾ (٥)، ﴿لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ﴾ (٦)، ﴿اللهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ﴾ (٢٦)، ﴿الَّذِينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا﴾ (٨)، ﴿وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ﴾ (١٧)، ﴿وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِّينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ﴾ (١٠)، وَفِي دُعَاءِ الْكَرْبِ الْمَرْوِيِّ فِي الصَّحِيحِ: «لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ الْعَظِيمُ الْحَلِيمُ، لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَرَبُّ الْأَرْضِ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ»

"আর 'আরশ ও কুরসী সত্য। যেমনটি আল্লাহ তা'আলা তাঁর কিতাবে বর্ণনা করেছেন "'আরশের অধিকারী ও সম্মানিত।" [সূরা আল-বুরূজ, আয়াত: ১৫] "তারপর তিনি 'আরশের উপর উঠেছেন।" [সূরা আস-সাজদাহ, আয়াত: ০৪] "দয়াময় (আল্লাহ) 'আরশের উপর উঠেছেন।" [সূরা ত্বা-হা, আয়াত: ০৫] "তিনি ছাড়া কোন হক্ব ইলাহ্ নেই; তিনি সম্মানিত 'আরশের রব।" [সূরা আল-মুমিনূন, আয়াত: ১১৬] "আল্লাহ্, তিনি ছাড়া সত্য কোনো ইলাহ্ নেই, তিনি মহা 'আরশের রব।" [সূরা আন-নামল, আয়াত: ২৬] "যারা 'আরশ ধারণ করে আছে এবং যারা এর চারপাশে আছে, তারা তাদের রবের পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে প্রশংসার সাথে এবং তাঁর ওপর ঈমান রাখে, আর মুমিনদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে।" [সূরা গাফির, আয়াত: ০৭] "আর সেদিন আটজন ফিরিশতা আপনার রবের 'আরশকে ধারণ করবে তাদের উপরে।" [সূরা আল-হাক্কাহ, আয়াত: ১৭] "আর আপনি ফিরিশতাদেরকে দেখতে পাবেন যে, তারা 'আরশের চারপাশে ঘিরে তাদের রবের সপ্রশংস পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করছে।" [সূরা আয-যুমার, আয়াত: ৭৫] অনুরূপ বিপদগ্রস্তের দো'আয় সহীহ বুখারীতে এসেছে, "আল্লাহ ব্যতীত কোনো সত্য উপাস্য নেই, তিনি অতি মহান ও সহনশীল। আল্লাহ ব্যতীত কোনো সত্য মা'বুদ নেই, তিনি বিশাল 'আরশের মালিক, আল্লাহ ব্যতীত কোনো সত্য ইলাহ নেই, তিনি আসমানের রব, যমীনের রব ও সম্মানিত 'আরশের রব।"[৬৯১]

তারপর তিনি হাদীসে আও'য়াল নামক 'আব্বাস ইবন আবদুল মুত্তালিব রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহুর বিখ্যাত হাদীস নিয়ে আসেন, যাতে 'আরশকে সাত আসমানের উপরে সাব্যস্ত করা হয়েছে, আল্লাহকে তাঁর উপর সাব্যস্ত করা হয়েছে।

তারপর তিনি বেদুঈনের সে হাদীস নিয়ে এসেছেন, যাতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বলেছেন যে, 'আরশ আসমানসমূহের উপর গম্বুজের ন্যায়।

তারপর তিনি বুখারীর সে হাদীস নিয়ে আসেন, যাতে জান্নাতের উপর আল্লাহর 'আরশের কথা বর্ণনা করা হয়েছে।

তারপর তিনি কিয়ামতের দিন মূসা 'আলাইহিস সালাম কর্তৃক 'আরশের খুঁটি ধরে রাখার হাদীসটি নিয়ে আসেন।

৬৯১. সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৬৩৪৬।

তারপর তিনি 'আরশ বলে যে খাট বুঝানো হয় সেটা সাব্যস্ত করেছেন এবং সেটা যে কুরসী নয়, কুরসী যে আল্লাহর পা রাখার স্থান তা সাব্যস্ত করেন।[৬৯২]

- ইমাম ইবন আবিল ইযয রাহিমাহুল্লাহ 'আরশ সাব্যস্তের পর 'আরশ সবকিছুর উপর সেটাও দলীল-প্রমাণ দিয়ে সাব্যস্ত করেন, তারপর তিনি আল্লাহ তা'আলা তাঁর 'আরশের উপর উঠেছেন সেটা সাব্যস্ত করার জন্য অনেক ধরনের দলীল পেশ করেন, তার সংক্ষিপ্ত বিবরণ হচ্ছে,

১) কুরআনুল কারীমে ফিরিশতাগণ কর্তৃক আল্লাহকে ভয় করার ব্যাপারটি উল্লেখের সময় বলা হয়েছে,

﴿ يَخَافُونَ رَبَّهُم مِّن فَوْقِهِمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ۩ ۞ ﴾ [النحل: ٥٠]

"তারা ভয় করে তাদের উপরস্থ তাদের রবকে এবং তাদেরকে যা আদেশ করা হয় তারা তা করে।" [সূরা আন-নাহল, আয়াত: ৫০] এখানে তাদের উপর থেকে তাদের রবকে ভয় করে বলা হয়েছে। আর এখানে (من) অব্যয়টি ব্যবহার করা হয়েছে, যাতে 'উপরে নয়' বলার যুক্তি কেউ দেখাতে পারবে না।

২) কুরআনুল কারীমে সরাসরি আল্লাহ তা'আলাকে তাঁর বান্দাদের উপর বলা হয়েছে। যেমন,

﴿وَهُوَ ٱلْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِۦ﴾ [الانعام: ١٨، ٦١]

"আর তিনিই আপন বান্দাদের ওপর পূর্ণ নিয়ন্ত্রণকারী।" [সূরা আল-আন'আম, আয়াত: ১৮, ৬১]

৩) কুরআনুল কারীমে তাঁর দিকে বিভিন্ন জিনিস ও প্রাণী উত্থিত হয় বলা হয়েছে। আর উত্থিত হওয়ার অর্থই যার দিকে উত্থিত হয় তিনি উপরে। যেমন- আল্লাহ বলেন,

﴿ تَعْرُجُ ٱلْمَلَٰٓئِكَةُ وَٱلرُّوحُ إِلَيْهِ﴾ [المعارج: ٤]

"ফিরিশতা এবং রূহ আল্লাহর দিকে ঊর্ধ্বগামী হয়।" [সূরা আল-মা'আরিজ, আয়াত: ০৪]

৪) কুরআনে আল্লাহ তাঁর দিকে বিভিন্ন জিনিস আরোহন করার কথা বলেছেন। যেমন,

﴿إِلَيْهِ يَصْعَدُ ٱلْكَلِمُ ٱلطَّيِّبُ﴾ [فاطر: ١٠]

"তাঁরই দিকে পবিত্র বাণীসমূহ হয় সমুত্থিত।" [সূরা ফাতির, আয়াত: ১০]

৫) কুরআনে আল্লাহ তা'আলা তাঁর দিকে কোনো কিছু উঠানোর কথা বলেছেন, যেমন,

﴿بَل رَّفَعَهُ ٱللَّهُ إِلَيْهِ ﴾ [النساء : ١٥٨]

"বরং আল্লাহ্ তাকে তাঁর নিকট তুলে নিয়েছেন।" [সূরা আন-নিসা, আয়াত: ১৫৮]

৬) কুরআনে আল্লাহ তা'আলার জন্য 'আলী' বা উপরে থাকার গুণ ব্যবহার করা হয়েছে। যেমন,

﴿وَهُوَ ٱلْعَلِيُّ ٱلْعَظِيمُ﴾ [البقرة: ٢٥٥]

---

৬৯২. শারহুত ত্বাহাওয়িয়্যাহ: ২৫৪-২৬২

"আর তিনি সুউচ্চ সুমহান।" [সূরা আল-বাক্বারাহ, আয়াত: ২৫৫]

৭) কুরআনুল কারীমে আল্লাহর কাছ থেকে কিছু অবতরণ করার কথা বলা হয়েছে,

﴿تَنزِيلُ ٱلْكِتَٰبِ لَا رَيْبَ فِيهِ مِن رَّبِّ ٱلْعَٰلَمِينَ ۝٢﴾ [السجدة: ٢]

"এ কিতাব সৃষ্টিকুলের রবের পক্ষ থেকে নাযিল হওয়া, এতে কোনো সন্দেহ নেই।" [সূরা আস-সাজদাহ, আয়াত: ০২]

৮) কুরআনুল কারীমে ও হাদীসে বিশেষ বিশেষ সৃষ্টি আল্লাহর কাছে থাকার কথা বলা হয়েছে,

﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ عِندَ رَبِّكَ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِۦ وَيُسَبِّحُونَهُۥ وَلَهُۥ يَسْجُدُونَ ۩ ۝٢٠٦ ﴾ [الأعراف: ٢٠٦]

"নিশ্চয় যারা আপনার রবের সান্নিধ্যে রয়েছে তারা তাঁর ইবাদাতের ব্যাপারে অহংকার করে না। আর তারা তাঁরই তাসবীহ পাঠ করে এবং তাঁরই জন্য সাজদাহ করে।" [সূরা আস-সাজদাহ, আয়াত: ২০৬]

৯) কুরআনে আল্লাহ তা'আলা নিজেকে আসমানের উপর ঘোষণা করেছেন। যেমন,

﴿ءَأَمِنتُم مَّن فِى ٱلسَّمَآءِ أَن يَخْسِفَ بِكُمُ ٱلْأَرْضَ فَإِذَا هِىَ تَمُورُ ۝١٦ ﴾ [الملك: ١٦]

"তোমরা কি এ থেকে নির্ভয় হয়েছ যে, যিনি আসমানে রয়েছেন তিনি তোমাদেরকে সহ যমীনকে ধ্বসিয়ে দেবেন, অতঃপর তা হঠাৎ করেই থর থর করে কাঁপতে থাকবে?" [সূরা আল-মুলক, আয়াত: ১৬]

১০) কুরআনে কারীমে আল্লাহ তা'আলা নিজেকে 'আরশের উপর উঠেছেন বলে ঘোষণা করেছেন।

﴿ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْشِ﴾ [الأعراف: ٥٤]

"এরপর তিনি 'আরশে উঠেছেন।" [সূরা আল-আ'রাফ, আয়াত: ৫৪]

১১) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহীহ হাদীসে আল্লাহ তা'আলা প্রথম আসমানে প্রতি রাতে নেমে আসার কথা বর্ণিত হয়েছে। আর নেমে আসা উপর থেকেই হয়।

১২) আল্লাহর দিকে হাত তোলে দো'আ করার কথা হাদীসে বর্ণিত হয়েছে।

১৩) হাদীসে এসেছে, উপরের দিকে ইঙ্গিত করে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবায়ে কেরাম থেকে সাক্ষ্য নিয়েছেন।

১৪) হাদীসে এসেছে, 'আল্লাহ কোথায়' এমন প্রশ্ন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক দাসীকে করেছিলেন।

১৫) হাদীসে এসেছে, 'আল্লাহ কোথায়' প্রশ্নের জবাবে সে দাসী 'আসমানে' বলেছিল।

১৬) ফির'আউন আসমানে চড়ার চেষ্টা করেছিল আল্লাহকে দেখার জন্য। যেমনটি কুরআনে এসেছে।

১৭) মি'রাজের রাত্রে বারবার মূসা ও আল্লাহর কাছে উপরের দিকে গমন করার বিষয়টি বহু সহীহ হাদীসে এসেছে।

১৮) হাদীসে এসেছে, জান্নাতীরা আল্লাহর দিকে জান্নাত থেকে উপরের দিকে তাকাবেন।

১৯) তাছাড়া বিবেকের যুক্তি বলে, উপরে থাকা সবচেয়ে সম্মানের বিষয়, তাই আল্লাহর জন্য তা সাব্যস্ত হবে।

২০) স্বভাবজাত প্রকৃতি বা ফিত্বরী প্রমাণ হচ্ছে, সৃষ্টি মাত্রই তার বিপদাপদে উপরের দিকে প্রত্যাবর্তন করে। তবে যার প্রকৃতি নষ্ট হয়ে গেছে তার কথা ভিন্ন।[৬৯৩]

- ইমাম ইবন আবিল ইয্য রাহিমাহুল্লাহ সূরা আল-আ'রাফের আয়াতের তাফসীরে 'ইস্তাওয়া'র ধরন সম্পর্কে বলেন,

قوله تعالى: ﴿ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْشِ﴾ كيف استوى؟ فقال: الاستواء معلوم والكيف مجهول. ويُروى هذا الجوابَ عن أم سلمة رضي الله عنها موقوفاً ومرفوعاً إلى النبي صلى الله عليه وسلم.

"আল্লাহর বাণী, 'তারপর তিনি 'আরশের উপর উঠলেন' কীভাবে তিনি উঠলেন? তখন ইমাম মালিক রাহিমাহুল্লাহ বললেন, 'ইস্তেওয়া' এর অর্থ জানা, এর ধরন অজানা।' এ একই উত্তর উম্মে সালামাহ রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহা থেকে বর্ণিত হয়েছে, মাওকুফ সূত্রে ও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে মারফূ' সূত্রে।"[৬৯৪]

- ইমাম ইবন আবিল ইয্য আল-হানাফী রাহিমাহুল্লাহ আল্লাহর নাম ও গুণের ক্ষেত্রে আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের নীতির বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন,

لَمَّا ذَكَرَ فِيمَا تَقَدَّمَ أَنَّ الْقُرْآنَ كَلَامُ اللهِ حَقِيقَةً، مِنْهُ بَدَا، نَبَّهَ بَعْدَ ذَلِكَ عَلَى أَنَّهُ تَعَالَى بِصِفَاتِهِ لَيْسَ كَالْبَشَرِ، نَفْيًا لِلتَّشْبِيهِ عَقِيبَ الْإِثْبَاتِ، يَعْنِي أَنَّ اللهَ تَعَالَى وَإِنْ وُصِفَ بِأَنَّهُ مُتَكَلِّمٌ، لَكِنْ لَا يُوصَفُ بِمَعْنًى مِنْ مَعَانِي الْبَشَرِ الَّتِي يَكُونُ الْإِنْسَانُ بِهَا مُتَكَلِّمًا، فَإِنَّ اللهَ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ. وَمَا أَحْسَنَ الْمَثَلَ الْمَضْرُوبَ لِلْمُثْبِتِ لِلصِّفَاتِ مِنْ غَيْرِ تَشْبِيهٍ وَلَا تَعْطِيلٍ، بِاللَّبَنِ الْخَالِصِ السَّائِغِ لِلشَّارِبِينَ، يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ فَرْثِ التَّعْطِيلِ وَدَمِ التَّشْبِيهِ.

"যখন ইমাম ত্বাহাওয়ী রাহিমাহুল্লাহ উল্লেখ করলেন যে, কুরআন বাস্তবেই আল্লাহর বাণী, তখন তিনি সাবধান করতে চাইলেন যে, মহান আল্লাহ তাঁর গুণসমূহে মানুষের মতো নয়। সাব্যস্ত করার পরে সাদৃশ্য স্থাপন করাকে অস্বীকার করার জন্য। অর্থাৎ নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা, যদিও তাকে কথা বলার গুণে গুণান্বিত করছি, কিন্তু তাঁর সে কথাকে মানুষের সাথে অর্থপূর্ণ করে সাব্যস্ত করা যাবে না, যেভাবে মানুষ কথা বলার গুণ অর্জন করে সেভাবে নয়। কারণ আল্লাহ তা'আলা তাঁর মতো কোনো কিছু নেই, তিনি সর্বশ্রোতা সর্বদ্রষ্টা। যারা কোনো প্রকার সাদৃশ্য স্থাপন ও অস্বীকৃতি করণের মাঝে অবস্থান করে আল্লাহর গুণাবলি সাব্যস্ত করে তাদের ব্যাপারে কত সুন্দর উদাহরণ দিয়ে বলা হয় যে, সে যেন অস্বীকৃতির বিষ্টা ও সাদৃশ্যের রক্তের মাঝখান থেকে বের হয়ে আসা এমন খাঁটি দুধ সংগ্রহ করলো যা পানকারীর জন্য উপাদেয়।"[৬৯৫]

---

৬৯৩. দেখুন: শারহুত ত্বাহাওয়িয়্যাহ: ২৬৩-২৭৩ থেকে সংক্ষেপিত।

৬৯৪. শারহুল আকীদাতুত ত্বাহাওয়িয়্যাহ, ৩৭২-৩৭৩।

৬৯৫. শারহুত ত্বাহাওয়িয়্যাহ, পৃ. ১৫২।

ইবন রাজাব (৭৯৫ হিজরী)

- ইমাম ইবন রাজাব রাহিমাহুল্লাহ আল্লাহ তা'আলাকে 'আরশের উপর বিশ্বাস করতেন। বান্দার আমল 'আরশের দিকে উত্থিত হয় বলে তিনি ঘোষণা করেছেন। তিনি বলেন,

«فالكلمة الطيبة هي كلمة التوحيد وهي أساس الإسلام، وهي جارة على لسان المؤمن وثبوت أصلها هو ثبوت التصديق بها في قلب المؤمن، وارتفاع فرعها في السماء هو علو هذه الكلمة وبسوقها وأنها تخرق الحجب ولا تتناهى دون العرش».

"সুতরাং কালেমা তাইয়্যেবাহ বা উত্তম কালেমা হচ্ছে তাওহীদের কালেমা, আর তা হচ্ছে ইসলামের মূলভিত্তি। আর এটি মুমিনের জিহ্বায় সর্বদা জারী থাকে, তার মূলটি সাব্যস্ত হওয়ার অর্থ হচ্ছে, ঈমানদারের ক্বলবে সেটার সত্যায়ন প্রোথিত থাকা, তার শাখা আসমানের দিকে উপরে থাকার অর্থ, এ বাণীটির উঁচু মর্যাদাসম্পন্ন হওয়া, এ কালেমাটির কাণ্ড অত্যন্ত শক্তিশালী হওয়া, আর সেটি যাবতীয় পর্দা ভেদ করে চলে যায়, 'আরশে না যাওয়া পর্যন্ত তা ক্ষ্যান্ত হয় না।"[৬৯৬]

- হাফেয ইবন রাজাব রাহিমাহুল্লাহ অন্যত্র তাদের প্রতিবাদ করেছেন, যারা কুরআন ও হাদীসে আসা আল্লাহ কর্তৃক বান্দার নিকটে থাকা আর আল্লাহ কর্তৃক বান্দার সাথে থাকার ভুল অর্থ করে আল্লাহকে সব জায়গায় বলেন, তিনি তাদের সম্পর্কে বলেন,

«ولم يكن أصحاب النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يفهمون من هذه النصوص غير المعنى الصحيح المراد بها، يستفيدون بذلك معرفة عظمة الله وجلاله، وإطلاعه على عباده وإحاطته بهم، وقربه من عابديه، وإجابته لدعائهم، فيزدادون به خشية لله وتعظيما وإجلالا ومهابة ومراقبة واستحياء، ويعبدونه كأنهم يرونه.

ثم حدث بعدهم من قل ورعه، وساء فهمه وقصده، وضعفت عظمة الله وهيبته في صدره، وأراد أن يري الناس امتيازه عليهم بدقة الفهم وقوة النظر، فزعم أن هذه النصوص تدل على أن الله بذاته في كل مكان، كما يحكى ذلك عن طوائف من الجهمية والمعتزلة ومن وافقهم، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، وهذا شيء ما خطر لمن كان قبلهم من الصحابة - رضي الله عنهم -، وهؤلاء ممن يتبع ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وقد حذر النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أمته منهم في حديث عائشة الصحيح المتفق عليه.

وتعلقوا - أيضا - بما فهموه بفهمهم القاصر مع قصدهم الفاسد بآيات في كتاب الله، مثل قوله تعالى: ﴿وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنتُمْ﴾ [الحديد:٤] وقوله: ﴿مَا يَكُونُ مِنْ نَجْوَى ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ﴾ [المجادلة: ٧] ، فقال من قال من علماء السلف حينئذ: إنما أراد أنه معهم بعلمه، وقصدوا بذلك إبطال ما قاله أولئك، مما لم يكن أحد قبلهم قاله ولا فهمه من القرآن.

৬৯৬. ইবন রাজাব, ফাতহুল বারী (১/২৭)।

وممن قال: أن هذه المعية بالعلم مقاتل بن حيان، وروي عنه أنه رواه عن عكرمة، عن ابن عباس. وقاله الضحاك، قال: الله فوق عرشه، وعلمه بكل مكان. وروي نحوه عن مالك وعبد العزيز الماجشون والثوري وأحمد وإسحاق وغيرهم من أئمة السلف. وروى الإمام أحمد: ثنا عبد الله بن نافع، قال: قال مالك: الله في السماء، وعلمه بكل مكان. وروي هذا المعنى عن علي وابن مسعود - أيضا. وقال الحسن في قوله تعالى: ﴿إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِالنَّاسِ﴾ [الإسراء: ٦٠]، قال: علمه بالناس. وحكى ابن عبد البر وغيره إجماع العلماء من الصحابة والتابعين في تأويل قوله: ﴿وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنتُمْ﴾ [الحديد: ٤] أن المراد علمه. وكل هذا قصدوا به رد قول من قال: أنه تعالى بذاته في كل مكان».

"নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবীগণ এসব ভাষ্য থেকে কখনও যা বিশুদ্ধভাবে উদ্দেশ্য নেয়া হয়েছে তা ভিন্ন অপর কোনো অর্থ বুঝতেন না। তাঁরা এসব ভাষ্য থেকে আল্লাহর মহত্ব, সম্মান, মর্যাদা বুঝতেন, আরও বুঝতেন যে, আল্লাহ তা'আলা তাঁর বান্দাদের দিকে তাকান, তাদেরকে পরিবেষ্টন করে রাখেন, তাঁর ইবাদাতকারীদের নিকটে এবং তাকে আহ্বানকারীদের ডাকে সাড়া প্রদান করেন; ফলে তাদের মাঝে আল্লাহর ভয়, সম্মান, মর্যাদা, ভীতি, দৃষ্টি, লজ্জা বৃদ্ধি পেত, আর তারা তাঁর ইবাদাত করতেন এমনভাবে যেন তারা তাঁকে দেখছেন।

তারপর তাদের পরে এমন লোকদের আবির্ভাব ঘটলো, যাদের পরহেযগারী কমে গেল, তাদের বুঝ ও উদ্দেশ্যে ত্রুটি এসে গেল, তাদের কাছে আল্লাহর মহত্ব, তাদের সীনায় আল্লাহর ভীতি দুর্বল হয়ে গেল, আর সে ইচ্ছা করল মানুষের মাঝে তার বিশেষ সূক্ষ্ম বুঝ ও প্রখর দৃষ্টির বিশেষত্ব প্রকাশ হোক, তাই সে মনে করল যে, কুরআন ও হাদীসের এসব ভাষ্য প্রমাণ করছে যে, আল্লাহ সত্তাগতভাবে সব জায়গায়, যেমনটি জাহমিয়্যাহ, মু'তাযিলা সম্প্রদায় ও তাদের সাথে যারা একমত হয়েছে এমন বেশ কিছু লোকদের থেকে বর্ণনা করা হয়। আল্লাহ তা'আলা তারা যা বলে তা থেকে বহু উর্ধ্বে। বস্তুত এ জাতীয় কোনো কিছু তাদের আগে যারা চলে গেছে সাহাবায়ে কেরামের অন্তরে কখনও উদিত হয়নি। এরাই হচ্ছে সেসব লোক যারা কুরআনের অস্পষ্ট আয়াতের অনুসরণ করে চলে, ফিতনার উদ্দেশ্যে এবং সেটার অপব্যাখ্যা দাঁড় করানোর উদ্দেশ্যে। অথচ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার উম্মতকে 'আয়েশা রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহা বর্ণিত বুখারী ও মুসলিমের ঐকমত্যে বর্ণিত হাদীসে তাদের থেকে সাবধান করেছেন।

আর তারা তাদের অসম্পূর্ণ বুঝ দিয়ে খারাপ উদ্দেশ্য নিয়ে আল্লাহ তা'আলার বেশ কিছু আয়াত থেকে যা কিছু বুঝেছে তার সাথে সম্পৃক্ত হলো। যেমন আল্লাহর বাণী, "আর তোমরা যেখানেই থাক না কেন তিনি তোমাদের সাথে আছেন।" [সূরা আল-হাদীদ, আয়াত: ০৪], অপর বাণী, "তিন ব্যক্তির মধ্যে এমন কোনো গোপন পরামর্শ হয় না যাতে চতুর্থজন হিসেবে তিনি থাকেন না।" [সূরা আল-মুজাদালাহ, আয়াত: ০৭] তখন তৎকালীন সালাফে সালেহীনের আলেমগণ তাদেরকে বলেছিলেন, আল্লাহ তা'আলা তো এখানে উদ্দেশ্য নিয়েছেন যে, তিনি জ্ঞানে তাদের সাথে রয়েছেন। তারা এটা বলেছেন এ লোকগুলোর বক্তব্যকে খণ্ডন করার জন্য, যা ইতোপূর্বে কেউ কোনোদিন বলেনি, কুরআন থেকেও তা

বুঝেনি।

যারা আল্লাহর সাথে থাকার অর্থ করেছেন জ্ঞানের মাধ্যমে সাথে থাকা, তাদের মধ্যে অন্যতম হচ্ছেন, মুক্বাতিল ইবন হাইয়্যান। আরও বর্ণিত আছে যে, তিনি তা বর্ণনা করেছেন ইকরিমাহ থেকে, ইকরিমাহ তা ইবন 'আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহুমা থেকে বর্ণনা করেছেন। অনুরূপ সাথে থাকার অর্থ যারা জ্ঞানের মাধ্যমে সাথে থাকার অর্থ করেছেন তাদের অন্যতম হচ্ছেন, দ্বাহহাক। তিনি বলেন, "আল্লাহ তাঁর 'আরশের উপর, আর তাঁর জ্ঞান সব জায়গায়। তাছাড়া অনুরূপ বর্ণনা মালিক, আবদুল আযীয ইবনুল মাজেশূন, আস-সাওরী, আহমাদ, ইসহাক্ব প্রমুখ সালাফে সালেহীন ইমামদের থেকেও এসেছে। আর ইমাম আহমাদ বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আমাকে হাদীস শুনিয়েছেন আবদুল্লাহ ইবন নাফে', তিনি বলেন, আমাকে মালিক বলেন, আল্লাহ আসমানের উপরে আর তাঁর জ্ঞান সর্বত্র। তাছাড়া অনুরূপ অর্থে বর্ণনা এসেছে আলী ও ইবন মাসঊদ রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহুমা থেকেও। আর হাসান (বসরী) আল্লাহর বাণী "নিশ্চয় আপনার রব মানুষদেরকে পরিবেষ্টন করে আছেন।" [সূরা আল-ইসরা, আয়াত: ৬০] এর ব্যাখ্যায় বলেন, এর উদ্দেশ্য মানুষের ব্যাপারে তাঁর জ্ঞান। আর ইমাম ইবন আবদুল বার ও অন্যান্যগণ সাহাবায়ে কেরাম ও তাবে'য়ীন আলেমগণের ইজমা' উল্লেখ করেছেন যে, আল্লাহর বাণী "তিনি তোমাদের সাথেই আছেন যেখানেই তোমরা থাক না কেন।" [সূরা আল-হাদীদ, আয়াত: ০৪] এর দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে, আল্লাহর জ্ঞান। আর তাদের এসব বর্ণনা দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে তাদের কথা খণ্ডন করা যারা বলে মহান আল্লাহ সত্তাগতভাবে সব জায়গায় রয়েছেন।"[৬৯৭]

- অপর জায়গায় তিনি আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আহ ও অন্যান্যদের মধ্যে দলীল গ্রহণ পদ্ধতি নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে বলেন,

فأهل العلم والإيمان يمتثلون في هذه الشبهات ما أمروا به من الاستعاذة بالله، والانتهاء عما ألقاه الشيطان، وقد جعل النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ذلك من علامات الأيمان، وغيرهم فيصغون إلى تلك الشبهات، ويعبرون عنها بألفاظ مشتبهات، لا حرمة لها في نفسها، وليس لها معنىً يصح، فيجعلون تلك الألفاظ محكمة لا تقبل التأويل، فيردون كلام الله ورسوله إليها، ويعرضونه عليها، ويحرفونه عن مواضعه لأجلها.

هذه طريقة طوائف أهل البدع المحضة من الجهمية والخوارج والروافض والمعتزلة ومن أشبههم، وقد وقع في شيء من ذلك كثير من المتأخرين المنتسبين إلى السنة من أهل الحديث والفقه والتصوف من أصحابنا وغيرهم في بعض الأشياء دون بعض.

وأما السلف وأئمة أهل الحديث، فعلى الطريقة الأولى، وهي الأيمان بجميع ما أثبته الله لنفسه في كتابه، أو صح عن رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أنه أثبته له، مع نفي التمثيل والكيفية عنه، كما قاله ربيعة ومالك وغيرهما من أئمة الهدى في الاستواء، وروي عن أم سلمة أم المؤمنين، وقال مثل ذلك غيرهم من العلماء في

৬৯৭. ইবন রাজাব, ফাতহুল বারী (৩/১১৩-১১৫)।

النزول، وكذلك القول في سائر الصفات، والله سبحانه وتعالى الموفق.

"আর ইলম ও ঈমানের অধিকারীগণ এসব সন্দেহের সময় তাদেরকে যে নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে তার পূর্ণ অনুসরণ করেন, তাদেরকে সন্দেহ উদ্রেক হওয়ার সময় আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাইতে বলা হয়েছে, শয়তান যা ঢেলে দিয়েছে তা থেকে বেরিয়ে এসে তা ছেড়ে দিতে বলেছে। আর নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম এভাবে দূর করতে পারাকে ঈমানের আলামত হিসেবে ঘোষণা দিয়েছেন। কিন্তু যারা ইলম ও ঈমানের অধিকারী নয় তারা এসব সন্দেহের প্রতি কান লাগিয়ে রাখে, সেগুলোকে অস্পষ্ট বিভিন্ন সন্দেহজনক শব্দ দিয়ে প্রকাশ করতে থাকে, যেসব শব্দের বাস্তবিক কোনো মর্যাদা নেই, আর সেগুলোর কোনো বিশুদ্ধ অর্থও হয় না। তারপরও তারা এসব শব্দকে এমন অকাট্য হিসেবে গ্রহণ করে যেন এগুলোর তাদের বর্ণিত অর্থ ব্যতীত ভিন্ন কোনো ব্যাখ্যা হয় না। তারপর তারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বাণীকে এসব (সন্দেহপূর্ণ) শব্দের দিকে প্রত্যাবর্তন করায়; (আল্লাহ ও তার রাসূলের বাণীকে গ্রহণযোগ্যতা হওয়া না হওয়া নির্ধারণের জন্য) সেগুলোর উপর পেশ করে, সেসব (সন্দেহপূর্ণ) শব্দের সাথে খাপ-খাওয়ানোর জন্য আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বাণীর বিকৃতি ঘটায়।

বস্তুত এটি হচ্ছে যাবতীয় বিদ'আতী গোষ্ঠীর পদ্ধতি। যেমন, জাহমিয়্যাহ, খারেজী, রাফেদ্বী, মু'তাযিলা এবং অনুরূপ ফেরকাসমূহের নীতি। এদের এসবের কিছু খারাপ নীতির মধ্যে সুন্নাহ'র দিকে সম্পর্কিত আহলুল হাদীস, আহলুল ফিকহ ও আহলুত তাসাউফের পরবর্তী কেউ কেউ পতিত হয়ে গেছে; যারা আমাদেরই সাথের লোক; তবে তারা সবকিছুতে তাদের নীতি গ্রহণ করেনি, কিছু কিছুতে তা করেছে, অপর কিছু কিছুতে তারা বিশুদ্ধ পদ্ধতির ওপর রয়েছে।

কিন্তু সালাফে সালেহীন ও হাদীস অনুসারীদের ইমামগণ তারা প্রথম নীতির ওপরই রয়েছেন। আর তা হচ্ছে, আল্লাহ তা'আলা তাঁর কিতাবে যা তাঁর নিজের জন্য সাব্যস্ত করেছেন অথবা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে যা বিশুদ্ধভাবে বর্ণিত হয়ে এসেছে যে, তিনি আল্লাহর জন্য তা সাব্যস্ত করেছেন। সাথে সাথে তারা এসব সাব্যস্ত করাকে কোনো সৃষ্টির মতো করে বা ধরন নির্ধারণ করাকে অস্বীকার করেন। যেমনটি রবী'আহ, মালিক ও অন্যান্য হিদায়াতের ইমামগণ ইস্তেওয়া তথা 'আল্লাহর 'আরশের উপর উঠা'র ব্যাপারে বলেছেন। আর যা উম্মুল মুমিনীন উম্মে সালামাহ রাদিয়াল্লাহু 'আনহা থেকেও বর্ণিত হয়েছে। আর তারা ব্যতীত অন্যান্য আলেমগণ অনুরূপ কথা বলেছেন 'আল্লাহর নিকটতম আসমানে নাযিল হওয়া'র বিষয়ে। অনুরূপ কথাই বলা হবে যাবতীয় গুণের ব্যাপারে। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলাই হচ্ছেন তাওফীকদাতা।"(৬৯৮)

- অন্যত্র তিনি আল্লাহ তা'আলার 'আরশের উপর থাকা ও সাথে, নিকটে থাকার মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করতে গিয়ে বলেন,

وزعم بعض من تحذلق أن ما قاله هؤلاء الأئمة خطأ؛ لأن علم الله صفة لا تفارق ذاته، وهذا سوء ظن منه بأئمة الإسلام؛ فإنهم لم يريدوا ما ظنه بهم، وإنما أرادوا أن علم الله متعلق بما في الأمكنة كلها ففيها معلوماته، لا

৬৯৮. ইবন রাজাব, ফাতহুল বারী (৭/২৪০)।

صفة ذاته، كما وقعت الإشارة في القرآن إلى ذلك بقوله تعالى: ﴿وَسِعَ كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا﴾ [طه:٩٨] وقوله: ﴿رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَحْمَةً وَعِلْمًا﴾ [غافر:٧] وقوله: ﴿ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ﴾ [الحديد:٤].

وقال حرب: سألت إسحاق عن قوله: ﴿مَا يَكُونُ مِنْ نَجْوَى ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ﴾ [المجادلة:٧]؟ قال: حيث ما كنت هو أقرب إليك من حبل الوريد، وهو بائن من خلقه... فالمعية العامة تقتضي التحذير من علمه وإطلاعه وقدرته وبطشه وانتقامه. والمعية الخاصة تقتضي حسن الظن بإجابته ورضاه وحفظه وصيانته، فكذلك القرب.

وليس هذا القرب كقرب الخلق المعهود منهم، كما ظنه من ظنه من أهل الضلال، وإنما هو قرب ليس يشبه قرب المخلوقين، كما أن الموصوف به ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ﴾ [الشورى:١١].

وهكذا القول في أحاديث النزول إلى سماء الدنيا فإنه من نوع قرب الرب من داعيه وسائليه ومستغفريه.

وقد سئل عنه حماد بن زيد فقال: هو في مكانه يقرب من خلقه كما يشاء... وقال حنبل: سألت أبا عبد الله: ينزل الله إلى سماء الدنيا؟ قالَ: نعم. قلت: نزوله بعلمه أو بماذا؟ قال: اسكت عن هذا، مالك ولهذا؟ أمض الحديث على ما روي بلا كيف ولا حد، إلا بما جاءت به الآثار، وجاء به الكتاب، قال الله: ﴿فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالَ﴾ [النحل:٧٤] ينزل كيف يشاء، بعلمه وقدرته وعظمته، أحاط بكل شيء علما، لا يبلغ قدره واصف، ولا ينأى عنه هرب هارب، عز وجل.

ومراده: أن نزوله تعالى ليس كنزول المخلوقين، بل هو نزول يليق بقدرته وعظمته وعلمه المحيط بكل شيء، والمخلوقون لا يحيطون به علما، وإنما ينتهون إلى ما أخبرهم به عن نفسه، أو أخبر به عنه رسوله.

فلهذا اتفق السلف الصالح على إمرار هذه النصوص كما جاءت من غير زيادة ولا نقص، وما أشكل فهمه منها، وقصر العقل عن إدراكه وكل إلى عالمه.

"আর তাদের মধ্যে যারা নিজেকে খুব বুদ্ধিমান দাবি করে সে মনে করেছে, (ইসলামের সালাফে সালেহীন) মহান ইমামগণ (আল্লাহ তাঁর 'আরশের উপর অবস্থান করেও সৃষ্টির সাথে থাকা 'জ্ঞানের মাধ্যমে' হওয়ার বিষয়ে) যা বলেছেন তা ভুল; কারণ তাদের নিকট আল্লাহর ইলম বা জ্ঞান তাঁর সত্তার সাথে সম্পৃক্ত; যা তাঁর সত্তা থেকে আলাদা হতে পারে না। বস্তুত এ রকম কথা ইসলামের ইমামগণের ব্যাপারে খারাপ ধারণা পোষণ করা। কারণ, তারা ইমামদের ব্যাপারে যা ধারণা করেছে ইমামগণ তা বলেননি। ইমামগণের উদ্দেশ্য এটা বলা যে, আল্লাহর জ্ঞান সর্বজায়গার সাথে সম্পৃক্ত; যেখানে তার জ্ঞাত বিষয় রয়েছে, তাঁর সত্তার গুণ সেখানে চলে গেছে এমন কথা ইমামগণ কখনো বলেননি। আর এটা সে

রকম হবে যার প্রতি ইঙ্গিত সংঘটিত হয়েছে আল্লাহর বাণীতে, "সবকিছু তাঁর জ্ঞানের পরিধিভুক্ত।" [সূরা ত্বা-হা, আয়াত: ৯৭] "হে আমাদের রব! আপনি দয়া ও জ্ঞান দ্বারা সবকিছুকে পরিব্যাপ্ত করে রেখেছেন।" [সূরা গাফির, আয়াত: ০৭] "তিনি জানেন যা কিছু যমীনে প্রবেশ করে এবং যা কিছু তা থেকে বের হয়, আর আসমান থেকে যা কিছু অবতীর্ণ হয় এবং তাতে যা কিছু উত্থিত হয়। আর তোমরা যেখানেই থাক না কেন-তিনি তোমাদের সঙ্গে আছেন।" [সূরা আল-হাদীদ, আয়াত: ০৪]

হারব বলেন, আমি ইসহাক্ব ইবন রাহওয়াইহকে প্রশ্ন করলাম, আল্লাহর বাণী "তাদের মধ্যে তিনজনের শলা-পরামর্শ হলে সেখানে চতুর্থজন হন আল্লাহ।" [সূরা আল-মুজাদালাহ, আয়াত: ০৭] সম্পর্কে। তখন ইমাম ইসহাক্ব ইবন রাহওয়াইহ উত্তরে বললেন, তুমি যেখানেই থাক না কেন আল্লাহ তোমার ঘাড়ের ধমনীর চেয়েও নিকটে, অথচ তিনি সৃষ্টির থেকে আলাদা....

সুতরাং 'সাধারণভাবে সাথে থাকা' এর চাহিদা হচ্ছে, আল্লাহর জ্ঞান, তাঁর দেখা, তাঁর ক্ষমতা, তাঁর পাকড়াও, তাঁর শাস্তি সম্পর্কে সাবধান থাকা। আর 'বিশেষভাবে সাথে থাকা' এর চাহিদা হচ্ছে, আল্লাহর পক্ষ থেকে বান্দার ডাকে সাড়া দেয়া, বান্দার ওপর সন্তুষ্ট হওয়া, তার হিফাযত করা, তার রক্ষণাবেক্ষণ করার ব্যাপারে সুধারণা রাখা।

ঠিক আল্লাহ বান্দার নিকটে থাকার বিষয়টিও অনুরূপ। তবে এটা জানা দরকার যে, এ নিকটে থাকার বিষয়টি কখনও সৃষ্টি যেভাবে একে অপরের নিকটে থাকে সেরকম কোনো নিকটে থাকা নয়, যা কোনো কোনো পথভ্রষ্ট লোকেরা মনে করে থাকে। বরং সেটা এমন এক নিকটে থাকা যা সৃষ্টির নিকটে থাকার সাথে সাদৃশ্য রাখে না। যেমনিভাবে যার সাথে এ গুণটি সম্পৃক্ত তাঁর মতো কোনো সত্তা নেই, তিনি সর্বশ্রোতা-সর্বদ্রষ্টা।

ঠিক অনুরূপই বলা হবে আল্লাহ তা'আলা কর্তৃক নিকটতম আসমানে অবতরণ করার ব্যাপারে; সেটাও রবের পক্ষ থেকে তাঁকে আহ্বানকারী, তাঁর কাছে যাচঞাকারী, তাঁর কাছে ক্ষমাপ্রার্থীর জন্য বিশেষ এক প্রকার নৈকট্য।

হাম্মাদ ইবন যায়েদকে এ ব্যাপারে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেছিলেন, তিনি তাঁর স্থানেই আছেন, সেখান থেকেই তিনি তাঁর সৃষ্টির নিকটে যান যেভাবে ইচ্ছা।...

হাম্বল বলেন, আমি আবদুল্লাহ আহমাদ ইবন হাম্বলকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, আল্লাহ তা'আলা কি নিকটতম আসমানে নেমে আসেন? তিনি বললেন, হ্যাঁ। আমি বললাম, তাঁর অবতীর্ণ হওয়া কি জ্ঞানের মাধ্যমে নাকি অন্য কিছু দ্বারা? তিনি বললেন, এ ব্যাপারে চুপ থাকো, তোমার কী আর এটার কী? হাদীসকে যেভাবে এসেছে সেভাবে চলতে দাও, কোনো প্রকার ধরন নির্ধারণ করবে না, কোনো প্রকার সংজ্ঞাও প্রদান করবে না। তবে যদি হাদীসে বা সালাফদের কাছ থেকে ও আল্লাহর কিতাবে কিছু বর্ণনা এসে থাকলে সেটা ভিন্ন কথা। আল্লাহ তা'আলা বলেন, "সুতরাং তোমরা আল্লাহর জন্য উপমা সেট করো না।" [সূরা আন-নাহল, আয়াত: ৭৪] যেভাবে ইচ্ছা সেভাবে নাযিল হন, তাঁর জ্ঞানে, তাঁর ক্ষমতায়, তাঁর বড়ত্বের মাধ্যমে। তিনি সবকিছুকে জ্ঞানে পরিবেষ্টন করে আছেন, তাঁর গুণ বর্ণনাকারী কেউ তার মর্যাদা বর্ণনা করে শেষ করতে পারবে না, কোনো পলায়নকারী পালালেই তাঁর থেকে দূরে চলে যেতে পারবে না। মহান আল্লাহ তিনি।

ইমাম আহমাদের এ কথার উদ্দেশ্য হচ্ছে, আল্লাহর নিকটতম আসমানে অবতরণ করা সৃষ্টির কারো অবতরণের মতো নয়। বরং সেটা এমন এক অবতরণ যা তাঁর শক্তি, মহত্ত্ব ও তাঁর সর্বব্যাপী জ্ঞানের সাথে উপযোগী করে নির্ধারণ করতে হবে। সৃষ্টিকুল তাঁকে জ্ঞানে পরিবেষ্টন করতে পারে না, তারা শুধু ততদূর গিয়ে থেমে যায় যতটুকু তিনি তাদেরকে তাঁর সম্পর্কে জানিয়েছেন অথবা তাঁর ব্যাপারে তাঁর রাসূল জানিয়েছেন।

এ জন্যই সালাফে সালেহীন এ ব্যাপারে একমত হয়েছেন যে, এ ভাষ্যগুলোকে যেভাবে এসেছে সেভাবে কোনোরূপ হ্রাস-বৃদ্ধি করা ব্যতীতই চালিয়ে নিতে হবে। তন্মধ্যে যা বুঝতে অসুবিধা হবে, বিবেকের যুক্তি যা ধারণ করতে অক্ষম হবে সেটাকে এ বিষয়ে যে জ্ঞানী তার কাছে সোপর্দ করতে হবে।"(৬৯৯)

জামালুদ্দীন ইউসুফ ইবন আবদুল হাদী ইবনুল মাবরিদ (৯০৯ হিজরী)

ইমাম ইউসুফ ইবন আবদুল হাদী সহীহ্ আকীদাহ'র লোক ছিলেন। তিনি সাহাবায়ে কেরাম, তাবে'য়ীন, আসহাবুল হাদীসের আকীদাহ সাব্যস্ত করার জন্যই ইমাম ইবন আসাকির এর বিরোধিতায় 'জাম'উল জুয়ূশ ওয়াদ দাসাকির ফির রাদ্দি 'আলা ইবন আসাকির' গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। তাছাড়া তিনি আকীদাহ'র ওপরও গ্রন্থ রচনা করেন, যাতে তিনি তা'ওয়ীল এর বিরোধিতা করেন। তাঁর 'তুহফাতুল উসূল ইলা ইলমিল উসূল' সেটার ওপর প্রমাণবহ।

তুহফাতুল উসূল গ্রন্থে আমরা দেখতে পাই, তিনি অধ্যায় বিন্যাস করেছেন,

فصل: الباري سبحانه مختص به العلو دون غيرها من الجهات....

واتفق أصحابنا أنه فوق السبع سماوات، ويجوز أن يقال هو في السماء لنص الأحاديث على ذلك، والمراد فوقها، قال ابن حامد: ومن المتعلق بصفات الذات إثبات الذات في المكان، قال: وقد نص أحمد على ذلك، وهو قول سائر أهل الصلاة، إثبات الذات على العرش، وعلمه بكل مكان...

ولا يختلف أصحابنا أن الله تعالى مستو على عرشه...

"অধ্যায়, আল্লাহ সুবহানাহু উপরের দিক দ্বারা সুনির্দিষ্ট, অন্য কোনো দিক নয়"।

আর আমাদের মাযহাবের আলেমগণ একমত যে, আল্লাহ্ সাত আসমানের উপর। তবে এভাবে বলা জায়েয আছে যে, তিনি আসমানে, কারণ হাদীসে এমন শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। অবশ্য তখন উদ্দেশ্য হবে, আসমানের উপরে। ইবন হামেদ বলেন, আল্লাহ তা'আলার সত্তাগত গুণের মধ্যে যা সম্পর্ক রাখে তা হচ্ছে তার জন্য স্থান সাব্যস্তকরণ। তিনি বলেন, ইমাম আহমাদ স্পষ্ট করে তা বলেছেন, আর এটি সকল সালাত আদায়কারীর বক্তব্য, তাঁর সত্তা 'আরশের উপর, তাঁর জ্ঞান সকল জায়গায়। ...

আর আমাদের মাযহাবের আলেমগণের মাঝে দ্বিমত নেই যে, নিশ্চয় আল্লাহ তাঁর 'আরশের

---

৬৯৯. ইবন রাজাব, ফাতহুল বারী (৩/১১৮)।

উপর আরোহন করেছেন।"(৭০০)

জাম'উল জুয়ূশ গ্রন্থে তিনি ইমাম খুযাইমাহ থেকে বর্ণনা করেন,

«من لم يقل إن الله في السماء على العرش استوى، ضربت عنقه، وألقيت جثته على مزبلة بعيدة عن البلد حتى لا يتأذى بنتن ريحها أحدٌ من المسلمين ولا من المعاهدين».

"যে কেউ এটা বলবে না যে, আল্লাহ তা'আলা আসমানের উপর 'আরশের উপরে উঠেছেন, তার শাস্তিবিধান করা হবে, তার ঘাড় থেকে মাথা আলাদা করা হবে (মুরতাদ হিসেবে), তার শরীর কোনো ময়লার স্তুপে ফেলে দেয়া হবে, শহরের বাইরে, যাতে কোনো মুসলিম ও সাধারণ অমুসলিম তার দুর্গন্ধ দ্বারা কষ্ট না পায়।"(৭০১)

এর মাধ্যমে তিনি প্রশাসনিক বিচারের অবস্থা বর্ণনা করেছেন। কারণ কোনো মুসলিমের আল্লাহ সম্পর্কে আকীদাহ বিশ্বাস বিনষ্ট হয়ে গেলে প্রথমে তাকে তা জানাতে হবে, তার সন্দেহ থাকলে দূর করতে হবে, কিন্তু তারপরও যারা তা শুনবে না, ইমাম ইবন খুযাইমার দৃষ্টিতে সে প্রশাসন থেকে মুরতাদ হিসেবে মৃত্যুদণ্ডের শাস্তি প্রাপ্ত হবে। মুসলিমদের কবরস্থানে তাকে দাফন করা হবে না।

তিনি অন্যত্র ইমাম আবুল হাসান আল-আশ'আরী সম্পর্কে বলেন,

«قُلْتُ: بَلْ مَذْهَبُهُ التَّأْوِيلُ، وَرَدَّ آيَاتِ الصِّفَاتِ وَالأَحَادِيثِ بِالتَّأْوِيلِ الْعَقْلِيِّ، فَالْمُعْتَزِلَةُ وَالْجَهْمِيَّةُ صَرَّحُوا بِالنَّفْيِ، وَهُوَ مَوَّهَ عَلَى النَّاسِ، وَحَقِيقَةُ قَوْلِهِ النَّفْيُ؛ لأَنَّهُ أَثْبَتَ الصِّفَاتِ وَتَأَوَّلَهَا وَرَدَّ غَالِبَهَا إِلَى غَيْرِ الظَّاهِرِ مِنْهُ بِحُجَجِهِ الْعَقْلِيَّةِ، وَتَرَكَ الأُمُورَ النَّقْلِيَّةَ، وَمَحَلُّ الإِنْصَافِ أَنَّ مَا حَكَاهُ عَنْهُ فِي الاعْتِقَادِ فِيهِ الْخَطَأُ وَالصَّوَابُ وَفِيهِ الْحَسَنُ وَالرَّدِيءُ».

"আমি বলবো, বরং তার মাযহাব ছিল তা'ওয়ীল বা অপব্যাখ্যা করার; আল্লাহর গুণাবলি সংক্রান্ত আয়াত ও হাদীসসমূহের বিবেকের যুক্তি দিয়ে অপব্যাখ্যা করা; জাহমিয়্যাহ আর মু'তাযিলারা সরাসরি অস্বীকার করেছে, আর তিনি মানুষের উপর নিজের মত লুকানোর কাজ করেছে। তার প্রকৃত কথা হচ্ছে অস্বীকার করা; কারণ আল্লাহর গুণাবলি সংক্রান্ত আয়াতসমূহ সাব্যস্ত করেছে তবে তা'ওয়ীল বা অপব্যাখ্যা করেছে, অধিকাংশকেই তার প্রকাশ্য অর্থের বিপরীতে নিয়ে গেছে, তার নিজের বিবেকের যুক্তির প্রমাণ দিয়ে, কুরআন ও সুন্নাহ'র বিষয়গুলো ছেড়ে দিয়েছে। তার ব্যাপারে ইনসাফের কথা হচ্ছে, তিনি আকীদাহ হিসেবে যা বর্ণনা করেছেন তার মধ্যে ভুল ও সঠিক উভয়টিই আছে, আছে তাতে ভালো ও মন্দ।"(৭০২)

বস্তুত ইমাম ইউসুফ ইবন আবদুল হাদীর কাছে ইমাম আশ'আরীর জীবনের তৃতীয় অধ্যায় অর্থাৎ পরিপূর্ণভাবে সালাফে সালেহীনের আকীদায় ফিরে আসার বিষয়টি প্রমাণিত হয়নি, তাই তিনি ইমাম আশ'আরীর বিরোধিতায় এসব কথা বলেছেন। আল্লাহ তাকে ও ইমাম আশ'আরীকে ক্ষমা করুন। আমাদের দেখার বিষয় হচ্ছে, সহীহ আকীদাহ'র প্রতি তার প্রচণ্ড আত্মমর্যাদাবোধ তাকে

৭০০. তুহফাতুল উসূল পাণ্ডুলিপি পাতা, ২৩-২৪।

৭০১. [ইউসুফ ইবন আবদুল হাদী, জাম'উল জুয়ূশি ওয়াদ দাসাকির, পৃ. ৯৪]

৭০২. জাম'উল জুয়ূশি ওয়াদ দাসাকির, পৃ. ১৪৪।

ইমাম আশ'আরী সম্পর্কে এ কথা বলতে বাধ্য করেছে।

তাছাড়া উক্ত গ্রন্থে তিনি অন্য গ্রন্থে ইমাম লালেকাঈ থেকে মু'তাযিলাদের আকীদাহ বর্ণনা করে তা খণ্ডন করেন,

وأنكروا أن يكون لله يدان مع قوله: ﴿لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَيَّ﴾ [ص: ٧٥]، وأنكروا أن يكون لله عينان مع قوله: ﴿تَجْرِي بِأَعْيُنِنَا﴾ [القمر: ١٤]، ولقوله: ﴿وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي﴾ [طه: ٣٩].

ونفوا ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من قوله: «إن الله ينزل إلى السماء الدنيا ... » ٤، فإن قال قائل: قد أنكرتم قول المعتزلة، والقدرية، والجهمية، والحرورية، والرافضة، والمرجئة فعرفونا قولكم الذي تقولون، وديانتكم التي بها تدينون، قيل له: قولنا الذي به نقول وديانتنا التي ندين بها التمسك بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وما روي عن الصحابة، والتابعين، وأئمة الحديث، ونحن بذلك معتصمون، وبما كان عليه أحمد بن حنبل قائلون.

"আর তারা অস্বীকার করেছে যে আল্লাহর দু'টি হাত রয়েছে, অথচ আল্লাহ বলেন, "যা আমি আমার দু' হাতে সৃষ্টি করেছি" [সূরা সাদ, আয়াত: ৭৫], তারা আরও অস্বীকার করে যে তাঁর দু'টি চোখ রয়েছে, অথচ আল্লাহ বলেন, "সে জাহাজ আমাদের দেখার মাঝে চলছিল।" [সূরা আল-কামার, আয়াত: ১৪], অপর বাণী "আর যাতে আপনি আমার চোখের সামনে গড়ে উঠতে পারেন।" [সূরা ত্বা-হা, আয়াত: ৩৯]

তারা নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে যা বর্ণিত হয়েছে যে "আল্লাহ নিকটতম আসমানে নেমে আসেন" তা অস্বীকার করে। যদি কোনো ব্যক্তি প্রশ্ন করে বলে, আপনি তো মু'তাযিলা, কাদরিয়া, জাহমিয়্যাহ, হারূরিয়া, রাফেদ্বা, মুরজিয়াদের বক্তব্য অস্বীকার করলেন, তাহলে আমাকে জানান আপনার বক্তব্য কী? আপনি কী আকীদাহ পোষণ করেন? তাকে বলা হবে, আমাদের আকীদাহ-বিশ্বাস যা আমরা বলে থাকি, আর যা দীন হিসেবে আমরা গ্রহণ করে থাকি, তা হচ্ছে আল্লাহর কিতাব ও নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাহ আঁকড়ে থাকা, আরও আঁকড়ে থাকা যা সাহাবায়ে কেরাম থেকে এসেছে, তাবে'য়ীনদের কাছ থেকে এসেছে, হাদীসের ইমামগণের কাছ থেকে বর্ণিত হয়েছে, আমরা সেটাকে কঠোরভাবে ধরে রাখি আর যার ওপর ইমাম আহমাদ ইবন হাম্বল ছিলেন সেটাকেই বলে থাকি।"[৭০৩]

মোটকথা, ইবনুল মাবরিদ তাঁর সকল গ্রন্থেই আল্লাহ তা'আলার জন্য সকল গুণাবলি সাব্যস্ত করেছেন। তন্মধ্যে তাঁর 'আরশের উপরে উঠা এবং 'আরশের উপর থাকার বিষয়টি বিশেষভাবে বর্ণনা করেছেন।

ইমাম আবুল হাসান নূরুদ্দীন মুহাম্মাদ ইবন আব্দুল হাদী, আস-সিন্দী (১১৩৮ হিজরী)

ইমাম নূরুদ্দীন আস-সিন্দী আল-হানাফী রাহিমাহুল্লাহ অধিকাংশ হাদীস গ্রন্থের ওপর হাশিয়া বা টীকা সংযোজন করেছেন। তিনি বিভিন্ন জায়গায় তা'ওয়ীল করলেও এক জায়গায় যখন তা'ওয়ীলের অসারতা তার কাছে স্পষ্ট হয় তখন বলেন,

৭০৩. জাম'উল জুয়ূশি ওয়াদ দাসাকির, পৃ. ১৪৪।

وَالْحَقُّ فِي هَذَا الْحَدِيثِ وَكَذَا فِيمَا قَبْلَهُ وَبَعْدَهُ مَا ذَكَرَهُ الْمُحَقِّقُونَ قَالَ الْبَغَوِيُّ فِي شَرْحِ السُّنَّةِ كُلُّ مَا جَاءَ فِي الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ مِنْ هَذَا الْقَبِيلِ فِي صِفَاتِهِ تَعَالَى كَالنَّفْسِ وَالْوَجْهِ وَالْعَيْنِ وَالْأُصْبُعِ وَالْيَدِ وَالرِّجْلِ وَالْإِتْيَانِ وَالْمَجِيءِ وَالنُّزُولِ إِلَى السَّمَاءِ وَالِاسْتِوَاءِ عَلَى الْعَرْشِ وَالضَّحِكِ وَالْفَرَحِ فَهَذِهِ وَنَظَائِرُهَا صِفَاتُ اللَّهِ تَعَالَى عَزَّ وَجَلَّ وَرَدَ بِهَا السَّمْعُ فَيَجِبُ الْإِيمَانُ بِهَا وَإِبْقَاؤُهَا عَلَى ظَاهِرِهَا مُعْرِضًا فِيهَا عَنِ التَّأْوِيلِ مُجْتَنِبًا عَنِ التَّشْبِيهِ مُعْتَقِدًا أَنَّ الْبَارِيَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى لَا يُشْبِهُ مِنْ صِفَاتِهِ صِفَاتُ الْخَلْقِ كَمَا لَا تُشْبِهُ ذَاتُهُ ذَوَاتِ الْخَلْقِ قَالَ تَعَالَى لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ [الشورى: ١١] وَعَلَى هَذَا مَضَى سَلَفُ الْأُمَّةِ وَعُلَمَاءُ السُّنَّةِ تَلَقَّوْهَا جَمِيعًا بِالْقَبُولِ وَتَجَنَّبُوا فِيهَا عَنِ التَّمْثِيلِ وَالتَّأْوِيلِ وَوَكَّلُوا الْعِلْمَ فِيهَا إِلَى اللَّهِ تَعَالَى كَمَا أَخْبَرَ سُبْحَانَهُ عَنِ الرَّاسِخِينَ فِي الْعِلْمِ فَقَالَ عَزَّ وَجَلَّ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا [آل عمران: ٧] قَالَ سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ كُلُّ مَا وَصَفَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى بِهِ نَفْسَهُ فِي كِتَابِهِ فَتَفْسِيرُهُ قِرَاءَتُهُ وَالسُّكُوتُ عَلَيْهِ لَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يُفَسِّرَهُ إِلَّا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَرُسُلُهُ وَسَأَلَ رَجُلٌ مَالِكَ بْنَ أَنَسٍ عَنْ قَوْلِهِ تَعَالَى الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى [طه: ٥] كَيْفَ اسْتَوَى فَقَالَ الِاسْتِوَاءُ غَيْرُ مَجْهُولٍ وَالْكَيْفُ غَيْرُ مَعْقُولٍ وَالْإِيمَانُ بِهِ وَاجِبٌ وَالسُّؤَالُ عَنْهُ بِدْعَةٌ وَمَا أَرَاكَ إِلَّا ضَالًّا وَأُمِرَ بِهِ أَنْ يُخْرَجَ مِنَ الْمَجْلِسِ وَقَالَ الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ سَأَلْتُ الْأَوْزَاعِيَّ وَسُفْيَانَ بْنَ عُيَيْنَةَ وَمَالِكًا عَنْ هَذِهِ الْأَحَادِيثِ فِي الصِّفَاتِ وَالرُّؤْيَةِ فَقَالَ أَمِرُّوهَا كَمَا جَاءَتْ بِلَا كَيْفٍ وَقَالَ الزُّهْرِيُّ عَلَى اللَّهِ الْبَيَانُ وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ [النور: ٥٤] وَعَلَيْنَا التَّسْلِيمُ وَقَالَ بَعْضُ السَّلَفِ قَدَمُ الْإِسْلَامِ لَا تَثْبُتُ إِلَّا عَلَى قَنْطَرَةِ التَّسْلِيمِ انْتَهَى وَبِنَحْوِ هَذَا صَرَّحَ كَثِيرٌ مِنَ الْمُحَقِّقِينَ فَعَلَيْكَ بِهِ وَاللَّهُ الْمُوَفِّقُ.

“আর সত্য ও সঠিক কথা হচ্ছে, এ হাদীস, অনুরূপ যা এর আগে এসেছে এবং যা এর পরে আসছে সেসব হাদীসের ক্ষেত্রে তাই গ্রহণ করতে হবে যা মুহাক্কিক বা সত্যনিষ্ঠ আলেমগণ বলেছেন, ইমাম বাগাওয়ী তাঁর শারহুস সুন্নাহ গ্রন্থে বলেন, কুরআন ও সুন্নায় আল্লাহ তা'আলার এ রকম যত গুণ এসেছে যেমন, নফস, চেহারা, চোখ, হাত পা, আসা, আগমন করা, নিকটতম আসমানে অবতরণ করা, ‘আরশের উপরে উঠা, হাসা ও খুশি হওয়া, এগুলো এবং অনুরূপ আরও যা এসেছে, সবই আল্লাহর গুণাবলি। কুরআন ও সুন্নায় যা এসেছে, সেগুলোর অর্থের ওপর ঈমান আনতে হবে, সেগুলোকে তার প্রকাশ্য অর্থে রাখতে হবে, তা'ওয়ীল বা অপব্যখ্যা করে দূরবর্তী অর্থ গ্রহণ করা থেকে মুখ ফিরিয়ে থাকতে হবে। তাশবীহ থেকে বেঁচে থাকতে হবে। বিশ্বাস করতে হবে যে, মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা তাঁর কোনো গুণ সৃষ্টির কোনো গুণের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ নয়। যেমন তাঁর সত্তা সৃষ্টির কোনো সত্তার সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ নয়। মহান আল্লাহ সুবাহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন, “তাঁর মতো কোনো কিছু নেই, আর তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা”। [সূরা আশ-শূরা, আয়াত: ১১]

আর এ নীতির ওপরই উম্মতের সালাফে সালেহীন, সুন্নাহর ইমামগণ সবাই গত হয়েছেন। তারা এগুলোর ওপর ঈমান এনেছেন এগুলোকে গ্রহণ করে নিয়েছেন। এগুলো থেকে তামছীল (সৃষ্টির কারও অনুরূপ বলা) ও তা'ওয়ীল (অপব্যাখ্যা) করা থেকে দূরে থেকেছেন। তারা এগুলোর প্রকৃত জ্ঞান মহান আল্লাহ তা'আলার কাছে সোপর্দ করেছেন। যেমন মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা ইলমে সুদৃঢ় লোকদের সম্পর্কে বলেছেন, “আর যারা ইলমে সুদৃঢ় তারা বলে,

আমরা এগুলোর ওপর ঈমান আনলাম, এসবই আমাদের রবের পক্ষ থেকে এসেছে। [সূরা আলে ইমরান: ০৭]

ইমাম সুফইয়ান ইবন 'উয়াইনাহ বলেন, "মহান আল্লাহ তাঁর কুরআনে যা দিয়ে নিজেকে গুণান্বিত করেছেন সেগুলোর ব্যাখ্যা হচ্ছে, সেগুলো পাঠ করে বুঝে নিয়ে চুপ থাকা, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল ব্যতীত কারও জন্য সেগুলোর বিস্তারিত ব্যাখ্যা করার অধিকার নেই"।

এক ব্যক্তি ইমাম মালেক ইবন আনাস রাহিমাহুল্লাহকে মহান আল্লাহর বাণী "রহমান 'আরশের উপর উঠেছেন" [সূরা ত্বা-হা, আয়াত: ০৫] এ ব্যাপারে জিজ্ঞেস করলেন, কীভাবে উঠলেন? তিনি জবাবে বললেন, "উপরে উঠার বিষয়টি অজানা নয়, এর ধরন বিবেকের যুক্তি দ্বারা প্রাপ্য বিষয় নয়, আর এর উপর ঈমান আনা ফরয, এর ধরণ সম্পর্কে প্রশ্ন করা বিদ'আত। আর আমি তো তোমাকে একজন পথভ্রষ্ট লোকই দেখতে পাচ্ছি, আর তাকে মজলিস থেকে বের করে দেয়ার নির্দেশ দেয়া হলো।"

ইমাম ওয়ালীদ ইবন মুসলিম বলেন, আমি ইমাম আওযা'ঈ, সুফইয়ান ইবন 'উয়াইনাহ, মালেক ইবন আনাসকে আল্লাহ তা'আলার গুণাবলি ও আল্লাহ তা'আলাকে দেখার ব্যাপারে আসা হাদীসসমূহ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছি, তারা সবাই বলেছেন, "এগুলোকে যেভাবে এসেছে সেভাবে বুঝে চালু করে দাও, তবে ধরন নির্ধারণ করো না।

ইমাম যুহরী বলেন, "আল্লাহর পক্ষ থেকে বর্ণনা এসেছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের পক্ষ থেকে সেটা পৌঁছানোই দায়িত্ব [সূরা আন-নূর, আয়াত: ৫৪] আর আমাদের ওপর কর্তব্য হচ্ছে সেটা মেনে নেয়া।"

সালাফদের কেউ কেউ বলেছেন, ইসলামে কারও পা দৃঢ় ততক্ষণ হবে না, যতক্ষণ না মেনে নেয়ার সাঁকোতে আরোহণ করবে।" এতটুকু ইমাম বাগাওয়ী বলেছেন। বস্তুত এমন কথাই স্পষ্ট করে বহু সত্যনিষ্ঠ আলেম বলেছেন। সুতরাং তোমার ওপর কর্তব্য হচ্ছে এটা গ্রহণ করে নেয়া। আল্লাহই তাওফীকদাতা।" (৭০৪)

এর দ্বারা বুঝা গেল, এ বিখ্যাত হানাফী আলেম তাঁর জীবনের ইলমী অভিজ্ঞতায় এ সত্যকেই বিশ্বাস করে নিয়েছেন যে, আল্লাহ তা'আলার গুণাবলিকে অপব্যাখ্যা কিংবা অর্থহীন করা যাবে না। আল্লাহ তা'আলার 'আরশের উপর উঠার বিষয়টিও স্বীকার করে নিতে হবে। আর তাই তিনি সেটাকে গ্রহণ করে নেয়ার জন্য সকলকে আহ্বান জানিয়েছেন।

আশ-শাইখ আল-মুহাদ্দিস মুহাম্মাদ ফাখের ইলাহাবাদী (১১৬৪ হিজরী)

মদীনার বিখ্যাত শাইখ মুহাম্মাদ হায়াত সিন্ধী রাহিমাহুল্লাহ'র সুযোগ্য ছাত্র, আশ-শাইখ আল-মুহাদ্দিস মুহাম্মাদ ফাখের ইবন মুহাম্মাদ ইয়াহইয়া ইবন মুহাম্মাদ আমীন আল-আব্বাসী, আল-ইলাহাবাদী রাহিমাহুল্লাহ বলেন,

"وهو فوق العرش وفوق السموات، والعرش وما حواه في يده كخردلة في يد أحدنا، وعلمه محيط بالكائنات السفلية والعلوية، فما كان وما يكون محاط له، كما قال: ﴿الرحمن على العرش استوى﴾ [طه: ٥] وأحاط بكل شيء

৭০৪. সিন্দী, হাশিয়াতুস সিন্দী, কিফায়াতুল হাজাহ ফী শারহি সুনানি ইবন মাজাহ ১/৮৮-৮৯।

علماً، وهذا الاستواء في سبع مواضع من القرآن الكريم، والأصل أن يعتقد ما ورد به القرآن ولا يأوله، ولا يصرفه عن وجهه، ... ثم قال بعد سرد الأدلة من القرآن: وأدلة علو العلي الأعلى في القرآن تزيد على ذلك وهو نص أو ظاهر في أن الله تعالى فوق الخلق فوق العرش، بائن من المخلوقات بالمعنى الذي يليق بجنابه الأقدس، وتأويله إخراج النص أو الظاهر عن معناه، وذلك لا يجوز قطعاً، إلا عند معارضة المثل ووجدانه ودونه خرط القتاد، وقوله ﴿ليس كمثله شيء﴾ [الشورى:١١] لا ينافي ذلك؛ لأن المراد إما مماثلة بجميع الوجوه، كما يقول أهل السنة، أو في أخص الأوصاف كما يقوله المعتزلة، وكلاهما مفقودان في هذا المقام، وهكذا حكم الأحاديث الشريفة النبوية على صاحبها الصلاة والسلام أن يؤمن بها، بما ورد فيها، ويعلم أن الصرف وتأويل العقول الضعيفة حلقة خارج الباب، ...ثم سرد الأحاديث وقال في آخرها: وفي الباب أحاديث كثيرة عسيرة الاستقصاء في هذه المقدمة في غاية الكثرة، والآيات والأحاديث تغني عن إيرادها. انتهى.

"আর তিনি (আল্লাহ) 'আরশের উপর, আসমানসমূহের উপর, 'আরশ ও এর চারপাশে যা আছে সবই তাঁর হাতে আমাদের কারও হাতে অবস্থিত যেমন শর্ষে দানার মতো। আর তাঁর জ্ঞান নিচ ও উপরের যাবতীয় সৃষ্টিকে পরিবেষ্টন করে আছে। সুতরাং যা হয়েছে আর যা হবে সবই তার জ্ঞানে পরিবেষ্টিত। যেমন তিনি বলেন, "রহমান 'আরশের উপর উঠেছেন।" [সূরা ত্বা-হা, আয়াত: ০৫], আর তিনি সবকিছুকে জ্ঞানে পরিবেষ্টন করে আছেন। এই যে ইস্তেওয়া ('আরশের উপর উঠা) গুণটি কুরআনে কারীমের সাত জায়গায় এসেছে। এ ব্যাপারে মূলনীতি হলো, কুরআনে কারীমে যা এসেছে তাতে বিশ্বাস স্থাপন করা, কোনো প্রকার অপব্যাখ্যার আশ্রয় না নেয়া আর সেগুলোকে তাঁর দিক থেকে অন্যদিকে প্রত্যাবর্তন না করানো। ..... তারপর তিনি কুরআনের দলীল উল্লেখের পর বলেন, মহান আল্লাহ তাঁর সৃষ্টির উপর থাকার বিষয়ে কুরআনে কারীমে এর চেয়েও বেশি প্রমাণাদি রয়েছে, যা সুস্পষ্টভাবে বা প্রকাশ্যভাবে এটা প্রমাণ করছে যে, মহান আল্লাহ সৃষ্টির উপর, 'আরশের উপর, সৃষ্টিকুল থেকে আলাদা, যেভাবে তাঁর পবিত্র সত্তার জন্য উপযোগী। এটার তা'ওয়ীল বা অপব্যাখ্যা করার অর্থ হচ্ছে সুস্পষ্ট বা প্রকাশ্য ভাষ্যসমূহকে তার অর্থ থেকে বের করা আর তা অকাট্যভাবে নাজায়েয। তবে যদি কোনো সমপর্যায়ের সাথে বিরোধিতা দেখা দেয়, আর যদি তেমন কিছু পাওয়া যায়; কিন্তু যদি তা না পাওয়া যায়, তাহলে অপব্যাখ্যার আশ্রয় নেয়া কোনোভাবেই গ্রহণযোগ্য হতে পারে না।

আর আল্লাহর বাণী, "তাঁর মতো কোনো কিছু নেই।" [সূরা আশ-শূরা, আয়াত: ১১] এ আয়াত আল্লাহর 'আরশের উপর থাকা বিরোধী নয়। কারণ, (নিষিদ্ধ হওয়ার জন্য) কোনো কিছু আল্লাহর মত হওয়ার বিষয়টি হয় সর্বদিক থেকে হতে হবে যেমনটি আহলুস সুন্নাহ বলে থাকে, নতুবা কোনো বিশেষ গুণের মতো হলেই নিষিদ্ধ হবে যেমন মু'তাযিলারা বলে থাকে, এখানে উভয়টির কোনোটিই পাওয়া যায়নি।

অনুরূপভাবে হাদীসের ক্ষেত্রেও বিধান হলো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের সকল হাদীসে যা এসেছে তার ওপর ঈমান আনয়ন করা, এটা জেনে নেয়া যে, অন্যদিকে সেগুলোর অর্থকে ফিরানো বা দুর্বল বিবেকের যুক্তি দিয়ে সেগুলোর তা'ওয়ীল করা এ অধ্যায়ের বাইরের জিনিস। তারপর তিনি অনেক হাদীস উল্লেখ করেছেন, তারপর শেষে বলেন ..... আর এ

অধ্যায়ে অনেক হাদীস রয়েছে যার সবগুলো এ ভূমিকাতে জমা করা কষ্টসাধ্য ব্যাপার, কারণ তা অনেক বেশি। বস্তুত যে আয়াত ও হাদীসসমূহ উল্লেখ করা হলো তা বাকী হাদীস উল্লেখ করা থেকে অমুখাপেক্ষী করে দিবে।" (শেষ)।[৭০৫]

শাইখ মুহাম্মাদ ইবন ইউসুফ আল-বিলগ্রামী (১১৭৩ হিজরী)

শাইখ মুহাম্মাদ ইবন ইউসুফ আল-বিলগ্রামী রাহিমাহুল্লাহ তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ (আল-ফার'উন নাবিত মিনাল আসলিস সাবিত) গ্রন্থে বলেন,

«قد علم من هذه الآية يعني ﴿أأمنتم من في السماء﴾ وهذا الحديث يعني «أنا أمين من في السماء» رواه الشيخان، أنه تعالى في السماء، وهو بائن من مخلوقاته كما يليق بشأنه الأقدس، فلا يصح تعيين كيفية هذا العلو الذي نطقت به الآية الكريمة ﴿الرحمن على العرش استوى﴾ على ما في صحيح البخاري، قال أبو العالية: استوى على العرش: ارتفع، وقال مجاهد: استوى: علا على العرش، يعلمها [الكيفية] إلا هو، لأن المعنى التشبيهي مسلوب عن ذاته تعالى بدليل قوله: ﴿ليس كمثله شيء﴾، والدليل على أن المراد بالاستواء الارتفاع الحقيقي، أعني أنه تعالى فوق العرش كما ذهب إليه جمهور المحدثين لا التأويل بأن الاستواء هو الاستيلاء. هذه الآية: ﴿فَإِذَا ٱسْتَوَيْتَ أَنتَ وَمَن مَّعَكَ عَلَى ٱلْفُلْكِ﴾ وهذه الآية: ﴿وَٱسْتَوَتْ عَلَى ٱلْجُودِيِّ﴾، وهذه الآية: ﴿ لِتَسْتَوُۥا۟ عَلَىٰ ظُهُورِهِۦ﴾، والآيات والأحاديث الدالة على كون ذاته تعالى من حيث هو على علوه، وكونه فوق السماء...».

"এ আয়াত অর্থাৎ "তোমরা কি নির্ভয় হয়ে গেছ তার থেকে, যিনি আসমানের উপর আছেন।" [সূরা আল-মুলক, আয়াত: ১৬] অনুরূপ এ হাদীস অর্থাৎ "আমি তাঁর পক্ষ থেকে আমানতদার, যিনি আসমানের উপর আছেন।"[৭০৬] থেকে জানা গেল যে, আল্লাহ তা'আলা আসমানের উপরে, তাঁর সৃষ্টিকুল থেকে আলাদা, যেমনটি তাঁর পবিত্র সত্তার জন্য থাকা উপযোগী। সুতরাং সে উপরে থাকার কোনো ধরন নির্ধারণ করা যাবে না, যার কথা কুরআনের এ আয়াত বলেছে, "রহমান 'আরশের উপর উঠেছেন" [সূরা ত্বা-হা, আয়াত: ০৫], বরং সেটাই বলা হবে যা সহীহ বুখারীতে এসেছে, আবুল 'আলীয়া বলেন, ইস্তাওয়া 'আলাল 'আরশ অর্থ 'আরশের উপর উঠেছেন। মুজাহিদ বলেন, ইস্তাওয়া অর্থ, 'আরশের উপর উঠলেন, তার ধরন সম্পর্কে তিনি ব্যতীত কেই জানে না। কারণ সাদৃশ্য সাব্যস্তকৃত অর্থ মহান আল্লাহর সত্তা থেকে নিষিদ্ধ থাকবে, কারণ আল্লাহ বলেছেন, "তাঁর মতো কোনো কিছু নেই।" [সূরা আশ-শূরা, আয়াত: ১১] আর 'ইস্তেওয়া' শব্দের হাকীকী বা বাস্তব অর্থ যে উপরে উঠা তার প্রমাণ, অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা 'আরশের উপর, যেমনটি অধিকাংশ মুহাদ্দিস বলেছেন, ইস্তাওয়া এর অর্থ 'ইস্তাওলা' (অধিকার করা) দিয়ে তা'ওয়ীল বা অপব্যাখ্যা করা নয়, তার প্রমাণ হচ্ছে, আল্লাহর বাণী, "অতঃপর যখন আপনি ও আপনার সংগীরা নৌযানের উপরে স্থির হবেন", অনুরূপ আল্লাহর বাণী, "আর নৌকা জুদী পর্বতের উপর স্থির হলো" তদ্রূপ আল্লাহর বাণী "যাতে তোমরা এর পিঠে স্থির হয়ে বসতে

৭০৫. সিদ্দিক হাসান খান আল-কিন্নাওজী, আল-ইন্তিকাদুর রাজীহ ফী শারহিল ই'তিকাদিস সহীহ, পৃ. ৯০।

৭০৬. সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৪৩৫১; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১৪৪।

পার"। বস্তুত এর উপর প্রমাণবাহী অনেক আয়াত ও হাদীস রয়েছে যা সুস্পষ্টভাবে প্রমাণ করছে যে, মহান আল্লাহ তা'আলা সর্বোপরে, আসমানের উপরে..." ।[৭০৭]

শাহ ওয়ালী উল্লাহ মুহাদ্দিস আদ-দেহলাওয়ী (১১৭৬ হিজরী)

আকীদাহ'র ক্ষেত্রে আমাদের সবার প্রিয় ব্যক্তিত্ব শাইখ শাহ ওয়ালীউল্লাহ আদ-দেহলাওয়ী রাহিমাহুল্লাহ বিভিন্ন পর্যায় অতিক্রম করেছেন। এর কারণ ছিল চারটি। প্রথমত: ভারতবর্ষ কেন্দ্রিক সহীহ আকীদাহ'র জ্ঞানের গুরুত্বহীনতা, দ্বিতীয়ত: ভারতবর্ষে যাদের কাছে তিনি আকীদাহ ও ইলম শিক্ষা অর্জন করেছেন তাদের অধিকাংশের মধ্যেই সহীহ আকীদাহ'র শূন্যতা বিরাজমান থাকা, তৃতীয়ত: আকীদাহ বলতে তখন ইলমুল কালাম নামক মহামারীর ব্যাপক সয়লাব, চতুর্থত: তখনকার ভারতবর্ষ সূফীবাদে আকণ্ঠ নিমজ্জিত থাকা। এসব কারণে তিনি যতদিন ভারতবর্ষে ছিলেন ততদিন তার গ্রন্থসমূহ থেকে সহীহ আকীদাহ'র কিছু আমরা খুঁজে পাই না। তারপর তিনি যখন আরব দেশে ইলম ও হাদীসের জ্ঞান লাভের জন্য সেখানে অবস্থান করেন তখনও তিনি শুরুতে যেসব গ্রন্থ লিখেছেন সেগুলোতে সূফীবাদের ব্যাপক চাপ পরিলক্ষিত হয়। কিন্তু সর্বশেষ যখন তিনি শাইখ আবু ত্বাহের আল-মাদানী আশ-শাফে'য়ীর কাছে বিভিন্ন ইলমের সঠিক সবক লাভ করেন তখন তার যেসব গ্রন্থ রচিত হয় সেগুলোতে তিনি সহীহ আকীদাহ বিশ্বাসের কথা ব্যক্ত করেছেন। তন্মধ্যে বিখ্যাত হয়েছে দু'টি গ্রন্থ আল-ফাওযুল কাবীর ও হুজ্জাতিল্লাহিল বালিগাহ। এ দু'টি গ্রন্থই প্রকৃতপক্ষে তাঁর সর্বশেষ আকীদাহ-বিশ্বাসের প্রতিনিধিত্ব করে। সেজন্য আমরা দেখতে পাই শাইখ আবুল হাসান আলী আন-নাদওয়ী রাহিমাহুল্লাহকে বলতে যে, তিনি আকীদাহ'র ক্ষেত্রে ইমাম আহমাদের আকীদাকেই নিজের আকীদাহ হিসেবে গ্রহণ করেছেন। যদিও তখনকার আশ'আরীদের দৌরাত্মের কারণে অনেক সময় বিশুদ্ধ আকীদাহ'র কথা না বলে তিনি আশ'আরী বলতে স্বাচ্ছন্দবোধ করতেন। এ ব্যাপারে আমরা তার জন্য সেটাই মনে করব যেটা ইমাম ইবন কাসীর বলতেন। ইমাম ইবন কাসীর অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে বলতেন, আমি আশ'আরী, তাঁর উদ্দেশ্য ইমাম আশ'আরীর সর্বশেষ অবস্থা বর্ণনা করা; যাতে তিনি সালাফে সালেহীনের মত গ্রহণ করেছিলেন।

- শাহ ওয়ালীউল্লাহ মুহাদ্দিস দেহলাওয়ী রাহিমাহুল্লাহ আল্লাহ তা'আলার জন্য দিক সাব্যস্ত করে এবং তাঁর 'আরশের উপরে উঠার আকীদাহ প্রমাণ করতে গিয়ে সেটিকে কুরআন ও সুন্নাহ থেকে স্বাভাবিকভাবে প্রাপ্ত আকীদাহ হিসেবে উল্লেখ করেন, তিনি বলেন, এ আকীদাহ ফিত্বরী বা স্বভাবজাত, যা জানার জন্য মানতেক ও হিকমত পড়া লাগে না। তিনি বলেন,

وَمِنْهَا أَنَّ الشَّارِعَ لم يخاطبهم إِلَّا على ميزان الْعقل الْمُودع فِي أصل خلقتهمْ قبل أَن يتعانوا دقائق الْحِكْمَة وَالْكَلَام وَالْأُصُول، فَأثبت لنَفسِهِ جِهَة فَقَالَ: الرَّحْمَن على الْعَرْش اسْتَوَى . وَقَالَ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَامرأة سَوْدَاء: « أَيْن الله فَأَشَارَتْ إِلَى السَّمَاء فَقَالَ هِيَ مُؤمنَة.

"ইসলাম যে সহজ-সরল ও স্বাভাবিক দীন তার একটি প্রমাণ হচ্ছে, শরী'আত প্রবর্তক তথা আল্লাহ তা'আলা ও তাঁর রাসূল মানুষদেরকে তাদের মূল সৃষ্টিতে নিহিত আমানত রাখা

৭০৭. সিদ্দীক হাসান খান, আল-ইত্তিক্বাদুর রাজীহ ফী শারহিল ই'তিক্বাদিস সহীহ, পৃ. ৯০-৯১।

স্বাভাবিক বিবেকের মানদণ্ড অনুযায়ীই কেবল সম্বোধন করেছেন, অর্থাৎ তথাকথিত হিকমত কালাম ও মানতেকের মূলনীতি জানার মত বিপদে আক্রান্ত হওয়ার আগেই যা মানুষের বিবেকের মধ্যে আল্লাহ তা'আলা দিয়ে দিয়েছেন সে জ্ঞানে যা বুঝতে পারে সেটা অনুযায়ীই তাদেরকে সম্বোধন করেছেন। সুতরাং তিনি তাঁর নিজের জন্য 'জিহাত' বা দিক সাব্যস্ত করে বলেছেন, "রহমান 'আরশের উপরে উঠেছেন", আর নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম কালো দাসীকে বলেছেন, "আল্লাহ কোথায়?" তখন সে মহিলা আসমানের দিকে ইঙ্গিত করেন, ফলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, "সে তো ঈমানদার"।[৭০৮]

- তার আকীদাহ আলোচনা করতে গিয়ে হাফেয সানাউল্লাহ আল-মাদানী বলেন,

وأما في الإجمال فإنه وإن انتسب للأشعرية في بعض كتاباته: فقد قيّده في الفضل المبين (رقم ١١) بقوله عن نفسه «ومختاره في العقيدة مذهب المتقدمين من الأشاعرة»، وفصّل مفهومه لذلك بأن أبا الحسن الأشعري رحمه الله استقر على مذهب الإمام أحمد وأهل الحديث في الاعتقاد، وأنه لا يؤول الصفات، وقال في رسالته في مناقب شيخ الإسلام ابن تيمية: «وهذا الذي حققناه هو مذهب الشيخ أبي الحسن الأشعري. أقرأني أبوطاهر المدني رضي الله عنه بخط أبيه، أن الشيخ أبا الحسن قال في كتابه: إني على مذهب أحمد في مسألة الصفات، وإن الله فوق العرش».

"মোটের উপর তিনি যদিও তার কোনো কোনো কিতাব আশ'আরী মতবাদের দিকে নিজেকে সম্পৃক্ত করতেন, যেমনটি তিনি তার 'আল-ফাদ্বলুল মুবীন' গ্রন্থে (পৃ. ১১) বলেছেন, 'আকীদাতে তার পছন্দনীয় মত হচ্ছে পূর্ববর্তী আশা'য়েরাদের মত।' তারপর তিনি সেটার ব্যাখ্যা করে বলেছেন, বস্তুত আবুল হাসান আল-আশ'আরী রাহিমাহুল্লাহ সবশেষে আকীদাহ'র ক্ষেত্রে ইমাম আহমাদের মত ও আহলুল হাদীসের মতের ওপর স্থিরভাবে অবস্থান করেছিলেন। তিনি শাইখুল ইসলাম ইবন তাইমিয়্যাহ রাহিমাহুল্লাহ'র মর্যাদা বর্ণনায় যে প্রবন্ধটি লিখেছিলেন সেটাতে বলেছেন, 'এতক্ষণ যা আমি বিশুদ্ধ বলে ঠিক করলাম সেটাই হচ্ছে আবুল হাসান আল-আশ'আরীর মত; আমাকে তা আবু ত্বাহের আল-মাদানী তার পিতা (ইবরাহীম কূওরানী) এর হস্তাক্ষর থেকে পড়ে শুনিয়েছেন যে, আমি আল্লাহর গুণের ক্ষেত্রে আহমাদ ইবন হাম্বলের মাযহাবে, আর আল্লাহ তা'আলা 'আরশের উপর রয়েছেন'।"[৭০৯]

- তাছাড়া তিনি তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ হুজ্জাতিল্লাহিল বালিগাহ গ্রন্থে আল্লাহর সিফাতের উপর একটি অধ্যায় রচনা করেছেন (১/১৩২-১৩৪), সেখানে তিনি আল্লাহ তা'আলার গুণাবলির ক্ষেত্রে সালাফদের নীতি অর্থাৎ এসব শব্দের অর্থের উপর ঈমান আনয়ন করে ধরন নির্ধারণ না করার কথাই বলেছেন। (যদিও অনেকে সেটাকে ভিন্নখাতে প্রবাহিত করার চেষ্টা করেছে।) তিনি বলেন,

«والصفات ليست بمخلوقات محدثات، والتفكر فيها إنما هو أن الحق كيف اتصف بها، فكان تفكرا في الخالق،

৭০৮. হুজ্জাতিল্লাহিল বালিগাহ (১/১৯৯); দীন সহজ অধ্যায়।

৭০৯. আল-ফাদ্বলুল মুবীন, ১১।

قال الترمذي في حديث «يد الله ملأى»: وهذا الحديث قال الأئمة نؤمن كما جاء من غير أن يُفسر أو يتوهم، هكذا قال غير واحد من الأئمة، منهم سفيان الثوري، ومالك بن أنس، وابن عيينة، وابن المبارك: إنه تروى هذه الأشياء ويؤمن بها، ولا يقال كيف.

"আল্লাহর গুণাবলিকে সৃষ্ট কিংবা নবসৃষ্ট বলা যাবে না। এর মধ্যে যত চিন্তা নিবদ্ধ হয়, কীভাবে আল্লাহ তা'আলা এসব গুণে গুণান্বিত হলেন। এর মাধ্যমেই মানুষ স্রষ্টার ব্যাপারে চিন্তায় পড়ে যায়। তিরমিযী 'আল্লাহর হাত পরিপূর্ণ' এর হাদীসের ব্যাপারে বলেন, এ হাদীসটির ব্যাপারে ইমামগণ বলেছেন, আমরা এর উপর যেভাবে এসেছে সেভাবে ঈমান আনব, সেটার কোনো ব্যাখ্যা দাঁড় করাবো না অথবা ধারণা নিয়ে অগ্রসর হবো না। এ রকমই বলেছেন একাধিক ইমাম, তাদের মধ্যে অন্যতম হচ্ছেন, সুফইয়ান আস-সাওরী, মালিক ইবন আনাস, ইবন 'উয়াইনাহ, ইবনুল মুবারক যে, এগুলো বর্ণনা করা হবে, এগুলোতে যা বলা হয়েছে সেটার ওপর ঈমান আনা হবে কিন্তু বলা যাবে না, তার ধরন কী?" শাহ ওয়ালীউল্লাহ আরও বলেন, অন্যত্র ইমাম তিরমিযী আরও বলেন, এ গুণাবলিকে যেভাবে এসেছে সেভাবে বুঝার মাধ্যমে চালিয়ে নেয়া তাশবীহ বা সাদৃশ্য স্থাপন নয়। সাদৃশ্য স্থাপন তো কেবল এটা বলা যে, সৃষ্টির শোনার মতো তাঁর শোনা, সৃষ্টির দেখার মতো তাঁর দেখা।"[৭১০]

এভাবে ইমাম শাহ ওয়ালীউল্লাহ আদ-দেহলাওয়ী রাহিমাহুল্লাহ স্পষ্ট করে ইমাম তিরমিযীর উল্লিখিত মতটি বর্ণনা করা ও তার বিরুদ্ধে কিছু না বলা এটাই প্রমাণ করে যে, তিনি সালফে সালেহীন ও ইমামগণের মতই তার মত নির্ধারণ করেছেন। কারণ, আমরা ইতোপূর্বে বিস্তারিত জেনেছি যে, ইমাম তিরমিযী সালাফদের পথের পথিক ছিলেন। তিনি এসব গুণের অর্থ সাব্যস্ত করতেন কিন্তু ধরন নির্ধারণ করতেন না।

- আরও যে জিনিসটি আমাদেরকে আমাদের শাইখ শাহ ওয়ালীউল্লাহ মুহাদ্দিস দেহলাওয়ী রাহিমাহুল্লাহর আল্লাহ তা'আলার নাম ও গুণ সম্পর্কিত বিশুদ্ধ নীতির পরিচয় করে দিবে তা হচ্ছে, শাইখ নিজে হাফেয ইবন হাজার আল-আসকালানী রাহিমাহুল্লাহ'র ফাতহুল বারী থেকে কেবল সে অংশটুকুই এনে দলীল হিসেবে পেশ করেছেন যা একেবারেই বিশুদ্ধ। তিনি বলেন,

وَقَالَ الْحَافِظ ابْن حجر: لم ينْقل عَن النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا عَن أحد من الصَّحَابَة من طَرِيق صَحِيح التَّصْرِيح بِوُجُوب تَأْوِيل شَيْء من ذَلِك وَلَا الْمَنْع من ذكره وَمن الْمحَال أَن يَأْمر الله نبيه بتبليغ مَا أنزل إِلَيْهِ من ربه، وَينزل عَلَيْهِ: ﴿الْيَوْم أكملت لكم دينكُمْ﴾ .ثمَّ يتْرك هَذَا الْبَاب فَلَا يُمَيّز مَا يجوز نسبته إِلَيْهِ تَعَالَى مِمَّا لَا يجوز مَعَ حثه على التَّبْلِيغ عَنهُ بقوله: « ليبلغ الشَّاهِد الْغَائِب » حَتَّى نقلوا أَقْوَاله وأفعاله وأحواله وَمَا فعل بِحَضْرَتِهِ، فَدلَّ على أَنهم اتَّفقُوا على الْإِيمَان بِهِ على الْوَجْه الَّذِي أَرَادَ الله تَعَالَى مِنْهَا،وَأوجب تنزيهه عَن مشابهات الْمَخْلُوقَات بقوله: ﴿لَيْسَ كمثله شَيْء﴾. فَمن أوجب خلاف ذَلِك بعدهمْ، فقد خَالف سبيلهم.

৭১০. হুজ্জাতিল্লাহিল বালিগাহ (১/১২৩)।

"আর হাফেয ইবন হাজার (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে, তাঁর কোনো একজন সাহাবী থেকে, বিশুদ্ধভাষায় সুস্পষ্টভাবে এসব গুণাবলির ব্যাখ্যা করা ওয়াজিব হওয়ার কোনো কিছু বর্ণিত হয়নি। অনুরূপভাবে তাদের থেকে এসব ভাষ্য বর্ণনা করতেও নিষেধ করা হয়নি। আর এটা অসম্ভব যে আল্লাহ তা'আলা তাঁর নবীকে তাঁর ওপর যা নাযিল করা হয়েছে তা বর্ণনা করার নির্দেশ দিবেন, তাঁর ওপর নাযিল হচ্ছে, "আজকের দিনে আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দীনকে পূর্ণ করে দিলাম", তারপর তিনি এ অধ্যায়টি বর্ণনা ও প্রচার না করে ছেড়ে দিবেন, তিনি আল্লাহর দিকে কী সম্পর্কযুক্ত করা জায়েয হবে আর কী সম্পর্কযুক্ত করা জায়েয হবে না সেটার মধ্যে পার্থক্য করে দিবেন না (এটা হতে পারে না)। অথচ তিনিই বলেছেন, তোমাদেরে মধ্যে যারা উপস্থিত তারা যেন অনুপস্থিত যারা তাদেরকে তা পৌঁছিয়ে দেয়। সে কারণে সাহাবায়ে কেরাম তাঁর যাবতীয় কথা, কাজ, অবস্থা ও তাঁর সামনে সংঘটিত হওয়া বিষয়াদি এসবই যথাযথভাবে বর্ণনা করেছেন, এসবই প্রমাণ করে যে, তাঁরা সবাই একমত হয়েছেন যে, (গুণাবলি সংক্রান্ত) এসব ভাষ্যের অর্থের ওপর ঈমান আনতে হবে, তবে এটা বলতে হবে যে, এর প্রকৃত অবস্থা কেবল আল্লাহ তা'আলা যেভাবে চেয়েছেন সেভাবেই; সাথে সাথে তারা এ বিষয়েও একমত হয়েছেন যে, আল্লাহ তা'আলাকে তাঁর সৃষ্টির সাথে সাদৃশ্য সাব্যস্ত করা থেকে পবিত্র করা বাধ্যতামূলক; কারণ আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, "তাঁর মতো কোনো কিছু নেই"। সুতরাং তাদের (নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম, সাহাবায়ে কিরাম, তাবে'য়ীনে 'ইযাম, আয়িম্মায়ে মুজতাহিদীনের) পরে যে কারও ওপর নতুন করে কোনো কিছু বাধ্য করবে সে তাদের মত ও পথের বিরোধী হলো।"[৭১১]

সুতরাং আমরা দেখতে পেলাম কত সুন্দর করে তিনি সালাফে সালেহীনের অনুসরণ করার জন্য সালাফে সালেহীনের সঠিক পথ কোনটি, কেন তা তা'ওয়ীল নয়, কেন তাফওয়ীদ্ব নয়, তা তুলে ধরেছেন। আর কত সুন্দর করে সে মূল্যবান কথাটিকেই নিয়ে আসতে সমর্থ হয়েছেন যা ইমাম ইবন হাজার রাহিমাহুল্লাহ'র কথার মধ্যে বালিরাশি থেকে মূল্যবান মুক্তো আলাদা করে আনার মতো। কারণ আমরা জানি যে, ইমাম ইবন হাজার আল-আসকালানী রাহিমাহুল্লাহ তার ফাতহুল বারীতে জাহমিয়্যাহ, মু'তাযিলা, আশ'আরিয়া সকল শ্রেণির কথাই তুলে ধরেছেন এবং নিজে বিভিন্ন অবস্থানে ছিলেন। কিন্তু তাঁর সে গ্রন্থ থেকে আমাদের ইমাম শাহ ওয়ালীউল্লাহ আদ-দেহলাওয়ী রাহিমাহুল্লাহ যখন কেবল সালাফে সালেহীনের কথাটুকুই নিয়ে আসেন, তখন বুঝতে হবে ইমাম দেওলাওয়ী সঠিক কথাটিকে সমুদ্র সিঞ্চন করে মুক্তা আনার কাজটি করেছেন। না হলে ইবন হাজারের নিয়ে আসা অন্য বক্তব্য না এনে কেবল বাছাই করে সালাফে সালেহীনের আকীদাহ'র অংশটুকু কেন আনবেন?

- তারপরই শাহ সাহেব রাহিমাহুল্লাহ বলেন,

أَقُول لَا فرق بَين السّمع وَالْبَصَر وَالْقُدْرَة والضحك وَالْكَلَام والاستواء فَإِن الْمَفْهُوم عِنْد أهل اللِّسَان من كل ذَلِك غير مَا يَلِيق بجناب الْقُدس، وَهل فِي الضحك اسْتِحَالَة إِلَّا من جِهَة أَنه يَسْتَدْعِي الْفَم، وَكَذَلِكَ الْكَلَام؟ وَهل فِي الْبَطْش وَالنُّزُول اسْتِحَالَة إِلَّا من جِهَة أَنَّهُمَا يستدعيان الْيَد وَالرجل؟ وَكَذَلِكَ السّمع وَالْبَصَر

৭১১. দেহলাওয়ী, হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগাহ (১/১২৪); ইবন হাজার, ফাতহুল বারী (১৩/৩৯০)।

يستدعيان الْأذن وَالْعين، وَالله أعلم.

واستطال هَؤُلَاءِ الخائضون على معشر أهل الحَدِيث، وسموهم مجسمة ومشبهة، وَقَالُوا هم المتسترون بالبلكفة، وَقد وضح عَليّ وضوحا بَينا أَن استطالتهم هَذِه لَيست بِشَيْء وانهم مخطئون فِي مقالتهم رِوَايَة ودراية وخاطئون فِي طعنهم أَئِمَّة الْهدى.

وتفصيل ذَلِك أَن هَهُنَا مقامين: أَحدهمَا أَن الله تبَارك وَتَعَالَى كَيفَ اتصف بِهَذِهِ الصِّفَات، وَهل هِيَ زَائِدَة على ذَاته أَو عين ذَاته؟ وَمَا حَقِيقَة السّمع وَالْبَصَر وَالْكَلَام وَغَيرهَا؟ فَإِن الْمَفْهُوم من هَذِه الْأَلْفَاظ بَادِي الرَّأْي غير لَائق بجناب الْقُدس.

وَالْحق فِي هَذَا الْمقَام أَن النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لم يتَكَلَّم فِيهِ بِشَيْء، بل حجر أمته عَن التَّكَلُّم فِيهِ والبحث عَنهُ فَلَيْسَ لأحد أَن يقدم على مَا حجره، وَالثَّانِي أَنه أَي شَيْء يجوز فِي الشَّرْع أَن نصفه تَعَالَى بِهِ وَأي شَيْء لَا يجوز أَن نصفه بِهِ، وَالْحق أَن صِفَاته وأسماءه توقيفيه بِمَعْنى أَنا وَإِن عرفنَا الْقَوَاعِد الَّتِي بنى الشَّرْع بَيَان صِفَاته تَعَالَى عَلَيْهَا كَمَا حررنا فِي صدر الْبَاب، لَكِن كثيرا من النَّاس لَو أُبِيح لَهُم الْخَوْض فِي الصِّفَات لضلوا، وأضلوا، وَكثير من الصِّفَات وَإِن كَانَ الْوَصْف بهَا جَائِزا فِي الأَصْل، لَكِن قوما من الْكفَّار حملُوا تِلْكَ الْأَلْفَاظ على غير محملها. وشاع ذَلِك فِيمَا بَينهم، فَكَانَ حكم الشَّرْع النَّهْي عَن استعمالها دفعا لتِلْك الْمفْسدَة، وَكثير من الصِّفَات يُوهم اسْتِعْمَالهَا على ظواهرها خلاف المُرَاد، فَوَجَبَ الِاحْتِرَاز عَنْهَا فلهذه الحِكَم جعلهَا الشَّرْع توقيفية، وَلم يبح الْخَوْض فِيهَا بِالرَّأْيِ.

"আমি বলব, আল্লাহ্ তা'আলার গুণ শোনা, দেখা, ক্ষমতা, হাসা, কথা বলা, 'আরশের উপর উঠা এগুলো সাব্যস্ত করার ক্ষেত্রে কোনো পার্থক্য নেই। কারণ সাধারণ ভাষাভাষীরা এসব শব্দ থেকে কেবল যা আল্লাহর সাথে উপযুক্ত নয় তা-ই বুঝে নেয়। (অর্থাৎ যদি তারা যা তাঁর জন্য উপযুক্ত সেভাবে তাঁর জন্য এ গুণাবলি সাব্যস্ত হবে বলতো, তবে তো কোনো সমস্যা হতো না)। (তাদের জন্য যা উপযোগী তার ওপর আল্লাহকে কিয়াস করার কারণে) তাদের কাছে আল্লাহর হাসা এজন্যই কি সমস্যা নয় যে, এটার জন্য তো মুখ লাগে? অনুরূপভাবে কথা বলার বিষয়টিও? অনুরূপ আল্লাহর পাকড়াও করা, অনুরূপ আল্লাহর অবতরণ করা এগুলো কি তাদের কাছে এজন্য অসম্ভব নয় যে, এগুলো সাব্যস্ত করতে গেলে হাত বা পা লাগে? অনুরূপ শোনা ও দেখার জন্যও তো কান ও চোখ লাগে। (যদি সৃষ্টির ওপর কিয়াস না করে তারা সেটাকে যেভাবে আল্লাহর জন্য উপযোগী সেভাবে সাব্যস্ত করতো তাহলে তো সমস্যা ছিল না।) আল্লাহই ভালো জানেন।

(আল্লাহর গুণ অস্বীকারকারী) এসব অনর্থক বাড়তি আলাপ-আলোচনাকারী গোষ্ঠী হাদীস শাস্ত্রবিদ মুহাদ্দিসদের ওপর তাদের আক্রমণ শানিত করেছে, তাদেরকে দেহবাদী ও সাদৃশ্যবাদী নামে নামকরণ করেছে। আরও বলেছে, এরা 'বালকাফাহ'র মাধ্যমে নিজেদেরকে আচ্ছাদিত করে রেখেছে। আমার কাছে সুস্পষ্টভাবে এটা প্রকাশ হয়েছে যে, আহলুল হাদীস

> বা হাদীসের অনুসারীদের ওপর এ গোষ্ঠীর অযাচিত এসব আক্রমণ কিছুই না (একেবারেই অগ্রহণযোগ্য)। বস্তুত হাদীস বিশারদদের বিরুদ্ধে এ গোষ্ঠীর বলা কথাগুলো সবই ভুল, বর্ণনার দিক থেকেও তারা ভুলে নিমজ্জিত, আর বুঝের দিক থেকেও দৈন্যতায় নিপতিত। আর হিদায়াতের ইমামগণের ওপর যেসব দোষ দিচ্ছে, সেসবে এসব অনর্থক বাড়তি আলোচনাকারী লোকেরাই ভুলের ওপর রয়েছে।

এর বিস্তারিত বর্ণনা হচ্ছে, এখানে দু'টি স্থান রয়েছে: (যেখানে এসব বাড়তি আলোচনাকারী লোকেরা ভুল করেছে)

প্রথমটি হচ্ছে, আল্লাহ তা'আলা এসব গুণে কীভাবে গুণান্বিত হলেন তার ধরন নির্ধারণ, এ গুণাবলি তাঁর সত্তার চেয়ে বাড়তি কিছু কিনা? আল্লাহর শোনা, দেখা ও কথা বলা ইত্যাদির হাকীকত কী? কারণ এসব গুণের বুঝ বাহ্যিক দৃষ্টিতে পবিত্রতম সত্তার মর্যাদার সাথে উপযোগী নয়। এখানে সত্য কথা হচ্ছে, নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ গুণের ধরন সম্পর্কে কোনো কথা বলেননি। বরং উম্মতকে এসবের ধরন খোঁজার ব্যাপারে কথা বলতে, গবেষণা করতে নিষেধই করেছেন। সুতরাং যা রাসূল নিষেধ করেছেন কারও জন্য সেটা খুঁজতে অগ্রণী হওয়ার অনুমতি নেই।

আর দ্বিতীয়টি হচ্ছে, কোন জিনিসটি দিয়ে শরী'আত মোতাবেক আমরা আল্লাহকে গুণান্বিত করা জায়েয হবে, আর কোন জিনিস দিয়ে আল্লাহকে গুণান্বিত করা জায়েয হবে না, তা নির্ধারণ করা। এখানে সত্য কথা হচ্ছে, আল্লাহর গুণসমূহ ও নামসমূহ তাওকীফী বা (আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের জানানো নির্ভর), অর্থাৎ আমরা যদিও শরী'আতে এগুলোর বর্ণনা করার জন্য যে নীতিমালা নির্ধারণ করে দেয়া হয়েছে তা জানতে পেরেছি, যেমনটি আমরা এ অধ্যায়ের শুরুতে আলোচনা করেছি। কিন্তু এমন বহু মানুষ আছে তাদেরকে যদি এসব গুণ (যা কুরআন-হাদীস নির্ভর নয়) তা চিন্তা করে সাব্যস্ত করতে বলা হয়, তবে তারা পথভ্রষ্ট হয়ে যাবে অপরকেও পথভ্রষ্ট করবে; যদিও এসব গুণ (যা কুরআন ও হাদীসে আসেনি তা) দিয়ে গুণান্বিত করা মৌলিকভাবে জায়েয। কিন্তু কাফিরদের কিছু লোক এ শব্দগুলোকে (অপব্যাখ্যা করে) এমন অর্থে নিয়ে গেছে যা কখনও এগুলোর সঠিক অর্থ নয়, আর তাদের মধ্যে এসব ভুল গুণাবলি প্রচুর প্রসারও পেয়েছে। তাই শরী'আতের বিধান হলো তাদের দ্বারা (কুরআন ও হাদীসে যা আসেনি) তা ব্যবহার করা থেকে নিষেধ করা; সেটা ব্যবহারের সমূহ ফাসাদ থেকে মুক্ত থাকার জন্য। তাছাড়া (তাদের দ্বারা প্রদান করা) সেসব গুণের প্রকাশ্য অর্থের ব্যবহার কখনও কখনও তার উদ্দিষ্ট অর্থের বিপরীতও মনে হতে পারে, তাই সেসব (নিজেদের দেয়া গুণাবলি) থেকে অবশ্যই বেঁচে থাকতে হবে। এসব হিকমতের কারণেই শরী'আত সেসব গুণাবলিকে তাওকীফী অর্থাৎ আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের জানিয়ে দেয়ার ওপর নির্ভর জিনিস হিসেবে ঘোষণা করেছে, সেগুলোতে (নিজেদের) মত দিয়ে সাব্যস্ত করার নীতিকে জায়েয করেনি।"[৭১২]

সুবহানাল্লাহ! শাইখ যেন বর্তমান যামানার আশ'আরী মাতুরিদীদের দ্বারা সঠিক আকীদাহ'র অনুসারী, আহলুস সুন্নাহ, আসহাবুল হাদীসের ওপর যেসব আক্রমণ হয় সেটাই বর্ণনা করছেন। তারা সঠিক আকীদাহ'র অনুসারীদেরকে দেহবাদী, সাদৃশ্যবাদী বলতে মোটেও পিছপা হয় না। আরেকটি বিষয় খুবই প্রণিধানযোগ্য, তা হচ্ছে, সহীহ আকীদাহ'র লোকেরা আল্লাহর গুণের

---

৭১২. দেহলাওয়ী, হুজ্জাতিল্লাহিল বালিগাহ (১/১২৪)।

ব্যাপারে সবসময় বলে আসছে একটি নীতির কথা, তা হচ্ছে অর্থ জানি, ধরন জানি না। এটার আরবী নাম "বিলা কাইফ"। এটাকে আশ'আরী, মাতুরিদী ও এ জাতীয় লোকেরা বিকৃত করে বলে 'বালকাফাহ'। শাইখ এখানে সহীহ আকীদাহ'র পক্ষ নিয়ে তাদের দ্বারা সহীহ আকীদাহ'র লোকদের ওপর যে মিথ্যা ও অযাচিত আচরণ করা হয় সেটার সমুচিত উত্তর দিয়েছেন।

- তাছাড়া ইমাম অন্যত্র বলেছেন,

والتشبيه عبارة عن إثبات الصفات البشرية (أو أي صفة من صفات المخلوقين) لله - تعالى - فكانوا يقولون مثلا: إن الملائكة بنات الله، وأن يقبل شفاعة عباده ولو لم يرض بها كما يفعل الملوك - أحيانا - مع الامراء الكبار وحكام الولايات، وإنهم - لما لم يستطيعوا إدراك السمع والبصر حسبما يليق بشأن الألوهية - قاسوهما على أسماعهم وأبصارهم، ووقعوا في التجسيم.

"সাদৃশ্য নির্ধারণ বলতে বুঝায়, মানবীয় কোনো গুণ আল্লাহর জন্য সাব্যস্ত করা, যেমন বলা, ফিরিশতাগণ আল্লাহর কন্যা এবং তিনি বান্দাদের শাফা'আত কবুল করবেন যদিও সে শাফা'আতে তিনি সন্তুষ্ট নন, যেমনটি রাজা-বাদশাহ'রা কখনও কখনও করে থাকে বড় বড় আমীরদের সাথে এবং বিভিন্ন প্রদেশের শাসকদের সাথে, অনুরূপ যখন তারা আল্লাহর শোনা ও দেখাকে 'আল্লাহর উলুহিয়্যাতের সাথে যেভাবে উপযুক্ত সেভাবে' সাব্যস্ত না করে সে গুণ দুটোকে তাদের নিজেদের শোনা ও দেখার ওপর কিয়াস করে নেয়, আর এভাবেই তারা আল্লাহর জন্য দেহ সাব্যস্ত করার মধ্যে পড়ে গেল।"[৭১৩] এখানে তিনি বুঝিয়েছেন যে, তাশবীহ বা সাদৃশ্য স্থাপন তখনই হয় যখন কেউ আল্লাহর শোনা ও দেখাকে নিজেদের শোনা ও দেখার সাথে তুলনা করে, আল্লাহ তা'আলার শানের সাথে উপযোগী করে সাব্যস্ত না করে। আর এটাই সালাফদের বক্তব্য, এতে কোনো সন্দেহ নেই।

- ইমাম দেহলাওয়ী রাহিমাহুল্লাহ 'আল-ফাউযুল কাবীর' গ্রন্থের অন্যত্র আল্লাহর গুণসমূহ বুঝা যে অত্যন্ত সহজ, তা যে বেদুঈন ও সাধারণ লোক হতে শুরু করে সবাই বুঝতে পারত, আর তা বুঝতে যে ইলমুল কালাম ও দর্শনশাস্ত্র পড়া লাগে না তা বর্ণনা করে বলেন,

وضوح القرآن الكريم في بيان الصفات:

من المعلوم أن نزول القرآن الكريم إنما كان إصلاح النفوس البشرية، وتهذيب معاشر الناس سواء كانوا عرباً أو عجماً، بدواً أو حضراً، ولذلك اقتضت الحكمة الإلهية أن لا يخاطب الناس في «التذكير بآلاء الله» إلا ما تسعه معلوماتهم، وتحيط به مداركهم، وأن لا يخوض في البحوث الدقيقة والتحقيقات النادرة، فقد تعرض القرآن الكريم للأسماء والصفات الإلهية بطريقة واضحة سهلة، يدركها جميع أفراد البشر بفطرتهم، وبمداركهم التي أودعت في أصل خلقهم من دون حاجة إلى ممارسة الفلسفة الإلهية، أو علم الإلهيات وعلم الكلام.

৭১৩. আল-ফাউযুল কাবীর, পৃ. ৩৭-৩৮।

"আল-কুরআনুল কারীম আল্লাহ তা'আলার গুণ বর্ণনায় স্পষ্ট পদ্ধতি অবলম্বন করেছে।

জানা কথা যে, আল-কুরআনুল কারীম মানুষের অন্তরকে পরিশুদ্ধ করার জন্য এবং সব রকমের মানুষ, আরব, অনারব, বেদুঈন ও শহুরে সকলকে পরিশুদ্ধ-পরিপাটি করার জন্য অবতরণ করা হয়েছে। তাই আল্লাহর প্রজ্ঞার চাহিদা হচ্ছে মানুষদেরকে তাঁর 'নি'আমত স্মরণ করার' ব্যাপারে সম্বোধন কেবল সেটা দিয়েই করবেন যা তাদের জ্ঞান ধারণ করতে পারে আর যা তাদের জ্ঞানের পরিধির পরিসীমায় থাকবে। সেখানে যেন কোনো প্রকার সূক্ষ্ম গবেষণা কিংবা বিরল ব্যাখ্যার প্রতি তারা প্রবিষ্ট না হয়। সে জন্যই কুরআনুল কারীম আল্লাহর নাম ও গুণের ব্যাপারে প্রকাশ্য, সহজ ও সরল পদ্ধতির দিকে তাদেরকে পথনির্দেশ করেছে যা প্রতিটি মানুষ তার স্বভাবজাত প্রকৃতি দিয়ে বুঝতে পারে, আর সে জ্ঞানের মাধ্যমেই বুঝতে পারে যা মহান রব তাদের সৃষ্টির সময় তাদের মধ্যে আমানত হিসেবে দিয়েছেন। তা বুঝার জন্য কোনো ফালসাফা ইলাহিয়্যাহ অথবা ইলমুল ইলাহিয়্যাহ কিংবা ইলমুল কালামের দ্বারস্থ করেননি।"[৭১৪]

- আল-ফাওযুল কাবীর গ্রন্থের অন্যত্র তিনি আল্লাহর গুণাবলির ক্ষেত্রে কুরআনুল কারীমের বর্ণনাশৈলী উল্লেখ করতে গিয়ে কেন সেটাকে সহজ করে বুঝের মধ্যে রাখা হয়েছে, কিন্তু সেটাতে কেন অবশ্যই আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের পক্ষ থেকে জানিয়ে দেয়ার ওপর নির্ভর করতে হবে তা বর্ণনা করে বলেন,

الصفات الإلهية في القرآن:

ثم لما كان إثبات الصفات الإلهية بذكر كنهها وحقائقها ودقيق مسائلها مستحيلاً في حقهم، وكان تركهم من دون إطلاع على هذه الصفات الإلهية يحرمهم من معرفة الربوبية - التي هي أنفع وسيلة في تهذيب النفوس البشرية - كان حكمة الله - تعالى - وهو أحكم الحاكمين - أن يختار من الصفات البشرية التي نعهدها ونشاهدها والتي نتمادح بها ونفتخر بالتحلي بها، صفات كريمة عديدة تستعمل لأداء معان غامضة دقيقة لا تبلغ جلالها وعظمتها عقول البشر، ثم يجعل قوله الفصل: لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ ترياقاً لداء الجهل العضال، وعلاجاً لقلة البصر والإدراك، ونهى عن استعمال تلك الصفات البشرية التي يخشى منها جموح الأوهام والظنون نحو العقائد الباطلة كإثبات الولد، والبكاء، والجزع وما إلى ذلك.

خطر الخوض في الصفات بدون توقيف:

وإذا أنعمت النظر وتأملت مسألة الصفات الإلهية بدقة تجلى لك أن خطوات الإنسان على درب علمه الفطري غير المكتسب، وتمييزه للصفات التي يجوز أن تنسب إلى الله - تعالى - ولا يقع فيها خلل، عن الصفات التي يؤدي استعمالها إلى الأوهام الباطلة والعقائد المنحرفة، أمر دقيق خطير للغاية لا يصل غوره ولا يكتنه كنهه جمهور الناس، ولذلك قرر أن يكون علم الصفات الإلهية توقيفياً، ولا يسمح بالبحث والكلام بحرية وإطلاق.

৭১৪. আল-ফাওযুল কাবীর পৃ. ৬৩।

"কুরআনে আল্লাহর গুণাবলি:

তারপর যখন আল্লাহর গুণাবলি সাব্যস্ত করা, সেগুলোর প্রকৃত তথ্য, বাস্তব অবস্থা ও সেগুলোর সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিষয়াদি তাদের জন্য জানা অসম্ভব, আবার তাদেরকে আল্লাহর গুণাবলি সম্পর্কে কিছু না জানতে দিলে তারা আল্লাহর রুবুবিয়াতের পরিচয় থেকে মাহরূম হয়ে যাবে, যা মানব মনকে বিশুদ্ধ করার সবচেয়ে উপকারী মাধ্যম, তাই আল্লাহর হিকমতের দাবি হলো যে, -আর তিনি সকল প্রজ্ঞাবানদের চেয়ে উত্তম প্রজ্ঞাবান- মানুষের গুণাবলির মধ্যে সেগুলো তাঁর নিজের জন্য বর্ণনা করেছেন, যা আমরা চিনি, যা আমরা দেখি, যার দ্বারা আমরা পরস্পর প্রশংসা করি, যে গুণগুলো থাকলে আমরা গর্ব করি, এ রকম বিবিধ সম্মানিত গুণগুলো বর্ণনা করেছেন, যা দিয়ে তিনি সূক্ষ্ম, অপ্রকাশক অর্থ প্রকাশ করেছেন, যার মর্যাদা ও বড়ত্ব বুঝার ক্ষমতায় কোনো মানুষের বিবেকের যুক্তি পৌঁছতে পারে না। তারপর তিনি সেগুলোর জন্য একটি ফয়সালামূলক বাক্য বলে দিয়েছেন, 'তাঁর মত কোনো কিছু নেই' যাতে করে সে মারাত্মক অজ্ঞতার রোগ থেকে বাঁচার জন্য মহৌষধ হিসেবে, নিজের দেখা ও আয়ত্ব করার স্বল্পতা থেকে মুক্তির জন্য তা ব্যবহার করতে পারে। আর যাতে মানুষের গুণের মতো কোনো গুণ, যা তার ধারণার ওপর প্রভাব বিস্তার করতে পারে এমন কোনো বাতিল আকীদায় পতিত হওয়া থেকে নিষেধ করে দিয়েছেন, যেমন কেউ তার জন্য সন্তান, বা ক্রন্দন ইত্যাদি সাব্যস্ত না করে বসে।

আল্লাহ ও তাঁর রাসূল থেকে প্রাপ্ত (তাওক্বীফ নির্ভর) না হয়ে আল্লাহর গুণ সাব্যস্ত করার বিপদ:

আর যদি আপনি আল্লাহর গুণাবলি নিয়ে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্মভাবে ভালো করে চিন্তা করেন ও গবেষণা করেন তাহলে আপনার কাছে স্পষ্ট হবে যে, মানুষ তার অনর্জিত স্বভাবজাত গুণের মাধ্যমে অগ্রসর হয়ে আল্লাহর দিকে কোন কোন গুণ সম্পৃক্ত করা যাবে, যা সম্পৃক্ত করলে কোনো ত্রুটিতে পড়বে না, আর তাঁর জন্য কোন কোন গুণ ব্যবহার করলে বাতিল চিন্তা ও বিকৃত আকীদায় পড়ে যাবে এ দু'য়ের মধ্যে পার্থক্য করা অত্যন্ত সূক্ষ্ম ও মারাত্মক সমস্যাসঙ্কুল স্থান। যার গভীরে পৌঁছা তার জন্য সম্ভব নয়, যার প্রকৃত রহস্য ভেদ করা সকলের জন্য সম্ভবপর নয়। এজন্য রাব্বুল আলামীন সিদ্ধান্ত দিয়েছেন যে, আল্লাহর গুণের বিষয়টি তাওক্বীফী (আল্লাহ ও তাঁর রাসূল কর্তৃক জানানো হতে) হবে, এগুলোতে পরিপূর্ণ স্বাধীনভাবে গবেষণা কাজ ও চিন্তা চলবে না।"[৭১৫]

মোটকথা, শাইখ শাহ ওয়ালীউল্লাহ আদ-দেহলাওয়ী রাহিমাহুল্লাহ আল্লাহর নাম ও গুণের ক্ষেত্রে খাঁটি সালাফে সালেহীনের আকীদায় ছিলেন। কালামশাস্ত্রবিদদের ভুলসমূহ তিনি যথাযথভাবে উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। তাই তিনি বলেন যে তিনি প্রাচীন আহলুস সুন্নাহ'র আকীদায় বিশ্বাসী।[৭১৬]

- আর যদি আমরা ইমাম শাহ ওয়ালীউল্লাহ আদ-দেহলাওয়ী রাহিমাহুল্লাহ লিখিত অনুবাদ দেখি, তাহলে আমরা স্পষ্ট এটা দেখতে পাই যে, তিনি "ইস্তেওয়া আলাল 'আরশ" কুরআনে কারীমের সর্বত্র অর্থ করেছেন, باز مستقر شد بر عرش যার অর্থ, "তারপর তিনি 'আরশের উপরে অবস্থান করলেন।"[৭১৭]

৭১৫. আল-ফাওযুল কাবীর (৬৪-৬৫)।

৭১৬. আত-তাফহীমাত (২/২৪০)।

৭১৭. দেহলাওয়ী, ফাতহুর রহমান পৃ. ১৬০-১৬১।

- অনুরূপভাবে তিনি তাঁর তা'ওয়ীল আহাদীস গ্রন্থে বলেন,

«واعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبح لنا بشيء من باب التفكر في الذات بل نهانا عنه،... فدخل في النهي مباحث الصفات، أعني حقائق صفاته تعالى وكيفية اتصافه بها، [مثل] أن السمع والبصر هما غير العلم أو عين العلم، والكلام نفسي أو شيء آخر، وعلى هذا القياس. اللهم أشياء وجد النبي نفوس العرب والعجم تدركها، وتصف الرب بها من تعظيم أو تقديس، وتنزيه وتشبيه لقدرته على الخلق بسياسة الملك ونحو ذلك، حيث رآهم لا يكمل لهم كمالهم إلا بمعرفتها، ووجدهم لا ينفكون عن وصف الرب بها في قرن من القرون. فينبئ التذكير بأيام الله وآلائه عليها واستعملها في كلامه كما يستعملون لم يشتغل لشرح حقائقها واكتناه كنهها، ولم يتكعكع عن استعمال التشبيهات كاليد والرجل والضحك، ومضى على ذلك القرون المشهود لها بالخير. ثم نشأ ناس يسمون أنفسهم أهل السنة، والسنة عنهم بمراحل، فيكلفوا ما لا يعنيهم وما لم يأت به نبيهم. فيا لهم من مصيبة عمت فأعمت، والله المستعان.

"আর জেনে রাখ, আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের জন্য আল্লাহর সত্তাতে চিন্তা করার কোনো কিছুই জায়েয করেননি। বরং তিনি তা থেকে আমাদেরকে নিষেধ করেছেন।... এ নিষেধাজ্ঞার ভেতরে প্রবেশ করেছে সিফাত বা আল্লাহর গুণাবলি বিষয়ক অধ্যায়ও। অর্থাৎ আল্লাহর সিফাত বা গুণাবলির প্রকৃত স্বরূপ, সেগুলো দ্বারা তাঁর গুণান্বিত হওয়ার ধরন। [যেমন] শোনা ও দেখা এ দু'টি কি জ্ঞান ছাড়া অন্যকিছু নাকি জ্ঞানই? আল্লাহর কালাম কি কালামে নাফসী নাকি অন্য কিছু? অনুরূপ আরও যা যা তারা বলে থাকে, (এসবই প্রকৃত অবস্থান জানার প্রচেষ্টা, যা নিষিদ্ধ) তবে সেসব জিনিস অবশ্যই নিষিদ্ধ নয়, যেগুলো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম দেখেছেন যে, আরব ও অনারব সবার অন্তরে তা স্বভাবতই সহজে ধারণ করতে পারে, আর রবকে সেগুলোতে গুণান্বিত করার মাধ্যমে রবের সম্মান অথবা মর্যাদা, পবিত্রতা, সৃষ্টির ওপর তাঁর ক্ষমতা বুঝায়, রাজার রাজত্ব পরিচালনাজনিত কর্মকাণ্ড ইত্যাদি দিয়ে তিনি আল্লাহকে গুণান্বিত করতেন। কারণ তিনি দেখেছেন যে, রব সম্পর্কে তাদের জ্ঞানের পূর্ণতা কেবল এগুলো জানার মাধ্যমেই লাভ হতে পারে। তিনি আরও দেখেছেন, যুগ যুগ ধরে সেগুলো দ্বারা রবকে গুণান্বিত করা থেকে কেউ মুক্ত করেনি। তাই তিনি বান্দাদের ওপর আল্লাহর আযাব-গযবের দিনগুলোর স্মরণ করানো, তাদের ওপর তাঁর নি'আমতসমূহ স্মরণ করানোর জন্য এ গুণগুলো দিয়ে আল্লাহ সম্পর্কে জানাতেন। আর তিনি তাঁর কথা-বার্তায়, বাণী ও কালামে তা ব্যবহার করতেন, যেভাবে ইতোপূর্বে তা ব্যবহৃত হয়ে এসেছে। তিনি কখনো সেসব গুণের ব্যাখ্যা ও সেগুলোর প্রকৃত রহস্য ব্যাখ্যায় রত হননি। হাত, পা, হাঁসি এ ধরনের সাদৃশ্য ব্যবহার করতে তিনি কখনো বিরত হননি, দ্বিধা করেননি। আর এর ওপরই চলে গেছে সেসব প্রজন্ম যাদের কল্যাণের ওপরে হওয়ার বিষয়টি সাক্ষ্য দ্বারা প্রমাণিত। তারপর কিছু লোকের আবির্ভাব ঘটেছে যারা নিজেদেরকে 'আহলুস সুন্নাহ' দাবি করেছে, অথচ সুন্নাহ তাদের থেকে যোজন দূরত্বে, তারা এমন সব বিষয়ে নিজেদেরকে জোর করে নিয়োজিত করেছে যা অর্থহীন, তাদের কোনো কাজে লাগবে না আর এমন সব জিনিসের

আমদানী ঘটিয়েছে যা তাদের নবী নিয়ে আসেননি। হায়! আফসোস, এর চেয়ে বড় বিপদ আর কী হতে পারে, যা ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়েছে, আর সে ব্যাপকতা সবাইকে অন্ধ বানিয়ে দিয়েছে। আল্লাহই একমাত্র সাহায্যকারী।"(৭১৮)

সুবহানাল্লাহ, কী সুন্দর করে শাইখ শাহ ওয়ালীউল্লাহ দেহলাওয়ী রাহিমাহুল্লাহ এখানে আল্লাহর গুণাবলির ব্যাপারে তার বক্তব্য তুলে ধরেছেন। তিনি বলতে চেয়েছেন যে,

১- এ গুণাবলি দ্বারাই আল্লাহকে চেনা যাবে। এগুলো ছাড়া আল্লাহর মা'রেফত বা সত্যিকারের পরিচয় কেউ লাভ করতে পারবে না।

২- রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম চেয়েছেন এর মাধ্যমেই আল্লাহর পরিচয় তুলে ধরতে।

৩- যে জিনিসটি নিয়ে আলোচনা করতে নিষেধ করেছেন তা হচ্ছে শুধু সে গুণাবলির প্রকৃত ধরন।

৪- আল্লাহর গুণাবলির ক্ষেত্রে নিষিদ্ধের অন্যতম উদারহণ হচ্ছে আল্লাহর শোনা ও দেখা নিয়ে এমন চিন্তা করা যে, সেগুলো কী জ্ঞানের অর্থে নাকি অন্য অর্থে? অনুরূপ আল্লাহর কালাম সেটা কী কালামে নাফসী নাকি অন্য কিছু? এ জাতীয় প্রশ্নই তো নিষিদ্ধ। স্বাভাবিকভাবে এগুলোর অর্থ বুঝা ও সেগুলোকে চালিয়ে নিয়ে যাওয়াতে কোনো নিষিদ্ধতা নেই।

৫- আল্লাহর 'আযাব, গযব, শান্তি ও নিরাপত্তার বিষয়ে এ গুণাবলির মাধ্যমে যুগ যুগ ধরে রাসূলগণ জানিয়েছেন, আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামও তাঁর উম্মতকে সেগুলোর মাধ্যমে তা জানিয়েছেন।

৬- রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বুঝেছিলেন যে, আরব হোক বা অনারব তাদের এ গুণাবলি বুঝতে কোনো বেগ পেতে হবে না।

৭- আগের নবী-রাসূলগণও নির্দ্বিধায় এসব গুণাবলি তাদের কথাবার্তায় ব্যবহার করতেন, যুগ যুগ ধরে তা ব্যবহৃত হয়েছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামও তাঁর কথা-বার্তায় এ গুণাবলি ব্যবহার করতে কোনো প্রকার অস্বস্তি কিংবা দ্বিধা কিছুই করেননি। সাবলীলভাবে তিনি সেটা বলে গেছেন আর শিক্ষিত, অশিক্ষিত, শহুরে, গ্রাম্য, স্থায়ী, বেদুঈন সবাই সেটা কোনো প্রকার সন্দেহ ছাড়াই বুঝে নিয়েছে, আল্লাহর পরিচয় পেয়েছে, সেগুলো থেকে হিদায়াত লাভ করেছে।

৮- হাত, পা, হাসি ইত্যাদি গুণ নিয়ে পরবর্তীরা যেসব চিন্তায় নিমগ্ন হয়েছে রাসূলের সাহাবী ও উত্তম প্রজন্মের কেউই সেগুলো নিয়ে কোনো প্রকার সমস্যা অনুভব করেননি।

৯- এ জাতীয় আংশিক সাদৃশ্যপূর্ণ (অর্থাৎ শব্দ ও অর্থগত মিল সম্পন্ন) শব্দ দিয়েই তিনি এ গুণগুলো বর্ণনা করেছেন, যাতে রাজার রাজত্ব চালাতে প্রজাদের যা বুঝালে তারা বুঝে সে রকম করে মহা রাজাধিরাজ রাব্বুল আলামীনের সেসব গুণকে তিনি আমাদেরকে শব্দ ও অর্থে সাদৃশ্যসহই বুঝিয়েছেন; যাতে সে গুণ বুঝতে অসুবিধা না হয়। শরী'আতে যে সাদৃশ্য নিষিদ্ধ সেটা এ সাদৃশ্য নয় (যা তিনি অন্যত্র বলেছেন)।

৭১৮. দেহলাওয়ী, তা'ওয়ীলুল আহাদীস, পৃ. ৯২-৯৩।

১০- রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম কখনও সেসব গুণের প্রকৃত রহস্য ও আসল রূপ খোঁজার দিকে মনোনিবেশ করেননি, অন্য কাউকেও সেটা করার নির্দেশনা দেননি।

১১- পরবর্তীরা (আশ'আরী ও মাতুরিদী সম্প্রদায়ের) যারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও সাহাবায়ে কেরামের উক্ত পদ্ধতি অনুসরণ না করেও নিজেদেরকে আহলুস সুন্নাত দাবি করে থাকে, তিনি তাদের সে মিথ্যা দাবির অসারতা তুলে ধরে বলেছেন, এরা সুন্নাহ থেকে যোজন যোজন দূরে অবস্থান করছে।

১২- পরবর্তীরা এসব ফেরকার লোকেরা বস্তুত এমন সব অপব্যাখ্যা কিংবা অর্থহীন করার নীতি অবলম্বন করেছে যা তাদের নবী কখনও অনুমোদন করেননি।

১৩- এ বিপদ সর্বগ্রাসী। এ বিপদের জন্য তিনি শুধু আফসোস করে গেছেন। এর বিপরীত শ্রোত যে কথা বেশি ও ভয়াবহ তা তাঁর আক্ষেপ থেকেই বুঝা যায়।

- অনুরূপভাবে শাহ সাহেব রাহিমাহুল্লাহ আল-আক্বীদাতুল হাসানায় বলেন,

"وهو فوق العرش كما وصف نفسه، ولكن لا بمعنى التحيز والجهة، بل لا يعلم كنه هذا التفوق والاستواء إلا هو"

"আর তিনি (আল্লাহ তা'আলা) 'আরশের উপর, যেমনটি তিনি তাঁর নিজের গুণ হিসেবে বর্ণনা করেছেন। তবে 'আরশের উপরে থাকার অর্থ কোনো জায়গা বা দিকের ভেতরে থাকা নয়।[৭১৯] এ 'ফাওক্বিয়াত' এবং 'ইস্তেওয়া'র এর হাকীকত তথা প্রকৃত ধরন তিনি ছাড়া আর কেউ জানে না।"[৭২০]

এর দ্বারা বুঝা গেল যে, শাহ ওয়ালীউল্লাহ দেহলাওয়ী রাহিমাহুল্লাহ আল্লাহর জন্য তাঁর 'আরশের উপরে উঠা ও 'আরশের উপরে অবস্থানের আকীদাহ পোষণ করতেন, তবে তিনি এর প্রকৃত ধরন নির্ধারণের বিষয়টি আল্লাহর দিকে সোপর্দ করতেন। তারপর তিনি সতর্ক করলেন যে, 'আরশের উপর থাকা বলে কোনো জায়গার ভেতরে সীমাবদ্ধতা বুঝায় না। বস্তুত আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামা'আত একই কথা সবসময় বলে এসেছে। আল-আকীদাতুল হাসানাহ একটি মূল্যবান কিতাব। যার সঠিক ব্যাখ্যা হয়ে আসলে সেটা আকীদাহ'র ক্ষেত্রে সঠিক ধারাকে বিকশিত করবে। আল্লামা সিদ্দিক হাসান খান ভূপালী আরবী ভাষায় তার যে ব্যাখ্যা করেছেন সেটাই গ্রহণযোগ্য। দুর্ভাগ্যবশত, কিছু লোক আছে যারা ইমাম দেহলাওয়ীর এ আকীদাকে পরবর্তী আশ'আরী ও মাতুরিদী আকীদাহ'র নামে জাহমিয়্যাহ ও মু'তাযিলাদের আকীদাহ প্রচার করার জন্য ব্যাখ্যা করার জন্য সেটাকে বিকৃত করেছে।

শাইখুল ইসলাম ইমাম মুহাম্মাদ ইবন আবদুল ওয়াহহাব (১২০৬ হিজরী)

শাইখুল ইসলাম মুহাম্মাদ ইবন আবদুল ওয়াহহাব রাহিমাহুল্লাহ সালাফে সালেহীনের পথের

৭১৯. এখানে আমরা দিকের ভেতরে নয় এ অর্থ এজন্য করেছি, কারণ তিনি নিজেই অন্যত্র আল্লাহ তা'আলার জন্য দিক সাব্যস্ত করেছেন এবং এটাকে ইসলাম সহজ ও সঠিক দীন হওয়ার প্রমাণ হিসেবে বর্ণনা করেছেন। দেখুন, হুজ্জাতিল্লাহিল বালিগাহ (১/১৯৯)।

৭২০. আদ-দেহলাওয়ী, আল-আকীদাতুল হাসানাহ, পৃ. ৬।

পথিক ছিলেন। তাকে আমরা ইমাম আহমাদ ইবন হাম্বল, শাইখুল ইসলাম ইবন তাইমিয়্যাহ, ইমাম ইবনুল কাইয়্যেম, ইমাম যাহাবী, ইমাম ইবন আবদুল হাদী, ইমাম ইবন কাসীর এর জ্ঞানের সঠিক উত্তরসূরী হিসেবে দেখতে পাই।

সুতরাং আল্লাহর নাম ও গুণের ক্ষেত্রে তিনি এক বিন্দুও পূর্বসূরীদের মত ও পথের বাইরে যাননি। তিনি আল্লাহ তা'আলার নাম ও গুণের ক্ষেত্রে কী আকীদাহ-বিশ্বাস পোষণ করেন তা তার গ্রন্থসমূহে তুলে ধরেছেন। তাঁর অধঃস্তন বংশধররাও সেটা তাদের গ্রন্থে ব্যক্ত করেছেন। উদাহরণস্বরূপ আমরা এখানে বেশ কিছু ভাষ্য তুলে ধরার চেষ্টা করব:

- আল্লাহর নাম ও গুণের ক্ষেত্রে কী আকীদাহ তিনি পোষণ করেন তা বর্ণনা করতে গিয়ে তিনি বলেন,

ومن الإيمان بالله: الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف، ولا تعطيل، بل أعتقد أن الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فلا أنفي عنه ما وصف به نفسه ولا أحرف الكلم عن مواضعه، ولا ألحد في أسمائه وآياته، ولا أكيف، ولا أمثل صفاته تعالى بصفات خلقه، لأنه تعالى لا سمّي له ولا كفؤ له، ولا ندَّ له ولا يقاس بخلقه، فإنه سبحانه أعلم بنفسه وبغيره، وأصدق قيلاً وأحسن حديثاً، فنزّه سبحانه عما وصفه به المخالفون من أهل التكييف والتمثيل، وعما نفاه عنه النافون من أهل التحريف والتعطيل. فقال: ﴿سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ ٱلْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ ۝ وَسَلَٰمٌ عَلَى ٱلْمُرْسَلِينَ ۝ وَٱلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَٰلَمِينَ ۝﴾ [الصافات: ١٨٠، ١٨٢]

"আল্লাহর ওপর ঈমানের অন্তর্ভুক্ত হচ্ছে, আল্লাহ তা'আলা তাঁর কিতাবে তাঁর নিজেকে যেসব গুণে গুণান্বিত করেছেন, অনুরূপ তাঁর নবীর যবানীতে যেসব গুণ দ্বারা ভূষিত করেছেন তার ওপর ঈমান আনা, কোনো প্রকার বিকৃতি, অর্থশূন্যতা না করে। বরং আমি বিশ্বাস করি যে, "আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা তাঁর মতো কোনো কিছু নেই, তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা।" সুতরাং আমি তাঁর কোনো গুণকে অস্বীকার করি না, যা দিয়ে তিনি নিজেকে গুণান্বিত করেছেন, আর সেসব বাক্যকে তার স্থানচ্যুত করি না। তাঁর নাম ও আয়াতসমূহে ইলহাদ তথা বক্রপথ অবলম্বন করি না। সেগুলোর ধরন নির্ধারণ করি না, তাঁর গুণসমূহকে সৃষ্টির কোনো গুণের সাথে উপমা প্রদান করি না; কারণ আল্লাহ তা'আলা তাঁর নেই কোনো সমনামের কেউ, নেই কোনো সমপর্যায়ের কেউ, নেই কোনো তাঁর সদৃশ কেউ, আর তাঁকে তার সৃষ্টির উপরও কিয়াস করা যাবে না। কারণ, আল্লাহ তা'আলা তাঁর নিজের ব্যাপারে ও অন্যদের ব্যাপারে সবচেয়ে বেশি জানেন, সবচেয়ে সত্য কথা বলেন, সবচেয়ে উত্তম বক্তব্য প্রদান করেন। এভাবে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা স্বয়ং তাঁর বিরোধী ধরন নির্ধারণকারী এবং সাদৃশ্য স্থাপনকারীরা যেসব গুণে তাকে গুণান্বিত করে তা থেকে নিজেকে পবিত্র ঘোষণা করেছেন। (কারণ তাঁর সম্পর্কে না জেনে খারাপ গুণে তাঁকে গুণান্বিত করে থাকে) অনুরূপ বিকৃতকারী ও অর্থশূন্যকারীদের দ্বারা তাদের গুণ অস্বীকার করা থেকেও তিনি নিজেকে পবিত্র ঘোষণা করেছেন। তাই তিনি বলেন, "তারা যা আরোপ করে, তা থেকে পবিত্র ও মহান আপনার রব, সকল ক্ষমতার অধিকারী। আর শান্তি বর্ষিত

হোক রাসূলদের প্রতি! আর সকল প্রশংসা সৃষ্টিকুলের রব আল্লাহরই প্রাপ্য।" [সূরা আস-সাফফাত: ১৮০-১৮২][৭২১]

- অন্যত্র তার আকীদাহ বর্ণনায় তারই সুযোগ্য পুত্র আবদুল্লাহ ইবন মুহাম্মাদ ইবন আবদুল ওয়াহহাব রাহিমাহুল্লাহ বলেন,

(مذهب السلف رحمة الله عليهم: إثبات الصفات وإجراؤها على ظاهرها ونفي الكيفية عنها، لأن الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات، وإثبات الذات إثبات وجود لا إثبات كيفية، وعلى هذا مضى السلف كلّهم، ولو ذهبنا نذكر ما أطلعنا عليه من كلام السلف في ذلك لخرج بنا عن المقصود في هذا الجواب)

"সালাফে সালেহীন রাহিমাহুমুল্লাহ এর মাযহাব হচ্ছে, আল্লাহ তা'আলার গুণ সাব্যস্ত করা, সেগুলোকে প্রকাশ্য অর্থে গ্রহণ করা, সেগুলো থেকে ধরন নির্ধারণ অস্বীকার করা; কারণ গুণের ব্যাপারে কথা বলার বিষয়টি সত্তার ব্যাপারে কথা বলার শাখা হিসেবে বিবেচিত। আর আল্লাহর সত্তা সাব্যস্ত করার বিষয়টিও আমরা তাঁর অস্তিত্ব সাব্যস্ত করি, ধরন সাব্যস্ত করি না। এ নীতির ওপরই সকল সালাফে সালেহীন চলে গেছেন। যদি আমরা এ ব্যাপারে সালাফে সালেহীনের এ সংক্রান্ত কথা বর্ণনা করতে যাই তবে এ উত্তরপত্রে আমরা আমাদের উদ্দেশ্যের বাইরে চলে যাব।"[৭২২]

- অন্যত্র শাইখুল ইসলাম মুহাম্মাদ ইবন আবদুল ওয়াহহাব রাহিমাহুল্লাহ'র আকীদাহ সম্পর্কে তার সন্তান ও ছাত্ররা বিস্তারিত বলেছেন,

وسئل أبناء الشيخ محمد بن عبد الوهاب والشيخ حمد بن ناصر بن معمر – رحمهم الله – عن آيات الصفات الواردة في الكتاب كقوله تعالى: ﴿ٱلرَّحۡمَٰنُ عَلَى ٱلۡعَرۡشِ ٱسۡتَوَىٰ﴾ وكذلك قوله: ﴿وَلِتُصۡنَعَ عَلَىٰ عَيۡنِيٓ﴾ وقوله: ﴿أَسۡمَعُ وَأَرَىٰ﴾ وقوله: ﴿بَلۡ يَدَاهُ مَبۡسُوطَتَانِ﴾ وقوله: ﴿لِمَا خَلَقۡتُ بِيَدَيَّۖ﴾ وقوله: ﴿وَجَآءَ رَبُّكَ وَٱلۡمَلَكُ صَفّٗا صَفّٗا﴾ وقوله: ﴿وَٱلۡأَرۡضُ جَمِيعٗا قَبۡضَتُهُۥ يَوۡمَ ٱلۡقِيَٰمَةِ﴾ وغير ذلك في القرآن. ومن السنّة قوله صلى الله عليه وسلم: (قلب العبد بين إصبعين من أصابع الرحمن) وكذلك النفس، وقوله: (إن ربكم ليضحك)، وقوله: (حتى يضع رجله فيها فتقول قط قط) وغير ذلك مما لا يحصره هذا القرطاس. على ما تحملون هذه الآيات وهذه الأحاديث في الصفات؟ فكان من جوابهم أن قالوا: (الحمد لله رب العالمين، قولنا فيها: ما قال الله ورسوله، وما جمع عليه سلف الأمة وأئمتها من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن اتبعهم بإحسان، وهو الإقرار بذلك، والإيمان من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل، كما قال الإمام مالك لما سئل عن قوله ﴿ٱلرَّحۡمَٰنُ عَلَى ٱلۡعَرۡشِ ٱسۡتَوَىٰ﴾ كيف استوى ؟ فأطرق الإمام مالك، وعلته الرحضاء – يعني العرق –، وانتظر القوم ما يجيء منه، فرفع رأسه إليه، وقال: الاستواء غير مجهول والكيف

৭২১. মাজমূ' মুওয়াল্লাফাতিশ শাইখ (৫/৮)।

৭২২. আলে আবদুল লতীফ, দা'আওয়াল মুনাওয়েয়ীন লি দা'ওয়াতিশ শাইখ, পৃ. ১১৭।

غير معقول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة، وأحسبك رجل سوء، وأمر به فأخرج، ومن أوّل الاستواء بالاستيلاء فقد أجاب بغير ما أجاب به مالك، وسلك غير سبيله، وهذا الجواب من مالك في الاستواء شاف كاف. في جميع الصفات مثل النزول والمجيء واليد والوجه وغيرها فيقال في النزول النزول معلوم والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، وهذا يقال في سائر الصفات الواردة في الكتاب والسنة..).

"শাইখুল ইসলাম মুহাম্মাদ ইবন আবদুল ওয়াহহাব রাহিমাহুল্লাহ'র সন্তানদের ও শাইখ হামাদ ইবন নাসের ইবন মু'আম্মার রাহিমাহুমুল্লাহকে কুরআনে কারীমে আসা আল্লাহর সিফাত বা গুণ সম্বলিত আয়াত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, সে আয়াতগুলো হচ্ছে, "দয়াময় (আল্লাহ্) 'আরশের উপর উঠেছেন।" [সূরা ত্বা-হা, আয়াত: ০৫] "আর যাতে আপনি আমার চোখের সামনে প্রতিপালিত হন।" [সূরা ত্বা-হা, আয়াত: ৩৯] "আমি শুনি ও দেখি।" [সূরা ত্বা-হা, আয়াত: ৪৬] "বরং আল্লাহর উভয় হাতই প্রসারিত।" [সূরা আল-মায়েদাহ, আয়াত: ৬৪] "আমি যাকে আমার দু'হাতে সৃষ্টি করেছি।" [সূরা সাদ, আয়াত: ৭৫] "আর যখন আপনার রব আগমন করবেন ও সারিবদ্ধভাবে ফিরিশতাগণও।" [সূরা আল-ফজর, আয়াত: ২২] "অথচ কিয়ামতের দিন সমস্ত যমীন থাকবে তাঁর হাতের মুঠিতে।" [সূরা আয-যুমার, আয়াত: ৬৭] ও অন্যান্য কুরআনের আয়াত সম্পর্কে। অনুরূপ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণী 'বান্দার কলব রহমানের আঙ্গুল সমূহের দু' আঙ্গুলের মাঝে অবস্থিত[৭২৩], অনুরূপভাবে আল্লাহর নফস, অনুরূপ রাসূলের বাণী, "নিশ্চয় তোমাদের রব হাসেন..[৭২৪], রাসূলের বাণী, যতক্ষণ না জাব্বার (আল্লাহ) তাঁর পা রাখছেন জাহান্নামের উপর[৭২৫] এসব আয়াত ও হাদীস যা জমা করলে এ কাগজে জায়গা হবে না, সেসব সিফাতের আয়াত ও হাদীসকে আপনারা কী অর্থে গ্রহণ করেন? তখন তার জবাবে তারা বলেন,

আল-হামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামীন, এসব আয়াত ও হাদীসের ব্যাপারে আমাদের বক্তব্য হচ্ছে, যা আল্লাহ ও তাঁর রাসূল বলেছেন, যার ওপর উম্মতের সালাফ ও ইমামগণ তথা পূর্বসূরী যেমন সাহাবায়ে কেরাম ও তাদের সুন্দর অনুসারীগণ একমত হয়েছেন। আর তা হচ্ছে, এগুলোর অর্থের স্বীকৃতি, এগুলোর ওপর কোনো প্রকার বিকৃতি কিংবা অর্থশূন্য, কোনোরূপ ধরন নির্ধারণ কিংবা উপমা প্রদান করা ব্যতীতই ঈমান আনয়ন। যেমনটি ইমাম মালিক রাহিমাহুল্লাহ বলেছেন, যখন তাকে প্রশ্ন করা হয়েছিল আল্লাহর বাণী, "রহমান 'আরশের উপর উঠেছেন" [সূরা-ত্বা-হা, আয়াত: ০৫] সম্পর্কে যে কীভাবে আল্লাহ 'আরশের উপর 'ইস্তেওয়া' হলেন? তখন ইমাম মালিক রাহিমাহুল্লাহ মাথা নীচু করে রাখলেন, তার উপর ঘাম দেখা দিল, মানুষ অপেক্ষা করতে থাকলো তিনি কী বলে তা দেখার জন্য, অতঃপর ইমাম তাঁর মাথা উঠালেন এবং বললেন, 'ইস্তেওয়া' অজানা বিষয় নয়, তার ধরন বিবেকের যুক্তি দ্বারা প্রাপ্য জিনিস নয়, তার উপর ঈমান আনা ওয়াজিব, তার সম্পর্কে প্রশ্ন করা বিদ'আত। আমি তো তোমাকে খারাপ লোক মনে করছি। তারপর তাকে বের করে দেয়ার নির্দেশ দেয়া হলো ফলে তারা তাকে তার মজলিস থেকে বের করে দিলেন। আর যে কেউ ইস্তেওয়া তথা 'আরশের উপর উঠাকে ইস্তীলা বা দখল করার অর্থ করবে

৭২৩. সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ২৬৫৪।

৭২৪. সহীহ বুখারী, সহীহ মুসলিম।

৭২৫. সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৪৮৫০।

সে তো ইমাম মালিক যে উত্তর দিয়েছে তার বাইরে ভিন্ন উত্তর দিল, তার পথের বাইরে ভিন্ন পথ অবলম্বন করল। ইমাম মালিকের এ উত্তর আল্লাহর সকল গুণাবলির ক্ষেত্রে পূর্ণ আরোগ্যকারী ও যথেষ্ট উত্তর, যেমন তাঁর অবতরণ, আসা, হাত, চেহারা ইত্যাদি। তখন বলা হবে তাঁর অবতরণের ব্যাপারে, অবতরণ করা তো জানা বিষয়, কিন্তু ধরন তো অজানা, তার ওপর ঈমান আনা ফরয, ধরন সম্পর্কে প্রশ্ন করা বিদ'আত। এভাবে কুরআন ও সুন্নাহ'য় আসা আল্লাহর সকল গুণাবলির ব্যাপারে একই নীতি অবলম্বন করা হবে।"[৭২৬]

- শাইখুল ইসলাম মুহাম্মাদ ইবন আবদুল ওয়াহহাব রাহিমাহুল্লাহ'র ছাত্ররাও একই আকীদাহ পোষণ করতেন এবং তারা এ দিকেই দাওয়া করতেন। শাইখ হামাদ ইবন নাসের ইবন উসমান শাইখুল ইসলাম মুহাম্মাদ ইবন আবদুল ওয়াহহাব রাহিমাহুল্লাহ কর্তৃক আল্লাহর নাম ও গুণের ক্ষেত্রে আকীদাহ পোষণ করতেন তার বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেন,

والمقصود أن نصوص الكتاب والسنه قد نطقت، بل قد تواترت بإثبات علو الله على خلقه، وأنه فوق سماواته مستو على عرشه استواء يليق بجلاله لا يعلم كيفيته إلا هو.

فإن قال السائل: كيف استوى على عرشه؟

قيل له؛ كما قال ربيعة ومالك وغيرهما: الاستواء معلوم، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عن الكيفية بدعة.

وكذلك إذا قال: كيف ينزل ربنا؟

قيل له: كيف هو؟ فإذا قال: أنا لا أعلم كيفيته. قيل: ونحن لا نعلم كيفية نزوله إذ العلم بكيفية الصفة يستلزم العلم بكيفية الموصوف، وهو فرع له، فكيف تطالبني بكيفية استوائه على عرشة وتكليمه ونزوله وأنت لا تعلم كيفية ذاته؟ وإذا كنت تقر بأن له ذاتا حقيقة ثابتة في نفس الأمر مستوجبة لصفات الكمال لا يماثلها شيء، فاستواؤه ونزوله وكلامه ثابت في نفس الأمر، ولا يشابهه فيها استواء المخلوقين وكلامهم ونزولهم، فإن الله تعالى ليس كمثله شيء، لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله.

"উদ্দেশ্য, কুরআন ও হাদীসের ভাষ্য সুস্পষ্টভাব ব্যক্ত করেছে, বরং মুতাওয়াতির তথা অসংখ্য বর্ণনাকারী সন্দেহাতীতভাবে বর্ণনা করেছে আল্লাহ তা'আলা তাঁর সৃষ্টির উপর এবং তিনি তাঁর আসমানসমূহের উপর তাঁর 'আরশের উপর উঠেছেন যেভাবে তার সম্মান ও মর্যাদার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয় সেভাবে, সে উঠার ধরন তিনি ব্যতীত আর কেউ জানে না।

তারপর যদি প্রশ্নকারী বলে, কীভাবে তিনি তাঁর 'আরশের উপর উঠলেন?

তাকে বলা হবে, যেমনটি রবী'আহ, মালিক ও অন্যান্যরা বলেছেন, ইস্তেওয়া শব্দের অর্থ জানা আছে, তার ধরন জানা নেই, এর ওপর ঈমান রাখা ফরয, এর ধরন সম্পর্কে প্রশ্ন করা বিদ'আত।

৭২৬. আদ-দুরারুস সানিয়্যাহ ফিল আজওয়িবাতিন নাজদিয়্যাহ (৩/১৮৫)।

অনুরূপ যদি প্রশ্ন করে বলে, আমাদের রব কীভাবে অবতরণ করেন?

তখন বলা হবে, তিনি কেমন? তারপর যদি বলে, আমি তাঁর ধরন জানি না, তাহলে বলা হবে, আর আমরাও তাঁর অবতরণ করার ধরন জানি না; কারণ গুণাবলির ধরণ জানা নির্ভর করছে যার গুণ বর্ণনা করা হচ্ছে তার ধরন জানার ওপর, সেটা তো এর শাখা, তাহলে তুমি আমাকে কীভাবে আল্লাহর 'আরশের উপর উঠা, তাঁর কথা বলা, তাঁর নাযিল হওয়ার ধরন জানতে চাইতে পার অথচ তুমি তার সত্তার ধরনই জান না।

আর যদি তুমি এটা স্বীকৃতি দাও যে, তাঁর একটি প্রকৃত সত্তা রয়েছে, যার বাস্তবতা প্রমাণিত, যার এমন সব পূর্ণ গুণাবলি থাকা আবশ্যক যেগুলোর সাথে অন্য কারও কোনো মিল হবে না, তাহলে তাঁর 'আরশের উপর উঠা, নিকটতম আসমানে অবতরণ করা, কথা বলাও বাস্তবতার সাথে সাব্যস্ত হবে, সেখানেও তাঁর 'আরশের উপর উঠা, নিকটতম আসমানে অবতরণ করা, কথা বলা এ গুণাবলি সৃষ্টির কারও গুণের সাথে মিল করে সাব্যস্ত হবে না। কারণ, আল্লাহ তা'আলা এমন সত্তা, যার মত কোনো কিছু নেই, না তাঁর সত্তাতে, না তাঁর গুণাবলিতে আর না তার কার্যাবলিতে।"[৭২৭]

- শাইখ হামাদ ইবন নাসের অন্যত্র বলেন,

«وهذا كتاب الله من أوله إلى آخره، وهذه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا كلام الصحابة والتابعين وسائر الأئمة.

قد دل ذلك بما هو نص أو ظاهر في أن الله سبحانه فوق العرش مستو على عرشه ونحن نذكر من ذلك بعضه قال الله سبحانه وتعالى: ﴿الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى﴾ - وقال تعالى: ﴿اللهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ﴾ وقد أخبر سبحانه باستوائه على عرشه في سبعة مواضع من كتابه، فذكر في سورة الأعراف ويونس والرعد وطه والفرقان وتنزيل السجدة والحديد إلى غير ذلك من الآيات الدالة على علو الله سبحانه وتعالى كقوله: ﴿إِذْ قَالَ اللهُ يَا عِيسَى إِنِّي مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ إِلَيَّ﴾ وقوله: ﴿بَلْ رَفَعَهُ اللهُ إِلَيْهِ﴾ وإخباره عن فرعون أنه قال: ﴿يَا هَامَانُ ابْنِ لِي صَرْحاً لَعَلِّي أَبْلُغُ الْأَسْبَابَ أَسْبَابَ السَّمَاوَاتِ فَأَطَّلِعَ إِلَى إِلَهِ مُوسَى وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ كَاذِباً﴾ ففرعون كذب موسى في قوله: إن الله في السماء وقوله: ﴿تَنْزِيلٌ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ﴾ إلى غير ذلك.

"আর আল্লাহর কিতাব প্রথম থেকে শুরু করে শেষ পর্যন্ত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাহ, সাহাবায়ে কেরামের বাণী, তাবে'য়ীনের বক্তব্য এবং ইমামগণের প্রদর্শিত পথ তো এটিই।

সেগুলোর সুস্পষ্ট বক্তব্য অথবা প্রকাশ্য বক্তব্য এ সবই প্রমাণ করছে যে, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা তাঁর 'আরশের উপর, 'আরশের উপর উঠেছেন, আমরা সেসবের কিছু প্রমাণ বর্ণনা করব। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন, "রহমান 'আরশের উপর উঠেছেন"

৭২৭. আত-তুহফাতুল মাদানিয়্যাহ, ৪৮।

[সূরা-ত্বা-হা, আয়াত: ০৫], আল্লাহ তা'আলা আরও বলেন "তিনি আসমানসমূহ, যমীন ও এ দু'য়ের মধ্যবর্তী সবকিছু ছয় দিনে সৃষ্টি করেন; তারপর তিনি 'আরশের উপর উঠলেন।" [সূরা আল-ফুরকান, আয়াত: ৫৮] এভাবে আল্লাহ তা'আলা তাঁর 'আরশের উপর উঠার বিষয়টি তাঁর কিতাবের সাত জায়গায় বর্ণনা করেছেন। তিনি সেটা বর্ণনা করেছেন সূরা আল-আ'রাফে, ইউনুসে, রা'দে, ত্বা-হায়, ফুরকানে, তানযীল আস-সাজদাহ ও অনুরূপ আরও আয়াতসমূহে, যা আল্লাহ তা'আলার জন্য উপর বা ঊর্ধ্বে থাকা প্রমাণ করছে। যেমন আল্লাহর বাণী "স্মরণ করুন, যখন আল্লাহ বললেন, 'হে 'ঈসা! নিশ্চয় আমি আপনাকে পরিগ্রহণ করব, আমার নিকট আপনাকে উঠিয়ে নিব।" [সূরা আলে ইমরান, আয়াত: ৫৫] অপর বাণী "বরং আল্লাহ্ তাকে তাঁর নিকট তুলে নিয়েছেন।" [সূরা আন-নিসা, আয়াত: ১৫৮] অনুরূপ আল্লাহ তা'আলা ফির'আউন সম্পর্কে জানিয়েছেন যে, সে বলেছিল, "হে হামান! আমার জন্য তুমি নির্মাণ কর এক সুউচ্চ প্রাসাদ যাতে আমি অবলম্বন পাই -আসমানে আরোহনের অবলম্বন, যেন দেখতে পাই মূসার ইলাহকে; আর নিশ্চয় আমি তাকে মিথ্যাবাদী মনে করি।" [সূরা গাফির, আয়াত: ৩৬-৩৭] এভাবে ফির'আউন মূসা 'আলাইহিস সালামের উপর মিথ্যারোপ করেছিল যখন তিনি তাকে জানিয়েছিলেন যে, আমার রব তো আসমানের উপরে। তদ্রূপ অন্য আয়াত "এটা প্রজ্ঞাময়, চিরপ্রশংসিতের কাছ থেকে নাযিলকৃত।" [সূরা ফুসসিলাত, আয়াত: ৪২] (এখানে আয়াত নাযিল করার কথা বলা হয়েছে, আর নাযিল করার বিষয়টি উপর থেকেই হয়ে থাকে।) এ ছাড়াও আরও বহু প্রমাণ রয়েছে।"[৭২৮]

• অন্যত্র শাইখ হামাদ ইবন নাসের বলেন,

وقوله تعالى: ﴿ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ﴾ يتضمن إبطال قول المعطلة الذين يقولون ليس على العرش سوى العدم وأن الله ليس مستوياً على العرش ولا ترفع إليه الأيدي حيث أخبر سبحانه أنه على عرشه وأنه يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها - ثم قال - ﴿وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ﴾ معناه أنه لا يخفى عليه خافية بعلمه، وليس معنى قوله تعالى: ﴿وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ﴾ أنه مختلط بالخلق فإن هذا لا توجبه اللغة، وهو خلاف ما أجمع عليه سلف الأمة وأئمتها وخلاف ما فطر الله عليه الخلق. وهو سبحانه فوق العرش، رقيب على خلقه، مهيمن عليهم، مطلع عليهم، إلى غير ذلك من معاني ربوبية. وأخبر أنه ذو المعارج، تعرج الملائكة والروح إليه، وأنه القاهر فوق عباده، وأن ملائكته يخافون ربهم من فوقهم، فكل هذا الكلام الذي ذكره الله من أنه فوق عباده على عرشه، وأنه معنا حق على حقيقته لا يحتاج إلى تحريف، ولكن يصان عن الظنون الكاذبة، وهو سبحانه قد أخبر أنه قريب من خلقه، كقوله تعالى: ﴿وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ﴾ الآية من سورة البقرة (رقم ١٨٦) وقوله: ﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ﴾ ، سورة ق آية (١٦) وقال النبي صلى الله عليه وسلم «إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته»

৭২৮. আদ-দুরারুস সানিয়্যাহ ফিল আজওয়িবাতিন নাজদিয়্যাহ (৩/২১০)।

আর আল্লাহর বাণী, "তারপর তিনি 'আরশের উপর উঠলেন" এ বাণীটি 'মু'আত্তিলা' তথা যারা আল্লাহর গুণাবলিকে অসার করে দেয়, তাদের কথাকে বাতিল করে দেয়, যারা বলে, 'আরশের উপর 'না' ব্যতীত কিছু নেই, আরও বলে, আল্লাহ 'আরশের উপর সমুন্নত নন, আরও বলে, আল্লাহর দিকে হাত তোলা যাবে না; এ আয়াতে তাদের কথার খণ্ডন করা হয়েছে; কারণ আয়াত আমাদেরকে জানাচ্ছে যে, তিনি তাঁর 'আরশের উপর, তিনি জানেন যা যমীনে প্রবেশ করে, যমীন থেকে যা উত্থিত হয়, যা আসমান থেকে অবতরণ করে আর যা আসমানে উঠে আসে। তারপর তিনি বলেছেন, "তিনি তোমাদের সাথে আছেন যেখানেই তোমরা থাক না কেন" এর অর্থ, কোনো গোপন তাঁর কাছে গোপন থাকে না, তাঁর জ্ঞানের মাধ্যমে সেটা তিনি জানেন। এখানে "তিনি তোমাদের সাথে আছেন যেখানেই তোমরা থাক না কেন" এর অর্থ এটা নয় যে, তিনি সৃষ্টির সাথে মিশে আছেন; কারণ ভাষা তা বুঝতে বাধ্য করে না, আর তা উম্মতের সালাফ ও ইমামগণের ঐকমত্যের বুঝের বিপরীত, আর তা বিশুদ্ধ স্বাভাবিক প্রকৃতি বিরুদ্ধ কথাও। বস্তুত মহান আল্লাহ তাঁর 'আরশের উপর, তাঁর সৃষ্টির উপর তীক্ষ্ম দৃষ্টিদাতা, তাদের সংরক্ষক, তাদের সবকিছু অবলোকন করছেন ইত্যাদি রবুবিয়াতের গুণে গুণান্বিত। তিনি (আল্লাহ) আমাদের জানিয়েছেন যে, তিনি "যুল মা'আরিজ" উপরওয়ালা, জিবরীল ও ফিরিশতাগণ তাঁর দিকেই উঠে যায়, তিনি তাঁর বান্দাদের ওপর দাপুটে সত্তা, তাঁর ফিরিশতারা তাদের রবকে তাদের উপর থেকে ভয় করেন। এসব কথায় আল্লাহ তা'আলা বর্ণনা করেছেন যে, তিনি তাঁর বান্দাদের উপর, 'আরশের উপরে, আর তিনি আমাদের সাথে আছেন এসবই সত্য ও বাস্তব অর্থে, এগুলোতে কোনো বিকৃতি সাধন করার প্রয়োজন পড়ে না। তবে মিথ্যা ধারণা থেকে হিফাযত করতে হবে। (সে মিথ্যা ধারণা হচ্ছে, উপমা প্রদান বা ধরন নির্ধারণ অথবা অর্থশূন্য করণ) আর আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা জানিয়েছেন যে, তিনি তাঁর বান্দাদের নিকটে। যেমন তিনি বলেছেন, "আর আমার বান্দাগণ যখন আমার সম্পর্কে আপনাকে জিজ্ঞেস করে, (তখন বলে দিন যে) নিশ্চয় আমি অতি নিকটে।" [সূরা আল-বাক্বারাহ, আয়াত: ১৮৬] অনুরূপ অপর বাণী, "আর অবশ্যই আমরা মানুষকে সৃষ্টি করেছি এবং তার প্রবৃত্তি তাকে যে কুমন্ত্রণা দেয় তাও আমরা জানি। আর আমরা তার গ্রীবাস্থিত ধমনীর চেয়েও নিকটতর।" [সূরা ক্বাফ, আয়াত: ১৬] আর নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "তোমরা যাকে ডাকছ তিনি তোমাদের কারও বাহনের ঘাড় থেকে বেশি নিকটে"। (এসবই হয় সাধারণভাবে জ্ঞান, ক্ষমতায় প্রতিদান প্রদানে নিকটে, নতুবা বিশেষ অর্থে সাড়া দানে নিকটে এ অর্থসমূহে নির্ধারিত হবে; যা বাক্যের আগ-পিছ থেকে জানা যায়)"[৭২৯]

- অনুরূপ শাইখুল ইসলাম মুহাম্মাদ ইবন আবদুল ওয়াহহাব রাহিমাহুল্লাহ'র ছাত্ররাও যে একই আকীদাহ পোষণ করতেন তার আরও প্রমাণ পাই আমরা শাইখুল ইসলামের ছাত্র হামাদ ইবন আতীক কতৃক শাইখ সিদ্দিক হাসান খান আল-কিন্নাওজী এর কাছে লিখিত পত্রের মাধ্যমে, যেখানে তিনি 'ইস্তেওয়া' শব্দের অর্থ না জানাকে সালাফে সালেহীনের মাযহাব হওয়ার প্রতিবাদ করে বলেন,

ومن ذلك أنكم قلتم في سورة يونس أيضًا: استوى على العرش استواءً يليق بجلاله وهذه طريقة السلف المفوضين: وقد تقدس الديان عن المكان والمعبود عن الحدود انتهى. فإن كان المراد بالتفويض ما يقوله بعض

৭২৯. আদ-দুরারুস সানিয়্যাহ (৩/২২১)।

النفاة وينسبونه إلى السلف. وهو أنهم يمرون الألفاظ ويؤمنون بها من غير أن يعتقدوا لها معاني تليق بالله أو أنهم لا يعرفون معانيها فهذا أكذب على السلف من النفاة وإذا قال السلف كما جاءت بلا كيف فإنما ينفون علم الكيفية ولم ينفوا حقيقة الصفة.

ولو كانوا قد آمنوا باللفظ المجرد من غير فهم لمعناه على ما يليق بالله لما قالوا الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول وأمروها كما جاءت بلا كيف فالاستواء لا يكون حينئذ معلوما بل مجهولا بمنزلة حروف الجر. وأيضًا فإنه لا يحتاج إلى نفي علم الكيفية إذا لم يفهم من اللفظ معنى. وإنما يحتاج إلى نفي علم الكيفية إذا ثبتت الصفات. هذا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ولا نشك أن هذا اعتقادك ولكن المراد أنه دخل عليك بعض الألفاظ من كلام أهل البدع لم تتصور مرادهم فتنبه لمثل ذلك. وهو أنهم يمرون الألفاظ ويؤمنون بها من غير أن يعتقدوا لها معاني تليق بالله أو أنهم لا يعرفون معانيها فهذا أكذب على السلف من النفاة وإذا قال السلف كما جاءت بلا كيف فإنما ينفون علم الكيفية ولم ينفوا حقيقة الصفة.

ولو كانوا قد آمنوا باللفظ المجرد من غير فهم لمعناه على ما يليق بالله لما قالوا الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول وأمروها كما جاءت بلا كيف فالاستواء لا يكون حينئذ معلوما بل مجهولا بمنزلة حروف الجر. وأيضًا فإنه لا يحتاج إلى نفي علم الكيفية إذا لم يفهم من اللفظ معنى. وإنما يحتاج إلى نفي علم الكيفية إذا ثبتت الصفات. هذا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ولا نشك أن هذا اعتقادك ولكن المراد أنه دخل عليك بعض الألفاظ من كلام أهل البدع لم تتصور مرادهم فتنبه لمثل ذلك.

"তন্মধ্যে (আপনার তাফসীরের সমস্যাসমূহের একটি হচ্ছে) আপনি সূরা ইউনুসের তাফসীরে বলেছেন, "ইস্তাওয়া 'আলাল 'আরশে" এমন 'ইস্তেওয়া' যা তাঁর সম্মান ও মর্যাদার জন্য উপযোগী। মহা বিচারকের কোনো স্থান নেই, মা'বুদের কোনো সীমা নেই।" বস্তুত আপনার এ কথা 'মুফাওয়িদ্বাহ' বা অর্থশূন্যকারীদের পদ্ধতি। 'মুফাওয়িদ্বা' সম্প্রদায় আল্লাহর গুণ সম্বলিত শব্দসমূহ পার হয়ে চলে যায়, সেগুলোর শব্দের ওপর ঈমান আনে, সেগুলোকে আল্লাহর সাথে উপযুক্ত করে কোনো অর্থ করা হবে তা বিশ্বাস করে না অথবা তারা সেগুলোর অর্থ জানে না। বস্তুত এদের এ কাজ যারা আল্লাহর গুণ অস্বীকার করতো তাদের থেকেও সালাফে সালেহীনের নামে বড় মিথ্যাচার। কারণ সালাফে সালেহীন যখন বলতেন, এগুলো পার করে দাও যেভাবে এসেছে সেভাবে ধরণ নির্ধারণ ব্যতীতই, তখন তারা শুধু ধরন বিদ্যাকে অস্বীকার করেন, তারা কখনো এ গুণাবলির প্রকৃত অর্থকে অস্বীকার করেননি।

যদি তারা এগুলো থেকে আল্লাহর জন্য উপযোগী অর্থ না বুঝে কেবল শব্দের ওপর ঈমান আনাই উদ্দেশ্য মনে করতেন তাহলে তারা কখনও বলতেন না, "*'ইস্তেওয়া' অজানা বিষয় নয়, ধরণ বিবেকের যুক্তি প্রসূত নয়, আর এগুলোকে চালিয়ে নাও যেভাবে এসেছে সেভাবে, কোনো প্রকার ধরণ নির্ধারণ ব্যতীতই"*। কারণ, (যদি এর অর্থ না জানা যেতো তবে) 'ইস্তেওয়া' তখন জানা বিষয় হতে পারতো না, বরং অজানা বিষয়ই হতো, হয়ে যেতো 'হরফে জার' এর মতো। অনুরূপ

যদি সেটা 'ইস্তেওয়া' এর অর্থ না জানা হতো, তাহলে ধরন বিদ্যাকে নিষেধ করার কোনো প্রয়োজন হতো না; কেননা যখন শব্দ থেকেই কোনো অর্থ বুঝা যাবে না তখন ধরন জানা না যাওয়ার কথা বলা বাতুলতা মাত্র। বস্তুত তখনই ধরণ জানার বিষয়টি আসবে যখন গুণাবলিকে অর্থসহ সাব্যস্ত করা হবে। এ হচ্ছে শাইখুল ইসলাম ইবন তাইমিয়্যাহ রাহিমাহুল্লাহ'র কথা, আর আমার কোনো সন্দেহ নেই যে, এটা আপনারও বিশ্বাস, এখানে বলা উদ্দেশ্য হচ্ছে, আপনার কথার মধ্যে বিদ'আতপন্থীদের কিছু কথা ঢুকে গেছে আপনি হয়তো তাদের উদ্দেশ্য সম্পর্কে চিন্তা করতে পারেননি। সুতরাং আপনি এ ধরনের বিষয়গুলোর ব্যাপারে সাবধান থাকবেন।"[৭৩০]

শাইখ সালামুল্লাহ ইবন ফাখরুদ্দীন আদ-দেহলাওয়ী (১২৩৩ হিজরী)

শাইখ সালামুল্লাহ ইবন শাইখ ফাখরুদ্দীন আদ-দেহলাওয়ী রাহিমাহুল্লাহ, যিনি সংক্ষিপ্ত অথচ অনবদ্য তাফসীর গ্রন্থ জালালাইনের টীকাগ্রন্থ 'আল-কামালাইন তাকমিলাতুল জালালাইন' লিখেছেন, তিনি সূরা আল-আ'রাফের আয়াতে "সুম্মাসতাওয়া 'আলাল 'আরশ" (তারপর তিনি আল্লাহ 'আরশের উপর উঠেছেন) এর বর্ণনায় বলেন,

«عن أم سلمة، والإمام جعفر الصادق، والحسن، وأبي حنيفة، ومالك: الاستواء معلوم، والكيف مجهول، والإيمان به واجبٌ، والسؤال عنه بدعة».

"উম্মে সালামাহ, ইমাম জা'ফার আস-সাদেক, হাসান বসরী, আবু হানীফা, মালিক থেকে বর্ণিত হয়েছে, ইস্তেওয়া এর অর্থ জানা আছে, ধরন বিবেকের যুক্তিতে জানা যায় না, তার ওপর ঈমান আনা ওয়াজিব আর তার ধরন সম্পর্কে প্রশ্ন করা বিদ'আত।"[৭৩১] উল্লেখ্য যে, এটি একটি প্রশ্নের জবাবে ছিল, যেখানে প্রশ্নকারী 'ইস্তেওয়া' বা 'আরশের উপরে উঠার ধরন জানতে চেয়েছেন, অর্থ জানতে চাননি। তাই ধরন জানার ব্যাপারে প্রশ্ন করাকে বিদ'আত হিসেবে গণ্য করা হয়েছে। অর্থ জানতে চাওয়া কোনো অপরাধ নয়; কারণ আরবী ভাষাতে এ শব্দটি কোনো অস্পষ্ট শব্দ নয়। ভাষাবিদরা সবাই এর অর্থ জানে, যেমন তারা জানে 'নুযূল' (বা অবতরণ) এর অর্থ। 'ইয়াদ' (তথা হাত) এর অর্থ, 'দ্বিহক' (হাঁসা') এর অর্থ।

তারপর শাইখ সালামুল্লাহ রাহিমাহুল্লাহ বলেন,

«وروى البيهقي عن أبي حنيفة: إن الله في السماء دون الأرض، وعنه قال: من أنكر أن الله في السماء فقد كفر.

وقال الشافعي: إن الله على عرشه في سمائه، يقرب من خلقه كيف يشاء، وينزل كيف يشاء.

ومثل ذلك قال أحمد.

وقال إسحاق: إنه قد أجمع أهل العلم أنه فوق العرش استوى ويعلم كل شيء.

وهو قول المزني والبخاري، وأبو داود، والترمذي، وابن ماجة، وأبو يعلى، والبيهقي وغيرهم من أئمة الحديث.

৭৩০. কাতফুস সামার ফী বায়ানি আক্বীদাতি আহলিল আসার এর ভূমিকা, পৃ. ১৬-১৭।

৭৩১. কামালাইন শারহু জালালাইন, পৃ. ১৩২; সিদ্দিক হাসান খান ভূপালী, আল-ইত্তিকাদুর রাজীহ, পৃ. ৮৮-৮৯।

وقال أبو نعيم في الحلية: طريقتنا طريق السلف المتبعين للكتاب والسنة وإجماع الأمة، ومما اعتقدوه أن الله لم يزل كاملاً بجميع صفاته... إلى أن قال: وأن الأحاديث التي أثبتت كونه في العرش واستواء الله عليه يقولون بها، ويثبتونها من غير تكييف، ولا تمثيل، وأنه بائن من خلقه والخلق بائنون منه، لا يحل فيهم ولا يمتزج بهم، وهو مستو على عرشه في سمائه دون أرضه.

"আর বাইহাক্বী আবু হানীফা রাহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণনা করেন, 'নিশ্চয় আল্লাহ আসমানের উপর, যমীনে নন।' আবু হানীফা রাহিমাহুল্লাহ থেকে আরও বর্ণিত আছে, তিনি বলেছেন, যে কেউ আল্লাহর উপরে থাকাকে অস্বীকার করবে সে কাফির হয়ে যাবে।

আর শাফে'য়ী বলেন, নিশ্চয় আল্লাহ তাঁর 'আরশের উপরে, তাঁর আসমানের উপরে, যেভাবে তিনি ইচ্ছা করেন সেভাবে তাঁর সৃষ্টির নিকটবর্তী হন, যেভাবে ইচ্ছা সেভাবে অবতরণ করেন।"

অনুরূপ বক্তব্য আহমাদও বলেছেন।

ইসহাক্ব ইবন রাহওয়াইহ বলেন, আলেমগণ একমত যে, আল্লাহ তা'আলা 'আরশের উপর উঠেছেন, আর তিনি সবকিছু জানেন।

এ বক্তব্য ইমাম মুযানী, বুখারী, আবু দাউদ, তিরমিযী, ইবন মাজাহ, আবু ইয়া'লা, বাইহাক্বী প্রমুখ হাদীসের ইমামগণের।

আর হিলইয়া গ্রন্থের লেখক আবু নু'আইম বলেন, আমাদের তরীকা হচ্ছে সালাফে সালেহীন যারা কুরআন, সুন্নাহ এবং ইজমায়ে উম্মাত এর ত্বরীকা। তারা যেসব আকীদাহ পোষণ করতো তা হচ্ছে, আল্লাহ তা'আলা তাঁর সকল গুণ নিয়ে সর্বদা রয়েছেন... (অবশেষে বলেন), আর যেসব হাদীস দিয়ে আল্লাহ তা'আলাকে 'আরশের উপর সাব্যস্ত করা হয়েছে এবং তাঁকে 'আরশের উপর উঠার কথা এসেছে, তারাও সেটা বলতেন, আর তারা সেটা সাব্যস্ত করে কোনো প্রকার ধরণ এবং উপমা প্রদান ব্যতীত। আর তিনি তাঁর সৃষ্টি থেকে আলাদা, তারাও তাঁর থেকে আলাদা।[৭৩২] [(তিনি তাদের ভেতরে প্রবেশ করেন না, তাদের মধ্যে মিশে যান না। তিনি তাঁর 'আরশের উপরে আসমানের উপরে, তাঁর যমীনের উপর নন।) এটুকু হিলইয়া গ্রন্থে অতিরিক্ত আছে যা গ্রন্থকার আনেননি। এর মাধ্যমে পূর্বের উক্তিসমূহের উদ্দেশ্য স্পষ্ট হয়]

শাহ ইসমা'ঈল ইবন আবদুল গনী ইবন ওয়ালীউল্লাহ আদ-দেহলাওয়ী (১২৪৬ হিজরী)

শাহ ইসমা'ঈল ইবন আবদুল গনী ইবন ওয়ালিউল্লাহ আদ-দেহলাওয়ী রাহিমাহুল্লাহ সহীহ আকীদাহ'র একজন মুজাহিদ ছিলেন। যিনি একাধারে কলম, মুখ ও হাত সবকিছু দিয়ে জিহাদ করেছেন আর এ পথেই ইনশাআল্লাহ শহীদ হিসেবে দুনিয়া থেকে চলে গিয়েছেন। তার জীবনের অধিকাংশ জিহাদ ইংরেজদের বিরুদ্ধে, উপমহাদেশের মানুষের শির্ক ও বিদ'আতের বিরুদ্ধে। তবে আল্লাহর নাম ও গুণের ক্ষেত্রেও তিনি অবদান রেখেছেন। নিম্নে আমরা অনুরূপ কয়েকটি ভাষ্য বর্ণনা করব।

তিনি তাঁর 'তাযকীরুল ইখওয়ান' গ্রন্থে বলেন,

---

৭৩২. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩২।

«والمراد بالإيمان بالله أن يعتقد اعتقاداً جازماً بأن الله هو الخالق المالك الذي يقضي حوائجه، ويكشف غمومه ويرزقه، ويعتقد فيه جميع المحامد والمحاسن، وجميع أوصاف الكمال وينزهه من جميع العيوب ويتوجه إليه في كل حال، ويشكره في العسر واليسر».

"আল্লাহর ওপর ঈমানের উদ্দেশ্য, দৃঢ়ভাবে এ বিশ্বাস রাখা যে, আল্লাহ তা'আলা তিনিই স্রষ্টা, মালিক, যিনি তার প্রয়োজন পূরণ করেন, বিপদ থেকে উদ্ধার করেন, রিযিক দেন। আর এ বিশ্বাস করা যে, সে সত্তার জন্যই যাবতীয় হামদ ও যাবতীয় উত্তম সৌন্দর্য, যাবতীয় পূর্ণ গুণাবলি. তাঁকে যাবতীয় দোষ-ক্রটি থেকে মুক্ত ঘোষণা করা, তাঁর কাছেই সর্বাবস্থায় ধর্ণা দেয়া, কষ্ট ও আনন্দ সর্বাবস্থায় তাঁর শুকর করা।"[৭৩৩]

তিনি রাদ্দুল ইশরাক গ্রন্থে বলেন,

«ومعنى الألوهية: أن يعتقد في حقه أنه بلغ في الاتصاف بصفات الكمال من العلم المحيط أو التصرف بمجرد القهر والإرادة مبلغاً جل عن المماثلة والمجانسة مع سائر المخلوقين».

"আর 'উলুহিয়াত' বা মা'বুদ বলা অর্থ হচ্ছে, যাকে ইলাহ মানছে তার ব্যাপারে এ বিশ্বাস করা যে, তিনি সর্বব্যাপী জ্ঞান অথবা ইচ্ছা ও দাপটে শক্তিতে গুণান্বিত হওয়ার মাধ্যমে এমন পর্যায়ে পৌঁছে যে, সকল সৃষ্টিকুলের মাঝে তাঁর কোনো উপমা কিংবা সমপর্যায়ের হওয়া থেকে তিনি অনেক ঊর্ধ্বে।"[৭৩৪]

অন্যত্র তিনি বলেন,

وإعمال العقل في آيات الصفات لا يجوز كإعماله في مفهوم آية ﴿الرحمن على العرش استوى﴾ [طه: ٥] فإني أعتقد أن لا يتدخل فيه العقل، وهذا أمر مشهور ومسلم بأن أئمة السلف كانوا يعتقدون هذا المعتقد، الاستواء معلوم، والكيف مجهول، وهذا هو الثابت في باب الاستواء، وإني أتذكر الآن بأن المتأخرين أولوها في شرح عقائد نسفي....

"আর আল্লাহর গুণাবলির ব্যাপারে বিবেকের যুক্তি খাটানো জায়েয নেই, যেমনটি জায়েয নেই "আর-রহমান 'আলাল 'আরশ ইস্তাওয়া", রহমান 'আরশের উপর উঠেছেন, [সূরা ত্বা-হা, আয়াত: ০৫]; কারণ আমি বিশ্বাস করি এতে বিবেকের যুক্তি খাটানো যাবে না। আর এটি বিখ্যাত ও স্বীকৃত নিয়ম যে, সালাফগণ এ বিশ্বাসই পোষণ করতেন, ইস্তেওয়া এর অর্থ জানা, ধরন অজানা। আর এটাই 'ইস্তেওয়া' এর অধ্যায়ে সাব্যস্ত নীতি। আমার মনে পড়ে পরবর্তীরা 'শারহে আকায়েদে নাসাফী' তে এগুলোতে অপব্যাখ্যা করেছে"।[৭৩৫] এখানে তিনি স্পষ্ট করে দিয়েছেন যে, ইস্তেওয়া এর ধরণ নির্ধারণে বিবেকের যুক্তি খাটানো জায়েয নেই। তারপর তিনি সহীহ আকীদাহ-বিশ্বাসের প্রতিনিধিত্বকারী ইমাম মালিকের সেই ঐতিহাসিক উক্তিটি নিয়ে আসেন।

অন্যত্র তিনি বলেন,

---

৭৩৩. তাযকীরুল ইখওয়ান, পৃ. ৭৫।

৭৩৪. রাদ্দুল ইশরাক, পৃ. ১৬।

৭৩৫. আব্দুস সালাম গাউস, জুহুদুশ শাহ ইসমা'ঈল আদ-দেহলাওয়ী ফিল আকীদাহ, পৃ. ২৭৩।

«فجميع الأنبياء والأولياء إذا قيسوا بعظمة الله وجبروته، كانوا أقل من ذرة، وإن العرش الذي أحاط بالسماوات والأرضين كالقبة، ليئط به أطيط الرحل بالراكب، فليس في طاقة مخلوق أن يشرح عظمته أو أن يتخيلها، فمن يجرؤ على أن يتدخل في مملكته، وينفذ فيها أمره، إنه يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد، ولا يحتاج في ذلك إلى وزير أو مشير، يصرف أمورا لا يأتي عليها الإحصاء، ولا يبلغها الاستقصاء، في أقل من طرفة عين، فكيف يشفع عند غيره، ومن الذي يستبد بالأمور دونه؟.

يا للعجب إن محمدا صلى اللهُ عليه وسلم الذي شرفه اللهً على جميع خلقه لا يكاد يسمع من أعرابي جلف كلمة تدل على جهله بالله، وقصور عقله، أن يملأه الخوف أو المهابة، فيفيض في بيان عظمة الله التي ملأت العالم من العرش إلى الفرش، وما بال أقوام طالت ألسنتهم، وحملهم الطيش والجرأة، فتشدقوا بكلام تكاد السماوات يتفطرن منه، وتنشق الأرض، وتخر الجبال هدا، وبدأوا يتكلمون عن اللهً جلت عظمته، كأن بينه وبينهم دالة أو قرابة، فقال بعضهم: إني اشتريت ربي بدانق، ومنهم من يقول: أنا أكبر من ربي بسنتين، ويقول الثالث: إذا تجلى ربي في صورة غير صورة شيخي، لم أرفع إليه بصري».

“আর সকল নবী-রাসূল, সকল ওলীগণ, যদি তাদেরকে আল্লাহর বড়ত্ব ও ক্ষমতার দিক থেকে কিয়াস করা হয় তবে তারা সবাই একটি সরিষা দানার চেয়ে ছোট বিবেচিত হবেন, আর তাঁর 'আরশ, যা আসমান ও যমীনকে পরিবেষ্টন করে আছে সেগুলোর উপরে গম্বুজের মতো হয়ে, তাকে নিয়ে এমন ভার জনিত শব্দ করে যা সাওয়ারী নিয়ে কোনো বাহন করে থাকে। তাহলে একজন সৃষ্টি কীভাবে তাঁর বড়ত্ব ব্যাখ্যা করতে পারে বা ধারণ করতে পারে? কে এমন আছে যে তাঁর রাজত্বে অনুপ্রবেশ করার দুঃসাহস দেখাতে পারে বা কে এমন আছে যে সে রাজত্বে তার নির্দেশ চালু করতে পারে? তিনিই তো কেবল যা ইচ্ছা করতে পারেন, যা ইরাদা করেন তা নির্দেশনা দিয়ে থাকেন। তাঁর কোনো মন্ত্রী কিংবা পরামর্শদাতার প্রয়োজন পড়ে না। ক্ষণিকের মাঝে এত বেশি বিষয় তিনি পরিচালনা করেন যার ওপর কোনো পরিসংখ্যান অনুষ্ঠিত হয়নি, যা হিসেব করে শেষ করা যাবে না। তাহলে সে সত্তা কীভাবে অন্যের কাছে সুপারিশ করবে? আর তিনি ব্যতীত এমন কে আছে যে সকল কাজ যেভাবে ইচ্ছা করতে পারে?

আশ্চর্যের বিষয়, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম, আল্লাহ যাকে সকল সৃষ্টির উপর মর্যাদাবান করেছেন, বেদুঈন থেকে একটি বাক্য, যে বাক্যে বুঝা গিয়েছিল যে, সে আল্লাহ সম্পর্কে না জেনে-বুঝেই তা বলেছে, উক্ত বাক্য শোনা মাত্রই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের অন্তর আল্লাহর ভয়ে পূর্ণ হয়ে গেল, তখন তিনি আল্লাহর বড়ত্ব প্রকাশক বর্ণনা দিলেন, যিনি জানিয়ে দিলেন, তাঁর বড়ত্ব 'আরশ থেকে ফরাস পর্যন্ত সবকিছু থেকে বেশি, তাহলে কিছু মানুষের কী হলো যে, তারা তাদের জিহ্বা লম্বা করে আজেবাজে কথা বলে, তারা পাগলামীপূর্ণ বাক্য ও দুঃসাহস দেখিয়ে কথা বলছে, এর মাধ্যমে তারা এমনসব কথা বিনা বাধায় অনর্গল বলে চলেছে যার কারণে আসমান ফেটে পড়ার উপক্রম হয়, যমীন ফেটে চৌছির হয়ে যেতে চায়, পাহাড়সমূহ চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যাওয়ার মতো হয়ে যায়, তারা মহান আল্লাহর ব্যাপারে এমনসব কথা বলে যাতে মনে হচ্ছে যেন আল্লাহর সাথে তাদের দুলালীপনা চলে অথবা আল্লাহর

সাথে তাদের আত্মীয়তার সম্পর্ক রয়েছে। তাদের কেউ কেউ বলে, আমি আমার রবকে এক পয়সার বিনিময়ে কিনে নিয়েছি, তাদের অপর কেউ বলে, আমি আমার রবের চেয়ে দু' বছরের বড়, তাদের তৃতীয়জন বলে, যদি আমার রব আমার পীর সাহেবের সূরত ছাড়া অন্য কোনো সূরতে প্রকাশ পায় তাহলে তার দিকে আমি চোখ তুলে তাকাবো না।"... আল্লাহর কাছে তাঁর সাথে আদব ও শিষ্টাচার রক্ষার তাওফীক চাই; কারণ বেআদব আল্লাহর দয়া থেকে বঞ্চিত হয়।(৭৩৬)

অন্যত্র শাহ ইসমাঈল শহীদ রাহিমাহুল্লাহ আল্লাহ তা'আলার সকল গুণাবলি সাব্যস্ত করে বলেন,

والعجب أن أرباب الشرائع صلوات الله عليهم لم ينصبوا قرينة على صرف الكلام عن الظاهر، ولم يذكروا مدة عمرهم قط من أن الرب تبارك وتعالى منزه عما نسند إليه، كيف ولم يثبت حديث صحيح ولا ضعيف يطابق ما يدعيه هؤلاء من نفي أمثال تلك الأحكام عنه، فكأنهم ينسبون الإضلال إلى أرباب الشرائع، نعوذ بالله، بل ينجر هذا إلى الاعتراض عليه تبارك وتعالى بأنه اختار لهداية الناس رجالاً لم يكشفوا لهم قط عما هو العمدة من أبواب الهداية، وهو الإلهيات، بل علموهم ما لا يطابق الواقع أصلاً، سبحانك هذا بهتان عظيم، فأولئك قد خلعوا ربقة الشريعة من عنقهم فليسوا من أهل السنة في شيء، وإن يسم بعضهم نفسه به، بل أهل السنة في الحقيقة هم الصحابة وأتباعهم، فلسنا ننكص على أعقابنا بعد إذ سمعنا أن ﴿الرحمن على العرش استوى﴾، وأنه «ينزل كل ليلة إلى السماء الدنيا»، وأنه ﴿يحول بين المرء وقلبه﴾، وأنه نادى ﴿من جانب الطور الأيمن من البقعة المباركة من الشجرة أن يا موسى﴾، وأنه تجلى على الجبل فجعله دكا، وأنه رآه محمد صلى الله عليه وسلم «فوضع يده بين كتفيه حتى وجد برد أنامله بين ثدييه وقال يا محمد: فيم يختصم الملأ الأعلى»؟ وأن العرش «يئط به أطيط الرحل بالراكب»، وأنه «يضحك» و«يتبشبش» و«يحب» و«يعادي» و «يرضى» و«يسخط» و«يتردد في قبض نفس عبده المؤمن» وأنه «بين العبد وبين قبلته في الصلاة» وأنه إذا حفظه عبده وجده تجاهه، و«أن العبد لا يزال يتقرب إليه بالنوافل حتى يصير سمعه وبصره ويده ورجله» وأنه سيتجلى غداً في المحشر ويكلم العبد ليس بينه وبينه ترجمان» وأنه سيظهر في صورة لا يعرفه المؤمنون بها ثم في أخرى يعرفونها، وأنه سيرونه عياناً رؤية القمر ليلة البدر .... وسيطلع عليهم في الجنة من فوق، فيقول: السلام عليكم وأمثال ذلك كثيرة لا تعد ولا تحصى، ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. وما ادعاه أولئك من سلب أمثال هذه الأحكام عنه فليس لهم عليه حجة إلا ما هو أوهن من نسج العنكبوت».

আশ্চর্যের বিষয়, শরী'আত প্রচারক নবী রাসূলগণ কখনও আল্লাহর বাণীকে প্রকাশ্য অর্থ থেকে ভিন্ন অর্থে পরিচালিত করার সামান্যতম প্রমাণও প্রতিষ্ঠা করেননি। তাদের সারা জীবনে কখনো বলেননি যে, মহান রবের দিকে আমরা যা সম্পর্কিত করছি তা থেকে তিনি পবিত্র। তাছাড়া এসব ভাষ্যের তা'ওয়ীলকারী তথা অপব্যাখ্যাকারীরা যেসব অপব্যাখ্যার আশ্রয় নিয়ে এসব গুণাবলির বিধান আল্লাহ থেকে অস্বীকার করেছে সেসব দাবীর পক্ষে কোনো সহীহ হাদীস কিংবা কোনো

৭৩৬. তাক্বওয়িয়াতুল ঈমান, পৃ. ১৬১।

দুর্বল হাদীস দিয়েও তারা প্রমাণ করতে পারেনি। বস্তুত এভাবে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বাণীর অপব্যাখ্যা করার মাধ্যমে তারা শরী'আত প্রচারক নবী-রাসূলগণের দিকে পথভ্রষ্ট করার দোষ চাপাচ্ছে, 'আমরা আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাই' বরং এদের এসব কর্মকাণ্ড মহান আল্লাহ তাবারকা ওয়া তা'আলার ওপর অভিযোগ-আপত্তি তোলারই নামান্তর; কারণ তাদের এসব কর্মকাণ্ডের অর্থ হচ্ছে তারা যেন বলতে চাচ্ছে আল্লাহর যেসব লোকদেরকে হিদায়াতের জন্য পছন্দ করে নিয়েছেন হিদায়াতের অধ্যায়সমূহের এ অধ্যায়, অর্থাৎ ইলাহিয়াত বা আল্লাহর সংক্রান্ত আকীদাহ কী হবে, যা শরীআতের প্রধান স্তম্ভরূপে বিবেচিত, তাতে তারা হক কথা প্রকাশ করেননি, বরং তাদেরকে শিক্ষা দিয়েছেন এমন কিছু যা বাস্তবের সাথে কোনো মিল নেই। 'আল্লাহ তোমার পবিত্রতা ঘোষণা করছি, এ তো প্রকাশ্য অপবাদ'। বরং এসব লোকেরা শরী'আতের বাঁধন তাদের ঘাঁড় থেকে খুলে ফেলেছে, তারা কোনো কিছুতেই আহলুস সুন্নাতের অন্তর্ভুক্ত নয়, যদিও তাদের কেউ কেউ নিজেদেরকে এ নামে ভূষিত করে থাকে। বরং সত্যিকারের আহলুস সুন্নাত হচ্ছে, সাহাবায়ে কেরাম ও তাদের সুন্দর অনুসারীগণ। সুতরাং আমরা কখনো আমাদের পিছনের দিকে প্রত্যাবর্তন করবো না, যখন আমরা শুনব,

১- রহমান 'আরশের উপর উঠেছেন।

২- তিনি প্রতি রাতে নিকটতম আসমানে নেমে আসেন।

৩- তিনি বান্দা ও অন্তরের মাঝে বাধা হয়ে যান।

৪- তিনি মূসাকে ডেকেছেন ডান দিকের পাহাড় থেকে পবিত্র ভূমি থেকে, গাছ থেকে, হে মূসা!

৫- তিনি পাহাড়ের উপর তাজাল্লী বা নিজের আলো ফেলেছেন, তাতে পাহাড়কে তিনি চূর্ণ করে দিয়েছেন।

৬- তিনি এমন সত্তা, যাকে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বপ্নে দেখেছেন, আল্লাহ তাঁর হাত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের দু' কাধের মাঝখানে রেখেছেন এমনকি তিনি তার দু' স্তনের মাঝখানে আল্লাহর আঙ্গুলসমূহের ঠাণ্ডার পরশ পেয়েছেন এবং বলেছেন, হে মুহাম্মাদ উপরস্থ সভাষদের লোকেরা কী নিয়ে বাক-বিতণ্ডা করছে?

৭- তাঁর 'আরশ ভারজনিত শব্দ করে, যেমন কোনো বাহন তার বাহককে নিয়ে ভারজনিত শব্দ করে।

৮- তিনি হাসেন।

৯- তিনি খুঁশিতে পূর্ণ হয়ে যান।

১০-তিনি ভালোবাসেন।

১১-তিনি শত্রুতা করেন (তাঁর শত্রুদের সাথে)।

১২-তিনি সন্তুষ্ট হোন।

১৩-তিনি ক্রোধান্বিত হন।

১৪-তিনি তাঁর ঈমানদার বান্দার জান কবজ করতে দ্বিধা করেন।

১৫-তিনি বান্দা ও তার কিবলার মাঝে সালাতের সময় থাকেন।

১৬-তিনি এমন এক সত্তা, যার (তাওহীদের) হিফাযত করলে, বান্দা তাঁকে তার কাছে পায়।

১৭-বান্দা নফল আমল দিয়ে তাঁর নৈকট্য অর্জন করতে করতে এমন হয় যে, তিনি তাঁর শোনা, দেখা, হাত, পা হয়ে যান। (সুতরাং বান্দা তখন এসব অঙ্গকে আল্লাহর সন্তুষ্টি ব্যতীত পরিচালনা করে না।)

১৮-তিনি সে আগামী দিন হাশরের মাঠে নিজেকে প্রকাশ করবেন।

১৯-তিনি বান্দার সাথে কথা বলবেন, তাঁর ও বান্দার মাঝে কোনো অনুবাদক থাকবে না।

২০-তিনি হাশরের মাঠে ঈমানদারদের সামনে এমন সূরতে আসবেন যে সূরতে ঈমানদাররা তাঁকে চিনবে না, তারপর আবার এমন সূরতে আসবেন যে সূরতে তারা তাঁকে চিনবে।

২১-আর জান্নাতীরা রাব্বুল আলামীনকে চাক্ষুষ এমনভাবে দেখবে যেমন চাঁদকে পূর্ণিমার রাতে দেখা যায়।

২২-তিনি তাদের জন্য জান্নাতের উপর থেকে নিজেকে দেখাবেন এবং বলবেন, আসসালামু 'আলাইকুম।

অনুরূপ আরও বহু বর্ণনা, যা অগণিত, অসংখ্য। হে রব, আপনি যা নাযিল করেছেন তার ওপর ঈমান আনলাম। সুতরাং আমাদেরকে আপনি সাক্ষী হিসেবে লিখে নিন। এর বিপরীতে তারা (ঐসব অপব্যাখ্যাকারীরা) কুরআন ও হাদীসের এসব ভাষ্যের বিধানকে নিষেধ করছে তাদের মতের সপক্ষে কোনো প্রমাণ নেই, যদি কিছু তারা বলেও থাকে তবে তা মাকড়শার জালের চেয়েও বেশি দুর্বল।"[৭৩৭]

এ ভাষ্য থেকে স্পষ্টভাবে বুঝা গেল যে, তিনি আল্লাহর সকল গুণাবলি সাব্যস্ত করেন, যেমন 'আরশের উপর উঠা, নিকটতম আসমানে অবতরণ করা, কথা বলা, হাত, উপরে থাকা, হাসা, খুশি হওয়া, পছন্দ করা, শত্রুতা করা, সন্তুষ্ট হওয়া, অসন্তুষ্ট হওয়া, নৈকট্য ইত্যাদি যাবতীয় সত্তাগত ও কর্মগত গুণাবলি তিনি সাব্যস্ত করতেন; এর মাধ্যমে তিনি যারা এগুলোর তা'ওয়ীল বা অপব্যাখ্যা করে, তাদের কথাকে খণ্ডন করেছেন।

আল্লামা মুহাম্মাদ ইবন আলী আশ-শাওকানী (১২৫০ হিজরী)

ইমাম শাওকানী থেকে আল্লাহর 'আরশের উপর উঠার গুণটি সুস্পষ্টভাবে সাব্যস্ত করার অনেক ভাষ্য দেখা যায়। এখানে এমন কয়েকটি ভাষ্য উল্লেখ করা হলো:

তিনি তার তাফসীর গ্রন্থে বলেন,

مَذْهَبُ السَّلَفِ الصَّالِحِ أنه استوى سبحانه عليه بلا كيف عَلَى الْوَجْهِ الَّذِي يَلِيقُ بِهِ مَعَ تَنَزُّهِهِ عَمَّا لَا يَجُوزُ عَلَيْهِ،
وَالِاسْتِوَاءُ فِي لُغَةِ الْعَرَبِ: هُوَ الْعُلُوُّ وَالِاسْتِقْرَارُ.

"সালাফে সালেহীনের মাযহাব হচ্ছে, আল্লাহু সুবাহানাহু ওয়া তা'আলা 'আরশের উপর উঠেছেন কোনো প্রকার ধরন নির্ধারণ ব্যতীত, যেভাবে তাঁর জন্য সেটা উপযোগী; তবে যা তাঁর জন্য উপযোগী নয় এমন কোনো কিছু থেকে তিনি পবিত্র। আর 'ইস্তেওয়া' শব্দটি আরবী ভাষার

৭৩৭. 'আবাক্বাত: ৯০-৯১।

অভিধান অনুযায়ী অর্থ হচ্ছে, উপরে উঠা এবং অবস্থান করা।"(৭৩৮)

তিনি 'আত-তুহাফ ফী মাযাহিবিস সালাফ' গ্রন্থে বলেন,

وَمن جملَة الصِّفَات الَّتِي أمرهَا السّلف على ظَاهرهَا وأجروها على مَا جَاءَ بِهِ الْقُرْآن وَالسّنة من دون تكلّف وَلَا تَأْوِيل صفة الاسْتوَاء الَّتِي ذكرهَا السَّائِل يَقُولُونَ نَحن نثبت مَا أثبته الله لنَفسِهِ من استوائه على عَرْشه على هَيْئَة لَا يعلمهَا إِلَّا هُوَ وَكَيْفِيَّة لَا يدْرِي بهَا سواهُ وَلَا نكلف أَنْفُسنَا غير هَذَا فَلَيْسَ كمثله شَيْء لَا فِي ذَاته وَلَا فِي صِفَاته وَلَا يحيط عباده بِهِ علما وَهَكَذَا يَقُولُونَ فِي مَسْأَلَة الْجِهَة الَّتِي ذكرهَا السَّائِل وَأَشَارَ إِلَى بعض مَا فِيهِ دَلِيل عَلَيْهَا والأدلة فِي ذَلِك طَوِيلَة كَثِيرَة فِي الْكتاب وَالسّنة وَقد جمع أهل الْعلم مِنْهَا لَا سِيمَا أهل الحَدِيث مبَاحث طولوها بِذكر آيَات قرآنية وَأَحَادِيث صَحِيحَة وَقد وقفت من ذَلِك على مؤلف بسيط فِي مُجَلد جمعه مؤرخ الْإِسْلَام الْحَافِظ الذَّهَبِيّ رَحمَه الله استوفى فِيهِ كل مَا فِيهِ دلَالَة على الْجِهَة من كتاب أَو سنة أَو قَول صَاحب مَذْهَب وَالْمَسْأَلَة أوضح من أَن تَلْتَبِس على عَارِف وَأبين من أَن يحْتَاج فِيهَا إِلَى التَّطْوِيل وَلكنهَا لما وَقعت تِلْكَ القلاقل والزلازل الكائنة بَين بعض الطوائف الإسلامية كثر الْكَلَام فِيهَا وَفِي مَسْأَلَة الاسْتوَاء وَطَالَ وسيما بَين الْحَنَابِلَة وَغَيرهم من أهل الْمذَاهب فَلهم فِي ذَلِك الْفِتَن الْكُبْرَى والملاحم الْعُظْمَى وَمَا زَالُوا هَكَذَا فِي عصر بعد عصر وَالْحق هُوَ مَا عرفناك من مَذْهَب السّلف الصَّالح فالاستواء على الْعَرْش والكون فِي تِلْكَ الْجِهَة قد صرح بِهِ الْقُرْآن الْكَرِيم فِي مَوَاطِن يكثر حصرها وَيطول نشرها وَكَذَلِكَ صرح بِهِ رَسُول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غير حَدِيث بل هَذَا مِمَّا يجده كل فَرد من أَفْرَاد النَّاس فِي نَفسه وتحسه فِي فطرته وتجذبه إِلَيْهِ طَبِيعَته كَمَا نرَاهُ فِي كل من استغاث بِاللَّه سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى والتجأ إِلَيْهِ وَوجه أدعيته إِلَى جنابه الرفيع وعزه المنيع فَإِنَّهُ يُشِير عِنْد ذَلِك بكفه أَو يَرْمِي إِلَى السَّمَاء بطرفه وَيَسْتَوِي فِي ذَلِك عِنْد عرُوض أَسبَاب الدُّعَاء وحدوث بواعث الاستغاثة وَوُجُود مقتضيات الإزعاج وَظُهُور دواعي الالتجاء عَالم النَّاس وجاهلهم والماشي على طَرِيقَة السّلف والمقتدي بِأَهْل التَّأْوِيل الْقَائِلين بِأَن الاسْتوَاء هُوَ الِاسْتِيلَاء كَمَا قَالَ جُمْهُور المتأولين والأقيال كَمَا قَالَه أَحْمد بن يحيى ثَعْلَب والزجاج وَالْفراء وَغَيرهم أَو كِنَايَة عَن الْملك وَالسُّلْطَان كَمَا قَالَه آخَرُونَ فالسلامة والنجاة فِي إمرار ذَلِك على الظَّاهِر والإذعان بِأَن الاسْتوَاء والكون على مَا نطق بِهِ الْكتاب وَالسّنة من دون تكييف وَلَا تكلّف وَلَا قيل وَلَا قَالَ وَلَا قُصُور فِي شَيْء من الْمقَال فَمن جَاوز هَذَا الْمِقْدَار بإفراط أَو تَفْرِيط فَهُوَ غير مقتد بالسلف وَلَا وَاقِف فِي طَرِيق النجَاة وَلَا معتصم عَن الْخَطَأ وَلَا سالك فِي طَرِيق السَّلامَة والاستقامة.

"সালাফে সালেহীন কুরআন ও সুন্নাহ'য় আসা আল্লাহ তা'আলার যেসব গুণাবলিকে কোনো প্রকার অপব্যাখ্যা ও কৃত্তিমতার আশ্রয় গ্রহণ ছাড়াই প্রকাশ্য অর্থে যেভাবে এসেছে সেভাবে পরিচালিত করার নীতি গ্রহণ করেছেন, তন্মধ্যে একটি হচ্ছে 'ইস্তেওয়া' ('আরশের উপর উঠা) গুণটি। যে ব্যাপারে প্রশ্নকর্তা প্রশ্ন করেছে, আমাদের সালাফগণ বলতেন, আমরা তা অবশ্যই সাব্যস্ত করি

৭৩৮. ফাতহুল কাদীর (২/২৫৯-২৬০)।

যা আল্লাহ তাঁর নিজের জন্য সাব্যস্ত করেছেন, যেমন আল্লাহর 'আরশের উপর উঠা, এমনভাবে উঠা যা কেবল তিনি ব্যতীত কেউ জানে না, এমন ধরনের উঠা যা তিনি ব্যতীত কেউ অবগত নয়। আমরা আমাদের নিজেদেরকে এর চেয়ে বেশি দায়িত্বে ফেলবো না; কারণ তাঁর মতো কোনো সত্তা নেই, তাঁর সত্তাতেও নয়, গুণেও নয়। আর তাঁর বান্দাগণের কেউই তাঁকে জ্ঞানে পরিবেষ্টন করতে সক্ষম নন। ঠিক সালাফগণ একই নীতি অবলম্বন করেন 'দিক নির্ধারণের মাসআলায়' যে মাসআলাটি প্রশ্নকারীর প্রশ্নে এসেছে এবং সে এ বিষয়ে সেসব দলীল প্রমাণ এসেছে তার কিছু উল্লেখ করেছে। বস্তুত এর ওপর কুরআন ও সুন্নাহ'র প্রমাণ অনেক দীর্ঘ। বহু আলেম, বিশেষ করে হাদীসশাস্ত্রবিদগণ, এ বিষয়ে কুরআনের আয়াত ও সহীহ হাদীস দিয়ে অনেক দীর্ঘ আলোচনা করেছেন। এ বিষয়ে আমি এক খণ্ডের একটি বিস্তৃত গ্রন্থ দেখেছি, যা ইসলামের ঐতিহাসিক হাফেয যাহাবী রাহিমাহুল্লাহ একত্রিত করেছেন। সেখানে তিনি এ বিষয়ক সবকিছুই নিয়ে এসেছেন, যাতে 'দিক' সাব্যস্তকারী কুরআন, সুন্নাহ, মাযহাবের ইমামগণের মত জমা করেছেন। মূলত মাসআলাটি কোনো জ্ঞানী ব্যক্তির কাছে গোপন থাকবে সে রকম বিষয় নয়, আর সেটা এতোই স্পষ্ট যে, এটার জন্য লম্বা লেখার প্রয়োজন পড়ে না। কিন্তু বিভিন্ন ইসলামী উপদলের দ্বারা যখন এ (দিক সাব্যস্ত করার) মাসআলায় বিশৃঙ্খলা ও সমস্যা তৈরি করা শুরু করলো, অনুরূপভাবে তারা 'আল্লাহর 'আরশের উপর উঠার মাসআলাতেও বিশৃঙ্খলা তৈরি করলো ও বিষয়টি নিয়ে দীর্ঘ সময় ব্যয় করলো, বিশেষ করে হাম্বলী আলেমগণ ও অন্যান্য মাযহাবের আলেমগণের মাঝে টানাপোড়ন আরম্ভ হলো, বস্তুত এভাবে তাদের মাঝে এ সমস্যা যুগ যুগ ধরে হয়ে আসছে, তখন সত্যটি তুলে ধরতেই হলো, যাতে আমরা সালাফে সালেহীনের মত আপনাকে জানিয়েছি। আর সেটা হচ্ছে, 'আরশের উপর উঠা এবং ঐ দিকে হওয়ার বিষয়টি কুরআনে কারীম অগণিত অসংখ্য জায়গায় সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত করেছে যা আলোচনায় সীমাবদ্ধ করা কঠিন আর যা প্রচার করতেও দীর্ঘ গ্রন্থ লাগবে। অনুরূপভাবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামও বহু হাদীসে তা স্পষ্টভাবে বর্ণনা করেছেন। বরং এটি এমন এক বিষয় যা সত্য হওয়ার বিষয়টি প্রত্যেক মানুষই তার নিজের অন্তরের কন্দরে, তার আবেগ-অনুভূতিতে, স্রষ্টা কর্তৃক প্রদত্ত প্রকৃতি দ্বারা অনুভব করতে পারে। তাই তো আমরা দেখতে পাই, কেউ যখন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার কাছে উদ্ধার কামনা করে, তাঁর দিকেই আশ্রয় নেয়, কেউ যখন তার দো'আ মহান উঁচু ও মর্যাদাবান সত্তা আল্লাহর জন্য নিবেদিত করে তখন সে তাঁর দিকে তার হাতের কব্জি তুলে নেয় অথবা আসমানের দিকে তাঁর চোখের কোণ নিবদ্ধ করে। এটা সবসময় সমানভাবে করতে থাকে যখন তার দো'আ করার কোনো কারণ সংঘটিত হয়, যখন উদ্ধার পাওয়ার ইচ্ছা জাগ্রত হয়, যখন সমস্যা সঙ্কুল অবস্থা থেকে মুক্তি পেতে চায় অথবা মুক্তি পাওয়ার কারণ প্রকাশ পায়, তখন সে ব্যক্তি আলেম হোক কিংবা জাহেল, সালাফে সালেহীনের পথে বিচরণকারী হোক কিংবা তা'ওয়ীল বা অপব্যাখ্যাকারীদের পদাঙ্ক অনুসরণকারী লোকই হোক।

বস্তুত নিরাপত্তা ও নাজাতের পথ হচ্ছে, এ গুণটিকে তার প্রকাশ্য অর্থে পরিচালিত করা এবং এটার স্বীকৃতি প্রদান যে, 'আরশের উপর হওয়া এবং এ দিকে হওয়ার বিষয়টি মেনে নেয়া, যেমনটি কুরআন ও সুন্নাহ'য় এসেছে, তাতে কোনো প্রকার ধরন নির্ধারণ না করে, কোনো প্রকার কৃত্তিমতার আশ্রয় না নিয়ে, কোনো প্রকার আজে-বাজে কথা না বলে অথবা অবুজ কোনো কথা থেকে বিরত থেকে। যে কেউ এ সীমা অতিক্রম করবে বাড়াবাড়ি কিংবা ছাড়াছাড়ি দিয়ে,

সে সালফে সালেহীনের পথে চলতে চলতে পারেনি। নাজাতপ্রাপ্তদের থেকেও অবস্থান করতে পারেনি। ভুল থেকেও নিরাপত্তা লাভ করতে পারেনি। নিরাপত্তা ও সরল-সহজ পথে চলতেও সক্ষম হয়নি।"(৭৩৯)

আশ-শাইখ মুহাম্মাদ ইবন নাসের আল-হাযেমী (১২৮৩ হিজরী)

আশ-শাইখ, আশ-শরীফ মুহাম্মাদ ইবন নাসের আল-হাযেমী রাহিমাহুল্লাহ, যিনি ইমাম শাওকানীর ছাত্র ছিলেন, তিনি তার আস-সিফাত গ্রন্থে বলেন,

«قولنا في آيات الصفات والأحاديث الواردة ما قاله الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم، وما قاله سلف الأمة وأئمتها من الصحابة والتابعين، والأئمة الأربعة وغيرهم من علماء المسلمين، فنصف الله تعالى بما وصف به نفسه في كتابه، وما وصفه به رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل، بل نؤمن بالله سبحانه وتعالى ﴿ليس كمثله شيء وهو السميع البصير﴾ [الشورى: ١١]... وهذا كتاب الله من أوله إلى آخره، وهذه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا كلام الصحابة والتابعين وسائر الأئمة، قد دل ذلك بما هو نص أو ظاهر في أن الله سبحانه وتعالى فوق العرش، استوى على عرشه....

"আল্লাহর গুণাবলি বিষয়ক আয়াত ও হাদীসের ব্যাপারে আমাদের বক্তব্য তা-ই যা মহান আল্লাহ বলেছেন, তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যা উম্মতের সালাফে সালেহীন ও ইমামগণ, সাহাবায়ে কেরাম, তাবে'য়ীনে 'ইযাম, চার ইমাম প্রমুখ মুসলিমদের আলেম সম্প্রদায় বলেছেন। সুতরাং আমরা আল্লাহকে সেসব গুণে ভূষিত করি যা দিয়ে আল্লাহ তাঁর নিজেকে গুণান্বিত করেছেন, আর যা দিয়ে তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে গুণান্বিত করেছেন কোনো প্রকার (শব্দ বা অর্থ) বিকৃতি, কোনো প্রকার অর্থহীন করণ ব্যতীত, অনুরূপ কোনো প্রকার ধরন নির্ধারণ ও উপমা পেশ ব্যতীত। বরং আমরা আল্লাহ তা'আলার ওপর ঈমান আনি যে, "তার মতো কোনো কিছু নেই, তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা"।

আর এ আল্লাহর কিতাব, তার শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাহ, সাহাবায়ে কেরাম, তাবে'য়ীনে 'ইযাম ও সম্মানিত সকল ইমামগণের মত, যার কোনোটি সুস্পষ্টভাবে, কোনোটি প্রকাশ্যভাবে এটা সাব্যস্ত করছে যে, নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা তাঁর 'আরশের উপর, আসমানসমূহের উপর, তাঁর 'আরশের উপর উঠেছেন....।"(৭৪০)

ইমাম আবুল হাসানাত আবদুল হাই লাখনাওয়ী (১৩০৪ হিজরী)

ইমাম আবুল হাসানাত আবদুল হাই লাখনাওয়ী রাহিমাহুল্লাহ তাঁর 'মাজমূ'আতুল ফাতাওয়া' গ্রন্থে বলেন,

---

৭৩৯. আশ-শাওকানী, আত-তুহাফ ফী মাযাহিবিস সালাফ, পৃ. ২৮।

৭৪০. আস-সিফাত, পৃ. ১৯ ও ২৩।

سوال: در باب آیات صفات مثل (استوى على العرش) و (يد الله) وغیرہ مسلک تاویل حق ہے یا اور کوئی مسلک؟

جواب: اس باب میں علماء کی چند مسلک ہیں، ایک: مسلک تاویل کہ استواء بمعنی استیلاء و ید بمعنی قدرت ووجہ بمعنی ذات ہے، وعلى هذا القياس، اور یہی مختار اکثر متکلمین کا ہے. دوسرا مذہب: تشابہ في المعنى وفي الكيفيه، تیسرا مسلک: معلوم المعنى متشابه الكيفيه اور حق ان میں مسلک ثالث ہے، اور یہی مذہب صحابہ وتابعین وائمہ مجتہدین ومحدثین وفقہاء واصولیین محققین ہے. شیخ الاسلام ذہبی سیر النبلاء میں ترجمہ قتیبہ بن سعید میں لکھتے ہیں: روى غير واحد عن أبي العباس السراج فقال: سمعت قتيبة يقول: هذا قول أئمة الإسلام وأهل السنة والجماعة: إن ربنا عز وجل على العرش انتهى. بہت سے لوگوں نے ابو العباس سراج سے نقل کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ قتیبہ نے کہا ہے کہ ائمہ اسلام اور اہل سنت وجماعت کا یہ قول ہے کہ ہمارا خدا عرش پر ہے. اور ترجمہ علي بن المديني میں لکھتے ہے قال أكثر العلماء إن الله على العرش انتهى. اکثر علماء نے کہا ہے کہ اللہ تعالی عرش پر ہے. اور ترجمہ اسحاق بن راہویہ میں لکھتے ہیں: قال حرب الكرماني قلت لإسحاق ما تقول في قوله تعالى ﴿ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم﴾ كيف تقول؟ قال: حيث ماكنت فهو أقرب إليك، وهو بائن من خلقه. انتهى....

প্রশ্ন: আল্লাহর গুণাবলির আয়াত অধ্যায় যেমন, 'ইস্তেওয়া আলাল 'আরশ' (আরশের উপর উঠেছেন), ইয়াদুল্লাহ (আল্লাহর হাত) ইত্যাদিতে ব্যাখ্যা নীতি সত্য নাকি আর কোনো নীতি গ্রহণ করা হবে?

উত্তর: এ অধ্যায়ে আলেমগণের কয়েকটি নীতি রয়েছে,

প্রথম (অপ)ব্যাখ্যা নীতি, আর সেটা হচ্ছে এখানে 'ইস্তেওয়া' বলে 'ইস্তীলা' বা অধিকার করা, আর হাত অর্থ ক্ষমতা বা শক্তি করা, চেহারা অর্থ সত্তা করা, এভাবেই অন্যগুলোর অর্থ কিয়াস করা হবে। এ নীতিটি অধিকাংশ কালামশাস্ত্রবিদদের পছন্দনীয় নীতি।

দ্বিতীয় নীতি হচ্ছে, অর্থ ও ধরন উভয়টিকেই অস্পষ্ট ধরে নেয়া। (অর্থ করলেও সাদৃশ্য দেয়া হবে, ধরণ নির্ধারণ করলেও সাদৃশ্য দেয়া হবে; সুতরাং অর্থ ও ধরন কোনোটিই নির্ধারণ না করা)

তৃতীয় নীতি হচ্ছে, অর্থ জানা আছে কিন্তু ধরনের ক্ষেত্রে অস্পষ্ট ধরে নেয়া।

তন্মধ্যে হক্ক বা সত্য নীতি হচ্ছে তৃতীয়টি। এটিই সাহাবায়ে কেরাম, তাবে'য়ীনে 'ইযাম, মুজতাহিদ ইমামগণ, মুহাদ্দেসীণ, ফুকাহা, উসূলীসহ সকল সত্যনিষ্ঠ আলেমের মত। শাইখুল ইসলাম ইমাম যাহাবী তার সিয়ারু আ'লামিন নুবালা গ্রন্থে ইমাম কুতাইবাহ ইবন সা'ঈদ এর জীবন চরিতে বর্ণনা করেন, আমাদেরকে একাধিক ব্যক্তি আবুল 'আব্বাস আস-সাররাজ থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, আমি কুতাইবাহকে বলতে শুনেছি, "এটিই হচ্ছে ইসলামের ইমাম, আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের বক্তব্য।" (শেষ) আবার তিনি ইমাম আলী ইবনুল মাদীনীর জীবন-চরিতে বলেন, তিনি বলেছেন, "অধিকাংশ আলেমেরই মত হচ্ছে, নিশ্চয় আল্লাহ 'আরশের উপর।" (শেষ) অনুরূপভাবে তিনি ইমাম ইসহাক্ব ইবন রাহওয়াইহ এর জীবন-চরিতে উল্লেখ করেন, হারব আল-কিরমানী বর্ণনা করেন, আমি ইসহাক্ব ইবন রাহওয়াইহকে জিজ্ঞেস করলাম, আপনি

আল্লাহর বাণী, "যেকোনো শলা-পরামর্শ তিনজনে করুক না কেন, তাতে তিনি তাদের চতুর্থ" এ ব্যাপারে আপনার মত কী? তখন তিনি বললেন, "তুমি যেখানেই থাক না কেন, তিনি তোমার থেকে নিকটে, তবে তিনি সৃষ্টিকুল থেকে আলাদা"। (শেষ)...."[৭৪১]

অন্যত্র তিনি ইমাম আবু হানীফা রাহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণনা করেন,

وقال أبو المطيع البلخي: سألت أبا حنيفة فيمن قال: لا أدري أين الله؟ فقال أبو حنيفة انه يكفر لأنه خالف النص، والله يقول: ﴿الرحمن على العرش استوى﴾ اقرؤوها وآمنوا به فقال أبو مطيع كيف استوى؟ فقال: آمنوا به كما جاء.

"আবু মুতী' আল-বালাখী বলেন, আমি আবু হানীফা রাহিমাহুল্লাহকে জিজ্ঞেস করেছি সে ব্যক্তি সম্পর্কে যে ব্যক্তি বলে, আমি জানি না আল্লাহ কোথায়? তখন আবু হানীফা রাহিমাহুল্লাহ বললেন, সে তো কাফির হয়ে যাবে; কারণ সে কুরআনের ভাষ্যের বিরোধিতা করেছে, আল্লাহ বলেন, "রহমান 'আরশের উপর উঠেছেন"। তোমরা এ আয়াত পড়বে এবং এর উপর ঈমান আনবে, তখন আবু মুতী' বললেন, কীভাবে তিনি উপরে উঠলেন, তখন আবু হানীফা রাহিমাহুল্লাহ বললেন, "তোমরা এর উপর ঈমান আন যেমনটি এসেছে।" (অর্থাৎ ধরন নির্ধারণ করবে না)[৭৪২]

অন্যত্র বলেন,

اور سراج الدين علی حنفی قصيدة بدء الأمالی میں کہتے ہے:

ورب العرش فوق العرش لكن بلا وصف التمكن واتصال...

ملا علی قاری حنفی اسکی شرح میں لکھتے ہے: سئل الشافعي عن الاستواء فقال: آمنت به بلا تشبيه واتهمت نفسي في الإدراك أمسكت عن الخوض وأجمع السلف على أن استواءه على العرش صفة له بلا كيف، نؤمن به...

"অনুরূপভাবে সিরাজুদ্দীন আলী হানাফী 'বাদউল আমালী' কবিতায় বলেন,

'আরশের রব 'আরশের উপর, তবে *** সেটাকে আঁকড়ে আছে বলবে না, লেগে আছেও বলবে না।

আল্লামা মোল্লা আলী আল-কারী আল-হানাফী সেটার ব্যাখ্যায় বলেন, ইমাম শাফে'য়ী রাহিমাহুল্লাহকে 'ইস্তেওয়া' সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন, আমি কোনো প্রকার সাদৃশ্য স্থাপন ব্যতীতই সেটার ওপর ঈমান এনেছি, আমি সেটার ধরন পাওয়ার বিষয়ে নিজেকে প্রশ্নবিদ্ধ করছি, আমি সেটার আলোচনায় প্রবৃত্ত হওয়া থেকে বিরত থাকলাম। আর সালাফগণের ইজমা' বা ঐকমত্য রয়েছে যে, তাঁর 'আরশের উপর উঠা তাঁর একটি গুণ যার কোনো ধরন নির্ধারণ করা যাবে না, আমরা সেটার ওপর ঈমান আনি।"[৭৪৩]

অন্যত্র তিনি আবদুল আযীয বুখারীর বক্তব্য বর্ণনা করেন, যিনি সিফাতের ব্যাপারে আশ'আরী-মাতুরিদীদের বক্তব্যের প্রতিবাদ করেন,

---

৭৪১. মাজমু'আতুল ফাতাওয়া, পৃ. ৩৯।

৭৪২. মাজমূ'আতুল ফাতাওয়া, পৃ. ৪০।

৭৪৩. মাজমূ'আতুল ফাতাওয়া, পৃ. ৪০।

اور عبد العزیز بخاری حنفی کشف الاسرار شرح أصول البزدوی میں لکھتی ہیں: إثبات الرؤية وإثبات الوجه واليد لله حق عندنا، خلافاً لقول من قال: لا يوصف الله بالوجه واليد، بل المراد بالوجه الرضا، والذات، ومن اليد القدرة، أو القوة أو النعمة، فقال المصنف: بل الله يوصف بصفة الوجه واليد مع تنزيهه عن الجارحة؛ لأن الوجه واليد من صفات الكمال في المشاهدة؛ لأن من لا وجه له ولا يد له يعدُّ ناقصاً، وهو موصوف بصفات الكمال، فيوصف بهما أيضاً إلا أن إثبات الكيفية مستحيل؛ فيتشابه وصفه فيجب تسليمه على اعتقاد حقيته من غير اشتغال بالتأويل. انتهى.

"আর আবদুল আযীয বুখারী হানাফী তার কাশফুল আসরার শারহু উসূলুল বাযদাওয়ীতে লিখেন, আল্লাহ তা'আলার দেখা সাব্যস্ত করা, তাঁর জন্য চেহারা সাব্যস্ত করা, হাত সাব্যস্ত করা আমাদের নিকট হক্ক বা সত্য। এটি তাদের বিপরীত যারা বলে, আল্লাহর জন্য চেহারা ও হাত সাব্যস্ত করা যাবে না। তারা বলে এখানে চেহারা বলে সন্তুষ্টি, সত্তা, আর হাত বলে শক্তি, ক্ষমা কিংবা নি'আমত বুঝানো হয়েছে। তাই গ্রন্থকার এর প্রতিবাদ করে বলেন, "বরং আল্লাহকে চেহারা, হাত গুণে গুণান্বিত করা হবে, তবে সেটাকে অঙ্গ বলা যাবে না; কারণ চেহরা ও হাত থাকা দৃশ্যমান জগতে পূর্ণ গুণ হিসেবে বিবেচিত। কেননা যার চেহারা নেই, হাত নেই সে তো ত্রুটিপূর্ণ। আর আল্লাহ তা'আলাকে তো পূর্ণ গুণ দিয়েই গুণান্বিত করা হবে। সুতরাং তাকে এ দু'টি গুণ দিয়ে ভূষিত করা হবে, তবে ধরন নির্ধারণ করা অসম্ভব বিষয়; সুতরাং সে ধরন সাব্যস্ত করার বিষয়টি অস্পষ্ট থেকে যাবে। কর্তব্য হচ্ছে সেটার অর্থ সত্য বলে সেটার অপব্যাখ্যা করা থেকে বিরত থাকা। (শেষ)"[৭৪৪]

অন্যত্র বলেন,

اور أبو شکور تمهید میں لکھتے ہے : قال بعضهم: إن الله موجود في كل مكان، وهم صنف من الجهمية، واحتجوا بقوله تعالى: ﴿هو الذي في السماء إله وفي الأرض إله﴾ وقوله: ﴿وهو الله في السموات وفي الأرض﴾ وقوله: ﴿إن الله مع الذين اتقوا﴾ وقوله: ﴿ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم﴾ والجواب: أن معنى الآية الأولى: إنه إله أهل السماء وأهل الأرض، والآية الثانية: تدبيره في السموات والأرض، ومعنى الآية الثالثة: إنه معهم بالنصرة، ومعنى الرابعة: إنه سميع بمقالتهم بصير بأفعالهم، ونحن نقول: إن الله لو كان في كل مكان، يؤدي أن يكون في أفواه الدواب وأفراج النساء والإماء، وهذا كفرٌ قبيح. انتهى

"আর আবু শাকূর তামহীদ গ্রন্থে বলেন, "তাদের (অর্থাৎ জাহমিয়্যাহ ও মু'তাযিলাদের) কেউ কেউ বলে, আল্লাহ সব জায়গায়, তারা হচ্ছে জাহমিয়্যাদের একটি সম্প্রদায়। তারা আল্লাহর বাণী "তিনি আসমানে ইলাহ ও যমীনে ইলাহ" অনুরূপ আল্লাহর বাণী, "তিনি (আল্লাহ) আসমানে এবং যমীনে.." অনুরূপ আল্লাহর বাণী নিশ্চয় আল্লাহ মুত্তাকীদের সাথে আছেন" অনুরূপ আল্লাহর বাণী, যখনই তিনজনের শলা-পরামর্শ হয় তখনি চতুর্থজন হন আল্লাহ"

উত্তর: প্রথম আয়াতের অর্থ তিনি আসমানবাসীর ইলাহ এবং যমীনবাসীর ইলাহ। আর দ্বিতীয় আয়াতের অর্থ, তাঁরই পরিচালনায় চলছে আসমান ও যমীন। তৃতীয় আয়াতের অর্থ, তিনি তাদের সাথে আছেন, সাহায্যের মাধ্যমে। চতুর্থ আয়াতের অর্থ, তিনি তাদের কথা শুনেন, তাদের কার্য

৭৪৪. মাজমূ'আতুল ফাতাওয়া, পৃ. ৪১।

দেখেন।

আর আমরা বলি, যদি তিনি সব জায়গায় হন, তাহলে তো তাকে জীব-জন্তুর মুখের ভিতর, নারী-দাসীদের লজ্জাস্থানেও বলতে হয়, [নাউযুবিল্লাহ] এ তো নিকৃষ্টতম কুফুরী। (শেষ)"(৭৪৫)

তারপর তিনি বলেন,

ان عبارات سے معلوم ہوا کہ صحابہ، ائمہ، وغیر، ائمہ حنفیہ وغیر ائمہ حنفیہ سب کا مذہب ہے کہ اللہ کی فوقیت عرش پر ہے، اور ید ووجہ وغیرہ صفات بلاکیف ہے، اور ان سب کی تاویل صحیح نہیں ہے... الحاصل: آیات فوقیت واستواء وید وجہ سب معاني ظاہر پر محمول ہیں، اور کیفیات ان سب کي مجہول ہیں، اور اس میں تجسیم بہی لازم نہیں آتا، کیونکہ جب کیفیت مجہول ہو گئی اور خیال ﴿لیس کمثله شيء﴾ کا بہی رہا، اور تنزیہ تام کي گئی تجسیم کسی طرح لازم نہی آئے گا. والله أعلم.

"উপরোক্ত বাক্য থেকে এটা জানা গেল যে, সাহাবায়ে কেরাম, ইমামগণ, হানাফী ইমামগণ, হানাফী ছাড়া অন্যান্য ইমামগণ সকলেরই মাযহাব হচ্ছে যে, আল্লাহ তা'আলা 'আরশের উপর, হাত, চেহারা ইত্যাদি আল্লাহর গুণ তবে সেটার ধরন নির্ধারণ করা যাবে না। আর এসবের তা'ওয়ীল কখনও শুদ্ধ নয়। মোটকথা, উপরে থাকা, উপরে উঠা, হাত ও চেহারা এসব প্রকাশ্য অর্থের ওপর গ্রহণ করা হবে। আর এগুলোর ধরন অজানা, এর দ্বারা দেহবাদও আবশ্যক হয় না; কেননা যখন ধরণ অজানা হয়ে গেল এবং "তাঁর মতো কোনো কিছু নয়" এটাও খেয়াল রাখা হলো আর পূর্ণরূপে পবিত্র করা হলো তখন কোনোভাবেই দেহবাদ আবশ্যক হয় না। আল্লাহই ভালো জানেন।"(৭৪৬)

অন্য এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন,

بغیر بیان کیفیت استواء کی اللہ کی ذات کو عرش پر سمجھنا اور اسکی علم کو محیط تمام عالم اعتقاد رکہتا ہو اسکی پیچھے نماز بلا کراہت جائز ہے، یہ حکمت نبویہ میں ہے، نعتقد أنه على العرش مستو عليه استواءً منزها عن التمكن والاستقرار وأنه فوق العرش، ومع ذلك هو قريب من كل وجود، وهو أقرب من حبل الوريد ولا يماثل قربه قرب الأجسام انتهى.

"ইস্তেওয়া তথা উপরে উঠার কোনো ধরন নির্ধারণ ব্যতীত আল্লাহর সত্তাকে 'আরশের উপর বুঝা, আর তাঁর জ্ঞান জগতের সকল কিছুকে বেষ্টন করে আছে এ আকীদাহ পোষণ করলে তার পিছনে কোনো প্রকার মাকরূহ হওয়া ব্যতীত তার পিছনে সালাত বিশুদ্ধ। কারণ, এটাই তো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের নির্দেশনা। আমরা বিশ্বাস করি যে, আল্লাহ তা'আলা তাঁর 'আরশের উপর উঠেছেন এমন উঠা যা সেটাকে ধরে রাখা কিংবা স্থির হয়ে থাকা থেকে মুক্ত। আর তিনি তাঁর 'আরশের উপর রয়েছেন। তারপরও তিনি সকল সৃষ্টিকুলের নিকটে, তিনি তাদের ঘাড়ের শিরা হতেও অধিক নিকটে, তবে তার এ নিকটে থাকা অন্যান্য দেহের নিকটে থাকার মতো নয়।"(৭৪৭)

৭৪৫. মাজমূ'আতুল ফাতাওয়া, পৃ. ৪২।

৭৪৬. মাজমূ'আতুল ফাতাওয়া, পৃ. ৪২।

৭৪৭. মাজমূ'আতুল ফাতাওয়া, পৃ. ৪৩।

অন্যত্র তিনি বলেন,

اعتقاد رکھنا اس طرح پر کہ خدائ تعالی اپنی ذات سے عرش کی اُوپر ہے تنزیہ کی ساتھ صحیح وحق ہے، کیونکہ یہ بات قرآن وحدیث وراجماع سلف سے ثابت ہے اور عقائد کی کتابوں میں اَہل سنت وجماعت کی موجود ہے اُور سلف صالحین یعنی صحابہ وتابعین وتبع تابعین وائمہ مجتہدین رضوان اللہ علیہم اَجمعین وغیرہ کا بہی یہی اعتقاد تھا...

"এ বিশ্বাস রাখা যে, আল্লাহ তা'আলা তাঁর সত্তাগতভাবে 'আরশের উপর সর্বপ্রকার পবিত্রতাসহ, এটা বিশুদ্ধ ও হক্ক আকীদাহ। কেননা এ কথা কুরআন, হাদীস, সালাফে সালেহীনের ইজমা' দ্বারা সাব্যস্ত। আর আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের আকীদাহ'র কিতাবে অবস্থিত। সালাফে সালেহীন, অর্থাৎ সাহাবায়ে কেরাম, তাবে'য়ীন, তাবে তাবে'য়ীন ও মুজতাহিদ ঈমামগণের সবাই এ আকীদাই পোষণ করতেন।"[৭৪৮]

আল্লামা সিদ্দিক হাসান খান ভূপালী আল-কিন্নাওজী (১৩০৭ হিজরী)

উপমহাদেশের সহীহ আকীদাহ'র একজন দিকপাল আল্লামা শাইখ সিদ্দীক হাসান খান ভূপালী রাহিমাহুল্লাহ আল্লাহ তা'আলার 'আরশের উপর উঠার আকীদাহটি স্পষ্টভাবে তার তাফসীরে বর্ণনা করে বলেন,

(ثم استوى على العرش) قد اختلف العلماء في معنى هذا على أربعة عشر قولاً وأحقها وأولاها بالصواب مذهب السلف الصالح أنه استوى سبحانه عليه بلا كيف بل على الوجه الذي يليق به مع تنزهه عما لا يجوز عليه.

والاستواء في لغة العرب هو العلو والاستقرار، قال الجوهري: استوى على ظهر دابته أي استقر واستوى إلى السماء أي صعد، واستوى أي استولى وظهر وبه قال المعتزلة وجماعة من المتكلمين.

وحكي عن أبي عبيدة أن معنى استوى هنا علا وارتفع، وللشوكاني رسالة مستقلة في إثبات إجراء الصفات على ظواهرها منها صفة الاستواء، ولشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني والحافظ الإمام محمد بن أبي بكر بن القيم الجوزي إلمام تام بمسألة الاستواء هذه وإثبات الفوقية والعلو له تعالى على خلقه ولهما في ذلك رسائل مستقلة ما بين مطولة منها ومختصرة، وكتاب العلو للحافظ الذهبي فيه جميع ما ورد في ذلك من الآيات والأحاديث وغيرها، وقد أوضحت هذا المقام في كتابي الانتقاد الرجيح في شرح الاعتقاد الصحيح.

وعن أم سلمة قالت: الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول والإقرار به إيمان والجحود له كفر، أخرجه ابن مردويه وعن مالك بن أنس نحوه وزاد والسؤال عنه بدعة، قال النسفي وتفسير العرش بالسرير والاستواء بالاستقرار كما تقوله المشبهة باطل انتهى. وأقول يا مسكين أما شعرت أن العرش في اللغة هو السرير، والاستواء هو الاستقرار وبه فسره حبر الأمة وترجمان القرآن ابن عباس كما في البخاري، وليس في ذلك تشبيه أصلاً إنما

৭৪৮. মাজমু'আতুল ফাতাওয়া, পৃ. ৪৭।

التشبيه في بيان الكيفية بل الإنكار عن ذلك تعطيل يخالف مذهب سلف الأمة وأئمتها، وهو إمرار الصفات كما جاءت وإجراؤها على ظواهرها بلا تكييف ولا تأويل ولا تعطيل ولا تشبيه، ويعالج التشبيه بكلمة إجمالية ليس كمثله شيء.

"তারপর তিনি (আল্লাহ) 'আরশের উপর উঠেছেন" আলেমগণ এর ব্যাখ্যায় চৌদ্দটি বক্তব্য দিয়েছেন, তবে যা হক্ক-সত্য ও বিশুদ্ধ হিসেবে স্বীকৃত তা হচ্ছে সালাফে সালেহীনের মাযহাব। তারা বলেছেন, আল্লাহ তা'আলা তাঁর 'আরশের উপর উঠেছেন কোনো প্রকার ধরন নির্ধারণ ছাড়াই, বরং যে পদ্ধতি তাঁর সাথে উপযুক্ত হবে সেভাবে, তবে সাথে সাথে তাঁর জন্য যা অসম্ভব সেটা থেকে তিনি পবিত্র।

আর আরবী ভাষাতে 'ইস্তেওয়া' এর অর্থ হলো- উপরে উঠা ও উপরে থাকা। জাওহারী বলেন, বলা হয়, 'ইস্তাওয়া 'আলা যাহরি দাব্বাতিহী' অর্থাৎ বাহনের উপরে অবস্থান নিলেন। আর 'ইস্তাওয়া ইলাস সামায়ি' এর অর্থ উপরে উঠলেন। আর ইস্তাওয়া অর্থ ইস্তাওলা বা অধিকার করল ও জয়ী হলো এটা মু'তাযিলা একদল কালামশাস্ত্রবিদদের কথা।...

আবু উবাইদাহ থেকে বর্ণিত, এখানে 'ইস্তাওয়া' অর্থ 'আলা (উপর উঠলেন) ও 'ইরতাফা'আ' বা ঊর্ধ্বে উঠলেন। ইমাম শাওকানীর এ ব্যাপারে একটি আলাদা পুস্তিকা রয়েছে, সেখানে তিনি আল্লাহর গুণসমূহকে প্রকাশ্য অর্থের উপর নিতে হবে বলেছেন, তন্মধ্যে তিনি 'ইস্তেওয়া' আল্লাহর 'আরশের উপর উঠা' এ গুণটি বর্ণনা করেছেন। শাইখুল ইসলাম আহমাদ ইবন আবদুল হালীম ইবন তাইমিয়্যাহ আল-হাররানী, হাফেয ইমাম মুহাম্মাদ ইবন আবী বকর ইবন কাইয়্যেমিল জাওযিয়্যাহ 'ইস্তেওয়া' বা 'আল্লাহ কর্তৃক তাঁর 'আরশের উপর উঠা'র বিষয়ে, তাঁর জন্য উপর দিক সাব্যস্ত করা, তাঁর জন্য সৃষ্টির উপরে সর্বোচ্চে থাকার গুণটি প্রমাণ করার বিষয়টি পূর্ণ দখলে ছিল, তারা দু'জন এ ব্যাপারে বেশ কিছু গ্রন্থ লিখেছেন, যার কোনোটি ছোট কোনোটি বড়। অনুরূপভাবে হাফেয যাহাবী রাহিমাহুল্লাহর কিতাবুল উলু নামক গ্রন্থে এ বিষয়ে কুরআনের আয়াত, হাদীস ও অন্যান্য দলীল প্রমাণাদি একত্রিত করেছেন। আর আমিও এ বিষয়টি আমার রচিত গ্রন্থ 'আল-ইন্তিক্বাদুর রাজীহ ফী শারহিল ই'তিক্বাদ আস-সহীহ' গ্রন্থে বিস্তারিত তুলে ধরেছি।

উম্মে সালামাহ রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'ইস্তেওয়া' এর অর্থ অজানা নয়, ধরণ বিবেকের যুক্তি দিয়ে পাওয়া যাবে না। তা স্বীকার করে নেয়ার নাম ঈমান, আর তা অস্বীকার করার নাম কুফুরী যা ইমাম ইবন মারদুওইয়াহ বর্ণনা করেছেন। ইমাম মালিক ইবন আনাস রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহু থেকেও অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে। সেখানে বাড়তি এসেছে, আর এর ধরন সম্পর্কে প্রশ্ন করা বিদ'আত।

অন্যদিকে আমরা দেখতে পাই যে, নাসাফী বলেছেন, 'আরশের তাফসীর খাট আর ইস্তেওয়া এর অর্থ ('আরশের উপর) অবস্থান করা যেমনটি সাদৃশ্য স্থাপনকারীরা বলে তা বাতিল। শেষ।

আমি বলবো, ওহে মিসকীন, তুমি কি জান না যে, ভাষায় 'আরশ বলে খাটকেই বুঝায় আর ইস্তেওয়া বলে অবস্থানকেই বুঝায়। এ তাফসীর উম্মতের বড় আলেম, কুরআনের তাফসীরকার আবদুল্লাহ ইবন 'আব্বাস থেকেই এসেছে, যেমনটি ইমাম বুখারী বর্ণনা করেছেন। এভাবে সাব্যস্ত করার মধ্যে সাদৃশ্য স্থাপন করা হয় না, সাদৃশ্য স্থাপন তো কেবল ধরণ নির্ধারণ দ্বারাই

হয়ে থাকে। বরং এর অর্থ সাব্যস্ত করাকে অস্বীকার করাই হচ্ছে তা'ত্বীল বা অর্থশূন্যকরণ যা উম্মতের সালাফে সালেহীন ও উম্মাতের ইমামদের মতের বিপরীত। তাদের মত ছিল এসব গুণকে যেভাবে এসেছে সেভাবে পরিচালনা করা, কোনোরূপ ধরন নির্ধারণ না করে এগুলোকে প্রকাশ্য অর্থে ব্যবহার করা, তবে তারা তাতে ধরন নির্ধারণ করতেন না, অপব্যাখ্যা করতেন না, অর্থহীন করতেন না এবং সাদৃশ্যও স্থাপন করতেন না। আর সাদৃশ্য স্থাপন রোধ করার জন্য একটি সংক্ষিপ্ত বাক্য ব্যবহার করা হবে, আর তা হচ্ছে, 'লাইসা কামিসলিহী শাইয়্যুন' তাঁর মতো কোনো কিছু নেই।''(৭৪৯)

তাছাড়া তিনি আল্লামা শাহ ওয়ালীউল্লাহ মুহাদ্দিস দেহলাওয়ী এর 'আকীদাহ হাসানা' এর في جهة এর ব্যাখ্যায় বলেন, এর দ্বারা শাহ রাহিমাহুল্লাহ'র উদ্দেশ্য হচ্ছে এমন কোনো দিক অস্বীকার করা যার প্রতি আল্লাহর প্রয়োজনীয়তা বুঝাবে। কারণ, 'দিক' বলতে সাধারণত কোনো জায়গায় সীমাবদ্ধতার নির্দেশ করে আর আল্লাহ তা'আলা তো কোনো প্রকার সীমাবদ্ধ কিছুর অভ্যন্তরে থাকা থেকে মুক্ত। তারপর তিনি আল্লাহর জন্য 'আরশের উপর উঠার বিষয়টি আবদুল কাদের জীলানী, আবুল হাসান আল-আশ'আরী, ইমাম বাইহাকী কর্তৃক আনয়ন করা আবু হানীফা রাহিমাহুল্লাহ'র বর্ণনা, ইবন কুতাইবাহ আদ-দীনাওয়ারী, আল্লামা শাওকানী, ইবন রুশদ আল-কুরতুবী, ইবন তাইমিয়্যাহ, ইবনুল কাইয়্যেম থেকে বর্ণনা এনে আল্লাহ তা'আলার জন্য উপর দিক সাব্যস্ত করেন।(৭৫০)

তারপর তিনি যারা আল্লাহ তা'আলার গুণাবলি সংক্রান্ত আয়াত ও হাদীসগুলোকে মুতাশাবিহ বলে তাদের বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়ে ইমাম ইবনুল কাইয়্যেম থেকে প্রচুর পরিমাণ ভাষ্য বর্ণনা করেন। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে,

'ইমাম আহমাদ বলেন, যারা সহীহ হাদীসের ওপর আমল করতে চায় না, তারা সাধারণত দু'টি নীতিতে থাকে, এক. হাদীসকে কুরআনের বিপরীতে দাঁড় করানো। দুই. যদি সেটা সম্ভব না হয় তখন তারা কুরআন ও হাদীসের মুহকাম বা সম্পূর্ণ স্পষ্ট অর্থ বিশিষ্ট ভাষ্যসমূহকে মুতাশাবিহ বলে পার পেতে চায়। যেমন, আল্লাহর 'আরশের ওপর উঠার ভাষ্যটি মুহকাম হওয়ার পরও সেটাকে মুতাশাবিহ দাবী করা।'(৭৫১)

তারপর তিনি আল্লাহর 'আরশের উপর থাকার ওপর উপমহাদেশের আলেমগণের মত নিয়ে আসেন। সেখানে তিনি আল্লাহ তা'আলা তাঁর 'আরশের উপর উঠেছেন বলে উপমহাদেশের বিভিন্ন আলেমদের মত নিয়ে এসেছেন। সবশেষে তিনি বলেন,

والحاصل أن كلام العلماء في هذا الباب أكثر من أن تحصى، وأوفر من أن تستقصى، ومن لم يستشف بالقليل لم يقنع بالكثير، ومن أنكر الإجمال هان عليه التفصيل، والله يقول الحق وهو يهدي السبيل (كما وصف الله به نفسه) في كتابه العزيز ﴿الرحمن على العرش استوى﴾ في سورة طه، وقال في الأعراف: ﴿إن ربكم الله الذي خلق السموات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش﴾ وقال في يونس: ﴿إن ربكم الله الذي خلق السموات والأرض في

৭৪৯. ফাতহুল বায়ান ফী মাকাসিদিল কুরআন (৪/৩৭৪-৩৭৫)।

৭৫০. আল-ইন্তিকাদুর রাজীহ ফী শারহিল ই'তিক্বাদিস সহীহ, ৬০-৬৮।

৭৫১. আল-ইন্তিকাদুর রাজীহ ফী শারহির ই'তিক্বাদিস সহীহ, ৭৩-৭৪।

سنة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر﴾ ....

“মোটকথা, এ অধ্যায়ে আলেমগণের কথা অনেক, অসংখ্য; গুণে শেষ করা যাবে না। যে কেউ স্বল্পতে যথেষ্ট হবে না তাকে বেশি দিয়েও তুষ্ট করা যাবে না। যে কেউ সংক্ষিপ্ত কথা বুঝবে না, তার কাছে বিস্তারিত বলা মূল্যহীন। আল্লাহ তা'আলা তিনি সত্য বলেন আর তিনি সঠিক পথের দিশা দেন। তিনি তেমনি যেমনটি নিজে তাঁর সম্মানিত কিতাবের সূরা ত্বা-হায় নিজেকে গুণান্বিত করে বলেছেন, “রহমান 'আরশের উপর উঠেছেন” অনুরূপ সূরা আল-আ'রাফে বলেছেন, “নিশ্চয় তোমাদের রব আল্লাহ্ যিনি আসমানসমূহ ও যমীন ছয়দিনে সৃষ্টি করেছেন; তারপর তিনি 'আরশের উপর উঠেছেন।” [সূরা আল-আ'রাফ, আয়াত: ৫৪] অনুরূপ সূরা ইউনুসে বলেন, “তোমাদের রব তো আল্লাহ্, যিনি আসমানসমূহ ও যমীন ছয় দিনে সৃষ্টি করেছেন, তারপর তিনি 'আরশের উপর উঠলেন। তিনি সব বিষয় পরিচালনা করেন।” [সূরা ইউনুস, আয়াত: ০৩][৭৫২]

আল্লামা মিয়া নযীর হুসাইন দেহলাওয়ী (১৩২০ হিজরী)

আল্লামা মিয়া নাযীর হুসাইন দেহলাওয়ী রাহিমাহুল্লাহ এমন এক ব্যক্তিত্ব, যাকে পরিচয় করিয়ে দিতে হয় না। তাকে বলা হয় শাইখুল কুল ফিল কুল। কুরআন, হাদীস ও ফিকহ শাস্ত্রে ব্যুৎপত্তির পাশাপাশি তিনি সকল মা'কুলাত বিষয়ে অনন্য জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন। শাহ আব্দুল আযীয মুহাদ্দিস দেহলাওয়ীর (মেয়ের ঘরের) নাতি আল্লামা শাহ মুহাম্মাদ ইসহাক্ব ছিলেন মিয়া নাযীর হুসাইন এর প্রিয় উস্তাদ। তাঁরই জায়গায় দায়িত্বপ্রাপ্ত ছিলেন। আর ছাত্রদের মধ্যে আরব ও আজমের বিখ্যাত ব্যক্তিত্ববর্গ রয়েছেন, যেমন, শাইখ আব্দুল্লাহ গাযনাওয়ী, মুহাম্মাদ গাযনাওয়ী, আব্দুল জাব্বার গাযনাওয়ী, মুহাম্মাদ বশীর সাহসাওয়ানী, আব্দুল্লাহ গাযীপূরী, শামসুল হক্ব আযীমাবাদী, আব্দুর রহমান মুবারকপূরী, সানাউল্লাহ অমৃতসরী। আরবদের মাঝে, ইসহাক্ব ইবন আব্দুর রহমান আলুশ শাইখ, সা'দ ইবন হামাদ ইবন আতীক, আলী ইবন নাসের আবু ওয়াদী, আবু বকর খুওকীর, আব্দুল্লাহ ইদ্রীস আস-সান্নূসী আল-মাগরেবী প্রমুখ। এ মহান ব্যক্তিত্বের আল্লাহর 'আরশের উপর উঠা সংক্রান্ত আকীদা বর্ণনা করব। তিনি বলেন,

سوال:

کیا فرماتی ہیں علمائی دین اس مسئلہ میں کہ ایک عالم کہتا ہے کہ جو شخص خداوند کریم کو بلاکیف عرش پر سمجھے یا جانے وہ کافر ہے، بس اس عالم کا یہ قول غلط ہے یا صحیح؟ بینوا توجروا

الجواب:

جو عالم یہ کہتا ہے وہ عالم نہیں ہے، بلکہ وہ جاہل ہے، اور اس کا یہ قول سراسر غلط وباطل ہے، کیونکہ قرآن مجید کی ایک نہیں، بلکہ بہت سے آیتوں سے اللہ تعالی کی عرش پر مستوی ہونا ثابت ہے، اور اسی طرح بہت سے احادیث سے بہی یہ بات ثابت ہے، مگر اللہ تعالی کی عرش پر مستوی ہونے کی کیفیت مجہول ونا معلوم ہے، تمام صحابہ اور تابعین وتبع تابعین اور ائمہ مجتہدین رضوان اللہ علیہم اجمعین کا یہی قول واعتقاد تھا کہ اللہ تعالی عرش پر مستوی ہے، اور استواء علی العرش کی کیفیت

৭৫২. আল-ইস্তিক্বাদুর রাজীহ ফী শারহিল ই'তিক্বাদিস সহীহ, ৯৩-৯৪।

مجہول ونا معلوم ہے، اللہ تعالی کی عرش پر بلا کیف ہونے کی ثبوت میں آیات قرآنیہ اور احادیث نبویہ اور اقوال ائمہ دین کو بسط وتفصیل کی ساتھ دیکھنا ہو تو کتاب العلو للحافظ الذہبی کو مطالعہ کرنا چاہئے...

"প্রশ্ন: উলামায়ে দীন এ মাসআলার ব্যাপারে কী বলেন, এক আলেম বলেন, যে কেউ আল্লাহ তা'আলাকে আরশের উপর কোনো ধরন নির্ধারণ ব্যতীতই 'আরশের উপর বলবে বা জানবে সে কাফের হয়ে যাবে? এ আলেমের এ কথাটি ভুল নাকি শুদ্ধ? বিষয়টি বর্ণনা করুন এবং সাওয়াবের অধিকারী হউন।

উত্তর:

যে আলেম এমন কথা বলবে তিনি আলেমই নন, বরং তিনি জাহেল। আর এ কথা সম্পূর্ণ ভুল ও বাতিল; কেননা কুরআনে কারীমে এক নয় বরং বহু আয়াতে আল্লাহ তা'আলার 'আরশের উপর উঠা সাব্যস্ত হয়েছে। অনুরূপভাবে বহু হাদীসে এ কথা সাব্যস্ত হয়েছে। তবে এটা বিশ্বাস রাখতে হবে যে, আল্লাহ তা'আলার 'আরশের উপর উঠার ধরন অজানা ও অজ্ঞাত। সকল সাহাবী, তাবে'য়ী, তাবে' তাবে'য়ীন, মুজতাহিদ ইমামগণ রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহুম সবারই এ আকীদাহ ও বিশ্বাস ছিল যে, আল্লাহ তা'আলা 'আরশের উপর উঠেছেন, আর আল্লাহ তা'আলার 'আরশের উপর উঠার ধরন অজানা ও অজ্ঞাত। আল্লাহ তা'আলা কোনো ধরন নির্ধারণ ব্যতীত আরশের উপর হওয়া সাব্যস্ত করার ব্যাপারে কুরআনের আয়াত, রাসূলের হাদীস, দীনের ইমামগণের বক্তব্য বিস্তারিত ও বিশদ আকারে দেখতে হলে ইমাম যাহাবীর আল-উলু কিতাবটি অধ্যয়ন করা যেতে পারে।....."

তারপর তিনি কুরআন থেকে আল্লাহ তা'আলার আরশের উপরে উঠার দলীলসমূহ তুলে ধরেন। প্রথমেই সূরা আল-আ'রাফ, সূরা রা'দ, সূরা ত্বাহা থেকে তিনটি আয়াত নিয়ে আসেন। তারপর দুটি হাদীস নিয়ে আসেন; যাতে 'আরশের উপর তাঁর কাছে রাখা কিতাব, তারপর হাশরের মাঠে আল্লাহ তা'আলা মহান আল্লাহর অবস্থানে নিচে যাবেন, যখন তিনি 'আরশের উপর থাকবেন সংক্রান্ত হাদীস উদ্ধৃত করেন। তারপর চার ইমামের বক্তব্য তুলে ধরেন।[৭৫৩]

আব্দুল জাব্বার আল-গাযনাওয়ী (১৩৩১ হিজরী)

শাইখ আব্দুল জাব্বার ইবন আব্দুল্লাহ মুহাম্মাদ আ'যম আল-গাযনাওয়ী, তারপর অমৃতসরী, যার মর্যাদা ও সম্মানের ব্যাপারে আলেমগণ একমত পোষণ করেছেন। হিজরী ১২৬৮ সালে তাঁর জন্ম। পিতার কাছে প্রাথমিক পড়া শেষ করেন। তারপর আপন দু' ভাই মুহাম্মাদ ও আহমাদের কাছে আরবী পড়া সম্পন্ন করেন। তারপর দিল্লীতে প্রবেশ করে মিয়া নাযীর হুসাইন দেহলাওয়ী, যাকে শাইখুল কুল ফিল কুল, সকল বিষয়ে সকলের উস্তাদ বলা হয়, তাঁর দারসে মুলাযামাত করেন। বিশ বছর পূর্ণ হওয়ার আগেই ইলমী জগতের সেরা ব্যক্তিত্বে পরিণত হন। তারপর অমৃতসরে বসবাস করতে থাকেন। সেখানেই দাওয়াত ও ইবাদতে বাকী সময় অতিবাহিত করেন। কোনো সুনির্দিষ্ট মাযহাবের অনুসরণ করতেন না। তাঁর ইজতিহাদের যোগ্যতা ছিল। ইমামদের সম্পর্কে ভালো কথা বলতেন। আকীদাহ'র ক্ষেত্রে বিশুদ্ধ ধারার প্রবর্তকদের অন্যতম ছিলেন।

৭৫৩. ফাতাওয়া নাযীরীয়াহ, প্রথম খণ্ড, কিতাবুল ঈমান ওয়াল আকায়িদ, পৃ. ৫৭।

শাইখ সানাউল্লাহ অমৃতসরী রাহিমাহুল্লাহ আল্লাহ তা'আলার 'আরশের উপরে উঠার বিষয়ে ভুল করলে সেটার রদ করে শাইখ আব্দুল হক্ব গাযনাওয়ী যে গ্রন্থ লেখেন তিনি সেটার অনুমোদনকারী ৮০জন আলেমের অন্যতম ছিলেন। পরবর্তীতে সৌদি আরবের বাদশাহ আব্দুল আযীয তাদের মধ্যে মধ্যস্থতা করে দেন। শাইখ সানাউল্লাহ অমৃতসরী তার ভুল থেকে ফিরে আসার ঘোষণা প্রদান করেন।

এভাবেই শাইখ আব্দুল জাব্বার গাযানাওয়ী রাহিমাহুল্লাহ আকীদার মিশনকে চাঙ্গা করেন। তিনি আল্লাহ তা'আলা সৃষ্টিকুল থেকে আলাদা 'আরশের উপরে বিশ্বাস করতেন এবং এর ওপর গ্রন্থ রচনা করেছেন। যার নাম হচ্ছে, 'সাবীলুন নাজাত ফী মুবায়ানাতির রাব্বি আনিল মাখলূকাত'। এর মাধ্যমে ভারতবর্ষের মানুষের মাঝে আল্লাহর ব্যাপারে যেসব বিভ্রান্তি ছিল তা অপনোদন করে সঠিক আকীদাহ'র প্রচার প্রসার করেন। এখানে আল্লাহ তা'আলাকে 'আরশের উপরে থাকা সংক্রান্ত তার কিছু বক্তব্য তুলে ধরছি:

كتاب العقائد، بابُ عقيدة أهل السنة والجماعة في مسألة الاستواء والمباينة.

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله العلي الأعلى، والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد:

فقد رأيت لبعض معاصرينا رسائل رد فيها قول أهل السنة: إن الله بائن من خلقه، على العرش بذاته، في كل مكان بعلمه، قال: إنه معنا في الأرض بذاته، كما هو على العرش، وهذا قول مخترع مبتدع مخالف لعقيدة أهل السنة والجماعة.

والباعث عليهم أمران: استنكاف عن اتباع السلف، وإعجاب بآرائهم، وهما داءان مهلكان، قل من ابتلي بهما إلا هلك.

ومنشأ غلطهم قول من قال: إن معيته تعالى في قوله عز وجل ﴿وهو معكم أينما كنتم﴾ وقربه في قوله تعالى ﴿ ونحن أقرب إليه من حبل الوريد﴾ ووجهه في قوله تعالى ﴿فأينما تولوا فثم وجه الله﴾ من المتشابهات، وهذا القول وإن نقل عن بعض أهل العلم، لكن المستدلين به غفلوا عن مرادهم وذهلوا عن مطلبهم، فإن مقصودهم من ذلك المتشابه المحتمل للمعاني لا المتشابه الذي لا يؤول ولا يفسر، والمحتمل قسمٌ من المتشابه عندهم كما صرح به الطيبي والقسطلاني والبغوي وغيرهم، وحكم هذا النوع من المتشابه الرد إلى المحكم الذي لا يحتمل إلا معنى واحداً، وعلى هذا عدوا معيته وقربه ووجهه في هذه الآيات من المتشابه ثم فسروا المعية بالعلم والقربُ بقرب الملائكة أو العلم والوجه بالجهة أو المرضاة.

وتوضيح ذلك : إن لفظ مع كما يستعمل في قرب ذات الشيء بالشيء كذلك يستعمل في غيره، كما في قوله عز وجل ﴿وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم﴾ أي في الدين والعقيدة، وقوله عز وجل: ﴿إن الله مع الصابرين﴾ أي في العون والنصر، وقوله صلى الله عليه وسلم : «إن بالمدينة أقواماً ما سرتم مسيراً ولا قطعتم وادياً إلا كانوا معكم»

أي بالنصح والنية والدعاء، وقوله صلى الله عليه وسلم: «الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام» أي في الرتبة والثواب. ويستعمل لمعان أخر بحسب القرينة والمقام.

وأيضاً ضمير جمع المتكلم متصلاً كان أو منفصلاً كما يستعمله المعظم المطاع لنفسه، كذلك يستعمله في من أرسله ويجري حكمه كما في قوله تعالى ﴿إنا نحن نزلنا الذكر﴾ و﴿إنا لنحن نحيي ونميت﴾ و﴿نحن نقص عليك أحسن القصص﴾ و﴿نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون﴾ و﴿فإذا قرأناه فاتبع قرآنه﴾ و﴿ونكتب ما قدموا وآثارهم﴾ فالإنزال والإحياء والإماتة والقصص والتلاوة والقراءة والكتابة، وإن كان فعل الملك لكن أسند إلى نفسه لأنه الآمر الحاكم.

فكذلك في قوله : ﴿نحن أقرب إليه من حبل الوريد﴾، وإن كان [المراد في الآية] قرب الملائكة الذين يكتبون الأعمال، ويفسرها الآية التي بعدها ﴿إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد* ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد﴾ وفي قوله: ﴿ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون﴾ وإن كان قرب [المراد في الآية] قرب ملائكة الموت، كما يدل عليه سياق الآية وسباقها، لكن أسنده إلى نفسه لكونه الآمر الحاكم، وقال بعض أهل العلم، أنه القرب بالعلم، والقول الأول أصح.

وأما قربه مع الداعين والذاكرين في قوله تعالى: ﴿وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان﴾ وقوله تعالى : ﴿ فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب﴾ وقوله عليه الصلاة والسلام «إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته» وأمثال ذلك فقرب خاص ذاتي في بعض الأوقات كالنزول إلى سماء الدنيا، فإنه ينزل كيف يشاء، ويقرب من خلقه كيف يشاء، آمنا به كل من عند ربنا.

وأيضاً لفظ الوجه يجيء بمعنى مستقبل كل شيء، ونفس الشيء، وسيد القوم، والجاه يجيء بمعنى الجهة، كما في القاموس والمختارة، وبهذا المعنى فسر أهل العلم في تفاسيرهم قوله تعالى: ﴿فثم وجه الله﴾ أي جهة التي أمر بها....

ولما كانت هذه الآيات محتملة للمعاني عدها البعض من المتشابه ثم فسرها أهل السنة بالمعنى الذي لا يناقض النصوص التي لا يحتمل إلا معنى واحداً، ولو كان هذا من المتشابه الذي لا يفسر، ما فسروه، والنصوص التي لا تحتمل إلا معنى واحداً قوله عز وجل ﴿إليه يصعد الكلم الطيب﴾ ﴿تعرج الملائكة والروح إليه﴾ ﴿يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه﴾ ﴿إني متوفيك ورافعك إلي﴾ ﴿بل رفعه الله إليه﴾ ﴿أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض﴾ ﴿فالذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته﴾ ﴿يخافون ربهم من فوقهم﴾ ﴿وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحاً لعلي أبلغ الأسباب أسباب السموات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا﴾ ﴿الرحمن على العرش استوى﴾، وقوله صلى الله عليه وسلم في حديث المعراج «فنزلت إلى موسى فقال: ما فرض ربك على أمتك؟ قلتُ

خمسين صلاة في كل يوم وليلة، قال: إرجع إلى ربك فاسأله التخفيف فلم أزل أرجع بين ربي وبين موسى حتى قال: يا محمد إنهن خمس صلوات كل يوم وليلة». الحديث. وقوله صلى الله عليه وسلم: «إن الله لما خلق الخلق كتب في كتاب عنده فوق العرش: إن رحمتي تغلب غضبي.....

আকীদাহ বিষয়ক গ্রন্থ

অধ্যায়: আল্লাহ কর্তৃক তাঁর 'আরশের উপর উঠা এবং সৃষ্টিকুল থেকে পৃথক হওয়ার ব্যাপারে আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আহ এর আকীদাহ।

আল্লাহর নামে শুরু করছি, যিনি রহমান ও রহীম, হামদজাতীয় সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য, যিনি সর্বোচ্চ সত্তা, সর্বোপরে অবস্থানকারী, সালাত ও সালাম তাঁর সে সব বান্দাদের জন্য যাদের তিনি পছন্দ করেছেন, তারপর:

আমি আমাদের সমসাময়িক কারও কারও কিছু ছোট ছোট প্রবন্ধ দেখেছি, যাতে তিনি আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের আকীদাহ-বিশ্বাস, 'আল্লাহ তা'আলা তাঁর সৃষ্টি থেকে পৃথক, তাঁর আরশের উপরে সত্তাগতভাবেই আছে, আর সবজায়গা তাঁর জ্ঞানের মাধ্যমে পরিবেষ্টন করে আছেন' এ নীতির বিরোধিতা করতে দেখেছি। তাকে দেখেছি এটা বলতে যে, তিনি সত্তাগতভাবে আমাদের সাথে এ যমীনেই রয়েছেন, যেমনটি তিনি আরশের উপর রয়েছেন। নিঃসন্দেহে তার এ কথাটি বানোয়াট, বিদ'আতী কথা, যা আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের আকীদাহ-বিশ্বাস বিরোধী।

বস্তুত দু'টি কারণে তারা সহীহ আকীদা বিরোধী এসব কথা বলেছে, এক. সালাফে সালেহীনের অনুসরণ করতে ঘৃণা করা, দুই. তাদের নিজেদের মতকে অতিরিক্ত পছন্দ করার প্রবণতা। মূলত এ দু'টি জিনিস মারাত্মক ধ্বংসাত্মক রোগ। যারাই এ দু'টি রোগে আক্রান্ত হয়েছে তাদের বেশিরভাগই ধ্বংস হয়েছে।

আর তাদের ভুলের সুত্রপাত মূলত কয়েকটি জিনিস থেকে:

১- মহান আল্লাহর বাণী "তিনি তোমাদের সাথে রয়েছেন যেখানেই তোমরা থাক না কেন" সেখানে (مع) 'সাথে থাকা' এর অর্থকে মুতাশাবিহ বা কঠিন অস্পষ্টতা মনে করা।

২- অনুরূপ আল্লাহর বাণী "আর আমরা তোমাদের বেশি নিকটে রয়েছি তোমাদের গ্রীবার ধমনি থেকেও" এ আয়াতের (قرب) 'নিকটে থাকা' এর অর্থকে মুতাশাবিহ মনে করা।

৩- তদ্রূপ আল্লাহর বাণী, "অতঃপর তোমরা যেদিকেই তোমাদের চেহারা ফিরাও না কেন সে দিক তো তাঁরই দিক" এ আয়াতের (وجه) 'ওয়াজহ' বা চেহারা বা দিক এ শব্দটি মুতাশাবিহ মনে করা।

বস্তুত উপরের আয়াতে যেগুলোকে মুতাশাবিহাতের অন্তর্ভুক্ত বলা হচ্ছে তা মুতাশাবিহাতের অন্তর্ভুক্ত নয়। তবে কোনো কোনো আলেম থেকে এগুলোকে মুতাশাবিহাতের অন্তর্ভুক্ত বলে মত প্রদান করা হলেও যারা সেটা তাদের থেকে বর্ণনা করেছে তারা সেসব আলেমের কথার উদ্দেশ্য, তাদের বক্তব্যের মূল কথা বুঝতে অসমর্থ হয়েছেন বা বেখবর থেকেছেন। কারণ যারা এসব শব্দ ও অর্থকে মুতাশাবিহাতের অন্তর্ভুক্ত বলেছেন তাদের উদ্দেশ্য হচ্ছে, এগুলো এমন সাদৃশ্যপূর্ণ যে, তাতে কয়েকটি অর্থ করার সুযোগ রয়েছে, তাদের উদ্দেশ্য এটা নয় যে

এগুলো এমন মুতাশাবিহ বা অস্পষ্ট অর্থ বিশিষ্ট যার অর্থ বা ব্যাখ্যা করা যায় না। তারা যেখানে 'সম্ভাবনাময় অর্থ করার সুযোগ রয়েছে' সেটাকেই মুতাশাবিহ বা অস্পষ্টতার একটি প্রকার ধরে নিয়েছে। যেমনটি ত্বীবী, ক্বাসত্বাল্লানী, বাগাওয়ীসহ অনেকেই স্পষ্ট করে বর্ণনা করেছেন। মূলত এ প্রকার মুতাশাবিহ এর বিধান হচ্ছে, সেগুলোকে মুহকাম আয়াত, যার কেবল একটি অর্থই হয় এমন ভাষ্যসমূহের দিকে নিয়ে গিয়ে তার অর্থ নির্ধারণ করা। সে হিসেবেই তারা এসব আয়াতে আগত 'সাথে থাকা', 'নিকটে থাকা', 'চেহারা' বা দিককে মুতাশাবিহ আয়াত এর অন্তর্ভুক্ত করেছে। তারপর তারা 'সাথে থাকা'কে জ্ঞান, 'নিকটে থাকা'কে ফিরিশতাদের নিকটে থাকা অথবা জ্ঞানে নিকটে থাকা, আর ওয়াজহ বলে দিক বা সন্তুষ্টি বলে ব্যাখ্যা করেছেন।

আর যে জিনিস এ বিষয়টিকে স্পষ্ট করে দিবে তা হচ্ছে,

(مع) 'সাথে থাকা' এ শব্দটি দ্বারা দু'টি সত্তা নিকটবর্তী থাকা বুঝায় আবার অন্য অর্থও বুঝায়। যেমন, আল্লাহর বাণী, "আর যখন তারা তাদের শয়তানদের সাথে একান্ত হয়, তখন তারা বলে, নিশ্চয় আমরা তোমাদের সাথেই রয়েছি"। (এখানে সর্বসম্মত মত হচ্ছে যে এটা দু'টি সত্তার এক সাথে লেগে থাকা নয়, বরং) উদ্দেশ্য হচ্ছে, ধর্ম ও আকীদায় আমরা একসাথে আছি। অনুরূপ আল্লাহর বাণী, "নিশ্চয় আল্লাহ ধৈর্যশীলদের সাথে আছেন"। উদ্দেশ্য হচ্ছে, সাহায্য ও সহযোগিতায়। তদ্রূপ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বাণী, "(তাবুকের যুদ্ধের জন্য বের হওয়ার পর) মদীনায় কিছু লোক রয়ে গেছে, তোমরা যে পথই অতিক্রম কর, যে উপত্যকাই পাড়ি দাও না কেন, তারা তোমাদের সাথে রয়েছেন"। অর্থাৎ কল্যাণকামিতায়, নিয়তে, দো'আয়। অনুরূপ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণী, "কুরআনে পারদর্শী ব্যক্তি সম্মানিত সৎ দূত 'মালায়িকা ও নবী'দের সাথে" অর্থাৎ মর্যাদা ও সাওয়াবের দিক থেকে। তাছাড়া (مع) 'সাথে থাকা' শব্দটি স্থান, কাল ও পাত্রভেদে আরও বিভিন্ন অর্থ প্রদান করে থাকে।

একইভাবে 'আমরা' সর্বনামটি কখনও কখনও নিজেকে সম্মানিত করার জন্য বহুবচন ব্যবহার করে থাকে। আবার কখনও কখনও তা এমন কেউ ব্যবহার করে থাকেন যিনি অপর কাউকে কোনো দায়িত্ব দিয়ে প্রেরণ করেছেন তখন দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি সে কাজটি করলেও প্রেরণকারী তা নিজের দিকে সম্পৃক্ত করার জন্য বহুবচনের সর্বনাম 'আমরা' ব্যবহার করে থাকেন। যেমন, আল্লাহর বাণী "নিশ্চয় আমরা যিকির (কুরআন ও সুন্নাহ) নাযিল করেছি"। অপর বাণী "নিশ্চয় আমরাই জীবিত করি ও মৃত্যু প্রদান করি"। অপর বাণী "আমরা আপনার কাছে বর্ণনা করব উত্তম কিসসা"। অপর বাণী "আমরা আপনার কাছে তিলাওয়াত করব মূসা ও ফির'আউনের সংবাদ"। অপর বাণী "অতঃপর যখন আমরা তা পাঠ করব তখন আপনি সে পাঠের অনুসরণ করুন"। অপর বাণী "আর আমরা লিখে রাখি যা তারা অগ্রে পেশ করছে এবং তাদের পদচিহ্নগুলোও"। এসব আয়াতে উল্লিখিত অবতরণ করা, জীবিত করা, মৃত্যু দেয়া, ঘটনা বলা, তিলাওয়াত করা, পড়া, লেখা যদিও বাহ্যিকভাবে ফিরিশতাদের কাজ তারপরও সেগুলোকে আল্লাহ তা'আলা তাঁর নিজের দিকে সম্পৃক্ত করেছেন; কারণ তিনিই তো সেগুলোর নির্দেশদাতা, হুকুমদাতা।

অনুরূপভাবে, (قرب) 'নিকটে থাকা' এ শব্দটিও বাক্যের আগ-পিছ দৃষ্টি দিয়ে অর্থ নির্ধারণ করতে হবে। যেমন, আল্লাহর বাণী, "আমরা তার গ্রীবার ধমনী থেকেও তার বেশি নিকটে" এখানে যদিও 'আমরা' বলে ফিরিশতাদের বুঝানো হয়েছে, কারণ পরের আয়াত সেটার ব্যাখ্যা

করে দিচ্ছে, যাতে আল্লাহ বলেছেন, "যখন গ্রহণ করে দু'দল ফিরিশতা, ডান দিক ও বাম দিকে বসে, সে যে কথাই উচ্চারণ করে, তার কাছে সদা উপস্থিত সংরক্ষণকারী রয়েছে"। অনুরূপ আল্লাহর বাণী "আর আমরা তোমাদের চেয়ে তার বেশি নিকটে, কিন্তু তোমরা দেখতে পাও না।" এখানে 'নিকটে' বলে ফিরিশতারা মৃত ব্যক্তির নিকটে থাকা বুঝানো হয়েছে, যা আয়াতের পূর্বাপর থেকে স্পষ্ট হয়ে যায়। (কারণ আয়াতের মধ্যেই বলা হয়েছে, 'কিন্তু তোমরা দেখতে পাও না'। যা কেবল ফিরিশতাদের জন্যই প্রয়োগ হতে পারে।) তারপরও আল্লাহ তা'আলা উভয় আয়াতেই নিকটে থাকাকে নিজের দিকে সম্পৃক্ত করেছেন, কারণ তিনিই তো সেটার নির্দেশদাতা ও হুকুমদাতা। আবার কোনো কোনো আলেম বলেছেন এখানেও আল্লাহ তা'আলা কর্তৃক জ্ঞানের মাধ্যমে নিকটে থাকা বুঝানো হয়েছে। তবে প্রথম মতটিই বেশি বিশুদ্ধ।

আর যারা আল্লাহকে আহ্বান করে, যারা আল্লাহ তা'আলার যিকির করে, আল্লাহ তাদের নিকটে থাকা, যেমন কুরআন ও হাদীসের বাণীতে এসেছে, আল্লাহর বাণী "আর যখন আমার বান্দারা আমার ব্যাপারে আপনাকে প্রশ্ন করে তখন আপনি বলুন, নিশ্চয় আমি নিকটে, আহ্বানকারী যখন আমাকে আহ্বান করে"। অনুরূপ আল্লাহর বাণী "সুতরাং তোমরা তাঁর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা কর, তারপর তাঁর কাছে তাওবাহ করো, নিশ্চয় আমার রব অতি নিকটে ও অতিশয় দো'আ কবুলকারী"। তদ্রূপ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীসে এসেছে, তিনি বলেছেন, "নিশ্চয় যাকে তোমরা ডাকছ, তিনি তোমাদের কারও বাহনের ঘাড়ের চেয়েও নিকটে", অনুরূপ আরও কিছু আয়াত ও হাদীসে যে নৈকট্যের কথা বলা হয়েছে, সেটা কখনও কখনও বিশেষ সত্তাগত নৈকট্য বুঝানো হতে পারে, যেমন নিকটতম আসমানে নেমে আসা, তিনি যেভাবে ইচ্ছা সেভাবে নেমে আসেন, যেভাবে ইচ্ছা সেভাবে নিকটে আসতে পারেন। আমরা এ সবের উপরই ঈমান আনি, আমরা বলি সবই আমাদের রবের পক্ষ থেকে এসেছে।

অনুরূপভাবে (الوجه) 'ওয়াজহ' শব্দেরও বিভিন্ন অর্থ রয়েছে। যেমন, কোনো কিছুর চেহারা বা সম্মুখভাগ, অথবা কোনো কিছু স্বয়ং, অথবা কোনো জাতির নেতা, অথবা দিক; যেমনটি ক্বামূস এবং মুখতারায় এসেছে। এই অর্থে আলেমগণ তাদের তাফসীরে আল্লাহ্‌র বাণী ﴿فثم وجه الله﴾ এর অর্থে বলেছেন, 'সে দিক, যার নির্দেশ আল্লাহ্ দিয়েছেন।' ...

আর যেহেতু উপরে বর্ণিত এসব আয়াত বিবিধ অর্থ প্রদান করে, তাই কেউ কেউ এ আয়াতগুলোকে মুতাশাবিহ এর অন্তর্ভুক্ত করেছেন। তারপর আহলুস সুন্নাহ সেগুলোকে সে অর্থে গ্রহণ করেছেন যে অর্থ করা হলে তা সেসব ভাষ্যের বিরোধী হয় না, যাতে কেবল একটি অর্থই রয়েছে। যদি এগুলো সেসব মুতাশাবিহ এর অন্তর্ভুক্ত হতো যা ব্যাখ্যা করা যায় না, তাহলে তারা এগুলোর অর্থ করতেন না। আর যেসব ভাষ্য কেবল একটি অর্থই প্রদান করে, তা হচ্ছে, আল্লাহর বাণী, "উত্তম বাক্য তাঁর দিকেই উত্থিত হয়"। "ফিরিশতা ও জিবরীল তাঁর দিকেই উঠে আসেন"। "তিনি আসমান থেকে যমীন পর্যন্ত যাবতীয় বিষয় পরিচালনা করেন, তারপর সবকিছুই তাঁর সমীপে উত্থিত হবে"। "নিশ্চয় আমি আপনাকে বয়সের পূর্ণতা দিব আর আপনাকে আমার দিকে তুলে আনব"। "বরং আল্লাহ তাঁকে তার দিকে তুলে নিয়েছেন।" "তোমরা কি আসমানের উপরে যিনি আছেন তার ব্যাপারে নিরাপদ হয়ে গেছ যে, তিনি যমীনকে তোমাদের নিয়ে ধ্বসিয়ে দিবেন না?" "অতঃপর যারা আপনার রবের নিকট রয়েছে তারা তাঁর ইবাদাত করার ব্যাপারে কোনো অহংকার করে না।" "তারা তাদের রবকে তাদের উপরে থেকে ভয় করে"। "আর ফির'আউন বলল, হে হামান, আমার জন্য একটি প্রাসাদ বানাও, যাতে করে আমি একটি অবলম্বন পাই,

আসমানে আরোহনের অবলম্বন, যাতে আমি মূসার ইলাহকে দেখতে পাই, আর আমি নিশ্চয় তাকে মিথ্যাবাদী মনে করি"। "রহমান 'আরশের উপর উঠেছেন"। অনুরূপ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণী, 'অতঃপর আমি তা নিয়ে মূসা 'আলাইহিস সালামের কাছ পর্যন্ত অবতরণ করলাম, তিনি বললেন, আপনার উম্মতের উপরে আপনার রব কী ফরয করেছেন? আমি বললাম, দিনে ও রাতে পঞ্চাশ ওয়াক্ত সালাত। তিনি বললেন, আপনি আপনার রবের কাছে যান, আপনার উম্মতের ওপর থেকে হাল্কা করার আহ্বান করুন, তারপর আমি আমার রব এবং মূসার মাঝে বারবার আসা যাওয়া করি, অবশেষে আল্লাহ বললেন, হে মুহাম্মাদ, এগুলো হচ্ছে দিনে রাতে পাঁচ ওয়াক্ত সালাত।" হাদীসের শেষ পর্যন্ত। অনুরূপ অন্য হাদীস, "নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা সৃষ্টিকে অস্তিত্বে আনয়ন করলেন, তখন তাঁর কাছে 'আরশের উপর একটি গ্রন্থে লিখলেন, আমার রহমত আমার ক্রোধের ওপর প্রাধান্য পারে।"[৭৫৪]

এরপর তিনি আল্লাহ তা'আলার 'আরশের উপরে থাকার ব্যাপারে বহু হাদীস নিয়ে আসেন, সাহাবায়ে কিরামের বাণী নিয়ে আসেন, তাবে'য়ীদের বক্তব্য উপস্থিত করেন, তাবে তাবে'ঈন ও ইমাগণের কথা তুলে ধরেন। যার অধিকাংশই তিনি ইমাম ইবনুল কাইয়্যেম ও ইমাম যাহাবীর গ্রন্থসমূহ থেকে উদ্ধৃত করেন।[৭৫৫]

আল্লামা জামালুদ্দীন আল-কাসেমী (১৩৩২ হিজরী)

আল্লামা জামালুদ্দীন আল-কাসেমী রাহিমাহুল্লাহ গত শতাব্দীর একজন বিখ্যাত আলেম, যিনি তাঁর তাফসীর গ্রন্থে আল্লাহ তা'আলার 'আরশে উঠার বিষয়ে সালাফে সালেহীনের নীতিকে পছন্দ করেছেন। তিনি বলেন,

وقوله تعالى: ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ اعلم أن الاستواء ورد على معان اشترك لفظه فيها، ... ويأتي بمعنى العلوّ، ومنه آية: فَإِذَا اسْتَوَيْتَ أَنتَ وَمَن مَّعَكَ عَلَى الْفُلْكِ [المؤمنون: ٢٨] : ومنه هذه الآية قال البخاري في آخر (صحيحه) ، في كتاب الردّ على الجهمية، في باب قوله تعالى: وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ [هود: ٧] ، قال مجاهد: استوى، علا على العرش- انتهى-.

وفي كتاب (العلوّ) للحافظ الذهبي قال إسحاق بن راهويه: سمعت غير واحد من المفسرين يقول: الرَّحْمَٰنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى [طه: ٥] ، أي ارتفع. ونقل ابن جرير عن الربيع بن أنس أنه بمعنى ارتفع. وقال: إنه في كل مواضعه بمعنى علا وارتفع، وأقول: لا حاجة إلى الاستكثار من ذلك، فإن الاستواء غير مجهول، وإن كان الكيف مجهولا.

"আর আল্লাহর বাণী, 'তারপর তিনি 'আরশের উপর উঠেছেন' জেনে রাখুন, 'ইস্তেওয়া' শব্দটি কয়েকটি অর্থে এসেছে, যাতে তার শব্দমূল জড়িত।... আর তা উপরে বা উর্ধ্বে উঠার অর্থে আসে। এ অর্থেই এসেছে, 'অতঃপর যখন আপনি ও আপনার সাথীরা জাহাজের উপর উঠবেন' [সূরা আল-মুমিনূন, আয়াত: ২৮], তন্মধ্যে এ অর্থে আরও ব্যবহৃত হয়েছে উল্লিখিত আয়াতটি।

৭৫৪. ফাতাওয়া উলামায়ে হাদীস, (১০/২৫৭-২৬৩)।

৭৫৫. ফাতাওয়া উলামায়ে হাদীস, (১০/২৬৪-২৮৯)।

ইমাম বুখারী তার 'সহীহ' গ্রন্থের শেষে যে অধ্যায় বিন্যাস করেছেন 'আর-রাদ্দু আলাল জাহমিয়্যা' নামে, তার "আর তাঁর 'আরশ ছিল পানির উপরে" এ পরিচ্ছেদে বলেন, মুজাহিদ বলেছেন, 'ইস্তাওয়া' অর্থ 'আরশের উপর উঠেছেন। (শেষ)

আর হাফেয যাহাবী এর 'আল-'উলূ' কিতাবে এসেছে, ইসহাক ইবন রাহওয়াইহ বলেন, আমি একাধিক তাফসীরকারদেরকে বলতে শুনেছি, "রহমান 'আরশের উপর উঠেছেন" [সূরা ত্বা-হা, আয়াত: ০৫] অর্থ, উপরে উঠেছেন। আর ইবন জারীর আত-ত্বাবারী রাহিমাহুল্লাহ রবী ইবন আনাস থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন, 'ইস্তাওয়া' এর অর্থ উপরে উঠেছেন। তিনি আরও বলেন, 'ইস্তাওয়া' শব্দটি যত জায়গায় কুরআনে এসেছে সর্বত্রই উপরে উঠা ও ঊর্ধ্বে উঠার অর্থে এসেছে।

আমি বলি, এটিকে বেশি বাড়িয়ে বলার প্রয়োজন নেই। কারণ, ইস্তেওয়া এর অর্থ অজানা নয়, যদিও ধরণ অজানা।"(৭৫৬)

অন্যত্র তিনি বর্ণনা করেন,

وينبغي إطلاق صفة الاستواء من غير تأويل، وأنه استواء الذات على العرش، لا على معنى القعود والمماسة، كما قالت المجسمة والكرامية، ولا على معنى العلوّ والرفعة، كما قالت الأشعرية، ولا على الاستيلاء والغلبة، كما قالت المعتزلة، لأن الشرع لم يرد بذلك، ولا نقل عن أحد من الصحابة والتابعين من السلف الصالح من أصحاب الحديث، ذلك، بل المنقول عنهم حمله على الإطلاق.

"আর বাধ্যতামূলক হচ্ছে, 'ইস্তেওয়া' গুণটিকে তার অর্থে বিনা শর্তে ব্যবহার করা, তা'ওয়ীল বা ভিন্ন অর্থে ব্যবহার করার নীতি অবলম্বন না করা। আর তা হচ্ছে 'আরশের উপর সত্তার উঠা, তবে বসা বা স্পর্শ করে থাকার অর্থে নয়। যেমনটি মুজাসসিমা ও কাররামিয়্যাহ সম্প্রদায় বলে থাকে। অনুরূপ তা উচ্চ মর্যাদা ও উন্নত অর্থেও নয়, যেমনটি আশ'আরী মতবাদের লোকেরা বলে থাকে, অধিকার করা কিংবা জয়লাভ করার অর্থেও নয় যেমনটি মু'তাযিলা সম্প্রদায়ের লোকেরা বলেছে। কারণ শরী'আত এসব অর্থে আসেনি। আর না তা এসেছে কোনো সাহাবী, কোনো তাবে'য়ী থেকে, সালাফে সালেহীন থেকে, মুহাদ্দিসগণ থেকে। বরং তাদের কাছ থেকে কেবল স্বাভাবিক নিঃশর্ত অর্থেই তা বর্ণিত হয়েছে।"(৭৫৭)

অন্যত্র তিনি বলেন,

وإنما أشبعنا الكلام، في هذا المقام، لأنه من أصول العقائد الدينية، ومهمات المسائل التوحيدية، وقد كثر فيه تعارك الآراء، وتصادم الأهواء، ولم يأت جمهور المتكلمين المؤولين بشيء يعلق بقلب الأذكياء، بل اجتهدوا في إيراد التمحلات التي تأباها فطرة الله أشد الإباء، فبقيت نفوس أنصار السنة المحققين، مائلة إلى مذهب السلف الصالحين، فإن الأئمة منهم، كان عقدهم ما بيناه فلا تكن من الممترين، والحمد لله رب العالمين.

---

৭৫৬. তাফসীরুল কাসেমী, মাহাসিনুত তা'ওয়ীল (৫/৬৯)।

৭৫৭. আল-কাসেমী, মাহাসিনুত তা'ওয়ীল (৫/৭২)।

"এখানে আমরা এ স্থানে ব্যাপক বিস্তারিত আলোচনা এ জন্য করলাম, কারণ এটি আমাদের দীনী আকীদাহ'র মূলনীতির অন্তর্ভুক্ত, তাওহীদের গুরুত্বপূর্ণ মাসআলার বিষয়। এতে মতযুদ্ধ ও প্রবৃত্তির দ্বন্ধ ব্যাপক আকারে বিস্তার লাভ করেছে। তা'ওয়ীল তথা অপব্যাখ্যা কিংবা দূরবর্তী ভিন্ন অর্থে পরিচালনাকারী কালামশাস্ত্রবিদরা এমন কিছু আনতে পারেনি যা সূতীক্ষ্ম বুদ্ধিমানদের অন্তরে গ্রহণযোগ্য বিবেচিত হয়। বরং তারা এমন সব বাহানার আশ্রয় নিয়েছে যা আল্লাহর দেয়া ফিত্বরাত বা সুস্থ স্বাভাবিক প্রকৃতি মানতে কঠিনভাবে অস্বীকার করে। ফলে সত্যনিষ্ঠ সুন্নাতের সাহায্যকারী অন্তরসমূহ কেবল তাদের সঠিক অবস্থানে অবশিষ্ট থাকলো, যারা সালাফে সালেহীনের মাযহাবের দিকে সর্বদা নিজেদেরকে নিবিষ্ট রাখে। কারণ, ইমামগণ তাদেরই সাথে, আর তাদের আকীদাহ-বিশ্বাস তা-ই, যা আমরা বর্ণনা করলাম। সুতরাং সন্দেহকারীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ো না। আর সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য, যিনি সকল সৃষ্টিকুলের রব।"[৭৫৮]

শাইখ মুহাম্মাদ আনোয়ার শাহ ইবন মু'আযযাম শাহ আল-কাশমীরী (১৩৫৩ হিজরী)

ভারতবর্ষের গর্ব ইমাম শাইখ মুহাম্মাদ আনোয়ার শাহ কাশমীরী রাহিমাহুল্লাহ হচ্ছেন এমন একজন ব্যক্তিত্ব, যিনি হক্ক বুঝতে পারলে তা বলতে দ্বিধা করতেন না। তিনি সাধারণ নিয়মেই মাতুরিদী আকীদাহ'র কথাই বলতেন এবং মাতুরিদী আলেমগণের অন্তর্ভুক্ত হিসেবেই গণ্য। কিন্তু বেশ কিছু মাসআলা তাঁর জীবনে রয়েছে, যাতে তিনি সালাফদের মানহাজের সত্যতা স্বীকার করেছেন। তন্মধ্যে সিফাতের ক্ষেত্রে তিনি সালাফদের মানহাজ কী ছিল তা সঠিকভাবে চিত্রায়িত করে তুলে ধরেছেন।[৭৫৯] এ ব্যাপারে তিনি ইনসাফপূর্ণ সঠিক আকীদাহ-বিশ্বাস পোষণ করতেন। সালাফদের মত হিসেবে যারা 'অর্থ না করা' (তাফউইদ্ব)-কে দাবি করে, তার বক্তব্যের মাধ্যমে তাদের সে দাবীর অসারতাও ফুটে উঠে। নিম্নে আমরা তার এ স্বীকৃতির বিষয়টি বিস্তারিত তুলে ধরার প্রয়াস পাব। তিনি বলেন,

(واعلم) أن المشابهات مثل نُزول الله إلى السماء الدنيا، واستواءه على العرش، فرأى السلف فيها الإيمان على ظاهره ما ورد إمهاله على ظاهره بلا تأويل وتكييف، ويفوض أمر الكيفية إلى الله تعالى، وأما ما نسب إلى بعض السلف مثل ابن عباس أنه يعلم معاني المقطعات القرآنية على تقدير صحته بيان محتملات، ويتوهم من جامع الفصولين وهو من معتبراتنا النهي عن الترجمة اللغوية أيضاً للمتشابهات، لكن قريحتي يحكم أن النهي عنه تفسيرها لا ترجمتها تحت الألفاظ من الحقو واليد والوجه وغيرها، وأما مذهب المتكلمين فهو التأويل في المتشابهات موافقاً للشرع، وقال المتكلمون: إن مذهب السلف التفويض وهو أسلم، ومذهبنا أي المتكلمين التأويل بالعقل وفاق الشرع وهو أحكم، ومعناه أن أصل مذهب أهل السنة التفويض، وأما التأويل فعند الضرورة والمقابلة مع الغير من مخالفي أهل

৭৫৮. আল-কাসেমী, মাহাসিনুত তা'ওয়ীল (৫/১০০)।

৭৫৯. তবে আমরা বলছি না যে শাইখ কাশ্মীরী রাহিমাহুল্লাহ তার সকল আকীদায় সালাফে সালেহীনের অনুসারী ছিলেন। কারণ ফায়দ্বুল বারী ও অন্যান্য গ্রন্থে তিনি সালাফদের আকীদা বিরোধী অনেক বক্তব্য নিজে বর্ণনা করেছেন এবং তা গ্রহণ করেছেন। আল্লাহ তা'আলা তাঁকে ও আমাকে ক্ষমা করুন। আমীন।

السنة، والمتكلمون إنما احتاجوا إلى التأويلات عند المناظرة مع معاندي الإسلام، لما قال بعض الناس من الألفاظ الركيكة في حقهم فبريؤون عنها.

وأما مذهب المبتدعين في المتشابهات فالتأويلات المخالفة للشريعة الغراء الموافقة لعقولهم القاصرة عياذاً بالله، ومذهب المشبهة أن الله جسم كالأجسام، ومذاهب أخر لا أذكرها.

وأما تفويض السلف فيحتمل المعنيين:

أحدهما: تفويض الأمر إلى الله وعدم الإنكار على من تأول كيف ما تأول بسبب إقرارهم بعدم العلم.

ثانيهما: تفويض التفصيل والتكييف إلى الله تعالى والإنكار على من تأول برأيه وعقله. ومرادهم هو الاحتمال الثاني لا الأول.

وأما المتأولون من أهل الحق فثلاث فرق: تأول أرباب اللغة بالاستعارة أو التشبيه، وتأول الصوفية مثلاً في نزول الله بالتجلي وهو ظهور الشيء في المرتبة الثانية، وتأول المتكلمون بنزول ملائكة الله أو رحمة الله الخاصة.

والمتكلمون طائفتان: الأشعرية هم المنسوبون إلى أبي الحسن الأشعري وتوابعه الشافعية والمالكية والطائفة الثانية الماتريدية: هم المنسوبون إلى أبي منصور الماتريدي وتوابعه الأحناف، وأبو الحسن وأبو منصور معاصران وأبو منصور أصغر سناً، وأما الحنابلة فلا ينتسبون إلى الماتريدي والأشعري.

واعلم أن لفظ الأشاعرة يطلق على جميع من الأشعريين والماتريديين، وأما الأشعرية فقالوا: إن لله تعالى صفات ذاتية أزلية قديمة وهذه سبعة: العلم، والسمع، والبصر، والقدرة، والإرادة، والكلام، والحياة، وصفات فعلية وهذه حوادث ومخلوقات له تعالى وليس بقائمة بالباري، وأما الماتريدية فقالوا: إن الصفات الذاتية فسبع وقديمة، وأما الصفات الفعلية فقديمة أيضاً، وهي التي تكون صفات الله تعالى مع أضدادها، ولم أجد هذا التعريف في كتب الكلام، نعم موجود في كتاب الإيمان في الدر المختار، ومثال الصفات الفعلية فمثالها الإماتة والإحياء والغضب والرضا وغيرها

وأدمج الماتريدية جميع الأنواع تحت جنس واحد وسموها بالتكوين والبخاري أيضاً قائل بالتكوين، والتكوين صفة ثامنة لله تعالى وقال الأشاعرة في الصفات القديمة: إن التعلقات حوادث وقال الطحاوي: إن الله خالق قبل أن يخلق، ورازق قبل أن يرزق.

وأقول من جانب الماتريدية: إن شيئاً آخر من ما يتعلق بالباري ويسمى بالفعل، وهذه التسمية مني وهو مثل النزول إلى سماء الدنيا وغيره من الجزئيات التي تكون متعلقة بالباري، ولا يكون له نوع في الباري قديماً، وهذه

الأفعال حوادث ويقول الماتريدية: إنها ليست بقائمة بالباري بل من مخلوقاته، وأما مشرب الحافظ ابن تيمية في الصفات الحوادث أنها قائمة بالباري وحوادث وغير مخلوقة، ويدعى أنه يوافق السلف الصالحين، ويقول: إن الله تعالى يقوم به الحوادث باختياره ولكنه ليس ما لا يخلو من الحوادث بل قد يكون متصفاً بالحوادث وقد لا يكون متصفاً بها، وقال: إن بين الحادث والمخلوق عموماً وخصوصاً فإن الصفات الحادثة وسائر أشياء العالم حوادث، والصفات ليست بمخلوقة بخلاف سائر أشياء العالم الممكنة، وأما الأشاعرة فيقولون بأن الباري عزَّ اسمه ليس بمحل للحوادث وقالوا لا فرق بين الحادث والمخلوق، وأقول: إن اللغة تساعد الحافظ ابن تيمية فإنه إذا كان زيد قائماً يقال: إن القيام متعلق بزيد، وإن زيداً متصف بالقيام، ولا يقال: إنه خالق القيام فكذلك لما كان الله موصوفاً بالنزول فلا بد من قيام النزول، وكون الباري عز برهانه متصفاً بالنزول لا خالقاً، له وبعين ما قال ابن تيمية قال البخاري بأن الله متصف بصفات حادثة، إلا أن الشارحين تأولوا في كلامه ومثله روي عن أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد بن حسن بسند صحيح في كتاب الأسماء والصفات، حيث قالوا: من قال: إن القرآن مخلوق كافرٌ، أي من قال: بأن القرآن ليس صفة الباري وأنه بمعزل وبائن عن ذات الباري، وليسوا بقائلين بأن القرآن قديم أي الكلام اللفظي فالحاصل أنهم قائلون بحدوث الكلام اللفظي لا بخلقه، وصنف ابن تيمية في كون الباري يقوم به الأفعال الاختيارية مجلداً كاملاً، ودل مارويناه على رغم أنف من قال بأن أبا حنيفة جهمي عياذاً بالله، فإن أبا حنيفة قائل بما قال السلف الصالحون، **فالحاصل أن نزول الباري إلى سماء الدنيا نزول حقيقة يحمل على ظاهره ويفوض تفصيله وتكييفه إلى الباري عز برهانه، وهو مذهب الأئمة الأربعة والسلف الصالحين كما نقله الحافظ في فتح الباري عنه،** وذهب الأشاعرة المتكلمون إلى ما ذهبوا، ثم نقول: إن قول الأشعرية بأن الصفات الفعلية حوادث، لا دليل لهم عليه فإنها ليست بحادثة، وإن قيل: إن للصفات الفعلية التي تحت الأسماء الحسنى للباري تعلقاً بالحوادث فتكون حوادث، قلت: إن المقدرة والإرادة وغيرهما أيضاً تعلقاً بالحوادث ولا تقولون بحدوثها.

"জেনে রাখ, সাদৃশ্যপূর্ণ ভাষ্যসমূহ যেমন, আল্লাহ তা'আলা কর্তৃক নিকটতম আসমানে নেমে আসা, 'আরশের উপর উঠা, এগুলোর ব্যাপারে—

- সালাফে সালেহীনের মত হচ্ছে, এগুলোর প্রকাশ্য অর্থ যার ওপর বুঝায় তার ওপর ঈমান রাখা, এগুলোকে প্রকাশ্যের ওপর ছেড়ে দেয়া, কোনোরূপ তা'ওয়ীল (দূরবর্তী অপ্রাধান্যপ্রাপ্ত অর্থ গ্রহণ) না করা, অনুরূপ কোনোরূপ তাকয়ীফ (ধরন নির্ধারণ) না করা। এগুলোর ধরনের বিষয়টি আল্লাহর দিকে ন্যস্ত করা। আর সালাফে সালেহীনের দিকে যা সম্পৃক্ত করা হয়, যেমন, ইবন 'আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহুমার দিকে, যে তিনি কুরআনের মুকাত্তা'আত (বিভিন্ন সূরার শুরুতে আসা) শব্দগুলোর অর্থ জানেন, তা যদি তাঁর থেকে বিশুদ্ধ ধরে নেয়া হয় তবে তার অর্থ, তিনি সম্ভাব্য বিভিন্ন অর্থ জানা উদ্দেশ্য নিয়েছেন। জামে'উল ফুসূলাইন, যা আমাদের গ্রহণযোগ্য গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত, তা থেকে ধারণা করা হয় যে, মুতাশাবিহাত বা সাদৃশ্যপূর্ণ ভাষ্যসমূহের শাব্দিক অর্থ করা থেকে নিষেধ করা হবে। কিন্তু আমার স্বাভাবিক

জ্ঞান এ সিদ্ধান্ত দিচ্ছে যে, এগুলোর ব্যাখ্যা দাঁড় করাতে নিষেধ করা হবে, বিভিন্ন শব্দে অনুবাদ বা অর্থ করতে নয়। যেমন, কোমর, হাত, চেহারা ইত্যাদি।

- অন্যদিকে কালামশাস্ত্রবিদদের মত হচ্ছে, মুতাশাবিহাত বা সাদৃশ্যপূর্ণ বিষয়গুলোর শরী'আতের উপযোগী করে তা'ওয়ীল করা। কালামশাস্ত্রবিদরা বলে থাকেন, সালাফদের মাযহাব হচ্ছে তাফওয়ীদ্ব বা ন্যস্ত করা, সেটা নিরাপদ; আর আমাদের (অর্থাৎ কালামশাস্ত্রবিদদের) মত হচ্ছে, মুতাশাবিহাতের ক্ষেত্রে শরী'আত উপযোগী বিবেকের যুক্তি দিয়ে তা'ওয়ীল করা, আর এটি বেশি সুদৃঢ়। তাদের একথার অর্থ হচ্ছে আহলুস সুন্নাতের আসল মত হচ্ছে তাফওয়ীদ্ব করা; তবে তা'ওয়ীল তা শুধু অত্যাবশ্যক সময়ে ও আহলুস সুন্নাত বিরোধী কারও মুকাবিলা করার সময়। কালামশাস্ত্রবিদরা তা'ওয়ীল বা দূরবর্তী অপ্রাধান্য প্রাপ্ত অর্থের দ্বারস্থ হয়েছিল ইসলাম বিরোধীদের সাথে মুনাযারা করার সময়। সুতরাং কিছু মানুষ তাদের ব্যাপারে যেসব অপমানজনক কথা বলে তা থেকে তাদেরকে মুক্ত করা হবে।
- আর মুতাশাবিহাতের ক্ষেত্রে বিদ'আতীদের মতবাদ হচ্ছে, সম্মানিত-স্পষ্ট শরী'আহ বিরোধী ব্যাখ্যা করা, যা তাদের অসম্পন্ন বিবেকের যুক্তির অনুযায়ী নির্ধারণ করে থাকে, আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাই। অনুরূপ সাদৃশ্যবাদীদের মতবাদ, তারা বলে থাকে, আল্লাহ তা'আলা দেহসমূহের মত দেহ। তাছাড়া আরও কিছু বিদ'আতী মাযহাব রয়েছে, যা আমি উল্লেখ করলাম না।

উক্ত সালাফদের 'তাফওয়ীদ্ব' বা ন্যস্ত করা দুটি অর্থের সম্ভাবনা রাখে। এক. পুরো বিষয়টিই আল্লাহর কাছে ন্যস্ত ও সোপর্দ করা, আর যারা এগুলোর তা'ওয়ীল করে, যেভাবেই করুক না কেন, সেটাকে রদ না করা, কারণ তারা স্বীকার করে নিচ্ছে যে তারা জানেন না। দুই. বিশ্লেষণ ও ধরন-নির্ধারণকে আল্লাহর দিকে ন্যস্ত ও সোপর্দ করা, আর যারা তাদের মতামত ও বিবেকের যুক্তি দিয়ে সেগুলোর তা'ওয়ীল করে তাদের বিরোধিতা করা। বস্তুত: সালাফদের তাফওয়ীদ্ব বা ন্যস্ত করা বলতে দ্বিতীয় অর্থটি উদ্দেশ্য, প্রথমটি নয়।

আর যারা তা'ওয়ীলকারী হকপন্থী (দাবীদার) তারা তিন দলে বিভক্ত। তন্মধ্যে, যারা ভাষাবিদ তারা এগুলোকে 'ইস্তেআরাহ' বা ইঙ্গিতপূর্ণ কিংবা 'তাশবীহ' বা সাদৃশ্যপূর্ণ বলে তা'ওয়ীল করে। আর যারা সূফী তারা আল্লাহর অবতরণকে 'তাজাল্লী', বা কোনো কিছু তার দ্বিতীয় পর্যায়ে প্রকাশ পাওয়া, এ অর্থে তা'ওয়ীল করে। আর যারা কালামশাস্ত্রবিদ, তারা আল্লাহ তা'আলার অবতরণকে আল্লাহর 'ফিরিশতাদের অবতরণ', অথবা আল্লাহ তা'আলার 'রহমতের অবতরণ' এ অর্থে তা'ওয়ীল করে।

আর কালামশাস্ত্রবিদরা দু' শ্রেণি। (প্রথমটি) আশ'আরিয়্যা সম্প্রদায়, যারা আবুল হাসান আল-আশ'আরীর দিকে নিজেদের সম্পৃক্ত করে, তাদের অনুসারীরা শাফেয়ী ও মালেকী মাযহাবের লোকেরা। দ্বিতীয়টি হলো মাতুরিদিয়্যাহ সম্প্রদায়, যারা আবু মানসূর আল-মাতুরিদীর দিকে সম্পৃক্ত; তাদের অনুসারীরা হচ্ছে হানাফীগণ। আবুল হাসান ও আবু মানসূর দু'জনই সমসাময়িক। তবে আবু মানসূর বয়সে নবীন। তবে হাম্বলী মাযহাবের লোকেরা তারা মাতুরিদী কিংবা আশ'আরী কারো দিকেই নিজেদেরক সম্পৃক্ত করে না।

আরও জেনে রাখ যে, আশা'য়েরা শব্দটি বললে সকল আশ'আরিয়্যা ও মাতুরিদিয়্যা সকলকেই বুঝায়। তন্মধ্যে আশ'আরী সম্প্রদায় বলে, আল্লাহ তা'আলার সত্তাগত গুণ আযালী বা অনাদি,

আর তা সাতটি। ইলম বা জ্ঞান, শোনা, দেখা, ক্ষমতা, ইচ্ছা, কথা বলা, জীবন; আর কিছু কর্মগত গুণ রয়েছে, যেগুলো 'হাওয়াদেস' বা অনিত্য (নতুনতর), এগুলো মহান আল্লাহর সৃষ্ট, এগুলো আল্লাহর সত্তায় ধারিত হয় না।

আর মাতুরিদী সম্প্রদায়ও বলে, আল্লাহ তা'আলার সত্তাগত গুণ সাতটি আর তা আদি। আর তাঁর কিছু কর্মগত গুণ রয়েছে তাও আদি। আর সেগুলো হচ্ছে তা-ই যা তার বিপরীতের সাথে একত্রিতভাবে আল্লাহ তা'আলার গুণ হয়। কর্মগত গুণের এ সংজ্ঞাটি আমি কালামশাস্ত্রের কিতাবসমূহের কোথাও পাইনি। হ্যাঁ, কেবল তা 'আদ-দুররুল মুখতার' কিতাবের কিতাবুল ঈমানে পাওয়া যায়। তাদের নিকট কর্মগত গুণের উদাহরণ হচ্ছে, মৃত্যু প্রদান ও জীবিত করণ; রাগ ও সন্তুষ্টি ইত্যাদি। মাতুরিদী সম্প্রদায় এসব (কর্মগত) গুণকে একটি গুণের অধীনে প্রবিষ্ট করে দেয়, তা হচ্ছে 'তাকওয়ীন' (হতে দেয়া) গুণ। বুখারীও 'তাকওয়ীন' গুণের কথা বলতেন। এতে করে 'তাকওয়ীন' গুণটি অষ্টম গুণ হিসেবে ধরা হবে। আশ'আরী সম্প্রদায় অনাদি গুণের সাথে আল্লাহ্ তা'আলার এসব কর্মের সম্পৃক্ততাকে 'হাওয়াদেস' বা অনিত্য বলে থাকে। (কিন্তু) ইমাম তাহাওয়ী বলেন, আল্লাহ তা'আলা সৃষ্টি করার পূর্বেও স্রষ্টা, রিযিক দেয়ার পূর্বেও রাযেক।

আমি মাতুরিদীদের পক্ষ হতে বলি, বস্তুত মহান আল্লাহর সাথে সম্পৃক্ত একটা বিষয় আছে এখানে, আর তা হচ্ছে 'কর্ম'। এ নামটি আমার পক্ষ থেকে। আর তার উদাহরণ হচ্ছে যেমন নিকটতম আসমানে অবতরণ করা কিংবা অনুরূপ কিছু শাখা, যা রাব্বুল আলামীনের সাথে সম্পৃক্ত কিন্তু এরূপ প্রকরণ অনাদি থেকে রাব্বুল আলামীনের মধ্যে হয় না (অর্থাৎ অনাদি হতে বিদ্যমান সাত বা আট গুণের মধ্যে এর প্রকরণ নেই)। এরূপ কর্ম হাওয়াদিস বা অনিত্য। এগুলোর ব্যাপারে মাতুরিদী সম্প্রদায় বলে যে, এ কর্মগুলো তাঁর রাব্বুল আলামীনের মধ্যে ধারিত নয়, বরং তাঁর সৃষ্টি।

আর এসব হাওয়াদিস বা অনিত্যে অনুষ্ঠিত গুণাবলির ব্যাপারে হাফেয ইবন তাইমিয়্যার মত হচ্ছে এগুলো মহান আল্লাহ কর্তৃক ধারিত, অনিত্য, এবং অসৃষ্ট। তিনি দাবি করেন যে এটিই হচ্ছে সালাফে সালেহীনের মত। তিনি আরও বলেন, এরূপ অনিত্য কর্মবাচক গুণাবলি আল্লাহ তা'আলা কর্তৃক তাঁর ইচ্ছা অনুযায়ী ধারিত (অর্থাৎ তিনি স্বয়ং যখন ইচ্ছা তখন তা করেন)। তার মতে, স্রষ্টার জন্য এটা আবশ্যক নয় যে তিনি অনিত্য থেকে মুক্ত হবেন, বরং তাঁর অনিত্য গুণ থাকতে পারে নাও পারে। তিনি আরও বলেন, অনিত্য এবং সৃষ্ট—দুটির মধ্যে সম্পর্ক হলো 'আম-খাসের (অর্থাৎ অনিত্য শব্দটি ব্যাপকার্থবোধক, তার একটি বিশেষ প্রকার হলো সৃষ্টজগত)। অনিত্য গুণগুলো এবং সৃষ্টিজগতের সবকিছু—দুটিই অনিত্য। কিন্তু গুণাবলি সৃষ্ট নয়, কিন্তু সৃষ্টিজগতের সম্ভাব্য সবকিছুই সৃষ্ট। কিন্তু আশা'য়েরাগণ বলে থাকেন যে, সুমহান স্রষ্টা অনিত্যের পাত্র নন। আর তারা বলে থাকে অনিত্য আর সৃষ্টের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই।

আমি বলি, ভাষার বিবেচনা হাফেয ইবন তাইমিয়াকে সমর্থন করে। কেননা, যদি যায়েদ দাঁড়িয়ে থাকে, তখন বলা যায় দাঁড়ানোর কাজটি যায়েদের সাথে সম্পৃক্ত, আর যায়েদ দাঁড়ানোর গুণে গুণান্বিত; কিন্তু এটা বলা যায় না যে, যায়েদ দাঁড়ানো কাজটির স্রষ্টা। তেমনিভাবে আল্লাহ্ যেহেতু নেমে আসার গুণে গুণান্বিত, তাই এ (উপসংহার) ছাড়া উপায়

নেই যে, নেমে আসার গুণটি তাঁর কর্তৃক ধারিত এবং সুমহান স্রষ্টা নেমে আসার গুণে গুণান্বিত, নেমে আসার স্রষ্টা নন। ইবন তাইমিয়ার বক্তব্যটি আরও দৃঢ় হয় বুখারীর বক্তব্য দিয়ে, যেখানে তিনি বলেছেন যে আল্লাহ্ অনিত্য গুণে গুণান্বিত; যদিও ব্যাখ্যাকারগণ তাঁর এ বক্তব্যের তা'ওয়ীল করেছেন। একই রকম বর্ণনা পাওয়া যায় ইমাম আবু হানীফা, আবু ইউসুফ ও মুহাম্মাদ ইবন হাসান থেকে সহীহ সনদে যা আসমা ওয়াস সিফাত কিতাবে এসেছে, তারা বলেছেন, যে কেউ বলবে, 'কুরআন মাখলুক বা সৃষ্ট' সে কাফির। অর্থাৎ যে কেউ বলবে যে কুরআন আল্লাহর গুণ নয়, তা আলাদা কিছু, আল্লাহ থেকে তা পৃথক বস্তু (সে কাফের)। এর দ্বারা বুঝা গেল যে, তাঁরা (আবু হানীফা, আবু ইউসুফ ও মুহাম্মাদ) কুরআনকে অর্থাৎ আল্লাহ্র শব্দগত (বা শ্রুত) কথাকে কাদীম বা অনাদি বলতেন না। মোটকথা এর দ্বারা বুঝা গেল যে, তাঁরা (আমাদের তিন ইমাম) শব্দগত কথার হুদুস বা অনিত্যতার প্রবক্তা ছিলেন, সেটাকে সৃষ্ট বলতেন না। আর ইবন তাইমিয়্যাহও মহান রব আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা কর্তৃক ঐচ্ছিক কর্ম ধারণ করার বিষয়ে পূর্ণ এক খণ্ড গ্রন্থ রচনা করেছেন। তাই উপরে আমরা যা বর্ণনা করলাম তা প্রমাণ করে যে, যারা আবু হানীফাকে জাহমী বলে, আল্লাহর কাছে আমরা তা বলা থেকে আশ্রয় চাই, তাদের নাক ধুলি-ধুসরিত হয়েছে; কেননা এটা প্রমাণিত হচ্ছে যে, আবু হানীফা তা-ই বলতেন যা সালাফে সালেহীন বলতেন।

সুতরাং মোটকথা হচ্ছে, মহান রাব্বুল আলামীনের নিকটতম আসমানে অবতরণ করা প্রকৃত অর্থেই অবতরণ করা, যা তার প্রকাশ্য অর্থেই নেয়া হবে, তবে তার বিস্তারিত জ্ঞান ও ধরণ মহান স্রষ্টার কাছেই ন্যস্ত বা অর্পন করতে হবে। এটিই হচ্ছে চার ইমাম ও সালাফে সালেহীনের মাযহাব, যেমনটি হাফেয তার ফাতহুল বারীতে আবু হানীফা থেকে বর্ণনা করেছেন। অন্যদিকে আশা'য়েরা কালামশাস্ত্রবিদরা যে মত গ্রহণ করার তা গ্রহণ করেছেন।

তারপর আমরা বলি, আশা'য়েরাগণ যে বলে থাকেন যাবতীয় কর্মগত গুণ হাদেস বা অনিত্য, তাদের এ কথার কোনো দলীল নাই। কারণ এগুলো অনিত্য নয়। আর যদি বলা হয়, আল্লাহর কর্মগত গুণগুলোর মধ্য থেকে যেগুলো তাঁর সুন্দর নামসমূহের অধীন সেগুলো তো অনিত্যের সাথে সম্পৃক্ত হওয়ার কারণে অনিত্য হয়ে যেতেই হচ্ছে, তাহলে আমি বলবো, আল্লাহর ক্ষমতা ও ইচ্ছা ইত্যাদি গুণের সম্পর্কও তো অনিত্যের সাথে হয়ে থাকে, সেখানে তো তোমরা সেগুলোকে অনিত্য বলো না। তাছাড়া কালামশাস্ত্রবিদদের মধ্যে প্রসিদ্ধ মত হচ্ছে যে ইচ্ছা প্রভৃতি আদিগুণ, কিন্তু সম্পৃক্ত অনিত্য বিষয়ের সাথে এর তা'আল্লুক বা সম্পর্কটি অনিত্য। আবার তাদের মধ্যে যারা দক্ষ, তারা বলেছেন, ইচ্ছা প্রভৃতি গুণ এবং এর তা'আল্লুক বা সম্পর্ক দুটিই আদি, কেবল সম্পৃক্ত বিষয়টিই অনিত্য; যেমনটি দাওওয়ানী বলেছেন তার 'রিসালাতু ইছবাতিল ওয়াজিব' কিতাবে।"[৭৬০]

---

৭৬০. আল-আরফুশ শাযী শারহু সুনানিত তিরমিযী ১/৪০৬। এখানে আমরা এটাই বুঝাতে চাচ্ছি যে, আল্লামা আনওয়ার শাহ কাশ্মীরী রাহিমাহুল্লাহ সালাফের মাযহাব কী ছিল তা তুলে ধরেছেন। সেটা হচ্ছে এসব আল্লাহ তা'আলার গুণ। আর এসব গুণের অর্থ জানা আর ধরণ জানার চেষ্টা না করাই হচ্ছে সালাফে সালেহীন, আয়িম্মায়ে মুজতাহেদীনের মাযহাব, তা তিনি অকপটে বর্ণনা করে গেছেন যা বর্তমান সময়ের অনেক আশ'আরী ও মাতুরিদী সম্প্রদায় অস্বীকার করে, তাদের মতকেই সালাফদের মত বলে মিথ্যাচার করতে দ্বিধা করে না। যা প্রমাণ করে যে, বর্তমান কালের এ পরবর্তী লোকেরা হয় সত্য সত্যই সালাফে সালেহীনের

আল্লামা শাইখ আবদুর রহমান ইবন নাসের আস-সা'দী (১৩৭৬ হিজরী)

- আল্লামা শাইখ আবদুর রহমান ইবন নাসের আস-সা'দী রাহিমাহুল্লাহ প্রথমেই তিনি আল্লাহ তা'আলার সিফাত সংক্রান্ত কিছু সোনালী নীতিমালা বর্ণনা করেন, তারপর তিনি বলেন,

«ومن الأصول المتفق عليها بين السلف التي دلت عليها النصوص أن صفات الباري قسمان:

- صفات ذاتية لا تنفك عنها الذات كصفة الحياة والعلم، والقدرة والقوة والعزة، والملك، والعظمة، والكبرياء، ونحوهما كالعلو المطلق.

- وصفات ذاتية لا فعلية: تتعلق بها أفعاله في كل وقت وآن وزمان ولها آثارها في الخلق والأمر فيؤمنون بأنه تعالى فعال لما يريد وأنه لم يزل ولا يزال يقول ويتكلم ويخلق ويدبر الأمور وأن أفعاله تقع شيئا فشيئا تبعا لحكمته وإرادته، فإن شرائعه وأوامره ونواهيه الشرعية لا تزال تقع شيئا فشيئاً.. إلى أن قال: فعلى المؤمن الإيمان بكل ما نسبه الله لنفسه من الأفعال المتعلقة بذاته كالاستواء على العرش والمجيء والإتيان والنزول إلى السماء الدنيا والقول ونحوها، والمتعلقة بخلقه كالخلق والرزق وأنواع التدبير».

"সালাফে সালেহীনের ঐকমত্যের মূলনীতির একটি, যার ওপর কুরআন ও সুন্নাহ'র ভাষ্যসমূহ প্রমাণবহ, তা হচ্ছে আল্লাহ তা'আলার গুণাবলি দু' প্রকার:

- যাতিয়্যাহ বা সত্তাগত গুণসমূহ, যা কখনো সত্তা থেকে আলাদা হয় না। যেমন জীবন, জ্ঞান, ক্ষমতা, শক্তি, সম্মান, রাজত্ব, বড়ত্ব, অহংকার ইত্যাদি, যেমন নিঃশর্ত সর্বোচ্চতা
- ফি'লিয়্যাহ বা কর্মগত গুণসমূহ, যার সাথে তাঁর কাজ জড়িত; যেকোনো সময়, যেকোনো মুহূর্তে এবং যেকোনো কালে। আর এর সাথে সৃষ্টি ও নির্দেশের প্রভাব রয়েছে। সুতরাং তারা ঈমান আনে যে, আল্লাহ তা'আলা যা ইচ্ছা করেন তাই করতে সক্ষম, তিনি সর্বদা আছেন, সর্বদা থাকবেন, কথা বলেন, বক্তব্য প্রদান করেন, সৃষ্টি করেন, সবকিছু পরিচালনা করেন। আরও ঈমান আনে যে, তাঁর কর্মগুলো কিছু কিছু করে পরপর তাঁর হিকমত ও ইচ্ছার চাহিদা অনুযায়ী সংঘটিত হয়। কারণ তাঁর শরী'আত, তাঁর শর'য়ী নির্দেশ ও নিষেধ সর্বদা একটির একটি ঘটেই চলেছে। ... (অবশেষে বলেন) ঈমানদারের কর্তব্য হচ্ছে, আল্লাহ তা'আলা যা কিছু তাঁর সত্তার সাথে জড়িত যেসব কর্মকাণ্ডকে তাঁর দিকে সম্পর্কযুক্ত করেছেন, যেমন 'আরশের উপর উঠা, হাশরের মাঠে আগমন করা, আসা, নিকটতম আসমানে অবতরণ করা, কথা বলা ইত্যাদি যাবতীয় কর্মকাণ্ডের ওপর ঈমান আনয়ন করা। অনুরূপ সেসব কর্মকাণ্ডের উপরও ঈমান আনা যা তার সৃষ্টির সাথে জড়িত। যেমন, সৃষ্টি করা, রিযিক দেয়া এবং বিভিন্ন প্রকার পরিচালনা-নিয়ন্ত্রণ করা।"[৭৬১]

মাযহাব কী তা জানে না, সুতরাং তাদের উচিত আল্লামা কাশ্মীরীর বক্তব্য থেকে তা জেনে নেয়া। অথবা তারা জেনে বুঝেও সালাফদের ওপর মিথ্যাচার করছে, তখন তাদের উচিত আল্লাহকে ভয় করা। তারা জেনে শুনে হক বিকৃত করে যাদেরকে পথভ্রষ্ট করছে কিয়ামতের মাঠে এসব লোকদের গুনাহও তাদের বহন করতে হবে। আল্লাহ আমাদেরকে হক পথে কিয়ামত পর্যন্ত অটল রাখুন, আমীন।

৭৬১. আত-তাম্বীহাতুল লাতীফাহ, পৃ. ২০-২১।

- তিনি আল্লাহ তা'আলার কর্মগত গুণাবলিকে দু'ভাগে বিভক্ত করেছেন, কিছু কর্মগত গুণ যা একান্তভাবে তাঁর নিজের সাথে সংশ্লিষ্ট, আর কিছু কর্মগত গুণ রয়েছে যা তার কথা কাজের মাধ্যমে হয়ে থাকে[৭৬২] আর যারা আল্লাহ তা'আলার কর্মগত আপন পছন্দ করা গুণ নিয়ে ভিন্ন পথ অবলম্বন করে, তাদের প্রতিবাদ করে তিনি বলেন,

«أما تقسيم [أي قول] بعض أهل الكلام الباطل أن صفات الأفعال لا تقوم بذات الله بل الفعل عندهم عين المفعول، فهذا قول باطل بالكتاب والسنة والإجماع من السلف......».

"আর বাতিল কালামশাস্ত্রবিদদের বক্তব্য: কর্মগত গুণসমূহ আল্লাহর দ্বারা সংঘটিত হয় না, তাদের নিকট কোনো কাজ করা মানেই হচ্ছে সে কৃতকর্মটি। এ বক্তব্য অবশ্যই কুরআন, সুন্নাহ ও সালাফে সালেহীনের ইজমা' অনুযায়ী বাতিল কথা।...."[৭৬৩]

- তিনি আল্লাহ তা'আলার কর্মগত গুণাবলিকে দু'ভাগে ভাগ করেছেন, এক. তাঁর নিজের সাথে সংশ্লিষ্ট, দুই. যা তার সৃষ্টির সাথে সম্পৃক্ত। এ বিষয়টি বর্ণনা করে বলেন,

«جميع صفات الأفعال المتعلقة بذاته كالاستواء على العرش ونزوله إلى سماء الدنيا على ما وردت به النصوص والمجيء والإتيان والقول ونحو ذلك والمتعلقة بخلقه كالإحياء والإماتة والخلق وأنواع التدبيرات كلها تصدر عن القدرة والإرادة».

"আল্লাহর সত্তার সাথে সংশ্লিষ্ট সকল কর্মগত গুণ যেমন 'আরশের উপর উঠা, নিকটতম আসমানে নেমে আসা, যা কুরআন ও সুন্নাহ'র ভাষ্য দ্বারা সাব্যস্ত হয়েছে, অনুরূপ আগমন করা, আসা, কথা ইত্যাদি, আর আল্লাহর সৃষ্টির সাথে সংশ্লিষ্ট তাঁর সকল কর্মগত গুণাবলি যেমন জীবিতকরণ, মৃত্যু প্রদান, অনুরূপ যাবতীয় পরিচালনা এসবই আল্লাহর ক্ষমতা ও ইচ্ছা দ্বারা সংঘটিত হয়ে থাকে।"[৭৬৪]

- অন্যত্র তিনি আল্লাহ তা'আলার কর্মগত গুণ যেমন, আগমন করা, নেমে আসা, উপরে উঠা এগুলো বিস্তারিত আলোচনা করতে গিয়ে তার তাফসীরের কয়েক জায়গায় বলেন,

قوله تعالى: ﴿هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا أَن يَأْتِيَهُمُ اللَّهُ فِي ظُلَلٍ مِّنَ الْغَمَامِ﴾: «هذه الآية وما أشبهها دليل لمذهب أهل السنة والجماعة المثبتين للصفات الاختيارية كالاستواء والنزول والمجيء ونحو ذلك من الصفات التي أخبر بها تعالى عن نفسه وأخبر بها عنه رسوله صلى الله عليه وسلم، فيثبتونها على وجه يليق بجلال الله وعظمته من غير تشبيه ولا تحريف خلافا للمعطلة على اختلاف أنواعهم، من الجهمية، والمعتزلة، والأشعرية ونحوهم، ممن ينفي هذه الصفات، ويتأول لأجلها الآيات بتأويلات ما أنزل الله عليها من سلطان، بل حقيقتها القدح في بيان الله وبيان رسوله، والزعم بأن كلامهم هو الذي تحصل به الهداية في هذا الباب، فهؤلاء ليس معهم دليل

৭৬২. আল-হাক্কুল ওয়াদ্বিহ আল-মুবীন, পৃ. ৪২।

৭৬৩. আল-হাক্কুল ওয়াদ্বিহ আল-মুবীন, ৫২; তাওদ্বীহুল কাফিয়াহ আশ-শাফিয়াহ, পৃ. ৩০।

৭৬৪. আল-হাক্কুল ওয়াদ্বিহ আল-মুবীন, পৃ. ২৩।

نقلي، بل ولا دليل عقلي.

"আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, "তারা কি শুধু এর প্রতীক্ষায় রয়েছে যে, আল্লাহ্ ও ফেরেশতাগণ মেঘের ছায়ায় তাদের কাছে উপস্থিত হবেন?" [সূরা আল-বাকারাহ, আয়াত: ২১০] এ আয়াতটি ও অনুরূপ আয়াতসমূহ আহলুস সুন্নাতের প্রমাণ, যারা আল্লাহর ইচ্ছাকৃত ও পছন্দকৃত গুণসমূহ সাব্যস্ত করে থাকেন, যেমন 'আরশের উপর উঠা, নিকটতম আসমানে অবতরণ করা, হাশরের মাঠে আগমন করা ইত্যাদি, যে গুণাবলি দিয়ে আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর নিজের ব্যাপারে জানিয়েছেন, আর তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম জানিয়েছেন। আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আত সেগুলোকে এমনভাবে সাব্যস্ত করে থাকেন যা তাঁর মহত্ব, বড়ত্ব ও সম্মানের সাথে উপযোগী, তবে তারা সেটাতে কোনো প্রকার সাদৃশ্য কিংবা বিকৃতি কোনোটিই করেন না। এর বিপরীত অবস্থানে রয়েছে মু'আত্তিলা গোষ্ঠী, যেমন জাহমিয়্যাহ, মু'তাযিলা ও আশ'আরিয়্যাহ ইত্যাদি গোষ্ঠীগুলো, যারা আল্লাহর এ গুণাবলিকে অস্বীকার করে, যারা এ গুণাবলির কারণে কুরআনের আয়াতের এমন সব তা'ওয়ীল বা দূরবর্তী অর্থ নিয়ে আসে যার পক্ষে আল্লাহ কোনো প্রমাণ নাযিল করেননি। বরং তাদের এ নীতির বাস্তব কথা হচ্ছে আল্লাহর বর্ণনা ও তাঁর রাসূলের বর্ণনার ত্রুটি ধরা আর এটা মনে করা যে, এ অধ্যায়ে কেবল তাদের কথা দ্বারাই হিদায়াত লাভ হবে; বস্তুত এদের পক্ষে কুরআন-হাদীসের দলীলও নেই, বিবেকের যুক্তির দলীলও নেই।"(৭৬৫)

- আরও বলেন,

قوله تعالى: ﴿هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا أَنْ تَأْتِيَهُمُ الْمَلَائِكَةُ أَوْ يَأْتِيَ رَبُّكَ أَوْ يَأْتِيَ بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ يَوْمَ يَأْتِي بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ لَا يَنفَعُ نَفْساً إِيمَانُهَا لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ مِنْ قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيمَانِهَا خَيْراً ... ﴾.

قال: «وفي هذه الآية دليل لمذهب أهل السنة والجماعة في إثبات الأفعال الاختيارية لله تعالى كالاستواء والنزول والإتيان لله تبارك وتعالى من غير تشبيه له بصفات المخلوقين».

"আল্লাহর বাণী, "তারা শুধু এরই তো প্রতীক্ষা করে যে, তাদের কাছে ফিরিশতা আসবে, কিংবা আপনার রব আসবেন, কিংবা আপনার রবের কোনো নিদর্শন আসবে? যেদিন আপনার রব-এর কোন নিদর্শন আসবে সেদিন তার ঈমান কোন কাজে আসবে না, যে পূর্বে ঈমান আনেনি অথবা যে ব্যক্তি ঈমানের মাধ্যমে কল্যাণ লাভ করেনি.......।" [সূরা আল-আন'আম, আয়াত: ১৫৮] এ আয়াতে আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের মাযহাবের দলীল রয়েছে, যারা আল্লাহর ইচ্ছা ও পছন্দকৃত কর্মগত গুণাবলি আল্লাহ্ তাবারকা ওয়া তা'আলার জন্য সাব্যস্ত করে, যেমন 'আরশের উপর উঠা, নিকটতম আসমানে অবতরণ, হাশরের মাঠে আগমন করা; তারা সেটা সাব্যস্ত করতে গিয়ে কেনোভাবেই তা সৃষ্টির কারো সাথে সদৃশ করে সাব্যস্ত করেন না।"(৭৬৬)

- অন্যত্র ইস্তেওয়া এর অর্থ স্পষ্ট করে বর্ণনা করে তিনি বলেন,

﴿اسْتَوَى﴾ ترد في القرآن على ثلاثة معاني: فتارة لا تعدى بالحرف، فيكون معناها، الكمال والتمام، كما في قوله

৭৬৫. তাফসীর আস-সা'দী, পৃ. ৯৪।

৭৬৬. তাফসীর আস-সা'দী, পৃ. ২৮১।

عن موسى: ﴿وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَى﴾ وتارة تكون بمعنى «علا» و «ارتفع» وذلك إذا عديت بـ «على» كما في قوله تعالى: ﴿ثم استوى على العرش﴾ ﴿لِتَسْتَوُوا عَلَى ظُهُورِهِ﴾ وتارة تكون بمعنى «قصد» كما إذا عديت بـ «إلى» كما في هذه الآية، أي: لما خلق تعالى الأرض، قصد إلى خلق السماوات ﴿فسواهن سبع سماوات﴾ فخلقها وأحكمها، وأتقنها.

"'ইস্তাওয়া' শব্দটি আল-কুরআনে তিনভাবে তিন অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। কখনও তা কোনো অর্থ পরিবর্তনকারী অব্যয় ছাড়াই ব্যবহৃত হয়েছে, তখন সেটার অর্থ হয় পূর্ণতা ও সমান সমান হওয়া। যেমন- মূসা 'আলাইহিস সালামের ব্যাপারে বলেছেন, "আর যখন মূসা তার শক্তি-সামর্থ্যের অবস্থায় উপনীত হলো এবং পূর্ণ অবস্থায় পৌঁছে গেল" [সূরা আল-কাসাস, আয়াত: ১৪] আবার কখনও কখনও তা 'আলা ওয়ারতাফা'আ' উপরে উঠা বা ঊর্ধ্বে উঠার অর্থে ব্যবহৃত হয়, যখন তার সাথে অর্থ পরিবর্তনকারী (আলা) অব্যয়টি আসে। যেমন- আল্লাহ তা'আলার বাণী "তারপর তিনি তাঁর 'আরশের উপর উঠেছেন।" [সূরা আল-আ'রাফ, আয়াত: ৫৪] "যাতে তোমরা তার পিঠের উপর উঠতে পার।" [সূরা আয-যুখরুফ, আয়াত: ১৩] আবার কখনও কখনও ইচ্ছা করার অর্থে ব্যবহৃত হয়; যখন তার সাথে (ইলা) অব্যয়টি আসে। যেমন, আলোচ্য আয়াতে (অর্থাৎ সূরা আল-বাক্বারার ২৯ নং আয়াতে)। অর্থাৎ যখন আল্লাহ তা'আলা যমীন সৃষ্টি করলেন, তখন তিনি আসমান সৃষ্টির ইচ্ছা করলেন। তারপর তিনি সেটাকে সাত আসমানে সৃষ্টি করলেন। এখানে 'ফাসাওয়াহুন্না' এর অর্থ, তাই তিনি সেগুলোকে সৃষ্টি করলেন, মজবুত করলেন এবং সুদৃঢ় করলেন।"(৭৬৭)

- তাছাড়া 'ইস্তেওয়া' বা 'আরশের উপরে উঠার ধরণ সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলে কী জবাব দিতে হবে তা উল্লেখ করে বলেন,

«الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة» فمن سأل عن كيفية علم الله أو كيفية خلقه وتدبيره قيل له فكما أن ذات الله تعالى لا تشبهها الذوات فصفاته لا تشبهها الصفات، فالخلق يعرفون الله ويعرفون ما تعرف لهم به من صفاته وأفعاله، وأما كيفية ذلك فلا يعلم تأويله إلا الله.

"'আল-ইস্তেওয়া' এর অর্থ জানা, এর ধরণ অজানা, তার ওপর ঈমান আনয়ন করা ফরয, আর এর ধরণ সম্পর্কে প্রশ্ন করা বিদ'আত। সুতরাং যে কেউ আল্লাহর ইলম, আল্লাহর সৃষ্টি, পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণ নীতি সম্পর্কে প্রশ্ন করবে তাকে বলা হবে, নিশ্চয় মহান আল্লাহর সত্তা যেভাবে কোনো সত্তার সদৃশ নয় তেমনি তার গুণাবলিও কোনো গুণাবলির সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ নয়। সুতরাং আল্লাহর সৃষ্টি আল্লাহকে কেবল সে পরিচয়েই চিনে যে পরিচয় তিনি তাঁর গুণাবলি ও কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে প্রদান করেছেন, কিন্তু সেগুলোর ধরণ, তার প্রকৃত ব্যাখ্যা তো কেবল আল্লাহই জানেন।"(৭৬৮)

---

৭৬৭. তাফসীর সা'দী, পৃ. ৪৮।

৭৬৮. বাহজাতু কুলূবিল আবরার পৃ. ২১৯; ত্বারীকুল উসূল, পৃ. ৮।

শাইখ আব্দুর রহমান ইবন ইয়াহইয়া আল-মু'আল্লেমী (১৩৮৬ হিজরী)

শাইখ আব্দুর রহমান ইবন ইয়াহইয়া আল-মুআল্লেমী আল-ইয়ামানী রাহিমাহুল্লাহ। যাকে বলা হতো যুগের যাহাবী। তিনি জাহমিয়া ও হাদীস অস্বীকারকারীদের চোখের কাঁটা ছিলেন। তাঁর অনেক গ্রন্থ রয়েছে। ইসলামী আকীদায় তাঁর অবদান অনেক বেশি। তিনি আল্লাহ তা'আলার সর্বোপরে থাকা, 'আরশের উপর উঠা নিয়ে তাঁর বিখ্যাত 'আত-তানকীল' গ্রন্থে যা বলেছেন, আমি এখানে তা তুলে ধরছি। তিনি অধ্যায় বিন্যাস করেছেন,

(الأينية أوالفوقية أو كما يقولون : الجهة)

أطلقت أنا: الأينية لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من قوله للسوداء: أين الله؟ قالت في السماء، وفي آخر الحديث قوله صلى الله عليه وسلم لسيدها: أعتقها فإنها مؤمنة.

وفي حديث أبي رزين العقيلي قال: «قلت يا رسول الله أين كان ربنا قبل أن يخلق خلقه؟ قال: كان في عماء، ما تحته هواء، وما فوقه هواء، وخلق عرشه على الماء»

وفي الأثر عن عثمان أنه قال لرجل ظنه أعرابياً: «يا أعرابي أين ربك»؟

وأرى أن أسوق هنا عبارة الشيخ أبي الحسن الأشعري في كتابه (الإبانة) تأنيساً للمنتسبين إليه وغيرهم لأنه أشهر المتبوعين في المقالات التعمقية، وفي (روح المعاني) وغيره أن كتاب (الإبانة) آخر مصنفاته قال:

«باب ذكر الاستواء على العرش: إن قال قائل: ما تقولون في الاستواء؟ قيل له: نقول إن الله عز وجل مستو على عرشه كما قال: ﴿الرحمن على العرش استوى﴾، وقد قال الله عز وجل : ﴿إليه يصعد الكلم الطيب﴾ وقال: ﴿بل رفعه الله إليه﴾ ...

يعلم من عبارة الأشعري وغيرها أن الأمة كانت مجمعة على إثبات الأينية، غير أن السلف يثبتون الفوقية والجهمية تقول بالمعية، أي أنه تعالى في كل مكان، وثبت السلفيون على قول السلف على الحقيقة، ووافقهم على ذلك في الجملة فرق قد انقرضت، وصار المتعمقون إلى فرقتين، الأولى تدعي موافقة السلف، والأخرى تنمي إلى الجهمية، واتفقت الفرقتان على نفي الأينية، لكن الأولى تطلق ما يظهر منه الفوقية، وتتأول ذلك بالفوقية المعنوية، والثانية تطلق أنه تعالى في كل مكان، وتتأول ذلك بالعلم والقدرة، وغرضهما التمويه والتمهيد لتأويل النصوص وأقوال من سبق....

(আল্লাহ তা'আলা কোথায় অথবা সর্বোপরে অথবা যেমনটি তারা বলে থাকে; দিক সাব্যস্তকরণ)

আমি ইচ্ছা করে এ 'কোথায় প্রশ্ন করা' কথাটি নিয়ে এসেছি, কারণ নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে হয়েছে, তিনি কালো দাসীকে বলেছিলেন, 'আল্লাহ কোথায়'? সে বলেছিল, উপরে। হাদীসের শেষে এসেছে, তিনি দাসীর মনিবকে বলেছিলেন, তাকে স্বাধীন করে দাও, সে তো মুমিনাহ নারী।

অনুরূপ আবু রাযীন আল-উকাইলী রাদিয়াল্লাহু 'আনহু বর্ণিত হাদীসে এসেছে, তিনি বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল, আমাদের রব তাঁর সৃষ্টিকে অস্তিত্বে আনার পূর্বে কোথায় ছিলেন? তিনি বলেন, মেঘের উপর, যে মেঘের নিচে বাতাস ছিল, আর যে মেঘের উপরে বাতাস ছিল, আর তিনি তাঁর 'আরশ পানির উপর সৃষ্টি করলেন।

অনুরূপভাবে এক আছারে এসেছে, উসমান রাদিয়াল্লাহু 'আনহু এক লোককে বেদুঈন মনে করে জিজ্ঞেস করলেন, হে বেদুঈন, তোমার রব কোথায়?

আর আমি মনে করি, আমি এখানে ইমাম শাইখ আবুল হাসান আল-আশ'আরীর বক্তব্য নিয়ে আসব, যা তিনি তাঁর 'আল-ইবানাহ' গ্রন্থে নিয়ে এসেছেন। তাদের সাথে সম্পর্ক সৃষ্টির উদ্দেশ্যে যারা তাঁর দিকে সম্পর্ক করে থাকে, তাছাড়া অন্যদের সাথে, কারণ যারা তথাকথিত গভীরে যাওয়ার দাবি করে থাকে তাদের মধ্যে তিনি খুব বিখ্যাত। তাছাড়া 'রুহুল মা'আনী' সহ অন্যান্য কিতাবে বলা হয়েছে যে, 'ইবানাহ' তাঁর লিখিত সর্বশেষ গ্রন্থ।

"অধ্যায়, আল্লাহ তা'আলার 'আরশের উপর উঠার বর্ণনা: যদি কেউ বলে, তোমরা 'আরশের উপর উঠার ব্যাপারে কী বলো? তাকে বলা হবে, আমরা বলি: নিশ্চয় মহান আল্লাহ তাঁর আরশের উপরে রয়েছেন, যেমনটি তিনি বলেছেন, "রহমান 'আরশের উপর উঠেছেন"। তাছাড়া আরও বলেছেন, "তাঁর কাছেই উত্থিত হয় উত্তম বাক্যসমূহ" আরও বলেন, "বরং আল্লাহ তাঁকে তাঁর কাছে উঠিয়ে নিয়েছেন"।

ইমাম আশ'আরীর বক্তব্য থেকে জানা গেল যে, উম্মত মুসলিমাহ সবাই একমত ছিল যে, আল্লাহ কোথায়? এ প্রশ্ন করা সাব্যস্ত। তবে সালাফে সালেহীন সাব্যস্ত করতেন যে, তিনি উপরে, অপরদিকে জাহমিয়ারা বলতো, তিনি (আল্লাহ) তাদের সাথে অর্থাৎ সব জায়গায়। তারপর সালাফী মানহাজের অনুসারীগণ সালাফে সালেহীনের কথার ওপর বাস্তবিক অর্থেই সুসাব্যস্ত থাকলেন, আর মোটের ওপর তাদের সাথে একমত হলো বেশ কিছু ফেরকা, কিন্তু তারা অস্তিত্বহীন হয়ে গেছে। আর যারা ইলমের গভীরতায় প্রবেশের দাবিদার তারা দু'ভাগে বিভক্ত হয়ে গেল, একভাগ দাবী করলো যে, তারাও সালাফদের মত অনুযায়ী চলে, অপর ভাগ সরাসরি জাহমিয়াদের বক্তব্যের দিকেই নিজেদের নিয়ে গেল, তবে এ দু' ভাগের লোকেরাই এভাবে একমত হলো যে, আল্লাহ তা'আলা কোথায়? এ প্রশ্ন করা যাবে না। কিন্তু তাদের মধ্যকার প্রথম ভাগ এমন সব ভাষ্য ব্যবহার করতে লাগলো, যাতে বুঝা যায় যে তারা আল্লাহ তা'আলার উপরে থাকা সাব্যস্ত করে, বস্তুত তারা উপরে থাকাকে আধ্যাত্মিক বিষয় হিসেবে ধরে নিয়েছে, আর দ্বিতীয় ভাগ সরাসরি সব জায়গায় বলা আরম্ভ করে দিয়েছে। তারপর আল্লাহ তা'আলার উপরে থাকাকে জ্ঞান ও ক্ষমতার দ্বারা তা'ওয়ীল করে নিয়েছে। তাদের উভয়ের উদ্দেশ্য হচ্ছে ছদ্মবেশ অবলম্বন ও ভূমিকা তৈরি করা যাতে করে এতদসংক্রান্ত কুরআন ও হাদীসের ভাষ্যগুলোর তা'ওয়ীল করা যায়"।[৭৬৯]

শাইখ মুহাম্মাদ আল-আমীন আশ-শানকীত্বী (১৩৯৩ হিজরী)

তিনি তার অনেক গ্রন্থে আল্লাহর 'আরশের উপর উঠা সাব্যস্ত করার জন্য দলীল প্রমাণাদি উপস্থাপন করেছেন। উদাহরণত আমরা কয়েকটি ভাষ্য বর্ণনা করতে পারি:

৭৬৯. আব্দুর রহমান আল-মু'আল্লেমী, আত-তানকীল ২/৩৪৭-৩৫১।

- 'আরশের পরিচয় দিতে গিয়ে তিনি বলেন,

(والعرش سرير الملك، ويطلق على السقف، والمراد به هنا عرش الرحمن الذي ذكره الله عز وجل في سبعة مواضع من كتابه، واصفا نفسه باستوائه عليه جلّ وعلا) . (معارج الصعود ص٤٩) .

"আর 'আরশ হচ্ছে বাদশার মহান খাট। আর তা কখনও কখনও ছাদকেও বুঝায়। তবে এখানে উদ্দেশ্য হচ্ছে, রহমানের 'আরশ, যার বর্ণনা মহান আল্লাহ তাঁর কিতাবের সাত জায়গায় দিয়েছেন, সবখানেই তিনি মহীয়ান ও গরীয়ান নিজেকে সেটার উপর উঠার গুণে গুণান্বিত করেছেন।"(৭৭০)

- মহান আল্লাহর 'আরশের উপর উঠা এটি একটি প্রশংসনীয় গুণ। এটা সাব্যস্ত করতে তিনি বলেন,

اعلموا أنّ هذه الصفة التي هي صفة الاستواء صفة كمال وجلال، تمدح بها ربّ السموات والأرض. والقرينة على أنها صفة كمال وجلال أنّ الله ما ذكرها في موضع من كتابه إلا مصحوبة بما يبهر العقول من صفات جلاله وكماله

"জেনে রাখ, এই যে গুণ, যা ইস্তেওয়া বা 'আরশের উপরে উঠার গুণ নামে বিখ্যাত তা প্রশংসনীয় ও সম্মানিত গুণ। এর দ্বারা আসমান ও যমীনের রব নিজেদের প্রশংসা করেছেন। আর যে কারণে আমরা বলছি যে, এগুলো পূর্ণতাজ্ঞাপক ও মর্যাদা প্রকাশক গুণ তা হচ্ছে, আল্লাহ যখনই তা কোনো স্থানে উল্লেখ করেছেন তখন সেখানেই তাঁর এমন সব সম্মানসূচক ও পূর্ণতাজ্ঞাপক গুণাবলি বর্ণনা করেছেন যাতে বিবেক সম্পূর্ণভাবে হতভম্ব হয়ে যায়।"(৭৭১)

তারপর তিনি এ মহান গুণটির জন্য আল্লাহ তা'আলার বাণী থেকে সেসব উদ্ধৃতি প্রদান করেন, যাতে এ গুণটিকে আল্লাহ তা'আলা নিজের প্রশংসায় কুরআনে কারীমের সাত জায়গায় বর্ণনা করেছেন। সেগুলো আনয়ন করার পর তিনি দেখিয়ে দিয়েছেন যে, এগুলো এমনসব আয়াত যাতে আল্লাহ তা'আলার পূর্ণাঙ্গ গুণ ও মর্যাদাপূর্ণ অবস্থান সাব্যস্ত করা হয়েছে, এর কোনো প্রকার অপব্যাখ্যা কিংবা বিকৃতি করার সুযোগ নেই আর তার প্রয়োজনও নেই। আর তা অস্বীকারও কেউ করতে পারে না।(৭৭২)

- অন্যত্র তিনি বলেন, আল্লাহ তা'আলার এ গুণটি তাঁর জন্য সাব্যস্ত করাতে কোনো প্রকার অসম্মান বা মর্যাদার কমতি করা হয় না।

«فالشاهد أنّ هذه الصفات التي يظنّ الجاهلون أنها صفة نقص، ويتهجمون على ربّ السموات والأرض بأنه وصف نفسه بصفة نقص، ثمّ يسببون عن هذا أن ينفوها ويؤولوها، مع أنّ الله جلّ وعلا تمدح بها، وجعلها من صفات الجلال والكمال، مقرونة بما يبهر من صفات الجلال والكمال. وهذا يدلّ على جهل وهوس من ينفي بعض صفات الله جلّ وعلا بالتأويل»

৭৭০. মা'আরিজুস সূ'য়ূদ, পৃ. ৪৯।

৭৭১. শানকীত্বী, মানহাজ ও দিরাসাত লি আয়াতিল আসমা ওয়াস সিফাত পৃ. ২৮; রিহলাতুল হজ, পৃ. ৮১।

৭৭২. শানকীত্বী, মানহাজ ও দিরাসাত লি আয়াতিল আসমা ওয়াস সিফাত পৃ. ২৮-৩০।

"এটা প্রমাণ করাই উদ্দেশ্য যে, এ গুণাবলি, যেগুলোকে মূর্খ লোকেরা ত্রুটিপূর্ণ গুণ বলছে আর তারা আসমান ও যমীনের রবের ওপর আক্রমণ করে বলছে যে, তিনি তাঁর নিজেকে ত্রুটিপূর্ণ গুণে গুণান্বিত করেছেন, তারপর তারা সে কারণ দেখিয়ে উক্ত গুণাবলি দিয়ে আল্লাহকে গুণান্বিত করা থেকে নিষেধ করেছে অথবা তা'ওয়ীল বা অপব্যাখ্যা করেছে। অথচ মহান আল্লাহ এগুলো দিয়ে নিজের প্রশংসা করেছেন, এগুলোকে সম্মানিত ও পরিপূর্ণ হিসেবে বর্ণনা করেছেন, এগুলোর সাথে আরও এমন অনেক সম্মান-মর্যাদা ও পূর্ণতার গুণ জুড়ে দিয়েছেন। এটা প্রমাণ করে যে, যারা মহান আল্লাহর কোনো কোনো গুণের তা'ওয়ীল বা অপব্যাখ্যা করে তা দিয়ে তাঁকে গুণান্বিত নয় বলেছে, তা তাদের মূর্খতা ও মস্তিষ্ক বিকৃতির ওপরই প্রমাণবহ।"(৭৭৩)

- অন্যত্র তিনি বলেন, আল্লাহ তা'আলার সাথে এ গুণটি সম্পৃক্ত হওয়া বান্দার মত হওয়া থেকে দূরে রাখতে হবে, কারণ প্রত্যেক গুণ তার সত্তা অনুসারেই হয়ে থাকে,

أنّ اتصاف المخلوق بالاستواء هو على ما يليق به، كما أنّ استواء الخالق جلّ وعلا على ما يليق به. وأنّ الصفة وإن اشتركت في المعنى، إلا أنّ كل صفة تتبع موصوفها. فالله تعالى يقول عن استواء الإنسان: ﴿لِتَسْتَوُوا عَلَىٰ ظُهُورِهِ ثُمَّ تَذْكُرُوا نِعْمَةَ رَبِّكُمْ إِذَا اسْتَوَيْتُمْ عَلَيْهِ﴾، ويقول سبحانه: ﴿فَإِذَا اسْتَوَيْتَ أَنتَ وَمَن مَّعَكَ عَلَى الْفُلْكِ﴾ الآية، ويقول عن استواء السفينة: ﴿وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِيِّ﴾ الآية... وإنّ للخالق جلّ وعلا استواء لائقا بكماله وجلاله، وللمخلوق أيضاً استواء مناسب لحاله، وبين استواء الخالق والمخلوق من المنافاة ما بين الخالق والمخلوق، على نحو ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ﴾.

"নিশ্চয় সৃষ্টির জন্য ইস্তেওয়া বা কোনো কিছুর উপরে উঠার গুণে গুণান্বিত হওয়া সেটা নির্ধারিত হবে যা তার সাথে যথোপযুক্ত। তেমনিভাবে স্রষ্টার ইস্তেওয়া বা কোনো কিছুর উপরে উঠাও তাঁর মর্যাদা ও সম্মানের সাথে উপযুক্তভাবেই নির্ধারিত হবে। আর কোনো গুণ, যদিও অর্থের দিক থেকে সকল গুণান্বিতরাই অংশীদার হয়, তবুও সেটি গুণান্বিত সত্তা অনুযায়ীই গুণটির অবস্থা ও অবস্থান নির্ধারিত হবে। যেমন, মানুষের 'ইস্তিওয়া' (কোনো কিছুর উপর উঠা) সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, "যাতে তোমরা এর পিঠে স্থির হয়ে বসতে পার, তারপর তোমাদের রবের অনুগ্রহ স্মরণ করবে যখন তোমরা এর উপর স্থির হয়ে বসবে।" [সূরা আয-যুখরুফ, আয়াত: ১৩] আল্লাহ আরও বলেন, "অতঃপর যখন আপনি ও আপনার সঙ্গীরা নৌযানের উপরে স্থির হবে।" [সূরা আল-মুমিনূন, আয়াত: ২৮] আবার জাহাজের 'ইস্তিওয়া' সম্পর্কে বলেন, "আর নৌকা জুদী পর্বতের উপর স্থির হলো।" [সূরা হূদ, আয়াত: ৪৪], ঠিক অনুরূপই মহান আল্লাহর 'ইস্তিওয়া' অবশ্যই তাঁর পূর্ণতা ও মর্যাদার সাথে উপযোগী পদ্ধতিতেই নির্ধারিত হবে, আর সৃষ্টিরও 'ইস্তিওয়া' নির্ধারিত হবে তার অবস্থা অনুযায়ী। সৃষ্টির 'ইস্তিওয়া' ও স্রষ্টার 'ইস্তিওয়া' এর মধ্যে বিস্তর পার্থক্য হচ্ছে স্রষ্টা ও সৃষ্টির মধ্যকার পার্থক্যের মতো, যেমনটি তিনি বলেছেন, "তাঁর মতো কোনো কিছু নেই, আর তিনি সর্বশ্রোতা ও সর্বদ্রষ্টা"। [সূরা আশ-শূরা, আয়াত: ১১](৭৭৪)

---

৭৭৩. শানক্বীত্বী, মানহাজ ও দিরাসাত লি আয়াতিল আসমা ওয়াস সিফাত, পৃ. ৩২।

৭৭৪. আদ্বওয়াউল বায়ান (২/৩১৮)।

- অন্যত্র তিনি 'আরশের উপর উঠার' বিষয়টি সাব্যস্ত করলে তা কীভাবে সৃষ্টির সাথে সাদৃশ্যপূর্ণহীন ভাবে সাব্যস্ত করতে হবে তা ব্যাখ্যা করে বলেন,

(تشبيه استيلاء الله على عرشه باستيلاء بشر بن مروان على العراق هو أفظع أنواع التشبيه، وليس بلائق قطعا. إلا أنه يقول: إن الاستيلاء المزعوم منزه عن مشابهة استيلاء الخلق، مع أنه ضرب له المثل باستيلاء بشر على العراق، والله يقول: ﴿فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالَ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾، ونحن نقول: أيها المؤول هذا التأويل: نحن نسألك إذا علمت أنه لا بدّ من تنزيه أحد اللفظين؛ أعني لفظ «استوى» الذي أنزل الله به الملك على النبي صلى الله عليه وسلم قرآنا يتلى، كلّ حرف منه عشر حسنات، ومن أنكر أنه من كتاب الله كفر. ولفظة «استولى» التي جاء بها قوم من تلقاء أنفسهم من غير استناد إلى نص من كتاب الله، ولا سنة رسوله، ولا قول أحد من السلف. فأيّ الكلمتين أحقّ بالتنزيه في رأيك؟ آلأحق بالتنزيه كلمة القرآن المنزلة من الله على رسوله، أم كلمتكم التي جئتم بها من تلقاء أنفسكم من غير مستند أصلاً؟ ونحن لا يخفي علينا الجواب الصحيح عن هذا السؤال إن كنت لا تعرفه)

"বিশর ইবন মারওয়ান কর্তৃক ইরাক দখল করার সাথে আল্লাহ কর্তৃক তাঁর 'আরশ দখল করার যে সাদৃশ্য তারা সাব্যস্ত করছে তা সাদৃশ্য স্থাপনের সর্বনিকৃষ্ট প্রকারসমূহের অন্তর্ভুক্ত। কখনও তা আল্লাহর জন্য উপযুক্ত নয়। তবে তা'ওয়ীলকারী (অপব্যাখ্যাকারী) হয়ত বলবে, আল্লাহর সে (তথাকথিত ধারণাকৃত) দখল করার বিষয়টি সৃষ্টির দখল করার সাদৃশ্য থেকে মুক্ত। (তখন তার সে কথা মোটেই গ্রহণ করা যাবে না,) কারণ সে আল্লাহর জন্য 'আরশ দখল করার বিষয়টি সাব্যস্ত করার উদাহরণ দিচ্ছে বিশর কর্তৃক ইরাকের উপর দখলদারিত্ব প্রতিষ্ঠার সাথে। অথচ আল্লাহ বলেন, "সুতরাং তোমরা আল্লাহর জন্য উদাহরণ পেশ করো না, নিশ্চয় আল্লাহ জানেন, তোমরা জান না।" [সূরা আন-নাহল, আয়াত: ৭৪] আর আমরা বলি, ওহে এরকম তা'ওয়ীলকারী (অপব্যাখ্যাকারী), আমরা তোমাকে প্রশ্ন করছি, যদি দু'টি শব্দকেই (সাব্যস্ত করতে হলে) পবিত্র (ভাবে নিয়ে সাব্যস্ত) করতে হয়, অর্থাৎ 'ইস্তাওয়া' শব্দটি, যা আল্লাহ তাঁর কাছ থেকে ফিরিশতা দিয়ে নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে কুরআন হিসেবে নাযিল করেছেন, যা তিলাওয়াত করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে, যার প্রতিটি হরফে দশটি করে নেকী পাওয়া যাবে, যা আল্লাহর কিতাবের অংশ হওয়া অস্বীকার করলে কাফির হয়ে যাবে, সে শব্দটি এবং 'ইস্তাওলা' শব্দটি যা এ তা'ওয়ীলকারী গোষ্ঠী নিজেদের পক্ষ থেকে নিয়ে এসেছে, যে শব্দের পক্ষে না আছে আল্লাহর কিতাব থেকে কোনো ভাষ্য, আর না আছে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাহ থেকে কোনো দলীল; অনুরূপ তার ওপর না আছে সালাফে সালেহীনের কোনো বক্তব্য, তাহলে তোমার মতে এ দু'টি বাক্যের মধ্য হতে কোন বাক্যটিকে তুমি (আল্লাহর জন্য সাব্যস্ত করার ক্ষেত্রে) 'পবিত্র' করার বেশি প্রয়োজনবোধ করবে? আল্লাহর পক্ষ থেকে তাঁর রাসূলের ওপর নাযিল করা কুরআনের বাক্য কি পবিত্র করার বেশি প্রয়োজন? নাকি তোমাদের সে বাক্যটি পবিত্র করা বেশি প্রয়োজন যা তোমরা তোমাদের নিজেদের পক্ষ কোনো প্রকার সামান্যতম দলীলের ধার না ধরে নিয়ে এসেছ? যদি তুমি সেটার উত্তর না জান, তবে জেনে রাখ,

আমাদের কাছে এ প্রশ্নের বিশুদ্ধ উত্তর কোনোভাবেই গোপন নয়।"(৭৭৫)

- অন্যত্র তিনি কালামশাস্ত্রবিদদের সন্দেহের অপনোদন করে বলেন,

«وقدْ أشارَ تعالى في سورةِ الفرقانِ أنَّ وصفَ الله بالاستواءِ صادرٌ عنْ خبيرٍ بالله وبصفاتِهِ، عالمٌ بما يليقُ بهِ، وبما لا يليقُ وذلكَ في قولِهِ تعالى: ﴿الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ الرَّحْمَٰنُ فَاسْأَلْ بِهِ خَبِيرًا﴾ [الفرقان: ٥٩].

فتأمَّلْ قولَهُ: ﴿فَاسْأَلْ بِهِ خَبِيرًا﴾ [الفرقان: ٥٩]، بعدَ قولِهِ: ﴿ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ الرَّحْمَٰنُ﴾ [الفرقان: ٥٩]، تعلم أنَّ منْ وصفَ الرحمنَ بالاستواءِ على العرشِ خبيرٌ بالرحمنِ وبصفاتهِ لا يخفى عليهِ اللائقُ منَ الصِّفاتِ وغيرِ اللائقِ. فالذي نبَّأنا بأنَّهُ استوى على عرشهِ هو العليمُ الخبيرُ الذي هو الرحمنُ، وقدْ قالَ تعالى: ﴿وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ﴾ [فاطر: ١٤].

وبذلكَ تعلم أنَّ منْ يدَّعي أنَّ الاستواءَ يستلزمُ التَّشبيهَ، وأنَّهُ غيرُ لائقٍ غيرُ خبيرٍ، نعمْ واللهِ هوَ غيرُ خبيرٍ»

"আল্লাহ তা'আলা সূরা আল-ফুরক্বানে ইঙ্গিত করেছেন যে, আল্লাহকে 'ইস্তেওয়া' ('আরশের উপর উঠার) গুণে গুণান্বিত করা অভিজ্ঞ, জ্ঞানীর কাছ থেকে এসেছে, তিনি জানেন যা তাঁর রবের জন্য উপযোগী আর যা তাঁর জন্য উপযোগী নয়। আর সে ইঙ্গিতপূর্ণ আল্লাহ তা'আলার বাণী হচ্ছে, "তিনি আসমানসমূহ, যমীন ও এ দু'য়ের মধ্যবর্তী সবকিছু ছয়দিনে সৃষ্টি করেন; তারপর তিনি 'আরশের উপর উঠলেন। তিনিই 'রহমান', সুতরাং তাঁর সম্বন্ধে যে অবহিত তাকে জিজ্ঞেস করে দেখুন।" [সূরা আল-ফুরক্বান, আয়াত: ৫৯]

সুতরাং চিন্তা করে দেখ, এখানে আল্লাহর বাণী "সুতরাং তাঁর সম্বন্ধে যে অবহিত তাকে জিজ্ঞেস করে দেখুন।" [সূরা আল-ফুরক্বান, আয়াত: ৫৯] এটিকে আল্লাহর বাণী 'তারপর তিনি 'আরশের উপর উঠলেন।' [সূরা আল-ফুরক্বান, আয়াত: ৫৯] পরে আনা হয়েছে। যার মাধ্যমে এটা জানতে পারবে যে, নিশ্চয় যে সত্তা রহমানকে 'ইস্তেওয়া আলাল 'আরশ' বা 'আরশের উপর উঠার গুণে গুণান্বিত ঘোষণা করছেন তিনি রহমান ও তাঁর গুণ সম্পর্কে সম্পূর্ণ ওয়াকিফহাল, তাঁর কাছে আল্লাহর গুণসমূহের কোনটি উপযুক্ত আর কোনটি উপযুক্ত নয় তা গোপন নয়। সুতরাং যিনি আমাদেরকে জানিয়েছেন যে, তিনি তাঁর 'আরশের উপর উঠেছেন, তিনি সেই সর্বজ্ঞ, সর্বওয়াকিফহাল সত্তাই, তিনিই রহমান। আর তাই আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, "সর্বজ্ঞ আল্লাহর মত কেউই আপনাকে অবহিত করতে পারে না।" [সূরা ফাত্বির, আয়াত: ১৪] আর এর দ্বারা জানা গেল যে, যে ব্যক্তি দাবি করবে যে, আল্লাহর জন্য 'আরশের উপরে উঠার গুণ সাব্যস্ত করা সাদৃশ্য স্থাপনকে আবশ্যক করে, আর তা আল্লাহর জন্য উপযুক্ত নয় বলে, সে অবশ্যই অজ্ঞ, মূর্খ। হ্যাঁ, আল্লাহর শপথ করে বলছি, সে অবশ্যই অজ্ঞ, মূর্খ।"(৭৭৬)

৭৭৫. আদ্বওয়াউল বায়ান (৭/৪৫৪-৪৫৫)।

৭৭৬. আদ্বওয়াউল বায়ান (৭/৪৬৮)।

শাইখ কারী মুহাম্মাদ তৈয়ব ইবন হাফিয মুহাম্মাদ আহমাদ ইবন মুহাম্মাদ কাসেম নানুতুওয়ী (১৪০৩ হিজরী)

শাইখ কারী মুহাম্মাদ তৈয়ব রাহিমাহুল্লাহ, যিনি উপমহাদেশের বিখ্যাত দেওবন্দ মাদরাসার প্রতিষ্ঠাতা আল্লামা মুহাম্মাদ কাসেম নানুতুওয়ী এর নাতি ছিলেন, দেওবন্দ মাদরাসার মুহতামিম ছিলেন। আকীদাগতভাবে তিনি মাতুরিদী আকীদাহ'র লোক ছিলেন। কিন্তু তিনি শারহুল আকীদাতিত ত্বাহাওয়ী গ্রন্থে বিভিন্ন স্থানে আল্লাহ তা'আলার গুণাবলি সম্পর্কে সালাফে সালেহীনের মতকেই প্রাধান্য দেন। যার মাধ্যমে তাদের বক্তব্যের খণ্ডনও হয়ে যাবে বর্তমান সময়ে যারা সালাফদের বক্তব্যকে নিজেদের বিভ্রান্ত মতের সপক্ষে নেয়ার জন্য অপব্যাখ্যা করে থাকে। তারা তাদের সর্বজন শ্রদ্ধেয় এ আলেম দীনের বক্তব্য গ্রহণ করেও হকের পথে ফিরে আসতে পারে, কিন্তু সমস্যা হচ্ছে, **ইন্নাহা লা তা'মাল আবসার, ওয়ালাকিন তা'মাল কুলুবিল্লাতি ফিস সুদুর।** আমরা নিম্নে তাঁর কিছু বক্তব্য তুলে ধরার প্রয়াস পাব, তিনি বলেন,

«إلا أن أسماء الأعضاء والأركان وإن أطلقت عليه سبحانه في الكتاب والسنة، مثل اليد والوجه والقدم والأصابع والأنامل والعين والساق، والخاصرة وغير ذلك، لكن ليس معناها كمعاني الأعضاء البشرية، بل معناها كما يليق بشأنه، فكما أن ذاته ليس كذواتنا وصفاته ليس كصفاتنا، وأفعاله ليس كأفعالنا، هكذا مسميات جميع هذه الأسماء ليست بمسمياتنا، فالطريق الأسلم أن تحمل هذه الأسماء على معانيها الحقيقية، ويقال كما قال الإمام مالك رحمه الله: إن معناها معلوم، والكيف مجهول، والإيمان بها واجب، والسؤال عنها بدعة؛ لأنه لا يدرك كنهها ولا يحاط بها علماً ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء».

"আল্লাহ তা'আলা যে সমস্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গের কথা কুরআনে কারীমে উল্লেখ করেছেন এবং হাদিসের মধ্যে যেগুলোর বিবরণ এসেছে যেমন- হাত, পা, মুখ, আঙ্গুল, আঙ্গুলের অগ্রভাগ, পিণ্ডলী ইত্যাদি যদিও এগুলোর আলোচনা সাধারণভাবে এসেছে এর অর্থ এই নয় যে, এগুলো মানবাঙ্গের মতই। বরং এর অর্থ হলো আল্লাহ তা'আলার শানে এগুলো যেমন হওয়া দরকার ঠিক তেমনই আছে। সুতরাং তাঁর সত্তা যেমন মানব সত্তার মতো নয় এবং তাঁর কাজ কর্ম যেমন আমাদের কাজ কর্মের মত নয়, ঠিক তেমনিভাবে তাঁর শানে ব্যবহৃত অঙ্গের নামগুলোও আমাদের অঙ্গের মত নয়। তাই আমাদের জন্য সবচেয়ে বেশি নিরাপদ হবে যে, এই শব্দ গুলোর ব্যবহারিক অর্থই আমরা উদ্দেশ্য নিবো। সাথে সাথে ইমাম মালেক রাহিমাহুল্লাহ যেমনটি বলেছেন আমরাও তাই বলবো যে, এই শব্দগুলোর ব্যবহারিক অর্থ আমাদের জানা থাকলেও এগুলোর আকার আকৃতি, ধরন, প্রকৃতি আমাদের জানা নেই। তবুও এর উপর ঈমান আনা ওয়াজিব। এ ব্যাপারে প্রশ্ন করা বিদ'আত। কারণ এগুলোর পূর্ণ পরিচিতি জানা এবং বুঝা কোনো মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়। হ্যাঁ, যদি আল্লাহ তা'আলা এ ব্যাপারে কোনো জ্ঞান দান করেন তাহলে তা ভিন্ন কথা"।[৭৭৭]

তিনি আরও বলেন,

৭৭৭. তা'লীক্বাত আলাল আক্বীদাতিত ত্বাহাওয়ী, পৃ. ৬৩; শাইখ জুনাইদ বাবুনগরী রাহিমাহুল্লাহ, তাওহীদ ও শির্ক, প্রকার ও প্রকৃতি, পৃ. ৪৭, অনুবাদ আব্দুল আউয়াল, মুহাদ্দিস ও মুফতি, ইদ্রিস আলী ইসলামিয়া মাদরাসা, আল্লারদরগা, দৌলতপুর, কুষ্টিয়া।

«لقوله تعالى:﴿ليس كمثله شيء وهو السميع البصير﴾(الشورى:١١)، هذا النفي عام في الذات وفي الصفات وفي الأفعال وفي جميع الشؤون، كما مر، فذاته ليست كذاتنا، وصفاته ليس كصفاتنا، وهكذا الأفعال والشؤون وجميع المتشابهات. فهو يعلم لا كعلمنا، ويقدر لا كقدرتنا ويرى لا كرؤيتنا، ويسمع لا كسمعنا، وهكذا يعرج لا كعروجنا، وينزل لا كنزولنا، ويضحك لا كضحكنا، ويستوي على العرش لا كاستوائنا على عروشنا، لأنه ليس كمثلنا، فليس له مثل ولا مثال، ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم.

"আল্লাহ তা'আলা বলেন- ليس كمثله شيء وهو السميع البصير এই আয়াতে আল্লাহর সাদৃশ্যতাকে অস্বীকার করা হয়েছে। তা তাঁর জাত তথা সত্তা, গুণাবলি, কাজকর্ম, এমনকি সর্ববিষয়ে ব্যাপকভাবে তাঁর সাদৃশ্যতাকে অস্বীকার করা হয়েছে, যা পূর্বের আলোচনা দ্বারা স্পষ্ট হয়েছে। সুতরাং তিনি সত্তার অধিকারী, কিন্তু তাঁর সত্তা আমাদের সত্তার মতো নয়। তিনি গুণাবলির অধিকারী, কিন্তু তাঁর গুণাবলি আমাদের গুনাবলীর মত নয়। তিনি কর্ম সম্পাদনকারী, কিন্তু তার কর্ম সম্পাদন আমাদের কর্ম সম্পাদনের মতো নয়। এমনকি সাদৃশ্যপূর্ণ যত বিষয় আছে সর্ব ক্ষেত্রে তিনি মাখলুক থেকে ব্যতিক্রম। যেমন কোনো বিষয়ে তাঁর জানা আর মানুষের জানা এক নয়। তিনি শক্তি-সাধ্যের অধিকারী, তবে তা মানুষের মত নয়। তিনি দেখেন, তবে তাঁর দেখা আর মানুষের দেখা সমান নয়। তাঁর শোনা, তার উপরে উঠা, নিচে নামা এবং তাঁর হাসি ও তাঁর 'আরশের উপর উঠা এর কোনো কিছুই মানুষের মতো নয়। কারণ তাঁর সত্তাই তো আমাদের সত্তার মতো নয়। মোটকথা, তাঁর কোনো সাদৃশ্যতাও নেই সমকক্ষও নেই। তিনিই তাঁর উত্তম দৃষ্টান্ত। তিনি পরাক্রমশালী ও প্রজ্ঞাময়।"[৭৭৮]

তিনি আরও বলেন,

«والمذهب المنصور إثبات صفة الغضب والرضا، والعداوة والولاية، والحب والبغض، ونحو ذلك، لله تعالى، كإثبات السمع والبصر والحياة والقدرة والعلم والكلام وغيرها، وهي حقيقة فيه تعالى، لا مجاز، لكن لا ندري كيفيتها، ولا يجوز التأويل الذي يصرفها عن حقائقها اللائقة بالله تعالى، فالغضب والرحمة وغيرهما، وإن أطلقت على الإنسان كما تطلق على الله جل ذكره، لكن هذا الاشتراك لفظي، لا من حيث المعنى، فيثبت معنى الرضا والغضب فيه جل ذكره، كما يليق بشأنه.

"সঠিক মাযহাব হলো, আল্লাহ তা'আলার জন্য ক্রোধ ও সন্তুষ্টি, শত্রুতা ও বন্ধুত্ব, ঘৃণা ও ভালোবাসা ইত্যাদি সাব্যস্ত করা, এ সব গুণাবলি আল্লাহ তা'আলার ক্ষেত্রে শ্রবণ ও দর্শন, জীবন ও শক্তি, জ্ঞান ও কালাম বা কথা ইত্যাদি সাব্যস্ত করার মতই। আর এ গুণাবলি বাস্তব অর্থেই আল্লাহ তা'আলার জন্য প্রযোজ্য। রূপক অর্থে নয়। কিন্তু এর ধরন ও প্রকৃতি আমাদের জানা নেই। তাই এর এমন কোনো তা'ওয়ীল করা, যা আল্লাহ তা'আলার শানে ব্যবহৃত বাস্তব অর্থকে পরিবর্তন করে দেয়, তা বৈধ নয়। সুতরাং ক্রোধ ও দয়া এবং এ ছাড়াও অন্যান্য গুণাবলি

৭৭৮. তা'লীক্বাত আলাল আক্বীদাতিত ত্বাহাওয়ী, পৃ. ৩২। শাইখ জুনাইদ বাবুনগরী রাহিমাহুল্লাহ, তাওহীদ ও শির্ক, প্রকার ও প্রকৃতি, পৃ. ৪৮, অনুবাদ আব্দুল আউয়াল, মুহাদ্দিস ও মুফতি, ইদ্রিস আলী ইসলামিয়া মাদরাসা, আল্লারদরগা, দৌলতপুর, কুষ্টিয়া।

যেমনিভাবে আল্লাহ তা'আলার জন্য তা উল্লেখ করা হয়, কিন্তু খালেক ও মাখলুকের ক্ষেত্রে এ গুণাবলির প্রয়োগ সমান অর্থে নয়। বরং তা শুধু 'ইশতিরাকে লফযী' শব্দগত সংযুক্তিতা বা মিল, অর্থগতভাবে নয়। তাই আল্লাহ তা'আলার ক্ষেত্রে ক্রোধ ও সন্তুষ্টি তাঁর শান অনুযায়ীই সাব্যস্ত হবে।''[৭৭৯]

শাইখ সাইয়্যেদ মুহিব্বুল্লাহ শাহ রাশেদী সিন্ধী (১৪১৫ হিজরী)

প্রখ্যাত আলেমে দীন শাইখ মুহিব্বুল্লাহ শাহ রাশেদী রাহিমাহুল্লাহ, মুফাসসির, মুহাদ্দিস, ফকীহ, আল্লাহর পথের আহ্বানকারী, তিনি তাঁর 'ফাতাওয়া রাশেদিয়া' গ্রন্থে আল্লাহ তা'আলার 'আরশের উপরে থাকার ব্যাপারে কুরআনে কারীমের আয়াতসমূহ নিয়ে আসার পর বিস্তারিতভাবে সালাফে সালেহীনের মত বর্ণনা করেন।[৭৮০]

শাইখ সাইয়্যেদ বাদীউদ্দীন শাহ রাশেদী সিন্ধী (১৪১৬ হিজরী)

উপমহাদেশের প্রখ্যাত আলেম শাইখ শাহ মুহিব্বুল্লাহ শাহ রাশেদী আস-সিন্ধী এর ভাই, শাইখ বাদীউদ্দীন শাহ রাশেদী সিন্ধী রাহিমাহুল্লাহ 'তাওহীদে খালেস' নামক গ্রন্থে আল্লাহ তা'আলার 'আরশের উপর উঠার বিষয়টি বিস্তারিত আলোচনা করেছেন এবং দলীল-প্রমাণাদি দিয়ে সাব্যস্ত করেছেন।[৭৮১]

শাইখ আবুল হাসান আলী আন-নাদওয়ী (১৪২০ হিজরী)

প্রখ্যাত আলেমে দীন শাইখ সাইয়্যেদ আবুল হাসান আলী আন-নাদওয়ী রাহিমাহুল্লাহ অসাধারণ ব্যক্তিত্ব ছিলেন। তিনি শাইখ ওয়ালীউল্লাহ মুহাদ্দিস দেহলাওয়ীর সঠিক উত্তরসূরী ছিলেন। শাহ সাহেবের মত তিনিও ইলমুল কালামের ক্ষতিকর দিক সম্পর্কে যথেষ্ট সচেতন ছিলেন। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে, আকীদাহ'র উৎস নির্ধারণে ভুল হওয়ার কারণেই যত খারাপ ও অশুদ্ধ আকীদাহ মুসলিমদের মাঝে প্রচার-প্রসার লাভ করে। যদি তারা নবীদেরকে আকীদাহ'র উৎস মনে করত তাহলে আর এত সন্দেহ ও ভুলে পতিত হতো না। যদি কুরআন ও সুন্নাহ'র আকীদাহ গ্রহণ করা হয়, তাহলে আল্লাহ তা'আলাকে 'আরশের উপরে বলতেই হয়। যেমন তিনি বলেন,

إن أجل علم أخذ عن الأنبياء عليهم صلوات الله وسلامه، معرفة الله تعالى وعلم ذاته وصفاته وأفعاله، وذلك علم يختص بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام؛ إذ هو علم ليست له وسائل وآلات، ومعلومات أولية وتجارب عند البشر، ولا يتناوله القياس ولا يفيد فيه الذكاء والفطنة، لفقدان أساس القياس، وتعالى الله عن الأشباه والنظائر، وسموه وتقدسه عن التشبه والتمثل، ولبعده عن كل ما عرفه البشر وألفه وجربه في عالم الحس والمادة...

---

৭৭৯. তা'লীকাত আলাল আক্বীদাত্বিত ত্বাহাওয়ী, পৃ. ১৩৪। শাইখ জুনাইদ বাবুনগরী রাহিমাহুল্লাহ, তাওহীদ ও শির্ক, প্রকার ও প্রকৃতি, পৃ. ৪৯, অনুবাদ আব্দুল আউয়াল, মুহাদ্দিস ও মুফতি, ইদ্রিস আলী ইসলামিয়া মাদরাসা, আল্লারদরগা, দৌলতপুর, কুষ্টিয়া।

৭৮০. ফাতওয়া রাশেদিয়া পৃ. ১২৬-১৪৬।

৭৮১. তাওহীদের খালেস পৃ. ৫- ২১৬।

وكان الناس في ذلك فريقين: فريق اعتمد في ذلك على الأنبياء والرسل وعلومهم صلى الله عليهم، الذين أكرمهم الله بالنبوة وخصهم بمعرفته وتكليمه ورسالاته، وجعلهم واسطة بين الحق والخلق، في معرفة ذاته وصفاته وطرق مرضاته، أفردهم باليقين الذي ليس فوقه يقين، ونور ليس بعده نور....

وفريق اعتمد في ذلك على ذكائه وعلمه وتجاربه ومواهبه، وأطلق عنان العقل وأركض جواد القياس، وتناول ذات الله وصفاته بالدراسة والبحث والتحليل والتجربة كمادة كيمياوية، أو قوة طبيعية أو طاقة نباتية، وقالوا: هو كذا، وليس كذا، وكان قولهم ليس كذا أكثر من قولهم هو كذا، والنفي دائماً إذا فقد اليقين وعدم النور، أسهل من الإثبات والتقرير، وجاءت نتائج بحثهم وتقريرهم، أكثرها سلوب،...فجاءت فلسفتهم الإلهية ـ كما سموها ـ آراء متضاربة، وتخمينات ما أنزل الله بها من سلطان، ولم يقم عليها دليل أو برهان، ولم تؤيدها تجربة أو وجدان.

وكان في مقدمة هذا الفريق وعلى رأسه، اليونان، لم يكن علم الإلهيات مجالهم، فجاهدوا في غير جهاد ومشوا بين شوك وقتاد، ﴿في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض﴾ ليس معهم نور يهديهم أو دليل يرشدهم، أو تجربة سابقة تأخذ بيدهم، أو مقدمات ومعلومات أولية يتوصلون بها إلى مجهول.

وكان ضغثا على إبالة، أنهم كانوا أصحاب وثنية عتيقة، عميقة عريقة، وأصحاب أساطير وخرافات، تغلغلت في فلسفتهم وشعورهم وأدبهم ودياناتهم، لهم فلسفة وثنية خاصة عن الأفلاك والعقول، توارثوها جيل بعد جيل، فجاءت فلسفتهم الإلهية مزيجا من الفلسفة والوثنية...

وقد قلدهم عامة النظار والباحثين من الأمم... وهذا داء البشر القديم...

ولا يستغرب ذلك عن الأمم التي أفلست في ثروتها الدينية من القديم وضيعت الهدى والنور، ولكنه غريب من علماء المسلمين الذين أكرمهم الله بالرسالة المحمدية على صاحبها الصلاة والسلام، والكتاب الذي ﴿لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد﴾، فخضع كثير منهم لهذه الفلسفة... وأخضع كثير منهم .. الآيات القرآنية أو أولوها تأويلاً شديداً وفسروها تفسيراً يطابق ما ثبت وتقرر في الفلسفة اليونانية الإلهية....

وكان أكثر ما دهوا به وأوتوا من قبله هو «اللوازم الفاسدة»، ... ففروا من إثبات كثير من الصفات والأفعال؛ لأنها يلزم منها ما يختص بالحدث، ويثبت ما به الجسم وما يتنزه عنه (القديم)، كل ذلك قياساً على الإنسان وعلى تجاربهم المحدودة؛ إذ لا يتصور ولم يجرب وجود هذه الصفات إلا بهذه اللوازم، وفاتهم أنها صفات إلهية، يمكن وجودها بغير هذه اللوازم، وهكذا مال فريق منهم إلى نفي الصفات، وكان أحسنهم حالاً من تأولها أو فسرها تفسيرها كاد يؤدي إلى التعطيل، وفاتت أو كادت تفوت حكمة الصفات....

وكان المسلمون في حاجة إلى نوابغ مستقلين في التفكير، مجتهدين متمسكين، ثائرين مؤمنين هدامين بنائين، يجمعون

بين العلم الواسع العميق للكتاب والسنة، والنظر الدقيق والعلم الغزير للمناهج الكلامية والمذاهب الفلسفية، ويواجهون الفلسفة وآراء الفلاسفة القدماء وجها لوجه، يؤمنون بالقرآن كما أنزل، ويؤمنون بالله كما وصف نفسه، من غير تحريف ولا تأويل، ويفسرون ذلك كله تفسيراً يقره العقل والمنطق ويؤيده العلم والبرهان..

وكان منهم ومن أشهرهم شيخ الإسلام الحافظ ابن تيمية الحراني الدمشقي في القرن الثامن، فقد جمع ـ كما شهد به أعلام هذه الأمة ونطق به كتبه ـ بين الإيمان القوي بكل ما جاء به الرسول ونطق به الكتاب، والاقتناع بعقيدة السلف الصالح، والاطلاع الواسع، الذي لا يرام فوقه، على ما دُوِن في صحائف هذه الأمة في الماضي، والعلم الدقيق العميق بفلسفة اليونان ومنطقهم، والمذاهب التي نشأت في الإسلام بتأثير الفلسفة اليونانية في قليل أو كثير، والنقد القوي الحر الجريء لمناهجها وبحوثها....

"আম্বিয়ায়ে কিরামের মারফত মানুষ যেসব বিদ্যা ও মর্মজ্ঞান পেয়েছে তন্মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ, শ্রেষ্ঠ ও জরুরী জ্ঞান হলো আল্লাহ তা'আলার যাত, সিফাত ও আফ'আল তথা তাঁর সত্তা, গুণাবলি ও কর্মসমূহের ব্যাপারে জ্ঞান। এ জ্ঞানের উৎস ও কেন্দ্রস্থল হচ্ছেন আম্বিয়ায়ে কিরামই। এ জ্ঞানের উপায়-উপকরণ, এর প্রাথমিক জ্ঞাতব্য বিষয় ও অভিজ্ঞতা সবকিছুই মানবীয় আওতার ঊর্ধ্বে। কিয়াস ও বুদ্ধিবৃত্তির কোনো ভিত্তি নেই এখানে।

আল্লাহর কোনো নজীর নেই, তাঁর মতো বলতেও কিছু নেই। তিনি সব ধরনের উদাহরণ ও সাদৃশ্য হতে মুক্ত ও পবিত্র। সবকিছু থেকে তিনি অনেক ঊর্ধ্বে। মানুষ যা ধারণা করতে পারে, যা প্রত্যক্ষ করতে সক্ষম এবং যা সে অনুভব করতে সামর্থ, যেগুলোকে সে বস্তুগত ও অনুভবময় পৃথিবীতে কাজে লাগায় সেই সব ধরনের ধারণা, দেখা ও অনুভবেরও ঊর্ধ্বে। এখানে বুদ্ধি, যুক্তি, মেধা ও ধীশক্তি কিছুই সাহায্য করতে পেরে না। বুদ্ধির ঘোড়া দাবড়ানোর ময়দান এ নয়। যুক্তি ও অভিজ্ঞতার ঘুড্ডি উড়ানোর আকাশও নয়।

এ জ্ঞানকে সবচেয়ে মহান এবং শ্রেষ্ঠ বলে ঘোষণা দেয়া হয়েছে। কারণ মানুষের সর্বকালের কল্যাণ ও সৌভাগ্য এর ওপরই নির্ভরশীল। আমল ও আকীদাহ, আখলাক ও তামাদ্দুন, কৃষ্টি ও সংস্কৃতির মূল বুনিয়াদ এ-ই। এরই মাধ্যমে মানুষ নিজের হাকীকত ও মূল সম্পর্কে অবহিত হতে পারে, বিশ্বজগতের কুহেলিকার জট খুলতে পারে, জীবনের রহস্য উদ্‌ঘাটন করতে পারে, বিশ্বপ্রকৃতিতে নিজের মর্যাদা ও অবস্থান নির্ণয় করতে পারে। এরই আলোকে স্বজাতিয়দের সাথে নিজের সম্পর্ক গড়ে তুলতে সক্ষম হয়, স্বীয় জীবন পথ সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নিতে এবং সম্পূর্ণ আস্থা, অন্তর্দৃষ্টি ও পরিষ্কার ধারণার সাথে নিজের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য নির্ণয় করতে সে সক্ষম হয়ে ওঠে।

আর তাই সকল জাতি ও গোষ্ঠির , সর্বযুগে ও সর্বশ্রেণিতে এই জ্ঞানকে সর্বোচ্চ স্থান দেয়া হয়েছে। জীবনকে যারা উদ্দেশ্যহীন বলে মনে করে না, পরিণাম সম্পর্কে যারা সচেতন, যারা মুখলেস ও আন্তরিক, এই ধরনের সমস্ত মানুষই এই জ্ঞানের প্রতি গভীর আগ্রহ ও অনুরাগ পোষণ করেন। ইচ্ছা-অনিচ্ছা, চেতন বা অচেতন যেভাবেই হোক না কেন, এই জ্ঞান থেকে বঞ্চিত থাকা এমন এক বঞ্চনা যার পর বঞ্চনা বলতে আর কিছুই থাকে না। এ এমন এক ধ্বংস ও বরবাদী যার থেকে বড় ধ্বংস ও বড় বরবাদী বলতে আর কিছুই নেই।

এ বিষয়ে মানুষের শ্রেণি দু'টি:

এক. একটি শ্রেণি, যারা এ জ্ঞানার্জনের পথে মাধ্যম হিসেবে সেসব পয়গাম বাহক সত্তাদের ওপর নির্ভর করেছে, যাদরকে মহান আল্লাহ নবুওয়াত, বাণী ও রিসালাতের সুমহান দায়িত্ব ও মর্যাদায় অভিষিক্ত করেছেন, যাদের দিয়েছিলেন তাঁর নিজের সত্তার সঠিক মারিফাত ও পরিচয়। স্বীয় সন্তুষ্টির কাজগুলো সম্পর্কে মানুষকে অবহিত করার জন্য তাঁদেরকে তিনি মাধ্যম হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন, সুদৃঢ় বিশ্বাস ও ইয়াকীনের বিপুল সম্পদ তিনি তাদের দান করেছিলেন যার বেশির কোনো কল্পনাও করা যায় না। সে নূর ও অন্তর্জ্যোতি তিনি তাদের দিয়েছিলেন, যার চেয়ে অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন ও আস্থাভাজন জ্যোতি আর হতে পারে না কখনো।

দুই. অপর শ্রেণি হলো তারা, যারা আপন মেধা ও জ্ঞানের ওপরই পুরোপুরি নির্ভরশীল, এ গণ্ডির মধ্যেই তাদের চিন্তাধারা সীমাবদ্ধ। নিজের বিবেক বুদ্ধিকে তারা লাগামহীন করে ছেড়ে দিয়েছে। সব জায়গায় তারা যুক্তি ও অনুমানের ঘোড়া দাবড়িয়ে বেড়ায়। আল্লাহর সত্তা, গুণাবলি, তাঁর সত্তা ও গুণাবলির অধ্যয়ন ও গবেষণার ক্ষেত্রেও তারা সব নিষ্ফল ও অনর্থক বিশ্লেষণ ও ব্যবচ্ছেদ করতে লেগে যায়, যেমনভাবে কোনো রাসায়নিক ল্যাবরেটরিতে প্রকৃতিজ বা উদ্ভিজ্জ কোনো বস্তুর করা হয়ে থাকে। আল্লাহ তা'আলা সম্পর্কেও এরা 'তিনি এমন' বা 'তিনি এমন নন' জাতীয় কথা বেধড়কভাবে বলতে শুরু করে। আবার এদের কাছে 'তিনি এমন' জাতীয় কথার তুলনায় 'তিনি এমন নন' জাতীয় কথার পরিমাণ অনেক বেশি। এটি একটি বাস্তব সত্য, বিশ্বাস ও সত্যের জ্যোতি থেকে যখন কোনো মানুষ বঞ্চিত হয়ে যায় তার কাছে কোনো কিছুর 'না' করা তা 'হ্যাঁ' ও প্রমাণ করার তুলনায় অধিকতর সহজ হয়ে যায়। আর তাই দেখা যায়, গ্রীক দার্শনিকদের আল্লাহতত্ত্বে অধিকাংশ পর্যালোচনা ও গবেষণার পরিণাম নেতিবাচক। কিন্তু কোনো ধর্ম ও আদর্শ, কোনো তাহযীব ও তামাদ্দুন এবং কোনো জীবনব্যবস্থা অনর্থক বুনিয়াদের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকতে পারে না। আম্বিয়ায়ে কিরামের অভ্যাস তা নয়। এ তাঁদের শান ও মর্যাদা থেকে অনেক দূরের। তাঁরা তো অনুভূতি, বুদ্ধির অগম্য হাকীকত ও সত্যসমূহ সম্পর্কেও রাখেন প্রত্যক্ষশীল দর্শনেন্দ্রিয় ও শোনার মতো শ্রবণেন্দ্রিয়।

গ্রীক দার্শনিকদের ইলাহতাত্ত্বিক দর্শন পরস্পরবিরোধী চিন্তাধারা, ধারণা ও অনুমানের নিশ্চিদ্র এক কণ্টকাকীর্ণ জঙ্গল বলেই প্রতীয়মান হয়। মানুষকে এ বনে পথ হারিয়ে কেবলই চক্কর কাটতে হয়। এ যেন এক বিরাট গোলকধাঁধাঁ, যাতে একবার ঢুকলে আর বেরুবার পথ পাওয়া যায় না। মেধা, প্রজ্ঞা, দার্শনিক রহস্যপ্রিয়তা, কাব্যচর্চা, জ্ঞান ও কৌশলে যেসব দার্শনিক ছিলেন অধিক প্রসিদ্ধ, এ শ্রেণির মধ্যে তাদেরকেই বেশি আগুয়ান বলে পরিলক্ষিত হয়। কিন্তু ইলাহ তত্ত্বে মেধা, প্রজ্ঞা ইত্যাদি কোনোটিরই বিন্দুমাত্র দখল নেই। তাদের সকল প্রয়াস ও শ্রম নিষ্ফল ও পাহাড় কেটে কুয়া খননের নামান্তর বৈ অন্য কোনো পরিণাম বয়ে আনেনি। অন্তহীন সমুদ্রের বিপুল আঁধারে এর ডুবে সারা হচ্ছে। কুরআনের এ আয়াতটিতে এদের যে চিত্রটি আঁকা হয়েছে এর চেয়ে যথার্থ ও সুন্দর আর কিছু হতে পারে না। আল্লাহর বাণীটি হচ্ছে, "গহীন সমুদ্রের আঁধার, ছেয়ে রেখেছে তা ঢেউ, তার উপর আরেক ঢেউ, ঢেউয়ের উপরে আবার মেঘ। বিপুল আঁধার, এক আঁধারের পরতে আরেক আঁধার। যদি বের করে নিজের হাত তবে তা-ও যেন দেখা যায় না! আল্লাহ যার জন্য নির্ধারণ করেননি কোনো আলো তখন তার আর আলো কোথায়?" [সূরা আন-নূর: ৪০]

এদের কাছে হিদায়াতের কোনা আলো ছিল না, যথার্থ জ্ঞান ও মা'রিফাতেরও কোনো রৌশনী

ছিল না। এতদসম্পর্কে তাদের কোনোরূপ পূর্ব অভিজ্ঞতা, অনুভূতি ও উপলব্ধি, এর প্রাথমিক পূর্বশর্তসমূহের পরিচয় বা বুনিয়াদী জ্ঞান যেগুলোর মাধ্যমে লাভ হয় অজানা বিষয়টির জ্ঞান – কোনো কিছুরই আশ্রয় তাদের ঘটেনি।

অধিকন্তু এরা ছিল পুরোনো ঝুরঝুরে শির্ক ও বিদ'আতের শিকার। এদের ধমনীতে ছিল শির্ক ও বিদ'আতের প্রবাহ। ভিত্তিহীন ও বাজে কিসসা-কাহিনী ও কিংবদন্তির ওপর ভিত্তি করে গঠিত বিশ্বাস ছিল তাদের সবকিছুর বুনিয়াদ।

তাদের দর্শন, তাদের কাব্য ও কবিতা, সাহিত্য ও সংস্কৃতি, ধর্ম ও রীতিনীতি সর্বক্ষেত্রে এ শির্ক ও পৌত্তলিকতার ছিল সুস্পষ্ট প্রভাব। তাদের দেহ ও মনে সর্বত্রই ছিল এর জোরালো মিশ্রণ। সৌরচক্র ও তথাকথিত দশটি আকল সম্পর্কে তাদের ছিল এক শির্কী আকীদামূলক দর্শন। এ ছিল গ্রীক প্রতীমা-দর্শন ও মিথলজির এক মিকশ্চার। তারা নিজেদের চিন্তা-ভাবনা ও কাল্পনিক ধ্যান-ধারণা ও কুসংস্কারগুলোকে গালভরা ও ভারিক্কী নামে অভিহিত করে পেশ করত এবং দার্শনিক ও শাস্ত্রীয় পোশাকের ছদ্মাবরণে তা ঢেকে রাখত।

সাধারণভাবে পৃথিবীর প্রায় সকল সম্প্রদায়ের চিন্তাবিদ, ধর্মতাত্ত্বিক ও দার্শনিকরা গ্রীক দার্শনিকদেরই অনুসরণ করেছে। তাদের প্রভাবে অন্যান্য সকল জাতির প্রায় সকলেই হীনমন্যতা ও পরাজিত মানসিকতার শিকারে পরিণত হয়ে পড়েছিল এবং চোখ বুজে তাদের সবকিছুর ওপর আস্থাশীল হয়ে ওঠে। এরা তাদের গবেষণাপ্রসূত সকল ধারণাকে একটা স্বীকৃত সত্য বলে বিশ্বাস করে বসে। এগুলো সম্পর্কে আর কোনো রূপ আলোচনা ও প্রশ্নের কোনো অবকাশ নেই বলে ধারণা করতে থাকে। আর কেউ যদি এগুলো সম্পর্কে আলোচনা করে বা প্রশ্ন তোলে তবে তাকে তারা অকাট্য মূর্খ ও গোঁড়া ও জেদী বলে মনে করতে থাকে।

যে সকল সম্প্রদায় ও দল সুদূর অতীত থেকেই সঠিক ধর্মীয় পুঁজি হারিয়ে ফেলেছে, হিদায়াত থেকে ও আল্লাহর নূর তথা জ্যোতি থেকে বঞ্চিত যারা, তাদের বেলায় তো এ ধরনের হীনমন্যতার শিকার হওয়া ততটা বিস্ময়ের নয়। বিস্ময় ও আশ্চর্য্য হলো, সেসব তথাকথিত মুসলিম পণ্ডিত ও চিন্তাবিদদের জন্য, যাদের আল্লাহ দান করেছিলেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের নবুওয়াতের মতো বিরাট নি'আমত এবং আল্লাহর কালামের মতো গৌরবজনক সম্পদ। এতদসত্ত্বেও তারা শিকার হলো এ মানসিকতার। এ মহান কিতাব ও এ মহান আদর্শের অন্যতম বৈশিষ্ট্যই হলো, "বাতিল এতে পারে না আসতে, না সামনে থেকে আর না পেছন থেকে; এ তো মহাপ্রাজ্ঞ ও প্রশংসিত সত্তার নিকট থেকে অবতীর্ণ।" [সূরা হা-মীম- আস-সাজদাহ: ৪২]

পরবর্তীতে মুসলিম জাহানের বেশ কিছু একাডেমী ও জ্ঞানচর্চার কেন্দ্র এ গ্রীক দর্শনকে পুরোপুরি মেনে নেয় এবং এর ওপর এমনভাবে আলোচনা ও গবেষণায় লিপ্ত হয়ে পড়ে, এ যেন কিছু স্বীকৃত সত্য ও পরীক্ষিত কতিপয় বাস্তব অভিজ্ঞতালব্ধ বিষয়। কল্পনাশক্তি ধারণা ও সংস্কারগুলোকে এরা সঠিক বলে ধারণা করে নেয়। এদের অনেকেই এগুলোর সমর্থনে কুরআনের আয়াতও ব্যবহার শুরু করে এবং মনগড়া ও অর্থহীন ব্যাখ্যা দিতে থাকে এবং এমন সব তাফসীর এরা করে যাতে তাদের তথাকথিত 'স্বীকৃত দর্শন' ও 'প্রমাণিত সত্য' গুলোর সাথে কুরআনের সাযুজ্য প্রকাশ পায়।

তাদের চিন্তার মূলনীতি ছিল 'ওয়াজিবুল উজুদ' বা 'অবশ্যম্ভাবী অস্তিত্বশীল সত্তা' যিনি হবেন, তাঁকে এ ধারণার জন্য ক্ষতিকর বিষয়াদি থেকে অবশ্যই পবিত্র হতে হবে। এরূপ চিন্তাধারার

কারণেই মূলত এদের অধিকাংশ ভুলক্রটি সংঘটিত হয়েছে। কারণ অবশ্যম্ভাবী অস্তিত্বশীলতার জন্য ক্ষতিকর ধারণা বলতে তারা যে বিষয়গুলোকে বুঝিয়েছে এর অধিকাংশই ছিল তাদের উর্বর মস্তিষ্কপ্রসূত কতক উদ্ভট ধারণা। আর কেবল এর ওপরই ভিত্তি করে তারা আল্লাহর বহু গুণবাচক নাম, গুণ ও কর্মকে স্বীকৃতি দেয়নি। এদের ধারণায় এগুলো দ্বারা আল্লাহর সাথে 'হুদুছ' বা অনিত্যতা ও অনাদিত্বতার আরোপ ঘটে বা কোনোটি দ্বারা আল্লাহর 'দেহশীল' হওয়া বুঝায় কিংবা অনাদি ও অবশ্যম্ভাবী সত্তা যেসব বিষয় থেকে পবিত্র হতে হবে, সেগুলো আরোপিত হয় ইত্যাদি। এসব নুকতা আবিষ্কারের বুনিয়াদ হলো, মূলত এরা আল্লাহকেও মানুষের মতো এবং তাঁকে নিজেদের সীমাবদ্ধ জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার আলোকে ধারণা করে বসে। কেননা এদের একজন কল্পনাও করতে পারে না বা একজনের এ অভিজ্ঞতা লাভও কখনো হয় না যে, সংশ্লিষ্ট অবস্থায় সংযোজন ছাড়াও এ গুণাবলির অস্তিত্ব লাভ সম্ভব। এরা ভুলে গিয়েছিল, এগুলো হচ্ছে আল্লাহর গুণ; এগুলো কোনো অবস্থার সাথে সংশ্লিষ্ট হওয়ার মুখাপেক্ষী নয়; কোনো কিছুর পাবন্দী এগুলোর জন্য জরুরী নয়। এদের মধ্যে অনেকে আল্লাহর সিফাত ও গুণাবলির সম্পূর্ণ অস্বীকার করে বসে। আবার তাদের মধ্যে অনেকেই এ সিফাতগুলোর রূপক অর্থ করে বা এর মধ্যে নানা অপব্যাখ্যার আশ্রয় নেয়, চূড়ান্ত বিশ্লেষণে এর ধরনের দূরবর্তী ব্যাখ্যাও অস্বীকারেরই নামান্তর। এতে আল্লাহর সিফাতসমূহের হিকমত বিনষ্ট হয়ে যায়।

রুচি ও প্রবণতার তারতম্য অনুসারে অনেকেই উক্ত পথে যাত্রা শুরু করে এবং ক্রমে ক্রমে 'ইলমে কালাম' নামে এক শাস্ত্রের উদ্ভব হয় এবং এতদসংক্রান্ত আলোচনা-পর্যালোচনাও বিস্তৃত থেকে বিস্তৃততর হতে থাকে।

তখন মুসলিম সমাজে একজন প্রাজ্ঞ জ্ঞানীর প্রয়োজন তীব্রভাবে অনুভূত হতে থাকে, যিনি কুরআন, সুন্নাহ এবং সালাফ ও মহান পূর্বসূরীদের অনুসৃত আকীদা ও নীতির ওপর বুনিয়াদ রাখবেন স্বীয় আকীদাহ ও চিন্তাধারার, ঐগুলোকেই যিনি গ্রহণ করবেন মূল ভিত্তি হিসেবে; সাধারণ বিজ্ঞান, দর্শন ও এর ওপর ভিত্তি করে উদ্ভাবিত কালামশাস্ত্র ভক্তের দৃষ্টিতে নয়, বরং সমালোচকের নিরাসক্ত দৃষ্টিতে পর্যবেক্ষণ করবেন, যিনি দেখবেন এ এমন একটি বিষয়, যার কিছু অংশ গ্রহণ করা যায় আর কিছু অংশ প্রত্যাখ্যানও করা যায়। তিনি স্বাধীনভাবে এর একাডেমিক ও শাস্ত্রীয় বিশ্লেষণ করবেন, হীনমন্যতা ও পরাজিত মানসিকতার লেশমাত্র চিহ্ন থাকবে না এতে। ... কুরআনের ওপর তার ঈমান হবে তদ্রূপ যেরূপ তা নাযিল হয়েছিল। আল্লাহর সিফাত ও কার্যাবলী সম্পর্কে কোনোরূপ তা'ওয়ীল (রূপক ব্যাখ্যা) এবং তাহরীফ বা বিকৃতি সাধন ব্যতিরেকেই তিনি ঠিক তেমনিভাবে তা স্বীকার করে নেবেন যেমন স্বয়ং আল্লাহ তা'আলা সেগুলো সম্পর্কে বলেছেন। ...

এমন একজন ব্যক্তিত্ব ছিলেন, নেতৃস্থানীয় উলামায়ে কিরামের সাক্ষ্যানুযায়ী অষ্টম হিজরী শতকের সুপ্রসিদ্ধ আলিম শাইখুল ইসলাম হাফিয ইবন তাইমিয়্যাহ আল-হাররানী (মৃত্যু ৭২৮ হিজরী) অন্যতম। তাঁর রচনাবলি তাঁর এ মর্যাদার জ্বলন্ত সাক্ষী। যে সত্য ও মূল্যবোধসমূহ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিয়ে এসেছিলেন, আল্লাহর কালামে যেসব মূল্যবোধ ব্যক্ত করা হয়েছে, এসব কিছুর ওপর যেমন তার পরিপূর্ণ ও দ্বিধাহীন ঈমান ও সুদৃঢ় প্রত্যয় ছিল, ইসলামের প্রথম যুগে প্রচলিত এবং সালাফে সালেহীন ও সুমহান মর্যাদার অধিকারী পূর্বসূরীদের অনুসৃত আকীদাহ সম্পর্কে যেমন তিনি ছিলেন সশ্রদ্ধ আস্থা ও স্বতৃপ্ত উপলব্ধির অধিকারী; তেমনি ছিলেন তখন পর্যন্ত মুসলিম উম্মার মধ্যে দর্শন ও কালামশাস্ত্রের যতটুকু চর্চা

ছিল সে দরিয়ার একজন সুকৌশলী ও সুদক্ষ সাঁতারু।

তিনি গ্রীক দর্শন, তর্কশাস্ত্র ও চিন্তাধারার সুগভীর, বিস্তৃত ও তুলনামূলক অধ্যয়ন করেছিলেন। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে যে দর্শন চিন্তা মুসলিমদের পরাজিত মস্তিষ্ককে প্রভাবান্বিত করে রেখেছিল, সেসব কিছু তিনি একজন তীক্ষ্ণধী সমালোচকের দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে পর্যবেক্ষণ করেছিলেন। যেসব দর্শন অনেকের কাছেই স্বীকৃত হয়ে আসছিল তিনি সেসবের স্বাধীন ও শক্তিশালী সমালোচক ছিলেন।"(৭৮২)

তিনি আরও বলেন,

إن للعالم صانعاً قديماً، لم يزل ولا يزال،.. وهو الكبير المتعال، متصفاً بجميع صفات الكمال، منزها من جميع صفات النقص والزوال، وهو خالق لجميع المخلوقات، ....لا يحل في غيره، ولا يتحد بغيره، .. وهو فوق العرش، مرئي للمؤمنين يوم القيامة...

"নিশ্চয় জগতের একজন স্রষ্টা রয়েছেন, যিনি সর্বপ্রথম, সর্বদা আছেন ও সর্বদা থাকবেন... তিনি সবকিছুর চেয়ে বড়, সবকিছুর উপরে, যাবতীয় পূর্ণতার গুণে গুণান্বিত, যাবতীয় ত্রুটিযুক্ত গুণ ও বিনষ্ট হওয়ার গুণ থেকে পবিত্র। তিনি সকল সৃষ্টিকুলের স্রষ্টা... তিনি কখনও কারও অভ্যন্তরে প্রবেশ করেন না, কারও সাথে একাকার হয়ে যান না।... তিনি 'আরশের উপর, কিয়ামতের দিন তিনি ঈমানদারদের জন্য দৃশ্যমান হবেন"।(৭৮৩)

শাইখ মুহাম্মাদ নাসেরউদ্দীন আল-আলবানী (১৪২০ হিজরী)

শাইখ আল-মুহাদ্দিস আবু আবদুর রহমান মুহাম্মাদ নাসেরুদ্দীন আল-আলবানী রাহিমাহুল্লাহ হচ্ছেন বর্তমান সময়ের জন্য ঊর্ধ্ব আকাশের ধ্রুব তারার মতো। যিনি হাদীসের খেদমতে প্রসিদ্ধ হলেও দীনী ইলমের কোনো ক্ষেত্রেই তাঁর অবদান কম ছিল না। আকীদাহ বিশুদ্ধকরণ, প্রচার-প্রসারের ক্ষেত্রে তার ব্যাপক অবদান ছিল। তিনি আল্লাহ সম্পর্কে সহীহ আকীদাহ'র বিষয়টি তাঁর অনেক গ্রন্থে তুলে ধরেছেন। বিশেষ করে আল্লাহর নাম ও গুণের বিষয়টিকে তিনি অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে নিয়েছেন।

তন্মধ্যে আল্লাহ সর্বোচ্চ পবিত্র সত্তা হওয়া, 'আরশের উপর হওয়া, 'আরশের উপর উঠা এ বিষয়ে তিনি সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন এবং তার অনেক গ্রন্থে এ ব্যাপারে বিস্তারিত লিখেছেন। এ সব লেখা পরবর্তীকালে একত্রিত করার পর তা ৩০০ পৃষ্ঠা ছাড়িয়ে গেছে।(৭৮৪) তাছাড়া তিনি এ বিষয়ে লিখিত ইমাম যাহাবীর অনবদ্য গ্রন্থ 'আল-'উলূ লিল আলিয়্যিল আযীম' গ্রন্থের শুদ্ধাশুদ্ধি নির্ণয় করে সংক্ষিপ্তাকারে বের করেন। আমরা এখানে নমুনাস্বরূপ কিছু ভাষ্য তুলে ধরব।

- আল্লাহর 'আরশের উপর উঠা এবং কুরআন ও হাদীসে আসা আল্লাহ তা'আলাকে 'আসমানে' বলতে কী বুঝানো হয়েছে, তার ব্যাখ্যা করে বলেন,

৭৮২. আবুল হাসান আলী আন-নাদওয়ী, আকীদা, ইবাদত ও সুলূক, পৃ. ৫৬-৬১। অনুবাদ: মাওলানা ফরীদউদ্দীন মাস'উদ। বাংলা অনুবাদে বই এর নাম, ইসলামী জীবন বিধান।

৭৮৩. আন-নাদওয়ী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৩-৬৪।

৭৮৪. মাওসূ'আতুল আলবানী ফিল আকীদাহ (৬/২২৫)-(৭/৭০৫)।

ولا يكفي أن يعتقد المسلم فقط معنى ﴿الرَّحْمَٰنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَىٰ﴾ (طه:٥)، ومعنى: «ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء»، دون أن يعرف أن في هنا «ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء» في هذه الظرفية في هذا الحديث هي كـ «في» في قوله تعالى: ﴿أَأَمِنتُم مَّن فِي السَّمَاءِ﴾ (الملك:١٦) أي: من على السماء، حتى إذا جاء ذلك المعتزلي أو الأشعري ووسوس إليه وقال له: أنتم تجعلون ربكم في ظرف في السماء، فيكون الجواب عنده: لا لا منافاة بين قوله تعالى: ﴿الرَّحْمَٰنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَىٰ﴾ (طه:٥)، وبين قوله: ﴿أَأَمِنتُم مَّن فِي السَّمَاءِ﴾ (الملك:١٦)؛ لأن «في» هنا بمعنى «على» هناك، والدليل كثير وكثير جداً، من هذا الحديث المتداول على ألسنة الناس، وهو بمجموع طرقه والحمد لله حديث صحيح: «ارحموا من في الأرض» لا يعني الحشرات والديدان التي هي في الأرض، وإنما من على الأرض من الإنسان والحيوان، «يرحمكم من في السماء» أي من على السماء، فمثل هذا التفصيل لا بد أن يكون المستجيبون لدعوة الحق على بينة من الأمر.

"আর মুসলিমের আকীদাহ'র জন্য শুধু "রহমান 'আরশের উপর উঠেছেন" এটার অর্থ বুঝাই যথেষ্ট নয়।" অনুরূপ "যমীনে যারা আছে তাদের ওপর দয়া কর, আসমানে যিনি আছেন, তিনি তোমাদের ওপর রহম করবেন"। এগুলোর শুধু অর্থ জানলেই হবে না, তার জানা লাগবে যে, «ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء» এ হাদীসে 'ফী' বলে সেটাই বুঝানো হয়েছে যা কুরআনের ﴿أَأَمِنتُم مَّن فِي السَّمَاءِ﴾ (الملك:٦١) উক্ত আয়াতে 'ফী' দ্বারা বুঝানো হয়েছে। অর্থাৎ এগুলোতে 'ফী' বলে 'আলা' বুঝানো হয়েছে। তখন অর্থ হবে, যিনি আসমানের উপরে আছেন। এটা এজন্য বলেছি, যাতে করে কোনো মু'তাযিলী বা আশ'আরী তার কাছে এসে যদি কুমন্ত্রণা দেয় যে, তোমরা তো আল্লাহকে আসমানের ভিতরে রাখছ, তখন যেন তার কাছে উত্তর প্রস্তুত থাকে যে, না, রহমান 'আরশের উপর উঠেছেন এবং আসমানের উপর যিনি আছেন এ দু'য়ের মধ্যে কোনো বিরোধ নেই; কারণ দ্বিতীয় আয়াতে আসা 'ফী' এর অর্থ 'আলা' বা উপরে, 'মধ্যে' অর্থ নয়। এর ওপর প্রমাণ অনেক অনেক যে 'ফী' হরফটি 'আলা' এর অর্থে ব্যবহৃত হয়। «ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء» এ হাদীসটি মানুষের মুখে খুব প্রচলিত, যা তার অনেক বর্ণনার কারণে আলহামদুলিল্লাহ সহীহ। হাদীসে «ارحموا من في الأرض» কখনো যমীনের মধ্যে বলে যমীনের ভিতরের পোকামাকড় বুঝানো হয়নি। বরং বুঝানো হয়েছে, যারা যমীনের উপরে আছে, মানুষ ও জীবজন্তু। তেমনিভাবে يرحمكم من في السماء বলে যিনি আসমানের উপরে আছেন তাঁকে বুঝানো হয়েছে। যারা সহীহ হক আকীদাহ'র দাওয়াতে সাড়া দিবে তাদের জন্য এ ধরনের বিস্তারিত জ্ঞান থাকা আবশ্যক; যাতে তারা বিষয়টির ব্যাপারে স্পষ্ট প্রমাণের ওপর থাকে।"[৭৮৫]

- অন্যত্র তিনি আল্লাহর নাম ও গুণের বিষয়টি বিস্তারিত কেন জানতে হবে তা ব্যাখ্যা করে বলেন,

باب في أهمية جعل العقيدة بما في ذلك توحيد الأسماء والصفات أولى الأولويات في الدعوة، مع بيان أهمية فهم

---

৭৮৫. মাওসূ'আতুল আলবানী ফিল আকীদাহ (৬/১১)।

السلف وخطورة التنكب عنه.

كل مسلم يعلم أصول الإيمان آمنت بالله وملائكته وإلى آخره، وبالقدر خيره وشره، لكن هناك إيمان بهذه الأصول إيمان مجمل وهذا هو الأصل الذي لا يعذر أحد بجهله به .. الإيمان مجملاً بالله وملائكته إلى آخره، لكن هذا الإيمان المجمل لا يكفي، لا بد من أن يقترن به الإيمان المفصل الذي جاء بيانه في كتاب الله وفي حديث رسول الله – صلى الله عليه وآله وسلم – أو سنته، وعلى منهج سلفنا الصالح، ولا بدأ الآن البيان للفرق بين الإيمان المجمل الذي هو الأصل الذي لا بد منه لكل مسلم ثم لا بد أن يقترن معه التفصيل، الإيمان بالله .. أصل الإيمانات .. ، كل أهل الأديان يشتركون في هذا الإيمان المجمل، ..فاليهود يؤمنون بالله والنصارى يؤمنون بالله والصابئة يؤمنون بالله ،.. فإذاً هذا الإيمان المجمل لا يكفي، لا بد من أن يكون إيماناً مبيناً مفصلاً، وكما قلت آنفاً على ما جاء في الكتاب والسنة، والآن لنضرب مثلاً من واقع حياتنا ومن جهل شبابنا المتحزب المتكتل على غير هدى من الله، إنهم جميعاً لا يعلمون أن الله عز وجل يجب أيضاً هذا الكلام مجمل لا بد من التفصيل .. لا بد من الإيمان بالله كما وصف نفسه في الكتاب والسنة .. الآن المسلمون وفيهم من أشرنا إليهم آنفاً يصدق فيهم كلمة لأحد الأمراء القدامى الأذكياء حينما سمع بعض المشائخ ...قالوا: الله عز وجل لا يوصف بأنه فوق ولا تحت ولا يمين ولا يسار ولا أمام ولا خلف ولا يقال هو داخل العالم ولا يقال هو أيضاً خارج العالم، فماذا قال ذلك الأمير الكيس الفطن الذكي قال: هؤلاء قوم أضاعوا ربهم، هذه حقيقة، المسلمون اليوم هذه عقيدتهم وهناك عقيدة أخرى قد تكون دونها شراً لكنها هي في الشر تحيا، وهي مسموعة دائماً في كل المجالس حينما يريد أحدهم أن يذكر ربه ماذا يقول الله موجود في كل الوجود، هذا ذكرهم الله موجود في كل مكان، وهذا هو الكفر بعينه، ما هو السبب انصراف المسلمين عن الكتاب والسنة، وعن منهج أرجو أن تتذكر هذه الإضافة لأنها ضرورية جداً، وعن منهج السلف الصالح؛ لما ذا؟ لأن أولئك المتكلمين أو الفلاسفة الضالين الذين وصفهم ذلك الأمير الكيس بأنهم أضاعوا ربهم، أو هؤلاء المتأخرون الضالون الذين حشروا ربهم في كل مكان، حتى القاذورات، حتى المجاري حتى الكنف إلى آخره... هؤلاء لا ينكرون كلام الله ولا ينكرون سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل قد يتحدون المخالفين لهم بأنهم يقولون نحن على الكتاب والسنة...

"অধ্যায়: দাওয়াতের ক্ষেত্রে তাওহীদুল আসমা ওয়াস সিফাত তথা আল্লাহর নাম ও গুণের তাওহীদের বিষয়টি দাওয়াত প্রদানকারীর প্রথমের প্রথমে থাকার গুরুত্ব, সাথে সাথে তার কাছে থাকতে হবে সালফে সালেহীনের বুঝ, আর এটা থেকে ভিন্ন পথে থাকার ঝুঁকি বা বিপদ।

প্রত্যেক মুসলিমই ঈমানের মূলনীতিগুলো ভালো করে জানে, যেমন আল্লাহর উপর ঈমান, ফিরিশতাদের উপর ঈমান.... তাকদীরে ভালো ও মন্দ লেখা থাকার ওপর ঈমান, কিন্তু এ

ধরনের ঈমানের দু'টি দিক রয়েছে। এক. ঈমান মুজমাল বা সংক্ষিপ্ত ঈমান, যা না জানার ক্ষেত্রে কারও ওযর গ্রহণযোগ্য নয়। সে ঈমানে মুজমাল হচ্ছে আল্লাহর ওপর, ফিরিশতাদের ওপর.... সংক্ষিপ্ত ঈমান। কিন্তু এ ঈমানই যথেষ্ট নয়, তার সাথে অবশ্যই যুক্ত হতে হবে, ঈমানে মুফাসসাল বা আল্লাহর কুরআন ও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীসে অথবা তাঁর সুন্নাতে সে ঈমানের যে বিস্তারিত বর্ণনা এসেছে তা সম্পৃক্ত থাকতে হবে। আর সেটা বুঝতে হবে আমাদের সালাফে সালেহীনের বুঝ মোতাবেক। এখন আমি শুরু করতে চাই সে ঈমানে মুজমালের বর্ণনা যা প্রতিটি মুসলিমের থাকতে হবে, তারপর তার সাথে যুক্ত হতে হবে বিস্তারিত বর্ণনা। ঈমান বিল্লাহ বা আল্লাহর ওপর ঈমান হচ্ছে সকল ঈমানের মূল।... দুনিয়াতে যত দীন প্রচলিত আছে তারা সবাই ঈমানে মুজমাল বা সংক্ষিপ্ত ঈমানে তোমার সাথে শরীক হতে পারে... ইয়াহূদীরা আল্লাহর ওপর ঈমান রাখে, খ্রিষ্টানরাও আল্লাহর ওপর ঈমান রাখে, সাবেঈরাও আল্লাহর উপর ঈমান রাখে... তাহলে বুঝা গেল যে, আল্লাহর ওপর এরকম সংক্ষিপ্ত ঈমান যথেষ্ট নয়। বরং ঈমান অবশ্যই বিস্তারিত বর্ণিত থাকতে হবে। তবে যেটা বলেছি ইতোপূর্বে যে, অবশ্যই কুরআন ও সুন্নাহ'র ওপর হতে হবে। এখন আমরা বাস্তব জীবন থেকে একটি উদাহরণ দিতে পারি, আমাদের যুবকরাও বিভিন্ন দলীয় ব্যানারে ভাগ হয়ে পড়েছে, কিন্তু তারা আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রেরিত আদর্শের ওপর নেই, তারা সবাই জানে না যে ঈমানে মুজমাল যথেষ্ট নয়, ঈমানে মুফাসসাল লাগবে। কুরআন ও সুন্নাহ'য় যেভাবে এসেছে সেভাবে আল্লাহর ওপর ঈমান আনতে হবে। কুরআন ও সুন্নাহ'য় যেভাবে আল্লাহ নিজেকে গুণান্বিত করেছেন সেভাবে ঈমান আনতে হবে।... বর্তমানে মুসলিমদের অবস্থা এমন হয়েছে যে, একবার কোনো এক বুদ্ধিমান শাসক এক বড় আলেমকে বলতে শুনলেন যে,.. আল্লাহ তা'আলাকে উপরে আছে বলে গুণান্বিত করা যাবে না, অনুরূপ তাকে নিচে, ডানে, বামে, সামনে, পিছনে এগুলোও বলা যাবে না। তাকে জগতের ভেতরে, জগতের বাইরে কোনোটিই বলা যাবে না, উক্ত বুদ্ধিমান শাসক তখন বলেছিলেন, 'এরা তো দেখি তাদের রবকে হারিয়ে বসে আছে।' এটাই হচ্ছে মুসলিমদের বাস্তবতা, মুসলিমদের বিশ্বাস আজ এ রকমই। তাছাড়া আকীদাতে এর থেকেও আকীদাহ রয়েছে, যা আমরা প্রতিনিয়ত বিভিন্ন আলোচনা সভায় শুনতে পাই, তারা যখন তার রবকে স্মরণ করে তখন বলে, কী বলে? বলে, আল্লাহ সব জায়গায়। তাদের যিকিরও তাই বুঝায়। বস্তুত এটাই প্রকৃত কুফুরী। এর কারণ কী? কারণ হচ্ছে মুসলিমরা কুরআন ও সুন্নাহ থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে আরও মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে সালাফে সালেহীনের মানহাজ থেকে। এ শেষের অংশটুকু জুড়ে দেয়া জরুরী। কারণ; কারণ পূর্ববর্তী পথভ্রষ্ট দার্শনিক কিংবা কালামশাস্ত্রবিদ, যাদেরকে উক্ত বুদ্ধিমান শাসক বলেছিলেন যে, 'এরা তো দেখি তাদের রবকে হারিয়ে ফেলেছে' অথবা তাদের পরবর্তী পথভ্রষ্ট অনুসারী গোষ্ঠী, যারা রাব্বুল আলামীনকে সব জায়গায় জমা করেছে, এমনকি ময়লার ডিপোতে, পানির লাইনে, ময়লার ড্রেনে, অনুরূপ নিকৃষ্টতম জায়গায়, তারাও কিন্তু আল্লাহর বাণী অস্বীকার করে না, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাত অস্বীকার করে না, বরং তারা তাদের বিরোধীদের চ্যালেঞ্জ করে বলে, আমরা তো কুরআন ও সুন্নাহ'র ওপরই চলি....।"(৭৮৬)

- যারা বলে থাকে যে, আল্লাহর নাম ও গুণের বিষয়টি সাধারণ মানুষের সামনে আলোচনা

---

৭৮৬. প্রাগুক্ত (৬/১৬-১৭)।

করা ঠিক নয়, অন্যত্র শাইখ তাদের প্রশ্নের উত্তর প্রদান করেন,

هل ينبغي على الدعاة أن يتجنبوا الكلام على الأسماء والصفات أمام العامة؟

السؤال: جزاكم الله خيراً. بمناسبة ذكر الأسماء والصفات يقول بعض الناس: بأنه يجب على الدعاة إلى الله ألا يتحدثوا في هذا الباب أمام عامة الناس وغوغائهم؛ لأن الخوض في هذا يؤدي إلى وقوع الشك في نفوسهم، فما هو مدى صحة هذا الكلام؟

الشيخ: نعم. أولاً: نقول لهؤلاء: تحدثوا أنتم أمام العامة بخير من هذا الكلام، تحدثوا أنتم بخير من هذا الكلام، فإذا كان لا يعجبكم هذا الكلام فواجبكم أن تتحدثوا بما يعجبكم من غير هذا الكلام، وإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فستسمعون ما لا يرضيكم، وهذا الذي لا يرضيكم المهم أنه يرضي ربكم، وهذا هو الذي وصلنا من علم السلف وندين الله به، والعامة - كما قلنا لكم آنفاً - هم على الفطرة، إذا قيل لهم: لا فوق، لا تحت استنكرته قلوبهم، لكن إذا قيل لهم: الله فوق المخلوقات كلها وليس فوقه أي مخلوق فهذا هو الذي يلتقي مع الفطر السلمية ﴿فِطْرَةَ اللهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ﴾ (الروم: ٣٠)

"আল্লাহর পথের দা'ঈগনের কি আল্লাহর নাম ও গুণাবলির আলোচনা সাধারণ জনসমক্ষে করা উচিত?

প্রশ্ন: আল্লাহ আপনাকে উত্তম প্রতিদান প্রদান করুন, আল্লাহর নাম ও গুণের কথা আলোচনা উপলক্ষ্যে আমার প্রশ্ন হচ্ছে, কিছু লোক বলেন, আল্লাহর পথের দা'ঈদের কর্তব্য হচ্ছে, এ অধ্যায়ের আলোচনা সাধারণ জনসম্মুখে না করা; কারণ এসব বিষয়ে প্রবৃত্ত হওয়া তাদের অন্তরে সন্দেহের উদ্রেক ঘটাতে পারে, এ কথাটি কতটুকু বিশুদ্ধ?

উত্তর: হ্যাঁ, প্রথমে আমরা বলবো, তোমরাও সাধারণ মানুষের সামনে তোমাদের উত্তম কথাগুলো বলো। তোমরা তোমাদের উত্তম কথাগুলো সাধারণ মানুষের সামনে বলতে থাক। যদি তোমাদের কাছে আল্লাহর নাম ও গুণাবলি নিয়ে কথা বলা ভালো না লাগে তবে তোমাদের ওপর কর্তব্য হচ্ছে যা তোমাদের কাছে ভালো লাগে সেটা তাদের কাছে বলা। তোমরা যদি সেটা না করো, আর তোমরা কখনো করবে না, তাহলে তোমরা তা শুনবে যা তোমরা অপছন্দ করো। এই যে জিনিসটি তোমাদের কাছে অপছন্দের সেটাই তোমাদের রবকে খুশি করবে, সন্তুষ্ট করবে, আর এটাই তো আমাদের কাছে এসেছে আমাদের সালাফে সালেহীনের জ্ঞানের অংশ হিসেবে, আর আমরা এটাকেই আল্লাহর ইবাদাতের জন্য দীন হিসেবে গ্রহণ করেছি। সাধারণ মানুষ, যেভাবে তোমাদেরকে আমরা বলেছি, তারা সুস্থ স্বাভাবিক প্রকৃতির ওপর আছে, তাদেরকে যদি বলা হয়, আল্লাহ উপরেও নয়, নিচেও নয়, তখন সেটা তাদের অন্তর মেনে নেয় না। কিন্তু যদি তাদেরকে বলা হয় যে, আল্লাহ তা'আলা সকল সৃষ্টিকুলের উপরে, তাঁর উপরে কোনো সৃষ্টি নেই, তখন সেটা তাদের সুস্থ স্বাভাবিক প্রকৃতির সাথে খাপ খায়। "আল্লাহর সেই ফিত্বরাত বা সুস্থ স্বাভাবিক প্রকৃতি, যার ওপর তিনি মানুষদেরকে সৃষ্টি করেছেন, আল্লাহর সৃষ্টির এ ফিত্বরাতের পরিবর্তন নেই।" [সূরা

আর-রূম: ৩০]"[৭৮৭]

- যারা বলে থাকেন আল্লাহর গুণ সংক্রান্ত আয়াত ও হাদীস মুতাশাবিহাত এর অন্তর্ভুক্ত; শাইখ তাদের সন্দেহের অপনোদন করে বলেন,

باب هل آيات الصفات وأحاديثها من المتشابهات أم من المحكمات؟

سؤال: هنا يسأل سائل: هل آيات الصفات والأحاديث من المتشابهات أم من المحكمات كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية..

الشيخ: هي من جهةٍ من المتشابهات، وذلك فيما يتعلق بالكيفيات، وليست من المتشابهات من حيث أن لها معنًى ظاهرًا كما قلنا آنفًا في قول السلف: أَمِرُّوها كما جاءت يعني بالمفهوم العربي والمثال عن مالك سابقًا ذكرناه أيضًا، فهي بهذا الاعتبار أي: بمعنى أن هذه الآيات لها معاني معروفة في اللغة العربية فهي غير متشابهة ..

أما باعتبار الكيفية فهي متشابهة؛ لأنه لا يمكن أن نعرف كيفية ذات الله فبالتالي لا يمكن أن نعرف كيفية صفات الله عز وجل، ولذلك قال بعض أئمة الحديث وهو أبو بكر الخطيب صاحب التاريخ المعروف بتاريخ بغداد: يقال في الصفات ما يقال في الذات سلبًا وإيجابًا، يقال في الصفات ما يقال في الذات، فكما أننا نثبت الذات ولا ننفيها فإن هذا النفي هو الجحد المطلق، كذلك نقول في الصفات: نثبتها ولا ننفيها ولكننا كما لا نكيف الذات لا نكيف الصفات، هذا جواب هذا السؤال.

أقول: إن التأويل المنفي بنص القرآن الكريم: ﴿وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللهُ﴾ (آل عمران:٧) ليس المقصود به مطلقاً والبتة: لا يعلم معناه إلا الله. وهنا يظهر خطأ الذين ينتحون ناحية التفويض في آيات الصفات وأحاديث الصفات، فيقولون: نَكِلُ معانيها إلى الله عز وجل ولا نخوض فيها، ليس لهم حجة في مثل هذه الآية ولا حجة لهم سواها، وإذا كانت حجتهم هي هذه فكما تسمعون، ربنا يقول: لا يعلم تأويلها ولم يقل: لا يعلم معانيها إلا الله، وتأويل الشيء هو معرفة عاقبة أمره وحقيقة أمره... ما يؤول إليه وينتهي إليه، نعم. فنحن حينما نقرأ بعض آيات الصفات أو أحاديث الصفات لا شك ولا ريب نفهم معانيها، كمثل قوله تبارك وتعالى في الآية المذكورة في أماكن عديدة: ﴿الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى﴾ (طه:٥) كما نفهم حديثه عليه السلام المتواتر عنه: «ينزل الله كل ليلة إلى سماء الدنيا» فنفهم معنى الاستواء ونفهم معنى النزول، ولكن حقيقة ذاك الاستواء وذاك النزول لا يعلمه إلا الله، هذا هو المقصود بهذه الآية، وليس المقصود ما يزعم أهل التفويض أننا لا نعرف معاني هذه الآيات. كيف يكون ذلك معقولاً فضلاً عن أن يكون مشروعاً؟

---

৭৮৭. প্রাগুক্ত (৬/২১)।

"অধ্যায়, আল্লাহর গুণবাচক আয়াত ও হাদীস কী মুতাশাবিহ (অস্পষ্ট) নাকি সেগুলো মুহকাম (স্পষ্ট) আয়াত ধরা হবে?

প্রশ্ন: কোনো এক প্রশ্নকারী বলেন, আল্লাহর গুণবাচক আয়াত ও হাদীসগুলো কী মুতাশাবিহ বা অস্পষ্ট, নাকি মুহকাম বা স্পষ্ট অর্থজ্ঞাপক, যেমনটি শাইখুল ইসলাম বলেছেন?

শাইখ উত্তরে বলেন: এগুলোকে একদিক থেকে মুতাশাবিহাতের অন্তর্ভুক্ত ধরা যেতে পারে, আর তা হচ্ছে সেগুলার ধরন নির্ধারণ। তবে এগুলোর প্রকাশ্য অর্থ থাকার বিষয়ে এগুলোকে মুতাশাবিহাত আয়াতসমূহের অন্তর্ভুক্ত বলা যাবে না। যেমনটি আমরা আগে বলেছি, সালাফদের কথা 'এগুলোকে যেভাবে এসেছে সেভাবে চালিয়ে নাও' এর ব্যাখ্যায়। সালাফদের কথা, 'যেভাবে এসেছে সেভাবে চালিয়ে নাও' এর অর্থ আরবী বুঝ অনুযায়ী চালিয়ে নাও, যার উদাহরণ আমরা ইমাম মালিকের বক্তব্য থেকে ইতোপূর্বে তোমাদেরকে জানিয়েছি। তাহলে সে হিসেবে অর্থাৎ এ আয়াতসমূহের জানা অর্থ রয়েছে আরবী ভাষায়, সে হিসেবে এগুলো মুতাশাবিহ বা অস্পষ্ট আয়াত বলা যাবে না।

তবে ধরন নির্ধারণের দিক থেকে এগুলো মুতাশাবিহ বা অস্পষ্ট; কারণ আমরা আল্লাহর সত্তার ধরন জানতে সক্ষম নই, তাই আমরা আল্লাহর গুণাবলির ধরনও জানতে অক্ষম। আর সেজন্যই হাদীসের ইমামগণের কেউ কেউ বলেছেন, তিনি হচ্ছেন, ইমাম আবু বকর আল-খত্বীব, বিখ্যাত ইতিহাস গ্রন্থের লেখক, যা তারীখে বাগদাদ নামে খ্যাত, তিনি বলেন, "আল্লাহর গুণের ব্যাপারে সেটাই বলা হবে, যা তাঁর সত্তার ব্যাপারে বলা হবে, সাব্যস্ত করার ক্ষেত্রে ও সাব্যস্ত না করার ক্ষেত্রে। গুণের ক্ষেত্রে তাই বলা হবে যা সত্তার ব্যাপারে বলা হয়। যেভাবে আমরা তাঁর সত্তাকে সাব্যস্ত করি, সত্তার অস্তিত্বকে না বলি না; কারণ এটাকে না বলা তো মূলত তাঁকে অস্বীকার করাই হয়ে যায়। সে রকম আমরা আল্লাহর গুণাবলির ব্যাপারেও বলি, আমরা সেগুলোকে সাব্যস্ত করি, না করি না। তবে আমরা যেভাবে সত্তার ধরণ নির্ধারণ করি না, তেমনি গুণাবলিরও ধরণ নির্ধারণ করি না। এটিই হচ্ছে এ প্রশ্নকারীর প্রশ্নের উত্তর।

আর আমরা বলি, কুরআনে কারীমের ভাষ্য ﴿وَمَا يَعۡلَمُ تَأۡوِيلَهُۥٓ إِلَّا ٱللَّهُ﴾ (آل عمران:٧) 'এর তা'ওয়ীল আল্লাহ ব্যতীত আর কেউ জানে না' [সূরা আলে-ইমরান, আয়াত: ০৭] এ আয়াত থেকে সরাসরি যে তা'ওয়ীলকে নিষেধ করা হয়েছে তার অর্থ কখনো ও কস্মিনকালেও এটা নয় যে, আল্লাহ ব্যতীত এর অর্থ কেউ জানে না। এখানেই স্পষ্ট হয়ে যাবে কিছু মানুষের ভুল, যারা তথাকথিত 'তাফওয়ীদ্ব' বা আল্লাহর গুণাবলি বুঝাতে আসা আয়াতসমূহ ও হাদীসসমূহের শব্দাবলির অর্থ না করার নীতি অবলম্বন করেছে, তারা বলে থাকে, আমরা এগুলোর অর্থ মহান আল্লাহর দিকে সোপর্দ করছি, আমরা এগুলোর অর্থ খুঁজবো না। বস্তুত তাদের এ বক্তব্য ভুল, তাদের আয়াতাংশের ভুল ব্যাখ্যা ব্যতীত তাদের মতের সপক্ষে তারা আর কোনো দলীল-প্রমাণ পেশ করতে পারবে না। আর যদি তাদের এ 'অর্থ না করার' নীতির সপক্ষে একমাত্র এ আয়াতাংশই দলীল হয়ে থাকে, যেমনটি তোমরা শুনে থাক, তবে তাদের জানা উচিত, আমাদের রব বলেছেন, 'এগুলোর তা'ওয়ীল বা বিস্তৃত ব্যাখ্যা আল্লাহ ব্যতীত আর কেউ জানে না', কখনও বলেননি, 'এগুলোর অর্থ আল্লাহ ব্যতীত কেউ জানে না'। আর এটা জানা কথা যে, তা'ওয়ীল হচ্ছে, কোনো কিছুর সর্বশেষ পরিণাম ও কোনো কিছুর প্রকৃত অবস্থা, যার দিকে তা প্রত্যাবর্তন করবে বা যেখানে এসে শেষ হবে। হ্যা, এটাই তা'ওয়ীলের অর্থ। আমরা যখন আল্লাহর গুণ সংক্রান্ত কোনো আয়াত বা হাদীস পড়ি,

তখন নিঃসন্দেহে ও কোনো প্রকার সমস্যা ছাড়াই এগুলোর অর্থ বুঝি, যেমন আল্লাহর বাণী ﴿الرَّحْمَٰنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَىٰ﴾ (طه:٥) "রহমান 'আরশের উপর উঠেছেন" [সূরা ত্বা-হা, আয়াত: ০৫], এর মধ্যে আসা 'ইস্তেওয়া' গুণটি, যা তিনি কুরআনের কারীমের অনেক জায়গায় বলেছেন, অনুরূপ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের মুতাওয়াতির পর্যায়ের হাদীসে আসা «ينزل الله كل ليلة إلى سماء الدنيا» 'আল্লাহ অবতরণ করেন প্রতি রাতে নিকটতম আসমানে'। এ আয়াত ও হাদীস দু'টিতে আসা ইস্তেওয়া ও নুযুল এর অর্থ আমরা সহজেই বুঝতে পারি। কিন্তু এ ইস্তেওয়া বা উপরে উঠা ও নুযূল বা অবতরণের প্রকৃত ধরণ আল্লাহ ব্যতীত আর কেউ জানে না। এ প্রকৃত ধরন না জানার বিষয়টিই উক্ত (সূরা আলে ইমরানের ৭ নং) আয়াতের উদ্দেশ্য। উদ্দেশ্য সেটা নয় যা তাফওয়ীদ্ব বা অর্থশূন্যকারী গোষ্ঠী বলে থাকে যে, এ (সূরা আলে ইমরানের ৭ নং) আয়াতের উদ্দেশ্য আমরা এগুলোর অর্থ জানি না। এ ধরনের কথা-বার্তা বিবেক কীভাবে মেনে নিতে পারে? শরী'আত মেনে নেয়ার তো প্রশ্নই আসে না।"[৭৮৮]

- যারা সালাফে সালেহীনের দিকে আল্লাহর গুণাবলি বর্ণনায় আসা আয়াত ও হাদীসের অর্থ না করার নীতি তথা তাফওয়ীদ্ব অবলম্বন করে তাদের নীতি খণ্ডন করে শাইখ বলেন,

قول الأمام أحمد أمروها كما جاءت أي افهموها كما جاءت دون أن تتعمقوا في محاولة معرفة الكيفية والذين يقولون إن مذهب السلف هو التفويض أولاً يلزمهم أمران اثنان وكما يقال أحلاهما مر يلزمهم أن الآيات التي وصف الله عز وجل نفسه بها فضلاً عن الأحاديث الكثيرة التي وصف النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - ربه فيها كل هذه النصوص معناها على مذهب التفويض أننا لا نفهم هذه النصوص بل ولا ندري لماذا ربنا عز وجل أنزلها في كتابه ولا ندري لماذا نبيه وصف ربه بهذه الصفات والواجب علينا أن لا نفهم هذه الصفات المذكورة في القرآن والسنة علماً أن الله عز وجل نعى على قوم أنهم لا يهتمون بفهم القرآن الكريم حينما قال رب العالمين: ﴿أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَىٰ قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا﴾ (محمد:٢٤).

بلا شك أن أعظم شيء يتعلق بهذا الإسلام هو معرفة الرب الذي شرع هذا الدين وعلى لسان نبيه عليه الصلاة والسلام فحينما يقال في آيات الصفات وفي أحاديث الصفات لا نفهم منها شيئاً إذاً هم لم يعتبروا بمثل قوله في الآية السابقة ﴿أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَىٰ قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا﴾ (محمد:٢٤) ويشملهم أيضاً: ﴿لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا﴾ (الحج:٤٦).﴿وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ﴾ (العنكبوت:٤٣).

والآيات كلها إنما أنزلت لتُعقل وتُفهم عن الله عز وجل فإن كانت متعلقة بالعقيدة تبناها عقيدةً وأن كانت متعلقة بالأحكام تبناها وعمل بها.

إذاً إذا كانت الآيات المتعلقة بصفة الله عز وجل لا تفهم فإذاً نحن لا ندري عن ربنا شيئاً إلا أن له وجوداً وعلى هذا هناك صفات مجمع عليها بين العلماء حتى علماء الخلف مثلاً: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ﴾

788 প্রাগুক্ত (৬/২২)।

(الشورى:١١).

هل نفهم من السميع أن نُفَوِّض فنقول: لا ندري ما هي صفة السمع البصير لا ندري ما هي صفة البصر والقدير والحكيم والعليم إلى آخره معنى ذلك التفويض المزعوم أننا لا نفهم شيئاً من هذه الصفات إذاً آمنا برب موجود لكن لا نعرف له صفة من الصفات وحينئذٍ كفرنا برب العباد حينما أنكرنا الصفات بزعم التفويض هذا هو الذي يرد أولاً على أولئك المفوضة زعموا.

الشيء الثاني: إذا قال الإمام أحمد أو غيره أمروها كما جاءت تُرى قبل الإمام أحمد إمام دار الهجرة وهو الإمام مالك رحمه الله تعالى هل كان على هذا المذهب حينما جاءه ذاك السائل فقال له: يا مالك يا مالك ﴿الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى﴾، كيف استوى؟ قال: الاستواء معلوم فالاستواء معلوم لا يعني الاستواء مفوض معناه لا قال الاستواء معلوم، وهو العلو، ولكن الكيف مجهول، وهذا هو مذهب السلف ولذلك تمام كلام الإمام مالك رحمه الله أن قال: أخرجوا الرجل فإنه مبتدع لم يكن هذا الرجل السائل مبتدعاً لأنه سأل عن معنى خفي عليه من قوله تعالى: ﴿الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى﴾ (طه:٥).وإنما أخرج وبُدِّع؛ لأنه سأل عن كيفية الاستواء فكان قول الإمام مالك هذا هو الذي يمثل منهج السلف الصالح والمتبعين لهم بإحسان إلى يوم الدين.

وهو أن معاني آيات الصفات وأحاديث الصفات مفهومة لغة لكن كيفياتها مجهولة تماماً. فلا يعرف كيفية الذات إلا صاحب الذات ولا يعرف كيفية الصفات إلا الذات نفسها لكن الاستواء والسمع معلوم والبصر معلوم»

ইমাম আহমাদের বক্তব্য 'তোমরা এগুলোকে পরিচালিত করো যেভাবে এসেছে সেভাবে। এর অর্থ হচ্ছে, এগুলোকে যেভাবে এসেছে সেভাবে বুঝ, এগুলোর গভীরে গিয়ে ধরন জানার প্রচেষ্টা চালানো ব্যতীতই। আর যারা বলে, সালাফে সালেহীনের মাযহাব ছিল তাফওয়ীদ্ব বা অর্থশূন্য করে শুধু শব্দের ওপর ঈমান আনা, প্রথমেই তাদের ওপর দু'টি বিষয় আপতিত হবে। আর যেমনটি প্রবাদে আছে, দু'টি জিনিসের মধ্যে যেটি সবচেয়ে বেশি মিষ্ট সেটিই তিতা।

সে দু'টি জিনিসের প্রথমটি হচ্ছে, এটা বলা যে, যেসব আয়াতে মহান আল্লাহ তাঁর নিজের গুণ বর্ণনা করেছেন সেসব আয়াত, যদিও সেসব অগণিত অসংখ্য হাদীসকে আলোচনার বাইরেও রাখি, যাতে নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর রবের গুণাবলি বর্ণনা করেছেন, সেসব যাবতীয় ভাষ্যের অর্থ তাফওয়ীদ্ব নীতি অবলম্বনের কারণে বলা হয় যে, আমরা এগুলোর অর্থ মোটেই বুঝি না, বরং আমরা জানি না কেন আমাদের মহান রব এগুলো তাঁর কিতাবে নাযিল করেছেন, আমরা তাও জানি না, কেন তাঁর নবী সেগুলো দিয়ে তার রবকে গুণান্বিত করেছেন, আমাদের কর্তব্য হচ্ছে আমরা কুরআন ও সুন্নাহ'য় আসা এসব গুণাবলির অর্থ না বুঝা ও না জানা, তাহলে আমাদের জানা উচিত আল্লাহ তা'আলা কিছু গোষ্ঠীর ব্যাপারে মারাত্মক অখুশী প্রকাশ করেছেন, যারা কুরআনে কারীম বুঝার

ব্যাপারে গুরুত্ব দেয় না, যখন রাব্বুল আলামীন বলেন, ﴿أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَىٰ قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا﴾ [محمد:٢٤]. 'তারা কি কুরআন নিয়ে চিন্তা গবেষণা করবে না? নাকি তাদের অন্তরে তালা আছে?' [সূরা মুহাম্মাদ, আয়াত: ২৪]

সন্দেহ নেই, ইসলামের সাথে সম্পৃক্ত সবচেয়ে বড় জিনিস হচ্ছে সেই রব সম্পর্কে জানা, যিনি এ দীন প্রবর্তন করেছেন, আর তা করেছেন তাঁর নবীর যবানীতে, তাহলে যখন আল্লাহর গুণাবলি সংক্রান্ত আয়াত ও হাদীসের ক্ষেত্রে বলা হয় যে, আমরা এগুলো থেকে কিছুই বুঝি না, তাহলে তো তারা আল্লাহর আয়াত ও রাসূলের হাদীস থেকে মোটেই কোনো শিক্ষা গ্রহণ করতে পারেনি। তারা তো তখন সে আয়াতের অধীন হয়ে যাবে, যাদের সম্পর্কে পূর্বোক্ত আয়াতে বলা হয়েছে, ﴿أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَىٰ قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا﴾ [محمد:٢٤]. 'তারা কি কুরআন নিয়ে চিন্তা গবেষণা করবে না? নাকি তাদের অন্তরে তালা আছে?' [সূরা মুহাম্মাদ, আয়াত: ২৪] অনুরূপ তারা সে আয়াতেরও অন্তর্ভুক্ত হবে, যাদের ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, ﴿لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا﴾ [الحج:٤٦]. 'তাদের রয়েছে এমন কিছু হৃদয় যার দ্বারা তারা কিছু বুঝে না' [সূরা আল-হাজ্জ, আয়াত: ৪৬] আরও বলেছেন, ﴿وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ﴾ [العنكبوت:٤٣]. 'আর কুরআনের এসব উদাহরণ কেবল আলেমগণই বুঝতে পারে।' [সূরা আল-আনকাবূত, আয়াত: ৪৩]

আর আল্লাহর আয়াতসমূহ আল্লাহর পক্ষ থেকে নাযিল করা হয়েছে কেবল তা বুঝার জন্য, তা অনুধাবন করার জন্য, যদি সেটা আকীদাহ সম্পর্কিত হয় তাহলে সেগুলোকে আকীদাহ হিসেবে গ্রহণ করবে, আর যদি সেটি বিধি-বিধান সম্বলিত হয় তবে সেটাকে বিধান হিসেবে গ্রহণ করবে ও তার ওপর আমল করবে।

তাহলে তা যখন মহান আল্লাহর গুণাবলি সংক্রান্ত হবে আর তা বুঝা না যায় তখন তো আমরা আমাদের রব সম্পর্কে কিছুই জানতে পারলাম না, কেবল বুঝলাম যে, তাঁর একটা অস্তিত্ব আছে।

(বস্তুত এর চেয়ে দুর্ভাগ্য আর কিছু নয় যে, আল্লাহর সৃষ্টি হয়েও তাঁর ব্যাপারে কিছুই জানতে পারিনি, তবে বাস্তব কথা হচ্ছে তারা সকল গুণের ব্যাপারে সেটা বলে না।)

যদি তাদের কথা যে 'এসব গুণাবলির আয়াত থেকে কিছুই বুঝা যায় না' এটা সত্য হয়, তাহলে সেসব আয়াতের ব্যাপারে কী বলবে, যেসব গুণ সাব্যস্তের ব্যাপারে তারা সবাই একমত, এমনকি তাদের পরবর্তী আলেমগণও, যেমন, ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ﴾ [الشورى:١١]. 'তাঁর মতো কোনো কিছু নেই, তিনি সর্বশ্রোতা ও সর্বদ্রষ্টা'। [সূরা আশ-শূরা, আয়াত: ১১] তাদের পূর্বোক্ত নীতি যদি এখানে কার্যকর করা হয় তাহলে সেটার দাবী হচ্ছে তারা এখানে আসা আল্লাহর গুণ 'আস-সামী' শব্দটিকে তাফওয়ীদ্ব করে বলা যে, এর অর্থ জানা যায় না। তাহলে সেটা অনুযায়ী আমরা কি বলবো, আমরা জানি না আস-সামী' থেকে সাম' নামক সিফাতের অর্থ কী? আর আল-বাসীর থেকে 'বাসার' নামক সিফাত এর অর্থ কী? অনুরূপ কথাই কি বলা হবে, ক্বাদীর, হাকীম, আলীম ইত্যাদি সিফাতসমূহের ব্যাপারে? বস্তুত এ তথাকথিত 'তাফওয়ীদ্ব' বা অর্থ না করার নীতির উদ্দেশ্য হচ্ছে আমরা এসব গুণের গুণটির অর্থই জানি না, তখন অর্থ দাঁড়াবে, আমরা একজন রবের অস্তিত্বের ওপর ঈমান আনলাম, কিন্তু তাঁর গুণসমূহের কোনো গুণ সম্পর্কে আমরা কিছু জানি না। এভাবে বললে

তো আমরা বান্দাদের রব আল্লাহর সাথেই কুফুরী করলাম, যখন তথাকথিত তাফওয়ীদ্ব নীতির মাধ্যমে তাঁর গুণাবলিকে অস্বীকার করলাম। এভাবেই যারা তথাকথিত তাফওয়ীদ্ব নীতি অবলম্বন করে তাদের রদ্দ করা হবে।

দ্বিতীয় জিনিস হচ্ছে, তাদেরকে বলা যে, যদি ইমাম আহমাদ ও অন্যান্যরা বলে থাকেন যে, 'এ গুণবাচক আয়াতগুলোকে যেভাবে এসেছে সেভাবে চালিয়ে নিয়ে যাও' (যার অর্থ তোমাদের ধারণা অনুযায়ী, অর্থ না বুঝে পার হয়ে যাওয়া) তাহলে ইমাম আহমাদের পূর্বে দারুল হিজরাত মদীনার ইমাম মালিক ইবন আনাস রাহিমাহুল্লাহ তিনিও কি একই মাযহাব পোষণ করতেন? যখন তার কাছে সেই প্রশ্নকারী এসে জিজ্ঞেস করেছিল, হে মালিক, 'রহমান 'আরশের উপর উঠেছেন' কীভাবে উঠলেন? তিনি জবাবে বলেছিলেন, ইস্তেওয়া বা 'উপরে উঠা' জানা কথা। তিনি বলেছেন, 'ইস্তেওয়া মা'লুমূন' বা ইস্তেওয়া জানা কথা। এ কথা বলেননি যে, 'ইস্তেওয়া' এর অর্থ তাফওয়ীদ্ব কর। বরং বলেছেন, 'ইস্তেওয়া মা'লুমূন' বা ইস্তেওয়া জানা কথা আর সেটা হচ্ছে উপরে থাকা, ঊর্ধ্বে উঠা। তবে সেটার ধরন অজানা। এটাই হচ্ছে সালাফে সালেহীনের মত। আর এজন্যই ইমাম মালিক রাহিমাহুল্লাহ'র কথার বাকী অংশ হচ্ছে, এ লোকটিকে বের করে দাও; কেননা সে বিদ'আতী লোক। এ প্রশ্নকারী লোকটিকে কেবল আল্লাহর বাণী ﴿الرَّحْمَٰنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَىٰ﴾ [طه:٥] এ আয়াতে তার কাছে কোনো শব্দের অর্থ গোপন থাকায় সেটা জিজ্ঞেস করার কারণে বের করে দেয়া হয়নি, বিদ'আতী বলা হয়নি, বরং তাকে তো বের করে দেয়া হয়েছে ও বিদ'আতী বলা হয়েছে এ কারণে যে, সে 'ইস্তেওয়া' এর ধরন জানতে চেয়েছে। আর সে জন্যই ইমাম মালিকের এ বাণী সালাফে সালেহীন ও তাদের সুন্দর অনুসারীদের প্রতিনিধিত্ব করেছে। যার মূল কথা হলো, আল্লাহর গুণাবলি সংক্রান্ত আসা যাবতীয় আয়াত ও সকল হাদীসের অর্থ আভিধানিকভাবে আমরা বুঝি; কিন্তু তার ধরন আমাদের সম্পূর্ণ আজানা। সুতরাং সে সত্তা ব্যতীত তাঁর সত্তার ধরন অন্য কেউ জানে না, অনুরূপ সে সত্তা ব্যতীত অন্য কেউ তাঁর গুণাবলির ধরন জানে না। কিন্তু 'ইস্তেওয়া', সাম', বাছার এগুলোর অর্থ জ্ঞাত জিনিস।"(৭৮৯)

- অন্যত্র তিনি আল্লাহ তা'আলার গুণাবলি সম্পর্কে বলেন,

وصفاته عند العلماء تنقسم إلى قسمين: صفة فعل وصفة ذات، فـ ﴿الرَّحْمَٰنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَىٰ﴾ (طه:٥)

صفة فعل، نزوله ينزل الله كل ليلة إلى السماء الدنيا صفة فعل أيضاً، لكن نزوله ليس كنزول الناس، واستواؤه

ليس كاستوائنا

"আর আল্লাহর গুণাবলি দু'ভাগে বিভক্ত: কর্মগত গুণ ও সত্তাগত গুণ। সুতরাং "রহমান 'আরশের উপর উঠেছেন" [সূরা ত্বা-হা, আয়াত: ০৫] এটি কর্মগত গুণ। অনুরূপ তাঁর অবতরণ, "প্রতি রাতে আল্লাহ তা'আলা নিকটতম আসমানে নেমে আসেন" এটাও কর্মগত গুণ। কিন্তু তাঁর অবতরণ মানুষের অবতরণের মতো নয়, আর তাঁর উপরে উঠা আমাদের উপরে উঠার মতো নয়।"(৭৯০)

- অন্যত্র তিনি 'আরশের উপরে বলতে কি কোনো স্থান বুঝাচ্ছে? সেটার জবাব দিয়ে বলেন,

৭৮৯. প্রাগুক্ত (৬/৫৪-৫৬)।

৭৯০. প্রাগুক্ত (৬/৭৯)।

[قال الذهبي في العلو:]

و [مما] يدل على أن الباري تبارك وتعالى عال على الأشياء فوق عرشه المجيد، غير حالّ في الأمكنة؛ قوله تعالى:
﴿وَسِعَ كُرْسِيُّهُ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضَ ۖ وَلَا يَـُٔودُهُۥ حِفْظُهُمَا ۚ وَهُوَ ٱلْعَلِىُّ ٱلْعَظِيمُ﴾ ...

[قال الإمام معلقًا]:

تأمل هذه الكلمة، فإنها من الحق الذي حمل الجهلُ به الجماهير على جحد ما دلت عليه هذه الأدلة الكثيرة من الكتاب والسنة من علوه تعالى على عرشه، وعلى الطعن بالسلفيين المؤمنين به، زاعمين أن السلفيين بإيمانهم هذا جعلوا لله عز وجل مكاناً فوق العرش، تعالى الله عما يقول الظالمون علواً كبيراً، فهذا هو المؤلف، وهو من كبار أئمتهم يصرح بتنزيهه تعالى عن الحلول في الأمكنة كلها. وما يحمل أولئك الجماهير على ذلك إلا توهمهم، أن الإيمان بعلوه عز وجل على خلقه؛ يستلزم أن يكون حالًّا في مكان، قالوا: وهذا باطل، وما لزم منه باطل فهو باطل، وجهلوا أو تجاهلوا أن المكان أمر وجودي، وأنه ليس فو ق العرش وجود حادث، وبالتالي فليس ثمة مكان إطلاقاً، فالله تبارك وتعالى فوق عرشه، وليس في مكان أصلاً.

ومن العجيب أن هؤلاء الذي لم يؤمنوا بعد بعلوه عز وجل على عرشه فراراً من الإيمان بالمكان المزعوم، قد وقعوا على أم رأسهم في الإيمان بأن الله في الأمكنة حقيقةً، وذلك بقولهم: الله موجود في كل مكان.

[ইমাম যাহাবী তার আল-'উলু গ্রন্থে বলেন]

আর যা প্রমাণ করে যে, মহান আল্লাহ সবকিছুর উপরে, তাঁর সম্মানিত 'আরশের উপরে, তবে সেটা পরিচিত কোনো জায়গায় প্রবেশ করা নয়, তার দলীল আল্লাহর বাণী "তাঁর 'কুরসী' আসমানসমূহ ও যমীনকে পরিব্যাপ্ত করে আছে; আর এ দু'টোর রক্ষণাবেক্ষণ তাঁর জন্য বোঝা হয় না। আর তিনি সুউচ্চ সুমহান।" [সূরা আল-বাক্বারাহ, আয়াত: ২৫৫]

শাইখ আবু আব্দির রহমান মুহাম্মাদ নাসেরুদ্দীন আল-আলবানী বলেন, এ বাক্যটি নিয়ে চিন্তা কর, এটি এমন এক সত্য ও সঠিক বক্তব্য, যা না জানার কারণে অনেক মানুষকে দেখা যায় কুরআন ও সুন্নাহ'র এসব বহুবিধ প্রমাণ থাকা সত্ত্বেও তারা আল্লাহ তা'আলাকে তাঁর 'আরশের উপরে থাকাকে অস্বীকার করে যাচ্ছে। তাছাড়া তারা সালাফে সালেহীনের অনুসারীদের ওপর দোষারোপ করছে যারা এর ওপর ঈমান রাখে। এ মানুষগুলো মনে করছে যে, সালাফে সালেহীনের অনুসারীরা মহান আল্লাহর জন্য 'আরশের উপরে একটি স্থান নির্ধারণ করে নিয়েছে [যে রকম স্থান তারা দুনিয়াতে সৃষ্টিকুলের জন্য নির্ধারণ করে], যালিমরা যা বলে তা থেকে আল্লাহ অনেক ঊর্ধ্বে। এই যে গ্রন্থকার [ইমাম যাহাবী] তিনি সালাফে সালেহীনের অনুসারী একজন বড় ইমাম, তিনি এভাবে স্থান নির্ধারণ থেকে আল্লাহকে পবিত্র ঘোষণা করছেন। আল্লাহ তা'আলা কোনো প্রকার স্থানে প্রবেশ করার থেকে অনেক ঊর্ধ্বে। এসব মানুষ যারা সালাফে সালেহীনের অনুসারীদেরকে এরকম দোষ দিচ্ছে, তারা যে কারণে এটা করছে তা হচ্ছে, তারা মনে করছে, মহান আল্লাহকে তাঁর

সকল সৃষ্টির উপরে বলা এটা বলা বাধ্য করে যে, তিনি কোনো স্থানে প্রবেশ করে আছেন, তারা বলে, এটা তো বাতিল, আর যা বাতিল কিছু আনতে বাধ্য করে তাও বাতিল। এ লোকগুলো জানতে পারেনি কিংবা না জানার ভান করেছে যে, স্থান তো একটি অস্তিত্ব প্রদানকৃত জিনিসের নাম, 'আরশের উপর কোনো অস্তিত্ব প্রদানকৃত জিনিস নেই। সুতরাং সেখানে এমন কোনো স্থান নেই যা মানুষের ধারণার মধ্যে আসে। সুতরাং মহান আল্লাহ তাবারকা ওয়া তা'আলা 'আরশের উপর, তিনি কোনো স্থানের অভ্যন্তরে নন।

আশ্চর্যের বিষয় হচ্ছে, যারা মহান আল্লাহ তা'আলাকে এখনও 'আরশের উপর থাকার উপর ঈমান আনেনি, এ তথাকথিত স্থান নির্ধারণ থেকে বাঁচার জন্য তারাই আবার পুরোপুরিভাবে এ ঈমান পোষণ করে থাকে যে, আল্লাহ তা'আলা বহু জায়গায়। আর তা তাদের সে কথার মাধ্যমে, যখন তারা বলে, আল্লাহ সর্বত্র বিরাজমান।"(৭৯১)

- অনুরূপভাবে, তিনি 'আরশের উপর উঠা এবং 'আরশের উপর থাকার বিষয়ে সালাফে সালেহীনের বক্তব্য বর্ণনা করার পর বলেন,

«واعلمْ أنَّ لفظةَ (بائنٌ) كَثُرَ ورودُهَا فِي عقيدةِ السَّلفِ فِي قولهم: «هُوَ تَعَالى عَلَى عَرْشِهِ، بائِنٌ من خَلْقِهِ» وحكاها أبو زرعة وأبو حاتم الرّازيانِ عَنِ العلماءِ فِي جميعِ الأمصارِ، وإنَّما نطقَ العلماءُ بهاتَيْنِ اللفظتَيْنِ: «بذاتِهِ» و «بائنٌ» - بعدَ أنْ لم تكونَا معروفتينِ فِي عهدِ الصَّحابةِ رضي الله عنهم - لَمَّا ابتدعَ الجهمُ وأتباعهُ القولَ بأنَّ الله فِي كلِّ مكانٍ، فاقتضت ضرورةُ البيانِ أنْ يتلفَّظَ هؤلاءِ الأئمَّةِ الأعلامِ بلفظِ «بائنٌ» دونَ أنْ ينكرهُ أحدٌ منهم».

"জেনে রাখ, আল্লাহ তা'আলার জন্য "সৃষ্টিকুল থেকে আলাদা" বাক্যটি সালাফে সালেহীনের আকীদায় প্রচুর পরিমাণে ব্যবহৃত হয়েছে, যখন তারা আল্লাহ তা'আলা সম্পর্কে বলেন, "মহান আল্লাহ তাঁর 'আরশের উপরে, সৃষ্টিকুল থেকে আলাদা" আর তা বিখ্যাত আলেমগণ থেকে ইমাম আবু যুর'আহ আর-রাযী ও ইমাম আবু হাতেম আর-রাযী বর্ণনা করেছেন। বস্তুত আলেমগণ এ দু'টি বাক্য, 'সত্তাগতভাবে' ও 'আলাদা' ব্যবহার করেছেন, কিন্তু সাহাবায়ে কেরামের যুগে এভাবে ব্যবহার করা দেখা যায়নি। তার কারণ হচ্ছে, জাহম ও তার অনুসারী লোকদের এটা বলা যে, আল্লাহ তা'আলা সব জায়গায় বিরাজমান। তখন অবস্থার চাহিদা অনুযায়ী এ ইমামগণ কর্তৃক 'আলাদা' শব্দটি ব্যবহার করা জরুরী হয়ে পড়েছিল, তখন কেউ সেটার বিরোধিতা করেনি।"(৭৯২)

- ইমাম আবু আব্দির রহমান মুহাম্মাদ নাসেরুদ্দীন আল-আলবানী রাহিমাহুল্লাহ আল্লাহ তা'আলা কর্তৃক সকল সৃষ্টির উপরে থাকার বিষয়ে আলোচনা করে বলেন,

يجب أن نعلم في هذا الصدد أن الله تبارك وتعالى له كل صفات الكمال، وهو منزه عن جميع صفات النقصان، وأن صفات الكمال منها ما هو معلوم بمجرد العقل والفطرة السليمة، وهذا قليل، مثل كون الله عز وجل فوق المخلوقات كلها، فهذا يعرف بمجرد العلم بأن الله عز وجل يليق به كل صفات الكمال، كأن يكون الله عز وجل فوق المخلوقات ولا عكس فهو مما يُعْرَفُ ببديهة العقل، ومع ذلك فقد جاءت النصوص الكثيرة

৭৯১. প্রাগুক্ত (৬/৩৯৫)।

৭৯২. মুখতাসারুল 'উলূ, পৃ. ১৭।

في الكتاب والسنة تصرح تصريحاً ليس بعده تصريح بأن الله عز وجل فوق المخلوقات كلها، وبعض هذه النصوص تبين بأنه فوق العرش بصورة خاصة، كآية ﴿الرَّحْمَٰنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَىٰ﴾ (طه:٥) التي تكررت في عديد من الآيات الكريمة أشهر من أن تذكر، فالعرش خلق من خلق الله عز وجل، بل هو أعظم مخلوقات الله تبارك وتعالى، فتنصيص رب العالمين على أنه فوق العرش العظيم هو من العقائد التي يجب على المسلم أن يتبناها ولا يجوز له أن ينحرف عن دلالتها الظاهرة إلى المعاني المخترعة المبتدعة والتي يذهب إليها كثير من علماء الكلام المعروفين بانحرافهم عما كان عليه السلف الصالح من الإيمان بآيات الصفات كلها وأحاديث الصفات كلها، دون أي تحريف أو تأويل.

وقد تواتر أو على الأقل اشتهر عن الإمام مالك رحمه الله أنه جاءه رجل فقال: يا مالك! الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟، فكان جوابه رحمه الله أن قال: الاستواء معلوم، يعني: لغةً، وهو العلو، الاستواء لغة معناه العلو، هكذا يعني الإمام مالك بقوله: الاستواء معلوم، والكيف مجهول، والسؤال عنه بدعة، والسؤال عنه أي: عن الكيف بدعة، فالإمام مالك رحمه الله يقرر في جوابه هذا للسائل العقيدة السلفية الجامعة لكل صفات الله عز وجل، فهي تثبت كما جاءت وبالمعنى الثابت لغة ولكن لا [يجوز] تمثيلها وتشبيهها؛ لأن الله عز وجل يقول في القرآن الكريم: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ﴾ (الشورى:١١) ففي الآية نفي وهو تنزيه (ليس كمثله شيء) وفي الآية إثبات لصفتين من صفات الله عز وجل وهو أنه سميع بصير، فسمعه لا يشبه الأسماع، وبصره لا يشبه الأبصار، ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ﴾.

"আমাদেরকে এ বিষয়ে এটা জানা আবশ্যক যে, মহান আল্লাহ তাবারকা ও তা'আলার রয়েছে যাবতীয় পূর্ণতা প্রকাশক গুণাবলি, তিনি সকল প্রকার ত্রুটিযুক্ত গুণ থেকে মুক্ত। আর পূর্ণতা প্রকাশক গুণের মধ্যে কিছু আছে যা বিবেকের যুক্তি, সুস্থ স্বাভাবিক প্রকৃতির মাধ্যমে মানুষ জানতে পারে। তবে এর সংখ্যা কম। যেমন, আল্লাহ তা'আলা সকল সৃষ্টির উপরে থাকবেন। যে কেউ এটা জানবে যে, আল্লাহর জন্য সেসব গুণাবলি উপযুক্ত যা পূর্ণতা প্রকাশক, যেমন তিনি সকল সৃষ্টিকুলের উপরে থাকবেন, বিপরীতটি নয়, তার বিবেকের একেবারে সামান্যতম ব্যবহারেই সে এর সত্যতা বুঝতে পারে। তারপরও কুরআন ও সুন্নাহ'য় এত বেশি ভাষ্যে এ বিষয়টিকে অত্যন্ত স্পষ্টভাবে বর্ণনা করা হয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলা তাঁর সকল সৃষ্টির উপরে রয়েছেন, এর পরে আর স্পষ্ট করে বর্ণনা করার কিছু নেই। এসব ভাষ্যের মধ্যে কিছু ভাষ্য এটা প্রমাণ করে যে, আল্লাহ তা'আলা বিশেষভাবে 'আরশের উপর রয়েছেন, যেমন ﴿الرَّحْمَٰنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَىٰ﴾ [طه:٥] 'রহমান 'আরশের উপর উঠেছেন' [সূরা ত্বা-হা, আয়াত: ০৫] এ আয়াতটি, যা বেশ কয়েকটি আয়াতে বারবার বর্ণনা করা হয়েছে। বস্তুত 'আরশ মহান আল্লাহর সৃষ্টিসমূহের মধ্যে একটি সৃষ্টি। বরং তা আল্লাহর সৃষ্টিকুলের মধ্যে [আমাদের জানা মতে] সবচেয়ে বড় সৃষ্টি। তাই রব্বুল আলামীন যেখানে সরাসরি নির্দিষ্টভাবে বলেছেন যে, তিনি সে মহা 'আরশের উপর, তাহলে সে আকীদাহ প্রত্যেক মুসলিমের গ্রহণ করা ফরয, কোনো মুসলিমের জন্য

এর প্রকাশ্য নির্দেশনা থেকে নতুন করে বানানো অর্থের দিকে নিজেকে নিয়ে যাওয়া কখনো জায়েয হবে না। যে দিকে সেসব কালামশাস্ত্রবিদ আলেমগণ গিয়েছেন যারা সালাফে সালেহীনের মত ও পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে গেছেন। কারণ, সালাফে সালেহীন আল্লাহর গুণাবলি সংক্রান্ত সকল আয়াত ও হাদীসের ওপর কোনো ধরনের বিকৃতি কিংবা অপব্যাখ্যা ব্যতীতই ঈমান আনতেন।

মুতাওয়াতির পদ্ধতি (সন্দেহাতীতভাবে) অথবা বলবো প্রসিদ্ধ পদ্ধতিতে ইমাম মালিক রাহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, তার কাছে এক লোক এসে বললো, হে মালিক, 'রহমান 'আরশের উপর উঠেছেন' কীভাবে উঠলেন? তখন মালিক রাহিমাহুল্লাহ'র জবাব ছিল, 'ইস্তেওয়া' শব্দের অর্থ জানা, অর্থাৎ আভিধানিকভাবে, তা হচ্ছে উপরে থাকা, এটাই ইমাম মালিক তার 'ইস্তেওয়া শব্দের অর্থ জানা' এ কথা দ্বারা বুঝিয়েছেন। তারপর তিনি বলেছেন, 'তবে ধরন অজানা, সেটা সম্পর্কে অর্থাৎ ধরণ সম্পর্কে প্রশ্ন করা বিদ'আত।' এভাবে তিনি তার উত্তরে সালাফে সালেহীনের নীতি দিয়ে উত্তর দিয়েছেন যা মহান আল্লাহর সকল গুণের ক্ষেত্রে সমভাবে প্রযোজ্য। সুতরাং সেসব গুণাবলিকে যেভাবে এসেছে সেভাবে সাব্যস্ত করা হবে, অভিধানে তার যে অর্থটি সুসাব্যস্ত সেটা অনুযায়ী, কিন্তু সাথে সাথে কোনো প্রকার উপমা কিংবা সাদৃশ্য নির্ধারণ করাও জায়েয হবে না। কারণ, আল্লাহ তা'আলা কুরআনে কারীমে বলেছেন, "তাঁর মতো কোনো কিছু নেই আর তিনি সর্বশ্রোতা সর্বদ্রষ্টা।" [সূরা আশ-শূরা, আয়াত: ১১] এ আয়াতে যখন বলা হয়েছে 'তার মতো কোনো কিছু নেই' তখন কিছু জিনিস 'না' করা হয়েছে, যা দ্বারা আল্লাহকে পবিত্র ঘোষণা করা উদ্দেশ্য। আর আয়াতে 'হ্যাঁ' করা হয়েছে মহান আল্লাহর গুণসমূহ থেকে দু'টি গুণকে, তা হচ্ছে, সাম' ও বাসার অর্থাৎ শোনা ও দেখাকে। তাই বলা হবে, তাঁর শোনা অন্য কারও শোনার মতো নয়, তাঁর দেখাও অন্য কারও দেখার মতো নয়, "তাঁর মতো কোনো কিছু নেই আর তিনি সর্বশ্রোতা সর্বদ্রষ্টা।"[৭৯৩]

শাইখ আবদুল আযীয ইবন আবদুল্লাহ ইবন বায (১৪২০ হিজরী)

শাইখ আবদুল আযীয ইবন আবদুল্লাহ ইবন বায রাহিমাহুল্লাহ, যিনি ছিলেন সালাফে সালেহীনের নমুনা। তিনি তার অধিকাংশ আলোচনায় আল্লাহ সম্পর্কিত সালফে সালেহীনের সহীহ আকীদাহ তুলে ধরতেন। সেগুলো একত্র করলে আরেকটি গ্রন্থ হয়ে যাবে। এখানে শুধু নমুনাস্বরূপ কিছু ভাষ্য বর্ণনা করা হলো:

- শাইখ ইবন বায রাহিমাহুল্লাহকে তিনি কোন আকীদাহ পোষণ করেন সেটা জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি যা বলেন তা হচ্ছে,

  عقيدتي التي أدين الله بها وأسأله سبحانه أن يتوفاني عليها هي: الإيمان بأنه سبحانه هو الإله الحق المستحق للعبادة، وأنه سبحانه فوق العرش قد استوى عليه استواء يليق بجلاله وعظمته بلا كيف، وأنه سبحانه يوصف بالعلو فوق جميع الخلق، كما قال سبحانه: ﴿الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى﴾ (١) وقال عز وجل: ﴿إِنَّ رَبَّكُمُ اللهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ﴾ (٢) الآية، وقال عز وجل في

793 প্রাগুক্ত (৬/৪০৮)।

آخر آية الكرسي: ﴿وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ﴾ (٣) وقال عز وجل: ﴿فَالْحُكْمُ لِلَّهِ الْعَلِيِّ الْكَبِيرِ﴾ (٤) وقال سبحانه: ﴿إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ﴾ (٥) والآيات في هذا المعنى كثيرة.

"আমার আকীদাহ-বিশ্বাস যার মাধ্যমে আমি আল্লাহর আনুগত্য করি আর আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার কাছে প্রার্থনা করি, তিনি যেন আমাকে এর ওপরই মৃত্যু দেন, তা হচ্ছে, এ ঈমান পোষণ করা যে, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা তিনিই হচ্ছেন হক্ক মা'বুদ, ইবাদাত পাওয়ার অধিকারী, আরও ঈমান আনি যে, আল্লাহ তা'আলা তাঁর 'আরশের উপর, তিনি সেটার উপর উঠেছেন, যেভাবে উপরে উঠা তাঁর সম্মান, মর্যাদার সাথে উপযুক্ত কোনো প্রকার ধরণ নির্ধারণ ব্যতীতই। আরও ঈমান আনি যে, তিনি সকল সৃষ্টির উপর রয়েছেন এ গুণে তাঁকে গুণান্বিত করতে হবে, যেমনটি আল্লাহ বলেছেন, "রহমান 'আরশের উপর উঠেছেন।" [সূরা ত্বা-হা, আয়াত: ০৫], মহান আল্লাহ আরও বলেছেন, "নিশ্চয় তোমাদের রব আল্লাহ্ যিনি আসমানসমূহ ও যমীন ছয়দিনে সৃষ্টি করেছেন; তারপর তিনি 'আরশের উপর উঠেছেন।" [সূরা আল-আ'রাফ, আয়াত: ৫৪], মহান আল্লাহ আয়াতুল কুরসীর শেষে বলেছেন, "আর এ দু'টোর রক্ষণাবেক্ষণ তাঁর জন্য বোঝা হয় না। আর তিনি সুউচ্চ সুমহান।" [সূরা আল-বাক্বারাহ, আয়াত: ২৫৫], মহান আল্লাহ আরও বলেন, "সুতরাং যাবতীয় কর্তৃত্ব সমুচ্চ, মহান আল্লাহরই।" [সূরা গাফির, আয়াত: ১২] মহান আল্লাহ আরও বলেছেন, "তাঁরই দিকে পবিত্র বাণীসমূহ হয় সমুত্থিত এবং সৎকাজ, তিনি তা করেন উন্নীত।" [সূরা ফাত্বির, আয়াত: ১০] এ অর্থে আরও বহু আয়াত এসেছে।"[৭৯৪]

- অন্যত্র তিনি বলেন,

أنه جلّ وعلا موصوف بصفات الكمال منزه عن صفات النقص والعيب، فهو كما أخبر عنه الرسول محمد عليه الصلاة والسلام له الأسماء الحسنى وله الصفات العلا.

فواجب على المؤمن أن يؤمن بكل ما أخبر الله عنه ورسوله من أسماء الله وصفاته، ويعرفها كما جاءت؛ لا يغير ولا يبدل ولا يزيد ولا ينقص، بل يعرفها كما جاءت من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، بل تثبت كما أثبتها السلف الصالح.

فمن ذلك الاستواء، والنزول، والوجه، واليد، والرحمة، والعلم، والغضب، والإرادة وغير ذلك من صفات الله عز وجل؛ فتثبت له سبحانه كما جاء في الكتاب العزيز وكما جاء في السنة الصحيحة، نثبتها له كما أثبتها السلف الصالح من أهل السنة والجماعة، كما أثبتتها الرسل عليهم الصلاة والسلام.

فنقول: استوى على العرش استواء يليق بجلاله وعظمته، ليس كما تقول الجهمية: استولى؛ فانه ليس في موقف المغالب جل وعلا، فلا أحد يغالبه؛ فهو مستول على كل شيء جل وعلا، ولكن الاستواء صفة خاصة بالعرش، معناه العلو والارتفاع؛ فهو عال فوق خلقه مرتفع فوق عرشه استواء يليق به سبحانه لا يشابه خلقه

৭৯৪. মাজমূ' ফাতাওয়া ওয়া মাকালাত মুতানাও'য়িয়াহ, আবদুল আযীয ইবন বায (৮/৪৩-৪৫)।

في شيء من صفاته جل وعلا؛ فاستواؤه أمر معروف كما قال مالك رحمه الله: «الاستواء معلوم والكيف، مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة»، وكما قال ربيعة شيخ الإمام مالك رحمهما الله، وكما قالته أم سلمه رضي الله عنها، وكما قاله أهل السنة والجماعة؛ فالصفات معلومة وكيفها مجهول والإيمان بها واجب.

هذا طريق الصفات كلها العلم، والرحمة، والغضب، والوجه، واليد، والقدم، والأصابع وغير ذلك مما جاءت به الآيات والسنة الصحيحة طريقها واحد، وهكذا حديث النزول؛ نؤمن به ونثبت معناه لله على الوجه اللائق به ولا يعلم كيفيته سواه؛ فنقول: ينزل بلا كيف كما يشاء سبحانه وتعالى نزولا يليق بجلاله وعظمته، لا ينافي علوه وفوقيته سبحانه وتعالى، ولا يشابه نزول المخلوقين.

وهكذا استواؤه على العرش لا ينافي علمه بالأشياء وإحاطته بها، وأنه مع عباده ومع أهل طاعته، مع عباده بعلمه واطلاعه سبحانه وتعالى، كما قال عز وجل: ﴿وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنتُمْ﴾؛ فهذا لا ينافي علوه واستواءه على عرشه؛ فهو معنا بعلمه واطلاعه، وهو فوق العرش سبحانه وتعالى كما يشاء، وكما أخبر جل وعلا، من غير تحريف ولا تكييف، وهو مع أوليائه وأهل طاعته بعلمه وتأييده أيضا وعنايته بهم، وكلاءته لهم ونصره إياهم، فهما معيّتان: معية عامه تقتضي العلم والإحاطة ورؤية العباد، وأنه لا تخفى عليه

“আর মহান আল্লাহ সকল প্রকার পূর্ণতাজ্ঞাপক গুণে গুণান্বিত, সকল প্রকার দোষ-ত্রুটি প্রকাশক গুণ থেকে মুক্ত ও পবিত্র। তিনি তেমনি, যেমনটি তাঁর ব্যাপারে তাঁর রাসূল মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম জানিয়েছেন, তাঁর রয়েছে সুন্দর সুন্দর নাম ও সুউচ্চ গুণাবলি।

সুতরাং মুমিনের ওপর কর্তব্য হচ্ছে, আল্লাহর নাম ও গুণের ব্যাপারে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল যা যা সংবাদ দিয়েছেন তার ওপর যথাযথ ঈমান আনয়ন করা, সেগুলোকে যেভাবে এসেছে সেভাবে চেনা, বিগড়ে ফেলা যাবে না, পরিবর্তন সাধন করা যাবে না, পরিবর্ধন করা যাবে না, সংকুচিত করা যাবে না। বরং যেভাবে এসেছে সেভাবে কোনো প্রকার বিকৃতি সাধন, অর্থহীন করণ, ধরণ নির্ধারণ ও উপমা প্রদান ব্যতীতই তা জানতে হবে। বরং সেগুলোকে সালফে সালেহীন যেভাবে সাব্যস্ত করেছেন সেভাবে সাব্যস্ত করতে হবে।

তন্মধ্যে অন্যতম গুণ হচ্ছে, 'আরশের উপর উঠা, নিকটতম আসমানে অবতরণ করা, চেহারা, হাত, দয়া, জ্ঞান, ক্রোধ, ইচ্ছা ইত্যাদি গুণসমূহ। সুতরাং এগুলোকে মহান আল্লাহর কিতাব ও সহীহ সুন্নাহ'য় যেভাবে এসেছে সেভাবে আল্লাহর জন্য সাব্যস্ত করা হবে। আমরা সেগুলোকে আল্লাহর জন্য সেভাবে সাব্যস্ত করবো যেভাবে আমাদের সালাফে সালেহীন আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামা'আত সাব্যস্ত করেছেন। যেভাবে রাসূলগণ 'আলাইহিমুস সালাম সাব্যস্ত করেছেন।

তাই আমরা বলবো, আল্লাহ তা'আলা 'আরশের উপর উঠেছেন, যেভাবে উঠা তাঁর সম্মান ও মহত্বের সাথে উপযুক্ত। সেটা নয় যা জাহমিয়্যাহ সম্প্রদায় বলে থাকে যে, তিনি অধিকার করেছেন বা মালিক হয়েছেন। কারণ মহান আল্লাহ বিপরীত কাউকে পরাজয়কারীর অবস্থানে

নন; কারণ কেউ তাঁকে পরাজিত করার ভূমিকায় যেতে পারে না। তিনি সবকিছুর উপর পূর্ণ নিয়ন্ত্রক। বস্তুত 'ইস্তেওয়া' 'আরশের সাথে সম্পৃক্ত আল্লাহ তা'আলার বিশেষ গুণ। যার অর্থ উপরে উঠা ও ঊর্ধ্বে উঠা। তিনি সুউচ্চে রয়েছেন, তাঁর সৃষ্টির উপরে, ঊর্ধ্বে, 'আরশের উপরে, তাতে সেভাবে উঠেছেন যেভাবে উঠা তাঁর সাথে উপযোগী, মহান আল্লাহর এসব গুণে তাঁর কোনো সৃষ্টি তাঁর সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ নয়। সুতরাং তাঁর 'আরশের উপর 'ইস্তেওয়া' করা জানা জিনিস (যার অর্থ, উপরে উঠা।) যেমনটি ইমাম মালিক রাহিমাহুল্লাহ বলেছেন, "ইস্তেওয়া' বা উপরে উঠার বিষয়টি জানা জিনিস, তার ধরন অজানা, তার উপর ঈমান আনয়ন করা ওয়াজিব, তার (ধরণ) সম্পর্কে প্রশ্ন করা বিদ'আত। এরকমই বলেছেন রবী'আহ, যিনি ইমাম মালিকের উস্তাদ ছিলেন। আর এ কথাই বলেছেন, উম্মে সালামাহ রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহা। আর এটাই বলে থাকেন আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আত। সুতরাং এ গুণাবলির অর্থ জানা জিনিস, কিন্তু এগুলোর ধরন অজানা। সেগুলোর ওপর ঈমান আনা ওয়াজিব।

সকল গুণের ক্ষেত্রে এই একই নিয়ম প্রযোজ্য হবে। জ্ঞান, দয়া, ক্রোধ, চেহারা, হাত, পা, আঙ্গুল ইত্যাদি যা আল্লাহর কুরআনের আয়াতে এসেছে, আর যা সহীহ সুন্নাহ'য় এসেছে, এসবের ব্যাপারে একই নীতি কার্যকর হবে। অনুরূপ নিয়মেই আল্লাহ তা'আলা কর্তৃক নিকটতম আসমানে অবতরণ করার গুণটি বুঝতে হবে। আমরা অবতরণ করার অর্থ বুঝি, সেটার অর্থকে যেভাবে তাঁর জন্য উপযুক্ত সেভাবে সাব্যস্ত করি, তিনি ব্যতীত সেটার ধরন আর কেউ জানে না। তাই আমরা বলবো, তিনি যেভাবে ইচ্ছা সেভাবে অবতরণ করেন, কোনো ধরন নির্ধারণ করবো না, এমনভাবে তিনি অবতরণ করেন যেভাবে অবতরণ করা তাঁর সম্মান ও বড়ত্বের সাথে উপযোগী। এ অবতরণ তাঁর উপরে, সর্বোচ্চে থাকাকে নিষেধ করে না। তাঁর অবতরণ কোনো সৃষ্টিকুলের অবতরণের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ নয়।

ঠিক একইভাবে বলা হবে, আল্লাহ তা'আলা কর্তৃক 'আরশের উপর উঠা বস্তুনিচয় সম্পর্কে তাঁর জানা এবং সেগুলোকে জ্ঞানের মাধ্যমে পরিবেষ্টন করার বিরোধী নয়। আবার তিনি তাঁর বান্দাদের সাথে রয়েছেন, তাঁর আনুগত্যকারী বান্দাদের সঙ্গে রয়েছেন, তাঁর বান্দাদের সাথে তিনি তাঁর জ্ঞান ও দেখার মাধ্যমে সাথে আছেন, যেমনটি তিনি বলেছেন, "তিনি তোমাদের সাথে রয়েছেন যেখানেই তোমরা থাক না কেন।" [সূরা আল-হাদীদ, আয়াত: ০৪] এ সাথে থাকা তাঁর উপরে থাকা ও 'আরশের উপর উঠার সাথে সাংঘর্ষিক নয়। তিনি আমাদের সাথে রয়েছেন তাঁর জ্ঞান ও দেখার মাধ্যমে, অথচ তিনি 'আরশের উপরে যেভাবে ইচ্ছা সেভাবে, আর যেমনটি তিনি জানিয়েছেন, কোনো প্রকার বিকৃতি, ধরন নির্ধারণ করা যাবে না। আবার তিনি তাঁর বন্ধুদের সাথে, আনুগত্যকারীদের সাথে রয়েছেন তাঁর জ্ঞানের মাধ্যমে, সাহায্য সহযোগিতার মাধ্যমে, তাদের যথাযথ তত্ত্বাবধানের মাধ্যমে, তাদের যথাযথ হিফাযত করার মাধ্যমে, তাদেরকে সাহায্য করার মাধ্যমে। তাহলে এখানে দু' ধরনের সাথে থাকা রয়েছে। একটি হচ্ছে, সর্বব্যাপী 'সাথে থাকা' যা জ্ঞান ও পরিবেষ্টন করাকে বুঝায়, আর বান্দাদেরকে দেখা এবং তারা কেউ যে তাঁর কাছে গোপন থাকে না। [অপর 'সাথে থাকা' হচ্ছে বিশেষভাবে সাথে থাকা, যা তার বিশেষ বান্দাদের সাথে, তার দ্বারা জানা ও দেখার সাথে সাথে তাদের সাহায্য করাও অন্তর্ভুক্ত যা পূর্বে বর্ণনা করা হয়েছে।]"[৭৯৫]

৭৯৫. ইবন বায, উসূলুল ঈমান, পৃ. ৫৯-৬০।

অন্যত্র তিনি বলেন,

﴿الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ﴾. أي ثم ارتفع على العرش وعلا فوقه سبحانه وتعالى. فعلمه في كل مكان وهو فوق العرش. فوق جميع المخلوقات. والعرش سقف المخلوقات وهو أعلى المخلوقات والله فوقه جل وعلا. استوى عليه استواءً يليق بجلاله لا يشابه خلقه في شيء من صفاته.

"যিনি আসমান ও যমীন সৃষ্টি করেছেন তারপর তিনি 'আরশের উপর উঠেছেন।" [সূরা আল-আ'রাফ, আয়াত: ৫৪] এখানে (সুম্মা ইস্তাওয়া 'আলাল 'আরশ) এর অর্থ, তারপর তিনি 'আরশের উপরে উঠলেন, তার ঊর্ধ্বে উঠলেন। সুতরাং সকল জায়গায় তাঁর জ্ঞান, কিন্তু তিনি 'আরশের উপর, সকল সৃষ্টিকুলের উপর। আর 'আরশ হচ্ছে সকল সৃষ্টির ছাদ। তা সবচেয়ে উপরের সৃষ্টি আর মহান আল্লাহ তার উপরে'। তিনি সে 'আরশের উপর উঠেছেন যেভাবে উঠা তাঁর সম্মান ও মর্যাদার সাথে উপযোগী, তাঁর গুণের সাথে তাঁর কোনো সৃষ্টির কোনো সাদৃশ্য নেই।"[৭৯৬]

অন্যত্র তিনি বলেন,

ولهذا قال: ﴿إِنِّي مُنَزِّلُهَا عَلَيْكُمْ﴾ [المائدة: ١١٥].

فدل ذلك على: أن ربنا جل وعلا يطلب من أعلى، وأنه في العلو سبحانه وتعالى فوق السماوات، وفوق جميع الخلائق، وفوق العرش، قد استوى عليه استواء يليق بجلاله وعظمته، لا يشابه خلقه في شيء من صفاته جل وعلا.

وقد دل على هذا المعنى: آيات كثيرات مصرحة بعلو الله سبحانه وتعالى على خلقه، ومن ذلك آيات الاستواء السبع المعروفة التي فيها قوله سبحانه في سورة الأعراف: ﴿إِنَّ رَبَّكُمُ اللهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ يُغْشِي اللَّيْلَ النَّهَارَ يَطْلُبُهُ حَثِيثًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومَ مُسَخَّرَاتٍ بِأَمْرِهِ أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ تَبَارَكَ اللهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ﴾ [الأعراف: ٥٤] وفي هذه الآية يبين علوه، وأنه الخلاق الرزاق، وأنه صاحب الخلق والأمر سبحانه وتعالى، وأنه الذي يغشي الليل النهار، وأنه خالق الشمس والقمر، وخالق النجوم ليعلم العباد عظيم شأنه، وكمال قدرته، وكمال علمه سبحانه، وأنه العالي فوق جميع خلقه، المستحق لأن يعبد سبحانه وتعالى.

"আর এজন্য আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, "নিশ্চয় আমি তা (খাবার ভর্তি প্লেট) তোমাদের ওপর নাযিল করব।" [সূরা আল-মায়েদাহ, আয়াত: ১১৫]

এর দ্বারা প্রমাণিত হলো যে, আমাদের রব তাঁর কাছে উপরের দিকে চাইতে হবে, আর তিনি উপরে আসমানসমূহের উপরে রয়েছেন। সকল সৃষ্টির উপরে, 'আরশের উপরে, তিনি সে 'আরশের উপর এমনভাবে উঠেছেন যেভাবে উঠা তাঁর মহত্ব, সম্মান-মর্যাদার সাথে উপযোগী। তাঁর কোনো গুণের সাথে তাঁর সৃষ্টির কোনো সাদৃশ্য নেই।

এ অর্থটি অন্যান্য বহু আয়াতেও সাব্যস্ত হয়েছে, যা আল্লাহ তা'আলাকে তাঁর সৃষ্টির উপরে থাকা প্রমাণ করা হয়েছে। তন্মধ্যে রয়েছে 'ইস্তেওয়া' বা 'আরশের উপরে উঠা সাব্যস্তকারী

৭৯৬. শারহু সালাসাতিল উসূল, পৃ. ৪২।

সাতটি বিখ্যাত আয়াত; যার অন্যতম হচ্ছে, আল্লাহর বাণী, "নিশ্চয় তোমাদের রব আল্লাহ্ যিনি আসমানসমূহ ও যমীন ছয়দিনে সৃষ্টি করেছেন; তারপর তিনি 'আরশের উপর উঠেছেন। তিনিই দিনকে রাত দিয়ে ঢেকে দেন, তাদের একে অন্যকে দ্রুতগতিতে অনুসরণ করে। আর সূর্য, চাঁদ ও নক্ষত্ররাজি, যা তাঁরই হুকুমের অনুগত, তা তিনিই সৃষ্টি করেছেন। জেনে রাখ, সৃজন ও আদেশ তাঁরই। সৃষ্টিকুলের রব আল্লাহ্ কত বরকতময়!" [সূরা আল-আ'রাফ, আয়াত: ৫৪]

এ আয়াতে তিনি সাব্যস্ত করছেন, তাঁর উপরে থাকা, তিনিই মহাস্রষ্টা, মহা রিযিকদাতা, তিনিই সৃষ্টি ও বিধান প্রদান করার মালিক। তিনিই রাতকে দিন দিয়ে ঢেকে দেন, তিনিই সূর্য ও চন্দ্রের স্রষ্টা, তিনিই তারকারাজি সৃষ্টি করেছেন, যাতে করে মানুষ জানতে ও বুঝতে পারে তাঁর মহান অবস্থা, পূর্ণ ক্ষমতা, পরিপূর্ণ জ্ঞান। আরও বুঝতে পারে যে, তিনি সকল সৃষ্টির উপরে রয়েছেন, তিনিই শুধু ইবাদাত পাওয়ার যোগ্য।"[৭৯৭]

শাইখ মুহাম্মাদ ইবন সালেহ আল-উসাইমীন (১৪২১ হিজরী)

আমাদের শাইখ মুহাম্মাদ ইবন সালেহ আল-উসাইমীন রাহিমাহুল্লাহ সারা জীবন যত আকীদাহ'র বইয়ের ব্যাখ্যা করেছেন সবগুলোতেই আল্লাহ তা'আলার 'আরশের উপর উঠার বিষয়টির আলোচনা এনেছেন, তাঁর যেসব গ্রন্থে এসব আলোচনা এসেছে, তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে,

১) শারহুল আকীদাতিস সাফারীনীয়্যাহ।

২) শারহু উসূলিল ঈমান

৩) শারহু লুম'আতিল ই'তিক্বাদ

৪) তালখীসু আকীদাতিল হামাওয়িয়্যাহ

আমরা এখানে একটি গ্রন্থের আলোচনা পেশ করব যেখানে তিনি এ বিষয়টিকে খুব সুন্দর ও সহজ করে তুলে ধরেছেন। তিনি শারহুল আকীদাতিল ওয়াসিত্বিয়্যাহ গ্রন্থে বলেন,

وقوله: ﴿ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ﴾: ﴿ثُمَّ﴾: للترتيب.

و ﴿الْعَرْشِ﴾: هو ذلك السقف المحيط بالمخلوقات، ولا نعلم مادة هذا العرش، لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث صحيح يبين من أين خلق هذا العرش، لكننا نعلم أنه أكبر المخلوقات التي نعرفها.

وأصل العرش في اللغة: السرير الذي يختص به الملك، ومعلوم أن السرير الذي يختص به الملك سيكون سريراً عظيماً فخماً لا نظير له.

وفي هذه الآية من صفات الله تعالى عدة صفات، لكن المؤلف ساقها لإثبات صفة واحدة، وهي الاستواء على العرش.

وأهل السنة والجماعة يؤمنون بأن الله تعالى مستوى على عرشه استواء يليق بجلاله ولا يماثل استواء المخلوقين.

---

৭৯৭. বায়ানুত তাওহীদ আল্লাযী বা'আসাল্লাহু বিহির রুসুলা জামি'আন, পৃ. ৬৭।

فإن سألت: ما معنى الاستواء عندهم؟ فمعناه العلو والاستقرار.

وقد ورد عن السلف في تفسيره أربعة معاني: الأول: علا، والثاني: ارتفع، والثالث: صعد. والرابع: استقر.

لكن (علا) و (ارتفع) و (صعد) معناها واحد، وأما (استقر)، فهو يختلف عنها.

ودليلهم في ذلك: أنها في جميع مواردها في اللغة العربية لم تأت إلا لهذا المعنى إذا كانت متعدية بـ (على):

قال الله تعالى: ﴿فَإِذَا اسْتَوَيْتَ أَنْتَ وَمَنْ مَعَكَ عَلَى الْفُلْكِ﴾ [المؤمنون: ٢٨].

وقال تعالى: ﴿وَجَعَلَ لَكُمْ مِنَ الْفُلْكِ وَالأَنْعَامِ مَا تَرْكَبُونَ لِتَسْتَوُوا عَلَى ظُهُورِهِ ثُمَّ تَذْكُرُوا نِعْمَةَ رَبِّكُمْ إِذَا اسْتَوَيْتُمْ عَلَيْهِ﴾ [الزخرف: ١٢ - ١٣].

وفسره أهل التعطيل بأن المراد به الاستيلاء، وقالوا: معنى: ﴿ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ﴾ [الأعراف: ٥٤]، يعني: ثم استولى عليه.

واستدلوا لتحريفهم هذا بدليل موجب وبدليل سالب:

- أما الدليل الموجب، فقالوا: إننا نستدل بقول الشاعر:

قد استوى بشر على العراق ... من غير سيف أو دم مهراق

(بشر): ابن مروان، (استوى)، يعني: استولى على العراق.

قالوا: وهذا بيت بن رجل عربي، ولا يمكن أن يكون المراد به استوى على العراق، يعني علا على العراق! لا سيما أنه في ذلك الوقت لا طائرات يمكن أن يعلو على العراق بها.

أما الدليل السلبي، فقالوا لو أثبتنا أن الله عز وجل مستو على عرشه بالمعنى الذي تقولون، وهو العلو والاستقرار، لزم من ذلك أن يكون محتاجاً إلى العرش، وهذا مستحيل، واستحالة اللازم تدل على إستحالة الملزوم. ولزم من ذلك أن يكون جسماً، لأن استواء شيء على شيء بمعنى علوه عليه يعني أنه جسم. ولزم أن يكون محدوداً، لأن المستوي على الشيء يكون محدودا، وإذا استويت على البعير، فأنت محدود في منطقة معينة محصور بها وعلى محدود أيضاً.

هذه الأشياء الثلاثة التي زعموا أنها تلزم من إثبات أن الاستواء بمعنى العلو والارتفاع.

والرد عليهم من وجوه:

أولاً: تفسيركم هذا مخالف لتفسير السلف الذي أجمعوا عليه، والدليل على إجماعهم أنه لم ينقل عنهم أنهم قالوا به وخالفوا الظاهر، ولو كانوا يرون خلاف ظاهره، لنقل إلينا، فما منهم أحد قال: إن (استوى) بمعنى (استولى) أبداً.

ثانياً: أنه مخالف لظاهر اللفظ، لأن مادة الاستواء إذا تعدت بـ (على)، فهي بمعنى العلو والاستقرار، هذا ظاهر اللفظ، وهذه مواردها في القرآن وفي كلام العرب.

ثالثاً: أنه يلزم عليه لوازم باطلة:

١ - يلزم أن يكون الله عز وجل حين خلق السماوات والأرض ليس مستولياً على عرشه، لأن الله يقول: ﴿خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ﴾ [الأعراف: ٥٤]، و ﴿ثُمَّ﴾ تفيد الترتيب، فيلزم أن يكون

العرش قبل تمام خلق السماوات والأرض لغير الله.

٢ – أن الغالب من كلمة (استولى) أنها لا تكون إلا بعد مغالبة! ولا أحد يغالب الله.

٣ – من اللوازم الباطلة أنه يصح أن نقول: إن الله استوى على الأرض والشجر والجبال، لأنه مستول عليها.

وهذه لوازم باطلة، وبطلان اللازم يدل على بطلان الملزوم.

وأما استدلالهم بالبيت، فنقول:

١ – أثبتوا لنا سند هذا البيت وثقة رجاله، ولن يجدوا إلى ذلك سبيلاً.

٢ – من هذا القائل؟ أفلا يمكن أن يكون قاله بعد تغير اللسان؟ لأنه كل قول يستدل به على اللغة العربية بعد تغير اللغة العربية فإنه ليس بدليل، لأن العربية بدأت تتغير حين اتسعت الفتوح ودخل العجم مع العرب فاختلف اللسان، وهذا فيه احتمال أنه بعد تغير اللسان.

٣ – أن تفسيركم «استوى بشر على العراق» بـ (استولى) تفسير تعضده القرينة، لأنه من المعتذر أن بشراً يسعد فوق العراق فيستوي عليه كما يستوي على السرير أو على ظهر الدابة فلهذا نلجأ إلى تفسيره بـ (استولى).

هذا نقوله من باب التنزل، وإلا، فعندنا في هذا جواب آخر:

أن نقول: الاستواء في البيت بمعنى العلو، لأن العلو نوعان:

١ – علو حسي، كاستوائنا على السرير.

٢ – وعلو معنوي، بمعنى السيطرة والغلبة.

فيكون معنى «استوى بشر على العراق» يعني: علا علو غلبة وقهر.

وأما قولكم: إنه يلزم من تفسير الاستواء بالعلو أن يكون الله جسماً.

فجوابه: كل شيء يلزم من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فهوحق، ويجب علينا أن نلتزم به، ولكن الشأن كل الشأن أن يكون هذا من لازم كلام الله ورسوله، لأنه قد يمنع أن يكون لازماً، فإذا ثبت أنه لازم، فليكن، ولا حرج علينا إذا قلنا به.

ثم نقول: ماذا تعنون بالجسم الممتنع؟

إن أردتم به أنه ليس لله ذات تتصف بالصفات اللازمة لها اللائقة بها، فقولكم باطل، لأن لله ذاتاً حقيقية متصفة بالصفات، وأن له وجهاً ويداً وعيناً وقدماً، وقولوا ما شئتم من اللوازم التي هي لازم حق.

وأن أردتم بالجسم الذي قلتم يمتنع أن يكون الله جسماً:

الجسم المركب من العظام واللحم والدم وما أشبه ذلك، فهذا ممتنع على الله، وليس بلازم من القول بأن استواء الله على العرش علوه عليه.

وأما قولهم: إنه يلزم أن يكون محدوداً.

فجوابه أن نقول بالتفصيل: ماذا تعنون بالحد؟

إن أردتم أن يكون محدوداً، أي: يكون مبايناً للخلق منفصلاً عنهم، كما تكون أرض لزيد وأرض لعمر، فهذه محدودة منفصلة عن هذه، فهذا حق ليس فيه شيء من النقص.

وإن أردتم بكونه محدوداً: أن العرش محيط به، فهذا باطل، وليس بلازم، فإن الله تعالى مستوى على العرش، وإن كان عز وجل أكبر من العرش ومن غير العرش، ولا يلزم أن يكون العرش محيطاً به بل لا يمكن أن يكون محيطاً به، لأن الله سبحانه وتعالى أعظم من كل شيء وأكبر من كل شيء والأرض جميعاً قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه.

وأما قولهم: يلزم أن يكون محتاجاً إلى العرش.

فنقول: لا يلزم، لأن معنى كونه مستوياً على العرش: أنه فوق العرش، لكنه علو خالص، وليس معناه أن العرش يقله أبداً، فالعرش لا يقله، والسماء لا تقله، وهذا اللازم الذي ادعيتموه ممتنع، لأنه نقص بالنسبة إلى الله عز وجل، وليس بلازم من الاستواء الحقيقي، لأننا لسنا نقول: إن معنى ﴿اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ﴾، يعني: أن العرش يقله ويحمله، فالعرش محمول: ﴿وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ﴾ [الحاقة: ١٧]، وتحمله الملائكة الآن، لكنه ليس حاملاً لله عز وجل، لأن الله سبحانه وتعالى ليس محتاجاً إليه، ولا مفتقراً إليه، وبهذا تبطل حججهم السلبية.

وخلاصة ردنا لكلامهم من عدة أوجه:

الأول: أن قولهم هذا مخالف لظاهر النص.

ثانياً: مخالف لإجماع الصحابة وإجماع السلف قاطبة.

ثالثاً: أنه لم يرد في اللغة العربية أن (استوى) بمعنى (استولى)، والبيت الذي احتجوا به على ذلك لا يتم به الاستدلال.

رابعاً: أنه يلزم عليه لوازم باطلة منها:

١ - أن يكون العرش قبل خلق السماوات والأرض، ملكاً لغير الله.

٢ - أن كلمة (استولى) تعطي في الغالب أن هناك مغالبة بين الله وبين غيره، فاستولى عليه وغلبه.

٣ - أنه يصح أن نقول ـ على زعمكم ـ: أن الله استوى على الأرض والشجر والجبال والإنسان والبعير، لأنه (استولى) على هذه الأشياء، فإذا صح أن نطلق كلمة (استولى) على شيء، صح أن نطلق كلمة (استولى) على شيء، صح أن نطلق (استوى) على ذلك الشيء، لأنهما مترادفان على زعمكم.

فبهذه الأوجه يتبين أن تفسيرهم باطل.

"আর আল্লাহর বাণী, "সুম্মা ইস্তাওয়া 'আলাল 'আরশ" (তারপর তিনি 'আরশের উপর উঠলেন) এখানে 'সুম্মা' শব্দটি ধারাবাহিকতা বুঝানোর জন্য ব্যবহৃত হয়েছে।

আর 'আরশ' অর্থ সে ছাদ, যা সকল সৃষ্টিকে পরিবেষ্টন করে আছে, আমরা 'আরশের মূল উপাদান জানি না; কারণ নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে এমন কোনো সহীহ হাদীস আসেনি যাতে 'আরশ কিসের তৈরি তা বর্ণনা করেছে, তবে আমরা অবশ্যই জানি যে, যত সৃষ্টি আমরা জানি তন্মধ্যে 'আরশ হচ্ছে সর্ববৃহৎ সৃষ্টি।

আর 'আরশ' শব্দটির আভিধানিক অর্থ হচ্ছে, এমন খাট যা বাদশাহ'র জন্য বিশেষভাবে নির্দিষ্ট। আর জানা কথা যে, বাদশাহ'র জন্য যে খাটটি নির্ধারিত, সেটি হবে অনেক বৃহৎ বিশাল, নজীরবিহীন।

এ আয়াতে আল্লাহর গুণাবলির মধ্যে অনেকগুলো গুণের বর্ণনা এসেছে, কিন্তু গ্রন্থকার (ইবন

তাইমিয়্যাহ) শুধু একটি গুণ সাব্যস্ত করার জন্য তা নিয়ে এসেছেন। আর তা হচ্ছে, 'আরশের উপর উঠার গুণ সাব্যস্ত করা।

আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামা'আহ ঈমান আনে যে, আল্লাহ তা'আলা 'আরশের উপরে সমুন্নত, তিনি 'আরশের উপরে এমনভাবে উঠেছেন যেভাবে উঠা তাঁর মর্যাদার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ, তাঁর সে উঠা সৃষ্টিকুলের উঠার মতো নয়।

যদি প্রশ্ন কর যে, আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের নিকট 'ইস্তিওয়া' এর অর্থ কী?

উত্তর হবে, তাদের নিকট এর অর্থ, উপরে উঠা এবং উপরে অবস্থান করা।

সালফে সালেহীন থেকে 'ইস্তিওয়া' এর অর্থ বুঝাতে চারটি শব্দ এসেছে, এক. 'আলা' (علا) বা উপরে উঠা, দুই. 'ইরতাফা'আ' (ارتفع) বা উপরে উঠা, তিন. 'স্বা'আদা' (صعد) বা উপরে আরোহন করা, চার. 'ইস্তাকাররা' (استقر) বা উপরে অবস্থান করা।

তন্মধ্যে 'আলা', 'ইরতাফা'আ' ও স্বা'আদা এর অর্থ একই। শুধু শব্দগত পার্থক্য। কিন্তু 'ইস্তাকাররা' এ শব্দটি উপরোক্ত শব্দসমূহ থেকে অর্থের দিক থেকে একটু ভিন্নতর।

সালাফে সালেহীন তাদের বক্তব্যের সপক্ষে দলীল দিয়েছেন যে, আরবী ভাষার সকল অভিধানে এ অর্থেই এসেছে, যখন সেটার 'আলা' (على) অব্যয় সাথে যুক্ত করা হয়। যেমন,

আল্লাহর বাণী, "অতঃপর যখন আপনি ও আপনার সঙ্গীরা নৌযানের উপরে স্থির হবে।" [সূরা আল-মুমিনূন, আয়াত: ২৮]

যেমন অপর বাণী, "যিনি তোমাদের জন্য সৃষ্টি করেছেন এমন নৌযান ও গৃহপালিত জন্তু যাতে তোমরা আরোহণ কর, যাতে তোমরা এর পিঠে স্থির হয়ে বসতে পার, তারপর তোমাদের রবের অনুগ্রহ স্মরণ করবে যখন তোমরা এর উপর স্থির হয়ে বসবে।" [সূরা আয-যুখরুফ, আয়াত: ১২-১৩]

এর বিপরীতে আমরা দেখি, তা'ত্বীল (বা এগুলোকে) আল্লাহর গুণাবলি সাব্যস্ত করতে অস্বীকারকারীরা 'ইস্তিওয়া' শব্দের অর্থ করেছেন 'ইস্তীলা' বা অধিকার করা। অধীনস্থ করা। তারা বলে, এখানে "সুম্মা ইস্তাওয়া আলাল 'আরশ" [সূরা আল-আ'রাফ, আয়াত: ৫৪] এর অর্থ হচ্ছে, তারপর তিনি 'আরশ অধিকার করলেন।

আর তারা সে বিকৃতি সাধনের জন্য পজেটিভ দলীল ও নেগেটিভ দলীল নিয়ে এসেছে।

তন্মধ্যে পজেটিভ বা ইতিবাচক দলীল হচ্ছে, তারা বলে, আমরা কবির কবিতা দিয়ে দলীল পেশ করছি, কবি বলেন,

قد استوى بشر على العراق ... من غير سيف أو دم مهراق

অর্থাৎ, বিশর (ইবন মারওয়ান) ইস্তাওয়া (অধিকার করে নিয়েছে) ইরাককে।

তারা বলে, এটি তো এক আরবী লোকের কবিতা। সেখানে ইরাকের উপর উঠেছেন বলা সম্ভব নয়, কারণ, তখন তো আর কোনো বিমান ও এ জাতীয় জিনিস ছিল না যে, আমরা বলবো তিনি এগুলো দিয়ে ইরাকের আকাশে উঠেছেন।

আর তাদের নেগেটিভ বা নেতিবাচক দলীল হচ্ছে এটা বলা যে, আমরা যদি মহান আল্লাহর জন্য 'আরশের উপর উঠা সাব্যস্ত করি, যেমনটি তোমরা বলে থাক, আর যা উপরে উঠা ও উপরে

অবস্থান করা বুঝায়,

- তাহলে তো এর দ্বারা আবশ্যক হয়ে যায় যে আল্লাহ তা'আলা 'আরশের মুখাপেক্ষী, যা অসম্ভব; আর আবশ্যক হওয়া জিনিস অসম্ভব হওয়ায় যা অসম্ভবকে আবশ্যক করে তোলে তাও অসম্ভব হওয়া প্রমাণিত হচ্ছে।
- তাছাড়া আরেকটি জিনিসও বাধ্যতামূলকভাবে এসে যায়, তা হচ্ছে আল্লাহর জন্য দেহ সাব্যস্ত করা। কারণ কোনো কিছুর উপর কোনো কিছু উঠা অর্থই তার উপরে থাকা, তার অর্থ হচ্ছে সেটা দেহ।
- অনুরূপ আরেকটি বিষয়ও এসে যায়, তা হচ্ছে আল্লাহকে সীমাবদ্ধ করা; কারণ কোনো কিছুর উপরে কোনো কিছু উঠার অর্থই হচ্ছে সেটাকে সীমাবদ্ধ বলা। কেননা, তুমি যখন কোনো উটের উপর উঠবে তার অর্থ দাঁড়ায় তুমি উটের উপরের যে নির্ধারিত জায়গা বা অংশ রয়েছে তাতে সীমাবদ্ধ করা ও নির্ধারিত করা।

আর এ তিনটি বিষয়, তাদের ধারণা মতে, আবশ্যক হয়ে পড়ে, যখন কেউ ইস্তেওয়া এর অর্থ উপরে উঠা বা ঊর্ধ্বে উঠা বলে।

সন্দেহের অপনোদন:

তাদের এসব সন্দেহের অপনোদন কয়েকভাবে করা যায়:

প্রথমত: তাদেরকে বলা হবে, তোমাদের এ ব্যাখ্যা সালাফে সালেহীনের ঐকমত্যের ব্যাখ্যার বিপরীত। তাদের এ ব্যাপারে ঐকমত্য ছিল যে, এর দ্বারা 'উপরে উঠা' অর্থই করা হবে; কারণ তাদের থেকে তোমাদের দাবি করা 'অধিকার করা' অর্থ কখনো বর্ণিত হয়নি। তাদের থেকে প্রকাশ্য অর্থের বিপরীত যাওয়ার কোনো প্রমাণ পাওয়া যায়নি। যদি তারা এর প্রকাশ্য অর্থের বিপরীত মত নিতেন তবে অবশ্যই তার বিপরীতটি আমাদের কাছে বর্ণিত হয়ে আসত। তাদের মধ্য থেকে কেউ কোনোদিন বলেননি যে, 'ইস্তাওয়া' এর অর্থ 'ইস্তাওলা' বা অধিকার করা।

দ্বিতীয়ত: এখানে 'ইস্তাওয়া' এর 'ইস্তাওলা' বা অধিকার অর্থ করা শব্দের প্রকাশ্য অর্থের বিপরীত কথা; কারণ 'ইস্তাওয়া' মূলধাতু যখন 'আলা (على) অব্যয় যুক্ত হয়ে ব্যবহৃত হয়, তখন তার অর্থ হয়, উপরে উঠা, উপরে অবস্থান করা। এটাই হচ্ছে এ 'ইস্তাওয়া' শব্দের প্রকাশ্য অর্থ, কুরআনে কারীম ও আরবদের ভাষায় যেখানেই এভাবে এসেছে সেখানেই তার অর্থ হয়েছে উপরে উঠা ও উপরে অবস্থান করা।

তৃতীয়ত: 'ইস্তাওয়া' শব্দটিকে 'ইস্তাওলা' বা অধিকার করা অর্থ করা হলে বেশ কিছু বাতিল জিনিস এসে যায়:

১- 'অধিকার করা' অর্থ করার দ্বারা আবশ্যক হয়ে যায় যে, আল্লাহ তা'আলা যখন তিনি আসমান ও যমীন সৃষ্টি করেছেন তখন তিনি 'আরশের উপরে অধিকার সৃষ্টি করতে পারেননি। কারণ আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, ﴿خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ﴾ [الأعراف: ٥٤] "আল্লাহ্ যিনি আসমানসমূহ ও যমীন ছয়দিনে সৃষ্টি করেছেন; তারপর তিনি 'আরশের উপর উঠেছেন।" [সূরা আল-আ'রাফ: ৫৪] এখানে (ثُمَّ) বা 'তারপর' শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে, যা ধারাবাহিকতা বুঝায়। তখন এটা বুঝা আবশ্যক হয়ে পড়ে যে, আসমান ও যমীন সৃষ্টি পূর্ণ করার আগে 'আরশ আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারও ছিল।

২- আরবী ভাষায় সাধারণ নিয়ম হচ্ছে 'ইস্তাওলা' বা অধিকার করা তখনই বলা হয়, যখন কেউ দ্বন্দ্বের পরে কোনো কিছুর কর্তৃত্ব লাভ করে। আর আল্লাহর বিপরীতে কেউ কোনোদিন দ্বন্দ্ব করতে আসেনি। ...

৩- 'ইস্তাওয়া' এর অর্থ 'ইস্তাওলা' করলে অপর আরেকটি বাতিল মেনে নেয়া আবশ্যক হয়ে পড়ে, সেটা হচ্ছে, এভাবে বলা শুদ্ধ হওয়া যে, আল্লাহ যমীন, গাছ, পাহাড়-পর্বত ইত্যাদির উপর 'ইস্তেওয়া' করেছেন। কারণ, এগুলোও তাঁরই অধিকারে। আর এগুলো অনেকগুলো বাতিলকে মেনে নিতে বাধ্য করে, আর যা বাতিল মেনে নেয়া আবশ্যক করে তা প্রমাণ করে যে, সে জিনিসও বাতিল যা এ বাতিলকে মেনে নেয়ার দিকে নিয়ে যায়।

আর আরবী কবিতা দিয়ে প্রদত্ত তাদের দলীলের খণ্ডনে আমরা বলবো:

১- তোমরা এ কবিতাটির সনদ প্রদান করো, এর বর্ণনাকারীরা কতটুকু নির্ভরযোগ্য তাও দেখাও, তারা কখনও তা প্রমাণ করার কোনো পথ খুঁজে পাবে না।

২- এ কবিতার কবি কে? এটা কি সম্ভব নয় যে, এটি তখন বলা হয়েছিল যখন আরবদের ভাষায় বিকৃতি প্রবেশ করেছে? কারণ, আরবী ভাষার মৌলিকত্বে পরিবর্তন সাধিত হওয়ার পরে আসা কোনো কথা দিয়ে প্রমাণ দিলে তো তা প্রমাণ বলে বিবেচিত হবে না। কেননা যখন যুদ্ধে বিজয় লাভ করে তখন মুসলিম বিশ্বের সীমানা বর্ধিত হতে থাকে আর অনারবগণ আরবগণের সাথে মেলামেশা বেড়ে যায় তখন আর আরবদের ভাষার বিশুদ্ধতা অবশিষ্ট থাকেনি। তাই সম্ভাবনা প্রচুর যে, এ কবিতা তখন বলা হয়েছিল যখন ভাষা পরিবর্তন সাধিত হয়ে গিয়েছিল।

৩- 'ইস্তাওয়া বিশরুন আলাল ইরাক' এখানে যদি কবিতাটি শুদ্ধ ধরেও নেয়া হয়, তখন বুঝতে হবে যে, বাক্যের সাথে লাগানো বিশেষ কারণ 'ইস্তাওয়া' শব্দটিকে 'ইস্তাওলা' বা দখল করার অর্থে নেয়া বৈধ করে, কেননা এটা বলা সম্ভব নয় যে বিশর ইরাকের উপরে উঠে সেখানে অবস্থান নিয়েছে যেভাবে কেউ খাট বা বাহনের পিঠে উঠে অবস্থান নিয়ে থাকে। সুতরাং বাধ্য হয়েই যেহেতু 'ইস্তাওয়া' অর্থ উপরে উঠা করা যাচ্ছে না সেহেতু 'ইস্তাওলা' বা দখল করার অর্থ গ্রহণ করা ছাড়া অন্য কোনো পথ ছিল না। (কিন্তু কুরআনের আয়াতে বা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীসে সে রকম কোনো 'কারীনাহ' বা বাক্য সংশ্লিষ্ট বিশেষ কারণ যার ফলে আল্লাহ তা'আলাকে 'আরশ দখলকারী অর্থ করা হবে।)

বস্তুত এ উত্তর হচ্ছে কবিতাটি বিশুদ্ধ ধরে নেয়ার পর, যদিও তা বিশুদ্ধ নয় এটিই আমাদের মত। তারপরও যদি দাবি করা হয় যে, তা বিশুদ্ধ তাহলে আমরা বলবো, এ কবিতাটিতেও 'ইস্তেওয়া' শব্দের অর্থ 'উপরে উঠা' করা সম্ভব; কারণ উপরে উঠা দুই প্রকার:

১- ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য উপরে থাকা, যেমন আমরা খাটের উপরে উঠি।

২- মনস্তাত্ত্বিক দিক থেকে উপরে থাকা, যেমন কোনো কিছুর ওপর প্রভাব বিস্তার করে দখল করে ফেলা বা জয়লাভ করা। সে হিসেবে 'ইস্তাওয়া বিশরুন আলাল ইরাকি' অর্থ হবে বিশর ইরাকের ওপর ক্ষমতার ও অধীন করার মাধ্যমে উপরে উঠেছে। (তাহলে তো আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, এখানেও উপরে উঠা অর্থ করা সম্ভব। আর এটা তখনই হয়েছে যখন প্রথম অর্থটি নেয়া সম্ভব না হবে। আল্লাহ তা'আলার ব্যাপারে এ বিষয়টি মোটেই প্রযোজ্য হবে না। কারণ যারা "আল্লাহ কর্তৃক তাঁর 'আরশের উপরে উঠা" অর্থ করে তারা প্রথম অর্থটি অসম্ভব মনে করে না।)

আর তাদের পরবর্তী সন্দেহ হচ্ছে 'ইস্তেওয়া' এর অর্থ 'উপরে উঠা' বললে আল্লাহকে দেহ বলা আবশ্যক হয়ে যায়। তার উত্তর হচ্ছে,

- আল্লাহর কিতাব ও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাত যা যা আবশ্যক করে তা অবশ্যই সত্য, তার আবশ্যকতা আমরা মেনে নেয়া জরুরী মনে করি। তবে সত্যি সত্যিই তা আল্লাহ ও রাসূলের কথা দ্বারা আবশ্যক হওয়া লাগবে। তাই যদি কোথাও এটা সাব্যস্ত হয়ে যায় যে, এটা প্রকৃতপক্ষেই আবশ্যক হয়ে পড়েছে তাহলে সেটা বলাতে আমরা কোনো দোষ দেখি না।
- তারপর আমরা বলবো, তোমরা নিষিদ্ধ দেহ সাব্যস্ত করা বলতে কী উদ্দেশ্য নিয়ে থাক?

  যদি এর দ্বারা তোমরা উদ্দেশ্য এটা নিয়ে থাক যে, আল্লাহর এমন কোনো সত্তা সাব্যস্ত হবে না যার জন্য তাঁর উপযোগী আবশ্যক গুণাবলি সাব্যস্ত করা লাগবে, তাহলে তোমাদের কথা বাতিল। কারণ আল্লাহর এমন এক প্রকৃত সত্তা রয়েছে যা বহু গুণে গুণান্বিত। তাঁর রয়েছে চেহারা, হাত, চোখ, পা। এগুলো সাব্যস্ত করা সত্য ও সঠিক। তার জন্য যদি তোমাদের নিকট বিভিন্ন জিনিসের বাধ্য-বাধকতা এসেও যায় তাতে আমাদের কোনো সমস্যা নেই। সেসব সাব্যস্ত করতে গেলে তোমাদের দৃষ্টিতে সমস্যা হিসেবে তোমরা যা ইচ্ছা তা বলতে পার, আমরা সেটাকে কোনো সমস্যা মনে করি না।

  আর যদি 'নিষিদ্ধ দেহ' যা তোমরা আল্লাহর জন্য সাব্যস্ত করাকে অস্বীকার করে থাক, তা দ্বারা উদ্দেশ্য নিয়ে থাক এমন কোনো দেহ যা হাঁড়, গোশত, রক্ত ইত্যাদি জিনিস দিয়ে গঠিত, তাহলে তা অবশ্যই আল্লাহর জন্য হওয়া অসম্ভব। আর এটি 'আল্লাহর 'আরশের উপর উঠা' গুণ সাব্যস্ত করা দ্বারা আবশ্যকও হয় না।

আর তাদের পরবর্তী সন্দেহ হচ্ছে, 'ইস্তেওয়া' অর্থ 'উপরে উঠা' সাব্যস্ত করলে আল্লাহ তা'আলাকে সীমাবদ্ধ করা হয়ে যায়, তার বিস্তারিত উত্তর হচ্ছে,

- তোমরা সীমা বলতে কী বুঝাচ্ছ?

যদি সীমাবদ্ধ বলতে এটা বুঝাতে চাও যে, সৃষ্টি থেকে আলাদা, যেমন পৃথিবীতে এটা যায়েদের যমীন, ওটা 'উমারের যমীন, একের যমীন থেকে অন্যের যমীন আলাদা করা, যদি সীমা বলে আল্লাহ তা'আলাকে 'আরশের উপর থাকার কারণে এমন 'আলাদা সত্তা' বুঝাতে চাও তবে অবশ্যই জেনে রাখ, এ আলাদা করার সীমা নির্ধারণ অবশ্যই সত্য। এতে কোনো ত্রুটি নেই।

আর যদি সীমা দ্বারা উদ্দেশ্য হয়, 'আরশ আল্লাহ তা'আলাকে পরিবেষ্টন করে আছে, তাহলে এটা বাতিল। 'আরশের উপর উঠা' বলা দ্বারা এটা আবশ্যক করে না। কারণ, আল্লাহ তা'আলা 'আরশের উপর উঠেছেন, যদিও আল্লাহ তা'আলা 'আরশ ও 'আরশ ব্যতীত অন্য সবকিছুর চেয়ে অনেক বড়। 'আরশের উপর উঠা, 'আরশের উপর থাকা এ কথার দ্বারা 'আরশ আল্লাহকে ঘিরে আছে এমনটি বুঝা আবশ্যক নয়। বরং 'আরশ কোনোভাবেই আল্লাহ তা'আলাকে পরিবেষ্টন করতে পারে না; কারণ আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা সবকিছুর চেয়ে বড় এবং কিছুর চেয়ে মহৎ। সকল যমীন কিয়ামতের দিন তাঁর হাতের মুষ্ঠির ভেতরে, সকল আসমান তাঁর ডান হাতে ভাঁজ করা অবস্থায় রয়েছে।

আর তাদের কথা, "আল্লাহ 'আরশের উপর আছেন" বললে আল্লাহকে 'আরশের প্রতি মুখাপেক্ষী সাব্যস্ত করা হয়, এর উত্তরে আমরা বলবো,

কখনো নয়, এটা বাধ্য করে না। কারণ আল্লাহ তা'আলা তাঁর 'আরশের উপর থাকার অর্থ হচ্ছে, 'আরশের ঊর্ধ্বে, এ এক বিশেষ উপরে থাকা। এর অর্থ কখনো এটা নয় যে, 'আরশ তাঁকে বহন করে, কখনো নয়। 'আরশ তাঁকে বহন করে না, আসমান তাঁকে বহন করে না, তোমরা যে জিনিসটির বাধ্যবাধকতার দাবি করছ সেটা নিষিদ্ধ; কারণ এর মাধ্যমে আল্লাহর প্রতি ত্রুটিযুক্ত গুণের সম্পর্ক করা হচ্ছে। আল্লাহর জন্য 'আরশের উপর উঠা' যা ইস্তেওয়া শব্দের প্রকৃত অর্থ তা সাব্যস্ত করলে কখনো এমন ত্রুটিপূর্ণ কিছু সাব্যস্ত করা আবশ্যক করে না। কারণ, আমরা কখনো বলি না, 'আল্লাহ 'আরশের উপর উঠেছেন' এর অর্থ 'আরশ তাঁকে বহন করে; বরং 'আরশ স্বয়ং বহনকৃত বস্তু; তাকে বহন করা হয়। আল্লাহ তা'আলা বলেন, "আর আপনার রবের 'আরশ সেদিন তাদের উপরে বহন করবে আটজন" [সূরা আল-হাক্কাহ, আয়াত: ১৭], ফিরিশতাগণ এখনও 'আরশ বহন করে চলছে, কিন্তু তারা মহান আল্লাহকে বহন করছে না। কারণ, আল্লাহ তা'আলা এর মুখাপেক্ষী নন। সুতরাং এভাবেই যাবতীয় নেগেটিভ বা না সূচক যুক্তি বাতিল হয়ে গেল।

মোটকথা, যারা বলে, 'আল্লাহ 'আরশের উপর উঠেছেন' বলা যাবে না, সংক্ষিপ্তভাবে আমরা তাদের কথার উত্তর কয়েকভাবে দিতে পারি:

এক- তাদের এ কথা কুরআন ও হাদীসের প্রকাশ্য বক্তব্য বিরোধী।

দুই- তাদের এ কথা সাহাবায়ে কেরাম ও সকল সালাফে সালেহীনের ইজমা' বিরোধী।

তিন- আরবী ভাষায় 'ইস্তাওয়া' এর অর্থ 'ইস্তাওলা' (অধিকার করা) আসেনি। যে কবিতা দিয়ে 'ইস্তাওলা' সাব্যস্ত করার জন্য তারা প্রমাণ পেশ করেছে তা দিয়ে দলীল গ্রহণ সম্পন্ন করা যায় না।

চার- 'ইস্তাওয়া' দ্বারা 'ইস্তাওলা' (অধিকার করা) সাব্যস্ত করলে বেশ কিছু বাতিল জিনিস মেনে নেয়ার বাধ্যবাধকতা এসে যায়,

১- 'আরশ আসমান ও যমীন সৃষ্টির পূর্বে আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত অন্য কারও মালিকানায় থাকা আবশ্যক করে।

২- 'ইস্তাওলা' বাক্যটি সাধারণভাবে এই অর্থ প্রকাশ করে যে, সেখানে আল্লাহ ও অন্য কারও সাথে জয়-পরাজয়ের ব্যাপারে জড়িত, তারপর আল্লাহ 'আরশ অধিকার করলেন এবং বিপক্ষের উপর জয়লাভ করলেন। [নাউযুবিল্লাহ]

৩- যদি ইস্তেওয়া অর্থ তোমাদের ধারণা অনুযায়ী 'অধিকার করা' বলা হয়, তবে এটা বলাও জায়েয হবে যে, আল্লাহ যমীনের উপর ইস্তাওলা করেছেন, অনুরূপ গাছের উপর, পাহাড়ের উপর, মানুষের উপর, উটের উপরও ইস্তাওলা করেছেন। কারণ, এগুলোও তো আল্লাহ তা'আলার অধিকারে। কারণ, কোথাও যদি আল্লাহ তা'আলার জন্য 'অধিকার করা' বলা জায়েয হয় তাহলে অন্য জায়গাতেও সেটি বলা জায়েয মেনে নিতে হবে। সে হিসেবে 'ইস্তাওয়া' এমন সকল কিছুর উপরই ব্যবহার করা যাবে যেখানে 'ইস্তাওলা' ব্যবহার করা যায়, কারণ তোমাদের নিকট তো দু'টো সমার্থবোধক।

এসব উত্তর প্রমাণ করে দিচ্ছে যে, 'ইস্তেওয়া' এর ব্যাখ্যা 'ইস্তাওলা' দ্বারা করা সম্পূর্ণরূপে বাতিল।"(৭৯৮)

---

৭৯৮. শারহুল আক্বীদাতুল ওয়াসেত্বিয়্যাহ: (১/৩৭৪-৩৮২)।

সপ্তম অধ্যায়

আল্লাহ তা'আলার 'আরশের উপর থাকা ও সাথে থাকা

আল্লাহ তা'আলা তাঁর 'আরশের উপর উঠেছেন আর তিনি 'আরশের উপর রয়েছেন এ বিশ্বাস বিশুদ্ধ আকীদাহ'র সকল মানুষের। যার ওপর ইতোপূর্বে আমরা যাবতীয় দলীল-প্রমাণাদি উল্লেখ করেছি। এখানে প্রথমে আল্লাহ তা'আলার আরেকটি মহৎ গুণ 'সাথে থাকা' এ বিষয়ে আলোচনা করব এবং কীভাবে তা আল্লাহ তা'আলার 'আরশের উপরে থাকার সাথে সাংঘর্ষিক নয় তা বর্ণনা করব।

প্রথম পরিচ্ছেদ

আল্লাহ তা'আলা বান্দার 'সাথে থাকা' তাঁর একটি মহৎ গুণ

আল্লাহ তা'আলা কর্তৃক তাঁর মাখলুকের সঙ্গে থাকার গুণটি কুরআন, সুন্নাহ ও সালাফদের ইজমা' দ্বারা প্রমাণিত একটি বিষয়।

কুরআনে কারীম থেকে দলীল:

১- আল্লাহ তা'আলা বলেন, ﴿وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنتُمْ﴾ [الحديد: ٤] "আর তোমরা যেখানেই থাক না কেন, তিনি তোমাদের সাথেই আছেন।" [সূরা আল হাদীদ, আয়াত: ০৪]

২- আরও বলেন, ﴿إِنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلَّذِينَ ٱتَّقَوا۟ وَّٱلَّذِينَ هُم مُّحْسِنُونَ ﴿١٢٨﴾﴾ [النحل: ١٢٨] "নিশ্চয় আল্লাহ তাদের সাথে, যারা তাকওয়া অবলম্বন করে এবং যারা সৎকর্মশীল।" [সূরা আন-নাহল, আয়াত: ১২৮]

৩- আল্লাহ তা'আলা ফির'আউনের কাছে পাঠানোর সময় মূসা ও হারুন 'আলাইহিমাস সালামকে লক্ষ্য করে বলেন, ﴿قَالَ لَا تَخَافَآ إِنَّنِى مَعَكُمَآ أَسْمَعُ وَأَرَىٰ ﴿٤٦﴾﴾ [طه: ٤٦] "তোমরা ভয় করো না। আমি তো তোমাদের সাথেই আছি। আমি সবকিছু শুনি ও দেখি।" [সূরা ত্বা-হা, আয়াত: ৪৬]

৪- তিনি তাঁর রাসূল মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের ব্যাপারে বলেন,

﴿إِلَّا تَنصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ ٱللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ ثَانِىَ ٱثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِى ٱلْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَـٰحِبِهِۦ لَا تَحْزَنْ إِنَّ ٱللَّهَ مَعَنَا﴾ [التوبة: ٤٠]

"যদি তোমরা তাকে সাহায্য না কর, তবে আল্লাহ তাকে সাহায্য করেছেন যখন কাফিররা তাকে বের করে দিল, সে ছিল দু'জনের দ্বিতীয়জন। যখন তারা উভয়ে পাহাড়ের একটি গুহায় অবস্থান করছিল, সে তার সঙ্গীকে বলল, 'তুমি পেরেশান হয়ো না, নিশ্চয় আল্লাহ আমাদের সাথে আছেন।" [সূরা আত-তাওবাহ, আয়াত: ৪০]

৫- আল্লাহ তা'আলা আরও বলেন, ﴿وَلَآ أَدْنَىٰ مِن ذَٰلِكَ وَلَآ أَكْثَرَ إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ﴾ [المجادلة: ٧] "এর চেয়ে

কম হোক কিংবা বেশি হোক, তিনি তো তাদের সঙ্গেই আছেন, তারা যেখানেই থাকুক না কেন।" [সূরা আল-মুজাদালা, আয়াত: ০৭]

৬- আল্লাহ তা'আলা আরও বলেন, ﴿مَا يَكُونُ مِن نَّجْوَىٰ ثَلَٰثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ﴾ [المجادلة: ٧] "তিনজনের কোনো গোপন পরামর্শ হয় না যাতে চতুর্থজন হিসেবে আল্লাহ থাকেন না।" [সূরা আল-মুজাদালাহ, আয়াত: ০৭]

আল্লাহ তা'আলা বান্দার 'সাথে থাকা' গুণটির ব্যাপারে হাদীস থেকে দলীল:

১- নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, «أفضل الإيمان أن تعلم أن الله معك حيثما كنت» "সর্বোত্তম ঈমান হলো, তুমি জানবে যে, তুমি যেখানেই আছ, আল্লাহ তোমার সাথেই আছেন।"(৭৯৯)

হাদীসটিকে শাইখুল ইসলাম ইবন তাইমিয়্যাহ রাহিমাহুল্লাহ 'আল আকীদাহ আল ওয়াসেতিয়্যাহ' গ্রন্থে হাসান বলেছেন। অবশ্য আলেমদের কেউ কেউ হাদীসটি দুর্বল বলেছেন। আর আল্লাহ তা'আলা তাঁর নবীর সাথে আছেন এ কথাটি ইতোপূর্বে একটি আয়াতে উল্লেখ হয়েছে।

২- ইবন 'উমার রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহুমা বর্ণিত হাদীস,

«إذا قام أحدكم إلى الصلاة؛ فلا يبصق قِبَل وجهه؛ فإنَّ الله قِبَل وجهه».

"তোমাদের কেউ যখন সালাতে দাঁড়ায় সে যেন তার সম্মুখ দিকে থুতু না ফেলে; কারণ আল্লাহ তা'আলা তার চেহারার দিকে।"(৮০০)

৩- হাদীসে কুদসীতে এসেছে,

«أنا عند ظن عبدي بي، وأنا معه إذا ذكرني...»

"আমি আমার বান্দার ধারণার নিকটে, আর আমি তার সাথে থাকি যখন সে আমাকে স্মরণ করে।"(৮০১)

ইজমা'র দলীল:

আর সালাফগণও এ ব্যাপারে ইজমা' করেছেন যে, আল্লাহ তা'আলা তাঁর মাখলুকের সঙ্গে আছেন।(৮০২)

---

৭৯৯. তাবারানী, আল আওসাত (৮৮/৩৩৬), হাদীস নং ৮৭৯৬।

৮০০. সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৪০৬; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৫৪৭।

৮০১. সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৭৪০৫; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ২৬৭৫।

৮০২. ইবন তাইমিয়্যাহ, আল-ওয়াসেত্বিয়্যাহ, পৃ. ১৯৩।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

আল্লাহ তা'আলা কর্তৃক তাঁর বান্দাদের সাথে থাকার অর্থ

প্রথমত: আল্লাহ তা'আলা তাঁর সৃষ্টির সঙ্গেই আছেন, এ বিশ্বাসের ক্ষেত্রে মানুষের শ্রেণি বিভাগ

আল্লাহ তা'আলা তাঁর সৃষ্টির সাথে আছেন তা বুঝার ক্ষেত্রে মানুষ তিন ভাগে বিভক্ত:

প্রথম ভাগ:

এদের বক্তব্য হলো 'আল্লাহ তা'আলা তাঁর সৃষ্টির সঙ্গে আছেন', এখানে 'সঙ্গে থাকা'র দ্বারা যদি সাধারণভাবে সঙ্গে থাকাকে বুঝায় তবে এর অর্থ হবে, আল্লাহ তা'আলা তাঁর জ্ঞানে ও সর্বব্যাপী ক্ষমতায় সৃষ্টির সঙ্গে রয়েছেন। আর যদি বিশেষভাবে সঙ্গে থাকাকে বুঝায় তবে এর অর্থ হবে, সাহায্য-সহযোগিতার মাধ্যমে তিনি সঙ্গে থাকেন। যদিও আল্লাহ তা'আলা সত্তাগতভাবে সর্বোর্ধ্বে এবং 'আরশের উপরে। এরাই হলেন সালাফ এবং এদের মাযহাবই হলো সত্য; যার বর্ণনা অচিরেই আসছে।

দ্বিতীয় ভাগ:

এদের বক্তব্য হলো, 'আল্লাহ তা'আলা তাঁর সৃষ্টির সঙ্গে আছেন' এ কথার দাবি হলো, আল্লাহ তা'আলা যমীনে তাঁর সৃষ্টির সঙ্গে আছেন। তারা আল্লাহ তা'আলার সর্বোর্ধ্বে থাকা এবং 'আরশের উপরে থাকাকে নাকচ করে দেন। এরা হলেন প্রাচীন জাহমিয়্যাহ ফেরকার অন্তর্গত হুলুলিয়া গোষ্ঠী। এদের মাযহাব বাতিল ও অগ্রহণযোগ্য। সালাফগণ এদের মাযহাব বাতিল হওয়া এবং প্রত্যাখ্যান করার ব্যাপারে একমত। যেমনটি উপরে বর্ণনা করা হয়েছে।

তৃতীয় ভাগ:

এদের বক্তব্য হলো, 'আল্লাহ তা'আলা তাঁর সৃষ্টির সঙ্গে আছেন', এর দাবি হলো আল্লাহ তা'আলা তাদের সঙ্গে যমীনে আছেন এবং একই সঙ্গে সর্বোর্ধ্বে 'আরশের উপরেও আছেন। শাইখুল ইসলাম ইবন তাইমিয়্যাহ রাহিমাহুল্লাহ এদের বক্তব্যকে মাজমুউল ফাতাওয়ায় তুলে ধরেছেন।[৮০৩] এটিই বর্তমান সময়ের আশায়েরা ও মাতুরিদী সম্প্রদায় বিশ্বাস করে থাকে। এরা মনে করেছে যে 'সঙ্গে থাকা' এবং 'ঊর্ধ্বতা' এ উভয় বিষয়ে যেসব টেক্সট রয়েছে তার বাহ্যিক অর্থকে তারা ধারণ করতে পেরেছেন। কিন্তু তারা মিথ্যার আশ্রয় নিয়েছেন এবং পথভ্রষ্ট হয়েছেন। কেননা 'সঙ্গে থাকা' বিষয়ে যেসব টেক্সট রয়েছে তা মাখলুকের সঙ্গে সত্তাগতভাবে আল্লাহ তা'আলার মিশে থাকাকে দাবি করে না। এটা বরং বাতিল। আর আল্লাহ তা'আলা ও তাঁর রাসূলের কথার বাহ্যিক অর্থ কোনো বাতিল বিষয় হতে পারে না।

দ্বিতীয়ত: আল্লাহ তা'আলার 'সাথে থাকা' অর্থ 'সত্তায় সত্তায় মিলেমিশে যাওয়া' করা যাবে না:

যেসব কারণে আল্লাহ তা'আলা কর্তৃক বান্দার 'সাথে থাকা' এর অর্থ আল্লাহ তা'আলার মাখলুকের সঙ্গে মিশ্রিত হয়ে আছেন অথবা মাখলুক যে জায়গায় থাকে সে জায়গায় অবস্থান করেন, এ

৮০৩. মাজমুউল ফাতাওয়া, খণ্ড ৩, পৃ. ২২৯।

ধরনের ব্যাখ্যা বাতিল তা হচ্ছে,

প্রথম কারণ: এরূপ ব্যাখ্যা সালাফদের ইজমা'র উল্টো। সালাফদের কেউই এরূপ ব্যাখ্যা করেননি। বরং তারা এরূপ ব্যাখ্যা অস্বীকার করার ব্যাপারে একমত ছিলেন।

দ্বিতীয় কারণ: কুরআন, সুন্নাহ, যুক্তিবুদ্ধি, স্বচ্ছ মানবপ্রকৃতি ও সালাফদের ইজমা'র দ্বারা একথা প্রমাণিত যে, আল্লাহ তা'আলা সর্বোচ্চে ও সবকিছুর উপরে। আর উক্ত ব্যাখ্যা আল্লাহ তা'আলার সর্বোচ্চতা ও সবকিছুর উপরে থাকার বিপরীত। আর যা দলীল দ্বারা প্রমাণিত বিষয়ের বিপরীত হবে তা বাতিল। অতএব, বান্দাদের সঙ্গে থাকার অর্থ যদি কেউ এভাবে করে যে, আল্লাহ তা'আলা বান্দাদের সঙ্গে মিশে থাকেন অথবা বান্দাদের জায়গাতেই থাকেন তবে কুরআন, সুন্নাহ, যুক্তিবুদ্ধি, স্বচ্ছ মানবপ্রকৃতি ও সালাফদের ইজমা' অনুযায়ী তা প্রত্যাখ্যাত হবে।

তৃতীয় কারণ: উক্ত কথার যুক্তিগত এমন অযাচিত ফলাফল বের হয় যা আল্লাহ তা'আলার জন্য উপযোগী নয়। সুতরাং যে ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলাকে জানে, তাঁকে যথার্থরূপে সম্মান করে এবং আরবী ভাষায় معية অর্থাৎ 'সঙ্গে-থাকা' কাকে বলে তা বুঝে সে কখনোই একথা বলতে পারে না যে, আল্লাহ তা'আলা মাখলুকের সঙ্গে থাকার প্রকৃত অর্থ হচ্ছে আল্লাহ তা'আলা বান্দাদের সঙ্গে মিশে থাকেন অথবা তারা যে জায়গায় অবস্থান করে তিনিও সে জায়গায় অবস্থান করেন। আরবী ভাষা সম্পর্কে যে অজ্ঞ সেই কেবল এরূপ কথা বলতে পারে। অতএব, এতে আর কোনো সন্দেহ রইল না যে, এ কথাটি বাতিল। যেহেতু এ কথাটি বাতিল তাই দ্বিতীয় কথাটিই সঠিক। আর তা হলো, আল্লাহ তা'আলা বান্দাদের সঙ্গে এমনভাবে আছেন যে, তিনি তাঁর ইলম, কুদরত, শ্রবণ, দর্শন, নিয়ন্ত্রণ, আধিপত্য ও রুবুবিয়াতের যা যা দাবি আছে সবকিছুর নিরিখে তিনি তাদের পরিবেষ্টন করে আছেন। এটাই হলো আল্লাহ তা'আলা কর্তৃক বান্দার 'সাথে থাকা' বাহ্যিক অর্থ; কেননা কুরআন ও হাদীসের ভাষ্য হক এবং হকের বাহ্যিক অর্থও হক। বাতিল কখনো আল কুরআনের বাহ্যিক অর্থ হতে পারে না।

শাইখুল ইসলাম ইবন তাইমিয়্যাহ রাহিমাহুল্লাহ তার আল-ফাতওয়া আল-হামাওয়িয়্যাহ আল-কুবরায় বলেন, 'আল্লাহ তা'আলা কর্তৃক বান্দার সঙ্গে থাকার অর্থ জায়গা অনুযায়ী ভিন্ন-ভিন্ন হয়ে থাকে। অতএব, আল্লাহ তা'আলা যখন বলেন, ﴿يَعۡلَمُ مَا يَلِجُ فِي ٱلۡأَرۡضِ وَمَا يَخۡرُجُ مِنۡهَا﴾ [الحديد: ٤] "তিনি জানেন যমীনে যা কিছু প্রবেশ করে এবং তা থেকে যা কিছু বের হয়।" [সূরা আল-হাদীদ, আয়াত: ০৪] এরপর বলেন: ﴿وَهُوَ مَعَكُمۡ أَيۡنَ مَا كُنتُمۡ﴾ [الحديد: ٤] "আর তোমরা যেখানেই থাক না কেন, তিনি তোমাদের সাথেই আছেন।" [সূরা আল হাদীদ, আয়াত: ০৪] তখন আল্লাহ তা'আলার এ ভাষণ বাহ্যিকভাবে যা বুঝায় তা হলো, আল্লাহ তা'আলা কর্তৃক বান্দাদের সঙ্গে-থাকার অর্থ হলো- তিনি তাদের সকল বিষয় জানেন, তিনি তাদের ওপর সাক্ষী, তিনি সকল বিষয়ের ওপর আধিপত্যশীল ও সর্বজ্ঞানী। এটাই হলো সালাফদের কথার অর্থ যে, 'তিনি তাঁর জ্ঞানের মাধ্যমে তাদের সঙ্গে আছেন।' এটাই হলো আল্লাহ তা'আলার বাণীর বাহ্যিক অর্থ ও হাকীকত।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

আল্লাহ তা'আলা কর্তৃক বান্দার 'সাথে থাকা'র ব্যাপারে সালাফদের ব্যাখ্যা

'সাথে থাকা' এর প্রকৃত ও বাহ্যিক অর্থ কি এটা বলা যে, আল্লাহ তা'আলা তার সৃষ্টিজীবের সঙ্গে থাকেন এই অর্থে যে, তিনি তাদের সঙ্গে মিশে থাকেন অথবা তারা যেসব জায়গায় থাকে সেসব জায়গায় আল্লাহর তা'আলার সত্তা অবস্থান করে; না কি বলা হবে যে, এখানে বাহ্যিক ও প্রকৃত অর্থ বলতে বুঝায় আল্লাহ তা'আলা তাঁর সৃষ্টিজীবের সঙ্গে এই অর্থে থাকেন যে, তিনি তাঁর জ্ঞানে, কুদরতে, শ্রবণে, দর্শনে, নিয়ন্ত্রণে এবং রুবুবিয়াতের অন্যান্য অর্থে সকল মাখলুকের উর্ধ্বে 'আরশের উপর থাকা সত্ত্বেও সকল সৃষ্টিকে পরিবেষ্টন করে আছেন?

এটা নিঃসন্দেহে প্রথম কথাটি এখানে প্রযোজ্য নয়; কেননা উল্লিখিত বাণীসমূহের কনটেক্সট উক্ত কথাকে দাবি করে না। বরং কোনোভাবেই তা বুঝায় না; কেননা

১- এখানে 'সঙ্গে-থাকা'র বিষয়টি আল্লাহর সাথে সম্পৃক্ত করা হয়েছে আর আল্লাহ তা'আলা সৃষ্টিজীব কর্তৃক পরিবেষ্টিত হবেন তা হতে পারে না। অর্থাৎ যদি বলা হয় যে আল্লাহ তা'আলা তার সৃষ্টিজীবের সঙ্গে থাকেন এ অর্থে যে, তিনি তাদের সঙ্গে মিশে থাকেন অথবা তারা যেসব জায়গায় থাকে সেসব জায়গায় আল্লাহ তা'আলার সত্তা অবস্থান করে, তাহলে একথার দাবি হলো যে, আল্লাহ তা'আলা সৃষ্টিবস্তু কর্তৃক পরিবেষ্টিত থাকেন। আল্লাহর ব্যাপারে এমন কথা কখনো বলা যাবে না।

২- مَعِيَّة (সঙ্গে থাকা) আরবী ভাষার অর্থনির্দেশ-নীতি অনুযায়ী মিশে থাকা অথবা একই স্থানে সঙ্গে থাকাকে দাবি করে না। বরং সাধারণভাবে সঙ্গে থাকাকে বুঝায়, এরপর স্থান অনুযায়ী সঙ্গে থাকার আকার-প্রকৃতির ব্যাখ্যা দেয়া হয়।

সালাফে সালেহীন বলেন, আল্লাহ তা'আলা কর্তৃক বান্দার 'সঙ্গে থাকা'র বিষয়টি তার যে প্রকৃত অর্থ সে অর্থেই সত্য। তবে তা এমন 'সঙ্গে থাকা' যা আল্লাহর জন্য উপযোগী এবং যা এক মাখলুক কর্তৃক অন্য মাখলুকের সঙ্গে থাকার সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ নয়; কেননা আল্লাহ তা'আলা তাঁর নিজ সম্পর্কে বলেছেন: ﴿ لَيْسَ كَمِثْلِهِۦ شَيْءٌۖ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ ۝ ﴾ [الشورى: ١١] "তাঁর মতো কিছু নেই, আর তিনি হলেন সর্বশ্রোতা সর্বদ্রষ্টা।" [সূরা আশ-শূরা, আয়াত: ১১] আল্লাহ তা'আলা আরও বলেন: ﴿هَلْ تَعْلَمُ لَهُۥ سَمِيًّا ۝ ﴾ [مريم: ٦٥] "তুমি কি তাঁর সমতুল্য কাউকে জান?" [সূরা মারইয়াম, আয়াত: ৬৫] তিনি আরও বলেন: ﴿وَلَمْ يَكُن لَّهُۥ كُفُوًا أَحَدٌۢ ۝ ﴾ [الاخلاص: ٤] "আর তাঁর কোনো সমকক্ষও নেই।" [সূরা আল ইখলাস, আয়াত: 8]

'সঙ্গে থাকা'র সিফাত অন্যান্য সিফাতের মতোই প্রকৃত অর্থেই আল্লাহর জন্য সাব্যস্ত, আল্লাহর ক্ষেত্রে যেভাবে উপযোগী সেভাবে। আর তা মাখলুকের সিফাতের সাথে সাদৃশ্য বিহীন।

আল্লাহ তা'আলা 'আরশের উপর থাকা'র পরও বান্দার 'সাথে' কীভাবে রয়েছেন তার ধরন আল্লাহ তা'আলাই কেবল জানেন, তবে সালাফে সালেহীন সাথে থাকার বিষয়ে 'ইলম' বা জ্ঞান এর মাধ্যমে হওয়ার একটি দাবী হিসেবে বর্ণনা করেছেন। ইতোপূর্বে এ বিষয়টি সালাফে সালেহীন থেকে বর্ণিত হয়েছে। তাদের মধ্যে অন্যতম হলেন,

১- প্রখ্যাত সাহাবী আবদুল্লাহ ইবন মাসঊদ রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহু (মৃত্যু ৩২ হিজরী)[৮০৪]

২- প্রখ্যাত তাবে'য়ী ও আলেম, কা'ব আল-আহবার (মৃত্যু ৩২ হিজরী)[৮০৫]

৩- উম্মতের রাহবার, হিবরুল উম্মাহ, আবদুল্লাহ ইবন 'আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহুমা (মৃত্যু ৬৮ হিজর)[৮০৬]

৪- ইমাম দ্বাহহাক ইবন মুযাহিম রাহিমাহুল্লাহ (মৃত্যু ১০০ হিজরী)[৮০৭]

৫- ইমাম মুক্বাতিল ইবন হাইয়্যান রাহিমাহুল্লাহ (মৃত্যু ১৫০ হিজরী)।[৮০৮]

৬- ইমাম আবু হানীফা নু'মান ইবন সাবেত রাহিমাহুল্লাহ (মৃত্যু ১৫০ হিজরী)[৮০৯]

৭- ইমাম সুফইয়ান আস-সাওরী রাহিমাহুল্লাহ (মৃত্যু ১৬১ হিজরী)।[৮১০]

৮- ইমাম মালিক ইবন আনাস রাহিমাহুল্লাহ (মৃত্যু ১৭৯ হিজরী)।[৮১১]

---

৮০৪. লালেকাঈ, শারহু উসূলি ই'তিক্বাদি আহলিস সুন্নাতি ওয়াল জামা'আহ (৩/৩৯৫), ৩৯৬, নং ৬৯৫।

৮০৫. ইবন বাত্তাহ, আল-ইবানাহ (৩/১৮৫-১৮৬), নং ১৩৭।

৮০৬. আদদুররুল মানসূর (৬/১৭১)।

৮০৭. ইমাম আহমাদ, আস-সুন্নাহ, পৃ. ৭১; আবু দাউদ, আল-মাসায়েল, পৃ. ২৬৩; ইবন আবী হাতেম, যেমনটি মাজমূ' ফাতাওয়ায় বর্ণিত হয়েছে (৫/৪৯৫); ইবন জারীর, আত-তাফসীর (২৮/১২-১৩); আবদুল্লাহ ইবন ইমাম আহমাদ, আস-সুন্নাহ (১/৩০৪), নং ৫৯২-৫৯৩; আল-আজুররী, আশ-শরী'আহ (৩/১০৭৯), নং ৬৫৫; ইবন বাত্তাহ, আল-ইবানাহ (৩/১৫২-১৫৩), নং ১০৯; লালেকাঈ, শারহু উসূলি ই'তিক্বাদি আহলিস সুন্নাতি ওয়াল জামা'আহ (৩/৪০০), নং ৬৭০; ইবন আবী ইয়া'লা, আত-ত্বাবাকাত (১/২৫২); বাইহাক্বী, আল-আসমা ওয়াস সিফাত (২/৩৪১-৩৪২), নং ৯০৯; ইবন আবদুল বার, আত-তামহীদ (৭/১৩৯); ইবন কুদামাহ, ইসবাতু সিফাতিল 'উলূ, পৃ. ১১৩; ইবন তাইমিয়্যাহ, শারহু হাদীসিন নুযূল, পৃ. ১২৬; যাহাবী, আল-'উলূ, ৯৮-৯৯; আল-'আরশ (২/১৫৫), নং ১৩৬-১৩৭; ইবনুল কাইয়্যম, ইজতিমাউল জুয়ূশ, পৃ. ১৩১, ২৫৭; মুখতাসারুস সাওয়া'য়িক (২/১১২)।

৮০৮. লালেকাঈ, শারহু উসূলি ই'তিক্বাদি আহলিস সুন্নাতি ওয়াল জামা'আহ (৩/৪০০), নং ৬৭০; যাহাবী, আল-'উলূ, ১০২; আল-আরবা'ঈন, পৃ. ৬৪, নং ৪৭; আল-'আরশ (২/১৮৪), নং ১৫৯, (২/১৯১), নং ১৬৫।

৮০৯. বাইহাক্বী, আল-আসমা ওয়াস সিফাত (২/৩৮৩); যাহাবী, আল-'উলূ, পৃ. ১০১; আল-'আরশ (২/১৭৪), নং ১৫১; ইবনুল কাইয়্যেম, ইজতিমাউল জুয়ূশ, পৃ. ১৩৭-১৩৮।

৮১০. বুখারী, খালকু আফ'আলিল ইবাদ, পৃ. ৮; আবদুল্লাহ ইবন ইমাম আহমাদ, আস-সুন্নাহ (১/৩০৬-৩০৭), নং ৫৯৭; আজুররী, আশ-শরী'আহ (৩/১০৭৮), নং ৬৫৪; ইবন বাত্তাহ, আল-ইবানাহ (৩/১৫৪-১৫৫), নং ১১১; লালেকাঈ, শারহু উসূলি ই'তিক্বাদি আহলিস সুন্নাতি ওয়াল জামা'আহ (৩/৪০১), হাদীস ৬৭২; বাইহাক্বী, আল-আসমা ওয়াস সিফাত (২/৩৪১), নং ৯০৮; ইবন আবদুল বার, আত-তামহীদ (৭/১৩৯), (৭/১৪২); ইবন কুদামাহ ইসবাতু সিফাতিল 'উলূ, পৃ. ১১৫-১১৬, নং ৯৪ ও পৃ. ১১৩, নং ৮৯; যাহাবী, আল-'উলূ, পৃ. ১০৩; আল-আরবা'ঈন, পৃ. ৬৩-৬৪; নং ৪৬; সিয়ারু আ'লামিন নুবালা (৭/২৭৪); আল-'আরশ (২/১৮৩), নং ১৫৮।

৮১১. আবু দাউদ, মাসায়িলি ইমাম আহমাদ, পৃ. ২৬৩; আবদুল্লাহ ইবন ইমাম আহমাদ, আস-সুন্নাহ (১/১০৬-১০৭), নং ১১ ও (১/২৮০), নং ৫৩২; আজুররী, আশ-শরী'আহ (৩/১০৭৬-১০৭৭), নং ৬৫২-৬৫৩; ইবন বাত্তাহ, আল-ইবানাহ (৩/১৫৩), নং ১১০; ইবন মানদাহ, আত-তাওহীদ ৩/৩০৭, নং ৮৯৩; লালেকাঈ, শারহু উসূলি ই'তিক্বাদি আহলিস সুন্নাতি ওয়াল জামা'আত (৩/৪০১); ইবন আবদুল বার, আত-তামহীদ (৭/১৩৮); কাদ্বী ইয়াদ্ব, তারতীবুল মাদারিক (২/৪৩); ইবন তাইমিয়্যাহ, মাজমূ'উল ফাতাওয়া (৫/১৮৩), দারউত তা'আরুদ্ব (৬/২৬২), আর বলেন, এসব সনদ সহীহ; যাহাবী, আল-'উলূ, পৃ. ১০৩; সিয়ারু আ'লামিন নুবালা (৮/১০১); আল-আরবা'ঈন পৃ. ৫৯, নং ৩৯ ও পৃ. ৬৩ নং ৪৫; আল-'আরশ (২/১৭৮), নং ১৫৫; ইবনুল কাইয়্যেম, মুখতাসারুস সাওয়া'য়িক (২/২১৩)।

৯- ইমাম আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারক (মৃত্যু ১৮১ হিজরী)[৮১২]

১০- ইমাম আবু ইউসুফ ইয়া'কূব ইবন ইবরাহীম (মৃত্যু ১৮২ হিজরী)[৮১৩]

১১- আলী ইবন আসেম আল-ওয়াসেত্বী (মৃত্যু ২০১ হিজরী)।[৮১৪]

১২- আসবাগ ইবনুল ফারাজ আল-মালেকী (মৃত্যু ২২৫ হিজরী)।[৮১৫]

১৩- বিশর আল-হাফী (মৃত্যু ২২৭ হিজরী)।[৮১৬]

১৪- ইমাম নু'আইম ইবন হাম্মাদ আল-খুযা'ঈ (মৃত্যু ২২৮ হিজরী)[৮১৭]

১৫- মুহাম্মাদ ইবন সা'ঈদ ইবন হান্নাদ আল-বূশাঞ্জী (মৃত্যু ২৩০ হিজরী)[৮১৮]

১৬- ইমাম আহমাদ ইবন নাসর আল-খুযা'ঈ (মৃত্যু ২৩১ হিজরী)[৮১৯]

১৭- ইমাম আলী ইবনুল মাদীনী রাহিমাহুল্লাহ (মৃত্যু ২৩৪ হিজরী)[৮২০]

১৮- ইমাম ইসহাক্ব ইবন রাহওয়িয়াহ রাহিমাহুল্লাহ (মৃত্যু ২৩৮ হিজরী)[৮২১]

১৯- ইমাম আহমাদ ইবন হাম্বল রাহিমাহুল্লাহ (মৃত্যু ২৪১ হিজরী)[৮২২]

২০- ইমাম হারেস ইবন আসাদ আল-মুহাসেবী (মৃত্যু ২৪৩ হিজরী)[৮২৩]

২১- ইমাম আবদুল ওয়াহহাব ইবনুল হাকাম আল-ওয়ারাক্ব (মৃত্যু ২৫১ হিজরী)[৮২৪]

২২- ইমাম ইয়াহইয়া ইবন মু'আয আর-রাযী (মৃত্যু ২৫৮ হিজরী)।[৮২৫]

২৩- ইমাম মুহাম্মাদ ইবন ইয়াহইয়া আয-যুহলী (মৃত্যু ২৫৮ হিজরী)।[৮২৬]

---

৮১২. বুখারী, খালকু আফ'আলিল ইবাদ, পৃ. ০৮।

৮১৩. যাহাবী, আল-'উলূ, পৃ. ১১২।

৮১৪. যাহাবী, আল-'উলূ, পৃ. ১১৬।

৮১৫. ইবনুল কাইয়্যেম, ইজতিমা'উল জুয়ূশিল ইসলামিয়্যাহ, পৃ. ১৪২)।

৮১৬. যাহাবী, আল-'উলূ, পৃ. ১২৭; আল-আরবা'ঈন পৃ. ৪৩।

৮১৭. ইবন বাত্তাহ, আল-ইবানাহ (৩/১৪৬), নং ১০৬; যাহাবী, আল-'উলূ, পৃ. ১২৬; সিয়ারু আ'লামিন নুবালা (১০/৬১১); আল-আরবা'ঈন পৃ. ৬৪, নং ৪৮; আল-'আরশ (২/২৩৮), নং ২০৮; ইবনুল কাইয়্যেম, ইজতিমা'উল জুয়ূশ, পৃ. ২২১।

৮১৮. যাহাবী, আল-'উলূ, পৃ. ১১৫।

৮১৯. যাহাবী, আল-'উলূ, পৃ. ১২৮।

৮২০. যাহাবী, আল-'উলূ; ইবনুল কাইয়্যেম, ইজতিমা'উল জুয়ূশ, পৃ. ২৩৪।

৮২১. ইবন বাত্তাহ, আল-ইবানাহ (৩/১৬১), নং ১১৮; যাহাবী, আল-'উলূ, পৃ. ১৩১; সিয়ারু আ'লামিন নুবালা (১১/৩৭০); আল-'আরশ (২/২৪৫), নং ২১৭; ইবনুল কাইয়্যেম, মুখতাসারুস সাওয়া'য়িক (২/২১৩)।

৮২২. ইবন বাত্তাহ, আল-ইবানাহ (৩/১৫৯-১৬০), নং ১১৬; যাহাবী, আল-'উলূ, পৃ. ১৩০; আল-আরবা'ঈন, পৃ. ৬৪-৬৪, নং ৪৯; ইবনুল কাইয়্যেম, ইজতিমাউল জুয়ূশ পৃ. ২০০-২০১।

৮২৩. মাজমূ'উল ফাতাওয়া (৫/৬৯)।

৮২৪. যাহাবী, আল-'উলূ, পৃ. ১৪২।

৮২৫. ইবনুল কাইয়্যেম, ইজতিমা'উল জুয়ূশিল ইসলামিয়্যাহ, পৃ. ২৭০।

৮২৬. যাহাবী, আল-'উলূ, পৃ. ১৩৬

২৪- ইমাম ইসমা'ঈল ইবন ইয়াহইয়া আল-মুযানী (মৃত্যু ২৬৪ হিজরী)।[৮২৭]

২৫- ইবন আবী হাতেম আর-রাযী (মৃত্যু ২৭৭ হিজরী) ও আবু যুরআহ আর-রাযী (মৃত্যু ২৬৪ হিজরী)[৮২৮]

২৬- ইমাম আবদুল্লাহ ইবন মুসলিম ইবন কুতাইবাহ (মৃত্যু ২৭৬ হিজরী)[৮২৯]

২৭- ইমাম উসমান ইবন সা'ঈদ আদ-দারেমী (মৃত্যু ২৮০ হিজরী)[৮৩০]

২৮- ইমাম মুহাম্মাদ ইবন উসমান ইবন আবী শাইবাহ (মৃত্যু ২৯৭ হিজরী)[৮৩১]

২৯- ইমাম যাকারিয়া ইবন ইয়াহইয়া আস-সাজী (মৃত্যু ৩০৭ হিজরী)[৮৩২]

৩০- ইমাম মুহাম্মাদ ইবন জারীর আত-ত্বাবারী (মৃত্যু ৩১০ হিজরী)[৮৩৩]

৩১- ইমাম আবুল হাসান আল-আশ'আরী (মৃত্যু ৩২৪ হিজরী)[৮৩৪]

৩২- ইমাম আলী ইবন মাহদী আত-ত্বাবারী (মৃত্যু ৩২৪ হিজরী এর পরে)[৮৩৫]

৩৩- ইমাম আবু বকর আল-আজুররী (মৃত্যু ৩৬০ হিজরী)[৮৩৬]

৩৪- ইমাম ইবন আবী যায়েদ আল-ক্বাইরোয়ানী (মৃত্যু ৩৮৬ হিজরী)[৮৩৭]

৩৫- ইমাম ইবন বাত্তাহ আল-উকবারী (মৃত্যু ৩৮৭ হিজরী)[৮৩৮]

৩৬- ইমাম ইবন আবী যামানীন (মৃত্যু ৩৯৯ হিজরী)[৮৩৯]

৩৭- ইমাম আবু বকর আল-বাকেল্লানী (৪০৩ হিজরী)[৮৪০]

৩৮-ইমাম আহমাদ ইবন মুহাম্মাদ আস-সা'লাবী (মৃত্যু ৪২৭ হিজরী)[৮৪১]

৩৯-ইমাম আবু 'উমার আত্ব-ত্বালামাঙ্কী (মৃত্যু ৪২৯ হিজরী)[৮৪২]

---

৮২৭. আল-মুযানী, শারহুস সুন্নাহ পৃ. ৭৫।

৮২৮. লালেকাঈ (১/১৭৬-১৭৯), নং ৩৩১।

৮২৯. তা'ওয়ীলু মুখতালাফিল হাদীস পৃ. ১৮২-১৮৩; আল-'আরশ (২/২৭১), নং ২৩৬।

৮৩০. আর-রাদ্দু আলাল জাহমিয়্যাহ পৃ. ২৬৮-২৬৯।

৮৩১. ইবন আবী শাইবাহ, আল-'আরশ পৃ. ২৭৬-২৯২; যাহাবী, আল-'আরশ (২/২৬৪), নং ২৩৩।

৮৩২. যাহাবী, আল-'উলূ, পৃ. ১৫০।

৮৩৩. ত্বাবারী, তাফসীর (২৭/২১৬); (১২/২৮)।

৮৩৪. আশ'আরী, রিসালাতুন ইলা আহলিস সাগার, পৃ. ২৩৪।

৮৩৫. যাহাবী, আল-'আরশ (২/৩২২), নং ২৫৬।

৮৩৬. আশ-শরী'আহ (৩/১০৭৫-১০৭৬); মুখতাসারুস সাওয়া'য়িক (২/২১৪); যাহাবী, আল-'আরশ (২/৩০৯), নং ২৫২।

৮৩৭. কাইরোয়ানী, আর-রিসালাহ, পৃ. ০৪।

৮৩৮. আল-ইবানাহ (৩/১৩৬); মুখতাসারুস সাওয়া'য়িক (২/২১৪)।

৮৩৯. আস-সুন্নাহ।

৮৪০. যাহাবী, আল-'আরশ (২/৩৩৮); সিয়ারু আ'লামিন নুবালা (১৭/৫৫৮-৫৫৯)।

৮৪১. আল-কাশফু ওয়াল বায়ান (৯/২৩১)।

৮৪২. ইবন তাইমিয়্যাহ, বায়ানু তালবীসিল জাহমিয়্যাহ (২/৩৮); দারউ তা'আরুদ্বিল আকলি ওয়ান নাকল (৬/২৫০-২৫১); যাহাবী, আল-'উলূ, পৃ. ২৬৪; ইবনুল কাইয়্যেম, ইজতিমা'উল জুয়ূশ, পৃ. ১৪২।

৪০- ইমাম আবু বকর মুহাম্মাদ ইবন মাওহাব আল-মালেকী (মৃত্যু ৪০৬ হিজরী)[৮৪৩]

৪১- ইমাম মা'মার ইবন আহমাদ আল-আসবাহানী (মৃত্যু ৪২৮ হিজরী)[৮৪৪]

৪২- ইমাম আবু যাকারিয়া ইয়াহইয়া ইবন আম্মার (মৃত্যু ৪৪২ হিজরী)[৮৪৫]

৪৩- ইমাম আবু নসর আস-সাজযী (মৃত্যু ৪৪৪ হিজরী)[৮৪৬]

৪৪- ইমাম আবু বকর আল-বাইহাক্বী (মৃত্যু ৪৫৮ হিজরী)[৮৪৭]

৪৫- ইমাম ইবন আবদুল বার আল-মাগরেবী (মৃত্যু ৪৬৩ হিজরী)[৮৪৮]

৪৬- ইমাম আবুল কাসেম আল-কুশাইরী (মৃত্যু ৪৬৫ হিজরী)[৮৪৯]

৪৭- ইমাম আবু ইসমা'ঈল আল-আনসারী (মৃত্যু ৪৮১ হিজরী)[৮৫০]

৪৮- ইমাম আবুল হাসান আল-কারজী (মৃত্যু ৪৯১ হিজরী)[৮৫১]

৪৯- ইমাম আবুল কাসেম আল-বাগাওয়ী (মৃত্যু ৫১০ হিজরী)[৮৫২]

৫০- কিওয়ামুস সুন্নাহ আবুল ক্বাসেম আল-আসফাহানী (মৃত্যু ৫৩৫ হিজরী)[৮৫৩]

৫১- ইমাম আবু মুহাম্মাদ আল-ইয়ামানী (৫৫০ এর পরে)[৮৫৪]

৫২- ইমাম আশ-শাইখ আবদুল কাদের আল-জীলানী (মৃত্যু ৫৬১ হিজরী)[৮৫৫]

৫৩- শাইখুল ইসলাম ইবন তাইমিয়্যাহ (মৃত্যু ৭২৮ হিজরী)[৮৫৬]

৫৪- ইমাম ইবন আবদুল হাদী আল-মাকদেসী (মৃত্যু ৭৪৪ হিজরী)[৮৫৭]

৫৫- ইমাম যাহাবী (মৃত্যু ৭৪৮ হিজরী)[৮৫৮]

---

৮৪৩. যাহাবী, আল-'উলূ, পৃ. ১৯৩।

৮৪৪. আল-'উলূ, পৃ. ২৬২।

৮৪৫. যাহাবী, আল-'উলূ, পৃ. ১৭৭-১৭৮; আল-'আরশ (২/৩৪৮), নং ২৬৬; ইবনুল কাইয়্যেম, ইজতিমাউল জুয়ূশ, পৃ. ২৭৯।

৮৪৬. আল-'উলূ, পৃ. ১৭২।

৮৪৭. আল-ই'তিক্বাদ, পৃ. ১১২-১১৫; যাহাবী, আল-'উলূ, পৃ. ১৮৪-১৮৫; আল-'আরশ (২/৩৫৫), নং ২৭১/

৮৪৮. ইবন আবদুল বার, আত-তামহীদ (৭/১৩৮-১৩৯); যাহাবী, আল-'আরশ (২/৩৫৬), নং ২৭২।

৮৪৯. তাফসীর লাতায়িফুল ইশারাত (৩/৫৩৪)।

৮৫০. যাহাবী, আল-'উলূ, ১৮৯।

৮৫১. যাহাবী, আল-'আরশ (২/৩৬৮), নং ২৮২

৮৫২. বাগাওয়ী, আত-তাফসীর (৪/৩০৭); যাহাবী, আল-'আরশ (২/৩৬৮)।

৮৫৩. আল-আসফাহানী, আল-হুজ্জাহ ফী বায়ানিল মাহাজ্জাহ (২/২৯১)।

৮৫৪. আবু মুহাম্মাদ আল-ইয়ামানী, আকায়িদুস সালাসি ওয়াস সাব'ঈন ফির্কা (২/৫২৩-৫২৪)।

৮৫৫. আল-গুনইয়াতু লি ত্বালিবী ত্বারিক্বিল হক্ব (১/৫৪-৫৭)।

৮৫৬. ফাতওয়া আল-হামওয়িয়্যাহ আল-কুবরা পৃ. ৫-৬; মাজমূ'উল ফাতাওয়া (৩/১৪২)।

৮৫৭. আল-কালাম আলা মাসআলাতিল ইস্তেওয়া।

৮৫৮. আল-'উলূ, আল-আরশ, আল-আরবা'ঈন।

৫৬- ইবনুল কাইয়্যেম, (মৃত্যু ৭৫১ হিজরী)[৮৫৯]

৫৭- ইমাম ইবন কাসীর (মৃত্যু ৭৭৪ হিজরী)[৮৬০]

৫৮- ইমাম ইবন রাজাব (৭৯৫ হিজরী)।[৮৬১]

৫৯- ইমাম আবু যায়েদ আস-সা'আলাবী (মৃত্যু ৮৭৫ হিজরী)[৮৬২]

৬০- ইমাম জালালুদ্দীন আল-মাহাল্লী, (মৃত্যু ৮৭৩ হিজরী)[৮৬৩]

৬১- ইমাম আশ-শাওকানী (মৃত্যু ১২৫০ হিজরী)[৮৬৪]

৬২- ইমাম আবদুল হাই আল-লাখনাওয়ী (১৩০৪ হিজরী)[৮৬৫]

৬৩- নাওয়াব সিদ্দিক হাসান খান (মৃত্যু ১৩০৭ হিজরী)[৮৬৬]

আল্লাহ তা'আলা কর্তৃক 'বান্দার সাথে থাকা' প্রকৃত অর্থেই সাথে থাকা

ইমাম ইবন আবদুল বার বলেছেন, 'আহলে সুন্নত কুরআন-সুন্নাহ'য় উল্লিখিত সকল সিফাতের ওপর ঈমান আনা এবং সেগুলোকে রূপক অর্থে নয় বরং প্রকৃত অর্থে বহন করার ব্যাপারে ঐকমত্য পোষণ করেছেন। তবে তারা এ সিফাতসমূহের কোনোটারই ধরণ-ধারণ কি বা বাস্তবতা কি তা উল্লেখ করেন না।[৮৬৭]

উপরোক্ত নীতি অনুযায়ী সালাফে সালেহীনের দৃষ্টিতে আল্লাহ তা'আলা কর্তৃক বান্দার সাথে থাকা দু'ভাগে বিভক্ত:

এক. 'মা'য়িয়্যাতু 'আম্মাহ' অর্থাৎ ব্যাপকভাবে সাথে থাকা: আর তা হচ্ছে, জ্ঞান, ক্ষমতা, শোনা, দেখা, কর্তৃত্ব, নিয়ন্ত্রণ ইত্যাদিতে তিনি বান্দাকে পরিবেষ্টন করে আছেন। আর তা আল্লাহর সকল সৃষ্টিকুলের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। ঈমানদার, কাফির, নেককার, বদকার, ব্যাপকভাবে সবার সাথেই তিনি রয়েছেন। যেমন আল্লাহ বলেন,

﴿يَسْتَخْفُونَ مِنَ ٱلنَّاسِ وَلَا يَسْتَخْفُونَ مِنَ ٱللَّهِ وَهُوَ مَعَهُمْ إِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لَا يَرْضَىٰ مِنَ ٱلْقَوْلِ ۚ وَكَانَ ٱللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا ﴾ [النساء: ١٠٨]

"তারা মানুষ থেকে গোপন করতে চায় কিন্তু আল্লাহর থেকে গোপন করে না, অথচ তিনি

---

৮৫৯. ইজতিমা'উল জুয়ূশিল ইসলামিয়্যাহ।

৮৬০. তাফসীর ইবন কাসীর (৪/৩২২)।

৮৬১. ফাতহুল বারী শারহুল বুখারী (২/৩৩১-৩৩২)।

৮৬২. তাফসীর আস-সা'আলেবী (৫/৩৭৮)।

৮৬৩. তাফসীর জালালাইন, সূরা হাদীদ এর ৭ নং আয়াতের তাফসীর।

৮৬৪. তাফসীর ফাতহুল কাদীর (৫/১৬৬, ১৮৭)।

৮৬৫. মাজমূ'আতুল ফাতাওয়া।

৮৬৬. কাতফুস সামার পৃ. ৫০-৫১; আল-ইত্তিকাদুর রাজীহ)।

৮৬৭. ইমাম ইবনুল বার এর বরাত দিয়ে এ কথাটি ইমাম ইবনে তাইমিয়্যাহ তার গ্রন্থ আল-ফাতওয়া আল-হামওয়িয়্যাতে উল্লেখ করেন, দ্রঃ মাজমুউল ফাতাওয়া, খণ্ড ৫, পৃ. ৮৭।

তাদের সংগেই আছেন রাতে যখন তারা, তিনি যা পছন্দ করেন না- এমন বিষয়ে পরামর্শ করে এবং তারা যা করে আল্লাহ্ তা পরিবেষ্টন করে আছেন।" [সূরা নিসা, আয়াত: ১০৮]

আরও বলেন,

﴿هُوَ ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضَ فِى سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْشِ ۚ يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِى ٱلْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنزِلُ مِنَ ٱلسَّمَآءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا ۖ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنتُمْ ۚ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۝٤﴾ [الحديد: ٤]

"তিনি ঐ সত্তা যিনি ছয়দিনে আসমানসমূহ ও যমীন সৃষ্টি করেছেন; তারপর তিনি 'আরশের উপর উঠেছেন। তিনি জানেন যা কিছু যমীনে প্রবেশ করে এবং যা কিছু তা থেকে বের হয়, আর আসমান থেকে যা কিছু অবতীর্ণ হয় এবং তাতে যা কিছু উত্থিত হয়। আর তোমরা যেখানেই থাক না কেন তিনি তোমাদের সঙ্গে আছেন, আর তোমরা যা কিছু কর আল্লাহ্ তার সম্যক দ্রষ্টা।" [সূরা আল-হাদীদ, আয়াত: ০৪]

অনুরূপ আরও বলেন,

﴿أَلَمْ تَرَ أَنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِى ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَمَا فِى ٱلْأَرْضِ ۖ مَا يَكُونُ مِن نَّجْوَىٰ ثَلَٰثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ وَلَآ أَدْنَىٰ مِن ذَٰلِكَ وَلَآ أَكْثَرَ إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَ مَا كَانُوا۟ ۖ ثُمَّ يُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا۟ يَوْمَ ٱلْقِيَٰمَةِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيمٌ ۝٧﴾ [المجادلة: ٧]

"আপনি কি লক্ষ্য করেন না যে, আসমানসমূহ ও যমীনে যা কিছু আছে আল্লাহ্ তা জানেন? তিন ব্যক্তির মধ্যে এমন কোনো গোপন পরামর্শ হয় না যাতে চতুর্থজন হিসেবে তিনি থাকেন না এবং পাঁচ ব্যক্তির মধ্যেও হয় না যাতে ষষ্ঠজন হিসেবে তিনি থাকেন না। তারা এর চেয়ে কম হোক বা বেশি হোক তিনি তো তাদের সঙ্গেই আছেন তারা যেখানেই থাকুক না কেন। তারপর তারা যা করে, তিনি তাদেরকে কিয়ামতের দিন তা জানিয়ে দিবেন। নিশ্চয় আল্লাহ্ সবকিছু সম্পর্কে সম্যক অবগত।" [সূরা আল-মুজাদালাহ, আয়াত: ০৭]

দুই. 'মা'য়িয়্যাতু খাসসাহ' বিশেষভাবে সাথে থাকা: আর তা হচ্ছে, সাহায্য-সহযোগিতা করা, হিফাযত করা, বিশেষ যত্ন নেয়া, রক্ষা করা, দেখাশুনা করা, ভালোবাসা, তাওফীক দেয়া, যথেষ্ট করে দেয়া, নৈকট্য প্রদান, সঠিক কাজটির দিক নির্দেশনা, হিদায়াত প্রদান ইত্যাদি। আলেমগণ এটাকে আল্লাহর কর্মগত গুণ হিসেবে গণ্য করেছেন।

এটি আবার দু' প্রকার:

১- ব্যক্তির সাথে বিশেষভাবে থাকা। যেমন, আল্লাহর বাণী:

﴿إِلَّا تَنصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ ٱللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ ثَانِىَ ٱثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِى ٱلْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَٰحِبِهِۦ لَا تَحْزَنْ إِنَّ ٱللَّهَ مَعَنَا ۖ فَأَنزَلَ ٱللَّهُ سَكِينَتَهُۥ عَلَيْهِ وَأَيَّدَهُۥ بِجُنُودٍ لَّمْ تَرَوْهَا وَجَعَلَ كَلِمَةَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ ٱلسُّفْلَىٰ ۗ وَكَلِمَةُ ٱللَّهِ هِىَ ٱلْعُلْيَا ۗ وَٱللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ۝٤٠﴾ [التوبة: ٤٠]

"যদি তোমরা তাঁকে সাহায্য না কর, তবে আল্লাহ তো তাঁকে সাহায্য করেছিলেন যখন

কাফিররা তাঁকে বহিস্কার করেছিল এবং তিনি ছিলেন দুজনের দ্বিতীয়জন, যখন তারা উভয়ে গুহার মধ্যে ছিল; তিনি তখন তাঁর সংগীকে বলেছিলেন, 'বিষণ্ণ হয়ো না, আল্লাহ্ তো আমাদের সাথে আছেন।' অতঃপর আল্লাহ্ তার উপর তাঁর প্রশান্তি নাযিল করেন এবং তাঁকে শক্তিশালী করেন এমন এক সৈন্যবাহিনী দ্বারা যা তোমরা দেখনি এবং তিনি কাফিরদের কথা হেয় করেন। আর আল্লাহর কথাই সমুন্নত এবং আল্লাহ্ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।" [সূরা আত-তাওবাহ, আয়াত: ৪০]

অনুরূপ আল্লাহর বাণী,

﴿ قَالَ لَا تَخَافَآ إِنَّنِي مَعَكُمَآ أَسۡمَعُ وَأَرَىٰ ۝ ﴾ [طه: ٤٦]

"তিনি বললেন, আপনারা ভয় করবেন না, আমি তো আপনাদের সঙ্গে আছি, আমি শুনি ও আমি দেখি।" [সূরা ত্বা-হা, আয়াত: ৪৬]

﴿ قَالَ كَلَّآۖ إِنَّ مَعِيَ رَبِّي سَيَهۡدِينِ ۝ ﴾ [الشعراء : ٦٢]

"মূসা বললেন, কখনই নয়! আমার সঙ্গে আছেন আমার রব; সত্বর তিনি আমাকে পথনির্দেশ করবেন।" [সূরা আশ-শু'আরা, আয়াত: ৬২]

২- কোনো গুণ ও গুণওয়ালাদের সাথে থাকা। যেমন, আল্লাহর বাণী:

﴿ إِنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلَّذِينَ ٱتَّقَواْ وَّٱلَّذِينَ هُم مُّحۡسِنُونَ ۝ ﴾ [النحل: ١٢٨]

"নিশ্চয় আল্লাহ্ তাদের সঙ্গে আছেন যারা তাক্ওয়া অবলম্বন করে এবং যারা মুহসিন।" [সূরা আন-নাহল, আয়াত: ১২৮]

অনুরূপ আল্লাহর বাণী:

﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱسۡتَعِينُواْ بِٱلصَّبۡرِ وَٱلصَّلَوٰةِۚ إِنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلصَّٰبِرِينَ ۝ ﴾ [البقرة: ١٥٣]

"হে ঈমানদারগণ! তোমরা সাহায্য চাও সবর ও সালাতের মাধ্যমে। নিশ্চয় আল্লাহ্ সবরকারীদের সাথে আছেন।" [সূরা আল-বাক্বারাহ, আয়াত: ১৫৩]

অনুরূপ আল্লাহর বাণী:

﴿وَمِنۡ حَيۡثُ خَرَجۡتَ فَوَلِّ وَجۡهَكَ شَطۡرَ ٱلۡمَسۡجِدِ ٱلۡحَرَامِۖ وَإِنَّهُۥ لَلۡحَقُّ مِن رَّبِّكَۗ وَمَا ٱللَّهُ بِغَٰفِلٍ عَمَّا تَعۡمَلُونَ ۝ ﴾ [البقرة: ١٤٩]

"আর যেখান থেকেই আপনি বের হন না কেন মসজিদুল হারামের দিকে চেহারা ফিরান। নিশ্চয় এটা আপনার রবের কাছ থেকে পাঠানো সত্য। আর তোমরা যা কর সে সম্পর্কে আল্লাহ্ গাফেল নন।" [সূরা আল-বাক্বারাহ, আয়াত: ২৪৯]

অনুরূপ আল্লাহর বাণী,

﴿وَٱلَّذِينَ جَٰهَدُواْ فِينَا لَنَهۡدِيَنَّهُمۡ سُبُلَنَاۚ وَإِنَّ ٱللَّهَ لَمَعَ ٱلۡمُحۡسِنِينَ ۝ ﴾ [العنكبوت: ٦٩]

"আর যারা আমাদের পথে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালায়, আমরা তাদেরকে অবশ্যই আমাদের পথসমূহের হিদায়াত দিব। আর নিশ্চয় আল্লাহ মুহসিনদের সঙ্গে আছেন।" [সূরা আল-

'আনকাবূত, আয়াত: ৬৯]

অনুরূপ আল্লাহর বাণী,

﴿ٱلشَّهۡرُ ٱلۡحَرَامُ بِٱلشَّهۡرِ ٱلۡحَرَامِ وَٱلۡحُرُمَٰتُ قِصَاصٞۚ فَمَنِ ٱعۡتَدَىٰ عَلَيۡكُمۡ فَٱعۡتَدُواْ عَلَيۡهِ بِمِثۡلِ مَا ٱعۡتَدَىٰ عَلَيۡكُمۡۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَٱعۡلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلۡمُتَّقِينَ ١٩٤﴾ [البقرة: ١٩٤]

"পবিত্র মাস পবিত্র মাসের বিনিময়ে। যার পবিত্রতা অলংঘনীয় তার অবমাননা কিসাসের অন্তর্ভুক্ত। কাজেই যে কেউ তোমাদেরকে আক্রমণ করবে তোমরাও তাকে অনুরূপ আক্রমণ করবে এবং তোমরা আল্লাহর তাকওয়া অবলম্বন করবে। আর জেনে রাখ, নিশ্চয় আল্লাহ্ মুত্তাকীদের সাথে রয়েছেন।" [সূরা আল-বাক্বারাহ, আয়াত: ১৯৪]

তদ্রূপ আল্লাহর বাণী:

﴿وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌۖ أُجِيبُ دَعۡوَةَ ٱلدَّاعِ إِذَا دَعَانِۖ فَلۡيَسۡتَجِيبُواْ لِي وَلۡيُؤۡمِنُواْ بِي لَعَلَّهُمۡ يَرۡشُدُونَ ١٨٦﴾ [البقرة: ١٨٦]

"আর আমার বান্দাগণ যখন আমার সম্পর্কে আপনাকে জিজ্ঞেস করে, (তখন বলে দিন যে) নিশ্চয় আমি অতি নিকটে। আহ্বানকারী যখন আমাকে আহ্বান করে আমি তার আহবানে সাড়া দেই। কাজেই তারাও আমার ডাকে সাড়া দিক এবং আমার প্রতি ঈমান আনুক, যাতে তারা সঠিক পথে চলতে পারে।" [সূরা আল-বাক্বারাহ, আয়াত: ১৮৬]

অনুরূপ আল্লাহর বাণী:

﴿وَلَا تُفۡسِدُواْ فِي ٱلۡأَرۡضِ بَعۡدَ إِصۡلَٰحِهَا وَٱدۡعُوهُ خَوۡفٗا وَطَمَعًاۚ إِنَّ رَحۡمَتَ ٱللَّهِ قَرِيبٞ مِّنَ ٱلۡمُحۡسِنِينَ ٥٦﴾ [الأعراف: ٥٦]

"আর যমীনে শান্তি স্থাপনের পর তোমরা সেখানে বিপর্যয় সৃষ্টি করো না। আর আল্লাহকে ভয় ও আশার সাথে ডাক। নিশ্চয় আল্লাহর অনুগ্রহ মুহসিনদের খুব নিকটে।" [সূরা আল-আ'রাফ, আয়াত: ৫৬]

অনুরূপ আল্লাহর বাণী:

﴿إِن تَسۡتَفۡتِحُواْ فَقَدۡ جَآءَكُمُ ٱلۡفَتۡحُۖ وَإِن تَنتَهُواْ فَهُوَ خَيۡرٞ لَّكُمۡۖ وَإِن تَعُودُواْ نَعُدۡ وَلَن تُغۡنِيَ عَنكُمۡ فِئَتُكُمۡ شَيۡـٔٗا وَلَوۡ كَثُرَتۡ وَأَنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلۡمُؤۡمِنِينَ ١٩﴾ [الأنفال: ١٩]

"যদি তোমরা মীমাংসা চেয়ে থাক, তাহলে তা তো তোমাদের কাছে এসেছে; আর যদি তোমরা বিরত হও তবে তা তোমাদের জন্য কল্যাণকর, কিন্তু যদি তোমরা আবার যুদ্ধ করতে করতে আস তবে আমরাও আবার শাস্তি নিয়ে আসব। আর তোমাদের দল সংখ্যায় বেশি হলেও তোমাদের কোনো কাজে আসবে না। আর নিশ্চয় আল্লাহ্ মুমিনদের সাথে আছেন।" [সূরা আল-আনফাল, আয়াত: ১৯]

অনুরূপ যারা আল্লাহ তা'আলার শরী'আত বাস্তবায়ন করে তাদের সাথেও আল্লাহ রয়েছেন,

আল্লাহ বলেন,

﴿وَلَقَدْ أَخَذَ ٱللَّهُ مِيثَٰقَ بَنِىٓ إِسْرَٰٓءِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ ٱثْنَىْ عَشَرَ نَقِيبًا ۖ وَقَالَ ٱللَّهُ إِنِّى مَعَكُمْ ۖ لَئِنْ أَقَمْتُمُ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتَيْتُمُ ٱلزَّكَوٰةَ وَءَامَنتُم بِرُسُلِى وَعَزَّرْتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا لَّأُكَفِّرَنَّ عَنكُمْ سَيِّـَٔاتِكُمْ وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّٰتٍ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَٰرُ ۚ فَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَٰلِكَ مِنكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَآءَ ٱلسَّبِيلِ ۝١٢﴾

[المائدة: ١٢]

"আর অবশ্যই আল্লাহ্ বনী ইসরাঈলের অঙ্গীকার গ্রহণ করেছিলেন এবং আমরা তাদের মধ্য থেকে বারজন দলনেতা পাঠিয়েছিলাম। আর আল্লাহ্ বলেছিলেন, 'নিশ্চয় আমি তোমাদের সঙ্গে আছি; তোমরা যদি সালাত কায়েম কর, যাকাত দাও, আমার রাসূলগণের প্রতি ঈমান আন, তাঁদেরকে সম্মান-সহযোগিতা কর এবং আল্লাহকে উত্তম ঋণ প্রদান কর, তবে আমি তোমাদের পাপ অবশ্যই মোচন করব এবং অবশ্যই তোমাদেরকে প্রবেশ করাব জান্নাতসমূহে, যার পাদদেশে নদীসমূহ প্রবাহিত।' এর পরও কেউ কুফুরী করলে সে অবশ্যই সরল পথ হারাবে।" [সূরা আল-মায়েদাহ, আয়াত: ১২]

তাছাড়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীসে এসেছে,

أَخْرَجَ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ فِي ((صَحِيحَيْهِمَا)) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ((إِنَّ اللهَ -عَزَّ وَجَلَّ- يَقُولُ: أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِي بِي وَأَنَا مَعَهُ إِذَا دَعَانِي -أَوْ قَالَ: إِذَا ذَكَرَنِي)).

"বুখারী ও মুসলিম তাদের সহীহ গ্রন্থে বর্ণনা করেন, আবু হুরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহু বলেন, "রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা বলেন, আমি আমার ব্যাপারে আমার বান্দার ধারণার নিকটে, আমি তার সাথে থাকি যখন সে আমাকে ডাকে অথবা বলেছেন, যখন সে আমাকে স্মরণ করে"।(৮৬৮)

আরও এসেছে,

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ -رَضِي اللهُ عَنْهُ- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ((قال الله تعالى: أَنَا مَعَ عَبْدِي إِذَا ذَكَرَنِي وَتَحَرَّكَتْ بِي شَفَتَاهُ)) . أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ مُعَلَّقًا مَجْزُومًا بِهِ، وَأَخْرَجَهُ ابْنُ مَاجَهْ مَوْصُولًا، وَصَحَّحَهُ لِغَيْرِهِ الْأَلْبَانِيُّ.

"আবু হুরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "মহান আল্লাহ বলেন, আমি আমার বান্দার সাথে আছি যখন সে আমাকে স্মরণ করে আর দু'টি ঠোঁট আমাকে নিয়ে নাড়াচাড়া করে"।(৮৬৯)

৮৬৮. বুখারী, হাদীস নং ৭৪০৫; মুসলিম, হাদীস নং ২৬৭৫।

৮৬৯. বুখারী ৯/১৫৩; ইবন মাজাহ ৩৭৯২; মুসনাদে আহমাদ ১০৯৬৮; সহীহ লিগাইরিহী।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

আল্লাহ তা'আলা কর্তৃক একই সময়ে বান্দার সাথে থাকা ও 'আরশের উপর থাকা সাংঘর্ষিক নয়

আল্লাহ তা'আলার শানের জন্য যেভাবে উপযোগী সেভাবে তিনি বান্দার সঙ্গে থাকেন, এ কথার সঙ্গে, আল্লাহ তা'আলা 'আরশের উপরে আছেন, এর কোনো সংঘর্ষ নেই। বিষয়টি আমরা কয়েকভাবে বুঝতে পারি:

এক: আল্লাহ তা'আলা এ উভয় বিষয়কে তাঁর কিতাবে একত্র করেছেন। যে কিতাব সকল বৈপরীত্ব থেকে মুক্ত। আর যে দু'টি বিষয়কে আল্লাহ তা'আলা একত্র করেছেন সে দু'টির মাঝে কোনো বৈপরীত্ব থাকতে পারে না।

আল কুরআনের কোনো বিষয়ে বৈপরীত্য আছে বলে যদি ধারণা হয়, তাহলে আপনার উচিত হবে গভীরভাবে অধ্যয়ন করা যাতে প্রকৃত অবস্থা প্রকাশ পায় (অবৈপরীত্য বুঝা যায়)। কেননা আল্লাহ তা'আলা বলেছেন: ﴿أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ ٱلْقُرْءَانَۚ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ ٱللَّهِ لَوَجَدُوا۟ فِيهِ ٱخْتِلَٰفًا كَثِيرًا ۝﴾ [النساء: ٨٢] "তারা কি কুরআন নিয়ে গবেষণা করে না? আর যদি তা আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো পক্ষ থেকে হত, তবে অবশ্যই তারা এতে অনেক বৈপরীত্য দেখতে পেত।" [সূরা আন-নিসা, আয়াত: ৮২]

যদি গভীরভাবে অধ্যয়নের পরও বিষয়টি স্পষ্ট না হয়, তাহলে যারা পাকাপোক্ত জ্ঞানের অধিকারী তাদের পথ অবলম্বন করতে হবে, যারা বলেন, ﴿ءَامَنَّا بِهِۦ كُلٌّ مِّنْ عِندِ رَبِّنَاۗ وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّآ أُو۟لُوا۟ ٱلْأَلْبَٰبِ ۝﴾ [ال عمران: ٧] "আমরা এগুলোর প্রতি ঈমান আনলাম, সবগুলো আমাদের রবের পক্ষ থেকে।" [সূরা আলে ইমরান, আয়াত: ০৭]

অতএব, বিষয়টিকে আল্লাহর কাছে সোপর্দ করতে হবে যিনি এ ব্যাপারে সুপরিজ্ঞাত। জেনে রাখবেন, যদি কোনো ত্রুটি থাকে তবে তা আপনার জ্ঞান ও বুঝের মধ্যে রয়েছে। পক্ষান্তরে আল-কুরআন সকল বৈপরীত্য থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত।

শাইখুল ইসলাম ইবন তাইমিয়্যাহ রাহিমাহুল্লাহ বলেন, সঙ্গে-থাকার দাবি এটা নয় যে, আল্লাহ তা'আলার সত্তা মাখলুকের সঙ্গে মিশে থাকে। এর দলীল হলো, আল্লাহ তা'আলা সূরায়ে মুজাদালার আয়াতের শুরুতে এবং শেষে তাঁর সর্বব্যাপী ইলমের কথা উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেছেন:

﴿أَلَمْ تَرَ أَنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِى ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَمَا فِى ٱلْأَرْضِۖ مَا يَكُونُ مِن نَّجْوَىٰ ثَلَٰثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ وَلَآ أَدْنَىٰ مِن ذَٰلِكَ وَلَآ أَكْثَرَ إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَ مَا كَانُوا۟ۖ ثُمَّ يُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا۟ يَوْمَ ٱلْقِيَٰمَةِۚ إِنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيمٌ ۝﴾ [المجادلة: ٧]

"তুমি কি লক্ষ্য করনি যে, আসমানসমূহ ও যমীনে যা কিছু আছে নিশ্চয় আল্লাহ তা জানেন? তিন জনের কোন গোপন পরামর্শ হয় না যাতে চতুর্থজন হিসেবে আল্লাহ থাকেন না, আর পাঁচ

জনেরও হয় না, যাতে ষষ্ঠজন হিসেবে তিনি থাকেন না। এর চেয়ে কম হোক কিংবা বেশি হোক, তিনি তো তাদের সঙ্গেই আছেন, তারা যেখানেই থাকুক না কেন। তারপর কিয়ামতের দিনে তিনি তাদেরকে তাদের কৃতকর্ম সম্পর্কে জানিয়ে দিবেন। নিশ্চয় আল্লাহ সব বিষয়ে সম্যক অবগত।" [সূরা আল-মুজাদালাহ, আয়াত: ০৭]

উক্ত আয়াতের বাহ্যিক অর্থানুযায়ী, এখানে বান্দাদের 'সঙ্গে-থাকা'র দাবি হলো- আল্লাহ তা'আলা তাদের সম্পর্কে পূর্ণ ইলম রাখেন এবং তাদের আমল ও কর্মের কোনো কিছুই তাঁর কাছে গোপন নয়। এখানে অর্থ এটা নয় যে, আল্লাহ তা'আলা বান্দাদের সঙ্গে মিশে আছেন অথবা তিনি তাদের সঙ্গে যমীনের উপর আছেন।

অনুরূপভাবে সূরায়ে হাদীদের আয়াতে আল্লাহ তা'আলা প্রথমে 'আরশের উপরে উঠার কথা, তাঁর ব্যাপক ইলমের কথা বলেছেন এরপর তিনি বান্দাদের সঙ্গে থাকার কথা উল্লেখ করেছেন এবং পরিশেষে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন যে, বান্দারা যা আমল করে সে সম্পর্কে তিনি সর্বদ্রষ্টা। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿هُوَ ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضَ فِى سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْشِ يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِى ٱلْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنزِلُ مِنَ ٱلسَّمَآءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنتُمْ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۝٤﴾ [الحديد: ٤]

"তিনিই আসমানসমূহ ও যমীন ছয়দিনে সৃষ্টি করেছেন, তারপর তিনি 'আরশে উঠেছেন। তিনি জানেন যমীনে যা কিছু প্রবেশ করে এবং তা থেকে যা কিছু বের হয়; আর আসমান থেকে যা কিছু অবতীর্ণ হয় এবং তাতে যা কিছু উত্থিত হয়। আর তোমরা যেখানেই থাক না কেন, তিনি তোমাদের সাথেই আছেন। আর তোমরা যা কর, আল্লাহ তার সম্যক দ্রষ্টা।" [সূরা আল-হাদীদ, আয়াত: ০৪]

এ আয়াতের বাহ্যিক অর্থ এটা যে, আল্লাহ তা'আলা বান্দাদের সঙ্গে আছেন। তবে এ সঙ্গে থাকার অর্থ বান্দাদের বিষয়ে পরিপূর্ণ জ্ঞান রাখা, বান্দাদের সকল আমল দেখা, কারণ তিনি সর্বোচ্চ 'আরশের উপরে আছেন। আয়াতের অর্থ এটা নয় যে, আল্লাহ তা'আলা বান্দাদের সঙ্গে মিশে আছেন অথবা তাদের সঙ্গে যমীনে আছেন; কেননা এরূপ অর্থ হলে আয়াতের শুরুর অংশে আল্লাহ তা'আলার সর্বোচ্চতা ও 'আরশের উপরে থাকার যে কথা রয়েছে তার সাথে সাংঘর্ষিক হয়ে যাবে।[৮৭০]

অতএব, আমরা বুঝতে পারলাম যে, আল্লাহ তা'আলা তাঁর বান্দাদের সঙ্গে আছেন এর দাবি হলো আল্লাহ তা'আলা তাদের অবস্থা সম্পর্কে সম্পূর্ণ জ্ঞাত, তিনি তাদের কথাবার্তার সর্বশ্রোতা, তিনি তাদের আমলসমূহের সর্বদ্রষ্টা, তিনি তাদের সকল বিষয় নিয়ন্ত্রণকারী। তিনি তাদের জীবনদানকারী, মৃত্যুদাতা, ধনাঢ্য দাতা ও দরিদ্রকারী। তিনি তাদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা রাজত্ব দান করেন এবং যাকে ইচ্ছা রাজত্ব থেকে বঞ্চিত করেন, তিনি যাকে ইচ্ছা সম্মান দান করেন এবং যাকে ইচ্ছা অপমানিত করেন, ইত্যাদি ইত্যাদি যা আল্লাহ তা'আলার রুবুবিয়াত ও তাঁর পরিপূর্ণ ক্ষমতা দাবী করে। সৃষ্টিজগতে হস্তক্ষেপ থেকে কোনো কিছুই আল্লাহ তা'আলাকে বাধাগ্রস্ত করতে পারে না। যার এই শান তিনি প্রকৃত অর্থেই তাঁর সৃষ্টির সাথে, যদিও তিনি তাদের ঊর্ধ্বে 'আরশের উপরে প্রকৃত অর্থে। শাইখুল ইসলাম ইবন তাইমিয়্যাহ 'আল আকীদাহ আল

৮৭০. মাজমুউল ফাতাওয়া, খণ্ড ৫, পৃ. ১০৩।

ওয়াসেতিয়া'য় আল্লাহ তা'আলা কর্তৃক বান্দার সাথে থাকার ব্যাপারে আলোচনা করতে গিয়ে বলেছেন- 'আল্লাহ তা'আলা 'আরশের উপরে থাকা এবং একই মুহূর্তে আমাদের সঙ্গে থাকার ব্যাপারে যা কিছু বললেন, তা প্রকৃত অর্থেই। এ ক্ষেত্রে কোনো অর্থবিকৃতির প্রয়োজন নেই। তবে অবশ্যই মিথ্যা ধারণা থেকে আল্লাহ তা'আলার প্রতি আমাদের বিশ্বাসকে বাঁচাতে হবে।'[৮৭১]

তিনি আল-ফাতওয়া আল-হামাওয়িয়্যাহ[৮৭২]-তে বলেন, 'এ ক্ষেত্রে সারকথা হলো, যে ব্যক্তি আল্লাহর কিতাব ও রাসূলের সুন্নাহ গভীরভাবে অধ্যায়ন করবে সে পরিপূর্ণ হিদায়াত ও আলো লাভ করতে সক্ষম হবে, যদি সে সত্যের অনুসরণকে উদ্দেশ্য বানায়, তাহরীফ ও বিকৃতি থেকে বেঁচে থাকে এবং আল্লাহ তা'আলার নাম ও সিফাতের ক্ষেত্রে ইলহাদ ও বিকৃতির আশ্রয় নেয়া থেকে বিরত থাকে।'

আর কোনো ধারণাকারী এ ধারণা করবে না যে, উল্লিখিত বিষয়ের একটি অন্যটির সঙ্গে সাংঘর্ষিক। যেমন কেউ বলল যে, 'আল্লাহ তা'আলা 'আরশের উপরে আছেন এ ব্যাপারে কুরআন-সুন্নাহ'য় যে বক্তব্য এসেছে তার বিপরীত বক্তব্য রয়েছে নিম্নবর্ণিত আয়াত ও হাদীসে। আয়াতটি হলো, 'আর তিনি তোমাদের সাথেই আছেন', আর হাদীসটি হলো, 'যখন তোমাদের কেউ সালাতে দাঁড়ায় তখন আল্লাহ তা'আলা নিশ্চয় তাঁর সম্মুখেই থাকেন'।[৮৭৩] এ জাতীয় ধারণা অর্থাৎ (আল্লাহ তা'আলা তাঁর 'আরশের উপর উঠা সংক্রান্ত) উল্লিখিত বক্তব্যের সঙ্গে উক্ত আয়াত ও হাদীসটি সাংঘর্ষিক, এ ধারণা সম্পূর্ণ ভুল।

আর তা এ জন্যে যে, আল্লাহ তা'আলা প্রকৃত অর্থেই আমাদের সঙ্গে আছেন, যেমন তিনি প্রকৃত অর্থেই 'আরশের উপরে আছেন। এক আয়াতে আল্লাহ তা'আলা এ উভয় বিষয়কে একত্র করে বলেছেন:

﴿هُوَ ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضَ فِى سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْشِ ۚ يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِى ٱلْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنزِلُ مِنَ ٱلسَّمَآءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا ۖ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنتُمْ ۚ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۝٤﴾ [الحديد: ٤]

"তিনিই আসমানসমূহ ও যমীন ছয়দিনে সৃষ্টি করেছেন, তারপর তিনি 'আরশে উঠেছেন। তিনি জানেন যমীনে যা কিছু প্রবেশ করে এবং তা থেকে যা কিছু বের হয়; আর আসমান থেকে যা কিছু অবতীর্ণ হয় এবং তাতে যা কিছু উত্থিত হয়। আর তোমরা যেখানেই থাক না কেন, তিনি তোমাদের সাথেই আছেন। আর তোমরা যা কর, আল্লাহ তার সম্যক দ্রষ্টা।" [সূরা আল হাদীদ, আয়াত: ০৪]

আল্লাহ তা'আলা এ আয়াতে আমাদের এ সংবাদ দিয়েছেন যে তিনি 'আরশের উপরে আছেন। তিনি সকল বিষয়ে সুপরিজ্ঞাত এবং আমরা যেখানেই থাকি না কেন তিনি আমাদের সঙ্গেই আছেন। যেমন, নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক হাদীসে বলেছেন: والله فوق العرش، وهو يعلم ما أنتم عليه (আর আল্লাহ তা'আলা 'আরশের উপরে, তোমরা যে অবস্থায় আছ, আল্লাহ তা'আলা তা জানেন।)

---

৮৭১. মাজমুউল ফাতাওয়া, খণ্ড ৩, পৃ. ১৪২।

৮৭২. মাজমুউল ফাতাওয়া, পৃষ্ঠা ১০২, ১০৩।

৮৭৩. সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৫৪৭।

ইমাম ইবনুল কাইয়েম রাহিমাহুল্লাহ বলেন, 'আল্লাহ তা'আলা অবশ্যই সংবাদ দিয়েছেন যে, তিনি তাঁর সৃষ্টির সাথে আছেন যদিও তিনি 'আরশের উপরে আছেন। আর আল্লাহ তা'আলা এ দু'টিকে একত্র করে উল্লেখ করেছেন। যেমন, আল্লাহ তা'আলা বলেছেন: এখানে তিনি সূরা আল-হাদীদের আয়াতটি উল্লেখ করেছেন, এরপর তিনি বলেছেন: অতঃপর আল্লাহ তা'আলা সংবাদ দিয়েছেন যে তিনি আসমানসমূহ ও যমীন সৃষ্টি করেছেন এবং তিনি তাঁর 'আরশের উপরে উঠেছেন। তিনি তাঁর বান্দাদের সাথে আছেন এ অর্থে যে তিনি 'আরশের উপর থেকেই তাদের আমল দেখছেন, যেমন হাদীসে এসেছে: 'আর আল্লাহ তা'আলা 'আরশের উপরে, তোমরা যে অবস্থায় আছ তিনি তা জানেন।'[৮৭৪] অতএব আল্লাহ তা'আলার ঊর্ধ্বতা এবং মাখলুকের সঙ্গে থাকা, এ দু'টির মধ্যে কোনো বৈপরীত্য নেই। আর মাখলুকের সঙ্গে থাকা আল্লাহ তা'আলার ঊর্ধ্বতাকে বাতিল করে দেয় না। বরং উভয়টিই সত্য।'[৮৭৫]

দুই. 'সঙ্গে থাকা'র প্রকৃত অর্থ তাঁর ঊর্ধ্বে থাকার সাথে সাংঘর্ষিক নয়। বরং এ উভয় বিষয় সৃষ্টিবস্তুর ক্ষেত্রেও একত্র হতে পারে। উদাহরণত যদি কেউ বলে যে 'আমরা এখনও এ অবস্থায় চলছি যে চাঁদ আমাদের সাথে।' তাহলে এ কথার দ্বারা কোনো বৈপরীত্য বুঝা যাবে না। কেউ এরূপ বুঝবে না যে, চাঁদ মাটিতে নেমে এসেছে এবং আমাদের সঙ্গে চলতে শুরু করেছে। যদি সৃষ্টিবস্তুর ক্ষেত্রে এরূপ সম্ভব হয়, তাহলে সৃষ্টিকর্তা, যিনি সকল বিষয়কে পরিবেষ্টিত করে আছে, তিনি ঊর্ধ্বে থাকা সত্ত্বেও মাখলুকের সঙ্গে অবশ্যই থাকতে পারেন। এটা এ কারণে যে 'সঙ্গে থাকার প্রকৃত অর্থ এক জায়গায় একত্র হওয়াকে আবশ্যক করে না।

এ দিকে ইঙ্গিত করেই ইমাম ইবন তাইমিয়্যাহ রাহিমাহুল্লাহ বলেছেন, আরবীতে مع (সঙ্গে) শব্দটি যখন ব্যবহৃত হয় তখন এর বাহ্যিক অর্থ হয় সাধারণভাবে তুলনা করা, যা আবশ্যিকভাবে পরস্পর পরস্পরকে স্পর্শ অথবা একে অন্যের ডানে বা বামে থাকাকে দাবী করে না। যদি 'সঙ্গে থাকা'র অর্থকে বিশেষ কোনো বস্তু বা ব্যক্তিকে কেন্দ্র করে উল্লেখ হয়, তবে তা সে বিশেষ অর্থ-কেন্দ্রিক তুলনাকে বুঝাবে। বলা হয় যে, আমরা এখনও চলছি আর চাঁদ আমাদের সঙ্গে অথবা তারকা আমাদের সঙ্গে। আরও বলা হয় যে 'এ বস্তুটি আমার সঙ্গে' যদিও তা আপনার মাথার উপরে। কেননা আপনার উদ্দেশ্য হলো এ বস্তুর সঙ্গে আপনার সম্পৃক্ততা বর্ণনা করা। অনুরূপভাবে আল্লাহ তা'আলাও প্রকৃত অর্থেই তাঁর মাখলুকের সঙ্গে আছেন যদিও তিনি প্রকৃত অর্থেই তাঁর 'আরশের উপরে আছেন।'[৮৭৬]

তিন. যদি মেনেও নিই যে, 'সঙ্গে থাকা' এবং ঊর্ধ্বতা এ দু'টি বিষয় কোনো সৃষ্টিবস্তুর ক্ষেত্রে একত্র হতে পারে না, তবুও বলব যে আল্লাহ তা'আলার ক্ষেত্রে এ দুটি বিষয় একত্র হওয়া নিষিদ্ধ নয়। কেননা তিনি নিজেই এ দুটি বিষয়কে একত্র করেছেন। কারণ, আল্লাহ তা'আলা অতুলনীয়, তাঁর সঙ্গে কোনো মাখলুকের তুলনা হয় না। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেছেন: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِۦ شَىْءٌ ۖ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ ۝﴾ [الشورى: ١١] "তাঁর মতো কোনো জিনিস নেই, আর তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা।" [সূরা আশ-শূরা, আয়াত: ১১]

---

৮৭৪. বুখারী, খালকু আফ'আলিল 'ইবাদ ১/৪৩; দারেমী, আর-রাদ্দু 'আলাল জাহমিয়্যাহ, নং ৮১; ইবন খুযাইমাহ ১/২৪৪; বাইহাকী, আল-আসমা ওয়াস সিফাত, নং ৮৫১।

৮৭৫. ইবনুল মুসিলী, মুখতাসারুস সাওয়া'ইক, পৃ. ৪১০।

৮৭৬. ইবন তাইমিয়্যাহ, আল ফাতওয়া আল হামওয়িয়্যাহ আল-কুবরা। দেখুন: মাজমু'উ ফাতওয়া, খণ্ড ৫, পৃ. ১০৩।

শাইখুল ইসলাম ইবন তাইমিয়্যাহ এ দিকে ইঙ্গিত করেই 'আল-আকীদাহ আল-ওয়াসেতিয়া' গ্রন্থে বলেছেন, 'কুরআন-সুন্নাহ'য় আল্লাহ তা'আলার নৈকট্য অথবা সঙ্গে থাকার যে কথা বলা হয়েছে তা আল্লাহ তা'আলার ঊর্ধ্বতা ও সর্বোচ্চতার সঙ্গে সাংঘর্ষিক নয়। কেননা আল্লাহ তা'আলার গুণসমগ্রের কোনোটির ক্ষেত্রেই তাঁর তুল্য কোনো বিষয় নেই। তিনি শীর্ষে থেকেও কাছে এবং নিকটে থেকেও ঊর্ধ্বে।'[৮৭৭]

এর ব্যাখ্যায় বলা যায় যে, আরবী ভাষায় مع (সঙ্গে) শব্দটি যখন ব্যবহৃত হয় তখন এর বাহ্যিক অর্থ হয় সাধারণভাবে তুলনা করা, যা অবিশ্যিকভাবে পরস্পর পরস্পরকে স্পর্শ অথবা একে অন্যের ডানে বা বামে থাকাকে দাবি করে না। যদি 'সঙ্গে থাকা'র অর্থকে বিশেষ কোনো অর্থে সীমিত করে উল্লেখ করা হয়, তবে তা সে বিশেষ অর্থ-কেন্দ্রিক তুলনাকে বুঝাবে। বলা হয় যে, আমরা এখনও চলছি আর চাঁদ আমাদের সঙ্গে অথবা তারকা আমাদের সঙ্গে। আরও বলা হয় যে 'এ বস্তুটি আমার সঙ্গে' যদিও তা আপনার মাথার উপরে। কেননা আপনার উদ্দেশ্য হলো এ বস্তুর সঙ্গে আপনার স্পৃক্ততা বয়ান করা। অনুরূপভাবে আল্লাহ তা'আলাও প্রকৃত অর্থেই তাঁর মাখলুকের সঙ্গে আছেন যদিও তিনি প্রকৃত অর্থেই তাঁর 'আরশের উপরে আছেন।[৮৭৮]

সে হিসেবে আল্লাহ কর্তৃক মাখলুকের সঙ্গে থাকার দাবী হলো, তিনি তাঁর ইলম ও ক্ষমতায়, শ্রবণ ও দর্শনে, আধিপত্য ও নিয়ন্ত্রণে এবং রুবুবিয়াতের অন্যান্য অর্থে মাখলুককে পরিবেষ্টন করে আছেন। যদি 'সঙ্গে থাকা' বিশেষ কোনো ব্যক্তি বা গুণকে কেন্দ্র করে উল্লেখ না হয়। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেছেন: ﴿وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنتُمْ﴾ [الحديد: ٤] "আর তোমরা যেখানেই থাক না কেন, তিনি তোমাদের সাথেই আছেন।" [সূরা আল হাদীদ, আয়াত: ০৪] আরও বলেন, ﴿مَا يَكُونُ مِن نَّجْوَىٰ ثَلَٰثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ وَلَآ أَدْنَىٰ مِن ذَٰلِكَ وَلَآ أَكْثَرَ إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَ مَا كَانُوا۟﴾ [المجادلة: ٧] "তিনজনের কোনো গোপন পরামর্শ হয় না যাতে চতুর্থজন হিসেবে আল্লাহ থাকেন না, আর পাঁচ জনেরও হয় না, যাতে ষষ্ঠজন হিসেবে তিনি থাকেন না। এর চেয়ে কম হোক কিংবা বেশি হোক, তিনি তো তাদের সঙ্গেই আছেন।" [সূরা আল-মুজাদালা, আয়াত: ০৭]

আর যদি 'সঙ্গে থাকা'র বিষয়টি বিশেষ কোনো ব্যক্তি বা গুণকে কেন্দ্র করে উল্লেখ হয়, তখন উল্লিখিত অর্থগুলোর সঙ্গে যোগ হবে- সাহায্য সহযোগিতা করা, তাওফীক দেয়া এবং সঠিক পথ দেখানো।

আল্লাহ তা'আলা কর্তৃক বিশেষ কোনো ব্যক্তির সঙ্গে থাকার উদাহরণ হলো মূসা ও হারূন 'আলাইহিমাস্ সালামকে লক্ষ্য করে আল্লাহ তা'আলার কথা: ﴿لَا تَخَافَآ إِنَّنِى مَعَكُمَآ أَسْمَعُ وَأَرَىٰ ۝﴾ [طه: ٤٦] "নিশ্চয় আমি তোমাদের সাথেই আছি। আমি সবকিছু শুনি ও দেখি।" [সূরা ত্বা-হা, আয়াত: ৪৬] আরও বলেন, ﴿لَا تَحْزَنْ إِنَّ ٱللَّهَ مَعَنَا﴾ [التوبة: ٤٠] "তুমি পেরেশান হয়ো না, নিশ্চয় আল্লাহ আমাদের সাথে আছেন।" [সূরা আত-তাওবা, আয়াত: ৪০]

বিশেষ কোনো গুণের সঙ্গে থাকার আরেকটি উদাহরণ হলো, আল্লাহ তা'আলার বাণী: ﴿وَٱصْبِرُوٓا۟ إِنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلصَّٰبِرِينَ ۝﴾ [الأنفال: ٤٦] "আর তোমরা ধৈর্য ধর, নিশ্চয় আল্লাহ ধৈর্যশীলদের সাথে আছেন।" [সূরা আল আনফাল, আয়াত: ৪৬] আল কুরআনে এ জাতীয় আরও বহু উদাহরণ রয়েছে।

---

৮৭৭. মাজমু'উল ফাতাওয়া, খণ্ড ৩, পৃ. ১৪৩।

৮৭৮. মাজমুউল ফাতাওয়া, খণ্ড ৫, পৃ. ১০২।

শায়খুল ইসলাম ইবন তাইমিয়্যাহ রাহিমাহুল্লাহ 'ফাতওয়া আল হামাওয়িয়ায় বলেন, 'প্রসঙ্গের ভিন্নতা অনুযায়ী 'সঙ্গে থাকা'র ভিন্ন ভিন্ন হুকুম হয়ে থাকে। অতএব, আল্লাহ তা'আলা যখন বলেন: ﴿يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا ۖ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنتُمْ ۚ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴾ [الحديد: ٤] "তিনি জানেন যমীনে যা কিছু প্রবেশ করে এবং তা থেকে যা কিছু বের হয়; আর আসমান থেকে যা কিছু অবতীর্ণ হয় এবং তাতে যা কিছু উত্থিত হয়। আর তোমরা যেখানেই থাক না কেন, তিনি তোমাদের সাথেই আছেন। আর তোমরা যা কর, আল্লাহ তার সম্যক দ্রষ্টা। [সূরা আল হাদীদ, আয়াত: ০৪]

এই বাণীর বাহ্যিক অর্থ যা নির্দেশ করছে তা হলো, এই 'সঙ্গে থাকা'র হুকুম ও দাবি হলো, আল্লাহ তা'আলা তোমাদের ব্যাপারে সম্যক অবহিত, তিনি তোমাদের ওপর সাক্ষী এবং তিনি তোমাদের ওপর আধিপত্যকারী ও তোমাদের ব্যাপারে জ্ঞানী। এটাই হলো সালাফদের কথার অর্থ যে, তিনি তাঁর জ্ঞানের মাধ্যমে তোমাদের সঙ্গে আছেন। আর এটাই হলো উল্লিখিত বাণীর বাহ্যিক ও প্রকৃত অর্থ।

ইমাম ইবন তাইমিয়্যাহ রাহিমাহুল্লাহ বলেন, যখন নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম পাহাড়ের গুহায় তাঁর সাথীকে বললেন: 'তুমি পেরেশান হয়ো না, নিশ্চয় আল্লাহ আমাদের সাথে আছেন' তখন এটাও তার বাহ্যিক অর্থেই এবং অবস্থার পারিপার্শ্বিকতা থেকে বুঝা যায় যে, এখানে 'সঙ্গে থাকা'র অর্থ সম্যকভাবে অবহিত থাকা, সাহায্য-সহযোগিতা করা। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেছেন: ﴿ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوا وَّالَّذِينَ هُم مُّحْسِنُونَ ﴾ [النحل: ١٢٨] "নিশ্চয় আল্লাহ তাদের সাথে, যারা তাকওয়া অবলম্বন করে এবং যারা সৎকর্মশীল।" [সূরা আন-নাহল, আয়াত: ১২৮]

অনুরূপভাবে মূসা ও হারূন 'আলাইহিমাস সালামকে লক্ষ্য করে আল্লাহ তা'আলার বাণী: ﴿قَالَ لَا تَخَافَا ۖ إِنَّنِي مَعَكُمَا أَسْمَعُ وَأَرَىٰ ﴾ [طه: ٤٦] "ভয় করো না, আমি তো তোমাদের সাথেই আছি। আমি সবকিছু শুনি ও দেখি।" [সূরা ত্বা-হা, আয়াত: ৪৬]

এখানে 'সঙ্গে থাকা' বাহ্যিক অর্থেই। আর এসব স্থলে সঙ্গে থাকার অর্থ হলো: সাহায্য-সহযোগিতা।

পরিশেষে ইমাম ইবন তাইমিয়্যাহ বলেছেন, 'সঙ্গে থাকা' এর অর্থ ও তার চাহিদার মধ্যে পার্থক্য আছে। আর হতে পারে যে, যা সঙ্গে থাকার চাহিদা তাই তার অর্থ, যা স্থানভেদে ভিন্ন হয়।'[৮৭৯]

ইবনুল কাইয়্যেম রাহিমাহুল্লাহ বলেন, مع (সঙ্গে) শব্দটি যে অর্থ বুঝায় তা হলো সঙ্গ দেয়া, সম্মতি জ্ঞাপন করা। অতএব, যদি সাধারণভাবে বলা হয় যে, আল্লাহ তাঁর মাখলুকের সঙ্গে আছেন, তবে এর দাবীগত আবশ্যিক অর্থ হবে, তিনি তাঁর মাখলুক বিষয়ে সম্যক অবহিত, তিনি তাদের রক্ষণা-বেক্ষণ করছেন এবং তিনি তাদের ওপর ক্ষমতাবান। আর যদি বিশেষভাবে বলা হয়, যেমন নিম্নোক্ত আয়াতে: ﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوا وَّالَّذِينَ هُم مُّحْسِنُونَ ﴾ [النحل: ١٢٨] "নিশ্চয় আল্লাহ তাদের সাথে, যারা তাকওয়া অবলম্বন করে এবং যারা সৎকর্মশীল।" [সূরা আন-নাহল, আয়াত: ১২৮]

তাহলে তার দাবীগত আবশ্যিক অর্থ হবে, আল্লাহ তা'আলা সাহায্য- সহযোগিতা ও সমর্থনদানের মাধ্যমে তাদের সঙ্গে আছেন।

অতএব আল্লাহ তা'আলা কর্তৃক তাঁর বান্দার সঙ্গে থাকা দুই প্রকার: সাধারণভাবে সঙ্গে থাকা

---

৮৭৯. মাজমু'উল ফাতাওয়া, পৃ. ১০৩।

এবং বিশেষভাবে সঙ্গে থাকা। আর আল-কুরআনে উভয় প্রকারের কথাই উল্লেখ রয়েছে।[৮৮০]

ইমাম নাওয়াওয়ী রচিত 'চল্লিশ হাদীস' গ্রন্থের ঊনিশ নম্বর হাদীসের ব্যাখ্যায় ইবন রজব রাহিমাহুল্লাহ বলেন, 'বিশেষভাবে সঙ্গে থাকার দাবী হলো, আল্লাহ তা'আলা সাহায্য, সমর্থন, সুরক্ষা এবং সহযোগিতার মাধ্যমে সঙ্গে থাকেন। আর সাধারণভাবে সঙ্গে থাকার অর্থ আল্লাহ তা'আলা তাঁর জ্ঞান, অবগত থাকা এবং তাদের কার্যক্রম পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে তাদের সঙ্গে থাকেন।'

ইমাম ইবন কাসীর রাহিমাহুল্লাহ সূরায়ে মুজাদালায় 'সঙ্গে থাকা বিষয়ক' আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, 'এ কারণেই একাধিক আলেম এ ব্যাপারে ইজমা'র কথা উল্লেখ করেছেন যে, এখানে সঙ্গে থাকার অর্থ 'জ্ঞানের মাধ্যমে সঙ্গে থাকা'। এ অর্থ নেয়ার বিষয়টি সন্দেহাতীত। তবে জ্ঞান ও দৃষ্টির মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা তার মাখলুকের সঙ্গে থাকার পাশাপাশি তিনি শ্রবণের মাধ্যমেও তাদের পরিবেষ্টন করে আছেন। অতএব, আল্লাহ তা'আলা তাঁর সৃষ্টিকুল সম্পর্কে সম্যকভাবে অবহিত এবং তাদের কোনো কিছুই তাঁর কাছে অদৃশ্য নয়।'

চার. মা'য়িয়্যাত বা 'সাথে থাকা' এর অর্থ কয়েকটি হতে পারে:

- **সাথে থাকা মানে, মিশে যাওয়া, মিশ্রিত হওয়া। যেমন কেউ বলে, পানির সাথে দুধ মিশিয়ে পান করেছে। কুরআনে কারীমে এসেছে,**

﴿هُوَ ٱلَّذِيٓ أَنزَلَ ٱلسَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ ٱلۡمُؤۡمِنِينَ لِيَزۡدَادُوٓاْ إِيمَٰنٗا مَّعَ إِيمَٰنِهِمۡۗ وَلِلَّهِ جُنُودُ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلۡأَرۡضِۚ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمٗا ٤﴾ [الفتح: ٤]

"তিনিই মুমিনদের অন্তরে প্রশান্তি নাযিল করেছেন যেন তারা তাদের ঈমানের সাথে ঈমান বৃদ্ধি করে নেয়। আর আসমানসমূহ ও যমীনের বাহিনীসমূহ আল্লাহরই এবং আল্লাহ হলেন সর্বজ্ঞ, হিকমতওয়ালা।" [সূরা আল-ফাতহ, আয়াত: ০৪]

- **'সাথে থাকা' মানে, একই স্থানে থাকা। যেমন কেউ বলে, আমি দুজনকে দেখেছি একসাথে চলতে। কুরআনে কারীমে এ অর্থে এসেছে, যেমন,**

১- আল্লাহর বাণী:

﴿وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكَوٰةَ وَٱرۡكَعُواْ مَعَ ٱلرَّٰكِعِينَ ٤٣﴾ [البقرة: ٤٣]

"আর তোমরা সালাত প্রতিষ্ঠা কর ও যাকাত দাও এবং রুকূ'কারীদের সাথে রুকূ' কর।" [সূরা আল-বাক্বারাহ, আয়াত: ৪৩]

২- অনুরূপ আল্লাহর বাণী:

﴿وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ ٱلۡخَآئِضِينَ ٤٥﴾ [المدثر: ٤٥]

"এবং আমরা অনর্থক আলাপকারীদের সাথে বেহুদা আলাপে মগ্ন থাকতাম।" [সূরা আল-মুদ্দাসসির, আয়াত: ৪৫]

৩- অনুরূপ আল্লাহ বাণী:

---

৮৮০. মুখতাসারুস সাওয়া'য়িক, পৃ. ৪১০।

﴿ وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي ٱلْكِتَٰبِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ ءَايَٰتِ ٱللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا۟ مَعَهُمْ حَتَّىٰ يَخُوضُوا۟ فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِۦٓ ﴾ [النساء : ١٤٠]

"কিতাবে তোমাদের প্রতি তিনি তো নাযিল করেছেন যে, যখন তোমরা শুনবে, আল্লাহর আয়াত প্রত্যাখ্যাত হচ্ছে এবং তা নিয়ে বিদ্রূপ করা হচ্ছে, তখন যে পর্যন্ত তারা অন্য প্রসংগে লিপ্ত না হবে তোমরা তাদের সাথে বসো না।" [সূরা আন-নিসা, আয়াত: ১৪০]

৪- অনুরূপ আল্লাহর বাণী:

﴿ وَمَا لَنَا لَا نُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَمَا جَآءَنَا مِنَ ٱلْحَقِّ وَنَطْمَعُ أَن يُدْخِلَنَا رَبُّنَا مَعَ ٱلْقَوْمِ ٱلصَّٰلِحِينَ ﴾ [المائدة: ٨٤]

"আর আল্লাহর প্রতি ও আমাদের কাছে আসা সত্যের প্রতি ঈমান না আনার কি কারণ থাকতে পারে যখন আমরা প্রত্যাশা করি যে, আমাদের রব আমাদেরকে নেককার সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত করবেন?" [সূরা আল-মায়েদাহ, আয়াত: ৮৪]

৫- আল্লাহর বাণী,

﴿ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَٱلرَّسُولَ فَأُو۟لَٰٓئِكَ مَعَ ٱلَّذِينَ أَنْعَمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ ٱلنَّبِيِّـۧنَ وَٱلصِّدِّيقِينَ وَٱلشُّهَدَآءِ وَٱلصَّٰلِحِينَ ۚ وَحَسُنَ أُو۟لَٰٓئِكَ رَفِيقًا ﴾ [النساء : ٦٩]

"আর কেউ আল্লাহ্ এবং রাসূলের আনুগত্য করলে সে নবী, সিদ্দীক (সত্যনিষ্ঠ), শহীদ ও সৎকর্মপরায়ণ- যাদের প্রতি আল্লাহ্ অনুগ্রহ করেছেন- তাদের সঙ্গী হবে এবং তারা কত উত্তম সঙ্গী!" [সূরা আন-নিসা, আয়াত: ৬৯]

৬- আল্লাহর বাণী,

﴿وَلَوْ أَرَادُوا۟ ٱلْخُرُوجَ لَأَعَدُّوا۟ لَهُۥ عُدَّةً وَلَٰكِن كَرِهَ ٱللَّهُ ٱنۢبِعَاثَهُمْ فَثَبَّطَهُمْ وَقِيلَ ٱقْعُدُوا۟ مَعَ ٱلْقَٰعِدِينَ ﴾

[التوبة: ٤٦]

"আর যদি তারা বের হতে চাইত তবে অবশ্যই তারা সে জন্য প্রস্তুতির ব্যবস্থা করত, কিন্তু তাদের অভিযাত্রা আল্লাহ্ অপছন্দ করলেন। কাজেই তিনি তাদেরকে অলসতার মাধ্যমে বিরত রাখেন এবং তাদেরকে বলা হল, 'যারা বসে আছে তাদের সাথে বসে থাক।" [সূরা আত-তাওবাহ, আয়াত: ৪৬]

- **'সাথে থাকা' মানে মিশে যাওয়াও নয় আবার একই স্থানে থাকাও নয়, বরং অবস্থা অনুসারে অর্থ নির্ধারণ করা। কুরআনে কারীমে বহু জায়গায় মা'আ ('সাথে') ব্যবহৃত হয়েছে সেগুলোকে কেউ কোনোদিন লেগে থাকার অর্থে ব্যবহার করেনি, আর তা সম্ভবও নয়। যেমন,**

১- আল্লাহর বাণী,

﴿ مُّحَمَّدٌ رَّسُولُ ٱللَّهِ ۚ وَٱلَّذِينَ مَعَهُۥٓ أَشِدَّآءُ عَلَى ٱلْكُفَّارِ رُحَمَآءُ بَيْنَهُمْ ﴾ [الفتح: ٢٩]

"মুহাম্মাদ আল্লাহর রাসূল; আর তার সহচরগণ কাফিরদের প্রতি কঠোর, তাদের পরস্পরের প্রতি সহানুভূতিশীল।" [সূরা আল-ফাতহ, আয়াত: ২৯] এখানে (مَعَهُ) 'সাথে' মানে লেগে থাকা নয়।

২- আল্লাহর বাণী:

﴿ يَٰمَرۡيَمُ ٱقۡنُتِي لِرَبِّكِ وَٱسۡجُدِي وَٱرۡكَعِي مَعَ ٱلرَّٰكِعِينَ ۝ ﴾ [آل عمران: ٤٣]

"হে মারইয়াম! আপনার রবের অনুগত হন এবং সাজদাহ করুন আর রুকূ'কারীদের সাথে রুকূ' করুন।" [সূরা আলে ইমরান, আয়াত: ৪৩]

৩- আল্লাহর বাণী:

﴿ رَبَّنَآ ءَامَنَّا بِمَآ أَنزَلۡتَ وَٱتَّبَعۡنَا ٱلرَّسُولَ فَٱكۡتُبۡنَا مَعَ ٱلشَّٰهِدِينَ ۝ ﴾ [آل عمران: ٥٣]

"হে আমাদের রব! আপনি যা নাযিল করেছেন তার প্রতি আমরা ঈমান এনেছি এবং আমরা এ রাসূলের অনুসরণ করেছি। কাজেই আমাদেরকে সাক্ষ্যদানকারীদের তালিকাভুক্ত করে নিন।" [সূরা আলে ইমরান, আয়াত: ৫৩]

৪- আল্লাহর বাণী:

﴿ رَّبَّنَآ إِنَّنَا سَمِعۡنَا مُنَادِيٗا يُنَادِي لِلۡإِيمَٰنِ أَنۡ ءَامِنُواْ بِرَبِّكُمۡ فَـَٔامَنَّاۚ رَبَّنَا فَٱغۡفِرۡ لَنَا ذُنُوبَنَا وَكَفِّرۡ عَنَّا سَيِّـَٔاتِنَا وَتَوَفَّنَا مَعَ ٱلۡأَبۡرَارِ ۝ ﴾ [آل عمران: ١٩٣]

"হে আমাদের রব, আমরা এক আহ্বায়ককে ঈমানের দিকে আহ্বান করতে শুনেছি, 'তোমরা তোমাদের রবের উপর ঈমান আন।' কাজেই আমরা ঈমান এনেছি। হে আমাদের রব! আপনি আমাদের পাপরাশি ক্ষমা করুন, আমাদের মন্দ কাজগুলো দূরীভূত করুন এবং আমাদেরকে সৎকর্মপরায়ণদের সহগামী করে মৃত্যু দিন।" [সূরা আলে ইমরান, আয়াত: ১৯৩]

৫- আল্লাহর বাণী:

﴿ إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُواْ وَأَصۡلَحُواْ وَٱعۡتَصَمُواْ بِٱللَّهِ وَأَخۡلَصُواْ دِينَهُمۡ لِلَّهِ فَأُوْلَٰٓئِكَ مَعَ ٱلۡمُؤۡمِنِينَۖ وَسَوۡفَ يُؤۡتِ ٱللَّهُ ٱلۡمُؤۡمِنِينَ أَجۡرًا عَظِيمٗا ۝ ﴾ [النساء: ١٤٦]

"কিন্তু যারা তাওবাহ্ করে, নিজেদেরকে সংশোধন করে, আল্লাহকে দৃঢ়ভাবে অবলম্বন করে এবং আল্লাহর উদ্দেশ্যে তাদের দ্বীনকে একনিষ্ঠ করে, তারা মুমিনদের সঙ্গে থাকবে এবং মুমিনদেরকে আল্লাহ্ অবশ্যই মহাপুরস্কার দিবেন।" [সূরা আন-নিসা, আয়াত: ১৪৬]

৬- আল্লাহর বাণী:

﴿ وَإِذَا سَمِعُواْ مَآ أُنزِلَ إِلَى ٱلرَّسُولِ تَرَىٰٓ أَعۡيُنَهُمۡ تَفِيضُ مِنَ ٱلدَّمۡعِ مِمَّا عَرَفُواْ مِنَ ٱلۡحَقِّۖ يَقُولُونَ رَبَّنَآ ءَامَنَّا فَٱكۡتُبۡنَا مَعَ ٱلشَّٰهِدِينَ ۝ ﴾ [المائدة: ٨٣]

"আর রাসূলের প্রতি যা নাযিল হয়েছে তা যখন তারা শুনে, তখন তারা যে সত্য উপলব্ধি করে তার জন্য আপনি তাদের চোখ অশ্রু বিগলিত দেখবেন। তারা বলে, 'হে আমাদের রব! আমরা ঈমান এনেছি; কাজেই আপনি আমাদেরকে সাক্ষ্যবহদের তালিকাভুক্ত করুন।" [সূরা মায়েদাহ, আয়াত: ৮৩]

৭- আল্লাহর বাণী:

﴿أَئِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ ٱللَّهِ ءَالِهَةً أُخْرَىٰ قُل لَّآ أَشْهَدُ قُلْ إِنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَٰحِدٌ وَإِنَّنِى بَرِىٓءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ ۝١٩﴾ [الانعام: ١٩]

"তোমরা কি এ সাক্ষ্য দাও যে, আল্লাহর সাথে অন্য ইলাহ্ও আছে? বলুন, 'আমি সে সাক্ষ্য দেই না'। বলুন, 'তিনি তো একমাত্র প্রকৃত ইলাহ্ এবং তোমরা যা শরীক কর তা থেকে আমি অবশ্যই বিমুক্ত।" [সূরা আল-আন'আম, আয়াত: ১৯] নিঃসন্দেহে কোনো ব্যক্তি এটা মনে করে না যে, আল্লাহর সাথে অন্য কোনো ইলাহ তাঁর স্থানের সঙ্গী হিসেবে থাকে।

৮- আল্লাহর বাণী:

﴿ ٱلَّذِينَ يَجْعَلُونَ مَعَ ٱللَّهِ إِلَٰهًا ءَاخَرَ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ۝٩٦﴾ [الحجر: ٩٦]

"যারা আল্লাহর সাথে অন্য উপাস্য সাব্যস্ত করে। অতএব অতিসত্তর তারা জেনে নিবে।" [সূরা আল-হিজর, আয়াত: ৯৬]

৯- আল্লাহর বাণী:

﴿ لَّا تَجْعَلْ مَعَ ٱللَّهِ إِلَٰهًا ءَاخَرَ فَتَقْعُدَ مَذْمُومًا مَّخْذُولًا ۝٢٢ ﴾ [الاسراء: ٢٢]

"আল্লাহর সাথে অন্য কোনো ইলাহ্ সাব্যস্ত করো না; করলে নিন্দিত ও লাঞ্ছিত হয়ে বসে পড়বে।" [সূরা আল-ইসরা, আয়াত: ২২]

১০- আল্লাহর বাণী,

﴿ وَلَا تَجْعَلْ مَعَ ٱللَّهِ إِلَٰهًا ءَاخَرَ فَتُلْقَىٰ فِى جَهَنَّمَ مَلُومًا مَّدْحُورًا ۝٣٩ ﴾ [الاسراء: ٣٩]

"আর আল্লাহর সাথে অন্য ইলাহ স্থির করো না, করলে নিন্দিত ও বিতাড়িত অবস্থায় জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে।" [সূরা আল-ইসরা, আয়াত: ৩৯]

১১- আল্লাহর বাণী,

﴿ فَفَهَّمْنَٰهَا سُلَيْمَٰنَ وَكُلًّا ءَاتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُۥدَ ٱلْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَٱلطَّيْرَ وَكُنَّا فَٰعِلِينَ ۝٧٩

﴾ [الانبياء: ٧٩]

"অতঃপর আমরা সুলায়মানকে এ বিষয়ের মীমাংসা বুঝিয়ে দিয়েছিলাম এবং তাদের প্রত্যেককে আমরা দিয়েছিলাম প্রজ্ঞা ও জ্ঞান। আর আমরা পর্বত ও পাখিদেরকে দাউদের অনুগত করে দিয়েছিলাম, তারা তার সাথে পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করত, আর আমরাই ছিলাম এ সবের কর্তা।" [সূরা আল-আম্বিয়া, আয়াত: ৭৯]

১২- আল্লাহর বাণী:

﴿ وَمَن يَدْعُ مَعَ ٱللَّهِ إِلَٰهًا ءَاخَرَ لَا بُرْهَٰنَ لَهُۥ بِهِۦ فَإِنَّمَا حِسَابُهُۥ عِندَ رَبِّهِۦٓ إِنَّهُۥ لَا يُفْلِحُ ٱلْكَٰفِرُونَ ۝١١٧ ﴾

[المؤمنون: ١١٧]

"আর যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে অন্য ইলাহকে ডাকে, এ বিষয়ে তার নিকট কোনো প্রমাণ নেই; তার হিসাব তো তার রব-এর নিকটই আছে; নিশ্চয় কাফিররা সফলকাম হবে না।" [সূরা আল-মুমিনূন, আয়াত: ১১৭]

১৩- আল্লাহর বাণী:

﴿ وَٱلَّذِينَ لَا يَدۡعُونَ مَعَ ٱللَّهِ إِلَٰهًا ءَاخَرَ ﴾ [الفرقان: ٦٨]

"এবং তারা আল্লাহর সাথে কোনো ইলাহকে ডাকে না।" [সূরা আল-ফুরকান, আয়াত: ৬৮]

১৪- আল্লাহর বাণী:

﴿ ٱلَّذِي جَعَلَ مَعَ ٱللَّهِ إِلَٰهًا ءَاخَرَ فَأَلۡقِيَاهُ فِي ٱلۡعَذَابِ ٱلشَّدِيدِ ۝ ﴾ [ق: ٢٦]

"যে আল্লাহর সঙ্গে অন্য ইলাহ্ গ্রহণ করেছিল, তোমরা তাকে কঠিন শাস্তিতে নিক্ষেপ কর।" [সূরা ক্বাফ, আয়াত: ২৬]

১৫- আল্লাহর বাণী:

﴿ فَإِنَّ مَعَ ٱلۡعُسۡرِ يُسۡرًا ۝ ﴾ [الشرح: ٥]

"সুতরাং কষ্টের সাথেই তো স্বস্তি আছে।" [সূরা আল-ইনশিরাহ, আয়াত: ০৫]

এ সকল আল্লাহর বাণীতে 'সাথে' শব্দটি এসেছে, কিন্তু কোথাও এগুলো দ্বারা লেগে থাকা বা মিলে-মিশে যাওয়া বুঝানো হয়নি।

এখানে এটাই বলা উদ্দেশ্য যে, মা'য়িয়্যাহ বা 'সাথে' শব্দটি বিভিন্ন অর্থ প্রদান করে, এটি একটি, মুশতারাক শব্দ। যার মধ্যে দু'টি দিক থাকে, যার দু'টি দিকের মধ্যে কোনো একটি বাঁধন থাকে, কখনও সে বাঁধন স্থান হতে পারে, আবার কখনও গুণ হতে পারে। আবার কখনও কখনও অবস্থাও হতে পারে। আবার কখনও কখনও সাহায্যও হতে পারে। তাহলে 'মা'আ', মা'য়িয়্যাহ বা 'সাথে' এ শব্দটি অভিধান অনুযায়ী কোনো বিষয়ে সামান্যতম এককে শরীক হওয়াই বুঝায়। সত্তাগতভাবে শরীক হওয়া বুঝায় না। আর এজন্যই যারা আমাদের সাথে মনের দিক থেকে মিল থাকে আমরা তাদেরকে বলে থাকি, 'আমরা তোমার সাথে আছি' অথবা বলি, 'তোমার সাথে একমত'। অনুরূপ যদি কাউকে আমরা ব্যবসায় শরীক করতে চাই তাহলে বলি, 'আমরা তোমার সাথে আছি'। এসব বাক্যের উদ্দেশ্য কখনও এটা থাকে না যে, আমরা তোমার স্থানে শরীক রয়েছি। এসবই প্রমাণ করে যে, 'মা'য়িয়্যাহ' বস্তুত কোনো একটি কমন মিলকে বুঝায়, তারপর বাক্যের অবস্থা অনুযায়ী নির্ধারিত হবে কোথায় কী অর্থ উদ্দেশ্য। তাই আল্লাহর বাণী,

﴿أَلَمۡ تَرَ أَنَّ ٱللَّهَ يَعۡلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَمَا فِي ٱلۡأَرۡضِۖ مَا يَكُونُ مِن نَّجۡوَىٰ ثَلَٰثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمۡ وَلَا خَمۡسَةٍ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمۡ وَلَآ أَدۡنَىٰ مِن ذَٰلِكَ وَلَآ أَكۡثَرَ إِلَّا هُوَ مَعَهُمۡ أَيۡنَ مَا كَانُواْۖ ثُمَّ يُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُواْ يَوۡمَ ٱلۡقِيَٰمَةِۚ إِنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيۡءٍ عَلِيمٌ ۝ ﴾ [المجادلة: ٧]

"আপনি কি লক্ষ্য করেন না যে, আসমানসমূহ ও যমীনে যা কিছু আছে আল্লাহ্ তা জানেন? তিন ব্যক্তির মধ্যে এমন কোন গোপন পরামর্শ হয় না যাতে চতুর্থজন হিসেবে তিনি থাকেন না এবং পাঁচ ব্যক্তির মধ্যেও হয় না যাতে ষষ্ঠজন হিসেবে তিনি থাকেন না। তারা এর চেয়ে কম হোক বা বেশি হোক তিনি তো তাদের সঙ্গেই আছেন তারা যেখানেই থাকুক না কেন। তারপর তারা যা করে, তিনি তাদেরকে কিয়ামতের দিন তা জানিয়ে দিবেন। নিশ্চয় আল্লাহ্ সব কিছু সম্পর্কে সম্যক অবগত।" [সূরা আল-মুজাদালাহ, আয়াত: ০৭] এখানে বাক্যের শুরুতে ইলম বা জ্ঞানের কথা বলা হয়েছে, অনুরূপ বাক্যের শেষেও ইলম বা জ্ঞানের কথা বলা হয়েছে, যা প্রমাণ করছে

যে, মাঝখানে 'সাথে' থাকার যে কথাটি বর্ণিত হয়েছে তা অবশ্যই 'ইলম' এর মাধ্যমে সাথে থাকাকেই বুঝানো হয়েছে।

পঞ্চমত:

এই 'সঙ্গে থাকা' আল্লাহ তা'আলা কর্তৃক তাঁর মাখলুকের ঊর্ধ্বে থাকা এবং 'আরশের ওপরে থাকার সাথে সাংঘর্ষিক নয়; কেননা আল্লাহ তাআলার জন্যে নিরঙ্কুশ ঊর্ধ্বতা প্রমাণিত, সত্তাগতভাবে ও গুণগতভাবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, ﴿وَهُوَ ٱلۡعَلِيُّ ٱلۡعَظِيمُ ۝﴾ [البقرة: ٢٥٥] "আর তিনি সুউচ্চ, মহান। [সূরা আল-বাক্বারাহ, আয়াত: ২৫৫] তিনি অন্যত্র বলেন: ﴿سَبِّحِ ٱسۡمَ رَبِّكَ ٱلۡأَعۡلَى ۝﴾ [الأعلى: ١] "তুমি তোমার সুমহান রবের নামের তাসবীহ পাঠ কর।" [সূরা আল-আ'লা, আয়াত: ০১] অন্য এক আয়াতে বলেন, ﴿وَلِلَّهِ ٱلۡمَثَلُ ٱلۡأَعۡلَىٰۚ وَهُوَ ٱلۡعَزِيزُ ٱلۡحَكِيمُ ۝﴾ [النحل: ٦٠] "আল্লাহর জন্য রয়েছে মহান উদাহরণ। আর তিনিই পরাক্রমশালী, মহাজ্ঞানী।" [সূরা আন-নাহল, আয়াত: ৬০]

আর কুরআন, সুন্নাহ, ইজমা', আক্বল এবং ফিতরতের দলীল এ ব্যাপারে একত্র হয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলা সর্বোর্ধ্বে। এ ক্ষেত্রে কুরআন-সুন্নাহর দলীল তো গুণে শেষ করার মতো নয়। অকাট্য দলীলের মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলার জন্য প্রমাণিত এই ঊর্ধ্বতার সাথে আল্লাহ তা'আলা কর্তৃক মাখলুকের সঙ্গে থাকার কোনো সংঘর্ষ নেই। আর তা কয়েক কারণে:

এক. আল্লাহ তা'আলা তাঁর কিতাবে- যা বৈপরীত্য থেকে মুক্ত -এ দুটি বিষয়কে নিজের জন্য একত্র করে উল্লেখ করেছেন। অতএব, এ দুটি যদি সাংঘর্ষিক হতো তবে আল-কুরআন এ দুটোকে একত্র করে উল্লেখ করত না। আর আল কুরআনের কোনো বিষয় যদি আপনার কাছে বৈপরীত্যপূর্ণ বলে মনে হয়, তাহলে তা বারবার ঘেঁটে দেখুন, যতক্ষণ না আপনার কাছে বিষয়টি পরিস্কার হয়ে না যায়। আল্লাহ তা'আলা বলেন: ﴿أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ ٱلۡقُرۡءَانَۚ وَلَوۡ كَانَ مِنۡ عِندِ غَيۡرِ ٱللَّهِ لَوَجَدُواْ فِيهِ ٱخۡتِلَٰفٗا كَثِيرٗا ۝﴾ [النساء: ٨٢] "তারা কি কুরআন নিয়ে গবেষণা করে না? আর যদি তা আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো পক্ষ থেকে হত, তবে অবশ্যই তারা এতে অনেক বৈপরীত্য দেখতে পেত।" [সূরা আন-নিসা, আয়াত: ৮২]

দুই: 'সঙ্গে থাকা' এবং উচুতে থাকা সৃষ্টিবস্তুর জন্যেও সম্ভব। যেমন চাঁদ। অতএব, কেউ যদি রাতের বেলায় পথ চলার সময় বলে আমরা এ অবস্থায় চলছি যে, এখনো চাঁদ আমাদের সঙ্গেই আছে, তবে এটাকে বিপরীতমুখী কথা হিসেবে আখ্যা দেয়া হবে না। আর এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, যারা পথ চলে তারা যমীনে, আর চাদ হলো আকাশে। অতএব, যদি একটি মাখলুখের ক্ষেত্রে এরূপ সম্ভব হয় তবে যিনি সৃষ্টিকর্তা তাঁর ক্ষেত্রে এরূপ কেন সম্ভব হবে না।

'বরং চাঁদ আল্লাহ তা'আলার নিদর্শনসমূহের মধ্যে একটি নিদর্শন, সে আল্লাহর ছোট্ট মাখলুকের মধ্যে একটি। সে মুসাফির এবং অমুসাফিরের সঙ্গে আছে তারা যেখানেই থাক না কেন।'

ইমাম ইবন তাইমিয়্যাহ রাহিমাহুল্লাহ'র এ কথার ব্যাখ্যায় শাইখ মুহাম্মদ খালীল আল-হাররাস বলেন, 'তিনি চাঁদের উদাহরণ দিয়ে বিষয়টি বুঝিয়েছেন যা আকাশে স্থাপিত। চাঁদ মুসাফির ও অমুসাফির সবার সঙ্গেই আছে, তারা যেখানেই থাক না কেন। যদি এটা চাঁদের বেলায় সম্ভব হয় যা আল্লাহ তা'আলার ছোট্ট মাখলুকের মধ্যে একটি, তাহলে যিনি সূক্ষাতিসূক্ষ বিষয় সম্পর্কে সম্যক অবহিত, যিনি তাঁর বান্দাদের সকল বিষয় জানেন এবং তাদের সকল বিষয়ের উপর ক্ষমতাবান, যার হাতে আকাশ ও পৃথিবী ও সমগ্র মহাবিশ্ব ঠিক আমাদের হাতে থাকা ছোট্ট

একটি গুটির মতো, তাঁর ব্যাপারে কি এটা বলা ঠিক হবে না যে, তিনি তাঁর সৃষ্টির সঙ্গে আছেন যদিও তিনি তাদের ঊর্ধ্বে, তাদের থেকে আলাদা এবং 'আরশের ওপরে?'(৮৮১)

তিন: যদি ধরে নিই যে ঊর্ধ্বতা এবং সঙ্গে থাকা এ দুটি বিষয় কোনো মাখলুকের ক্ষেত্রে একত্র হওয়া সম্ভব নয়, তবে এর দ্বারা এটা আবশ্যক হয় না যে, তা সৃষ্টিকর্তার ক্ষেত্রেও অসম্ভব; কারণ আল্লাহ তা'আলা হলেন উদাহরণহীন। তাঁর মতো কোনো জিনিস নেই। ﴿ لَيْسَ كَمِثْلِهِۦ شَيْءٌۖ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ ﴾ [الشورى: ١١] "তাঁর মত কিছু নেই, আর তিনি হলেন সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা। [সূরা আশ-শূরা, আয়াত: ১১]

শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়্যাহ রাহিমাহুল্লাহ আল আকীদাহ আল ওয়াসিতিয়া গ্রন্থে বলেছেন, 'আল্লাহ তা'আলা কর্তৃক মাখলুকের নিকটতা ও সঙ্গে থাকার ব্যাপারে কুরআন-সুন্নায় যা এসেছে তা আল্লাহর সর্বোর্ধ্বতা ও সর্বোপরে থাকার সঙ্গে সাংঘর্ষিক নয়; কারণ সকল গুণের ক্ষেত্রে আল্লাহ তা'আলা হলেন উদাহরণবিহীন। তিনি নিকটে থাকা সত্ত্বেও সর্বোর্ধ্বে, কাছে থাকা সত্ত্বেও সর্বোচ্চতায়।'(৮৮২)

এ বিষয়ে খোলাসা কথা হলো:

১. আল্লাহ তা'আলা কর্তৃক তাঁর মাখলুকের সঙ্গে থাকার গুণটি কুরআন, সুন্নাহ এবং সালাফদের ইজমা দ্বারা প্রমাণিত।

২. সঙ্গে থাকার বিষয়টি আল্লাহ তা'আলার জন্য উপযোগীভাবে প্রকৃত অর্থেই এবং তা কোনো মাখলুক কর্তৃক অন্য কোনো মাখলুকের সঙ্গে থাকার সদৃশ নয়।

৩. আল্লাহ তা'আলা কর্তৃক তাঁর বান্দাদের সঙ্গে থাকার দাবি হলো, তিনি তাদের পরিবেষ্টন করে আছেন তাঁর জ্ঞান ও ক্ষমতা দ্বারা, শ্রবণ ও দর্শন দ্বারা, আধিপত্য ও ব্যবস্থাপনা দ্বারা এবং রুবুবিয়াতের অন্যান্য অর্থে, যদি সঙ্গে থাকার বিষয়টি অনির্দিষ্টভাবে উল্লিখিত হয়। আর যদি সুনির্দিষ্ট কোনো ব্যক্তি অথবা গুণের সঙ্গে থাকার কথা উল্লিখিত হয় তখন ওপরে বর্ণিতভাবে সঙ্গে থাকার পাশাপাশি সাহায্য-সমর্থন করা, তাওফীক ও সঠিক পথ দেখানো ইত্যাদিও সঙ্গে থাকার অর্থে সন্নিবিষ্ট হবে।

৪. সঙ্গে থাকা এটা দাবী করে না যে, আল্লাহ তা'আলা তাঁর মাখলুকের সঙ্গে মিশ্রিত হয়ে থাকেন অথবা তাদের স্থলে অবস্থান করেন। 'সঙ্গে থাকা' কোনোভাবেই এ অর্থ বুঝায় না। বস্তুত আল্লাহ তা'আলাকে যারা জগতের ভিতরে বলে থাকে, তারা কুরআন, হাদীস, সালাফদের ইজমা' ও ফিত্বরাত বা স্বাভাবিক প্রকৃতি বিরুদ্ধে কথা বলে থাকে। সাথে তারা বিবেকের যুক্তিরও বিরোধিতা করে থাকে, যেমন, যারা আল্লাহ তা'আলাকে সৃষ্টির ভেতরে বলেন, তাদের জিজ্ঞাসা করা হবে যে, আমরা ও আপনারা সবাই একমত যে, যখন এ জগত ছিল না, তখনও তিনি ছিলেন, তারপর যখন তিনি জগত সৃষ্টি করলেন, তখন হয় তিনি তা নিজের সত্তায় সৃষ্টি করেছেন, অথবা সত্তার বাইরে সৃষ্টি করে সৃষ্টির ভেতরে প্রবেশ করেছেন, আমরা জানি এ দুটোই সম্ভব নয়। তাহলে একমাত্র এটাই বাকী রইল যে, তিনি তাঁর সত্তার বাইরে সৃষ্টি করেছেন, তারপর বাইরেই আছেন। আর সেটাই হচ্ছে সৃষ্টি থেকে

৮৮১. শাইখ মুহাম্মদ খালীল আল হাররাস, শারহুল আকীদাহ আল ওয়াসেতিয়া, পৃ. ১১৫।

৮৮২. দেখুন: মুহাম্মদ ইবন আমীন আশ-শানকিতী, আদওয়াউল বয়ান।

আল্লাহর আলাদা থাকা, যা সালাফে সালেহীন বলতেন।

৫. ওপরে যা বর্ণিত হলো তা যদি অনুধাবন করে দেখি তবে আমরা জানতে পারি যে, আল্লাহ তা'আলা কর্তৃক প্রকৃত অর্থে তাঁর মাখলুকের সঙ্গে থাকা এবং প্রকৃত অর্থে 'আরশের উপরে থাকা এ দুয়ের মধ্যে কোনো বৈপরীত্য নেই। পবিত্র মহান আল্লাহ তা'আলা যার প্রশংসা করে আমরা শেষ করতে পারব না, তিনি নিজে যেভাবে নিজের প্রশংসা করেছেন তিনি ঠিক সে রকমই। সালাত ও সালাম মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি যিনি আল্লাহর বান্দা ও রাসূল এবং তাঁর পরিবারবর্গ ও সকল সাহাবীর প্রতি।[৮৮৩]

কিছু সন্দেহ ও তার অপনোদন:

১- আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আত কি আল্লাহ তা'আলার 'সাথে থাকা' এ গুণটির তা'ওয়ীল করে?

উত্তর: ওপরে যা বর্ণিত হলো তা থেকে এটাও প্রমাণিত হলো যে, আমরা আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আহ 'সাথে থাকা' এর কোনো তা'ওয়ীল বা দূরবর্তী অর্থ গ্রহণ করি না। কারণ তা'ওয়ীল বা দূরবর্তী অর্থ তো তখনই বলা হবে, যখন প্রকাশ্য অর্থ গ্রহণ অসম্ভব হবে। এখানে আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামা'আত কখনও প্রকাশ্য অর্থের বাইরে কিছু গ্রহণ করেনি। প্রকাশ্য অর্থ তো নির্ধারিত হবে বাক্যের আগের ও পরের বাকরীতি থেকে। 'হুলুলী' সম্প্রদায় যেটা মনে করে থাকে যে সর্বদা মা'আ (সাথে থাকা) এর অর্থ, 'একত্রে লেগে থাকা' তা কখনো তার একমাত্র প্রকাশ্য অর্থ নয়। ইতোপূর্বে সেটার বিস্তারিত বর্ণনা চলে গেছে।

২- কুরআনের আয়াত ﴿ وَهُوَ ٱللَّهُ فِي ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَفِي ٱلۡأَرۡضِ يَعۡلَمُ سِرَّكُمۡ وَجَهۡرَكُمۡ وَيَعۡلَمُ مَا تَكۡسِبُونَ ۝٣ ﴾[الانعام:٣] "আর আসমানসমূহ ও যমীনে তিনিই আল্লাহ, তোমাদের গোপন ও প্রকাশ্য সবকিছু তিনি জানেন এবং তোমরা যা অর্জন কর তাও তিনি জানেন।" [সূরা আল-আন'আম, আয়াত: ০৩] এ আয়াত কি প্রমাণ করে না যে, আল্লাহ সর্বত্র?

উত্তর: কুরআনে কারীমের আয়াত ﴿ وَهُوَ ٱللَّهُ فِي ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَفِي ٱلۡأَرۡضِ يَعۡلَمُ سِرَّكُمۡ وَجَهۡرَكُمۡ وَيَعۡلَمُ مَا تَكۡسِبُونَ ۝٣ ﴾[الانعام: ٣] "আর আসমানসমূহ ও যমীনে তিনিই আল্লাহ, তোমাদের গোপন ও প্রকাশ্য সবকিছু তিনি জানেন এবং তোমরা যা অর্জন কর তাও তিনি জানেন।" [সূরা আল-আন'আম, আয়াত: ০৩] এ আয়াতে আল্লাহর সৃষ্টির অভ্যন্তরে থাকা বুঝানো হয়নি। কারণ আয়াতটি পড়ার দু'টি নিয়ম রয়েছে,

এক. 'আস-সামাওয়াত' এর পরে থেমে যাওয়া। তারপর 'ওয়াফিল আরদ্বি ইয়া'লামু সিররাকুম' থেকে পুনরায় পাঠ করা। তখন অর্থ হবে, তিনি আল্লাহ আসমানসমূহের উপরে, আর যমীনে তিনি তোমাদের গোপন, প্রকাশ্য এবং যা তোমরা কামাই কর সবই জানেন।

দুই. না থেমে পুরোটা এক সাথে পড়া। তখন অর্থ হবে, আসমানসমূহ ও যমীনে তিনিই মা'বুদ বা উপাস্য (তিনি ব্যতীত আর কোনো উপাস্য নেই)। তিনি জানেন তোমাদের গোপন, তোমাদের প্রকাশ্য এবং তোমরা যা অর্জন কর সবই। তখন আল্লাহ শব্দটির গুণবাচক অর্থ করা হবে। যা সূরা আয-যুখরুফের ৮৪ নং আয়াতের ব্যাখ্যার মতোই।

---

৮৮৩. শাইখ মুহাম্মাদ ইবন সালেহ আল-উসাইমীন, আল-কাওয়া'য়িদুল মুসলা, পৃ. ৯৫-১০০।

৩- কুরআনের আয়াত ﴿ وَهُوَ ٱلَّذِى فِى ٱلسَّمَآءِ إِلَٰهٌ وَفِى ٱلْأَرْضِ إِلَٰهٌ وَهُوَ ٱلْحَكِيمُ ٱلْعَلِيمُ ﴾ [الزخرف: ٨٤] "আর তিনিই সত্য ইলাহ্ আসমানে এবং তিনিই সত্য ইলাহ্ যমীনে। আর তিনি হিকমতওয়ালা, সর্বজ্ঞ।" [সূরা আয-যুখরুফ, আয়াত: ৮৪] এ আয়াত কি প্রমাণ করছে না যে, আল্লাহ সর্বত্র?

উত্তর: কুরআনের আয়াত ﴿ وَهُوَ ٱلَّذِى فِى ٱلسَّمَآءِ إِلَٰهٌ وَفِى ٱلْأَرْضِ إِلَٰهٌ وَهُوَ ٱلْحَكِيمُ ٱلْعَلِيمُ ﴾ [الزخرف: ٨٤] "আর তিনিই সত্য ইলাহ্ আসমানে এবং তিনিই সত্য ইলাহ্ যমীনে। আর তিনি হিকমতওয়ালা, সর্বজ্ঞ।" [সূরা আয-যুখরুফ, আয়াত: ৮৪] এ আয়াত দ্বারা আল্লাহ তা'আলার সৃষ্টির অভ্যন্তরে থাকা বুঝায় না। কারণ, আয়াতটির অর্থ, তিনিই সে সত্ত্বা, যিনি আসমানেও উপাস্য, আর যমীনেও তিনি উপাস্য, আর তিনি সুবিজ্ঞ ও সর্বজ্ঞ। অর্থাৎ আসমানবাসীদেরও তিনি মা'বুদ, তেমনি যমীনবাসীদেরও তিনি মা'বুদ।

৪- হাদীসের ভাষ্য, «إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ يُصَلِّي فَلَا يَبْصُقْ قِبَلَ وَجْهِهِ، فَإِنَّ اللهَ قِبَلَ وَجْهِهِ إِذَا صَلَّى» "যখন তোমাদের কেউ সালাত আদায় করে তখন সে যেন তার চেহারার সামনের দিকে থুতু না ফেলে; কারণ আল্লাহ তা'আলা তার চেহারার দিকে থাকেন যখন সে সালাত আদায় করে।"[৮৮৪] এর দ্বারা আল্লাহ মানুষের সাথে থাকা বুঝায় না?

উত্তর: এর কয়েকটি উত্তর হতে পারে:

এক. আল্লাহর শরী'আতে আল্লাহ তা'আলার উপরে থাকা ও মুসল্লির চেহারা বরাবর থাকা উভয়টিই সাব্যস্ত করেছে, সুতরাং তা কখনো পরস্পর বিরোধী নয়। কারণ, শরী'আত কখনো স্ববিরোধী কিছু নিয়ে আসে না।

দুই. এর দ্বারা আল্লাহ তা'আলাকে সৃষ্টির ভেতর বুঝানো হয়নি। আল্লাহ তা'আলা 'আরশের উপরে থাকা এবং তাঁর চেহারা সালাত আদায়কারীর দিকে থাকার মধ্যে কোনো বিরোধ নেই। কারণ, উভয়টিই হক। তিনি অবশ্যই সত্তাগতভাবে 'আরশের উপর। আর সেখানে থেকেও যেভাবে তাঁর জন্য উপযুক্ত সেভাবে তিনি সালাত আদায়কারীর চেহারার দিকে রয়েছেন। আর এটা মানুষের জন্যও হতে পারে, যেমন কোনো মানুষ উপরের কেউ বা কিছুর সাথে কথা বলতে হয় তখন সেটা তার উপরেই থাকে, আর সেটা উপরে থাকলেও কথা বলার সময় তা তার চেহারার দিকেই থাকে।

তিন. এটা যদি সৃষ্টির ক্ষেত্রে অসম্ভবও ধরে নেয়া হয় সেটা স্রষ্টার জন্য অসম্ভব হওয়ার কোনো কারণ নেই, যদি না কেউ সেটাকে সৃষ্টির উপর কিয়াস করে। অথচ এ কিয়াসই নিষিদ্ধ; কারণ "তার মতো কোনো কিছু নেই, তিনি সর্বশ্রোতা সর্বদ্রষ্টা।"

---

৮৮৪. সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৫৪৭।

অষ্টম অধ্যায়
'আরশের উপর থাকা ও নিকটে থাকা

প্রথম পরিচ্ছেদ
আল্লাহ কর্তৃক বান্দার নিকটে থাকা একটি মহৎ গুণ

আল্লাহ তা'আলা কর্তৃক বান্দার নিকটে থাকা তাঁর একটি গুণ। এটি আল্লাহর পছন্দ করা কর্মগত একটি গুণ, যার পক্ষে কুরআন ও হাদীসের বাণী থেকে প্রমাণ রয়েছে। যেমন,

১- আল্লাহর নামসমূহের মধ্যে একটি নাম হচ্ছে, 'আল-ক্বারীব' বা সবচেয়ে নিকটে। আল্লাহ বলেন,

﴿ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ ٱلدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا۟ لِي وَلْيُؤْمِنُوا۟ بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ ﴾ [البقرة: ١٨٦]

"আর আমার বান্দাগণ যখন আমার সম্পর্কে আপনাকে জিজ্ঞেস করে, (তখন বলে দিন যে) নিশ্চয় আমি অতি নিকটে। আহবানকারী যখন আমাকে আহ্বান করে আমি তার আহ্বানে সাড়া দেই। কাজেই তারাও আমার ডাকে সাড়া দিক এবং আমার প্রতি ঈমান আনুক, যাতে তারা সঠিক পথে চলতে পারে।" [সূরা আল-বাক্বারাহ, আয়াত: ১৮৬]

আরও বলেন, ﴿إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُّجِيبٌ﴾ [هود: ٦١] "নিশ্চয় আমার রব খুব কাছেই, ডাকে সাড়া প্রদানকারী।" [সূরা হূদ, আয়াত: ৬১]

আরও বলেন,

﴿قُلْ إِن ضَلَلْتُ فَإِنَّمَآ أَضِلُّ عَلَىٰ نَفْسِي ۖ وَإِنِ ٱهْتَدَيْتُ فَبِمَا يُوحِيٓ إِلَيَّ رَبِّيٓ ۚ إِنَّهُۥ سَمِيعٌ قَرِيبٌ﴾ [سبا: ٥٠]

"বলুন, আমি বিভ্রান্ত হলে বিভ্রান্তির পরিণাম আমারই, আর যদি আমি সৎপথে থাকি তবে তা এ জন্যে যে, আমার রব আমার প্রতি অহী পাঠান। নিশ্চয় তিনি সর্বশ্রোতা, অতি নিকটবর্তী।" [সূরা সাবা, আয়াত: ৫০]

২- অনুরূপ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীসেও এসেছে,

«وَمَنْ تَقَرَّبَ إِلَيَّ شِبْرًا، تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ ذِرَاعًا، وَمَنْ تَقَرَّبَ إِلَيَّ ذِرَاعًا، تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ بَاعًا، وَإِذَا أَقْبَلَ إِلَيَّ يَمْشِي، أَقْبَلْتُ إِلَيْهِ أُهَرْوِلُ»

"আর যে কেউ আমার দিকে এক বিঘত নৈকট্য লাভের দিকে এগিয়ে যাবে, আমি তার দিকে এক হাত এগিয়ে যাব, আর যে কেউ আমার নৈকট্য লাভে এক হাত এগিয়ে আসবে, আমি তার দিকে এক বেড় এগিয়ে যাব, আর যখন কেউ হেঁটে এগিয়ে আসবে, আমি তার

দিকে একটু দ্রুত এগিয়ে যাব।"(৮৮৫)

৩- অপর হাদীসে এসেছে,

عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي سَفَرٍ، فَارْتَفَعَتْ أَصْوَاتُنَا بِالتَّكْبِيرِ، فَقَالَ: ((أَيُّهَا النَّاسُ! ارْبَعُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ؛ إِنَّكُمْ لَا تَدْعُونَ أَصَمَّ وَلَا غَائِبًا، إِنَّكُمْ تَدْعُونَ سَمِيعًا قَرِيبًا مُجِيبًا، وَهُوَ مَعَكُمْ أَقْرَبُ إِلَى أَحَدِكُمْ مِنْ عُنُقِ رَاحِلَتِهِ)). هَذَا الْحَدِيثُ فِي ((الصَّحِيحَيْنِ)).

"আবু মূসা আল-আশ'আরী রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে এক সফরে ছিলাম, আমাদের আওয়াজসমূহ তাকবীর ধ্বনিতে মুখরিত হচ্ছিল, তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, হে মানুষরা, নিজেদের ওপর তোমরা কোমলতা আরোপ কর, তোমরা তো কোনা বধির কিংবা অনুপস্থিত কাউকে ডাকছো না। তোমরা তো ডাকছ সর্বশ্রোতা, সর্বনিকট ও দো'আ কবুলকারী সত্তাকে, তিনি তোমাদের সাথে তেমন নিকটে যেমন তোমাদের কারো বাহনের ঘাঁড় তার থেকে নিকটে।"(৮৮৬)

৪- অপর হাদীসে এসেছে,

عَنْ عَمْرِو بْنِ عَبَسَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ: ((أَقْرَبُ مَا يَكُونُ الرَّبُّ مِنَ الْعَبْدِ فِي جَوْفِ اللَّيْلِ الْآخِرِ، فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ تَكُونَ مِمَّنْ يَذْكُرُ اللهَ فِي تِلْكَ السَّاعَةِ فَكُنْ)). رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ، وَصَحَّحَهُ الْأَلْبَانِيُّ فِي ((صَحِيحِ التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيبِ)).

"আমর ইবন আবাসা রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহু বলেন, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছেন, রাব্বুল আলামীন বান্দার সবচেয়ে নিকটে হন শেষ রাতের মধ্যভাগে। সুতরাং যদি তুমি পার তার মতো হতে যে তাঁকে সে সময় স্মরণ করে, তাহলে হও।"(৮৮৭)

৫- অপর হাদীসে এসেছে,

قَالَتْ عَائِشَةُ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَا مِنْ يَوْمٍ أَكْثَرَ مِنْ أَنْ يُعْتِقَ اللهُ فِيهِ عَبْدًا مِنَ النَّارِ، مِنْ يَوْمِ عَرَفَةَ، وَإِنَّهُ لَيَدْنُو، ثُمَّ يُبَاهِي بِهِمِ الْمَلَائِكَةَ، فَيَقُولُ: مَا أَرَادَ هَؤُلَاءِ؟»

"'আয়েশা রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহা বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, জাহান্নাম থেকে কোনো বান্দাকে মুক্ত করার ব্যাপারে 'আরাফার দিনের মতো আর কোনো দিন নেই, আল্লাহ তা'আলা নিকটবর্তী হোন, তারপর তিনি তাদের নিয়ে ফিরিশতাদের সাথে গর্ব করে বলেন, এ লোকগুলো কী চায়?"(৮৮৮)

---

৮৮৫. সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৭৪০৫; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ২৬৭৫ ও ২৬৮৭।

৮৮৬. হাদীসটি বুখারী ও মুসলিমে রয়েছে।

৮৮৭. সহীহুত তারগীব ওয়াত তারহীব।

৮৮৮. সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১৩৪৮।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

আল্লাহ তা'আলা বান্দার নিকটে থাকার গুণ সাব্যস্ত করার নীতি

আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামা'আত ও আসহাবুল হাদীস এ বিশ্বাস রাখেন যে, আল্লাহ তা'আলা প্রকৃত অর্থে তাঁর সম্মান-মর্যাদা ও মহত্বের সাথে উপযোগীভাবে তাঁর বান্দাদের নিকটবর্তী, তবে তিনি তাঁর 'আরশের উপরে, তাঁর সৃষ্টিকুল থেকে পৃথক। আবার তিনি যথাযথভাবেই তাঁর বান্দাদের নিকটবর্তী হন, তাদের কাছাকাছি হওয়াও সত্য। কিন্তু তারা কুরআন ও সুন্নাহ'য় আসা প্রত্যেক 'নিকটবর্তী' শব্দকেই স্বয়ং তাঁর নিকটবর্তী হওয়া বলেন না। বরং কখনও কখনও সেগুলো ফিরিশতাগণের জন্য ব্যবহৃত হয়েছে বলে থাকেন, আর তা নির্ধারিত হবে বাক্যের মধ্যে ব্যবহৃত শব্দটির আগ-পিছ দেখে।

শাইখুল ইসলাম ইবন তাইমিয়্যাহ রাহিমাহুল্লাহ বলেন, "আর তাঁর বান্দাদের কারো নিকটবর্তী হওয়া, কাছাকাছি হওয়া, এটা এমন সকল আলেমই সাব্যস্ত করে থাকেন, যারা আল্লাহ তা'আলার জন্য তিনি যা ইচ্ছা ও পছন্দ তা করার গুণ সাব্যস্ত করেন। অনুরূপ তারা আরও সাব্যস্ত করেন কিয়ামতের দিন তাঁর হাশরের মাঠে আগমন, তাঁর নিকটবর্তী আসমানে অবতরণ, 'আরশের উপরে আরোহন। বস্তুত এরাই হচ্ছে সালাফে সালেহীন ইমাম, ইসলামের বিখ্যাত ইমামগণ, হাদীসবেত্তাগণ। আর এ বিষয়টি তাদের থেকে মুতাওয়াতির বা সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত।"[৮৮৯]

অন্যত্র তিনি বলেন, "আর তাঁর নিকটবর্তী হওয়ার বিষয়টি জায়েয হওয়া এটা আবশ্যক করে না যে কুরআন ও হাদীসের যেখানে যেখানেই এ 'নিকটবর্তী' শব্দ আসবে সেটাকেই তাঁর স্বয়ং নিকটবর্তী হওয়া অর্থ নিতে হবে। বরং সেটা জায়েয পর্যায়েই থাকবে, তারপর যে ভাষ্যে তা এসেছে সে ভাষ্যের দিকে তাকাতে হবে, যদি সেটা দ্বারা আল্লাহর নিকটবর্তী হওয়াই বুঝা যায় তবে তাই অর্থ নিতে হবে, আর যদি অন্য অর্থ বুঝায় তখন সেটা নিতে হবে। যেমনটি আল্লাহর আসা ও আগমন এ দু'টি গুণের ক্ষেত্রে নেয়ার আলোচনা ইতোপূর্বে চলে গেছে।"[৮৯০]

অন্যত্রও শাইখুল ইসলাম ইবন তাইমিয়্যাহ এ মাসআলাটি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন।[৮৯১]

আরও বিস্তারিত জানার জন্য দেখা যেতে পারে, শাইখ মুহাম্মাদ সালেহ আল-উসাইমীন প্রণীত আল-কাওয়ায়িদুল মুসলা ৬৭-৭২, উদাহরণ নং ১১ ও ১২।

---

৮৮৯. মাজমূ' ফাতাওয়া (৫/৪৪৬)।

৮৯০. মাজমূ' ফাতাওয়া (৬/১৪)।

৮৯১. মাজমূ' ফাতাওয়া ৫/২৩২-২৩৭; ২৪০-২৪১; ২৪৭-২৪৮, ৪৫৯-৪৬৭, ৪৯৪-৫১৪; ৬/৫, ৮, ১২-১৪, ১৯-২৫, ৩০-৩২, ৭৬

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

কিছু সন্দেহ ও তার অপনোদন

প্রশ্ন:

কুরআনে কারীমের বেশ কিছু আয়াতে 'নিকটবর্তী' শব্দটি এসেছে, যেমন, ﴿وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ ٱلْوَرِيدِ ۝﴾ [ق: ١٦] "আর আমরা তার গলার ধমনী হতেও অধিক নিকটবর্তী।" [সূরা ক্বাফ, আয়াত: ১৬]

অনুরূপ অন্য আয়াতে এসেছে, ﴿ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنكُمْ﴾ [الواقعة: ٨٥] "আর তোমাদের চাইতে আমরা তার অধিক নিকটবর্তী।" [সূরা আল ওয়াকিয়াহ, আয়াত: ৮৫] কোনো কোনো তাফসীর গ্রন্থসমূহে বলা হয়েছে, উল্লিখিত দু' আয়াতে 'অধিক কাছে' বলতে ফিরিশতাদের বুঝানো হয়েছে। এ তাফসীর কি আল্লাহর 'নিকটবর্তী হওয়া' গুণ বিরোধী, নাকি তা তা'ওয়ীল?

জওয়াব:

উল্লিখিত দু' আয়াতে 'অধিক নিকটবর্তী' বলতে ফিরিশতারা অধিক নিকটবর্তী বলে যে ব্যাখ্যা করা হয়েছে, তাতে আল্লাহর বাণীকে তার বাহ্যিক অর্থ থেকে সরিয়ে নেয়া হচ্ছে না। গভীরভাবে চিন্তা করলে এ বিষয়টি আমাদের বুঝে আসে।

প্রথম আয়াত:

এখানে '**নিকটবর্তী থাকা**'র বিষয়টি এমন কিছুর সঙ্গে যুক্ত করে উল্লেখ করা হয়েছে, যার দ্বারা বুঝা যায়, এখানে 'অধিক নিকটবর্তী' বলে ফিরিশতাদেরকেই উদ্দেশ্য নেয়া হয়েছে। যেহেতু আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَا ٱلْإِنسَٰنَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِۦ نَفْسُهُۥ ۖ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ ٱلْوَرِيدِ ۝ إِذْ يَتَلَقَّى ٱلْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ ٱلْيَمِينِ وَعَنِ ٱلشِّمَالِ قَعِيدٌ ۝ مَّا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ۝﴾ [ق: ١٥-١٨]

"আর অবশ্যই আমরা মানুষকে সৃষ্টি করেছি এবং তার প্রবৃত্তি তাকে যে কুমন্ত্রণা দেয় তাও আমরা জানি। আর আমরা তার গলার ধমনী হতেও অধিক কাছে। যখন ডানে ও বামে বসা দু'জন লিপিবদ্ধকারী লিখতে থাকবে তার প্রত্যেক কর্ম ও কাজ সে যে কথাই উচ্চারণ করে তার কাছে সদা উপস্থিত সংরক্ষণকারী রয়েছে।" [সূরা ক্বাফ, আয়াত: ১৬-১৮]

এখানে إِذْ يَتَلَقَّى (যখন... গ্রহণ করবে) দ্বারা এটা বুঝা যাচ্ছে যে আগের আয়াতে ونحن أقرب এর 'অধিক নিকটবর্তী' বলা দ্বারা উদ্দেশ্য হলো আমলনামা লিপিবদ্ধকারী দুই ফিরিশতার নিকটবর্তী হওয়া।

দ্বিতীয় আয়াত:

দ্বিতীয় আয়াতে যে 'নিকটবর্তী' থাকার কথা বলা হয়েছে, তা বান্দার মৃত্যুকালীন অবস্থার সঙ্গে সম্পৃক্ত। আর মৃত্যুকালে বান্দার কাছে যারা উপস্থিত হন তারা হলেন ফিরিশতা। আল্লাহ তা'আলা অন্যত্র বলেন: ﴿حَتَّىٰٓ إِذَا جَآءَ أَحَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ ۝﴾ [الانعام: ٦١]

"অবশেষে যখন তোমাদের কারো কাছে মৃত্যু আসে, আমার প্রেরিত দূতগণ তার মৃত্যু ঘটায়। আর তারা কোনো ত্রুটি করে না।" [সূরা আল-আন'আম, আয়াত: ৬১]

মানুষের মৃত্যুকালে ফিরিশতাই যে বান্দার নিকটে আসেন, এর আরেকটি প্রমাণ হলো আল্লাহ তা'আলার কথা: ﴿وَلَٰكِن لَّا تُبۡصِرُونَ ۝﴾ [الواقعة: ٨٥] "কিন্তু তোমরা দেখতে পাও না।" [আল ওয়াকি'য়া, আয়াত: ৮৫]

কেননা এ আয়াত থেকে বুঝা যাচ্ছে যে, যিনি নিকটবর্তী হন তিনি ঠিক ঐ জায়গাতেই নিকটবর্তী হন যে জায়গাতে মৃত্যুগামী ব্যক্তি রয়েছে। অথচ আমরা তাকে প্রত্যক্ষ করতে পারি না। এ বিষয়টি ফিরিশতা কর্তৃক নিকটতাকে নির্ধারণ করে দিচ্ছে; কেননা আল্লাহ তা'আলার ক্ষেত্রে এ প্রকৃতির নিকটবর্তী হওয়া অসম্ভব।

সার্বিকভাবে, সূরা ক্বাফের উক্ত আয়াতটির অর্থ যদি আল্লাহ্ তা'আলার ক্ষেত্রেও নির্ধারণ করা হয়, তবে তার অর্থ তাঁর মর্যাদা ও শানের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ এমনভাবে তিনি বান্দার নিকটে থাকেন, সৃষ্টির মধ্যে প্রবিষ্ট হিসেবে নন, বরং এর প্রকৃত ধরন আমাদের অজানা—তবে এ অর্থটাও সঠিক হবে।

একটি প্রশ্ন:

এখানে একটি প্রশ্ন এভাবে উত্থাপিত হতে পারে যে, যদি ফিরিশতাই নিকটবর্তী হবেন তাহলে আল্লাহ তা'আলা কেন বললেন যে, 'আমরা তার নিকটে'? অর্থাৎ 'নিকটবর্তী হওয়া'-কে আল্লাহ তা'আলা নিজের সঙ্গে সম্পৃক্ত করে কেন উল্লেখ করলেন? এ প্রকৃতির অভিব্যক্তির উদাহরণ কি অন্য কোথাও পাওয়া যায়?

উত্তর:

আল্লাহ তা'আলা ফিরিশতাদের নিকটবর্তী হওয়াকে তাঁর নিজের নিকটবর্তী হওয়া বলে উল্লেখ করেছেন; কারণ ফিরিশতার নিকটবর্তী হওয়া আল্লাহ তা'আলার নির্দেশেই ঘটে থাকে। ফিরিশতারা হলেন তাঁর সৈন্য ও দূত।

ফিরিশতার নিকটবর্তী হওয়াকে আল্লাহ তা'আলা নিজের নিকটবর্তী হওয়া বলে ব্যক্ত করার উদাহরণ আল-কুরআনের বিভিন্ন জায়গায় এসেছে, যেমন: ﴿فَإِذَا قَرَأۡنَٰهُ فَٱتَّبِعۡ قُرۡءَانَهُۥ ۝﴾ [القيامة: ١٨] "অতঃপর যখন আমরা তা পাঠ করি (জিবরীলের মাধ্যমে) তখন আপনি তার পাঠের অনুসরণ করুন।" [সূরা আল-কিয়ামাহ, আয়াত: ১৮]

উক্ত আয়াতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি কুরআন পাঠ মূলত ফিরিশতা জিবরীল 'আলাইহিস সালামের মাধ্যমে সম্পন্ন হয়েছে। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা এ পাঠকে নিজের সঙ্গে সম্পৃক্ত করে বলেছেন, 'যখন আমরা তা পাঠ করি'। এটা এ হিসেবে যে, জিবরীল 'আলাইহিস সালাম রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি আল্লাহর নির্দেশেই কুরআন পাঠ করেছেন। অনুরূপভাবে আল্লাহ তা'আলার বাণী- ﴿فَلَمَّا ذَهَبَ عَنۡ إِبۡرَٰهِيمَ ٱلرَّوۡعُ وَجَآءَتۡهُ ٱلۡبُشۡرَىٰ يُجَٰدِلُنَا فِي قَوۡمِ لُوطٍ ۝﴾ [هود: ٧٤] "অতঃপর যখন ইবরাহীম থেকে ভয় দূর হলো এবং তার কাছে সুসংবাদ এলো, তখন সে লূতের কওম সম্পর্কে আমাদের সাথে বাদানুবাদ করতে লাগল।" [সূরা হূদ, আয়াত: ৭৪]

এ আয়াতে বলা হয়েছে যে, ইবরাহীম 'আলাইহিস সালাম লূত 'আলাইহিস সালামের কওম সম্পর্কে আল্লাহর সঙ্গে বাদানুবাদ করতে লাগলেন। অথচ আমরা জানি যে, তিনি ফিরিশতাদের সঙ্গে বাদানুবাদ করতে লাগলেন। কিন্তু যেহেতু ফিরিশতারা আল্লাহর দূত হিসেবে এসেছিলেন সে হিসেবে তাদের সঙ্গে বাদানুবাদ করা এক অর্থে আল্লাহর সঙ্গেই বাদানুবাদ করা।

তাছাড়া অন্য আয়াতেও এমনটি এসেছে, যেমন:

﴿ أَمْ يَحْسَبُونَ أَنَّا لَا نَسْمَعُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَىٰهُمۚ بَلَىٰ وَرُسُلُنَا لَدَيْهِمْ يَكْتُبُونَ ۝ ﴾ [الزخرف: ٨٠]

"নাকি তারা মনে করে যে, আমরা তাদের গোপন বিষয় ও মন্ত্রণা শুনতে পাই না? অবশ্যই হ্যাঁ। আর আমাদের ফিরিশতাগণ তাদের কাছে থেকে সবকিছু লিখছে।" [সূরা আয-যুখরুফ, আয়াত: ৮০]

আর যদি অন্য তাফসীরটি করা হয়, অর্থাৎ যদি বলা হয় যে, এসব আয়াতেও আমরা 'অধিক নিকটবর্তী' হওয়া দ্বারা মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার নিকটবর্তী হওয়াকে বুঝানো হয়, তাহলে আয়াতের অর্থ হবে ইলমের মাধ্যমে নিকটবর্তী থাকা।[৮৯২]

---

৮৯২. মাজমূ' ফাতাওয়া (৬/১৯-২০)।

নবম অধ্যায়

আল্লাহ্ তা'আলার 'আরশের উপর থাকা ও নিকটতম আসমানে অবতরণ করা

প্রথম পরিচ্ছেদ

আল্লাহ্ তা'আলার নিকটতম আসমানে নেমে আসা তাঁর একটি মহৎ গুণ

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহীহ হাদীসে তিনটি শব্দ এসেছে যার মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলার নিকটতম আসমানে নেমে আসার বিষয়টি প্রমাণিত। সে শব্দগুলো হচ্ছে,

১- আন-নুযূল।
২- আল-হুবুত্ব।
৩- আত-তাদাল্লী।

এগুলো আল্লাহ কর্তৃক জানিয়ে দেয়া তাঁর কিছু কর্মগত গুণ। সহীহ হাদীসে আমরা তার প্রমাণ পাই। ইমাম দারাকুতনী তাঁর আন-নুযূল গ্রন্থে আঠারো জন সাহাবী থেকে তা বর্ণনা করেছেন। তন্মধ্যে কয়েকটি বর্ণনা হচ্ছে,

১- অবতরণ সংক্রান্ত বিখ্যাত হাদীসে এসেছে,

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «يَنْزِلُ رَبُّنَا تَبَارَكَ وَتَعَالَى كُلَّ لَيْلَةٍ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا حِينَ يَبْقَى ثُلُثُ اللَّيْلِ الآخِرُ يَقُولُ: مَنْ يَدْعُونِي، فَأَسْتَجِيبَ لَهُ مَنْ يَسْأَلُنِي فَأُعْطِيَهُ، مَنْ يَسْتَغْفِرُنِي فَأَغْفِرَ لَهُ»

"আবু হুরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আমাদের মহান ও কল্যাণপূর্ণ রব প্রতি রাতে নিকটতম আসমানে নেমে আসেন, যখন রাতের শেষ তৃতীয়াংশ অবশিষ্ট থাকে, তিনি বলতে থাকেন, কে আমাকে ডাকবে, ফলে আমি তার ডাকে সাড়া দিব? কে আমার কাছে চাইবে, ফলে আমি তাকে প্রদান করব? কে আমার কাছে ক্ষমা চাইবে ফলে আমি তাকে ক্ষমা করব?"[৮৯৩]

২- অপর হাদীসে এসেছে, আবু হুরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি:

«لَوْلا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي، لَأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ صَلاةٍ، وَلَأَخَّرْتُ عِشَاءَ الْآخِرَةِ إِلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ الْأَوَّلِ، فَإِنَّهُ إِذَا مَضَى ثُلُثُ اللَّيْلِ الْأَوَّلُ هَبَطَ اللهُ تَعَالَى إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا، فَلَمْ يَزَلْ هُنَاكَ حَتَّى يَطْلُعَ الْفَجْرُ، فَيَقُولَ قَائِلٌ: أَلَا سَائِلٌ يُعْطَى، أَلَا دَاعٍ يُجَابُ، أَلَا سَقِيمٌ يَسْتَشْفِي فَيُشْفَى، أَلَا مُذْنِبٌ يَسْتَغْفِرُ فَيُغْفَرَ لَهُ؟»

"যদি আমার উম্মতের ওপর কষ্টকর না হতো তবে আমি তাদেরকে প্রতি সালাতের সময় মিসওয়াক করতে নির্দেশ দিতাম আর ইশার সালাতকে রাতের প্রথম এক-তৃতীয়াংশ পর্যন্ত দেরীতে নিয়ে যেতাম; কারণ যখন রাতের প্রথম এক-তৃতীয়াংশ পার হয়ে যায় তখন আল্লাহ

৮৯৩. সহীহ বুখারী, হাদীস নং ১১৪৫; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৭৫৮

তা'আলা নিকটতম আসমানে নেমে আসেন, সুবহে সাদিক উদিত না হওয়া পর্যন্ত তিনি সেখানে থাকেন, তিনি বলতে থাকেন, কোনে যাচঞাকারী কি আছে, যাকে আমি প্রদান করব? কোনো আহ্বানকারী কি আছে, যার ডাকে আমি সাড়া দিব? কোনো রোগী কি রোগ মুক্তি কামনা করার আছে, যাকে আমি রোগমুক্ত করব? কোনো গুনাহগার কি ক্ষমাপ্রার্থনা করার আছে, যাকে আমি ক্ষমা করব?"[৮৯৪]

অনুরূপ ইবন মাসঊদ রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

«إِذَا كَانَ ثُلُثُ اللَّيْلِ الْبَاقِي، يَهْبِطُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا، ثُمَّ تُفْتَحُ أَبْوَابُ السَّمَاءِ، ثُمَّ يَبْسُطُ يَدَهُ، فَيَقُولُ: هَلْ مِنْ سَائِلٍ يُعْطَى سُؤْلَهُ؟ فَلَا يَزَالُ كَذَلِكَ، حَتَّى يَطْلُعَ الْفَجْرُ»

"যখন রাতের শেষ তৃতীয়াংশ আসে, আল্লাহ তা'আলা নেমে আসেন নিকটতম আসমানে, তারপর আসমানের দরজাসমূহ খুলে দেয়া হয়, তারপর তিনি তাঁর হাত প্রসারিত করেন, বলতে থাকেন, এমন কি কোনো যাচঞাকারী আছে, যাকে আমি তার প্রার্থিত জিনিস দিব? এভাবে তিনি বলতে থাকেন, যতক্ষণ না সুবহে সাদিক উদিত হচ্ছে।"[৮৯৫]

৩- আর ইসরা ও মি'রাজের হাদীসে এসেছে, আনাস রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

« ... حتى جاء سدرة المنتهى ودنا الجَبَّار ربُّ العِزَّةِ فَتَدَلَّ حتى كان منه قاب قوسين أو أدنى ... ».

"... অতঃপর রাসূল সিদরাতুল মুন্তাহায় আসলেন, জাব্বার রব্বুল ইয্যত তখন নেমে আসলেন এমনকি তিনি রাসূলের থেকে দু' দণ্ড দূরত্বে অথবা তার থেকেও নিকটে হলেন.......।"[৮৯৬]

এ হাদীসগুলো থেকে স্পষ্টভাবে সাব্যস্ত হলো যে, রাব্বুল আলামীন আল্লাহ তা'আলা রাতের বেলায় নিকটতম আসমানে নেমে আসেন।

তাছাড়া এ বিষয়টির ঈমানের ব্যাপারে সালাফে সালেহীনের ইজমা' বা ঐকমত্য বর্ণনা করেছেন যথাক্রমে ইবন আবদুল বার[৮৯৭], আবু আমর আত-ত্বালামাঙ্কী[৮৯৮], ইবন তাইমিয়্যাহ[৮৯৯], ইবন আবদুল হাদী[৯০০], ইমাম যাহাবী[৯০১] ও ইবনুল কাইয়্যেমসহ প্রমুখ।

---

৮৯৪. আহমাদ, আল-মুসনাদ, হাদীস নং ৯৬৭, ৯৬৮; হাসান সনদে।

৮৯৫. মুসনাদে আহমাদ, হাদীস নং ৩৬৭৩, ৩৮২১।

৮৯৬. সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৭৫১৭।

৮৯৭. আত-তামহীদ (৭/১৫৩)।

৮৯৮. মাজমূ' ফাতাওয়া (৫/৫৫৭)।

৮৯৯. শারহু হাদীসিন নুযূল, ৫।

৯০০. আস-সারেমুল মুনকী, পৃ. ১৯১।

৯০১. সিয়ারু আ'লামিন নুবালা (১১/৩৭৬)।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

আল্লাহ তা'আলার নিকটতম আসমানে নেমে আসার ব্যাপারে সালাফে সালেহীনের আকীদাহ-বিশ্বাস

ইমাম শাফে'য়ী রাহিমাহুল্লাহ বলেন, "আল্লাহর রয়েছে নাম ও গুণাবলি, যার বর্ণনা কুরআনে কারীমে এসেছে, অনুরূপ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম উম্মতকে তার সংবাদ দিয়েছেন।... তিনি প্রতি রাতে নিকটতম আসমানে নেমে আসেন, এটা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রদত্ত সংবাদ।[৯০২]

ইমাম আবু সা'ঈদ উসমান ইবন সা'ঈদ আদ-দারেমী বলেন, এসব হাদীস যাতে আল্লাহ তা'আলার নিকটতম আসমানে অবতরণ করার কথা এসেছে, আমি ফিকহের জ্ঞানে জ্ঞানী, সঠিক জ্ঞানসম্পন্ন আলেমগণকে পেয়েছি তারা এগুলো বিশ্বাস করতেন, এগুলো অস্বীকার করতেন না। এগুলো বর্ণনা করতে পিছপা হতেন না।[৯০৩]

মুহাদ্দিসগণ এই হাদীসকে আল্লাহ তা'আলার সিফাত (গুণ/বিশেষণ) বিষয়ক হাদীস হিসাবে চিহ্নিত করেছেন। এ প্রসঙ্গে ইমাম তিরমিযী রাহিমাহুল্লাহ বলেন, "... এই হাদীস এবং আরও এই ধরনের যে সমস্ত হাদিসে আল্লাহর সিফাত বা প্রত্যেক রাতে পৃথিবীর নিকটবর্তী আকাশে আল্লাহ তা'আলার অবতরণ সম্পর্কে উল্লেখ রয়েছে। সে সকল হাদীস সম্পর্কে একাধিক বিশেষজ্ঞ আলিমের বক্তব্য হলো যে, এই ধরনের রিওয়ায়াতসমূহ সুপ্রতিষ্ঠিত। এগুলোর ওপর ঈমান রাখতে হবে। এসব বিষয়ে সন্দেহ পোষণ করা যাবে না এবং তা কী ধরনের সে সম্পর্কেও প্রশ্ন করা যাবে না। ইমাম মালিক ইবন আনাস, সুফিয়ান ইবন 'উয়াইনা, আবদুল্লাহ ইবন মুবারক রাহিমাহুমুল্লাহ প্রমুখ ইমামদের থেকে এই ধরনের বক্তব্য বর্ণিত আছে। এই ধরনের হাদীসগুলো সম্পর্কে তারা বলেন, "কী ধরনের?" - সে প্রশ্ন না তুলে যেভাবে উল্লেখ হয়েছে সেভাবেই তা মেনে নাও। আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের আলেমগণ এ অভিমতই পোষণ করেন। কিন্তু জাহমিয়্যাহ সম্প্রদায় এই সমস্ত রিওয়ায়াত অস্বীকার করে; তারা বলে, এগুলো তা হলো উপমাবোধক। ... এটি এমন, যেমন আল্লাহ তা'আলা তাঁর কিতাবে বলেছেন, "কোনো কিছুই তাঁর সদৃশ নয়; তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা।" [সূরা আশ-শূরা, আয়াত: ১১][৯০৪]

ইমাম ইবন জারীর আত-ত্বাবারী বলেন, "অধ্যায়: স্রষ্টার সেসব গুণের বর্ণনায় যা কুরআন ও হাদীসের সংবাদের মাধ্যমে পাওয়া গেছে, তা যুক্তিতে নয়। "সেটা হচ্ছে, যেমন আল্লাহ তা'আলা কর্তৃক আমাদের জানানো যে, তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা, আর তাঁর রয়েছে, দু'টি হাত, তাঁর বাণীতে তিনি বলেছেন, 'বরং তাঁর দুটি হাত সুপ্রশস্ত'।[৯০৫]

ইমাম ইবন খুযাইমাহ বলেন, "অধ্যায়: সে সকল হাদীস যা সহীহ সনদে সাব্যস্ত হয়েছে, যা হিজায ও ইরাকের আলেমগণ নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে আল্লাহ তা'আলার প্রতি রাতে প্রথম আসমানে অবতরণের ব্যাপারে বর্ণনা করেছেন। সেগুলোর ব্যাপারে আমরা

৯০২. ইবন আবী ইয়া'লা, ত্বাবাকাতুল হানাবিলাহ (১/২৮২)।

৯০৩. আর-রাদ্দু 'আলাল জাহমিয়্যাহ, পৃ. ৭৯।

৯০৪. তিরমিযী, হাদীস নং ৬৫৯ এর ব্যাখ্যায় স্বয়ং ইমাম তিরমিযী।

৯০৫. ইমাম তাবারী, আত-তাবসীর ফী মা'আলিমিদ দীন, পৃ. ১৩২।

মুখের স্বীকৃতি, অন্তরের সত্যায়নের মাধ্যমে সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, এ হাদীসগুলোতে যে সংবাদ আমরা পাই তার সত্যায়ন করি, তবে কোনো প্রকার ধরন নির্ধারণ না করেই। কারণ, আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের স্রষ্টার অবতরণ করার ধরন বর্ণনা করেননি। তিনি আমাদের জানিয়ে দিয়েছেন যে, তিনি অবতরণ করেন। আর মহান আল্লাহ স্বয়ং এবং তাঁর নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুসলিমগণ তাদের দীনের জন্য যা প্রয়োজন হবে তা বর্ণনা করা ছাড়েননি। সুতরাং আমরা এসব হাদীসে আসা অবতরণের কথার স্বীকৃতি দিই, তবে তার ধরন নির্ধারণে কথা না বলি; কারণ নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে সেটার ধরন জানাননি। এ হাদীসগুলোতে এটা স্পষ্ট হলো, প্রমাণিত হলো ও বিশুদ্ধভাবে আসলো যে, মহান আল্লাহ নিকটতম আসমানে অবতরণ করেন, যা আমাদেরকে আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম জানিয়েছেন। কারণ, আরবী ভাষার অভিধানে কোথাও আসেনি, নিচ থেকে উপরে এসেছে। বরং সকল ভাষার দাবিই হচ্ছে, উপর থেকে নিচে অবতরণ করা হয়।"[৯০৬]

ইমাম আবুল কাসেম আল-লালেকাঈ বলেন, "নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে মহান রবের নিকটতম আসমানে অবতরণ করার বিষয়ে যা এসেছে তার আলোচনা, যা নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বিশজন বর্ণনা করেছেন।"[৯০৭]

শাইখুল ইসলাম ইবন তাইমিয়্যাহ রাহিমাহুল্লাহ বলেন, "আল্লাহ তা'আলার গুণাবলির ব্যাপারে তাই বলা হবে যা তাঁর সত্তার ব্যাপারে বলা হবে। কারণ তাঁর মতো কোনো কিছু নেই, সত্তাতেও নয়, গুণেও নয়, অনুরূপ কর্মেও নয়। সুতরাং যদি তাঁর এমন প্রকৃত সত্তা আপনি সাব্যস্ত করেন যা অন্যান্য সত্তার মতো নয় তাহলে সে সত্তারও রয়েছে বাস্তব গুণাবলি যা অন্য কারও গুণাবলির অনুরূপ নয়।... তারপর যদি আপনাকে প্রশ্ন করে, আমাদের রব নিকটতম আসমানে কীভাবে অবতরণ করেন? তাকে বলা হবে, তিনি কেমন? যদি বলে, তাঁর সত্তার ধরন তো জানি না। তখন তাকে বলা হবে, আমরাও তাঁর ধরণ জানি না। কারণ, গুণ জানার বিষয়টি নির্ভর করবে গুণান্বিত সত্তাকে জানার ওপর, যা তারই শাখা ও অনুগামী বিষয়। সুতরাং আপনি আমাকে কীভাবে তাঁর শোনা, দেখা, কথা বলার ধরণ জিজ্ঞেস করেন যেখানে আপনি তাঁর সত্তার ধরন সম্পর্কেই জানেন না।[৯০৮]

শাইখুল ইসলাম ইবন তাইমিয়্যাহ রাহিমাহুল্লাহ বলেন, তিনি সেটা ইমাম কারজী থেকে বর্ণনা করে সেটার পক্ষে কথা বলছেন, "ইমাম আবু হানীফা রাহিমাহুল্লাহ'র ছাত্র ইমাম মুহাম্মাদ ইবনুল হাসান থেকে বর্ণিত, তিনি সেসব হাদীস যাতে এসেছে যে, আল্লাহ তা'আলা নিকটতম আসমানে নেমে আসেন, এ জাতীয় হাদীসসমূহ যা নির্ভরযোগ্য ব্যক্তিবর্গ বর্ণনা করেছেন, সেগুলো আমরাও বর্ণনা করব, সেগুলোতে যা বলা হয়েছে তার ওপর ঈমান রাখব, সেগুলোর ব্যাখ্যা দাঁড় করার না।"[৯০৯]

ইবন তাইমিয়্যাহ রাহিমাহুল্লাহ অন্যত্র বলেন, "সুতরাং আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা যখন তাঁকে তাঁর রাসূল এ গুণে গুণান্বিত করেছেন যে, প্রতি রাতে আল্লাহ তা'আলা নিকটতম আসমানে নেমে আসেন, আর তিনি 'আরাফার দিন বিকাল বেলা হাজীদের নিকটে হন, আর

---

৯০৬. কিতাবুত তাওহীদ (১/২৮৯)।

৯০৭. আল-লালেকাঈ, শারহু উসূলি ই'তিক্বাদি আহলিস সুন্নাহ (৩/৪৩৪)।

৯০৮. আত-তাদমুরিয়্যাহ, পৃ. ১৫১।

৯০৯. মাজমূ' ফাতাওয়া (৪/১৮৬); আরও দেখুন, ইবনুল কাইয়্যেম, ইজতিমাউল জুয়ূশিল ইসলামিয়্যাহ (১/১৩৯)।

তিনি মূসা 'আলাইহিস সালামের সাথে পবিত্র ভূমির ডান উপত্যকা এর গাছ থেকে কথা বলেছেন, আর তিনি আসমানের দিকে উঠলেন যখন তা ধোঁয়া ছিল, তারপর তিনি সেটাকে বললেন, আস স্বেচ্ছায় বা অনিচ্ছায়', এসব কর্মকাণ্ড সে রকম জরুরী নয় যা আমরা সাধারণত দৃশ্যমান কোনো কিছুকে নামতে দেখি; যাতে কেউ এটা না বলে যে, তিনি যদি অবতরণ করেন তো সেটার জন্য এক স্থান ছেড়ে আরেক স্থান ব্যস্ত রাখতে হয়।"(৯১০)

ইবন তাইমিয়্যাহ রাহিমাহুল্লাহ আরও বলেন, "সুন্নাহ ও হাদীসের দিকে নিজেদেরকে সম্পৃক্ত করা কিছু গোষ্ঠী 'আল্লাহ তা'আলার অবতরণ করার হাদীসের তা'ওয়ীল বা অপব্যাখ্যা করে। অনুরূপ তারা কুরআন ও হাদীসের আরও কিছু ভাষ্যকে অপব্যাখ্যা করে থাকে, যাতে আল্লাহ তা'আলার কোনো কর্মগত গুণ সাব্যস্ত করা হয়েছে, আর যেগুলো কেবল তাঁর সাথেই সম্পৃক্ত, যেমন আসা, আগমন করা, নিচে নামা ইত্যাদি।"(৯১১)

অন্য স্থানে তিনি ইমাম ইবন মানদাহ কর্তৃক আনীত আল্লাহ তা'আলার অবতরণের হাদীসগুলো উল্লেখ করার পর, যারা এগুলোর তা'ওয়ীল বা অপব্যাখ্যা করে, তাদের বক্তব্য খণ্ডন করতে গিয়ে বলেন, "এ হচ্ছে আবদুর রহমান ইবন মানদাহ যা উল্লেখ করেছেন তার সংক্ষিপ্তরূপ, যদিও তিনি এ হাদীসের সকল বর্ণনা-রীতিকে একসাথ করতে সমর্থ হয়েছেন, সে হাদীসের শব্দগুলোও জমা করেছেন, যেমন, হাদীস,

«يَنْزِل ربنا كل ليلة إلى السماء الدنيا إذا مضى ثلث الليل الأوَّل فيقول: أنا الملك من ذا الذي يسألني فأعطيه، من ذا الذي يدعوني فأستجيب له، من ذا الذي يستغفرني فأغفر له، فلا يزال كذلك إلى الفجر».

"আমাদের রব প্রতি রাতে নিকটতম আসমানে নেমে আসেন, যখন তার প্রথম এক-তৃতীয়াংশ গত হয়, তখন তিনি বলেন, আমিই বাদশাহ, কে এমন আছে যে আমার কাছে চাইবে, ফলে আমি তাকে দিব? কে এমন আছে যে আমাকে ডাকবে, ফলে আমি তার ডাকে সাড়া দিব? কে এমন আছে যে আমার কাছে ক্ষমা চাইবে, ফলে আমি তাকে ক্ষমা করব? এভাবেই তিনি বলতে থাকেন যতক্ষণ না সুবহে সাদিক উদিত হয়"।

অপর শব্দে হাদীসটি হচ্ছে, «إذا بقي من الليل ثلثاه يَهْبِطُ الرب إلى السماء الدنيا» "যখন রাতের দুই-তৃতীয়াংশ অবশিষ্ট থাকে, তখন রব নিকটতম আসমানে নেমে আসেন।" অপর বর্ণনায় এসেছে, «لا يقول أسأل عن عبادي غيري، من ذا الذي يسألني فأعطيه» "আল্লাহ তা'আলা বলেন, আমার বান্দাদের ব্যাপারে আমি নিজে ছাড়া কেউ জিজ্ঞেস করবে না, কে আছো যে আমার কাছে চাইবে, আর আমি তাকে তা দিব?"

আর 'আমর ইবন 'আবাসার বর্ণনায় এসেছে, أنَّ الرب يَتَدَلَّى في جوف الليل إلى السماء الدنيا "নিশ্চয় মহান রব নেমে আসেন রাতের মাঝামাঝি সময়ে নিকটতম আসমানে।"(৯১২) তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি আল্লাহ তা'আলা কর্তৃক প্রথম আসমানে নেমে আসার ব্যাপারে যেসব হাদীস এসেছে তাতে তিন প্রকার শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে, ১- النزول ২- الهبوط ৩- التدلي - এসব শব্দের অর্থ হচ্ছে অবতরণ করা। বিভিন্ন শব্দে একই বিষয়ের বর্ণনা সে বিষয়ের বাস্তবতাকে আরও শক্তিশালী করে। এ ব্যাপারে শাইখুল ইসলাম ইবন তাইমিয়্যাহ'র একটি স্বতন্ত্র গ্রন্থ রয়েছে, যার নাম "শারহু হাদীসিন নুযূল"। বিস্তারিত জানার জন্য তা দেখা যেতে পারে।

৯১০. দাকায়িকুত তাফসীর (৬/৪২৪)।

৯১১. মাজমূ' ফাতাওয়া (৫/৩৯৭)।

৯১২. মাজমূ' ফাতাওয়া (৫/৩৯৪)।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

আল্লাহ্ তা'আলা কর্তৃক নিকটতম আসমানে নেমে আসা তাঁর 'আরশের উপরে থাকার সাথে সাংঘর্ষিক নয়

সাহাবায়ে কেরাম, তাবে'য়ীনে 'ইযাম, আয়িম্মায়ে মুজতাহিদীন, ফুকাহা, মুহাদ্দিসীন যুগ যুগ ধরে বিশ্বাস করে এসেছেন যে, আল্লাহ তা'আলা তাঁর 'আরশের উপর উঠেছেন, তিনি 'আরশের উপর সমুন্নত। তিনি 'আরশের উপর যেমন সত্য, তেমনি তিনি নিকটতম আসমানে নেমে আসেন এটাও সত্য। এর মধ্যে কোনো বিরোধ নেই।

কিন্তু দেখা যায় যুগ যুগ ধরে কিছু মানুষ আল্লাহ তা'আলার এ গুণটিকে অস্বীকার করে থাকে, তাদের কেউ বলে, স্থান পরিবর্তন আল্লাহর অতুলনীয়ত্বের সাথে সাংঘর্ষিক। কেউ কেউ বলেন, তিনি 'আরশ থেকে অবতরণ করলে 'আরশ কি শূন্য থাকে? তারা সাধারণত দু'ভাগে তা অস্বীকার করে থাকে:

এক. তা'ত্বীল বা অর্থহীন করার মাধ্যমে। এ বিশেষণটিকে প্রাচীনকালে কিছু পথভ্রষ্ট ফির্কা জাহমিয়্যাহ ও মু'তাযিলারা অস্বীকার করতো। এখনো আশায়েরা ও মাতুরিদিয়াদের একটি গোষ্ঠী এটাকে নিজেদের মত হিসেবে ব্যক্ত করে, তবে সরাসরি না বলে এগুলোকে মুতাশাবিহ আয়াত বা হাদীস বলে অর্থ কেবল আল্লাহ জানে, এটা বলে তথাকথিত তাফওয়ীদ্ব নীতি অবলম্বন করে থাকে।

দুই. বিভিন্নভাবে তা'ওয়ীল বা অপব্যাখ্যার মাধ্যমে তার মূল স্পষ্ট অর্থকে পরিবর্তন করার মাধ্যমে। এ কাজটি সবচেয়ে বেশি করে পরবর্তী আশায়েরা ও মাতুরিদী সম্প্রদায়ের লোকেরা।[৯১৩] তাদের এসব অপব্যাখ্যার নীতিকে তারা নিম্নোক্তভাবে ব্যক্ত করে:

১- কেউ কেউ বলেন, অবতরণ অর্থ নৈকট্য লাভ করা।[৯১৪]

২- কেউ কেউ বলে, অবতরণ করার অর্থ বিশেষ করুণা।[৯১৫]

৩- কারও কারও মতে, এর অর্থ ফিরিশতা অবতরণ করা।[৯১৬]

৪- কারও কারও মতে, অবতরণ করা অর্থ, তাদের দিকে নজর দেয়া।[৯১৭]

তাদের এসব বক্তব্য সম্পূর্ণরূপে পূর্বে বর্ণিত সহীহ সুন্নাহ'র ভাষ্য বিরোধী। এভাবে হাদীসের অর্থ বিকৃত করার এ নীতি তারা জাহমিয়্যাহ ও মু'তাযিলাদের থেকেই নিয়েছে। মূল কারণ হচ্ছে স্রষ্টার গুণকে সৃষ্টির গুণের সাথে তুলনা করা। তারপর সে গুণগুলোকে অস্বীকার কিংবা অপব্যাখ্যা করা।[৯১৮]

---

৯১৩. যেমন, মাতুরিদী, তা'ওয়ীলাতি আহলিস সুন্নাহ (১/৪৩৬)G

৯১৪. মাতুরিদী, তা'ওয়ীলাতি আহলিস সুন্নাহ (১/৪৩৬)।

৯১৫. জুরজানী, শারহুল মাওয়াক্বিফ (৮/২৫)।

৯১৬. মাকালাতুল কাউসারী পৃ. ৩৪৯।

৯১৭. আবুল মু'ঈন আন-নাসাফী, বাহরুল কালাম পৃ. ২৩; বিস্তারিত দেখুন, তা'ওয়ীলাতি আহলিস সুন্নাহ (১/৮৪)।

৯১৮. এ ব্যাপারে বিস্তারিত জবাব জানতে দেখুন, শাইখ শামস আল-আফগানী, আল-মাতুরিদিয়্যাহ ওয়া মাওকেফুহুম মিন তাওহীদিল আসমা ওয়াস সিফাত (৩/৩০)।

প্রকৃতপক্ষে মহান স্রষ্টা আল্লাহ তা'আলাকে সৃষ্টির সাথে তুলনা করে চিন্তা করাটাই একটা ভুল চিন্তা। স্রষ্টা আর সৃষ্টি কখনো এক নয়, স্রষ্টা ও সৃষ্টির ক্ষেত্রে একই স্ট্যান্ডার্ড দিয়ে চিন্তা করাটা একটা ত্রুটিপূর্ণ ও দূষিত চিন্তা। আল্লাহ তা'আলার গুণাবলি সম্পর্কে ইমাম আবু জাফর ত্বাহাবী বলেন, "যে ব্যক্তি আল্লাহর প্রতি মানবীয় কোনো গুণ আরোপ করবে, সে কাফির হয়ে যাবে। অতএব, যে ব্যক্তি এতে অন্তর্দৃষ্টি প্রদান করবে সে শিক্ষা নিতে সক্ষম হবে। আর (আল্লাহ সম্পর্কে) কাফিরদের মতো নিরর্থক কথা বলা হতে বিরত থাকবে এবং সে উপলব্ধি করতে সক্ষম হবে যে, আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তাঁর গুণাবলিতে মানুষের মতো নন।"

কাজেই আল্লাহ তা'আলাকে মানুষ বা সৃষ্টিজগতের মাত্রা বা dimension থেকে চিন্তা করাটা কোনো ইসলামী বিশ্বাস নয়। এখানেই যত বিভ্রান্তি লুকায়িত।

আহলুস সুন্নাতের ইমামগণ অন্যান্য গুণের মত আল্লাহ তা'আলার 'অবতরণ' সিফাতটিকেও তুলনামুক্তভাবে মেনে নেন। তিনি যখন এবং যেভাবে ইচ্ছা অবতরণ করেন। তাঁর অবতরণ কোনোভাবেই কোনো সৃষ্টির অবতরণের মতো নয়। তাঁর অবতরণের স্বরূপ ও প্রকৃতি কি তা আমরা জানি না এবং জানার চেষ্টাও করি না। ইমাম আবু হানিফা রাহিমাহুল্লাহকে মহান আল্লাহর অবতরণ বিষয়ে প্রশ্ন করা হয়। তিনি উত্তরে বলেন: ينزل بلا كيف "[মহান আল্লাহ] অবতরণ করেন, কোনোরূপ পদ্ধতি বা স্বরূপ ব্যতিরেকে।"[৯১৯]

সহীহ বুখারীতে সিফাত-সংক্রান্ত হাদীসের ব্যাখ্যায় ইমাম আহমাদ ইবন হাম্বল রাহিমাহুল্লাহ এর বক্তব্য উল্লেখ করেছেন ইবন রজব আল-হাম্বলী রাহিমাহুল্লাহ। তাতে এসেছে,

"...আমি আবু আবদুল্লাহকে [আহমাদ ইবন হাম্বল] বললাম, "আল্লাহ কি দুনিয়ার আসমানে অবতরণ করেন? তিনি বললেন, "হ্যাঁ"। আমি বললাম, "তাঁর অবতরণ কি ইলম (জ্ঞান) দিয়ে অথবা কী দিয়ে?" তিনি বললেন, "এই বিষয়ে চুপ করো। তোমার কী দরকার এ বিষয়ে? হাদীসে যেভাবে 'কীভাবে' বা সীমা ছাড়া বর্ণিত হয়েছে সেভাবে মেনে নাও। তবে কোনো আছার বা হাদীস যদি বর্ণিত হয়, তাহলে ভিন্ন কথা অথবা যদি কিতাবে বর্ণিত হয়। মহান আল্লাহ বলেন, "অতএব, আল্লাহর কোনো সদৃশ সাব্যস্ত করো না।" [সূরা আন-নাহল, আয়াত: ৭৪] এর পরে ইবন রজব রাহিমাহুল্লাহ বলেন, "[আল্লাহর] 'অবতরণ' বিষয়ে যা বর্ণিত হয়েছে, তার উপর নড়াচড়া, স্থানান্তর, 'আরশ থেকে খালি হওয়া, না থাকা এ সকল কিছু সাব্যস্ত করা বিদ'আত। এ ব্যাপারে গভীরে অনুসন্ধান করা কোনো প্রশংসনীয় কাজ নয়।"[৯২০]

ইমাম আবু জাফর আত-ত্বাহাওয়ী রাহিমাহুল্লাহ বলেন, "আর 'আরশ এবং কুরসী সত্য। আর আল্লাহ তা'আলা 'আরশ ও অন্যান্য বস্তু থেকে অমুখাপেক্ষী। তিনি সমস্ত বস্তুকে পরিবেষ্টন করে রেখেছেন এবং তিনি সবকিছুরই ঊর্ধ্বে। সৃষ্টিজগত তাঁকে পূর্ণভাবে আয়ত্ব করতে অক্ষম।" আরও বলেন, "আল্লাহ তা'আলা স্থান ও সময়ের স্রষ্টা।"

আল্লাহ তা'আলা ব্যক্তি, বস্তু, সময় বা স্থান কোনো কিছুরই মুখাপেক্ষী নন এবং তিনি এগুলোর ওপর পূর্ণ ক্ষমতাবান। কাজেই আল্লাহ তা'আলার জন্য এটা খুবই সহজ যে, আল্লাহ তা'আলা 'আরশের উপরে থাকবেন এবং শেষ রাতে নিকটতম আসমানে অবতরণ করবেন। পৃথিবীর কোথাও না কোথাও সব সময়ে শেষ রাত থাকলেও আল্লাহ তা'আলার জন্য তা কঠিন কিছু নয়।

---

৯১৯. বাইহাকী, আল-আসমা ওয়াস সিফাত ২৩৮০; মোল্লা আলী কারী আল-হানাফী, শারহুল ফিকহিল আকবার, পৃ. ৬৯

৯২০. ইবন রাজাব, ফাতহুল বারী (৯/২৮০-২৮১)।

আল্লাহ তা'আলার 'আরশের ঊর্ধ্বারোহন কিংবা শেষ আসমানে অবতরণ মোটেও মানুষ বা অন্য কোনো সৃষ্টির মতো নয়। পথভ্রষ্ট বিদ'আতী আকীদাহ'র মানুষেরা সৃষ্টির সাথে আল্লাহ তা'আলার গুণাবলিকে মিলিয়ে ফেলে ত্রুটিপূর্ণ প্রশ্ন উত্থাপন করে পথভ্রষ্টতায় নিপতিত হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ তা'আলার সিফাত সংক্রান্ত হাদীসে কোনো প্রকারের অসঙ্গতি বা অযৌক্তিক কিছু নেই।

শাইখুল ইসলাম ইবন তাইমিয়্যাহ রাহিমাহুল্লাহ বলেন,

"এখানে সালাফগণের সে কথাটিই বিশুদ্ধ, যাতে বলা হয়েছে, আল্লাহ তা'আলা নিকটতম আসমানে অবতরণ করেন আর 'আরশ তার থেকে খালি হয় না। একজন মানুষের রূহ তার শরীরে থাকে, রাত-দিন আমৃত্যু তার সাথে থাকে, ঘুমের সময় উপরে উঠে যায়, 'আরশের নিচে সাজদাহ করে, অথচ সেটা তার শরীর ছেড়ে একেবারে চলে যায়নি। অনুরূপভাবে মানুষ যখন সাজদায় থাকে তখন সে তার রবের সবচেয়ে নিকটে থাকে অথচ তার রূহ তার শরীরেই রয়েছে। আর রূহের বিধান শরীরের বিধানের চেয়ে সম্পূর্ণ আলাদা। তাহলে ফিরিশতাদের অবস্থা তো আরও ব্যতিক্রম। আর রাব্বুল আলামীনের অবস্থা যে সম্পূর্ণ ব্যতিক্রম হবে সেটা বলার অপেক্ষা রাখে না। আর রাতেরও রয়েছে বিভিন্ন অবস্থা, প্রাচ্যে যখন রাতের এক-তৃতীয়াংশ হয় তখন সেটা পাশ্চাত্যের এক-তৃতীয়াংশের আগে হবেই, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর অবতরণ করার জন্য যে সময় প্রাচ্যের লোকদের জন্য তাদের আসমানে ঘোষণা করেছেন তা অবশ্যই পাশ্চাত্যের লোকদের আসমানের সময় থেকে ভিন্ন হবেই। বস্তুত আল্লাহ তা'আলা এমন এক সত্তা, যাঁর কোনো অবস্থা অপর কোনো অবস্থার জন্য বাধা হয় না। অনুরূপভাবে কারও কথা শোনা অপর কারও শোনা থেকে বাঁধা হয় না। অনবরত অসংখ্য একই সাথে করা চাওয়া তাঁর কোনো সমস্যা তৈরি করে না। বরং আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা তাঁর বান্দাদের সাথে কিয়ামতের দিন কথা বলবেন, তাদের হিসাব নিবেন, একটি করতে অপরটি তার জন্য বাঁধা হবে না। ইবন 'আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহুমাকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, আল্লাহ তা'আলা কিয়ামতের দিন সবার সাথে একই সময় কীভাবে কথা বলবেন? তখন তিনি বলেন, যেমন তিনি সবাইকে একই সময় রিযিক দিচ্ছেন। আল্লাহ তা'আলা তাঁকে আহ্বানকারীদের আহ্বান, তাঁর কাছে যাচঞাকারীদের প্রার্থিত জিনিস প্রদান করেন, যদিও তাদের ভাষা হয় বিবিধ, তাদের প্রয়োজনও বহুবিধ। তাছাড়া মানুষের মাঝেও কারও কারও শ্রবণশক্তি এমন ক্ষুরধার হয় যে, এক সাথে কয়েকজনের কথা শুনতে সক্ষম হন, যেমনটি দেখা যায় কোনো কোনো কারী সাহেব একাধিক ছাত্রের পড়া একসময় শুনেন, তবে সেটা খুব স্বল্প সংখ্যক লোকের মাঝেই তা হতে পারে। অনুরূপ কাউকে কাউকে দেখা যায় তার অন্তরে সে উপস্থিত অনুপস্থিত কারও প্রতি টান, নৈকট্য ও ঝোঁক অনুভব করে, সে সময়েই তিনি অপরের জন্য তা অনুভব করেন না। এ যদি হয় মানুষের অবস্থা, তাহলে মহান রব তো অনেক বেশি প্রশস্ত জ্ঞানী, যাঁর শোনা যাবতীয় আওয়াজকে একই সাথে ধারণ করতে পারে, তাঁর দান তো সকল প্রয়োজন পূরণের জন্য যথেষ্ট। মানুষের মাঝে কেউ কেউ এ জায়গায় ভুল করে, সে মনে করে থাকে আল্লাহ তা'আলার নৈকট্য মানুষের নড়াচড়া জাতীয় কিছু বুঝি, যখন সে কোনো দিকে ঝুঁকে তখন সে অন্য দিক থেকে প্রত্যাবর্তন করেই তা করতে হয়, সে তার অন্তরের কর্মকে দেখতে পায় যে, তা তার শরীরের কর্মের বিপরীত করে চলেছে। তারপরও সে দেখতে পায় তার অন্তর অনেক মানুষের নৈকট্য লাভ করেছে অথচ তাদের কারও নৈকট্য লাভ করতে তাকে অপর কারও কাছ থেকে সরে আসতে হয়নি।"[৯২১]

৯২১. মাজমূ' ফাতাওয়া (৫/১৩৩), (৫/২৪৭)।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

আল্লাহ্ তা'আলার নিকটতম আসমানে অবতরণ সম্পর্কে কিছু প্রশ্ন ও তার উত্তর

প্রশ্ন: এটা কি বলা যাবে যে, আল্লাহ্ তা'আলা সত্তাগতভাবে অবতরণ করেন?

উত্তর: এ ব্যাপারে তিনটি মত পরিলক্ষিত হয়,

এক. প্রথম গোষ্ঠী বলেন, তিনি সত্তাগতভাবে অবতরণ করেন এটা বলা যাবে। এ মতটি আবুল কাসেম আল-আসবাহানীর দিকে সম্পৃক্ত করা হয়। ইবন তাইমিয়্যাহ বলেন, এটি একদল আহলুল হাদীস ও আহলুস সুন্নাহ'র মত।

দুই. দ্বিতীয় গোষ্ঠী বলেন, তিনি সত্তাগতভাবে অবতরণ করেন না।

তিন. তৃতীয় গোষ্ঠী বলেন, বলা হবে তিনি অবতরণ করেন, কিন্তু সত্তাগত কিংবা সত্তাগতভাবে নয় কোনোটিই বলা যাবে না, সেভাবেই বলতে হবে যেভাবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আর যা হতে চুপ ছিলেন তা থেকে চুপ থাকতে হবে।[৯২২]

এখানে বিশুদ্ধ মত হচ্ছে তৃতীয়টি।

প্রশ্ন: আল্লাহ তা'আলার অবতরণ কি নড়াচড়া সহ নাকি নড়াচড়া ব্যতীত?

উত্তর: এখানে চারটি মত রয়েছে।

এক. প্রথম গোষ্ঠী বলেন, অবতরণ আবার নড়াচড়া ও স্থানচ্যুত হওয়া ব্যতীত হয় নাকি, তাই নড়াচড়া ও স্থানচ্যুত হওয়া বলা যাবে। এমতটি ইমাম উসমান ইবন সা'ঈদ আদ-দারেমী, আবু আবদুল্লাহ ইবন হামেদ, হারব ইবন ইসমা'ঈল আল-কিরমানীর।

দুই. দ্বিতীয় গোষ্ঠী বলেন, অবতরণ নড়াচড়া ও স্থান পরিবর্তন বলা যাবে না। এটি ইমাম আবু সুলাইমান আল-খাত্তাবী, আবুল হাসান আত-তামীমী, তার দুই ছেলে আবদুল ওয়াহেদ ও আবদুল ওয়াহহাব ও ইবনুয যাগূনীর মত।

তিন. তৃতীয় গোষ্ঠী বলেন, এ অর্থটি সাব্যস্ত হবে, তখন শব্দটি বলা যাবে না; কারণ তা কোনো হাদীসে আসেনি। এটি কোনো কোনো আহলুল হাদীসের মত, অনুরূপ তা ইবন আবদুল বার এরও মত।[৯২৩]

চার. চতুর্থ গোষ্ঠী বলেন, এ ব্যাপারটিতে কিছু না বলে চুপ থাকতে হবে। এ মতটি ইমাম ইবন বাত্তাহ, আবু বকর আবদুল আযীয ইবন জা'ফর, (খাল্লালের ছাত্র) এটি অনেক আহলুল হাদীস ও ফকীহগণের মত।

বস্তুত এ চতুর্থ মতটিই বিশুদ্ধ। এটি বলা যাবে না, অস্বীকারও করা যাবে না। কারণ, তা মুজমাল বা ব্যাখ্যা সাপেক্ষ্য বাক্য।[৯২৪]

---

৯২২. ইবনুল কাইয়্যেম, মুখতাসারুস সাওয়া'য়িক (২/২৫২-২৫৩)।

৯২৩. ইবন আব্দিল বার, আত-তামহীদ (৭/১৩৬-১৩৭)।

৯২৪. ইবন তাইমিয়্যাহ, মাজমূ' ফাতাওয়া (১৬/৪২৩-৪২৪)।

প্রশ্ন: আল্লাহ তা'আলা যখন অবতরণ করেন, তখন কি 'আরশ শূন্য হয়ে যায়?

উত্তর: এ ব্যাপারে আলেমগণের মধ্যে তিনটি মত রয়েছে[৯২৫]:

এক. প্রথম গোষ্ঠী বলেন, খালি হয়ে যায়, এমতটি ইমাম আবদুর রহমান ইবন মুহাম্মাদ ইবন মানদাহ রাহিমাহুল্লাহ পোষণ করতেন।

দুই. এ ব্যাপারে কোনো কথা বলা থেকে বিরত থাকতে হবে। এটি ইমাম আবদুল গনী আল-মাক্বদেসী ও কোনো কোনো আহলে হাদীসের মত।

তিন. 'আরশ তাঁর থেকে খালি হয় না। এটি অধিকাংশ আহলুস সুন্নাতের মত। এটি ইমাম আহমাদ, ইসহাক্ব ইবন রাহওয়াইহ, হাম্মাদ ইবন যায়েদ, উবাইদুল্লাহ ইবন বাত্তাহ প্রমুখ আলেমগণের।

বস্তুত তৃতীয় মতটিই বিশুদ্ধ।[৯২৬]

প্রশ্ন: আল্লাহ তা'আলার 'আরশের উপর উঠা, 'আরশের উপর অবস্থান, নিকটতম আসমানে নেমে আসার বিষয়ে হাদ্দ বা 'পার্থক্যকারী সীমা আছে' বলা যাবে?

উত্তর: এ ব্যাপারে তিনটি মত রয়েছে:

এক. প্রথম গোষ্ঠী বলেন, হাদ্দ বা সীমা আছে বলা যাবে, এ মতের সপক্ষে ছিলেন, আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারক, ইমাম উসমান ইবন সা'ঈদ আদ-দারেমী, ইসহাক্ব ইবন ইবরাহীম ইবন রাহওয়িয়াহ, হারব ইবন ইসমা'ঈল আল-কিরমানী, ইয়াহইয়া ইবন আম্মার, কাদ্বী আবু ইয়া'লা, আদ-দিশতী। আর তা ইমাম আহমাদ থেকেও একটি বর্ণনা।

দুই. দ্বিতীয় গোষ্ঠী বলেন, হাদ্দ বা সীমা আছে বলা যাবে না। এ মতের প্রবক্তাদের অন্যতম হচ্ছেন ইবন হিব্বান, আবু সালামাহ ইবনুল মাজেশূন, আবু নসর আত-তাম্মার, আবু হাতেম আল-বুসতী, আত্ব-ত্বাহাওয়ী, ইয়াহইয়া ইবন মা'ঈন। আর এটি ইমাম আহমাদের একটি মত।

তিন. তৃতীয় গোষ্ঠী বলেন, হাদ্দ আছে বা নেই সরাসরি বলা যাবে না, অস্বীকারও করা যাবে না। কারণ, তা মুজমাল বা ব্যাখ্যা সাপেক্ষ্য বাক্য। জিজ্ঞাসা করা হবে, হদ্দ বা সীমা বলতে কী বুঝ? যদি বলে যে, তা দ্বারা উদ্দেশ্য সৃষ্টিকুল থেকে আলাদা অর্থে, তাহলে তা সত্য ও সঠিক, ইমামগণের মধ্যে যারা হদ্দ সাব্যস্ত করেছেন, তারা এ অর্থেই সাব্যস্ত করেছেন। আর যদি বলে হদ্দ দ্বারা উদ্দেশ্য সীমাবদ্ধ বুঝানো, তাহলে তা অস্বীকার করতে হবে। ইমামগণের মধ্যে যারা অস্বীকার করেছেন, তারা এ অর্থেই অস্বীকার করেছেন।[৯২৭]

---

৯২৫. ইবন তাইমিয়্যাহ, মাজমূ' ফাতাওয়া (৫/৩৮০-৩৯৬)।

৯২৬. ইবন তাইমিয়্যাহ, ফাতাওয়া (৫/২৪২); শারহু হাদীসিন নুযুল পৃ. ১৬১, ২৩২-২৩৩।

৯২৭. ইবন তাইমিয়্যাহ, দারউ তা'আরুদ্বুল আকলি ওয়ান নাকলি (২/৩৪-৩৫); আরও বিস্তারিত জানার জন্য দেখা যেতে পারে, হামাদ আত-তুওয়াইজরী, আল-মাসায়িলুল আকাদিয়্যাহ আল্লাতী তা'আদ্দাদাত ফীহা আরায়ি আহলিস সুন্নাতি ওয়াল জামা'আতি পৃ. ২-৫।

দশম অধ্যায়

'ইস্তেওয়া আলাল আরশ' এর অর্থে ভিন্ন মতাবলম্বী ও তাদের যুক্তির সংক্ষিপ্তাকারে খণ্ডণ

প্রথম পরিচ্ছেদ

তাবে তাবে'য়ী ও তাদের পরবর্তী কিছু কিছু আলেম থেকে 'ইস্তেওয়া আলাল 'আরশ' এর ব্যাপারে ভিন্নমত বর্ণিত হওয়া ও তার কারণ

'ইস্তেওয়া' শব্দের অর্থ উপরে উঠা, উর্ধ্বারোহন করা। এটি একটি কর্ম যা আল্লাহ তা'আলা সম্পাদন করেছেন। যার অর্থ আমরা বুঝি কিন্তু ধরন জানি না। তবে তার ধরণ নেই আমরা এটাও বলি না। ধরন আছে কিন্তু ধরণ জানি না। এটাই হচ্ছে কুরআনের আয়াতের ভাষ্যের অর্থ, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাদীসে আগত ভাষ্যের মর্ম, সাহাবায়ে কেরামের মত, তাবে'য়ীগণ এটার উপরেই তাদের বিশ্বাস রেখে চলে গেছেন। তাবে তাবে'য়ীগণের সময়ে জাহম ইবন সাফওয়ান ও মু'তাযিলারা প্রথম এর অর্থ 'ইস্তাওলা' বা অধিকার করা অর্থে গ্রহণ করে[৯২৮], তখনই তৎকালীন সকল মুফাসসির, মুহাদ্দিস, ফকীহ, উলামায়ে কেরাম এর বিরোধিতা করেন। তারা এটার বিরুদ্ধে গ্রন্থ লিখেন। তাই আমরা তাবে তাবে'য়ীগণের যুগের আগে কারও কাছ থেকে 'ইস্তেওয়া' শব্দের অনুবাদ 'ইস্তাওলা' পাই না।

পরবর্তী আলেমগণের মধ্যে যারা তাদের ইলমে প্রসিদ্ধি লাভ করেছেন তারা কেউ ইস্তেওয়া অর্থ 'ইস্তেওলা' করেননি; কিন্তু যখন থেকে শাসন ক্ষমতা মু'তাযিলাদের হাতে চলে যায় তখন থেকেই কিছু আলেম এ বক্তব্যটি উল্লেখ করতে থাকেন। তার পরবর্তীতে যখন উম্মতের মধ্যে কুল্লাবিয়্যাহ ফেরকার উদ্ভব হলো, যা আরও পরে এসে আশ'আরী মতবাদ নামে খ্যাত হলো, তখন এ মতের বক্তব্যগুলোও তাফসীর ও হাদীসের ব্যাখ্যাগ্রন্থসমূহে উপর্যুক্ত সহীহ মতের পাশাপাশি লেখা হতে লাগলো, সেটার কারণ ছিল বিবিধ। কোনো কোনো মুফাসসির কর্তৃক সব কথা আনয়ন করার প্রবণতা থাকার কারণে এ বিষয়ে যা যা বলা হয়েছে তা সবই তিনি উল্লেখ করেছেন, আবার সমালোচনাও করেছেন। আবার কোনো কোনো মুফাসসির আশ'আরী-মাতুরিদী আকীদাহ'র ছিলেন বিধায় তাদের বিশ্বাসের অনুকুল হওয়ায় তা স্বতঃস্ফূর্তভাবে উল্লেখ করেছেন। তাদের মধ্যে আবার কেউ কেউ সেটার পক্ষ নিয়ে সেটাকে বেশি জ্ঞান ও প্রজ্ঞার কথা মনে করেছে আর এগুলোর অর্থ না করাকেই সালাফে সালেহীনের মত হিসেবে চালিয়ে দিয়েছে। আর সেটা বুঝাতে চেয়েছে যে, সালাফরা নিরাপদ পদ্ধতি অবলম্বন করতেন, এগুলোর অনুবাদ না করে শুধু পড়ে যেতেন। অথচ এটা সালাফগণের উপর অপবাদ। আল্লাহ তাদের ক্ষমা করুন।

অন্যান্য ময়দানে তারা দীনের অনেক খেদমত করেছেন, কিন্তু আল্লাহর নাম ও গুণের ব্যাপারে তাদের ভুল ছিল অনেক বেশি। হয়ত তাদেরকে কেউ সেটা ধরিয়ে দেয়ার মতো ছিল না অথবা তারা থাকলেও বিভিন্ন পরিস্থিতির শিকার হওয়ায় তারা হক গ্রহণ করতে সমর্থ হয়নি। তাদের

৯২৮. আশ'আরী, মাকালাতুল ইসলামিয়্যীন ও আল-ইবানাহ।

আখেরাতের বিষয়টি আমরা আল্লাহর হাতেই ছেড়ে দিই। পক্ষান্তরে যারা জীবিত থেকে আজ দীনকে বক্র পথে নিয়ে যাচ্ছেন তাদের তো কোনো ওযর আমরা দেখতে পাই না। নিম্নে আমরা সেসব আলেমের নাম উল্লেখ করবো যারা এ ময়দানে সুস্পষ্টরূপে বিভ্রান্ত ছিলেন। যদিও তারা সবাই এক পর্যায়ের নন। কেউ এমন ছিলেন যারা সরাসরি এ সিফাতগুলোকে অস্বীকার করেছেন, আবার কেউ কেউ সে সবগুলোকে অপব্যাখ্যা করেছেন। আর কেউ কেউ মাঝে মধ্যে কুরআন ও হাদীসের আলোকচ্ছটায় আলোকিত হয়ে স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছেন, আবার কখনও কখনও বিভিন্ন পারিপার্শ্বিক অবস্থায় পতিত হয়ে অপব্যাখ্যাকেই প্রাধান্য দিয়েছেন।

প্রথম গোষ্ঠী: তন্মধ্যে যেসব আলেম আল্লাহ্ তা'আলার সিফাতকে পুরোপুরি অস্বীকার করেছেন, তারা হচ্ছেন, মু'তাযিলা সম্প্রদায়ের আলেমগণ, যেমন,

১- ওয়াসিল ইবন 'আত্বা (হিজরী ১৩১)

২- 'আমর ইবন উবাইদ (হিজরী ১৪৪)

৩- আবুল হুযাইল মুহাম্মাদ ইবনুল হুযাইল আল-আল্লাফ (২২৬/২৩৫/২৩৭ হিজরী)

৪- আবু ইসহাক্ব ইবরাহীম ইবন সাইয়্যার আন-নাযযাম (২৩১ হিজরী)

৫- আবু মা'ন সুমামাহ ইবন আশরাস আন-নুমাইরী (২১৩ হিজরী)

৬- মা'মার ইবন আব্বাদ আস-সুলামী (২২০ হিজরী)

৭- বিশর ইবনুল মু'তামির আল-হিলালী (২১০ হিজরী)

৮- হিশাম ইবন আমর আশ-শাইবানী, আল-ফূত্বী (২২৬ হিজরী)

৯- 'ঈসা ইবন সুবাইহ আল-মারদার (২২৬ হিজরী)

১০- জা'ফর ইবন মুবাশশির আস-সাক্বাফী (২৩৪ হিজরী)

১১- আলী আসওয়ারী (২৪০ হিজরী)

১২- মুহাম্মাদ ইবন আবদুল্লাহ আল-ইসকাফী (২৪০ হিজরী)

১৩- আহমাদ ইবন খাবেত্ব (২৩২ হিজর)

১৪- মুওয়াইস (২৪৬ হিজরী)

১৫- সালেহ কুব্বাহ (২৪৬ হিজরী)

১৬- আবু উসমান আমর ইবন বাহর আল-জাহেয (২৫৫ হিজরী)

১৭- ইউসুফ ইবন আবদুল্লাহ আশ-শাহহাম (২৬৭ হিজরী)

১৮- আবুল হুসাইন আবদুর রহমান আল-খাইয়াত্ব (২৯০ হিজরী)

১৯- আবু 'আলী মুহাম্মাদ ইবন আবদুল ওয়াহহাব আল-জুব্বাই (৩০৩ হিজরী)

২০- আবদুল্লাহ ইবন আহমাদ ইবন মাহমূদ আল-বালখী, আল- কা'বী (৩১৯ হিজরী)

২১- আবু হাশেম আব্দুস সালাম ইবন মুহাম্মাদ ইবন আবদুল ওয়াহহাব আল-জুব্বাঈ (৩২১ হিজরী)

২২- কাযী আবদুল জাব্বার আল-হামাযানী (৪১৫ হিজরী)

২৩- আবু মুহাম্মাদ হাসান ইবন মানতূওইয়াহ

২৪- আবুল কাসেম জারুল্লাহ যামাখশারী (৫৩৮ হিজরী)

২৫- আহমাদ ইবন ইয়াহইয়া আল-মুরতাদ্বা (৮৪০ হিজরী)

এরা বা এ জাতীয় লোকেরাও আলেম, কিন্তু তারা সঠিক আকীদাহ ও মানহাজের ওপর ছিলেন না। তারা ছিলেন মু'তাযিলা ফেরকার লোক। সুতরাং তারা যা বিশ্বাস করে তাই লিখবে। তাদের কেউ কেউ তাফসীরও লিখেছেন, যেমন যামাখশারী, কিন্তু তার থেকে আর আকীদাহ নেয়া যাবে না। আর তার গ্রন্থের কথা দিয়েও কারও জন্য দলীল দেয়া শুদ্ধ হবে না। তাদের আকীদাহ ও মানহাজ সম্পূর্ণ ভ্রান্ত। সুতরাং কোনো গ্রন্থে থাকলেই আর কোনো গ্রন্থকার লিখলেই তা আকীদাহ হবে না, যতক্ষণ না সেটা সালাফে সালেহীনের আকীদাহ মোতাবেক হচ্ছে।

দ্বিতীয় গোষ্ঠী: যারা আল্লাহর সিফাতের প্রকাশ্য অর্থ অগ্রহণযোগ্য, এগুলোর অর্থ জানা যায় না, এভাবে তারা সেগুলোকে অর্থহীন করেছে এবং সেটাকে তাফওয়ীদ্ব নাম দিয়েছে, তাদের কেউ কেউ মনে করতো এটাই সালাফদের মানহাজ। বস্তুত তাদের বলা হবে, তাজহীল গোষ্ঠী। প্রথম তিন যুগে এদের অস্তিত্ব ছিল না। সালাফে সালেহীন কখনও এ জাতীয় কথা বলতেন না। চতুর্থ শতকের শুরুতে এদের উৎপত্তি ছিল কুল্যাবিয়্যা ফেরকার মধ্য হতে; তবে প্রথমে খুব বিখ্যাত কেউ এ মতে ছিল না। ইমাম আবুল হাসান আল-আশ'আরীর কোনো কোনো গ্রন্থ থেকে সেটা বুঝা যায়, তবে সুস্পষ্টভাবে নয়। সম্ভবত প্রথম যার থেকে তা প্রসিদ্ধ হয়েছে তিনি হচ্ছেন, আবু মানসূর আল-মাতুরিদী। তারপর সেটা ব্যাপক আকার ধারণ করে। এদের মধ্যে বিখ্যাত হচ্ছেন,

১- ইমাম আবু মানসূর আল-মাতুরিদী (৩৩৩ হিজরী)[৯২৯]

২- ইমাম আবুল হাসান আল-আশ'আরী (৩২৪ হিজরী)[৯৩০] তবে অন্য গ্রন্থে তাঁর থেকে তা দেখা যায় না। বরং স্পষ্টভাবে অর্থ সাব্যস্ত করা হয়েছে।[৯৩১]

৩- হামাদ ইবন মুহাম্মাদ ইবন ইবরাহীম আল-খাত্ত্বাবী (৩৮৮ হিজরী)[৯৩২] আবার সময় সময় অপব্যাখ্যাও করেছেন।[৯৩৩] আবার কোনো কোনো গ্রন্থে সকল সিফাতও সাব্যস্ত করেছেন।[৯৩৪]

৪- আবু ইয়া'লা আল-ফাররা (আল-মু'তামাদ ও ইবত্বালুত তা'ওয়িলাত) গ্রন্থদ্বয়ে তিনি তাফওয়ীদ্ব এ জড়িয়ে পড়েন। তবে তিনি (ইবত্বালুত তা'ওয়িলাত) গ্রন্থে বেশ কিছু জায়গায় সুস্পষ্টভাবে সিফাত সাব্যস্তের কথা বলেছেন যা আমরা পূর্বে উল্লেখ করেছি।[৯৩৫]

৫- ইমাম আবু বকর আল-বাইহাক্বী (৪৫৮ হিজরী) তিনি কখনও কখনও তা'ওয়ীল করতেন আবার কখনও তাফওয়ীদ্ব করতেন। কখনও কখনও সালাফদের মত অর্থ সাব্যস্ত করতেন। তিনি ইবন ফুওরাক ও খাত্তাবী দ্বারা প্রভাবিত ছিলেন।

৬- আবুল মা'আলী আল-জুওয়াইনী (৪৭৮ হিজরী) তিনি তাঁর প্রাথমিক গ্রন্থ যেমন ইরশাদ ও কাওয়াতি'উল আদিল্যাহ গ্রন্থে তা'ওয়ীল করেছেন। কিন্তু আর-রিসালাতুন নিযামিয়্যাহ গ্রন্থে

---

৯২৯. আত-তাওহীদ পৃ. ৭৪।

৯৩০. রিসালাতুন ইলা আহলিস সাগার ২৩১।

৯৩১. আল-ইবানাহ ৬০, ৬১, ১২২, ১২৪।

৯৩২. আ'লামুল হাদীস (৩/১৯৩০)।

৯৩৩. আ'লামুল হাদীস (৩/১৯১১)।

৯৩৪. শি'আরুদ্দীন।

৯৩৫. যেমন, ইবত্বালুত তা'ওয়িলাত (১/৭১)।

'তাফওয়ীদ্ব' করেছেন।[৯৩৬] তিনি মনে করেছিলেন এটাই বুঝি সালাফদের মানহাজ।

৭- আবু হামেদ মুহাম্মাদ ইবন মুহাম্মাদ আল-গাযালী (৫০৫ হিজরী)। তিনিও তাঁর উস্তাদ জুওয়াইনীর মতই কাজ করেছেন। কখনো তথাকথিত তাফওয়ীদ্ব আবার কখনো তা'ওয়ীল। তিনি তার উস্তাদের মতোই তাফওয়ীদ্বকে সালাফের মানহাজ মনে করতেন।[৯৩৭] তাছাড়া তিনি এ গ্রন্থে সালাফে সালেহীনের নামে বেশ কিছু কথা বাড়িয়ে বলেছেন যা তারা কখনো বলেননি। তারপর সে বলে, জনগণের জন্য নিয়ম হবে তাফওয়ীদ্ব আর তাদের মতো আলেমদের জন্য হবে তা'ওয়ীল। নাউযুবিল্লাহ।

৮- মুহাম্মাদ ইবন আবদুল করীম আশ-শাহরাস্তানী (৫৪৮ হিজরী)। তিনি আসহাবুল হাদীস ও সালাফের উপর তাফওয়ীদ্ব নামক ভূত চাপিয়ে দেন।[৯৩৮]

৯- আবুল ওয়াফা আলী ইবনু 'আকীল (৫১৩ হিজরী)। তিনি আল্লাহ তা'আলার নাম ও গুণের ব্যাপারে তাফওয়ীদ্ব ও ইসবাতের মাঝে বিচরণ করতেন।

১০- আবুল ফারাজ ইবনুল জাওযী (৫৯৬ হিজরী)। তিনিও তার উস্তাদ ইবন আকীলের ন্যায় আল্লাহ তা'আলার নাম ও গুণের ব্যাপারে তাফওয়ীদ্ব ও ইসবাতের মাঝে অস্থির ছিলেন।

১১- ফখরুদ্দীন আর-রাযী (৬০৬ হিজরী) তা'ওয়ীল ও তা'ত্বীলের পাশাপাশি মাঝে মধ্যে তিনি তাফওয়ীদ্ব করতেন এবং সেটাকে সালাফের মাযহাব সাব্যস্ত করতে চেষ্টা করতেন।

১২- কুরতুবী আল-মুফাসসির (৬৭১ হিজরী) তিনি আল্লাহ তা'আলার নাম ও গুণের ব্যাপারে তাফওয়ীদ্ব, তা'ওয়ীল ও ইসবাতের মাঝে বিচরণ করতেন।

১৩- আবু হাইয়্যান আল-মুফাসসির (৭৪৫ হিজরী)। তিনি আল্লাহ তা'আলার নাম ও গুণের ব্যাপারে তাফওয়ীদ্ব ও তা'ওয়ীলের মাঝে বিচরণ করতেন। আর তাফওয়ীদ্বকেই সালাফের মত মনে করতেন।

১১- ইবন খালদূন (৮০৮ হিজরী)। তিনি আসহাবুল হাদীস ও সালাফের ওপর তাফওয়ীদ্ব নামক ভূত চাপিয়ে দেন।

১২- মার'ঈ ইবন ইউসুফ আল কারামী আল-হাম্বলী (১০৩৩ হিজরী)। তিনি আল্লাহ তা'আলার নাম ও গুণের ব্যাপারে তাফওয়ীদ্ব ও ইসবাতের মাঝে বিচরণ করতেন।

১৩- মুহাম্মাদ ইবন আহমাদ আস-সাফারীনী (১১৮৮ হিজরী)। তিনি তো তা'ওয়ীল, তাফওয়ীদ্ব ও ইসবাত তিনটিকেই হক মনে করতেন।

১৪- মাহমূদ আল-আলূসী (১২৭০ হিজরী)। তিনি আল্লাহ তা'আলার নাম ও গুণের ব্যাপারে তাফওয়ীদ্ব ও ইসবাতের মাঝে বিচরণ করতেন।

১৫- শাইখ রশীদ রেদ্বা (১৩৫৪ হিজরী)। তিনি আল্লাহ তা'আলার নাম ও গুণের ব্যাপারে তাফওয়ীদ্ব করতেন আর এটাকেই সালাফের মাযহাব বলে চালিয়ে দিতেন।

পরবর্তীকালে যারা এ তাফওয়ীদ্বকে সালাফের মানহাজ হিসেবে প্রচার করেছে তাদের মধ্যে

---

৯৩৬. দারউ তা'আরুদ্ব (৩/৩৮১)।

৯৩৭. ইলজামুল 'আওয়াম, ৫১-৫২।

৯৩৮. মিলাল ওয়ান নিহাল (১/১০৩-১০৫)।

উল্লেখযোগ্য হচ্ছেন,

১৬-ইমাম আবু যাহরা মুহাম্মাদ ইবন আহমাদ রাহিমাহুল্লাহ (১৩৯৪ হিজরী)।

১৭-হাসান আল-বান্না রাহিমাহুল্লাহ (১৩৬৮ হিজরী)।

এদের ব্যাপারে আমাদের ভূমিকা সুস্পষ্ট। আর তা হচ্ছে এরা যা শুদ্ধ বলেছে তা গ্রহণ করা আর যা অশুদ্ধ বলেছে তা পরিত্যাগ করা। আমরা আলেমগণের খেদমতকে স্বীকৃতি দিই, তাদের উত্তম খিদমত গ্রহণ করি, কিন্তু ভুলের ওপর অবস্থান করাকে জায়েয মনে করি না।

তৃতীয় গোষ্ঠী: যারা বলেন, আল্লাহর সিফাতের প্রকাশ্য অর্থ অগ্রহণযোগ্য, এগুলোর অর্থ আমরা নির্ধারণ করব না, তারা সেটার নাম দিয়েছে তা'ওয়ীল। তাদের কেউ কেউ এটাকে জ্ঞানীদের কাজ মনে করে, আর 'তাফওয়ীদ্ব' করাকে সালাফদের মানহাজ মনে করে, তাই তারা বলে, সালাফদের কাজ ছিল এ সিফাতগুলোর অর্থ না করে নিরাপদ থাকা। নাউযুবিল্লাহ। আমরা আগেই বলেছি যে, তারা দু'টি ভুল করেছে, এক. সালাফের নীতির ব্যাপারে মিথ্যাচার। দুই. নিজেদেরকে তা'ওয়ীল নামক দূরবর্তী অর্থ নিতে সক্ষম বিধায় বেশি জ্ঞানীগোষ্ঠী মনে করা।

এ তৃতীয় গোষ্ঠী, যারা আল্লাহ তা'আলার সিফাতের তা'ওয়ীল করে, তারা যেসব মূলনীতির ওপর তাদের মতবাদকে দাঁড় করায়; সে মূলনীতি হচ্ছে তিনটি,

এক. বিবেকের যুক্তিকে কুরআন ও হাদীসের ভাষ্যের ওপর প্রাধান্য দেয়া।

দুই. কুরআন ও হাদীসের ভাষ্যকে রূপক বলা।

তিন. এটা বলা যে, শরী'আতের ভাষ্যসমূহ শব্দগত প্রমাণ, যা দিয়ে দৃঢ় বিশ্বাস সাব্যস্ত হয় না।

এ তিনটি মূলনীতির যেকোনো একটি গ্রহণ করে তারা কুরআন ও সুন্নাহ'য় আসা আল্লাহ তা'আলার গুণসমূহের অপব্যাখ্যা দাঁড় করায়। তাদের মধ্যে কেউ সবগুলো ব্যবহার করে, আবার কেউ একটি বা দু'টি ব্যবহার করে। তবে যে জায়গায় সবাই একমত থাকে তা হচ্ছে কোনোভাবেই প্রকাশ্য যে অর্থ বুঝা যায় তা গ্রহণ করা হবে না।

এ গোষ্ঠীর উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশের দিকে তাকালে আমরা দেখি যে, তাদের উৎপত্তিও জাহমিয়্যাহ ও মু'তাযিলাদের থেকে শুরু হয়েছে। তবে পরবর্তীতে কালামশাস্ত্রবিদদের বড় বড় চিন্তাবিদরা সেটাকে লুফে নিয়েছে। এদের ধারাবাহিকতা নিম্নোক্তভাবে বর্ণনা করা যেতে পারে:

- আবদুল্লাহ ইবন সা'ঈদ ইবন কুল্যাব (২৪১ হিজরী) (যদিও তিনি আল্লাহ সর্বোচ্চ সত্তা হওয়া ও তাঁর 'আরশের উপর উঠাকে স্বীকার করতেন)।
- আবু মানসূর আল-মাতুরিদী (৩৩৩ হিজরী)
- হাকীম আস-সামারকান্দী (৩৪২ হিজরী)
- আবু সাহাল আস-সা'লূকী (৩৬৯ হিজরী)
- আবু আবদুল্লাহ ইবন মুজাহিদ আত-ত্বায়ী (৩৭০ হিজরী) (যদিও তিনি আল্লাহ সর্বোচ্চ সত্তা হওয়া ও তাঁর 'আরশের উপর উঠাকে স্বীকার করতেন)।
- ইবন খাফীফ আশ-শীরাযী (৩৭১ হিজরী)
- আবুল লাইস আস-সামারকান্দী (৩৭৩ হিজরী)

- আবুল হুসাইন আল-মালাত্বী (৩৭৭ হিজরী)
- আবুল হাসান আল-জুরজানী (৩৯২ হিজরী)
- আহমাদ ইবন ফারেস (৩৯৫)
- আবু বকর আল-বাকেল্লানী (৪০৩ হিজরী) (যদিও তিনি আল্লাহ সর্বোচ্চ সত্তা হওয়া ও তাঁর আরশের উপর উঠাকে স্বীকার করতেন)।
- আবু বকর মুহাম্মাদ ইবনুল হাসান ইবন ফুওরাক (৪০৬ হিজরী)
- আবু ইসহাক্ব আল-ইসফারায়ীনী (৪১৮ হিজরী)
- আবু ইসহাক্ব আস-সা'লাবী (৪২৭ হিজরী)
- আবু নু'আইম আল-আসফাহানী (৪৩০ হিজরী)
- আবু যর আল-হারাওয়ী (৪৩৫ হিজরী)
- মাক্কী ইবন আবী তালেব (৪৩৭ হিজরী)
- আবু মুহাম্মাদ আল-জুওয়াইনী (৪৩৮ হিজরী)
- ইবন বাত্তাল (৪৪৯ হিজরী)
- আবুল হাসান আল-মাওয়ারদী (৪৫০ হিজরী)
- আবুল কাসেম আল-ইসফারায়ীনী (৪৫২ হিজরী)
- আবু বকর আল-বাইহাক্বী (৪৫৮ হিজরী)
- ইবন সীদাহ (৪৫৮ হিজরী)
- আবুল কাসেম আল-কুশাইরী (৪৬৫ হিজরী)
- আলপ আরসালান (৪৬৫ হিজরী)
- আল-ওয়াহেদী আন-নাইসাপূরী (৪৬৮ হিজরী)
- আবদুল কাহের আল-জুরজানী (৪৭১ হিজরী)
- আবুল ওয়ালীদ আল-বাজী (৪৭৪ হিজরী)
- আবু ইসহাক্ব আশ-শীরাযী (৪৭৬ হিজরী)
- আবুল মা'আলী আল-জুওয়াইনী (৪৭৮ হিজরী)
- আবু সা'দ আল-মুতাওয়াল্লী আন-নাইসাপূরী (৪৭৮ হিজরী)
- নিযামুল মুলক (৪৮৫ হিজরী)
- আবুল ইয়ুসর আল-বাযদাওয়ী (৪৯৩ হিজরী)
- ইউসুফ ইবন তাশফীন (৫০০ হিজরী)
- আবুল মাহাসেন আর-রুইয়ানী (৫০২ হিজরী)
- আবু হামেদ আল-গাযালী (৫০৫ হিজরী)
- আবু বকর কাফফাল আশ-শাশী (৫০৭ হিজরী)
- আবুল মু'ঈন আন-নাসাফী (৫০৮ হিজরী)

- আবুল খাত্তাব আল-কালওয়াযানী (৫১০ হিজরী)
- আবুল কাসেম আল-আনসারী (৫১১ হিজরী)
- আবু বকর আত-ত্বারতূশী (৫২০ হিজরী)
- ইবন রুশদ আল-জাদ্দ (৫২০ হিজরী)
- ইবন তূমরুত (৫২৪ হিজরী)
- ইমাম আল-মাযেরী (৫৩৬ হিজরী)
- নাজমুদ্দীন উমর আন-নাসাফী (৫৩৭ হিজরী)
- আবু বকর ইবনুল আরাবী (৫৪৩ হিজরী)
- আল-কাযী ইয়াদ্ব (৫৪৪ হিজরী)
- ইবন আতিয়্যাহ আল-আন্দালুসী (৫৪৬ হিজরী)
- আবুল ফাতহ আশ-শাহরাস্তানী (৫৪৮ হিজরী)
- নূরুদ্দীন আয-যিঙ্কী (৫৬৯ হিজরী)
- ইবন আসাকির (৫৭১ হিজরী)
- কুতুবউদ্দীন আন-নাইসাপূরী (৫৭৮ হিজরী)
- আহমাদ আর-রিফাঈ (৫৭৮ হিজরী)
- নূরুদ্দীন আস-সাবূনী (৫৮০ হিজরী)
- আবুল কাসেম আস-সুহাইলী (৫৮১ হিজরী)
- আলাউদ্দীন আল-কাসানী (৫৮৭ হিজরী)
- সালাহুদ্দীন আল-আইয়্যূবী (৫৮৯ হিজরী)
- বুরহানুদ্দীন আল-মুরগিনানী (৫৯৩ হিজরী)
- ইবনুল জাওযী (৫৯৭ হিজরী)
- ইবন শাকের আল-কাতবী (৫৯৭ হিজরী)
- ফখরুদ্দীন আর-রাযী (৬০৬ হিজরী)
- আবু বকর ইবন আইয়্যূব (৬১৫ হিজরী)
- আবুল কাসেম আর-রাফে'য়ী (৬২৩ হিজরী)
- ইয়াকূত আল-হামাওয়ী (৬২৬ হিজরী)
- ইবনুল কাত্তান আল-ফাসী (৬২৮ হিজরী)
- ইবনুল আসীর (৬৩০ হিজরী)
- আল-মালেকুল কামেল (৬৩৫ হিজরী)
- ইবনুস সালাহ (৬৪৩ হিজরী)
- ইবনুল হাজেব (৬৪৬ হিজরী)

- শামসুদ্দীন আল-খাসরুশাহী (৬৫২ হিজরী)
- সিবত্ব ইবনুল জাওযী (৬৫৪ হিজরী)
- আহমাদ ইবন 'উমার ইবন ইবরাহীম আল-কুরত্বুবী (৬৫৬ হিজরী)
- সাইফুদ্দীন কুত্বুয (৬৫৮ হিজরী)
- আল-ইয্য ইবন আব্দুস সালাম (৬৬০ হিজরী)
- ইয্যুদ্দীন আর-রাস'আনী (৬৬১ হিজরী)
- ইবন মালিক আল-আন্দালুসী (৬৭২ হিজরী)
- আবু যাকারিয়া ইয়াহইয়া আন-নাওয়াওয়ী (৬৭৬ হিজরী)
- শামসুদ্দীন ইবন খাল্লিকান (৬৮১ হিজরী)
- ইবনুল মুনীর (৬৮৩ হিজরী)
- ইবন মাওদূদ আল-মাওসেলী (৬৮৩ হিজরী)
- শিহাবুদ্দীন আল-ক্বারাফী (৬৮৪ হিজরী)
- নাসেরুদ্দীন আল-বায়দ্বাভী (৬৮৫ হিজরী)
- বুরহানুদ্দীন আন-নাসাফী (৬৮৭ হিজরী)
- মুহিব্বুদ্দীন আত্ব-ত্বাবারী (৬৯৪ হিজরী)
- ইবন আবী জামরাহ (৬৯৯ হিজরী)
- ইবন দাকীক আল-ঈদ (৭০২ হিজরী)
- হাফেযউদ্দীন আন-নাসাফী (৭১০ হিজরী)
- ইবনুর রিফ'আহ (৭১০ হিজরী)
- ইবন মানযূর (৭১১ হিজরী)
- সফীউদ্দীন আল-হিন্দী (৭১৫ হিজরী)
- আলী ইবন মাখলূফ (৭১৮ হিজরী)
- ইবন আজররূম (৭২৩ হিজরী)
- ইবনুল 'আত্তার (৭২৪ হিজরী)
- আলাউদ্দীন আল-খাযেন (৭২৫ হিজরী)
- কামালুদ্দীন ইবনুয যামলেকানী (৭২৭ হিজরী)
- নিযামুদ্দীন আন-নাইসাপূরী (৭২৮ হিজরী)
- বদরুদ্দীন ইবন জামা'আহ (৭৩৩ হিজরী)
- শিহাবুদ্দীন ইবন জাহবাল (৭৩৩ হিজরী)
- ইবনুল হাজ্জ আল-ফাসী (৭৩৭ হিজরী)
- জালালুদ্দীন আল-ক্বাযওয়ীনী (৭৩৯ হিজরী)

- ইবন জুযাই আল-গারনাত্বী (৭৪১ হিজরী)
- মুহাম্মাদ ইবন ক্বালাউন (৭৪১ হিজরী)
- আবু হাইয়্যান আল-আন্দালুসী (৭৫৪ হিজরী)
- তাকীউদ্দীন আস-সুবুকী (৭৫৬ হিজরী)
- 'আদ্বুদুদ্দীন আল-ঈজী (৭৫৬ হিজরী)
- সালাউদ্দীন আল-'আলায়ী (৭৬১ হিজরী)
- ইবন হিশাম আল-আনসারী (৭৬১ হিজরী)
- জামালউদ্দীন আয-যাইলা'ঈ (৭৬২ হিজরী)
- বাহাউদ্দীন আল-ইখমীমী (৭৬৪ হিজরী)
- সালাহুদ্দীন আস-সাফাদী (৭৬৪ হিজরী)
- আস-সামীন আল-হালাবী (৭৬৫ হিজরী)
- আল-ইয়াফে'ই (৭৬৮ হিজরী)
- ইবন 'আকীল (৭৬৯ হিজরী)
- তাজুদ্দীন আস-সুবুকী (৭৭১ হিজরী)
- জামালুদ্দীন আল-ইসনাওয়ী (৭৭২ হিজরী)
- ইবন বাতুতাহ (৭৭৯ হিজরী)
- শামসুদ্দীন আল-কিরমানী (৭৮৬ হিজরী)
- আকমালুদ্দীন আল-বাবরতী (৭৮৬ হিজরী)
- আবু ইসহাক্ব আস-শাত্বেবী (৭৯০ হিজরী)
- সা'দ উদ্দীন আত-তাফতাযানী (৭৯৩ হিজরী)
- বদরুদ্দীন আয-যারকাশী (৭৯৪ হিজরী)
- ইবন ফারহূন (৭৯৯ হিজরী)
- ইবন আরাফাহ (৮০৩ হিজরী)
- ইবনুল মুলাক্কিন (৮০৪ হিজরী)
- সিরাজুদ্দীন আল-বুলকীনী (৮০৫ হিজরী)
- যাইনুদ্দীন আল-ইরাকী (৮০৬ হিজরী)
- নূরুদ্দীন আল-হাইসামী (৮০৭ হিজরী)
- ইবন খালদূন (৮০৮ হিজরী)
- শরীফ আল-জুরজানী (৮১৬ হিজরী)
- মাজদুদ্দীন আল-ফাইরোযাবাদী (৮১৭ হিজরী)
- জালালুদ্দীন আল-বুলকীনী (৮২৪ হিজরী)

- ওলিউদ্দীন আল-ইরাকী (৮২৬ হিজরী)
- মুহাম্মাদ ইবন খলীফা আল-উব্বী (৮২৭ হিজরী)
- তাকীউদ্দীন আল-হিসনী (৮২৯ হিজরী)
- ইবনুল জাযারী (৮৩৩ হিজরী)
- ইবনুল মুক্বরী (৮৩৭ হিজরী)
- আলাউদ্দীন আল-বুখারী (৮৪১ হিজরী)
- ইবন রাসলান (৮৪৪ হিজরী)
- তাকীউদ্দীন আল-মাকরেযী (৮৪৫ হিজরী)
- ইবন কাযী শাহবাহ (৮৫১ হিজরী)
- ইবন হাজার আল-আসকালানী (৮৫২ হিজরী)
- বদরুদ্দীন আল-আইনী (৮৫৫ হিজরী)
- আল-কামাল ইবনুল হুমাম (৮৬১ হিজরী)
- জালালুদ্দীন আল-মাহাল্লী (৮৬৪ হিজরী)
- ইবন আমীর আল-হাজ্জ (৮৭৯ হিজরী)
- কাসেম ইবন কুতলু বুগা (৮৭৯ হিজরী)
- ইবন 'আদেল (৮৮০ হিজরী)
- বুরহানুদ্দীন আল-বিক্বা'য়ী (৮৮৫ হিজরী)
- মুহাম্মাদ আল-ফাতেহ (৮৮৬ হিজরী)
- শামসুদ্দীন আস-সাখাওয়ী (৯০২ হিজরী)
- আল-কামাল ইবন আবী শারীফ (৯০৬ হিজরী)
- জালালুদ্দীন আস-সুয়ূত্বী (৯১১ হিজরী)
- আবুল 'আব্বাস আলুনশারীসী (৯১৪ হিজরী)
- শিহাবউদ্দীন আল-কাসত্বাল্লানী (৯২৩ হিজরী)
- যাকারিয়া আল-আনসারী (৯২৬ হিজরী)
- ইবন কামাল পাশা (৯৪০ হিজরী)
- মুহাম্মাদ ইবন ইউসুফ আস-সালেহী (৯৪২ হিজরী)
- আবুস সু'উদ আফেন্দী (৯৫১ হিজরী)
- আল-হাত্ত্বাব (৯৫৪ হিজরী)
- ইবনু নুজাইম (৯৭০ হিজরী)
- ইবনুন নাজ্জার (৯৭২ হিজরী)
- আবদুল ওয়াহহাব আশ-শা'রানী (৯৭৩ হিজরী)

- ইবন হাজার আল-হাইতামী (৯৭৪ হিজরী)
- আল-খত্বীব আশ-শারবীনী (৯৭৭ হিজরী)
- শামসুদ্দীন আর-রামলী (১০০৪ হিজরী)
- মোল্লা আলী আল-ক্বারী (১০১৪ হিজরী
- আব্দুর রঊফ আল-মানাওয়ী (১০৩১ হিজরী)
- আহমাদ আল-মুক্বরী আত-তিলমিসানী (১০৪১ হিজরী)
- ইবরাহীম আল-লাক্বানী (১০৪১ হিজরী)
- আলী ইবন বুরহানউদ্দীন আল-হালাবী (১০৪৪ হিজরী)
- মানসূর ইবন ইউনুস আল-বাহূতী (১০৫১ হিজরী)
- ইবন 'আল্লান, (১০৫৭ হিজরী)
- নাজমুদ্দীন আল-গাযযী (১০৬১ হিজরী)
- শিহাবুদ্দীন আল-খোফফাজী (১০৬৯ হিজরী)
- আশ-শুরুনবুলালী (১০৬৯ হিজরী)
- মুহাম্মাদ মাইয়ারা (১০৭২ হিজরী)
- আল-বাইক্বুনী (১০৮০ হিজরী)
- খাইরুদ্দীন আর-রামলী (১০৮১ হিজরী)
- আবদুল বাকী আয-যারক্বানী (১০৯৯ হিজরী)
- কামালুদ্দীন আল-বায়াদ্বী (১০৯৮ হিজরী)
- আল-মুহিব্বী (১১১১ হিজরী)
- আওরঙ্গযিব আলমগীর (১১১৮ হিজরী)
- মুহাম্মাদ ইবন আবদুল বাকী আয-যারকানী (১১২২ হিজরী)
- ইসমাঈল হাক্বী বুরুসাওয়ী (১১২৭ হিজরী)
- আবদুল্লাহ ইবন 'আলাওয়ী আল-হাদ্দাদ (১১৩২ হিজরী)
- আল-মালাওয়ী (১১৮১ হিজরী)
- আলী আস-সা'য়িদী আল-আদাওয়ী (১১৮৯ হিজরী)
- আহমাদ আদ-দারদীর (১২০১ হিজরী)
- মুরতাদ্বা আয-যাবীদী (১২০৫ হিজরী)
- আল-বুজাইরামী (১২২১ হিজরী)
- আহমাদ ইবন আজীবাহ (১২২৪ হিজরী)
- মুহাম্মাদ ইবন আহমাদ ইবন আরাফাহ আদ-দাসূকী (১২৩০ হিজরী)
- মুহাম্মাদ আল-আমীর আল-কাবীর (১২৩২ হিজরী)

- আহমাদ ইবন মুহাম্মাদ আস-সাওয়ী (১২৪১ হিজরী)
- ইসমাঈল আত-তামীমী (১২৪৮ হিজরী)
- হাসান আল-'আত্তার (১২৫০ হিজরী)
- ইবন আবেদীন (১২৫২ হিজরী)
- মুহাম্মাদ ইবন আলী আস-সান্নূসী (১২৭৬ হিজরী)
- ইবরাহীম আল-বাজুরী (১২৭৭ হিজরী)
- আবদুল গনী আল-মায়দানী (১২৯৮ হিজরী)
- মুহাম্মাদ আল-উলাইশ (১২৯৯ হিজরী)
- আহমাদ যীনী দাহলান (১৩০৪ হিজরী)
- রহমত উল্লাহ আল-কীরানাওয়ী (১৩০৮ হিজরী)
- আনোয়ার শাহ আল-কাশমীরী (১৩৫২ হিজরী)
- ইউসুফ আদ-দাজাওয়ী (১৩৬৫ হিজরী)
- মুহাম্মাদ আবদুল আযীম আয-যারকানী (১৩৬৭ হিজরী।
- আহমাদ ইবন মুস্তাফা আল-মারাগী (১৩৭১ হিজরী)
- মুহাম্মাদ যাহেদ আল-কাউসারী (১৩৭১ হিজরী)
- মুহাম্মাদ আল-হাজাওয়ী আস-সা'আলাবী (১৩৭৬ হিজরী)
- বদী'উযযামান আন-নূরসী (১৩৭৯ হিজরী)
- আহমাদ ইবন আস-সিদ্দীক আল-গুমারী (১৩৮০ হিজরী)
- মাহমূদ শালতূত (১৩৮৩ হিজরী)
- মুহাম্মাদ ত্বাহের ইবন 'আশূর (১৩৯৩ হিজরী)
- মুহাম্মাদ আবু যাহরাহ (১৩৯৪ হিজবী)
- ইবরাহীম আল-কাত্তান (১৪০৪ হিজরী)
- হাসানাইন মুহাম্মাদ আল-মাখলূফ (১৪১০ হিজরী)
- মুহাম্মাদ মুতাওয়াল্লী আশ-শা'রাওয়ী (১৪১৮ হিজরী)
- মুস্তাফা সা'ঈদ আল-খিন্ন (১৪২৯ হিজরী)
- আবদুল্লাহ আল-হারারে (১৪২৯ হিজরী)
- নূহ আল-কুদ্বাত (১৪৩২ হিজরী)
- ওয়াহবী সুলাইমান আল-গাওজী (১৪৩৪ হিজরী)
- ওয়াহবাহ আয-যুহাইলী (১৪৩৬ হিজরী)
- মুহাম্মাদ আলী আস-সাবূনী (১৪৩৬ হিজরী)

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

তা'ওয়ীল ও তাফওয়ীদ নীতির খণ্ডন

আমরা আগেই জেনেছি যে, আশআরী ও মাতুরিদী আলেমগণ আল্লাহ তা'আলাকে তাঁর গুণশূন্য করতে দু'ধরনের ভুল ব্যাখ্যার আশ্রয় নিয়ে থাকে।

এক. তা'ওয়ীল বা ব্যাখ্যা নামের অপব্যাখ্যা:

এটা জানা কথা যে, অপব্যাখ্যা যদি কোনো জাতিতে প্রবেশ করে এবং সেটা গ্রহণযোগ্য হয়ে যায় তাহলে সে জাতির দীনে এমন কিছু প্রবেশ করে যার কারণে আর সে জাতিকে সহজে দীনের মূল ভাষ্যের দিকে ফিরিয়ে আনা যার না। আমরা যদি এর নমুনা দেখতে চাই তাহলে নাসারাদের দিকে তাকালেই বুঝবো, তারা তাদের দীনের বিধানগুলো অপব্যাখ্যা করতে করতে ত্রিত্ববাদে গিয়ে শেষ হয়েছে, 'ঈসাকে রব বানিয়েছে, তাদের পোপ-পুরোহিতকে ক্ষমা করে দেয়ার অধিকারী বানিয়েছে। আরও কত কি করেছে। আর যদি কাছের মানুষদের দেখতে চাই, তাহলে শিয়া, খারেজী, মু'তাযিলা, জাবরিয়া, কাদরিয়া ইত্যাদি ফের্কার নজীর তো আমাদের চোখের সামনেই রয়েছে। তারা সবাই সালাফদের নীতি না মানার জন্য কুরআন ও হাদীসের নতুন নতুন ব্যাখ্যা দাঁড় করিয়েছে, ফলে পরিণতিতে উপদলে পরিণত হয়েছে। দীন থেকে দূরে সরে গিয়েছে।

আশা'য়েরা ও মাতুরিদী ফের্কার নেতারা যখন দেখল যে, তা'ওয়ীল বা অপব্যাখ্যা করার জন্য বিশেষ বিশেষ পদ্ধতি তথা গ্রিকপ্রভাবিত দর্শন (ফালসাফা) ও অ্যারিস্টটলীয় যুক্তিবিদ্যা বা মানতিকের জ্ঞান থাকা জরুরী, আর তার কোনোটিই সকলের কাছে স্বতঃস্ফূর্তভাবে মানা হচ্ছে না, একেক আলেম একেক রকম করে অপব্যাখ্যা দাঁড় করাচ্ছে তখন তারা সাধারণ মানুষের ব্যাপারে ভয় পেয়ে গেল। বস্তুত সাধারণ মানুষ এত শত ব্যাখ্যা বুঝে না, তারা তো কুরআন ও হাদীসের সাধারণ অর্থই বুঝতে পারে, আর তা তাদের অন্তরে সমস্যা তৈরি করে না। তখন তারা সম্পূর্ণ মিথ্যা বলে দিল, এসব সিফাতের আয়াত ও হাদীস মুতাশাবিহ বা অস্পষ্ট। এগুলোর অর্থ নামের অপব্যাখ্যা কেবল আমরা আলেমরাই করব, তোমরা সাধারণ মানুষ এগুলো বুঝবে না। সেজন্য তারা অনেক সময় সাধারণ মানুষদেরকে আল্লাহর বাণী ও রাসূলের হাদীস বুঝার প্রচেষ্টা থেকে নিরুৎসাহিত করে। অথচ এ হচ্ছে চরম মিথ্যাচার; কারণ,

১- এ আয়াতগুলোকে সালাফে সালেহীন কখনও মুতাশাবিহ বা অস্পষ্ট আয়াত বলেননি, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলতেন, সাহাবায়ে কেরাম বুঝতেন। সাহাবায়ে কেরাম বলতেন, তাবে'ঈগণ বুঝতেন। সালাফদের কেউই এসব আয়াত ও হাদীসকে বুঝা যায় না এমন কথা কোনোদিন বলেননি।

২- সালাফগণ এগুলো দিয়ে দলীল-প্রমাণ গ্রহণ করতেন। সাহাবায়ে কেরাম নির্দ্বিধায় আল্লাহ তা'আলাকে তাঁর 'আরশের উপর বলতেন, 'আরশের উপর উঠা সাব্যস্ত করতেন, তারা এটাকে কখনও দুর্বোধ্য কিংবা ধাঁধাঁ মনে করতেন না।

৩- আল্লাহ তা'আলা তাঁর বাণীর মাধ্যমে তাঁর পরিচয় দিয়েছেন, যারা আল্লাহ তা'আলার বাণী ও

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীসের মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলাকে জেনেছে তারা সত্যিই তাঁকে চিনেছে, অপরদিকে যারা এ মাধ্যম থেকে আল্লাহকে চেনার চেষ্টা না করে ভীনদেশীয় দর্শন দিয়ে আল্লাহর পরিচয় লাভের চেষ্টা করেছে তারা পথভ্রষ্টতায় লিপ্ত হয়েছে।

৪- সালাফ তথা সাহাবী ও তাদের সুন্দর অনুসারী তাবে'য়ী ও তাবে' তাবে'য়ীগণ সর্বদা এগুলোর অর্থ বুঝতেন, অর্থ করতেন এবং তাদের গ্রন্থসমূহে সেটা নির্দ্বিধায় আলোচনা করে গেছেন। উদাহরণস্বরূপ হাদীসের বিখ্যাত গ্রন্থকারগণের বই দেখলেই আমাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে যাবে। সুতরাং এগুলোর অপব্যাখ্যা করতে হবে এমন কথা মুসলিমদের নয়।

৫- কখনও কখনও তারা মিথ্যা ও ভিত্তিহীন বর্ণনা সালাফদের থেকে বর্ণনা করে, সালাফদের সূর্যের মতো স্পষ্ট বর্ণনার সামনে চামচিকার মতো জিনিস নিয়ে দাঁড়ায়, যা নিজেই নিজেকে দাঁড় করাতে পারে না, তা তাদেরকে কীভাব দাঁড় করাবে? "ওয়ামান লাম ইয়াজ'আলিল্লাহু লাহু নূরান ফামা লাহূ মিন নূর"। যেমন, জুওয়াইনী বলেন, অসম্ভব নয় 'ইস্তেওয়া আলাল আরশ' এর ইস্তেওয়া শব্দটির অর্থ হবে আল্লাহ 'আরশে কোনো কাজ করার ইচ্ছা করলেন। তারপর বলেন এটি হচ্ছে সুফিয়ান আস-সাওরীর ব্যাখ্যা।[৯৩৯] নাউযুবিল্লাহ, এটা শুধুমাত্র দাবি, সুফইয়ান আস-সাওরী কখনও এমন কথা বলেননি।

দুই. তাফওয়ীদ বা অর্থ না বুঝে 'আল্লাহ জানে' বলে দেয়ার নীতি:

আশায়েরা ও মাতুরিদীগণ দ্বিতীয় নীতি আবিষ্কার করেছেন সাধারণ মানুষের জন্য, আর তা হচ্ছে, এগুলোর অর্থ আমরা বুঝি না, বুঝার প্রয়োজনও নেই। আল্লাহই কেবল এগুলোর অর্থ জানেন। এ মতটিকে তারা সালাফে সালেহীনের মত হিসেবে চালিয়ে দেয়ার অপচেষ্টা করে। তারা এভাবে মুসলিম জাতিকে দু'টি মারাত্মক সমস্যায় নিপতিত করে,

১- তারা আল্লাহর এসব আয়াত ও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের এসব বাণী থেকে হিদায়াত গ্রহণ করতে পারে না, অথচ এ আয়াত ও হাদীসের সংখ্যা অগণিত। কারণ কুরআনে কারীমের বহু আয়াতেই আল্লাহ তা'আলার গুণ বর্ণিত হয়েছে। আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনেক হাদীসে আল্লাহ তা'আলার জন্য বেশ কিছু গুণ সাব্যস্ত করা হয়েছে। এভাবে এগুলোকে হিদায়াতশূন্য করা তাদেরই কাজ যারা আল্লাহ তা'আলার বাণী ও তাঁর রাসূলের ভাষ্য থেকে হিদায়াত নিতে চায় না।

২- বস্তুত এ গুণগুলোর অর্থ না করা, না বুঝা, অজ্ঞতায় থাকা, মূর্খতা প্রকাশ করাকে সাহাবায়ে কিরাম, তাবে'ঈনে 'ইযাম, ইমামগণের দিকে সম্পর্কযুক্ত করা মারাত্মক অপবাদ ছাড়া আর কিছুই নয়।

তাদের এ পদ্ধতিকে প্রতিষ্ঠা করার জন্য কয়েকটি বক্তব্য পেশ করে থাকে,

এক. এগুলোর প্রকাশ্য অর্থ নেয়া যাবে না।

দুই. এগুলোর ভাষাগত প্রকাশ্য অর্থ স্বীকার করা যাবে না।

তিন. তাদের মধ্যে কেউ কেউ বলেন, সালাফে সালেহীন এগুলোর অর্থ করতেন না, বরং সালাফগণ হয় সেগুলোর ব্যাপারে পুরোপুরি নীরব ছিলেন, না হয় সৃষ্টির সাথে সাদৃশ্য থেকে

৯৩৯. জুওয়াইনী, আল-ইরশাদ: ৫৯।

মুক্ত করে ব্যাখ্যা দাঁড় করিয়েছেন। ইমাম বাইহাক্বী এ মতটির বড় প্রবক্তা।[৯৪০] ইমামুল হারামাইন আল-জুওয়াইনীও এ পদ্ধতিকে সালাফদের পদ্ধতি বলতেন।[৯৪১]

এ ভিত্তির উপরই পরবর্তী আশা'য়েরা ও মাতুরিদীয়া মতবাদের লোকগণ এ নীতিকে সালাফে সালেহীনের মত সাব্যস্ত করার জন্য মরিয়া হয়ে আছে। এমনকি ইমাম আব্দুল করীম আশ-শাহরাস্তানী বলেন, 'আহমাদ ইবন হাম্বল, দাঊদ ইবন আলী আল-আসফাহানী এবং সালাফদের এক বিরাট গোষ্ঠী পূর্ববর্তী আসহাবুল হাদীসের মানহাজ অনুযায়ী চলেছেন, যেমন মালেক ইবন আনাস, মুক্বাতিল ইবন সুলাইমান। তারা নিরাপত্তার পথ বেছে নিয়েছেন; তারা বলে থাকেন, আমরা কুরআন ও সুন্নায় যা এসেছে সেগুলোর ওপর ঈমান আনয়ন করি, কোনো প্রকার তা'ওয়ীল করবো না, তবে অকাট্যভাবে জানি যে, মহান আল্লাহ সৃষ্টির কারো মতো নয়, ধারণাতে যা ধরা দেয় তা সবই তাঁর সৃষ্টি ও নির্ধারণ।[৯৪২]

মোটকথা: আশ'আরী ও মাতুরিদী মতবাদের পরবর্তী অনেক আলেম এটাকেই সালাফ ও ইমামগণের বক্তব্য মনে করে তা প্রচার-প্রসার করছে; যাতে তারা আল্লাহর গুণ সংক্রান্ত এসব ভাষ্যকে অর্থহীন করা সম্পন্ন করেছে।

'আল্লাহ তা'আলার আরশের উপর উঠা' এ গুণটির ক্ষেত্রেও আশায়েরা ও মাতুরিদী সম্প্রদায়ের লোকেরা একই নীতি অবলম্বন করে বলে, "আমাদের পূর্ববর্তীগণ এগুণটির তাফসীর করতেন না, এ গুণটি নিয়ে কথা বলতেন না; যেমনটি এরূপ অন্যান্য গুণের ব্যাপারে তাদের নীতি ছিল।[৯৪৩]

ইবন জামা'আহ 'ইস্তেওয়া' শব্দের বিভিন্ন অর্থ উল্লেখ করার পর বলেন, 'সালাফগণ ও ব্যাখ্যাকারগণ একমত যে, এগুলো থেকে যা মহান আল্লাহর মর্যাদার সাথে উপযোগী নয় তা উদ্দেশ্য হবে না, যেমন বসা, সোজা হওয়া। তারপর তারা এর সম্ভাবনাময় অন্যান্য অর্থ নিয়ে মতভেদ করেছেন; যেমন, ইচ্ছা করা, অধিকার করা ইত্যাদি। কিন্তু সালাফগণ এ ব্যাপারে নীরবতা অবলম্বন করেছেন আর তা'ওয়ীলকারীগণ এগুলোকে অধিকার করা, অধিনস্থ করার অর্থে ব্যাখ্যা করেছেন; কারণ রবকে দেহের বিভিন্ন চিহ্ন যেমন জায়গা ও স্থান থেকে মুক্ত করতে হবে।[৯৪৪]

অনুরূপ বাইজূরী 'ইস্তেওয়া' এর ব্যাপারে সালাফদের অবস্থান তুলে ধরে বলেন, 'যখন কুরআন ও সুন্নাহয় এমন কোনো কিছু আসবে যাতে দিক, দেহ, সূরত অথবা অঙ্গ বুঝাবে তখনই মুজাসসিমা ও মুশাব্বিহা ব্যতীত আহলে হক ও অন্যান্যরা একমত হয়েছেন যে, সেটাকে তা'ওয়ীল করে নিতে হবে।' তারপর তিনি কিছু উদাহরণ পেশ করে বলেন, তন্মধ্যে রয়েছে, আল্লাহর বাণী 'রহমান তার 'আরশের উপর ইস্তেওয়া করেছেন'। সালাফগণ বলতেন, 'ইস্তেওয়া' কী তা আমরা জানি না। খালাফগণ বলেন, এর দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে, দখল করা বা মালিক হওয়া।[৯৪৫]

---

৯৪০. আল-ই'তিক্বাদ পৃ. ১২০।

৯৪১. আল-আকীদাতুন নিযামিয়্যাহ ২৩

৯৪২. শাহরাস্তানী, আল-মিলাল ওয়ান নিহাল ১/১০৩।

৯৪৩. আল-আসমা ওয়াস সিফাত ৫১৪।

৯৪৪. ঈদ্বাহুদ দলীল ফী কাত'য়ি হুজাজি আহলিত তা'ত্বীল, ১৩১।

৯৪৫. জাওহারাতুত তাওহীদ পৃ. ১৫৭।

প্রাচীন ও আধুনিক আশ'আরী-মাতুরিদী সম্প্রদায়ের লোকেরা আল্লাহ তা'আলার 'ইস্তেওয়া' গুণটির অর্থ না করার জন্য 'তাফওয়ীদ্ব' ও তা'ওয়ীল নীতি গ্রহণ করে সেটাকে সালাফদের দিকে সম্পর্কযুক্ত করার জন্য যাবতীয় প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখে চলেছেন। [তারা ইমাম মালেকের বক্তব্যকে অপব্যাখ্যার নীতি অবলম্বন করেছে। ইমাম মালেকের ছাত্রগণ ও বড় বড় ইমামগণ যুগ যুগ ধরে যা বুঝেছেন তারা তার বিপরীত অপব্যাখ্যা নিয়ে হাজির হয়েছে।] এ ব্যাপারে তাদের ভাষ্য অনেক। অনেকে এসব ভাষ্য সত্য মনে করেই মেনে নিচ্ছে, বস্তুত তা ইমামগণের বক্তব্যের অপব্যাখ্যা যা আমরা অচিরেই জানব ইনশাআল্লাহ।

আশ'আরী-মাতুরিদী আলিমগণের নিকট সালাফগণের বক্তব্য:

"আল্লাহর 'আরশের উপর ইস্তেওয়া' ('আরশের উপর উঠা) এ গুণটি নিয়ে আশ'আরী-মাতুরিদী আলেমগণের সমস্যা হলো, তারা বিশ্বাস করে, এ গুণ ও অনুরূপ কর্মবাচক গুণাবলি দ্বারা বাতিল অর্থ সাব্যস্ত করা আবশ্যক হয়ে পড়ে, যা আল্লাহ তা'আলার দিকে সম্পৃক্ত করা বৈধ হবে না; কারণ এর দ্বারা শরীর/দেহ সাব্যস্ত হয়ে যায়, এর দ্বারা সৃষ্টির সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ হয়ে যায়, তাই তারা এগুলোর প্রকাশ্য হিসেবে যা বুঝেছে তা নেয়া হারাম ঘোষণা করে, আর সেগুলোর অর্থ আল্লাহর দিকে সোপর্দ করে দেয়, এগুলোর অর্থ খোঁজ করা থেকে বিরত থাকা ওয়াজিব মনে করে থাকে, এগুলো নিয়ে আলোচনা করা থেকে বিরত থাকা বরং নীরব থাকার নীতি আবশ্যক করে নেয়। আর যারাই এগুলো নিয়ে আলোচনা করে অথবা যারা এগুলোর প্রকাশ্য অর্থ যা পাঠক মাত্রই স্বাভাবিকভাবে বুঝতে পারে সে উদ্দেশ্য নির্ধারণ করে তাদেরকে সঠিক পথবিচ্যুত গণ্য করে, তাদেরকেই মুশাব্বিহা, মুজাসসিমা, দেহবাদী, ইত্যাদি খারাপ গুণে গুণান্বিত করে।

"ইস্তেওয়া 'আলাল 'আরশ" ('আরশের উপর উঠা) এ গুণটি সম্পর্কে সালাফে সালেহীনের প্রকৃত অবস্থান:

আশ'আরী-মাতুরিদী আলেমদের বক্তব্য তুলে ধরার আগে "ইস্তেওয়া 'আলাল 'আরশ" সম্পর্কে সালাফগণের প্রকৃত মত তুলে ধরা দরকার। বস্তুত সালাফে সালেহীন বিশেষ করে আমাদের পূর্ববর্তী সালাফগণ আল্লাহ তা'আলার এ গুণটি নিয়ে অনেক বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন; কারণ তখন জাহমিয়া সম্প্রদায়ের উৎপত্তি হয়েছিল, তারা এ গুণটিতে তাহরীফ তথা বক্রপথ ও তা'ত্বীল বা এটাকে অর্থশূন্য করার পিছনে ছুটেছিল। তখন সালাফে সালেহীন এ গুণটি সাব্যস্ত করা নিয়ে প্রচুর আলোচনা ও লেখালেখি করেন, এমনকি অনেকে এর ওপর আলাদা গ্রন্থও লিখেছেন **[যেমন, যাহাবী, আল-উলু, আল-আরশ, আল-আরবা'ঈন, ইবনুল কাইয়েম, ইজতিমা'উল জুয়ুশিল ইসলামিয়্যাহ, ইবন আব্দুল হাদী, আলকালামু আলা মাসআলাতিল ইস্তেওয়া আলাল 'আরশ]**। সেসব বক্তব্য, আলোচনা, লেখালেখি ও আলাদা গ্রন্থগুলোর পর্যালোচনা আমাদেরকে এ গুণ এবং অনুরূপ গুণের ব্যাপারে সালাফে সালেহীনের সঠিক অবস্থান জানতে সাহায্য করবে।

এসব বিষয়ে সালাফে সালেহীনের বক্তব্য এত বেশি যে, সেগুলোকে যদি পর্যালোচনা করি তাহলে আমাদের কাছে দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট হয়ে যাবে যে, আশা'য়েরা ও মাতুরিদিয়ারা অনেকে যেভাবে এ গুণ ও এ জাতীয় গুণগুলোকে তাফওয়ীদ্ব এর নাম দিয়ে অর্থশূন্য করেছে, অর্থ নিয়ে আলোচনা নিষিদ্ধ করেছে, অর্থ নিয়ে নীরব থাকা জরুরী মনে করেছে, সালাফদের বক্তব্য সম্পূর্ণরূপে তার বিপরীত। বরং সালাফদের বক্তব্য থেকে বুঝা যাচ্ছে যে, তাঁরা এসব গুণের প্রকাশ্য অর্থ সাব্যস্ত করতেন, মেনে নিতেন, সে অর্থ সাব্যস্ত করার জন্য সংগ্রাম করতেন।

সালাফে সালেহীন এ সিফাতগুলোর অর্থ সাব্যস্ত করতেন তার প্রমাণ:

আলোচনার সুবিধার্থে আমরা সেটাকে চারভাগে বিভক্ত করতে পারি:

এক. সালাফে সালেহীন 'ইস্তেওয়া' শব্দের অর্থ করেছেন এবং তারা সেটাকে আভিধানিক বাস্তব অর্থে ব্যাবহার করেছেন:

অনেক সালাফ থেকে আমরা পাই যে, তাঁরা 'ইস্তেওয়া' শব্দটিকে তার ভাষাগত অভিধান অনুযায়ী তাফসীর করেছেন, অভিধানের সূত্র ধরে তা দ্বারা কী কী বুঝায় তা মানার ব্যাপারে তাদের ঘোষণা, তা অপরের কাছে পৌঁছানো আর তার অর্থের দাবি গ্রহণ করে নেয়ার আবশ্যকতা তুলে ধরেছেন।

সালাফে সালেহীন থেকে 'ইস্তেওয়া' গুণটির যে অর্থ এসেছে, তা কয়েকটি শব্দে তারা ব্যক্ত করেছেন, তারা কখনো বলেছেন, ('উলু) বা সর্বোচ্চে উঠা, কখনো বলেছেন, (ইরতেফা') বা উপরে উঠা, কখনো বলেছেন, (সা'আদা) বা আরোহন করা, আবার কখনো বলেছেন, (ইস্তাকাররা) বা উপরে থাকা। নিম্নে আমরা তার কয়েকটি বর্ণনা করব:

ইমাম বাইহাক্বী ও অন্যান্যগণ ভাষাবিদ ফাররা থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন, ইবন আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহুমা বলেছেন, "সুম্মাস্তাওয়া" এর অর্থ উপরে উঠলেন।[৯৪৬]

অপর বর্ণনায় ইবন 'আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহুমা থেকে এসেছে, তিনি বলেছেন এর অর্থ সমুন্নত হলেন।[৯৪৭]

ইমাম বুখারী তা'লীক পদ্ধতিতে প্রখ্যাত তাবে'য়ী আবুল আলীয়া থেকে বর্ণনা করেন যে, 'ইস্তাওয়া ইলাস সামায়ি' এর অর্থ, (সা'আদা) উপরে উঠলেন।

আর তিনি প্রখ্যাত তাবে'য়ী মুজাহিদ ইবন জাবার থেকে বর্ণনা করলেন, 'ইস্তেওয়া' এর অর্থ, ('আলা) আরশের উপরে উঠলেন।[৯৪৮]

ইমাম ইবন জারীর আত-তাবারী রাহিমাহুল্লাহ প্রখ্যাত তাবে'য়ী রবী' ইবন আনাস থেকে বর্ণনা করেন, "সুম্মাস্তাওয়া ইলাস সামায়ি" এর অর্থ সম্পর্কে রবী' থেকে বর্ণিত হচ্ছে, ইরাতাফা'আ ইলাস সামায়ি' বা উপরের দিকে উঠলেন।[৯৪৯]

আর এ জন্য অনেক সালাফ আল্লাহর বাণী هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ [البقرة: ٢٩] এটাকে আল্লাহ তা'আলার সত্তাগত উপরে থাকার বিষয়ের দলীল হিসেবে পেশ করেছেন।

ইমাম লালেকাঈ প্রখ্যাত আল-ইমাম, আস-সাবত, আল-হাফেয, ইমাম ইসহাক্ব ইবন রাহওয়াই এর উস্তাদ, হাদীসের ছয় কিতাবের হাদীস বর্ণনাকারী, বিশর ইবন 'উমার থেকে বর্ণনা করেন, 'আমি একাধিক মুফাসসিরকে বলতে শুনেছি, الرَّحْمَٰنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَىٰ [طه: ٥] এর অর্থ হচ্ছে,

৯৪৬. আসমা ওয়াস সিফাত।

৯৪৭. ইবনুল কাইয়্যেম, ইজতিমা'উল জুয়ূশ ২৫১।

৯৪৮. সহীহ বুখারী, ৯/৫১।

৯৪৯. তাফসীরুত তাবারী ১/৪২৯।

(ইরাতাফা'আ) বা উপরে উঠলেন।[৯৫০]

অনুরূপ ইমাম লালেকাঈ ও অন্য অনেকেই বিখ্যাত আরবী ভাষাবিদ 'নিফতাওয়াইহ' এর মাধ্যমে ভাষাবিদ ইবনুল আ'রাবী থেকে বর্ণনা করেন, এক লোক তার কাছে এসে বললো, আল্লাহর বাণী [الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى [طه: ٥ এর অর্থ কী? তিনি তখন বললেন, তিনি তাঁর 'আরশের উপর যেমনটি মহান আল্লাহ জানিয়েছেন। তখন লোকটি বললো, হে আবু আব্দুল্লাহ, এটা তো এর অর্থ নয়, এর অর্থ তো 'ইস্তাওলা' বা অধিকার করা, তখন ইবনুল আ'রাবী বলেন, চুপ কর, তুমি এটার কী বুঝ? কোনো কিছুর ওপর তখনই অধিকার করার কথা আসবে যখন তার বিপক্ষ থাকে, তারপর যখন কেউ সেটাতে জয়লাভ করে তখন বলে 'ইস্তাওলা' বা অধিকার করল।[৯৫১]

এর মাধ্যমে ইবনুল আ'রাবী 'ইস্তেওয়া' শব্দটির ব্যাপারে প্রশ্ন করা যায় স্বীকার করলেন, সাথে সাথে তিনি সেটার উত্তরও দিলেন। যদি তার মত হতো 'তাফওয়ীদ্ব' বা অর্থ না করে ছেড়ে যাওয়া, তাহলে প্রশ্নের শুরুতেই অস্বীকার করতেন। তাছাড়া তিনি প্রশ্নকারীর ওপর ভুল অর্থ প্রদানকেই অস্বীকার করেছেন, প্রশ্ন করা ও অর্থ জানাকে অস্বীকার করেননি।

ইমাম ফকীহ, মুফাসসির আবুল ফাতহ সুলাইম ইবন আইয়্যুব ইবন সুলাইম আর-রাযী, আবু হামেদ আল-ইসফারায়ীনীর ছাত্র, খতীব আল-বাগদাদীর উস্তাদ, তিনি বলেন, [الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى [طه: ٥ এর অর্থ সম্পর্কে আবু উবায়দা বলেন, ('আলা) 'উপরে উঠল'। অন্যরা বলেন, (ইস্তাকাররা) অবস্থান করলেন।[৯৫২]

আর ইমাম বাগাওয়ী বলেন, "সুম্মাস্তাওয়া আলাল আরশ" এর অর্থ কালবী ও মুকাতিল করেছেন, (ইস্তাকাররা) অবস্থান করলেন। আর আবু উবায়দা মা'মার ইবনুল মুসান্না বললেন, ('আলা) উপরে উঠলেন।[৯৫৩]

তাফসীরকার ও ভাষাবিদগণ কর্তৃক এসব অর্থ বর্ণনা প্রমাণ করে যে, তারা 'ইস্তেওয়া' এর অর্থ খোঁজতেন, খোঁজ করাকে নিষিদ্ধ মনে করতেন না, চুপ বা নীরবও থাকতেন না।

অনুরূপভাবে ইমাম লালেকাঈ আবুল আব্বাস সা'লাব নামক প্রখ্যাত ভাষাবিদ থেকে বর্ণনা করেন তিনি বলেছেন, "ইস্তাওয়া আলাল আরশ" এর অর্থ 'আরশের উপর উঠলেন, তারপর বলেন, এটাই আরবী ভাষা থেকে বুঝা যায়।[৯৫৪]

আর আখফাশ বলেন, [الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى [طه: ٥ এর অর্থ, ('আলা) বা উপরে উঠলেন, যেমন বলা হয়, বাহনের উপর ইস্তেওয়া করলাম, ঘরের ছাদে ইস্তাওয়া করলাম, অর্থাৎ উপরে উঠলাম।[৯৫৫]

ইমাম কাসসাব তার তাফসীরে বলেন, আল্লাহর বাণী ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ এটা জাহমিয়াদের বিরুদ্ধে প্রমাণ; কারণ এখানে 'ইস্তাওয়া' এর অর্থ (ইস্তেকরার) বা অবস্থান করা। সুতরাং ثُمَّ

৯৫০. শারহু উসূল ই'তিক্বাদি আহলিস সুন্নাতি ওয়াল জামা'আহ ৩/৩৯৭।

৯৫১. শারহু উসূল ই'তিক্বাদি আহলিস সুন্নাতি ওয়াল জামা'আহ ৩/৪৪২।

৯৫২. যাহাবী, আল-উলু, নং ৫২৮।

৯৫৩. মা'আলিমুত তানযীল ৩/২৩৫।

৯৫৪. শারহু উসূল ই'তিক্বাদি আহলিস সুন্নাতি ওয়াল জামা'আহ ২/৩৯৯।

৯৫৫. আযহারী, তাহযীবুল লুগাহ ১৩/১২৫।

اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ এর অর্থ তারপর তিনি 'আরশের উপর অবস্থান করলেন।[৯৫৬]

অনুরূপভাবে ইবন তাইমিয়্যাহ ইমাম ইবনুল মুবারকসহ অনেকের থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তারা 'ইস্তাওয়া' শব্দটির ব্যাখ্যা করেছেন 'ইস্তাকাররা' দিয়ে। তাদের সংখ্যা অনেক। তারা সবাই বলেছেন, ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ এর অর্থ 'আরশের উপর অবস্থান করলেন।[৯৫৭]

ইমাম মুযানী রাহিমাহুল্লাহ আল্লাহর গুণ বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন, «السميع البصير العليم الخبير الرفيع عالٍ على عرشه وهو دانٍ بعلمه» "সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা, সর্বজ্ঞ, সর্বখবর রাখনে ওয়ালা, সর্বোচ্চ, তাঁর 'আরশের উপর আরোহনকারী, তিনি জ্ঞানে সবার নিকটে।"[৯৫৮]

ইমাম ইবন কুতাইবাহ রাহিমাহুল্লাহ জাহমিয়াদের বক্তব্যের প্রতিবাদ করতে গিয়ে বলেন,

«وكيف يسوغ لأحد أن يقول إنه بكل مكان على الحلول مع قوله: الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى أي: استقر، كما قال: فَإِذَا اسْتَوَيْتَ أَنتَ وَمَن مَّعَكَ عَلَى الْفُلْكِ [المؤمنون: ٢٨] أي: استقررت»

অর্থাৎ কীভাবে কারও জন্য এটা বলা সম্ভব যে, তিনি সব জায়গায় সর্বস্থানে প্রবেশ করে আছেন, অথচ আল্লাহর বাণী রয়েছে, الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى যার অর্থ, (রহমান 'আরশের উপর) অবস্থান করা। যেমন অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, فَإِذَا اسْتَوَيْتَ أَنتَ وَمَن مَّعَكَ عَلَى الْفُلْكِ [المؤمنون: ٢٨] (অতঃপর যখন আপনি এবং আপনার সাথে যারা আছেন তারা জাহাজের উপর) অবস্থান করবেন"।[৯৫৯]

অনুরূপভাবে ইমাম ইবন জারীর আত-ত্বাবারী রাহিমাহুল্লাহ তার তাফসীরে কুরআনে কারীমের যত জায়গায় 'ইস্তেওয়া আলাল 'আরশ' এসেছে, সব জায়গায় অর্থ হিসেবে বাছাই করে নিয়েছেন, 'উলু ও ইরতিফা' (উপরে উঠা ও উর্ধ্বে উঠা) শব্দদ্বয়কে।[৯৬০]

ইমাম ইবন আব্দুল বার 'ইস্তেওয়া' এর তাফসীরে বলেন, ইস্তেওয়ার অর্থ ইস্তেকরার ফিল উলু বা উপরে অবস্থান। এটি দিয়েই আমাদেরকে আল্লাহ তা'আলা সম্বোধন করেছেন এবং বলেছেন,

لِتَسْتَوُوا عَلَى ظُهُورِهِ ثُمَّ تَذْكُرُوا نِعْمَةَ رَبِّكُمْ إِذَا اسْتَوَيْتُمْ عَلَيْهِ [الزخرف: ١٣]

"যাতে তোমরা এর পিঠে স্থির হয়ে বসতে পার, তারপর তোমাদের রবের অনুগ্রহ স্মরণ করবে যখন তোমরা এর উপর স্থির হয়ে বসবে।" [সূরা আয-যুখরূপ, আয়াত: ১৩][৯৬১]

তারপর তিনি ভাষাবিদ ইমাম ও অন্যান্যদের থেকে বহু ভাষ্য বর্ণনা করেছেন। বস্তুত ইমাম ইবন আব্দুল বার উপরোক্ত কথা দিয়ে আমাদেরকে একটি গুরুত্বপূর্ণ মৌলিক নীতিমালার দিকনির্দেশ করছেন, যার ওপর সালাফে সালেহীনের মানহাজ প্রতিষ্ঠিত, তা হচ্ছে, **"নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে সম্বোধন করেছেন, এমন শব্দে যা আরবী ভাষায় আমরা বুঝতে সক্ষম"**; সুতরাং

৯৫৬. নুকাতুল কুরআন, পৃ. ৪২৬।

৯৫৭. ইবন তাইমিয়্যাহ, মাজমূ'উল ফাতাওয়া ৫/৫১৯।

৯৫৮. ইবনুল কাইয়্যেম, ইজতিমাউল জুয়ূশ, ১৬৬।

৯৫৯. তা'ওয়ীল মুখতালাফুল হাদীস পৃ. ২৭১।

৯৬০. দেখুন, যেমন ১৬/৩২৫।

৯৬১. আত-তামহীদ ৭/১৩১।

তাঁর কথা বুঝার জন্য আরবী ভাষার চাহিদা অনুযায়ীই আমাদের চলা জরুরী।

অনুরূপভাবে ইমাম কুরতুবী তার তাফসীরে এ বিষয়ে তাকীদ দিয়েছেন যে, সালাফে সালেহীন ইমামগণ বিশ্বাস করতেন যে, 'ইস্তেওয়া' বাস্তব একটি গুণ। তাই তিনি বলেন, "আর সালাফে সালেহীনের কেউ কোনোদিন আল্লাহ তা'আলার 'আরশের উপর 'ইস্তেওয়া' বা উঠার বিষয়টি অস্বীকার করেননি। তবে 'আরশকে একান্তভাবে আল্লাহ তা'আলা উল্লেখ করার কারণ এটি তাঁর সর্ববৃহৎ সৃষ্টি। তবে তারা 'ইস্তেওয়া' বা আরশের উপরে উঠার ধরন জানেনি। কারণ এর প্রকৃত রূপ জানা যায় না।[৯৬২]

ইমাম আবু বকর ইবন মাওহাব আল-মালেকী, যিনি ইমাম ইবন আবী যায়েদ আল-ক্বাইরোয়ানী' এর রিসালার ব্যাখ্যা করেছেন, তিনি সালাফে সালেহীন ইমামগণের আকীদাহ'র সংক্ষিপ্ত রূপ বর্ণনায় বলেন, "তাঁরা তাঁর আরশের উপরে উঠার গুণটি স্বীকার করে নিয়েছে আরও স্বীকার করেছে যে, এটা বাস্তব অর্থেই কোনো রূপক অর্থে নয়।[৯৬৩]

এ হচ্ছে সামান্য কিছু তাফসীর যা সালাফে সালেহীন আলেমগণ থেকে আল্লাহ তা'আলার 'আরশের উপর উঠা' এ গুণের ব্যাপারে এসেছে। আরও এমন বহু বর্ণনা আছে যা আমি এখানে উল্লেখ করিনি। এসব থেকে একটি বিষয় স্পষ্ট যে, 'আল্লাহ তা'আলার আরশের উপর উঠা' যা 'ইস্তেওয়া' গুণ নামে খ্যাত তার অর্থ করার বিষয়টি সালাফে সালেহীনের নিকট কোনো গোপন ব্যাপার ছিল না, বরং তা ছিল তখনকার সময় সর্বজন বিদিত বিষয়।

বস্তুত এ ব্যাপারে আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের আলেমগণের উপর্যুক্ত যে তাফসীর বর্ণনা করেছেন তাই প্রমাণ করে যে, তারাও এটাই বিশ্বাস করেন এবং এ তাফসীরের ওপর সন্তুষ্ট। কারণ যদি 'ইস্তেওয়া' এর এ তাফসীর তাদের কাছে অগ্রহণযোগ্য হতো তবে আমাদের সালাফে সালেহীন ইমামগণ এর বিরুদ্ধে কথা বলতেন, যেমনটি তারা 'ইস্তেওয়া' শব্দের জাহমিয়াদের তাফসীর 'ইস্তাওলা' (অধিকার করা/দখল করা/মালিক হওয়া) এর প্রতিবাদ করেছেন। সুতরাং সালাফে সালেহীন ইমামগণ এটার তাফসীর (উপরে উঠা) অস্বীকার না করে বর্ণনা করা, বরং তা বর্ণনায় অগ্রণী হওয়া, এটা সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণ করছে যে, সিফাত এর ভাষ্যসমূহের অর্থ বর্ণনা করা তাদের নিকট গ্রহণযোগ্য বিষয় ছিল বরং এটা তাদের মানহাজের মৌলিক বিষয় ছিল।

তারপরও একটি জিনিসের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করা দরকার যে, আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আর ইমামগণ কোনো কোনো ব্যাখ্যার বিরোধিতা করেছেন। কিন্তু তারা শুদ্ধটি কী তা বলতে দ্বিধা করেননি। তারা তাফওয়ীদ্ব করতেন না, যেমনটি আশ'আরী-মাতুরিদী আলেমগণ করে থাকে, বরং সালাফগণ এর বিপরীতটিই করতেন।

সালাফে সালেহীনের থেকে আসা 'ইস্তেওয়া 'আলাল 'আরশ' ব্যাখ্যায় 'ইস্তেওয়া' এর অর্থ বর্ণনায় যা যা বর্ণিত হয়েছে, তা যে আশ'আরী-মাতুরিদী সম্প্রদায়ের তাফওয়ীদ্ব নীতির বিরোধী তার আরেকটি প্রমাণ হচ্ছে, তাদের বড় ব্যক্তিত্ব ইমাম রাযী সালাফে সালেহীনের থেকে আসা এসব তাফসীরকে তাশবীহ ও তাজসীম নাম দিয়েছেন। তিনি আল্লাহ তা'আলার জন্য 'ইস্তেওয়া' এর অর্থ অবস্থান করা, উপরে থাকা ইত্যাদি করাকে অসম্ভব বলেছেন। রাযী বলেন, "আল্লাহর বাণী

৯৬২. আহকামুল কুরআন ৭/২১৯।

৯৬৩. ইবনুল কাইয়্যেম, ইজতিমা'উল জুয়ূশ ১৮৯।

ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ এর 'ইস্তেওয়া' এর অর্থ উপরে অবস্থান করা যাবে না।[৯৬৪]

অপর জায়গায় তিনি বলেন, আয়াতে 'ইস্তাওয়া' এসেছে, (সুতরাং সালাফ থেকে যারা উপরে অবস্থান করেছেন বলে অর্থ করেছেন তা বলা যাবে না, কারণ আয়াতে 'মুস্তাওয়িন' আসেনি, তাই সেটার শব্দ পরিবর্তন করে বলা যাবে না।[৯৬৫]

এর দ্বারা বুঝা গেল যে, সালাফ যা যা বলেছেন সেটা আশা'য়েরা-মাতুরিদিয়াদের নেতারা জানতো, কিন্তু মেনে নিতে পারেনি। তারা এটাও জেনেছে যে, সালাফগণ এটার অর্থ বর্ণনা করেছেন। সুতরাং প্রমাণিত হলো যে, অর্থ না করা, অর্থের ব্যাপারে চিন্তা না করা, যা তাফওয়ীদ্ব নামে খ্যাত তা সালাফের মানহাজ ছিল না।

আশ'আরী মতবাদের আরেক নেতা ইবন জামা'আহ বলেন, আল্লাহ তা'আলার বাণী 'ইস্তেওয়া' এর অর্থ দখল করা ও অধীনস্থ করা এটিই করতে হবে, 'উপরে উঠা' ও 'উপরে অবস্থান করা' করা যাবে না; কারণ এটা করলে তো আল্লাহ তা'আলাকে স্থান ও সময়ের সাথে সম্পৃক্ত করা হয়, আর তাতে করে স্থান ও সময়কেও প্রাচীন বলতে হয়।[৯৬৬]

আশ'আরী মতবাদের অন্যান্য আলেম যেমন আমেদী, ইবন জাহবল, ইবনুত তিলমিসানী, সুবুকী (পিতা), হিসনী, কাওসারী এরা প্রত্যেকেই আল্লাহর সিফাত হিসেবে 'ইস্তাওয়া' উল্লেখ করার পর সেটার অর্থ করাকে অস্বীকার করেছেন। কারণ হিসেবে বলেছেন, এটা করলে তাজসীম হয়, আর তাজসীম বা দেহ সাব্যস্ত করা হারাম। এভাবে তারা সালাফের কাছ থেকে আসা অর্থকে অস্বীকার করে নিজেদের মন মত অর্থ সাব্যস্ত করে নিয়েছে। [বস্তুত সালাফ এগুলোকে কখনো দেহ বলেননি, তারাই নিজেরা প্রথমে দেহ সাব্যস্ত করে পরে তা অস্বীকার করেছে, সালাফ তো বলেছেন, আল্লাহ তা'আলা তাঁর 'আরশের উপর উঠেছেন, এ উঠার বিষয়টি তেমন হবে যেভাবে হওয়া তাঁর জন্য উপযুক্ত]

দুই: সালাফে সালেহীন থেকে এমন সব বর্ণনা এসেছে যা প্রমাণ করে যে, তারা বাস্তব অর্থেই আল্লাহ তা'আলা কর্তৃক তাঁর 'আরশের উপর উঠা সাব্যস্ত করতেন:

সালাফে সালেহীন থেকে এমনসব ভাষ্য এসেছে যা দ্বারা সুস্পষ্টভাবে এটা প্রমাণিত হয় যে তারা 'ইস্তেওয়া' বা 'উপরে উঠা' এ অর্থটি বাস্তব অর্থেই আল্লাহর জন্য সাব্যস্ত করতেন। তারা কখনো তাফওয়ীদ্ব নামে অর্থহীন করে দিতেন না। এর অর্থ বর্ণনায় প্রবেশ করতে কেউ বিরত থাকতেন না। এ জন্যই আমরা দেখি তাঁরা কখনো সরাসরি সর্বোপরে, সর্বোচ্চে আছে বলতেন। আরশের উপরে উঠার বিষয়টি তাকীদ দেয়ার জন্য 'বি-যাতিহী', (সত্তাগতভাবে) কিংবা 'বি-নাফসিহী' (স্বয়ং) শব্দদ্বয় ব্যবহার করতেন। কখনো কখনো 'বায়িনুন মিন খালকিহী' (তাঁর সৃষ্টিকুল থেকে পৃথক) এ বাক্য ব্যবহার করতেন। এসব তাকীদপূর্ণ শব্দ ও বাক্যের ব্যবহার এটা প্রমাণ করে যে, সালাফে সালেহীন বাস্তব অর্থেই আল্লাহ তা'আলাকে তাঁর 'আরশের উপরে উঠা বিশ্বাস করতেন।

সালাফে সালেহীনের বিশ জনের বেশি আলেম থেকে এ রকম তাকীদপূর্ণ শব্দ ব্যবহার বর্ণিত

---

৯৬৪. আত-তাফসীরুল কাবীর ৫/২৬৯।

৯৬৫. আসাসুত তাক্বদীস ২৩৩।

৯৬৬. ঈদ্বাহুদ দলীল পৃ.১৩২।

হয়েছে। যেমন,

১- হিশাম ইবন উবাইদুল্লাহ আর-রাযী আল-হানাফী, যিনি ইমাম মুহাম্মাদ ইবনুল হাসান এর ছাত্র ছিলেন, তাঁর থেকে বর্ণিত, জাহমিয়্যাহ হওয়ার কারণে এক ব্যক্তিকে বন্দি করা হয়। সে তাওবা করলে তাকে পরীক্ষা করার জন্য হিশামের দরবারে আনা হয়। হিশাম তাকে বললেন, তুমি কি সাক্ষ্য দিচ্ছো যে, নিশ্চয় আল্লাহ তাঁর 'আরশের উপরে, তার সৃষ্টির বিপরীতে?

সে বলল, তার সৃষ্টির বিপরীতে কী? তা আমি জানি না। তিনি বললেন, আবার তাকে বন্দি করো। সে এখনও তাওবা করেনি।[৯৬৭]

২- ইয়াহইয়া ইবন মু'আয আর-রাযী বলেন,

«إن الله على العرش بائن من الخلق، وقد أحاط بكل شيء علماً»

"নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা 'আরশের উপর, সৃষ্টিকুল থেকে আলাদা, আর তিনি সবকিছু জ্ঞানে পরিবেষ্টন করে আছেন"।[৯৬৮]

৩- সালেহ ইবনুদ দ্বুরাইস বলেন,

جعل عبد الله بن أبي جعفر الرازي يضرب قرابة له بالنعل على رأسه، يرمى برأي جهم ويقول: «لا، حتى تقول الرَّحْمَٰنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى بائن من خلقه

'আব্দুল্লাহ ইবন আবূ জা'ফর আর-রাযী, জাহমিয়্যাহ হওয়ার অভিযোগে অভিযুক্ত- তার এক আত্মীয়ের মাথায় জুতা দিয়ে মারছিলেন আর বলছিলেন, ততক্ষণ ছাড়ব না যতক্ষণ না বলো: রহমান 'আরশের উপরে উঠেছেন, তিনি তাঁর সৃষ্টি থেকে আলাদা।[৯৬৯]

৪- ইমাম বুখারীর শিক্ষক আলী ইবন হাসান ইবন শাকীক থেকে প্রমাণিত, তিনি বলেন,

قلتُ لعبدِ الله بنِ المبارك: كيفَ نعرفُ ربَّنا عزَّ وجلَّ؟ قَالَ: «بِأَنَّهُ فَوْقَ السَّمَاءِ السَّابِعَةِ عَلَى الْعَرْشِ، بَائِنٌ مِنْ خَلْقِهِ».

আমি 'আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারককে বললাম- আমাদের মহান রবকে আমরা কীভাবে চিনবো? তিনি বললেন: সপ্তম আসমানের ঊর্ধ্বে তাঁর 'আরশের উপরে, তাঁর সৃষ্টিকুল থেকে পৃথক।"[৯৭০]

৫- উসমান ইবন আবী শাইবাহ বলেন,

---

৯৬৭. ইবন তাইমিয়্যাহ, হামাওয়িয়্যাহ, পৃ. ৮৮; দার'উ তা'আরুদ্বিল আকলি ওয়ান নাকল, ৬/২৬৫; নাকদ্বু তা'সীসিল জাহমিয়্যাহ, ২/৫২৬; যাহাবী, আল-'উলু, ১২৩; ইবনুল কাইয়্যেম, ইজতিমা'উল জুয়ূশ, পৃ. ১৪০-১৪১; ইবন আব্দুল হাদী, আল-কালাম আলা মাসআলাতিল ইস্তেওয়া আলাল আরশ পৃ. ৬৩।

৯৬৮. যাহাবী, দেখুন, মুখতাসারুল 'উলু ১৩৯।

৯৬৯. ইবন তাইমিয়্যাহ, দারউ তাআরুযিল আকল ওয়ান নাকল, ৬/২৬৫; যাহাবী, আল-'উলু, ১১৯; ইবনুল কাইয়্যেম, ইজতিমা'উল জুয়ূশ, পৃ. ২২১; ইবন আব্দুল হাদী, আল-কালাম আলা মাসআলাতিল ইস্তেওয়া আলাল আরশ পৃ.৬২-৬৩।

৯৭০. আদ-দারেমী, আর-রাদ্দু আলাল জাহমিয়্যাহ পৃ. ৬৭; সহীহ সনদে।

تواترت الأخبار أن الله خلق العرش فاستوى عليه بذاته، ...فهو فوق السموات وفوق العرش بذاته، متخلصا من خلقه بائنا منهم.

আল্লাহ 'আরশ সৃষ্টি করেছেন তারপর সত্তাগতভাবে তিনি তার উপরে উঠেছেন, এ মর্মে প্রচুর হাদীস আছে। সুতরাং তিনি আসমানসমূহের উপরে, তিনি সত্তাগতভাবে তাঁর 'আরশের উপরে, তাঁর সৃষ্টি থেকে আলাদা, তাদের থেকে আলাদা।[৯৭১]

৬- ইমাম আহমাদ থেকে ইউসুফ ইবন মূসা আল-কাত্তান বর্ণনা করেন,

وقيل لأبي عبد الله: الله فوق السماء السابعة على عرشه، بائن من خلقه، وعلمه وقدرته بكل مكان؟ قال: «نعم هو على عرشه ولا يخلو شيء من علمه»

আহমাদ ইবন হাম্বলকে বলা হলো, আল্লাহ সাত আসমানের ঊর্ধ্বে তাঁর 'আরশের উপরে, তাঁর সৃষ্টি থেকে আলাদা, তাঁর জ্ঞান ও ক্ষমতা সর্বত্র? তিনি বললেন, হ্যাঁ। তিনি তাঁর 'আরশের উপর, কোনো কিছু তাঁর জ্ঞানের অগোচরে নয়।

এটি খাল্লাল ইউসুফ থেকে বর্ণনা করেছেন।[৯৭২]

৭- ইমাম উসমান ইবন সা'ঈদ আদ-দারেমী বলেন,

«وَالْأَحَادِيثُ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَنْ أَصْحَابِهِ، وَالتَّابِعِينَ، وَمَنْ بَعْدَهُمْ فِي هَذَا أَكْثَرُ مِنْ أَنْ نُحْصِيَهَا كِتَابُنَا هَذَا، غَيْرَ أَنَّا قَدِ اخْتَصَرْنَا مِنْ ذَلِكَ مَا يَسْتَدِلُّ بِهِ أُولُو الْأَلْبَابِ أَنَّ الْأُمَّةَ كُلَّهَا وَالْأُمَمَ السَّالِفَةَ قَبْلَهَا لَمْ يَكُونُوا يَشُكُّونَ فِي مَعْرِفَةِ اللهِ تَعَالَى أَنَّهُ فَوْقَ السَّمَاءِ، بَائِنٌ مِنْ خَلْقِهِ»

"রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীস, সাহাবী, তাবে'য়ীগণ এবং তাদের পরের লোকদের এ বিষয়ের ভাষ্য এত বেশি যে তা আমাদের এ কিতাবে জায়গা হবে না। তবে আমরা কেবল সেটা তাতে সংক্ষেপ করেছি যা দিয়ে বিবেকবানরা দলীল নিতে পারে যে, পুরো উম্মত এমনকি পূর্ববর্তী উম্মতগণও আল্লাহকে চেনার ব্যাপারে কখনও সন্দেহ প্রকাশ করতেন না যে, তিনি আসমানের উপরে, তাঁর সৃষ্টি থেকে আলাদা।"[৯৭৩]

৮- ইমাম ইবন খুযাইমাহ বলেন,

من لم يقر أن الله على عرشه، استوى فوق سبع سمواته، بائن من خلقه، فهو كافر يستتاب فإن تاب وإلا ضربت عنقه وألقي على مزبلة لئلا يتأذى برائحته أهل القبلة وأهل الذمة

---

৯৭১. ইবন আবী শাইবাহ, কিতাবুল আরশ ২/২৭৮-২৯০; তাহকীক ড. মুহাম্মাদ ইবন খলীফা আত-তামীমী; ইবন আব্দুল হাদী, আল-কালাম আলা মাসআলাতিল ইস্তেওয়া 'আলাল আরশ পৃ.৬৭।

৯৭২. ইবন বাত্তাহ, আল-ইবানাহ, ৩/১৫৯/হা ১১৫; লালেকাঈ, শারহু উসূলি ই'তিকাদি আহলিস সুন্নাহ, ৩/৪০১-৪০২, নং ৬৭৪; ইবনু কুদামাহ, ইসবাতু সিফাতিল 'উলূ, ১১৬, নং ৯৬; যাহাবী, আল-'উলূ, ১২৯; ইবনুল কাইয়্যেম, ইজতিমা'উল জুয়ূশ, ২০০; ইবন আব্দুল হাদী, আল-কালাম আলা মাসআলাতিল ইস্তেওয়া আলাল আরশ পৃ. ৬৪।

৯৭৩. আর-রাদ্দু আলাল জাহমিয়া পৃ. ৬৩, নং ৯৮।

"যে স্বীকার করে না, আল্লাহ তাঁর 'আরশের উপরে, তাঁর সাত আসমানের উপরে উঠেছেন, তাঁর সৃষ্টি থেকে আলাদা" সে কাফির। তাকে তাওবা করতে বলা হবে। তাওবা করলে (ভালো) অন্যথায় তার গর্দান উড়িয়ে দিয়ে নর্দমায় নিক্ষেপ করতে হবে; যেন তার গন্ধে মুসলিমরা ও যিম্মীরা কষ্ট না পায়।[৯৭৪]

৯- ইমাম আবুল কাসেম আত-ত্বাবারানী বলেন,

باب ما جاء في استواء الله تعالى على عرشه، وأنه بائن من خلقه

আল্লাহ তাঁর 'আরশের উপরে উঠেছেন এবং তার সৃষ্টি থেকে তিনি আলাদা সংক্রান্ত বিষয়ে যা বর্ণিত হয়েছে- তার আলোচনা।

তারপর তিনি এ বিষয়ে বিভিন্ন হাদীস বর্ণনা করেন।[৯৭৫]

১০- ইমাম আবী যায়েদ আল-ক্বাইরোয়ানী বলেন,

وأنه فوق عرشه المجيد بذاته، وأنه في كل مكان بعلمه

আল্লাহ সত্ত্বাগতভাবে তাঁর মহান 'আরশের উপরে আর তিনি সর্বত্র তাঁর ইলমের মাধ্যমে।[৯৭৬]

১১- হাফিয ইমাম আবূ নাসর আস-সিজযী স্বীয় গ্রন্থ আল-ইবানাহতে বলেন,

وأئمتنا الثوري، ومالك، وابن عيينة، وحماد بن سلمة، وحماد بن زيد، وابن المبارك، وفضيل بن عياض، وأحمد، وإسحاق، متفقون على أن الله فوق عرشه بذاته، وأن علمه بكل مكان

আমাদের ইমাম সাওরী, মালিক, ইবন 'উয়াইনাহ, হাম্মাদ ইবন সালামাহ, হাম্মাদ ইবন যাইদ, ইবনুল মুবারক, ফুদ্বাইল ইবন 'ইয়াদ্ব ও আহমাদ ইবন ইসহাক একমত যে, আল্লাহ সত্ত্বাগতভাবে তাঁর 'আরশের উপরে, আর তাঁর ইলম সর্বত্র।[৯৭৭]

১২- অনুরূপভাবে শাইখুল ইসলাম আবু ইসমা'ঈল আল-আনসারী বলেন,

في أخبار شتى إن الله في السماء السابعة، على العرش بنفسه

বিভিন্ন হাদীসে আছে, স্বয়ং আল্লাহ তা'আলা সপ্তম আসমানের ঊর্ধ্বে 'আরশের উপর রয়েছেন।

১৩- ইমাম আবুল হাসান আল-কারজী আকীদাতু আসহাবিল হাদীস গ্রন্থে বলেন,

عقائدهم أن الإله بذاته ... على عرشه مَعْ علمه بالغوائب

---

৯৭৪. হাকিম, মা'রিফাতু উলূমিল হাদীস, ৮৪; ইবন তাইমিয়্যাহ, ফাতওয়া হামাবিয়াহ, ৩৫; তিনি সহীহ বলেছেন; যাহাবী, আল-'উলূ, ১৫২; ইবন আব্দুল হাদী, আল-কালাম আলা মাসআলাতিল ইস্তেওয়া আলাল আরশ পৃ. ৭০।

৯৭৫. আস-সুন্নাহ: ২৪।

৯৭৬. কাইরাওয়ানী, আর-রিসালাহ, ৪; ইবন আব্দুল হাদী, আল-কালাম আলা মাসআলাতিল ইস্তেওয়া আলাল আরশ পৃ.৭৮।

৯৭৭. ইবনু তাইমিয়্যাহ, দারউ তাআরুযিল আকল ওয়ান নাকল, ৬/২৫০।

আসহাবুল হাদীসের আকীদাহ হচ্ছে, আল্লাহ সত্তাগতভাবে তাঁর 'আরশের উপর। সেখান থেকেই যাবতীয় গায়েবী বিষয় তাঁর ইলমের অন্তর্ভুক্ত।

১৪- শাইখুল ইসলাম, যার সুপথপ্রাপ্তির ব্যাপারে সবাই একমত এবং যিনি অসংখ্য কারামতের অধিকারী, শাইখ আব্দুল কাদের জীলানী। তিনি বলেন,

ولا يجوز وصفه بأنه في كل مكان، بل يقال إنه في السماء على العرش كما قال الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى، وينبغي إطلاق صفة الاستواء من غير تأويل، وأنه استواء الذات على العرش، وكونه سبحانه وتعالى على العرش مذكور في كل كتاب أنزل على كل نبي أرسل بلا كيف

তাঁর ক্ষেত্রে এই গুণের বর্ণনা দেয়া জায়িয নয় যে, তিনি সর্বত্র বিরাজমান। বরং বলতে হবে, তিনি আসমানের ঊর্ধ্বে 'আরশের উপরে। যেমন, তিনি বলেছেন-পরম করুণাময় 'আরশের উপর উঠেছেন। উচিৎ হচ্ছে উপরে উঠার গুণকে তা'ওয়ীল বা অপব্যাখ্যা ছাড়াই ব্যবহার করা। তাঁর সত্তা 'আরশের উপরে উঠা, আল্লাহ সুবহাল্লাহু ওয়া তা'আলার 'আরশের উপর থাকার বিষয়টি প্রত্যেক নবী ও রাসূলের কাছে অবতীর্ণ প্রত্যেক কিতাবে উল্লেখ করা হয়েছে, তবে ধরন অজানা।[৯৭৮]

১৫- ইসমাঈল ইবন ইয়াহইয়া আল-মুযানী তাঁর শারহুস সুন্নাহ গ্রন্থে বলেন,

الحمد لله أحق ما بُدِئ، وأولى من شكر، وعليه أثني، الواحد الصمد، ليس له صاحبة ولا ولد، جل عن المثل فلا شبيه له ولا عديل، السميع البصير العليم الخبير المنيع الرفيع، عالٍ على عرشه في مجده بذاته، وهو دان بعلمه من خلقه» -إلى أن قال-: «والقرآن كلام الله ومن الله، ليس بمخلوق فيبيد، وكلمات الله وقدرة الله، ونعته وصفاته كلها كاملات غير مخلوقات، دائمات أزليات ليست محدثات فتبيد، ولا كان ربنا ناقصاً فيزيد، جلت صفاته عن شبه المخلوقين، ... عالٍ على العرش، بائن من خلقه»

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য। যা দ্বারা শুরু করা হয়েছে তিনি তার হকদার। শুকরিয়া পাওয়ার অধিকারীদের মধ্যে সর্বাগ্রে। তাঁর গুণ বর্ণনা করছি। তিনি এক, অমুখাপেক্ষী। তাঁর কোনো স্ত্রী ও সন্তান নেই। তিনি দৃষ্টান্তের ঊর্ধ্বে। তাঁর সাদৃশ্য ও সমকক্ষ নেই। সর্বশ্রোতা, সবদ্রষ্টা, সর্বজ্ঞানী, সর্ববিষয়ে অবহিত, শক্তিশালী, সুউচ্চ, তাঁর মর্যাদাসহকারে সত্তাগতভাবে 'আরশের উপর সমুন্নত। তিনি জ্ঞানের মাধ্যমে সৃষ্টির নিকটে।... তিনি আরও বলেন, কুরআন আল্লাহর কালাম। আল্লাহর থেকে এসেছে। মাখলূক নয় যে ধ্বংস হয়ে যাবে। আল্লাহর বাণী, তাঁর ক্ষমতা, প্রশংসা ও গুণাবলি পূর্ণাঙ্গ, মাখলূক নয়, চিরন্তন চিরস্থায়ী। মাখলূক নয় যে ধ্বংস হয়ে যাবে। আমাদের রব অপূর্ণাঙ্গ ছিলেন না যে বৃদ্ধি পেয়েছেন। মাখলূকের সাদৃশ্য থেকে তাঁর গুণাবলি ঊর্ধ্বে। ... 'আরশের উপরে সমুন্নত, তাঁর সৃষ্টি থেকে আলাদা। এরপর তিনি বাকী আকীদাহ উল্লেখ করেন।[৯৭৯]

৯৭৮. গুনিয়াতুত ত্বালেবীন: ১/৫৪-৫৭; ত্ববাকাতুল হানাবিলাহ: ১/২৯৬; মাজমু'উল ফাতাওয়া: ৫/৮৫; আল-'উলূ: ১৯৩; ইজতিমা'উল জুয়ূশ: ২৭৭।]

৯৭৯. যাহাবী, আল-'উলূ, ১৩৫; ইবনুল কাইয়্যেম, ইজতিমা'উল জুয়ূশ, ১৬৬-১৭০।

১৬-আব্দুর রহমান ইবন আবু হাতিম বলেন,

سألتُ أبي وأبا زرعةَ عَن مذاهبِ أهلِ السنَّةِ فِي أصولِ الدِّينِ، وما أدركا عَلَيهِ العلماءَ فِي جميعِ الأمصارِ ومَا يعتقدانِ فِي ذلكَ؟ فقالا:

«أدركنَا العلماءَ فِي جميعِ الأمصارِ - حجازًا وعراقًا وشامًا ويَمَنًا - فكانَ مِنْ مذهبهم:

وأنَّ اللهَ عزَّ وجلَّ عَلَى عَرْشِهِ بَائِنٌ مِنْ خَلْقِهِ كَمَا وصفَ نفسَهُ فِي كتابِهِ وعلى لسانِ رسولِهِ صلى الله عليه وسلم بلا كيفٍ، أحاطَ بكلِّ شيءٍ علمًا لَيۡسَ كَمِثۡلِهِۦ شَيۡءٞۖ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلۡبَصِيرُ [الشورى: ١١]».

আমি আবু হাতিম রাযী ও আবূ যুর'আ রাযী রাহিমাহুমাল্লাহ'র কাছে দীনের মৌলিক বিষয়ে আহলে সুন্নাহ'র মানহাজ সম্পর্কে জানতে চাই এবং এও জানতে চাই যে, তারা উভয়ে সকল এলাকার আলেমদের কী আকীদায় পেয়েছেন এবং উভয়ে কী আকীদাহ পোষণ করেন?

উভয়েই বলেন, আমরা হিজায, ইরাক, মিসর, শাম, ইয়ামানসহ সকল এলাকার আলেমদের পেয়েছি এ মতের ওপর যে, আল্লাহ তাঁর 'আরশের উপরে রয়েছেন, তিনি তাঁর সৃষ্টি থেকে আলাদা। যেমনটি স্বয়ং আল্লাহ নিজের ক্ষেত্রে বর্ণনা দিয়েছেন। কোনো ধরন নির্ধারণ ও জানা ছাড়াই। তিনি সকল কিছুকে জ্ঞানের মাধ্যমে বেষ্টন করে আছেন।[৯৮০]

১৭-ইমাম আবু 'উমার আত-ত্বালামাঙ্কী রাহিমাহুল্লাহ তাঁর 'আল-উসূল ইলা মা'রিফাতিল উসূল' যা দু খণ্ডে সমাপ্ত তাতে বলেন,

«أجمعَ المسلمونَ مِنْ أهلِ السنَّةِ على أنَّ معنى قولِهِ: وَهُوَ مَعَكُمۡ أَيۡنَ مَا كُنتُمۡۚ [الحديد: ٤]، ونحو ذلكَ مِنَ القرآنِ أنَّهُ عِلْمُهُ، وأنَّ اللهَ تعالى فوقَ السَّماواتِ بذَاتِهِ، مستوٍ على عَرْشِهِ كَيْفَ شَاءَ.

وقالَ أهلُ السُّنَّةِ فِي قولِهِ: ٱلرَّحۡمَٰنُ عَلَى ٱلۡعَرۡشِ ٱسۡتَوَىٰ [طه: ٥]: إنَّ الاستواءَ مِنَ اللهِ على عَرْشِهِ على الحَقِيقَةِ لا على المَجَازِ».

"মুসলিমগণের মধ্যে আহলুস সুন্নাত এ ব্যাপারে ঐকমত্য করেছেন যে, আল্লাহর বাণী 'তিনি তোমাদের সাথে আছেন যেখানেই তোমরা থাক না কেন' [সূরা আল-হাদীদ, আয়াত: ০৪], ও অনুরূপ কুরআনের আয়াতগুলোর অর্থ, আল্লাহর ইলম বা জ্ঞান। তারা আরও একমত হয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলা সত্তাগতভাবে আসমানের উপরে, তাঁর 'আরশের উপর উঠেছেন, যেমনটি তিনি চেয়েছেন। আর আহলুস সুন্নাহ বলেন, মহান আল্লাহর বাণী, 'রহমান 'আরশের উপর উঠেছেন" [সূরা ত্বা-হা, আয়াত: ০৫] আল্লাহর পক্ষ থেকে তাঁর আরশের উপর উঠা বাস্তব অর্থেই, কোনো রূপক অর্থে নয়"।[৯৮১]

১৮-ইমাম আবু বকর মুহাম্মাদ ইবন মাওহাব আল-মালেকী তার শারহু রিসালাতু ইবন আবী

৯৮০. আকীদাতুর রাযীইয়াইন পৃ.১; লালেকাঈ, শারহু উসূলি ই'তিকাদি আহলিস সুন্নাহ. ১/১৭৬-১৭৯, নং ৩২১; যাহাবী, সিয়ার,১৩/৮৪; আল-'উলূ, ১২৫, নং ১১০; ইবন তাইমিয়্যাহ, দারউ তা'আরুযিল আকলি ওয়ান নাকল, ৬/২৫৭; আলবানী সহীহ বলেছেন, মুখতাসারুল 'উলূ, ২০৪-২০৫।

৯৮১. মুখতাসারুল উলু পৃ. ২৬৪।

যাইদ আল-ক্বাইরোয়ানীতে বলেন,

«أمّا قولهُ: (إِنَّهُ فَوْقَ عَرْشِهِ المَجِيدِ بِذَاتِهِ) فمعنى (فَوْقَ) و (على) عندَ جميعِ العربِ واحدٌ. وفي الكتابِ والسنَّةِ تصديقُ ذلكَ، وَهُوَ قوله تَعَالَى: ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ [الأعراف: ٥٤]، وقال: الرَّحْمَانُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى [طه: ٥]، وقال: يَخَافُونَ رَبَّهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ [النحل: ٥٠].

«وقدْ تأتي لفظةُ (فِي) فِي لغةِ العربِ بمعنى فوق، كقولِهِ تَعَالَى: فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا [الملك: ١٥] و فِي جُذُوعِ النَّخْلِ [طه: ٧١] و أَأَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ [الملك: ١٦]. قَالَ أهلُ التَّأويلِ: يريدُ فوقَها، وَهُوَ قولُ مالكٍ ممَّا فهمهُ عمَّنْ أدركَ مِنَ التَّابعينَ ممَّا فَهِمُوهُ عَنِ الصَّحابةِ، ممَّا فهموهُ عَنِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم أنَّ اللهَ فِي السَّماءِ، يعني فَوْقَها وعَلَيْهَا، فلذلكَ قَالَ الشيخُ أبو محمَّد: (إِنَّهُ فَوْقَ عَرْشِه) ثمَّ بيَّنَ أنَّ عُلُوَّهُ فَوْقَ عرشِهِ إنَّما هُوَ بذاتِهِ لأنَّه تَعَالَى بائنٌ عنْ جميعِ خلقِهِ بلا كيفٍ، وَهُوَ فِي كُلِّ مكانٍ بِعِلْمِهِ لاَ بِذَاتِهِ. إِذْ لاَ تحويهِ الأماكنُ، لأنَّهُ أعظمُ منهَا».

"ইমাম ইবন আবী যায়েদ আল-ক্বাইরোয়ানীর কথা 'নিশ্চয় তিনি তাঁর সম্মানিত 'আরশের উপর সত্তাগতভাবে রয়েছেন' এখানে 'ফাওকা' (উপরে) ও 'আলা' (উপরে) সকল আরবদের নিকট একই। আর কুরআন ও সুন্নায় সেটার সত্যায়ন রয়েছে, আর তা হচ্ছে, আল্লাহর বাণী, (তারপর তিনি আরশের উপর উঠলেন) [সূরা আল-আ'রাফ, আয়াত: ৫৪], (রহমান আরশের উপর উঠলেন) [ত্বা-হা, আয়াত: ৫], (তারা তাদের রবকে ভয় পায়, উপর থেকে) [সূরা আন-নাহল, আয়াত: ৫০]

'ফী' শব্দটি আরবী ভাষাতে কখনও কখনও 'উপরে' শব্দের অর্থে ব্যবহৃত হয়। যেমন আল্লাহর বাণী, (সুতরাং তোমরা যমীনের ঘাড়ের উপর বিচরণ কর) [সূরা আল-মুলক, আয়াত: ১৫], (খেজুর গাছের উপরে), [সূরা ত্বা-হা, আয়াত: ৭১], (যিনি আসমানের উপর রয়েছেন তার ব্যাপারে কি তোমরা ভয়হীন হয়ে গেছ?), ব্যাখ্যাকারগণ বলেন, অর্থাৎ তার উপরে। আর এটাই ইমাম মালেক যেসব তাবে'য়ী পেয়েছেন তাদের কাছ থেকে বুঝে বলেছেন, সেসব তাবে'য়ীও যেসব সাহাবীকে পেয়েছেন তাদের থেকে বুঝে বলেছেন, আর সাহাবীগণও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে পেয়েছেন যে, 'আন্নাল্লাহা ফিস-সামায়ি' অর্থ 'আল্লাহ আলাস সামায়ি বা আল্লাহ আসমানের উপরে, আসমানের ঊর্ধ্বে। আর এজন্যই শাইখ আবু মুহাম্মাদ বলেন, 'নিশ্চয় তিনি তাঁর 'আরশের উপরে' তারপর তিনি বর্ণনা করলেন যে, তাঁর আরশের উপরে থাকা এটা কেবল সত্তাগতভাবে। কারণ তিনি তাঁর সকল সৃষ্টি থেকে আলাদা, কোনো প্রকার ধরন নির্ধারণ ছাড়াই। তিনি সকল স্থানেই তাঁর ইলম বা জ্ঞানের মাধ্যমে, সত্তাগতভাবে নন। কারণ কোনো স্থান তাকে পরিবেষ্টন করতে পারে না, কারণ তিনি তা থেকে অনেক বড়"।[৯৮২]

১৯- ইমাম আবু যাকারিয়া ইয়াহইয়া ইবন 'আম্মার আস-সিজিস্তানী তার 'রেসালাহ'তে বলেন,

لا نقول كما قال الجهمية، إنه مداخل للأمكنة، وممازج لكل شيء ولا نعلم أين هو، بل هو بذاته على العرش،

---

৯৮২. মুখতাসারুল 'উলু ২৮০-২৮১।

وعلمه محيط بكل شيء، وعلمه، وسمعه، وبصره، وقدرته، مدركة لكل شيء، وهو معنى قوله وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنتُمْ والله بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ، وهو بذاته على عرشه كما قال سبحانه و كما قال رسوله

আমরা জাহমিয়্যাদের মতো বলবো না যে, আল্লাহ জায়গাসমূহে প্রবেশ করেছেন, বস্তুর সাথে মিশে গেছেন এবং তিনি কোথায় তাও জানি না।

বরং তিনি সত্তাগতভাবে 'আরশের উপরে এবং তাঁর ইলম সকল কিছুকে বেষ্টন করে আছে। তাঁর ইলম, তাঁর শ্রবণ, তাঁর দর্শন এবং তাঁর ক্ষমতা সকল কিছুকে আয়ত্তে রেখেছে। সে অর্থে আল্লাহর বাণী: "তিনি তো তোমাদের সঙ্গেই আছেন তোমরা যেখানেই থাকো না কেন।" তিনি তাঁর সত্তাগতভাবে তাঁর 'আরশের উপরে, যেমনটি আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেছেন এবং তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন।[৯৮৩]

২০- ইমাম আবু 'আমর আদ-দানী তাঁর প্রসিদ্ধ গ্রন্থ আর-রিসালাতুল ওয়াফিয়াতে বলেন,

فصل: (في استواء الله على عرشه وعلوه على خلقه)

ومن قولهم: أنه سبحانه فوق سماواته، مستوٍ على عرشه، ومستول على جميع خلقه، وبائن منهم بذاته، غير بائن بعلمه، بل علمه محيط بهم، يعلم سرهم وجهرهم، ويعلم ما يكسبون، على ما ورد به خبره الصادق، وكتابه الناطق، فقال تعالى: الرحمن على العرش استوى، واستواؤه عز وجل: علوه بغير كيفية، ولا تحديد.

"অধ্যায়: আল্লাহ তাঁর 'আরশের উপরে উঠা এবং তাঁর সৃষ্টির উপর থাকা প্রসঙ্গে

আর আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের কথা হচ্ছে, নিশ্চয় মহান আল্লাহ তাঁর সকল আসমানের উপরে, তাঁর 'আরশের উপরে সমুন্নত। সকল সৃষ্টির উপর কর্তৃত্ববান, তাঁর সত্তাগতভাবে তাদের সকলের থেকে আলাদা, তবে তাঁর জ্ঞানে তাদের থেকে পৃথক নন। বরং তাঁর জ্ঞান সৃষ্টির সবকিছুকে পরিবেষ্টন করে আছে, তিনি তাদের গোপন ও প্রকাশ্য সবই জানেন, জানেন তারা কী অর্জন করবে, যেমনটি তাঁর পক্ষ থেকে সত্য সংবাদে এসেছে এবং তাঁর বিবৃতি প্রদানকারী কিতাব বলেছে, তিনি বলেছেন, রহমান 'আরশের উপর উঠেছেন। আর তার 'ইস্তেওয়া' হচ্ছে উপরে থাকা, কোনো প্রকার ধরন নির্ধারণ ছাড়া ও সীমা নির্ধারণ ছাড়া।"[৯৮৪]

বরং কোনো ইমাম 'সত্তাগতভাবে' বা 'স্বয়ং' এ কথা বলার ব্যাপারে সালাফে সালেহীন ইমামগণের ইজমা' বর্ণনা করেছেন।

আশ্চর্য হতে হয় এ বিষয়ে যে, সালাফে সালেহীন থেকে তা ব্যাপকভাবে সাব্যস্ত হওয়ার পরও ইবনুল জাওযীর মত লোক বলতে পারে, 'সালাফরা সত্তাগতভাবে 'আরশের উপর উঠেছে তা বলেননি'।[৯৮৫]

---

৯৮৩. আবুল কাসেম আত-তাইমী, আল-হুজ্জাহ ফী বায়ানিল মাহাজ্জাহ ২/১০৭; ইবনু তাইমিয়্যাহ, মাজমু'উল ফাতাওয়া, ৫/১৯১; যাহাবী, আল-'উলু, ১৭৭-১৭৮; ইবনুল কাইয়্যেম, ইজতিমা'উল জুয়ুশ, ২৭৯।

৯৮৪. আবু 'আমর আদ-দানী, আর-রিসালাতুল ওয়াফিয়াহ, পৃ. ১২৯-১৩২।

৯৮৫. সাইদুল খাত্বির, ২৩।

সালাফে সালেহীন ইমামগণের এসব সুস্পষ্ট বিখ্যাত বর্ণনা থেকে আমরা বুঝতে পারি যে, তাঁরা আল্লাহ তা'আলার ক্ষেত্রে 'ইস্তেওয়া' শব্দটির অর্থ ভালো করেই জানতেন, তবে তারা ইচ্ছাকৃতভাবেই 'সত্তাগতভাবে' বা 'স্বয়ং' বা সৃষ্টিকুল থেকে আলাদা' এগুলো বাড়িয়ে বলতেন মূল অর্থ 'আরশের উপর উঠাকে তাকীদ দেয়ার জন্য। তাদের উদ্দেশ্য ছিল, জাহমিয়া সম্প্রদায়, যারা আল্লাহ তা'আলাকে 'আরশের উপর স্বীকার না করে সব জায়গায় বলছিল, তাদের প্রতিবাদ করা। যদিও এ শব্দগুলো কুরআন ও হাদীসের শব্দ নয়। কিন্তু প্রয়োজন তাদেরকে তা বলতে বাধ্য করেছে; যাতে করে কেউ আল্লাহ তা'আলার 'আরশের উপরে উঠা এবং সেখানে থাকার বিষয়টি অস্বীকার না করতে পারে।

বিষয়টি যেহেতু সালাফে সালেহীন ইমামগণের মত, তাই আমরা দেখতে পাই আশ'আরী-মাতুরিদীদের কেউ কেউ এটা বলাকেই তাশবীহ, তাজসীম বলতে আরম্ভ করেছে। অথচ এটা সালাফদের থেকে বর্ণিত।[৯৮৬]

তবে তাদের অস্বীকার করা দ্বারা এটা সাব্যস্ত হলো যে, তারা সালাফদেরকে এসব শব্দ ব্যবহার করতে দেখে তার বিরুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছে; কারণ তাদের অন্তর আল্লাহ তা'আলার গুণ সাব্যস্ত করার মত জ্ঞানী হতে পারেনি। তাছাড়া আরও একটি বিষয় সাব্যস্ত হলো যে, সালাফে সালেহীন কখনও এসব গুণকে অর্থশূন্য করতেন না, যেটাকে তারা তাফওয়ীদ্ব নামকরণ করে থাকে। তবে আহলুস সুন্নাতের কোনো কোনো ইমাম এ শব্দগুলো ব্যবহার করতে আগ্রহ দেখাননি এমনটি দেখা যায়, তাদের উদ্দেশ্য ছিল এটা যেহেতু হাদীসে আসেনি সেহেতু ব্যবহার না করা। কিন্তু তাদের উদ্দেশ্য কখনও আল্লাহ তা'আলার 'আরশের উপর উঠা বা থাকাকে অস্বীকার করা নয়। কারণ তারা এ গুণ সাব্যস্ত করার জন্য আলাদা আলাদা গ্রন্থও রচনা করেছেন।

তিন. সালাফে সালেহীন আল্লাহ তা'আলার জন্য 'হদ্দ' বা 'সীমা' সাব্যস্ত করা হবে কি না, তা নিয়ে বক্তব্য রেখেছেন।

বিষয়টি অনেক সূক্ষ্ম হওয়ায় অনেকে হয়ত ধারণ করতে পারবে না। তাছাড়া কুরআন ও সুন্নায় সরাসরি 'হদ্দ' বা সীমা শব্দটি সাব্যস্ত করা হয়নি। কিন্তু আমরা বেশ কিছু সালাফে সালেহীনকে তা সাব্যস্ত করতে দেখি। আবার অপর কিছু সালাফকে তা সাব্যস্ত করতে নিষেধ করতে দেখি।

যারা সাব্যস্ত করেননি, তারা কুরআন ও সুন্নায় না আসার কারণে সেটা বলেননি। তাদের মধ্যে অন্যতম হচ্ছেন, ইমাম আবু হানীফা, ইমাম আবু নাসর আস-সাজযী ও এক বর্ণনায় ইমাম আহমাদ। কিন্তু তারা সবাই আল্লাহ তা'আলাকে 'আরশের উপর বিশ্বাস করতেন। যার প্রমাণ আমরা ইমাম যাহাবীর 'উলু, 'আরশ, আরবা'ঈন, ইবনুল কাইয়্যেমের ইজতিমা'উল জুয়ূশ, ইমাম ইবন আব্দুল হাদীর আল-কালাম আলা মাসআলাতিল ইস্তেওয়া গ্রন্থে পাই।

কিন্তু যারা সাব্যস্ত করেছেন, তারা একটি বিপরীতমুখী ঝড়ের কারণে সেটা বলতে বাধ্য হয়েছিলেন। তারা যখন দেখলেন, জাহমিয়ারা 'হদ্দ' নির্ধারণ না করার দোহাই দিয়ে আল্লাহর 'আরশের উপর থাকা, 'আরশের উপর উঠা অস্বীকার করে বসেছে, তখন তারা 'হদ্দ' সাব্যস্ত করে হলেও আল্লাহর 'আরশের উপর উঠা ও 'আরশের উপর অবস্থানের বিষয়টি নিশ্চিত

---

৯৮৬. ঈদাহুদ দলীল, পৃ. ১০৭; দাফ'উ শুবাহি মান তামাররাদা পৃ. ১৯, ৩২।

করেন। সুতরাং সালাফদের মধ্যে যারা হদ্দ সাব্যস্ত করেছেন তাদের অন্যতম হচ্ছেন,

১- আমীরুল মুমিনীন, আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারক।

২- আব্দুল্লাহ ইবনুয যুবাইর আল-হুমাইদী।

৩- ইমাম সা'ঈদ ইবন মানসূর।

৪- ইমাম আহমাদ ইবন হাম্বল।

৫- ইমাম ইসহাক ইবন রাহওয়াইহ।

৬- হারব ইবন ইসমাঈল আল-কিরমানী।

৭- উসমান ইবন সা'ঈদ আদ-দারেমী।

৮- আব্দুল্লাহ ইবন ইমাম আহমাদসহ আরও অনেকে।[৯৮৭]

সালাফদের এ বিপরীতমুখী বস্তুত কোনো বাস্তব মতভেদ নয়। এটা ছিল হদ্দ শব্দ দ্বারা কী উদ্দেশ্য নেওয়া হবে সেটার উপর নিভর্রশীল। কারণ শব্দটির দুটি অর্থ হতে পারে, যদি হদ্দ দ্বারা উদ্দেশ্য হয়, আল্লাহ তা'আলাকে কোনোভাবে পরিবেষ্টন করা জ্ঞানে কিংবা ধারণে, তাহলে তা অবশ্যই বাতিল কথা, যা সবার নিকটেই বাদ দিতে হবে। আর যদি হদ্দ দ্বারা উদ্দেশ্য হয়, কোনো কিছুকে অপর কিছু থেকে পৃথক করা, তাহলে তা অবশ্য সাব্যস্ত করতে হবে, আর সালাফগণের মধ্যে এ ব্যাপারে কোনো ভিন্ন মত ছিল না।[৯৮৮]

এভাবে সালাফে সালেহীন 'হদ্দ' সাব্যস্ত করা বা না করা নিয়ে যে বিতর্কে প্রবৃত্ত হয়েছিল তা স্পষ্টভাবে প্রমাণ করে যে, সালাফগণ কখনও আল্লাহ তা'আলার গুণসমূহকে তাফওয়ীদ্ব নামীয় অর্থশূন্য করার মতো ঘৃণিত কুফুরী কাজটি করতেন না।

আরও যে জিনিসটি প্রমাণ করবে যে, 'হদ্দ সাব্যস্ত করা' বা না করার বিষয়টি 'তাফওয়ীদ্ব নামীয় জাহমিয়াদের বাহনকে অস্বীকার করছে, আশায়েরা মতবাদের কেউ কেউ (যেমন ইমাম বাইহাক্বী) সালাফদের ব্যবহার করা 'হদ্দ' শব্দটির অপব্যাখ্যাও করেছে।[৯৮৯] আর তারা তখনই সেটাকে অপব্যাখ্যা করেছিল যখন তারা স্পষ্ট সিফাত তথা আল্লাহর 'ইস্তেওয়া' গুণটির ব্যাপারে সালাফদেরকে তা সাব্যস্ত করতে দেখতে পেয়েছে। সুতরাং সালাফগণ তাফওয়ীদ্ব করেনি এটা আশা'য়েরাদের কথা ও কর্ম দ্বারাই সাব্যস্ত হয়ে গেল।

চার. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামকে 'আরশের উপর বসানো সংক্রান্ত বর্ণনার ব্যাপারে সালাফে সালেহীনের অবস্থান:

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আল্লাহ তা'আলা তাঁর সাথে আরশের উপর বসাবেন, এটি মূলত কুরআনে কারীমের আয়াত, عسى أن يبعثك ربك مقاماً محموداً এর ব্যাখ্যায় ইমাম মুজাহিদ ইবন জাবর বর্ণনা করেছেন। বর্ণনাটি মুজাহিদ ইবন জাবার রাহিমাহুল্লাহ থেকে

৯৮৭. দেখুন, আবুল কাসেম আদ-দিশতী, ইসবাতুল হাদ্দি লিল্লাহি

৯৮৮. ইবন আবিল ইয্য, শারহুত ত্বাহাওয়ী ১/২৪০।

৯৮৯. বাইহাকী, আল-আসমা ওয়াস সিফাত: ২/৩৩৬।

বিশুদ্ধ।[৯৯০]

কিন্তু এ ব্যাপারে বেশ কিছু হাদীস বর্ণিত হয়েছে। তার সবই বানোয়াট বলে মুহাদ্দিসগণ বলেছেন।[৯৯১]

এ ব্যাপারে বিপরীত মেরুতে ছিল জাহমিয়ারা। তারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য এ ফযীলতকে অস্বীকার করে। তাদের অস্বীকার করার কারণ হাদীস শুদ্ধ বা অশুদ্ধ হওয়া নয়। বরং তারা অস্বীকার করেছিল এজন্য যে, যদি তা সাব্যস্ত করা হয় তাহলে আল্লাহ তা'আলার জন্য 'আরশের উপর উঠা ও সেখানে থাকা সাব্যস্ত করতে হয়। তাই সালাফে সালেহীন তাদের গ্রন্থে, কবিতার ছন্দে এ আকীদাহ বারবার বর্ণনা করতেন। যাতে করে তা জাহমিয়াদের জন্য গলার কাঁটা হতে পারে। বরং সালাফদের কেউ কেউ এটার বিশ্বাস আছে কিনা তা দিয়ে জাহমিয়াদের চিনতে পারতেন। ইমাম আবু বকর আল-মারওয়াযী এ ব্যাপারে স্বতন্ত্র গ্রন্থও প্রণয়ন করেন।

যেসব আলেম মুজাহিদ ইবন জাবার রাহিমাহুল্লাহর বক্তব্যকে সমর্থন করেছেন তাদের মধ্যে অন্যতম হচ্ছেন,

১- ইমাম আবু দাউদ, সুনান গ্রন্থকার।

২- আবু বকর ইবন আবী দাউদ।

৩- আব্দুল্লাহ ইবন ইমাম আহমাদ।

৪- ইবরাহীম আল-হারবী।

৫- ইয়াহইয়া ইবন আবী তালেব।

৬- আবু জা'ফার আদ-দাকীকী।

৭- মুহাম্মাদ ইবন ইসমা'ঈল আস-সুলামী আত-তিরমিযী।

৮- আব্বাস ইবন মুহাম্মাদ আদ-দূরী।

৯- মুহাম্মাদ ইবন বিশর ইবন শারীক ইবন আব্দুল্লাহ নাখা'য়ী। [যাহাবী, আল-আরশ ২১৮]

১০- আবু ক্বিলাবাহ আব্দুল মালিক ইবন মুহাম্মাদ আর-রাক্কাশী।

১১- আবু বকর ইবন হাম্মাদ আল-মুকরী।

১২- আলী ইবন দাউদ আল-ক্বানত্বারী।

১৩- মুহাম্মাদ ইবন ইমরান আল-ফারেসী আয-যাহিদ।

১৪- ইসমাঈল ইবন ইবরাহীম আল-হাশেমী।

১৫- মুহাম্মাদ ইবন ইউনুস আল-বসরী।

১৬- আহমাদ ইবন আসরাম আল-মুযানী।

১৭- মুহাম্মাদ ইবন আলী।

---

৯৯০. ইবন আবী শাইবাহ, আল-মুসান্নাফ ১১৬৯৮; আল-আজুররী, আশ-শরী'আহ ১১০১; ১১০২।

৯৯১. ইবন তাইমিয়্যাহ, দারউ তা'আররুদ্বিল আকলি ওয়ান নাকলি ৫/২৩৭; যাহাবী, আল-উলু, ৭১৭।

১৮-আবু বকর ইবন সাদাক্বাহ।

১৯-আলী ইবন সাহাল।

২০-মুহাম্মাদ ইবন ইউনুস আল-বসরী।

২১-হাসান ইবনুল ফাদ্বল।

২২-হারূন ইবনুল আব্বাস আল-হাশেমী।

২৩-আবু আব্দুল্লাহ ইবন আব্দুন নূর।

২৪-ইবরাহীম আল-আসবাহানী।

এ ব্যাপারে একই মত পোষণকারীদের অন্যতম আরো রয়েছেন,

২৫-ইসহাক্ব ইবন রাহওয়িয়াহ।

২৬-আবু উবাইদ আল-ক্বাসেম ইবন সাল্লাম।

২৭-মুহাম্মাদ ইবন মুসআব আল-আবেদ।

২৮-বিশর আল-হাফী।

২৯-হারূন ইবন মারূফ।

তাছাড়া আরও অনেক সালাফে সালেহীনের অনুসারী আলেম।[৯৯২]

এখানে আমি বিষয়টি সাব্যস্ত কিংবা অসাব্যস্ত করছি না। শুধু উদ্দেশ্য এটাই প্রমাণ করা যে, সালাফে সালেহীন 'ইস্তেওয়া' এর অর্থ সাব্যস্ত করতেন। তারা তাফওয়ীদ্ব নামীয় 'জাহমিয়াদের গাধা' দিয়ে আল্লাহ তা'আলার গুণকে অর্থশূন্য, চিন্তাশূন্য, আলোচনাশূন্য করার মতো কাজ করেননি।

কারণ সালাফগণ বুঝেছিলেন এটা সাব্যস্ত হলে আল্লাহ তা'আলা যে তাঁর 'আরশের উপর উঠেছেন, তিনি যে তাঁর আরশের উপর রয়েছেন সেটা সাব্যস্ত করা ছাড়া কোনো উপায় নেই।

এখানে আরও একটি জিনিস প্রণিধানযোগ্য, তা হচ্ছে কোনো কোনো আশ'আরী মতবাদের আলেম রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আল্লাহ তা'আলার সাথে 'আরশে বসানোর বিরুদ্ধে বলেছেন এ যুক্তিতে যে, এর দ্বারা তাশবীহ ও তাজসীম আবশ্যক হয়।[৯৯৩] তাদের বড় নেতা ইবন ফুওরাক রাহিমাহুল্লাহ তো স্পষ্ট বলে দিয়েছেন যে, মুজাহিদ রাহিমাহুল্লাহ থেকে যে ভাষ্যটি বর্ণিত হয়েছে তা তিনি নিতে পারছেন না। এটাকে অপব্যাখ্যা করে সাহায্য ও সহযোগিতার অর্থে নিতে হবে।[৯৯৪]

এভাবেই আশায়েরা-মাতুরিদিয়ারা স্বীকার করে নিল যে, সালাফে সালেহীন আল্লাহ তা'আলার ইস্তেওয়া গুণ নিয়ে চুপ থাকেননি, অর্থশূণ্য বলেননি। বরং সালাফগণ স্পষ্ট প্রকাশ্য শব্দ দিয়ে এগুলোর অর্থ করেছেন, যা তাদেরকে অপব্যাখ্যা করতে বাধ্য করেছে।

---

৯৯২. যাহাবী, আল-আরশ ২৬৫।

৯৯৩. 'ঈযাহুদ্দলীল পৃ. ২৭৮।

৯৯৪. ইবন ফুওরাক, তা'ওয়ীলে মুশকিলুল হাদীস পৃ. ৩৩৯।

এখানে একটি দৃষ্টি আকর্ষণী দেয়া দরকার যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আল্লাহ তা'আলা তাঁর আরশের উপর বসানোর বিষয়টি কোনো কোনো আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের ইমামও অস্বীকার করেছেন। তবে তাদের অস্বীকার এজন্য নয় যে, এর দ্বারা তাশবীহ কিংবা তাজসীম হয়, বরং এজন্য যে, তাদের নিকট হাদীসগুলো সাব্যস্ত হয়নি। অনুরূপভাবে মুজাহিদ রাহিমাহুল্লাহ'র ভাষ্যও তাদের কাছে সহীহ সনদে পৌঁছেনি অথবা মাকামে মাহমূদের ব্যাখ্যায় তার চেয়েও বিশুদ্ধ হাদীস এসেছে।[৯৯৫]

আর আমাদের উদ্দেশ্য এটা সাব্যস্ত করা কিংবা বাতিল করাও নয়। বরং উদ্দেশ্য 'তাফওয়ীদ্ব' নামক মিথ্যাচার থেকে সালাফে সালেহীনের আঁচলকে পবিত্র ঘোষণা করা।

সুতরাং উপরোক্ত চারটি অস্ত্রের মাধ্যমে আমরা তাফওয়ীদ্ব নামীয় জন্তুটিকে ধরাশায়ী করতে সক্ষম হলাম আলহামদুলিল্লাহ। এর মাধ্যমে এটাই প্রমাণিত হলো যে,

১- সালাফে সালেহীন আল্লাহ তা'আলার সকল গুণের অর্থ করতেন।

২- অর্থ নিয়ে সেটা দিয়ে আহকাম সাব্যস্ত করতেন।

৩- সালাফে সালেহীন আশায়েরা ও মাতুরিদিয়াদের চেয়ে কুরআন ও সুন্নাহর ভাষ্য বেশি বুঝতেন।

৪- সালাফে সালেহীন কখনো 'ইস্তেওয়া' এর অর্থ নিয়ে নীরব থাকেনি।

৫- সালাফে সালেহীন কখনো 'ইস্তেওয়া' এর অর্থ নিয়ে নির্লিপ্ততা দেখাননি।

৬- সালাফে সালেহীন কখনো 'ইস্তেওয়া' এর অর্থ বুঝে আসে না তা বলেননি।

৭- সালাফে সালেহীন কখনো 'ইস্তেওয়া' এর অর্থ করলে আল্লাহ তা'আলার জন্য দেহ সাব্যস্ত হয় তা বলেননি।

৮- সালাফে সালেহীন কখনো 'ইস্তেওয়া' শব্দকে মুতাশাবিহ বলেননি।

৯- সালাফে সালেহীন কখনো 'ইস্তেওয়া' শব্দকে ধাঁধাঁ জাতীয় কিছু বলেননি।

১০- সালাফে সালেহীন কখনো 'ইস্তেওয়া' শব্দের অর্থ বুঝার জন্য দীনকে সাধারণ মানুষ আর তথাকথিত বিশেষ মানুষের মধ্যে বিভক্ত করেননি।

১১- সালাফে সালেহীন 'ইস্তেওয়া' শব্দ বুঝার জন্য বহু প্রকার ভাষ্য ব্যবহার করেছেন, যার অনেকগুলো তাদের থেকে সহীহ সনদে সাব্যস্ত।

১২- সালাফে সালেহীন এটাই বিশ্বাস করতেন যে, আল্লাহ তা'আলা সত্তাগতভাবে তাঁর আরশের উপর উঠেছেন।

১৩- সালাফে সালেহীন এটাই বিশ্বাস করতেন যে, আল্লাহ তা'আলা সত্তাগতভাবে তাঁর আরশের উপর রয়েছেন।

১৪- সালাফে সালেহীন এটাই বিশ্বাস করতেন যে, আল্লাহ তা'আলার অন্যান্য গুণও এভাবে যে অর্থটি বাক্যের আগ-পিছ বিবেচনায় এবং অন্যান্য ভাষ্যের আলোকে বুঝা যাবে সেভাবে সাব্যস্ত করা হবে।

---

৯৯৫. দেখুন, যাহাবী, আল-উলু ৭১৬।

১৫- সালাফে সালেহীন বিশ্বাস করতেন যে, 'ইস্তেওয়া' একটি কর্মগত গুণ, যা আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছার সাথে সম্পৃক্ত; এটি শুধু কর্ম নয়।

আশ'আরী-মাতুরিদীদের কি অন্য কোনো উপায় আছে?

উপরোক্ত আলোচনা থেকে আমাদের কাছে স্পষ্ট হলো যে,

ইস্তেওয়া শব্দের অর্থ 'তাফওয়ীদ্ব' করা বা অর্থশূন্য করার নীতি কখনও সালাফ তথা সাহাবী, তাবেয়ীন, তাবে তাবে'য়ীন, আয়িম্মায়ে কুতুবে দীনের মধ্যে প্রচলিত ছিল না। তারা আল্লাহ তা'আলার গুণের ব্যাপারে হ-য-ব-র-ল অবস্থায় ছিলেন না, তারা সম্পূর্ণভাবে এগুলোর অর্থ বুঝতেন। তাই আশা'য়েরা ও মাতুরিদী আলেমগণের জন্য দু'টি অবস্থার যেকোনো একটি গ্রহণের কোনো গত্যন্তর নেই:

এক. আল্লাহ তা'আলার গুণ সাব্যস্ত করার ক্ষেত্রে অর্থের মধ্যে 'তাফওয়ীদ্ব' নীতি থেকে ফিরে আসা এবং সালাফদের নীতি গ্রহণ করা।

দুই. তাদের ভ্রান্ত মতের ওপর থাকা এবং সালাফদেরকে তাদের মতবাদ থেকে মুক্ত বলে ঘোষণা করা। তাদেরকে তাশবীহ, তাজসীম তথা দেহবাদী হওয়ার অপবাদ প্রদান থেকে বিরত থাকা।

আর যদি এখন যেভাবে আছেন সেভাবে থাকতে চান তবে অবশ্যই পরস্পর বিরোধী অসত্য একটি পথেই শুধু বিচরণ করবেন।

আল্লাহর কাছে রাতের এ শেষ প্রহরে দো'আ করি তিনি যেন আমাদেরকে হিদায়াত দেয়ার পর আমাদের অন্তরসমূহকে বক্র করে না দেন। আমীন।

সর্বশেষ আহ্বান:

আসুন আমরা একটু চিন্তা করি,

১- কেন আমরা কুরআনে কারীম, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীস, সাহাবায়ে কিরাম, তাবে'য়ীনে 'ইযাম, আয়িম্মায়ে কিরামের বিরোধিতা করব?

২- কেন আমরা সাহাবায়ে কিরামকে আমাদের কথা দ্বারা কষ্ট দিব? যদি 'তাফওয়ীদ্ব' নীতি মানতে হয় তো সাহাবায়ে কেরামের চেয়ে পরবর্তীদেরকে বড় আলেম সাব্যস্ত করতে হয়। এমন নিকৃষ্টতম কাজটি আমরা কেন করব?

২- কেন আমরা আমাদের সালাফদের মত ছেড়ে দিয়ে এ মিথ্যা 'তাফওয়ীদ্ব' আশ্রয় নিয়ে আল্লাহ তা'আলার গুণকে অর্থশূন্য করে জাহমিয়াদের বাহনে সাওয়ার হব?

৩- কেন আমরা আমাদের হিদায়াতের ইমাম, আবু হানীফা, মালেক, শাফে'য়ী, আহমদ ইবন হাম্বলের মতো লোকদের পদাঙ্ক অনুসরণ করব না?

৪- কেন আমরা বুখারী, মুসলিম, আবু দাউদ, তিরমিযী, নাসায়ী ও ইবন মাজাহ এর মতো ইমামগণের কথা বাদ দিয়ে, তাদের দিকনির্দেশনা না শুনে তথাকথিত গ্রীক দর্শনের অনুসারীদের বিবেকীয় সন্দেহের অনুসরণ করবো?

৫- কেন আমরা ইমামগণের স্পষ্ট বক্তব্য ছেড়ে মিথ্যা বা অস্পষ্ট দু'একটি বক্তব্যের পিছনে

দৌড়াব? হিদায়াতের পথ কি স্পষ্ট নয়?

৬- কেন আমরা সবসময় হিদায়াতের রাজপথ ছেড়ে পথভ্রষ্টতার চোরাগলিতে বিচরণ করব? যেখানে অহরহ আমাদের ঈমান বিনষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

আসুন! আমরা 'তাফওয়ীদ্ব' নামক সালাফের ওপর দিয়ে চালিয়ে দেয়া মিথ্যাচারকে চিরদিনের জন্য ত্যাগ করি।

আল্লাহ আমাদেরকে তাঁর হিদায়াতের পথে পরিচালিত করুন, যে পথটি সোজা জান্নাতে চলে গেছে সে পথের পথিক বানান। আমীন।

শেষকথা

আল্লাহর হামদ ও শুকরিয়া আদায় করছি, যাঁর নি'আমতেই সকল সৎকাজ সুসম্পন্ন হয়। যিনি তাঁর আরশের উপর উঠার বিষয়টি আমাদের সুস্পষ্টভাবে জানিয়েছেন, 'আরশের উপরে থেকেও তিনি বান্দার নিকটে, তাদের ডাকে সাড়া দেন, তাদের অবস্থা জানেন, তাদের পর্যবেক্ষণ করেন, তাদেরকে সাহায্য-সহযোগিতা করেন। সালাত ও সালাম পেশ করছি, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওপর, যিনি আমাদেরকে আল্লাহ তা'আলা সম্পর্কে যা আমাদের ঈমান আনতে হবে তা জানিয়েছেন, বুঝিয়েছেন, উদাহরণ দিয়ে স্পষ্ট করেছেন। এ ব্যাপারে কোনো প্রকার ধোঁয়াশা বা অস্বচ্ছতা রাখেননি। রিসালাতের কর্তব্য পালন করেছেন, প্রচার করেছেন, আমানত উম্মতের কাছে অর্পণ করেছেন। উম্মতকে রেখে গেছেন এমন এক পথে যা শুভ্র সাদা দিনের মত, যাতে রাত ও দিন সমান। আল্লাহ তা'আলার কাছে দো'আ করি, তিনি যেন এমন প্রিয়নবীকে এমন প্রতিদান প্রদান করুন, যা একজন নবীর জন্য তাঁর উম্মতের পক্ষ থেকে উপযুক্ত।

পরবর্তী কথা হলো, "রহমান 'আরশের উপর উঠেছেন" এ কথার মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর পরিচয় দিয়েছেন। এ পরিচয় তুলে ধরার জন্য কয়েকটি মাসের প্রচেষ্টায় এ পৃষ্ঠাগুলো লেখার তাওফীক আল্লাহ তা'আলা দিয়েছেন। এর মাধ্যমে যা আমাদের কাছে স্পষ্ট হলো তা হচ্ছে,

১- আল্লাহ তা'আলা তাঁর নিজের সত্তা, নাম, গুণ ও কর্ম সম্পর্কে যথার্থ পরিচয় তাঁর কিতাবে তুলে ধরেছেন। কুরআনের প্রতিটি আয়াতই তাঁর পরিচয়ের কোনো না কোনো দিক বর্ণনা করছে। সবচেয়ে দুর্ভাগা ঐ ব্যক্তি যে এসব আয়াত থেকে হিদায়াত গ্রহণ করতে পারেনি বা এগুলোকে হিদায়াতের আকর হিসেবে গ্রহণ করতে পারেনি।

২- আল্লাহ তা'আলার প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে আমাদেরকে ওহীর মাধ্যমে প্রাপ্ত হয়ে আল্লাহ তা'আলার সত্তা, নাম, গুণ ও কর্ম সম্পর্কে বিস্তারিত তুলে ধরেছেন যা অসংখ্য হাদীস দ্বারা আমাদের কাছে আমাদের নবী তুলে ধরেছেন।

৩- আল্লাহর প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ তা'আলা সম্পর্কিত জ্ঞান সবচেয়ে স্পষ্ট করে বর্ণনা করেছেন। সেখানে কোনো অস্পষ্টতা রাখেননি।

৪- আল্লাহ তা'আলার প্রিয় নবীর সাহাবীগণ আল্লাহ তা'আলার সত্তা, নাম, গুণ ও কর্ম সম্পর্কে উম্মতের সকলের চেয়ে সবচেয়ে ভালো বুঝতেন। এমনকি একজন বেদুঈনও তা বুঝতেন ও তা থেকে নিজের অবস্থান নির্ধারণ করতেন।

৫- সাহাবায়ে কেরাম কখনও কুরআন ও হাদীসের ভাষ্য না বুঝে পার হওয়া কিংবা আল্লাহ তা'আলার সত্তা, নাম, গুণ ও কর্ম সম্পর্কিত আয়াত ও হাদীসের ক্ষেত্রে কোনো রকমে না বুঝে অন্ধভাবে পালিয়ে যাওয়ার মানসিকতা পোষণ করতেন না, যা তাদের ব্যাপারে কোনো কোনো দুর্ভাগাদের মন্তব্য থেকে প্রকাশ পায়।

৬- সাহাবায়ে কেরাম আল্লাহ তা'আলা সম্পর্কে বেশি জানতেন বলেই তারা উম্মতের সবচেয়ে

উত্তম প্রজন্ম বিবেচিত হয়েছেন। আল্লাহ তা'আলাকে বেশি ভয় করতেন। আল্লাহ সম্পর্কে তাঁদের ইলমের সাথে পরবর্তীদের ইলমের কেনো তুলনা চলে না। যখনই ফিতনা বের হয়েছে তখনই তারা আল্লাহ তা'আলা সম্পর্কিত তাদের বিদ্যা জনসমক্ষে প্রচার করেছেন। তাদের বক্তব্যের মাধ্যমেই আমরা আল্লাহ তা'আলার নাম, গুণ, ও কর্ম সম্পর্কে সঠিক পরিচয় লাভ করতে পারি।

৭- সাহাবায়ে কেরামের ভাষ্য থেকেই আল্লাহ তা'আলাকে আমরা 'আরশের উপর উঠা ও সেখানে থাকার বিষয়টি আরও যথাযথভাবে জানতে পেরেছি।

৮- সাহাবায়ে কেরামের অবর্তমানে তাদের সুযোগ্য উত্তরসূরীরা আল্লাহ তা'আলা সম্পর্কিত সে জ্ঞানের ওয়ারিস হিসেবে উম্মতের সামনে তা প্রচার প্রসার করেছেন। তাদের মধ্যে গ্রহণযোগ্য কারও থেকে আল্লাহ তা'আলার নাম, গুণ, কর্ম অস্বীকার করা কিংবা তা'ওয়ীল নামক অপব্যাখ্যা সাব্যস্ত হয়নি।

৯- তাবে'য়ীগণের পরে তাদের পরবর্তী উত্তরসূরী ইমামগণ আল্লাহ তা'আলার পরিচিতি তুলে ধরার এ মহান ঝাণ্ডা উড্ডীন করার দায়িত্ব স্বতঃস্ফূর্তভাবে পালন করেছেন। তাই আমরা দেখতে পাই, চার প্রখ্যাত ইমামসহ হিদায়াতের সকল ইমামের কেউই আল্লাহ তা'আলার উপরে থাকা, তাঁর 'আরশের উপরে উঠা ও এ জাতীয় কোনো গুণ সাব্যস্ত করার ব্যাপারে দ্বিমত পোষণ করেননি।

১০- হিদায়াতের ইমামগণ তাদের সময়কার পথভ্রষ্টদের সামনে পর্বতসম দাঁড়িয়েছেন, আল্লাহ তা'আলার নাম, গুণ ও কর্ম অস্বীকারকারীদের বিরুদ্ধে তারা বক্তব্য, লেখনি ইত্যাদির মাধ্যমে হক্ক কথা তুলে ধরেছেন। বিশেষ করে জাহমিয়্যা ও মু'তাযিলাদের বিরুদ্ধে তাদের অবস্থান সাধারণ ও বিশেষ সকলের কাছেই জানা রয়েছে।

১১- হিদায়াতের বিখ্যাত ইমাম আবু হানীফা, মালেক, শাফে'য়ী, আহমদ ইবন হাম্বল, সুফইয়ন ইবন 'উয়াইনাহ, সুফইয়ান আস-সাওরী, আওযা'ঈ, লাইস ইবন সা'দ তারা সবাই আল্লাহ তা'আলাকে 'আরশের উপর বলেই বিশ্বাস করতেন।

১২- উক্ত ইমামগণ পরবর্তী যথাযোগ্য উত্তরসূরী হাদীস বিশারদগণ সে ঝাণ্ডা তুলে নিয়েছিলেন। তারা আল্লাহ তা'আলা সম্পর্কে সঠিক আকীদাহ ও মানহাজের ধারক হিসেবে মুসলিম মিল্লাতকে জাহমিয়্যাহ, মু'তাযিলা, শিয়া, খারেজী ইত্যাদিদের ভুল ও বিভ্রান্তিমূলক মতবাদ থেকে সাবধান করে শত শত গ্রন্থ রচনা করেছেন। সেসব গ্রন্থে সুস্পষ্টভাবে আল্লাহ তা'আলার 'আরশের উপর উঠার বিষয়টি দলীল প্রমাণসহ সন্নিবেশিত হয়েছে।

১৩- হিজরী চতুর্থ শতকে এসে আশা'য়েরা ও মাতুরিদী ফিতনা মাথাচাড়া দিয়ে উঠে। তখন থেকেই আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের ইমামগণ আল্লাহ তা'আলার সত্তা, নাম, গুণ ও কর্ম সম্পর্কিত বিশুদ্ধ আকীদাহ'র গ্রন্থ রচনা করেন, তাতে বিরুদ্ধবাদীদের আকীদাহ'র সমস্যাগুলো তারা তুলে ধরেন।

১৪- এসময় পথভ্রষ্টতা চরম আকার ধারণ করে, তার কারণ হিসেবে, অনারব দর্শনের প্রতি আসক্তি, অনারবদের দ্বারা কুরআন ও হাদীসের ভাষ্য বুঝার ক্ষেত্রে বিবেকের যুক্তিকে প্রাধান্য প্রদান নীতি, কিছু হাদীস গ্রহণের ক্ষেত্রে অসম্মতি ইত্যাদি অভ্যন্তরীণ ও বহিরাগত

কারণকে চিহ্নিত করা হয়ে থাকে।

১৫- যুগ যুগ ধরে সত্যনিষ্ঠ আলেমগণ আকীদাহ'র বিষয়ে সঠিক ধারা সম্পর্কে বিস্তারিত লিখে গেছেন। তাদের সেসব কথা ও বচনই ছিল আমাদের এ গ্রন্থের উপজীব্য। যেকোনো সত্যান্বেষী মানুষ এসব আলেমের বক্তব্য পড়ার পর আল্লাহ তা'আলার 'আরশের উপরে থাকার বিষয়টি নিয়ে সন্দেহ সংশয়মুক্ত হবেন এটাই আমরা আশা করি।

পরিশেষে আল্লাহর কাছে দো'আ করি, তিনি যেন এ গ্রন্থটিকে কবুল করেন, এটাকে হিদায়াতের অসীলা বানান, এটাকে আমার জন্য, পাঠকের জন্য আখেরাতে মুক্তির মাধ্যম হিসেবে গ্রহণ করে নেন। আমীন।

সমাপ্ত

ٱلرَّحۡمَٰنُ عَلَى ٱلۡعَرۡشِ ٱسۡتَوَىٰ

العقيدة الصحيحة في صفات الاستواء والعلو والمعية والقرب
في ضوء القرآن والسنة وأقوال السلف والأئمة

أ.د. أبو بكر محمد زكريا

(بكالوريوس في الشريعة وماجستير ودكتوراه في العقيدة من الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة)

قسم الفقه والدراسات القانونية

الجامعة الإسلامية، كوشتيا، بنغلادش

مبادرة رعاية المجتمع، بنغلادش

العلم ناشرون، الولايات المتحدة الأمريكية

রহমান 'আরশের উপর উঠেছেন

কুরআন, সুন্নাহ, সালাফে সালেহীন ও ইমামগণের ভাষ্যের আলোকে
মহান আল্লাহ্‌র 'আরশের উপর উঠা, সবকিছুর উপরে থাকা,
সাথে থাকা ও নিকটে থাকার সিফাত তথা গুণ বিষয়ে বিশুদ্ধ আকীদাহ

প্রফেসর ড. আবুবকর মুহাম্মাদ যাকারিয়া